বাংলাদেশ
অর্থনৈতিক সমীক্ষা
২০২০

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অক্টোবর ২০২০
www.mof.gov.bd

মুদ্রণেঃ
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

মুখবন্ধ

'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' সরকারের একটি নিয়মিত প্রকাশনা। সমীক্ষায় মূলত সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনীতির খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। প্রতি বছর জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে অন্যান্য বাজেট ডকুমেন্টস্ এর সাথে সমীক্ষাটি প্রকাশ করা হয়। কোভিড-১৯ এর ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০' প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে।

২। গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। এসময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮ শতাংশ ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির এ ধারাবাহিক অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে আবির্ভূত করোনাভাইরাস বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরণের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধির হার ইতিবাচক ধারায় রয়েছে এবং প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১০.৮৭ শতাংশ। এসময়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যের ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০২০ তারিখে দাঁড়িয়েছে ৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। সাম্প্রতিক সময়ে এটি আরো বৃদ্ধি পেয়ে রেকর্ড ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। মুদ্রার বিনিময় হার, বিশেষ করে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। এবছরে কৃষি খাতে উৎপাদন ভালো হওয়ায় এবং পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখার ফলে মূল্যস্ফীতির হারও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

৩। কোভিড-১৯ মহামারির বিরূপ প্রভাব ২০০৮-২০০৯ বছরের আর্থিক মন্দাকে ছাঁড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী এ সংকট মোকাবিলা করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এবং উন্নয়নের সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় ১.২ লক্ষ কোটি টাকার একটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। ঘোষিত এ প্রণোদনা প্যাকেজ জিডিপি'র ৪.৩ শতাংশ। এ প্যাকেজের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম হল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের সুবিধা বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নগদ অর্থ বিতরন, কৃষি খাতের জন্য বিভিন্ন তহবিল গঠন। আর্থিক প্রণোদনার পাশাপাশি কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস, ব্যাংকিং খাতে তারল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতি সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই সময়োপযোগী ও আকর্ষণীয় প্রনোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার কর্মসৃজন ও কর্মসুরক্ষা, অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ফলে দেশের অর্থনীতির প্রবাহ ঘুরে দাঁড়িয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরতে শুরু করেছে।

৪। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে দেশের স্বাস্থ্য খাতে যে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন উদ্ভূত হয়েছে তা মেটানো এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যে ক্ষয়-ক্ষতি সৃষ্টি হবে তা পুনরুদ্ধারের কৌশল বিবেচনায় নিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। কোভিড -১৯ এর প্রভাব মোকাবিলায় প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান বাজেটে রাখা হয়েছে। কর ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কর ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং শুল্ক বিভাগকে আরো automated এবং digitized করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর মূল্য সংযোজন কর পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে। এর ফলে ব্যবসায়ীগণ ঘরে বসেই ভ্যাট প্রদান করতে পারবেন। ভ্যাট আহরণ সহজ, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত করার লক্ষ্যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে Electronic Fiscal Device (EFD) স্থাপন করা হয়েছে।

৫। বাজেট ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ক্রমশ বাড়ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটের আকার ছিল ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ২৫১ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা ১৩.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫ লক্ষ ১ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দের পরিমাণও পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ১৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে

১ লক্ষ ৯২ হাজার ৯২১ কোটি টাকা। বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে।

৬। মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় মাত্রায় ধরে রাখতে মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ব্যাংকিং খাতে তারল্য প্রবাহ বজায় রাখার জন্য নীতি সুদের হার ও নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতার হার (Cash Reserve Requirement - CRR) একাধিকবার হ্রাস করা হয়েছে। শিল্প, ব্যবসা ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে আর্থিক সক্ষমতা অর্জনসহ শিল্প ও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগ এর সুদ/মুনাফা হার যৌক্তিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি দ্য ইকোনোমিষ্ট পত্রিকায় আর্থিক খাতের বিভিন্ন সূচক, যেমন সরকারি ঋণ-জিডিপি অনুপাত, বৈদেশিক ঋণ, ঋণ বাবদ ব্যয় এবং রিজার্ভ এর উপর ভিত্তি করে ৬৬টি উদীয়মান অর্থনীতিকে মূল্যায়ন করে একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকায় বাংলাদেশ নবম স্থানে রয়েছে।

৭। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক খাতেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। ইতঃপূর্বে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (MDGs) এর ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যখাত সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করতে পেরেছে। কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলা, নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ বর্ণিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫-২০২০), দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ (SDGs) অর্জনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার সকল শর্ত ২০১৮ সালেই পূরণ করেছে।

৮। বিশ্ব মহামারির এ সময়ে বিবিধ সীমাবদ্ধতায় সমীক্ষাটি প্রকাশ করায় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় সকল তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে সমীক্ষাটি প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। সমীক্ষাটি গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী এবং দেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি ও অগ্রগতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে বলে আশা রাখি।

আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

অবতরণিকা

'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' সরকারের একটি বার্ষিক প্রকাশনা। এতে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনীতির খাতসমূহের হালনাগাদ অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশ করা হয়। প্রতিবছর জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে অন্যান্য বাজেট ডকুমেন্টস্ এর সাথে সমীক্ষাটি উপস্থাপন করা হয়। করোনা ভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় দীর্ঘ সময় সাধারণ ছুটি থাকায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহে বিলম্বজনিত কারনে এবারের 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' ২০২০ প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে।

২। সমীক্ষাটিতে ৩টি ভাগে মোট ১৫টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম ভাগে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হালনাগাদ তথ্যসহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দেশজ উৎপাদন; সঞ্চয় ও বিনিয়োগ; মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান; রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা; মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বাজার উন্নয়ন এবং বহিঃখাত সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিষয়াদির পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় ভাগে। এখানে অর্থনীতির উৎপাদনমুখী খাত হিসেবে কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবহণ ও যোগাযোগ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর তথ্যাদি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শেষ ভাগে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, বেসরকারি খাত উন্নয়ন এবং পরিবেশ উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, সমীক্ষায় ৬২টি পরিসংখ্যানগত পরিশিষ্ট রয়েছে যা সমীক্ষাটিকে আরো তথ্যবহুল করেছে।

৩। নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে প্রণীত সমীক্ষাটিতে কিছুটা ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। অনিচ্ছাকৃত ও অনাকাঙ্ক্ষিত এসব ভুল-ভ্রান্তির সংশোধনসহ প্রকাশনাটির গুণগত মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুচিন্তিত মতামত/পরামর্শ প্রদানের আহবান করছি। প্রত্যাশা করি অগণিত পাঠক, গবেষক, নীতিনির্ধারক, শিক্ষার্থী সকলের কাছে সমীক্ষাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহুল ডকুমেন্টস্ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪। সমীক্ষাটি প্রকাশ করায় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের সকলকে আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি। এছাড়া, প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সরবরাহ করে সমীক্ষাটি প্রকাশে সার্বিক সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আব্দুর রউফ তালুকদার
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ

সূচিপত্র

অধ্যায় নম্বর	পৃষ্ঠা নম্বর	অধ্যায়
		মুখবন্ধ
		অবতরণিকা
	ix-xi	**সারণি তালিকা**
	xii	**লেখচিত্র তালিকা**
	xiii	**বক্স তালিকা**
	xiv-xvi	**পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট**
	xvii-xviii	**বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক নির্দেশকসমূহ**
	xix-xxvi	**নির্বাহী সার-সংক্ষেপ**
		সামষ্টিক অধ্যায়
১.	১-১২	সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি
২.	১৩-২২	দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ
৩.	২৩-৩৬	মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান
৪.	৩৭-৫৪	রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা
৫.	৫৫-৭০	মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন
৬.	৭১-৮২	বহিঃ খাত
		খাতভিত্তিক অধ্যায়
৭.	৮৩-৯৬	কৃষি
৮.	৯৭-১২২	শিল্প
৯.	১২৩-১২৬	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা
১০.	১২৭-১৪৪	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
১১.	১৪৫-১৭০	পরিবহণ ও যোগাযোগ
		অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়
১২.	১৭১-১৮৮	মানবসম্পদ উন্নয়ন
১৩.	১৮৯-২০৮	দারিদ্র্য বিমোচন
১৪.	২০৯-২২৪	বেসরকারি খাত উন্নয়ন
১৫.	২২৫-২৩৪	পরিবেশ ও উন্নয়ন
১৬	২৩৫-৩২৯	**পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট**
		সমীক্ষা প্রণয়নে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

সারণি তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.১	বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	২
১.২	মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ	১১
২.১	চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই (ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬)	১৪
২.২	চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)	১৪
২.৩	২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার	১৫
২.৪	২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার	১৮
২.৫	স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদ, সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা	১৯
২.৬	চলতি বাজার মূল্যে ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি	২০
২.৭	ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	২০
৩.১	জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি (ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬=১০০)	২৪
৩.২	২০১৯-২০ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা (ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬=১০০)	২৫
৩.৩	মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি বছর ২০১০-১১=১০০)	২৫
৩.৪	শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ (%)	২৬
৩.৫	প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ	২৯
৩.৬	জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স	৩০
৩.৭	শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা	৩১
৩.৮	দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির জনশক্তির সংখ্যা	৩২
৩.৯	দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ	৩৩
৪.১	রাজস্ব প্রাপ্তি	৩৭
৪.২	খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়	৪৪
৪.৩	সরকারি ব্যয়	৪৫
৪.৪	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ	৪৬
৪.৫	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র	৪৬
৪.৬	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)	৪৮
৪.৭	জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন	৪৯
৪.৮	অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) গতিধারা	৫০
৪.৯	বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি	৫১
৪.১০	এক নজরে বাজেট	৫৩
৫.১	মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা	৫৬
৫.২	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	৫৭
৫.৩	রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ	৫৮
৫.৪	রিজার্ভ মুদ্রার উৎস	৫৯
৫.৫	মুদ্রার আয় গতি	৬০
৫.৬	বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা কাঠামো	৬২
৫.৭	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী	৬৯
৫.৮	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী	৭০
৬.১	বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা	৭২
৬.২	বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য	৭৩
৬.৩	পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়ের শতকরা অবদান ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি	৭৩
৬.৪	দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়	৭৪
৬.৫	পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয় এর তুলনামূলক পরিস্থিতি	৭৪
৬.৬	দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়	৭৫
৬.৭	মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার	৭৫
৬.৮	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি	৭৬
৬.৯	২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো	৭৮
৬.১০	এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব	৭৯
৭.১	খাদ্যশস্য উৎপাদন	৮৪
৭.২	বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম	৮৬
৭.৩	কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার	৮৬
৭.৪	সেচকৃত জমির আয়তন	৮৭
৭.৫	বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি	৮৮
৭.৬	মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন	৯০
৭.৭	মৎস্য হ্যাচারী'তে রেণু/পোনার উৎপাদন	৯১

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৭.৮	প্রাণি ও পাখির সংখ্যা	৯৩
৭.৯	দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন	৯৩
৮.১	জিডিপি-তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার	৯৭
৮.২	মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক (২০০৫-০৬)=১০০	৯৮
৮.৩	ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ	৯৯
৮.৪	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন এর খাতওয়ারি বিবরণ (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত)	৯৯
৮.৪ (ক)	বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত)	১০০
৮.৪ (খ)	কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ	১০১
৮.৪ (গ)	ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক তহবিল থেকে পুনঃ অর্থায়নের বিবরণ	১০১
৮.৪ (ঘ)	আইডিএ তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ	১০২
৮.৪ (ঙ)	এডিবি -১ তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ	১০২
৮.৪ (চ)	এডিবি-২ তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (নারী উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন ব্যতীত)	১০৩
৮.৫	বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান	১০৫
৮.৬	বিসিক শিল্পনগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান	১০৫
৮.৭	বিসিক কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত সেবা সহায়তা কার্যক্রমের বিবরণ	১০৬
৮.৮	ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান	১০৭
৮.৯	বিএসইসির আর্থিক বিবরণী	১০৯
৮.১০	বিএসইসির রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ	১০৯
৮.১১	(গত ১০ বছরে) সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজস্বের পরিমাণ	১১০
৮.১২	বিটিএমসির মিলসমূহে বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদন	১১১
৮.১৩	সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি	১১৩
৮.১৪	ইপিজেড ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ	১১৫
৮.১৫	ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান	১১৫
৮.১৬	ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ	১১৬
৮.১৭	স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি	১১৭
৮.১৮	শিল্প ঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি	১২২
৯.১	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ (অ-আর্থিক)	১২৩
৯.২	অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্যসংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার	১২৪
৯.৩	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ	১২৫
৯.৪	রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফা	১২৬
১০.১	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন	১২৯
১০.২	সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানির ব্যবহার	১২৯
১০.৩	বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভবিষ্যৎ পরকিল্পনা	১৩০
১০.৪	নির্মাণাধীন প্রকল্প এবং সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান	১৩০
১০.৫	বছর ভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামোর উন্নয়ন	১৩১
১০.৬	বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান	১৩২
১০.৭	বকেয়া বিদ্যুৎ বিল	১৩৩
১০.৮	প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের অগ্রগতি	১৩৩
১০.৯	গ্রাহক সংযোগের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	১৩৩
১০.১০	দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ	১৩৭
১০.১১	প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও খাতওয়ারি ব্যবহার	১৩৮
১০.১২	খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা	১৩৯
১০.১৩	অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি	১৩৯
১০.১৪	পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি	১৪০
১০.১৫	সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ	১৪০
১১.১	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ	১৪৬
১১.২	এলজিইডি-এর অধীনে পরিবহণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন	১৪৭
১১.৩	বিআরটিএ- এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়	১৪৮
১১.৪	বিআরটিসি -এর রাজস্ব আয় ব্যয়	১৪৯
১১.৫	ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড এর সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা-২০৩০	১৫১
১১.৬	বঙ্গবন্ধু সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ	১৫২
১১.৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ড	১৫৫
১১.৮	বিআইডব্লিউটিএ-এর আয়-ব্যয়ের বিবরণ	১৫৫
১১.৯	বিআইডব্লিউটিএ-এর অর্থবছরভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ	১৫৬
১১.১০	বিআইডব্লিউটিসি- এর আয়-ব্যয়ের বিবরণ	১৫৬

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১১.১১	চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যান	১৫৭
১১.১২	মোংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের বিবরণ	১৫৭
১১.১৩	বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ	১৫৯
১১.১৪	নৌপরিবহণ অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ	১৬০
১১.১৫	বিএসসি-এর আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ	১৬১
১১.১৬	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয় বিবরণ	১৬২
১১.১৭	বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ	১৬২
১১.১৮	মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলি ঘনত্ব	১৬৩
১১.১৯	বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা	১৬৩
১১.২০	বিটিসিএল-এর আয় ও ব্যয়	১৬৪
১১.২১	বিএসসিসিএল -এর রাজস্ব পরিস্থিতি	১৬৪
১২.১	মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ	১৭১
১২.২	মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (পরিচালন ও উন্নয়ন) বিবরণ	১৭২
১২.৩	প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি	১৭৩
১২.৪	বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার	১৭৪
১২.৫	স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা	১৭৯
১২.৬	ইপিআই-এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার	১৮০
১২.৭	বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি	১৮১
১৩.১	আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা	১৯০
১৩.২	মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি	১৯০
১৩.৩	জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত	১৯১
১৩.৪	জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ভোগ ব্যয় বন্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত	১৯২
১৩.৫	বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার	১৯২
১৩.৬	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা	১৯৩
১৩.৭	সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত	১৯৫
১৩.৮	কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্য	২০১
১৩.৯	প্রধান প্রধান এনজিও সমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির খতিয়ান	২০৪
১৩.১০	গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি	২০৫
১৩.১১	তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি	২০৬
১৩.১২	অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ	২০৭
১৩.১৩	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি	২০৭
১৪.১	বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ	২১০
১৪.২	বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন	২১২
১৪.৩	স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ	২১২
১৪.৪	বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য	২১৩
১৪.৫	নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ	২১৪
১৪.৬	অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণপ্রস্তাব ও ঋণের পরিমাণ	২১৬
১৪.৭	অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিসের পরিসংখ্যান	২১৬
১৪.৮	অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্প	২১৮
১৪.৯	সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়	২২৩
১৪.১০	জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়	২২৩
১৫.১	বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহের গ্রীণহাউজ গ্যাস নির্গমনের বিবরণ	২২৫

লেখচিত্র তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২.১	স্থির মূল্যে বৃহৎ খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার (%)	১৬
২.২	স্থির মূল্যে জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা	১৯
২.৩	জিডিপির শতকরা হারে বিনিয়োগ, দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় গতিধারা	২১
৩.১	জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি	২৪
৩.২	জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা	৩০
৩.৩	জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স	৩০
৩.৪ (ক)	২০০৯ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা	৩১
৩.৪ (খ)	২০১৯ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা	৩১
৩.৫ (ক)	২০০৯ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার	৩২
৩.৫ (খ)	২০১৯ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার	৩২
৩.৬ (ক)	২০০৯-১০ অর্থবছরের দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হার	৩৩
৩.৬ (খ)	২০১৯-২০ অর্থবছরের দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হার	৩৩
৪.১	রাজস্ব প্রাপ্তি (২০১৯-২০)	৩৮
৪.২	খাতভিত্তিক এনবিআর রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র	৪৪
৪.৩	সরকারি ব্যয়	৪৫
৪.৪	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র	৪৭
৪.৫	জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন	৪৯
৪.৬	অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের গৃহীত ঋণ	৫০
৪.৭	বৈদেশিক সহায়তার গতিধারা	৫১
৫.১	ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা (বছর ভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)	৫৭
৫.২	ব্যাপক মুদ্রার উপাদান ভিত্তিক বিভাজন	৫৮
৫.৩	জিডিপির শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা	৬০
৫.৪	ভারিত গড় ঋণ ও আমানত সুদ হারের গতিধারা	৬১
৫.৫	ডিএসই-এর বাজার মূলধন ও ডিএসই ব্রড ইনডেক্সের গতিধারা	৬৯
৫.৬	সিএসই-এর বাজার মূলধন ও সাধারণ মূল্য সূচকের গতিধারা	৭০
৬.১	বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য	৭২
৬.২	মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার	৭৫
৬.৩	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি	৭৬
৯.১	রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের এবং মোট সম্পদের উপর পরিচালন লোকসান ও মুনাফার হার	১২৬
১০.১	স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (জ্বালানির ভিত্তিতে)	১২৮
১০.২	স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মালিকানার ভিত্তিতে)	১২৮
১০.৩	বিদ্যুৎ উৎপাদন (জ্বালানির ভিত্তিতে)	১২৯
১০.৪	বিদ্যুৎ উৎপাদন (মালিকানার ভিত্তিতে)	১২৯
১০.৫	বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)	১৩২
১০.৬	বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ (২০১৯-২০ অর্থবছর)	১৩২
১০.৭	বিদ্যুৎ এর সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান	১৩২
১০.৮	বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিসংখ্যান	১৩৩
১০.৯	প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার (২০১৭-১৮ অর্থবছর)	১৩৮
১০.১০	প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার (২০১৮-১৯ অর্থবছর)	১৩৮
১২.১	মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা	১৭২
১৪.১	বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) প্রবাহ	২১১
১৪.২	মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি	২১১
১৪.৩	২০১৯-২০ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ	২১৩
১৪.৪	২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ	২১৪
১৪.৫	বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ	২১৬

বক্স তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৪.১	২০১৯-২০ অর্থবছরে কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ...	৩৮
৪.২	২০১৯-২০ অর্থবছরে ভ্যাট ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ...	৪১
৪.৩	২০১৯-২০ অর্থবছরে শুল্ক ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ..	৪৩
৪.৪	কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুণরূদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ	৫২
৫.১	ব্যাসেল ৩ বাস্তবায়ন..	৬৮

পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.১	সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)	২৩৫
১.২	সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১২-১৩ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)	২৩৬
১.৩	সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত (জিডিপির শতকার হারে)	২৩৭
১.৪	সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১২-১৩ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত (জিডিপির শতকার হারে)	২৩৮
২.১	চলতি বাজার মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) (ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬)	২৩৯
২.২	চলতি বাজার মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) (ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬)	২৪০
৩.১	স্থির মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)	২৪১
৩.২	স্থির মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)	২৪২
৪.১	স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদের প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)	২৪৩
৪.২	স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদের প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)	২৪৪
৫.১	স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে খাতওয়ারি অবদান (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)	২৪৫
৫.২	স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে খাতওয়ারি অবদান (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)	২৪৬
৬.১	জাতীয় (National) ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি (ভিত্তিবছরঃ ১৯৯৫-৯৬=১০০)	২৪৭
৬.২	সমগ্র নগর এলাকার (All Urban) ভোক্তা মূল্যসূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬ =১০০)	২৪৭
৬.৩	সমগ্র গ্রামীণ এলাকার (All Rural) ভোক্তা মূল্যসূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬ =১০০)	২৪৭
৭.১	জাতীয় (National) ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ =১০০)	২৪৮
৭.২	সমগ্র নগর এলাকার (All Urban) ভোক্তা মূল্যসূচক (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ =১০০)	২৪৮
৭.৩	সমগ্র গ্রামীণ এলাকার (All Rural) ভোক্তা মূল্যসূচক (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)	২৪৮
৮	ঢাকা নগরীর মধ্যবিত্ত পরিবারের ভোক্তা মূল্যসূচক (ভিত্তিবছর ১৯৭৩-৭৪=১০০)	২৪৯
৯	কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের পাইকারী মূল্যসূচক	২৪৯
১০	নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনার শিল্প শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩-৭৪=১০০)	২৪৯
১১.১	প্রধান খাতভিত্তিক মজুরি হার সূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৬৯-৭০ =১০০)	২৫০
১১.২	মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১=১০০)	২৫০
১২.১	কতিপয় প্রধান কৃষি ফসলের উৎপাদন ও চাষাধীন ভূমির পরিমাণ	২৫১
১২.২	কতিপয় প্রধান কৃষি ফসলের উৎপাদন ও চাষাধীন ভূমির পরিমাণ	২৫২
১৩.১	সেচকৃত জমির পরিমাণ	২৫৩
১৩.২	সেচকৃত জমির পরিমাণ	২৫৩
১৪.১	রাসায়নিক সারের ব্যবহার	২৫৪
১৪.২	রাসায়নিক সারের ব্যবহার	২৫৪
১৫	বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আমদানির হিসাব	২৫৫
১৬	শিল্প ঋণের বছর ভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি	২৫৬
১৭	কৃষি ঋণ বিতরণ,আদায় ও স্থিতি	২৫৬
১৮.১	শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সূচক (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ = ১০০)	২৫৭
১৮.২	শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সূচক (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ = ১০০)	২৫৮
১৯.১	প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন	২৫৯
১৯.২	প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন	২৬০
২০.১	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার উৎপাদন ও আর্থিক বিবরণ	২৬১
২০.২	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার উৎপাদন ও আর্থিক বিবরণ	২৬২
২১.১	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের নীট মুনাফা/লোকসানের বিবরণ	২৬৩
২১.২	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের নীট মুনাফা/লোকসানের বিবরণ	২৬৪
২২.১	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশের বিবরণ	২৬৫
২২.২	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশের বিবরণ	২৬৬
২৩	১১৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা/আধা স্বায়ত্বশাসিত/ স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) সংস্থার নিকট থেকে সরকারের ডিএসএল বকেয়ার পরিমাণ (৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে সাময়িক হিসাব)	২৬৭
২৪	৩১ জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	২৭০
২৫	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন	২৭১
২৬	খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহার	২৭২
২৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের কিলোমিটারে গমন পথ, রেল ইঞ্জিন এবং গাড়ির সংখ্যা	২৭৩
২৮	রেলওয়ে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামাল	২৭৪
২৯	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথ	২৭৫
৩০.১	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা (২০০৫-১১)	২৭৬

৩০.২	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা (২০১২-১৯)…	২৭৬
৩১.১ (ক)	মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৭৭
৩১.১ (খ)	মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৭৮
৩১.২ (ক)	মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকা সংখ্যা	২৭৯
৩১.২ (খ)	মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষ/ শিক্ষিকা সংখ্যা	২৮০
৩১.৩ (ক)	মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা (২০০৬-১২)	২৮১
৩১.৩ (খ)	মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা (২০১৩-১৯)	২৮২
৩২.১	উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৮৩
৩২.২ (ক)	উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা	২৮৪
৩২.২ (খ)	উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা	২৮৫
৩২.৩ (ক)	উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৮৬
৩২.৩ (খ)	উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৮৭
৩৩	সরকারি হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, ডাক্তার, নার্স ও শয্যা সংখ্যা	২৮৮
৩৪	জনমিতি পরিসংখ্যান	২৮৯
৩৫.১	রাজস্ব আয় (১৯৮৭-৮৮ থেকে ১৯৯৬-৯৭))	২৯০
৩৫.২	রাজস্ব আয় (১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৪-০৫)	২৯১
৩৫.৩	রাজস্ব আয় (২০০৫-০৬ হতে ২০১১-১২)	২৯২
৩৫.৪	রাজস্ব আয় (২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০)	২৯৩
৩৫.৫	রাজস্ব ব্যয় (১৯৮৭-৮৮ হতে ১৯৯৬-৯৭)	২৯৪
৩৫.৬	মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাত ভিত্তিক অনুন্নয়ন ব্যয় (১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৩-০৪)	২৯৫
৩৫.৭	মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাত ভিত্তিক অনুন্নয়ন ব্যয় (২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২)	২৯৬
৩৫.৮	মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাত ভিত্তিক পরিচালন ব্যয় (২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০)	২৯৭
৩৬	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বরাদ্দ ও ব্যয়)	২৯৮
৩৭.১	খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৪-০৫)	২৯৯
৩৭.২	খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	২৯৯
৩৭.৩	খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০১৩-১৪ হতে ২০১৯-২০)	৩০০
৩৮.১	খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬)	৩০০
৩৮.২	খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	৩০১
৩৮.৩	খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	৩০১
৩৯.১	রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস (১৯৮৯-৯০ হতে ১৯৯৬-৯৭)	৩০২
৩৯.২	রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস (১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত)	৩০৩
৩৯.৩	অনুন্নয়ন ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস (ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ, খাদ্য হিসাব ও কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয় ব্যতীত (২০০৬-০৭ হতে ২০১১-১২)	৩০৪
৩৯.৪	অনুন্নয়ন ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস (ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ, খাদ্য হিসাব ও কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয় ব্যতীত (২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০)	৩০৫
৪০	অর্থ সরবরাহ এবং এর বিভিন্ন অংশ	৩০৬
৪১.১	অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন’০৫ থেকে জুন’১২ পর্যন্ত)	৩০৭
৪১.২	অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন’১৩ থেকে ডিসেম্বর’১৯পর্যন্ত)	৩০৭
৪২.১	অর্থনৈতিক খাতের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন’০৫ থেকে জুন’১২পর্যন্ত)	৩০৮
৪২.২	অর্থনৈতিক খাতের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন’১৩ থেকে ডিসেম্বর’১৯ পর্যন্ত)	৩০৮
৪৩	ব্যাংক ব্যবস্থার অধীনে অভ্যন্তরীণ ঋণ	৩০৯
৪৪.১	ব্যাংক আমানতের পরিমাণ	৩১০
৪৪.২	ব্যাংক আমানতের পরিমাণ	৩১১
৪৫	মনিটারি সার্ভে	৩১২
৪৬	বাণিজ্য শর্ত	৩১৩
৪৭	বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার	৩১৩
৪৮.১	প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক, ১৯৯৪-৯৫=১০০ (১১টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)	৩১৪
৪৮.২	প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক, ২০০০-০১=১০০ (৮টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)	৩১৪
৪৮.৩	প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক, ২০১০-১১=১০০ (১০টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)	৩১৪
৪৮.৪	প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক, ২০১৫-১৬=১০০ (১৫টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি).	৩১৪
৪৮.৫	প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক, ২০১৫-১৬=১০০ (১৫টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি).	৩১৪
৪৯.১	পণ্য রপ্তানি আয় (২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২)	৩১৫
৪৯.২	পণ্য রপ্তানি আয় (২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০)	৩১৫
৫০	দেশওয়ারি রপ্তানি আয়	৩১৬
৫১.১	পণ্য আমদানি ব্যয় (২০০৫-০৬ হতে ২০১১-১২)	৩১৭

৫১.২	পণ্য আমদানি ব্যয় (২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০)	৩১৭
৫২	দেশওয়ারি পণ্য আমদানি ব্যয়	৩১৮
৫৩	বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের সংখ্যা এবং তাঁদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ	৩১৯
৫৪	দেশওয়ারি প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ	৩২০
৫৫.১	বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (২০০২-০৩ থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত)	৩২১
৫৫.২	বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত)	৩২২
৫৬	বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ	৩২৩
৫৭	বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও অবমুক্তি	৩২৩
৫৮	মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক দায় পরিশোধ	৩২৪
৫৯	বৈদেশিক দায়ের স্থিতি	৩২৫
৬০.১	উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য (২০০৫-০৬ হতে ২০১১-১২)	৩২৬
৬০.২	উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য (২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০)	৩২৭
৬১.১	অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয়	৩২৮
৬১.২	অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয়	৩২৮
৬২	বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের আকার, প্রকৃত ব্যয় এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার (স্ব স্ব ভিত্তিবছরের মূল্যে)	৩২৯

বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক নির্দেশকসমূহ

ভৌগোলিক ও জনমিতিক সাধারণ তথ্যাদি	
অবস্থান	**২০° ৩৪' থেকে ২৬° ৩৮' উত্তর অক্ষাংশ**
	৮৮° ০১' থেকে ৯২° ৪১' পূর্ব দ্রাঘিমা
আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	**১,৪৭,৫৭০**
প্রমাণ সময় (জিএমটি)	**+৬ ঘন্টা**
জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ২০০১ (শুমারি)	১৩০.০
২০১১ (শুমারি)	১৫১.৭
২০১৮ (প্রাক্কলিত)	১৬৩.৭
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা), ২০১৭	১.৩৭
পুরুষ-মহিলা অনুপাত, ২০১৭	১০০.২
জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গ কিলোমিটার, ২০১৭	১,১০৩
মৌলিক জনমিতিক পরিসংখ্যান	
স্থূল জন্ম হার (প্রতি ১০০০ জনে), ২০১৭	১৮.৫
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি ১০০০ জনে), ২০১৭	৫.১
শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে), ২০১৭ (এক বছরের কম)	২৪
মহিলা (১৫-৪৯ বছর) প্রতি উর্বরতা হার, ২০১৭	২.০৫
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%), ২০১৭	৬২.৫
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর), ২০১৭ উভয়	৭২.০
পুরুষ	৭০.৬
মহিলা	৭৩.৫
প্রথম বিবাহে গড় বয়স, ২০১৭ পুরুষ	২৫.১
মহিলা	১৮.৪
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	
ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত ২০১৮	১ : ১৭২৪
সুপেয় পানি গ্রহণকারী (%), ২০১৭ (ট্যাপ ও টিউবওয়েলের পানি)	৯৮
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী (%), ২০১৭	৭৬.৮
সাক্ষরতার হার (৭ বছর +), (%), ২০১৭	৭২.৩
পুরুষ	৭৪.৩
মহিলা	৭০.২

দারিদ্র্য পরিস্থিতি	
দারিদ্র্যের হার (%) ২০১৮	২১.৮
চরম দারিদ্র্যের হার (%) ২০১৮	১১.৩
মোট দেশজ উৎপাদ (জিডিপি), ২০১৮-১৯ (সাময়িক)	
চলতি মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকা)	২৫৩৬১৭৭
স্থির মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকা)	১১০৫৫১৪
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (শতকরা)	৮.১৩
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় (টাকা)	১৬০০৬০
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ডলার)	১৯০৯
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (টাকা)	১৫৩১৯৭
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার)	১৮২৭
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র %), ২০১৮-১৯ সাময়িক	
দেশজ সঞ্চয়	২৩.৯৩
জাতীয় সঞ্চয়	২৮.৪১
মোট বিনিয়োগ	৩১.৫৬
সরকারি	৮.১৭
বেসরকারি	২৩.৪০
বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য, ২০১৮-১৯ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৯) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
রপ্তানি আয়, এফওবি	২৭১৪৪
আমদানি ব্যয়, এফওবি	৩৭৮৩৯
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	(-) ৪২৭০
সার্বিক ভারসাম্য	(-) ৪৯৯
প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ (জুলাই'১৮-মার্চ '১৯)	১১৮৬৯
বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (৩০ এপ্রিল' ১৯)	৩২১২৩
বাজেট ২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	
মোট রাজস্ব (কোটি টাকা)	৩১৬৫৯৯
মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	৪৪২৫৪১
মোট রাজস্ব (জিডিপি'র %)	১২.৪৮
মোট ব্যয় (জিডিপি'র %)	১৭.৪৫
বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদানসহ; জিডিপি'র %)	৪.৮২
বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত; জিডিপি'র %)	৪.৯৭

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

লেবার ফোর্স সার্ভে, ২০১৬-১৭

মোট শ্রমশক্তি (১৫ বছর +), (কোটি)	৬.৩৫
পুরুষ	৪.৩৫
মহিলা	২.০০

মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসেবে

কৃষি	৪০.৬
শিল্প	২০.৪
সেবা	৩৯

পরিবহণ (কিলোমিটার) (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত)

জাতীয় মহাসড়ক,	৩৯০৬
আঞ্চলিক মহাসড়ক	৪৪৮৩
ফিডার/জেলা রোড	১৩২০৭
মোট সড়ক	২১৫৯৬
রেল পথ, ২০১৭-১৮	২৯৫৬

বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার

টাকা/মার্কিন ডলার (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৯)	৮৩.৮৯

মূল্যস্ফীতি (%) গড়

২০১৮-১৯ (জুলাই-মার্চ ২০১৯)	৫.৪৪

আর্থিক পরিসংখ্যান (ফেব্রুয়ারি ২০১৯)

মোট ব্যাংকের সংখ্যা	৫৯
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬
বিশেষায়িত ব্যাংক	৩
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪১
বৈদেশিক ব্যাংক	৯
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান)	৩৪

অর্থ সরবরাহ স্থিতি (কোটি টাকায়) ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে

সংকীর্ণ অর্থ (এম-১),	২৫২৩৭৪
রিজার্ভ মুদ্রা	২২৬৭৪৩
ব্যাপক অর্থ (এম-২)	১১৬০৫৭৩

পুঁজি বাজার (সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক, ৩০ এপ্রিল ২০১৯)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (সূচকের ভিত্তি ১০০): ডিএসই ব্রড ইনডেক্স	৫২০৩
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সূচকের ভিত্তি ১০০০)	১৫৯১৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, এসইসি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক নির্দেশকসমূহ

ভৌগোলিক ও জনমিতিক সাধারণ তথ্যাদি		
অবস্থান		**২০° ৩৪' থেকে ২৬° ৩৮' উত্তর অক্ষাংশ**
		৮৮° ০১' থেকে ৯২° ৪১' পূর্ব দ্রাঘিমা
আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)		**১,৪৭,৫৭০**
প্রমাণ সময় (জিএমটি)		**+৬ ঘন্টা**
জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ২০০১ (শুমারি)		১৩০.০
২০১১ (শুমারি)		১৫১.৭
২০১৮ (প্রাক্কলিত)		১৬৩.৭
২০১৯ (প্রাক্কলিত)		১৬৬.৫০
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা), ২০১৯		১.৩৭
পুরুষ-মহিলা অনুপাত, ২০১৯		১০০.২
জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গ কিলোমিটার, ২০১৯		১,১২৫
মৌলিক জনমিতিক পরিসংখ্যান		
স্থূল জন্ম হার (প্রতি ১০০০ জনে), ২০১৯		১৮.১
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি ১০০০ জনে), ২০১৯		৪.৯
শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে), ২০১৯ (এক বছরের কম)		২১
মহিলা (১৫-৪৯ বছর) প্রতি উর্বরতা হার, ২০১৯		২.০৪
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%), ২০১৯		৬৩.৪
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর), ২০১৯	উভয়	৭২.৬
	পুরুষ	৭১.১
	মহিলা	৭৪.২
প্রথম বিবাহে গড় বয়স, ২০১৯	পুরুষ	২৪.২
	মহিলা	১৮.৫
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা		
ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত ২০১৮		১ : ১৭২৪
সুপেয় পানি গ্রহণকারী (%), ২০১৯		৯৮.১
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী (%), ২০১৯		৮১.৫
সাক্ষরতার হার (৭ বছর +), (%), ২০১৯		৭৪.৪
পুরুষ		৭৬.৫
মহিলা		৭২.৩

দারিদ্র্য পরিস্থিতি, ২০১৮-১৯ (প্রাক্কলিত)	
দারিদ্র্যের হার (%)	২০.৫
চরম দারিদ্র্যের হার (%)	১০.৫
মোট দেশজ উৎপাদ (জিডিপি), ২০১৯-২০ (সাময়িক)	
চলতি মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকা)	২৭,৯৬,৩৭৮
স্থির মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকা)	১১,৬৩,৭৪০
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (শতকরা)	৫.২৪
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় (টাকা)	১,৭৪,৮৮৮
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ডলার)	২,০৬৪
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (টাকা)	১,৬৬,৮৮৮
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার)	১,৯৭০
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র %), ২০১৯-২০ সাময়িক	
দেশজ সঞ্চয়	২৫.৩১
জাতীয় সঞ্চয়	৩০.১১
মোট বিনিয়োগ	৩১.৭৫
সরকারি	৮.১২
বেসরকারি	২৩.৬৩
বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য, ২০১৯-২০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
রপ্তানি আয়, এফওবি	৩২,৮৩০
আমদানি ব্যয়, এফওবি	৫০,৬৯১
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	(-) ৪,৮৪৯
সার্বিক ভারসাম্য	৩,৬৫৫
প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ	১৮,২০৫
বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (৩০ জুন' ২০২০)	৩৬,০৩৭
বাজেট ২০১৯-২০ (সংশোধিত)	
মোট রাজস্ব (কোটি টাকা)	৩,৪৮,০৬৯
মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	৫,০১,৫৭৭
মোট রাজস্ব (জিডিপি'র %)	১২.৪১
মোট ব্যয় (জিডিপি'র %)	১৭.৮৮
বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদানসহ; জিডিপি'র %)	৫.৩
বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত; জিডিপি'র %)	৫.৫

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

লেবার ফোর্স সার্ভে, ২০১৬-১৭

মোট শ্রমশক্তি (১৫ বছর +), (কোটি)	৬.৩৫
পুরুষ	৪.৩৫
মহিলা	২.০০

মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসেবে

কৃষি	৪০.৬
শিল্প	২০.৪
সেবা	৩৯

পরিবহণ (কিলোমিটার) (ফেব্রুয়ারি ২০২০)

জাতীয় মহাসড়ক,	৩,৯০৬
আঞ্চলিক মহাসড়ক	৪,৭৬৭
ফিডার/জেলা রোড	১৩,৪২৩
মোট সড়ক	২২,০৯৬
রেল পথ, ২০১৭-১৮	২,৯৫৬

বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার, ২০১৯-২০

টাকা/মার্কিন ডলার (২০১৯-২০)	৮৪.৬০

মূল্যস্ফীতি (%) গড়

২০১৯-২০	৫.৬৫

আর্থিক পরিসংখ্যান (ফেব্রুয়ারি ২০২০)

মোট ব্যাংকের সংখ্যা	৬০
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬
বিশেষায়িত ব্যাংক	৩
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪২
বৈদেশিক ব্যাংক	৯
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান)	৩৪

অর্থ সরবরাহ স্থিতি (কোটি টাকায়) ২০১৯-২০ মেয়াদে

সংকীর্ণ অর্থ (এম-১),	৩,২৮,২৬৪
রিজার্ভ মুদ্রা	২,৮৪,৪৮৩
ব্যাপক অর্থ (এম-২)	১৩,৭৩,৭৩৫

পুঁজি বাজার (সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক, জুন ২০২০ শেষে)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (সূচকের ভিত্তি ১০০): ডিএসই ব্রড ইনডেক্স	৩,৯৮৯.১
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সূচকের ভিত্তি ১০০০)	১১,৩৩২.৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, এসইসি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বিশ্ব অর্থনীতি

বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে আবির্ভূত করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরণের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। ভাইরাস সংক্রমন রোধে গৃহীত ব্যবস্থা, যেমন কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন, লকডাউন প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ব্যাপকভাবে সীমিত করেছে। এর প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিয়েছে এবং এ মন্দার তীব্রতা ২০০৮-২০০৯ সালের আর্থিক মন্দা (financial recession)-কে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), October, 2020 অনুযায়ী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ২০২০ সালে ৪.৪ শতাংশ সংকুচিত হতে পারে, যেখানে এপ্রিল ২০২০-এর Outlook-এ উক্ত সংকোচন ৩.০ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছিল।

বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রক্ষেপণে আইএমএফ বেইজলাইন দৃশ্যকল্পে (baseline scenario) সমিাজিক দুরত্ব বজায় রাখার বিধান ২০২১ সালেও অব্যাহত থাকবে এবং ২০২২ সালের মধ্যে সর্বত্র টিকা সরবরাহের ফলে মহামারির প্রকোপ কেটে যাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। একইসাথে রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আর্থিক প্রণোদনাসহ বিভিন্ন নীতি সহায়তা প্রদানের ফলে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে এবং বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালে ৫.২ শতাংশে উপনীত হতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

উন্নত দেশসমূহে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালে সংকুচিত হয়ে ৬.১ শতাংশে নেমে যেতে পারে। কোভিড-১৯ এর দ্রুত ও ব্যাপক বিস্তার এবং এর ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়া প্রবৃদ্ধি হ্রাসের কারণ। বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহকে স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় বহিঃখাত চাহিদার অভিঘাত, বৈশ্বিক আর্থিক বাজার পরিস্থিতি অভিঘাত এবং পণ্যমূল্য হ্রাস প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে চরম ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। এছাড়া, জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্য নিম্নমুখী হওয়ায় রপ্তানিকারক দেশসমূহ সমস্যায় পতিত হবে। সামগ্রিকভাবে বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালে ৩.৩ শতাংশ সংকুচিত হবে বলে প্রক্ষেপন করা হয়েছে।

২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো নির্ভর করছে কত দ্রুত এ মহামারিকে নিয়ন্ত্রণে এনে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা যায়। এলক্ষ্যে জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি পুনরূদ্ধারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন আর্থিক ও প্রনোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ, ২০১৯-২০

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫.২৪ শতাংশ যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের পর সর্বনিম্ন। পূর্ববর্তী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল ৮.১৫ শতাংশ।

বিবিএস এর সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃহৎ ৩টি খাতের মধ্যে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.১১ শতাংশে, যা গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৩.৯২ শতাংশ। এসময়ে বৃহৎ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬.৪৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১২.৬৭ শতাংশ। বৃহৎ সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬.৭৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৫.৩২ শতাংশে। জিডিপি'তে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃহৎ কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান যথাক্রমে ১৩.৩৫ শতাংশ, ৩৫.৩৬ শতাংশ এবং ৫১.৩০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতসমূহের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৩.৬৫ শতাংশ, ৩৫.০০ শতাংশ এবং ৫১.৩৫ শতাংশ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জাতীয় আয় পূর্ববর্তী অর্থবছর হতে যথাক্রমে ১৪২ এবং ১৫৫ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯৭০ এবং ২,০৬৪ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এসময়ে দেশজ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৫.৩১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র ২৫.০২ শতাংশ। একইভাবে, মোট জাতীয় সঞ্চয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র ২৯.৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৩১.৭৫ শতাংশে, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ৩১.৫৭ শতাংশ। এর মধ্যে সরকারি বিনিয়োগ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ৮.১২ শতাংশ এবং ২৩.৬৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ৮.০৩ শতাংশ এবং ২৩.৫৪ শতাংশ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৬৫ শতাংশ, যা লক্ষ্যমাত্রা (৫.৫০%) এর তুলনায় সামান্য বেশি। এক্ষেত্রে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৫.৫৬ শতাংশ এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৫.৮৫ শতাংশ। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রভাবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়ায় বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। তবে বৈশ্বিক এ মহামারির ফলে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটলে আগামী দিনগুলোতে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির ঝুঁকি রয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩,৪৮,০৬৯ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১২.৪১ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,০০,৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৭১%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১২,৫৬৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪৫%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৩৫,০০২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.২৫%)।

অর্থ বিভাগের Integrated Budgeting and Accounting System *(iBAS++)* ডাটাবেইজ অনুযায়ী সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ২,৬২,৮১৩ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪.৩৪ শতাংশ বেশি এবং লক্ষ্যমাত্রার ৭৫.৫১ শতাংশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত উৎস থেকে কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ২,১৪,৮৪৮ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৭১.৫০ শতাংশ। এসময়ে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৫,৯৪৪ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬১.৯১ শতাংশ। একই সময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪২,০২২ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১২০.০৬ শতাংশ। কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব খাতে প্রাপ্তি (স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রভৃতির উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়) বৃদ্ধি পাওয়ায় কর বহির্ভূত রাজস্ব আরহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৫,০১,৫৭৭ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৭.৮৮ শতাংশ। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ২,৯৫,২৮০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৫২%) এবং উন্নয়ন ব্যয় ২,০২,৩৪৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৭.২১%)। উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ ১,৯২,৯২১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৮৮%)। *iBAS*++ এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৩,৯৮,৪৯০ কোটি টাকা, যার মধ্যে পরিচালন ব্যয় হয়েছে ২,৪০,২৫৫ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ১,৪৮,৩৩০ কোটি টাকা। পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় লক্ষ্যমাত্রার যথাক্রমে ৮৭.৪০ শতাংশ এবং ৭৩.৩০ শতাংশ। আইএমইডি'র তথ্য অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন ব্যয় দাঁড়ায় ১,৬১,৮৫৭ কোটি টাকা, যা সংশোধিত এডিপি'র তুলনায় ৮০.৪৫ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ১,৫৩,৫০৮ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.৪৭ শতাংশ। *iBAS*++এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী অনুদান ব্যতীত বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১,৩৫,৬৭৭ কেটি টাকা যা জিডিপির'র ৪.৮ শতাংশ।

২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৫ শতাংশে সীমিত রেখে এবং ৮.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মুদ্রা ও ঋণ সরবরাহ নামিক জিডিপি'র (nominal GDP) সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা (monetary programme) প্রণয়ন করে।

কোভিড-১৯ মহামারি থেকে উদ্ভুত আর্থিক মন্দা মোকাবেলার লক্ষ্যে আর্থিক খাতে যাতে পর্যাপ্ত তারল্য বজায় থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদ হার রেপো ৬ শতাংশ থেকে একাধিক বার হ্রাস করে ৫.২৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (Cash Reserve Requirement -CRR) প্রথম পর্যায়ে ৫ শতাংশ থেকে ৪.৫ শতাংশে (দৈনিক ভিত্তিতে) এবং ৫.৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ (দুই সপ্তাহভিত্তিক) হ্রাস করা হয়। সিআরআর পুণরায় হ্রাস করে যথাক্রমে ৪ শতাংশ এবং ৩.৫ শতাংশ করা হয়, যা ১৫ এপ্রিল ২০২০ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অগ্রিম আমানত

অনুপাত (Advance-Deposit Ratio-ADR) এবং বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত (Investment-Deposit Ratio-IDR) ২ শতাংশ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৮৭ শতাংশ এবং ৯২ শতাংশে পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ব্যাংক খাতে তারল্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রাপ্তি সহজ করবে।

২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.৬৪ শতাংশ যা লক্ষ্যমাত্রার (১২.৫০%) থেকে সামান্য বেশি। এসময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৮.৬১ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১১.৩২ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ বৃদ্ধি পায় ৫৫.৫১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১৯.৩৭ শতাংশ। শিল্প, ব্যবসা ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে আর্থিক সক্ষমতা অর্জনসহ শিল্প ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগ এর সুদ/মুনাফা হার যৌক্তিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ঋণের সুদের হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ (ক্রেডিট কার্ড ছাড়া) নির্ধারণ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাণিজ্য বিরোধ, জ্বালানি তেলের মূল্যহ্রাসের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের আয় হ্রাস প্রভৃতি কারণে ২০২০ সালের শুরু থেকেই বিশ্ববাণিজ্যের গতি শ্লথ ছিল। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়ে, যার প্রভাব বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যেও পড়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩,৬৭৪.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানি আয় অপেক্ষা ১৬.৯৩ শতাংশ কম। একই সময়ে আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৪,৭৮৪.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের আমদানি ব্যয় অপেক্ষা ৮.৫৬ শতাংশ কম। করোনা সংকট কেটে গেলে রপ্তানি খাত ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। রপ্তানি খাতে প্রণোদনা হিসেবে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ড এর আকার ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে এবং সুদের হার ২ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০২০) দেশের শ্রমশক্তি রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ৫.৩১ লক্ষ জন, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৭৩ শতাংশ বেশি। এপ্রিল ২০২০ থেকে জুন ২০২০ জনশক্তি রপ্তানি কার্যত বন্ধ ছিল। প্রবাসি বাংলাদেশী কর্তৃক অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ নগদ প্রনোদনার ব্যবস্থা চালু করায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাস আয় প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮,২০৫.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৮৭ শতাংশ বেশি।

রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (current account balance) ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৮৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ছিল ৫,১০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পক্ষান্তরে, মূলধন ও আর্থিক হিসাবে প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে সার্বিক হিসাবের ভারসাম্যের (overall balance) উদ্বৃত্ত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৩,৬৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন ২০২০ তারিখে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল।

চলমান করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলা করে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল রাখার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা খাতে অতিরিক্ত ব্যয়, জরুরি মানবিক সহায়তা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার ইতোমধ্যে ১.২ লক্ষ কোটি টাকার প্রনোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এ প্যাকেজের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম: রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান এবং ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের সুবিধা বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নগদ অর্থ বন্টন, কৃষি খাতের জন্য বিভিন্ন তহবিল গঠন। আর্থিক প্রণোদনার পাশাপাশি কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস, ব্যাংকিং খাতে তারল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতি সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের গৃহীত এসব কার্যক্রমের ফলে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে মর্মে আশা করা যায়।

অর্থনীতির খাতভিত্তিক পরিস্থিতি

কৃষি

বিশ্বব্যাপী মহামারি সৃষ্টিকারী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছে। করোনার প্রভাব মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০ কোটি টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ৯,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫৪.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৪১৫.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২২.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত খাদ্যশস্য (গম) আমদানি করা হয়েছে ৩.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন। তবে বেসরকারি খাতে মোট ৪৬.২১ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৪৬.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৩২.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৪৩.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে যার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৪.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত গবাদি প্রাণির জন্য ১.০৮ কোটি ও পোল্ট্রির জন্য ১৭.৩৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে।

শিল্প

দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি ২০১৬' ঘোষণা করা হয়। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এসএমই খাতে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতরণকৃত মোট ঋণের স্থিতি ২,১৯,২৯৩.৯৭ কোটি টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিগত ২০১৯ সালে ৭৭৪,১২২টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ১,৬৭,৯৭০.৬৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়কালে ৫৬,৭০৬টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৬,১০৮.৯৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৪৭৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ৮৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৫,২২৬.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত বেপজার ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ৫,০১,৩৫৫ বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী।

রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান

বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৯,৬৩০.৬৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১৮,০৭৬.৯৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের (১৪ জুন ২০২০ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে, সামগ্রিকভাবে এসব সংস্থার নীট মুনাফা হয়েছে ৭,৫১৯.৩১ কোটি টাকা। অন্যদিকে যেসব সংস্থা মুনাফা করেছে তারা লভ্যাংশ হিসেবে একই সময়ে ১,৪১৩.৩৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুন ২০১৯ পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ ১,৩৩,৩৯৬.৫৪ কোটি টাকা। ৩১ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ৩৯,৩৪২.৭৯ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৮৮.১৫ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ১.৫৮ শতাংশ হলেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা ০.৬৮ শতাংশ হয়েছে। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫.৯৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার দাঁড়িয়েছে ০.৭৫ শতাংশে । সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯৬ শতাংশ বিদ্যুৎ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৯,৬৩০ মেগাওয়াট যা নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ক্যাপটিভসহ ২২,৭৮৭ মেগাওয়াট। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১২,৮৯৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে (২৯ মে ২০১৯)। এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭০,৫৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসে (জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪১,৮৪৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা। এর মধ্যে ৫২.৩৪ শতাংশ সরকারি খাত, ৩৭.৯২ শতাংশ বেসরকারি খাত এবং ৯.৭৪ শতাংশ আমদানি উৎস থেকে পাওয়া গেছে। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১৫.৭৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২০ এ দাঁড়িয়েছে ১০.০৩ শতাংশে। বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৫.৬০ লক্ষ কিলোমিটার এবং গ্রাহক সংখ্যা ৩.৬৪ কোটি। পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬ অনুযায়ী স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অপরদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ পূরণ করছে। বর্তমানে মোট আবিষ্কৃত ২৭টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৭.৩৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং জানুয়ারি ২০২০ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১০.৬৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ (fuel diversification) বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ জ্বালানির দক্ষ ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

পরিবহণ ও যোগাযোগ

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,০৯৬ কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। সড়কপথের উন্নয়নের পাশাপাশি পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বিআরটি, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৯৫৫.৫৩ কিলোমিটার। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌপথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমুদ্রপথে দেশের প্রায় ৯২ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রবৃদ্ধির হার ১২.৩৮ শতাংশ।

জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত দেশের মোট মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬.৬০ কোটিতে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার

সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন- শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৩.৬৭ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ ব্যয় করেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১.০৯ শতাংশ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৬৪.৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে দেশে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে সরকার স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার রোধ ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সংক্রমিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আইন ও বিধিমালা করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'Human Development Report-2019' অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় একধাপ এগিয়ে ১৩৫তম হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন

গত এক দশকে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সরকারি, বেসরকারি বহুবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০.০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ২৩.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিবিএস এর সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২০.৫ শতাংশ।

দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ খাতের মাত্রা, পরিধি ও বরাদ্দ প্রতিবছর বাড়ছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণীত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হার ৯.৭ শতাংশে এবং অপুষ্টির হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার', 'গৃহায়ন', 'আশ্রয়ণ', 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে।

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বেসরকারি খাত। শিল্পের প্রসার, রপ্তানি খাত সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private

Partnership) ভিত্তিতে সরকার নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৩৬৮টি বেসরকারি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা ছিল ১,১৪,০৯৫.০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) ৭৬৪টি বেসরকারি প্রকল্পে এ প্রস্তাবনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯২,৭৫৯.০০ কোটি টাকা। ২০১৯ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর পর্যন্ত) সালে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ২,৮৭৩.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৮ সালে ছিল ৩,৬১৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) মোট ৪১,৮৪৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে যার ৩৭.৯২ শতাংশই এসেছে বেসরকারি খাত থেকে।

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশগত সমস্যাসমূহ নিরসনপূর্বক দূষণমুক্ত, সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে `Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), 2009’ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা’ ও ‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০ ’ প্রণয়নসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় ‘Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF)’ গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, ওজোন স্তর সুরক্ষা এবং পরিবেশকে সার্বিকভাবে দূষণমুক্ত রাখার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ থেকে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৮ শতাংশে উন্নীত হয়। বিশ্বব্যাপি নভেল করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫.২৪ শতাংশ; পূর্ববর্তী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.১৫ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক। তবে রেমিট্যান্স প্রবাহে ১০.৮৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (current account balance) ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। একই সাথে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে আন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে (overall balance) উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩০ জুন ২০২০-এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩৬.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা এযাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ। এসময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারও স্থিতিশীল রয়েছে। চলমান করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলা করে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল রাখার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা খাতে অতিরিক্ত ব্যয়, জরুরি মানবিক সহায়তা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার ইতোমধ্যে ১.২ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এ প্যাকেজের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম: রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান এবং ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের সুবিধা বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নগদ অর্থ বন্টন, কৃষি খাতের জন্য বিভিন্ন তহবিল গঠন। আর্থিক প্রণোদনার পাশাপাশি কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস, ব্যাংকিং খাতে তারল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতি সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের গৃহীত এসব কার্যক্রমের ফলে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে মর্মে আশা করা যায়।

বিশ্ব অর্থনীতি

বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে আবির্ভূত করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরণের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। ভাইরাস সংক্রমন রোধে গৃহীত ব্যবস্থা, যেমন কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন, লকডাউন প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ব্যাপকভাবে সীমিত করেছে। এর প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিয়েছে এবং এ মন্দার তীব্রতা ২০০৮-২০০৯ সালের আর্থিক মন্দা (financial recession)-কে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), October 2020 অনুযায়ী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ২০২০ সালে ৪.৪ শতাংশ সংকুচিত হতে পারে, যেখানে এপ্রিল ২০২০-এর Outlook-এ উক্ত সংকোচন ৩.০ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছিল।

বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রক্ষেপণে আইএমএফ বেইজলাইন দৃশ্যকল্পে (baseline scenario) সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার বিধান ২০২১ সালেও অব্যাহত থাকবে এবং ২০২২ সালের মধ্যে সর্বত্র টিকা সরবরাহের ফলে মহামারির প্রকোপ কেটে যাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। একইসাথে রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আর্থিক প্রণোদনাসহ বিভিন্ন নীতি সহায়তা প্রদানের ফলে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে এবং বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালে ৫.২ শতাংশে উপনীত হতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

উন্নত দেশসমূহে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালে সংকুচিত হয়ে ৬.১ শতাংশে নেমে যেতে পারে। কোভিড-১৯ এর দ্রুত ও ব্যাপক বিস্তার এবং এর ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়া প্রবৃদ্ধি হ্রাসের কারণ। উন্নত অর্থনীতির প্রায় সকল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হবে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: যুক্তরাষ্ট্র (-৪.৩%), জার্মানি (-৬.০%), ফ্রান্স (-৯.৮%),

ইটালি (-১০.৬%), স্পেন (-১২.৮%), জাপান (-৫.৩%) এবং যুক্তরাজ্য (-৯.৮%)। ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলে এ ভাইরাসের প্রকোপ চীনের হুবেই প্রদেশের মতো ভয়াবহ ছিল। করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধকল্পে লকডাউনের মতো পদক্ষেপ মানুষের চলাচল সীমিত করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব রেখেছে। কর্মহীন হয়ে পড়েছে বিপুল জনগোষ্ঠী। অর্থনৈতিক অবস্থা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে জনগণের আস্থার সংকটের কারণে।

বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহকে স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় বহিঃখাত চাহিদার অভিঘাত, বৈশ্বিক আর্থিক বাজার পরিস্থিতি অভিঘাত এবং পণ্যমূল্য হ্রাস প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চরম ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। এছাড়া, জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্য নিম্নমুখী হওয়ায় রপ্তানিকারক দেশসমূহ সমস্যায় পতিত হবে। প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত জ্বালানির গড় স্পট মূল্য প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০২০ সালে ৪১ মার্কিন ডলার এবং ২০২১ সালে ৪৩.৮ মার্কিন ডলার, যা এপ্রিল, ২০২০ এবং জুন, ২০২০ আউটলুক-এর পূর্বাভাস থেকে বেশি। ফিউচার মার্কেটের (futures market) ভিত্তিতে পরবর্তী বছরে জ্বালানি তেলের মূল্য ব্যারেল প্রতি ৪৮ মার্কিন ডলারের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ২০১৯ সালের গড় মূল্যের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম। জ্বালানি বহির্ভূত পণ্যের মূল্য এপ্রিল ও জুন ২০২০ এর পূর্বাভাস থেকে বেশি হবে বলে ধারণা করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালে ৩.৩ শতাংশ সংকুচিত হবে বলে প্রক্ষেপন করা হয়েছে, এপ্রিল ২০২০ এর আউটলুক এর পূর্বাভাসে প্রবৃদ্ধি ১.০ শতাংশ সংকোচিত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল। এ অর্থনীতির দেশসমূহের মধ্যে চীনের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা জোড়ালো এবং ২০২১ সালে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮.২ শতাংশ হতে পারে মর্মে প্রক্ষেপন করা হয়েছে। এপ্রিল ২০২০ এর প্রথম থেকে অনেক দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরায় শুরু এবং অব্যাহত নীতি সহায়তার ফলে বিভিন্ন অর্থনীতির ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির সকল অঞ্চলের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালে সংকুচিত হবে মর্মে প্রক্ষেপন করা হয়েছে। এর মধ্যে উদীয়মান এশীয় অর্থনীতির কয়েকটি বড় অর্থনীতির দেশ যেমন ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের অর্থনীতিতে মহামারি ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি সারণি ১.১ এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ১.১ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রকৃত ২০১৯	প্রক্ষেপন আউটলুক, অক্টোবর ২০২০		পার্থক্য আউটলুক এপ্রিল, ২০২০	
		২০২০	২০২১	২০২০	২০২১
বিশ্ব অর্থনীতি	২.৮	-৪.৪	৫.২	-১.১	-০.৫
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	১.৭	-৫.৮	৩.৯	০.৩	-০.৬
যুক্তরাষ্ট্র	২.২	-৪.৩	৩.১	১.৬	-১.৬
ইউরো অঞ্চল	১.৩	-৮.৩	৫.২	-০.৮	০.৫
জার্মানি	০.৬	-৬.০	৪.২	১.০	-১.০
ফ্রান্স	১.৫	-৯.৮	৬.০	-২.৬	১.৫
জাপান	০.৭	-৫.৩	২.৩	--০.১	-০.৭
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৩.৭	-৩.৩	৬.০	-২.১	-০.৫
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৫.৫	-১.৭	৮.০	-২.৭	-১.০
চীন	৬.১	১.৯	৮.২	০.৭	১.০
ভারত	৪.২	-১০.৩	৮.৮	-১২.২	১.৪
আসিয়ান-৫*	৪.৯	-৩.৪	৬.২	-২.৮	-১.৫

উৎসঃ World Economic Outlook, April 2020, IMF

* আসিয়ান-৫ দেশসমূহ: ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া,ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম।

বিশ্ব অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো কতগুলো উপাদান, যেমন- মহামারির বিস্তার অব্যাহত থাকা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়ন, বেশি ক্ষতিগ্রস্ত খাতসমূহ যেমন- পর্যটন এবং রেমিট্যান্সসহ আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ব্যবস্থার ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করছে। এ লক্ষ্যে জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন আর্থিক ও প্রনোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ, ২০১৯-২০

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫.২৪ শতাংশ যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের পর সর্বনিম্ন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭ শতাংশ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম আট মাস দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও মার্চ মাস থেকে নভেল করোনাভাইরাস বাংলাদেশে অর্থনীতির উপরও ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

মাথাপিছু জিডিপি ও জাতীয় আয়

বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ২৭,৯৬,৩৭৮ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ছিল ২৫,৪২,৪৮৩ কোটি টাকা। নামিক (nominal) হিসেবে এক্ষেত্রে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৯.৯৯ শতাংশ। মার্কিন ডলারের ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১,৮২৮ মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছর হতে ১৫৩ মার্কিন ডলার বেশি। একই ভাবে ১০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় পূর্ববর্তী অর্থবছর হতে ১৫৮ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯০৯ মার্কিন ডলারে পৌঁছায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে ১,৯৭০ মার্কিন ডলার, এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বেড়েছে ১৪২ মার্কিন ডলার। একই সময়ে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৫৫ ডলার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,০৬৪ মার্কিন ডলার।

খাতভিত্তিক জিডিপি

বিবিএস এর সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃহৎ ৩টি খাতের মধ্যে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.১১ শতাংশে, যা গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৩.৯২ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৪৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১২.৬৭ শতাংশ। বৃহৎ সেবাখাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬.৭৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৫.৩২ শতাংশে।

এসময়ে বৃহৎ কৃষি খাতের মধ্যে কৃষি ও বনজ খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২.০৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, মৎস্যসম্পদ খাতে প্রবৃদ্ধি ৬.২১ শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.১০ শতাংশ। জিডিপি'তে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃহৎ কৃষি খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ১৩.৩৫ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১৩.৬৫ শতাংশ।

বৃহৎ শিল্প খাতের ৪টি খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে (বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প) প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'তে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫.৪৭ ও ৭.৭৮ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ দুই খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৪.৮৪ ও ১০.৯৫ শতাংশ। নির্মাণ খাতের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১০.২৫ শতাংশের তুলনায় দাঁড়িয়েছে ৯.০৬ শতাংশ। সার্বিকভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৫.৩৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩৫.০০ শতাংশ।

সেবাখাতের মধ্যে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা, রিয়েল এস্টেট ও ভাড়া, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা ইত্যাদি খাতে প্রবৃদ্ধি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে (প্রায় ১ থেকে ৩.২ শতাংশ) হ্রাস পেয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃহৎ সেবাখাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫১.৩০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫১.৩৫ শতাংশ।

ভোগ ব্যয়

অভ্যন্তরীণ চাহিদার মধ্যে ভোগব্যয় গত এক দশকেরও বেশি সময় পর্যন্ত জিডিপি'র ৭৪-৮১ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ভোগব্যয় ছিল জিডিপি'র ৮০.৮ শতাংশ, যার মধ্যে সরকারি ভোগব্যয় ৫.২ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতের ভোগব্যয় ৭৫.৬ শতাংশ। পরবর্তী বছর হতে এ হার হ্রাস পায় এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভোগব্যয় জিডিপি'র

৭৪.৯৮ শতাংশে দাঁড়ায়। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভোগব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপি'র ৭৪.৬৯ শতাংশ।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৫.৩১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র ২৫.০২ শতাংশ। একইভাবে, মোট জাতীয় সঞ্চয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র ২৯.৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারনে অর্থবছরের শেষ চার মাস অর্থনীতিতে কিছুটা স্থবিরতা বিরাজ করায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১৪.১৯ শতাংশের তুলনায় হ্রাস পেয়ে ১০.৬৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমান দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৩১.৭৫ শতাংশে, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ৩১.৫৭ শতাংশ। এর মধ্যে সরকারি বিনিয়োগ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ৮.১২ শতাংশ এবং ২৩.৬৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ৮.০৩ শতাংশ এবং ২৩.৫৪ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৫.৪৮ শতাংশ, যা বার্ষিক মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার (৫.৫০%) মধ্যে রয়েছে এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের মূল্যস্ফীতির তুলনায় যা ০.৩০ শতাংশ কম। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি পূর্ববর্তী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৭.১৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫.৫১ শতাংশ। পক্ষান্তরে, এসময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার ৩.৭৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫.৪৩ শতাংশ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৬৫ শতাংশ, যা লক্ষ্যমাত্রার (৫.৫০ শতাংশ) এর তুলনায় সামান্য বেশি। এক্ষেত্রে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৫.৫৬ শতাংশ এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৫.৮৫ শতাংশ। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রভাবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়ায় বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। তবে বৈশ্বিক এ মহামারির ফলে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটলে আগামী দিনগুলোতে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির ঝুঁকি রয়েছে।

রাজস্ব আহরণ

২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩,৪৮,০৬৯ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১২.৪১ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,০০,৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৭১%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১২,৫৬৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪৫%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৩৫,০০২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.২৫%)।

অর্থ বিভাগের *Integrated Budgeting and Accounting System (iBAS++)* ডাটাবেজ অনুযায়ী সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ২,৬২,৮১৩ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪.৩৪ শতাংশ বেশি এবং লক্ষ্যমাত্রার ৭৫.৫১ শতাংশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত উৎস থেকে কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ২,১৪,৮৪৮ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১.৭৩ শতাংশ কম এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৭১.৫০ শতাংশ। এ সময়ে আয় ও মুনাফার উপর কর খাতে প্রবৃদ্ধি: ১১.৯৭ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর: (-) ৫.৯৮ শতাংশ, আমদানি শুল্ক: (-) ২.৩১ শতাংশ এবং সম্পূরক শুল্ক: (-) ১৫.৩৫ শতাংশ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৫,৯৪৪ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৯.০৪ শতাংশ কম এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৬১.৯১ শতাংশ। একই সময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪২,০২২ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৬২.১১ শতাংশ বেশি এবং লক্ষ্যমাত্রার ১২০.০৬ শতাংশ। কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব খাতে প্রাপ্তি (স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রভৃতির উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ায়) বৃদ্ধি পাওয়ায় কর বহির্ভূত রাজস্ব আরহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য

এনবিআর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তবায়নাধীন কতিপয় কর্মসূচি হলো:

- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং স্বয়ংক্রিয় (automated) পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইন এবং এর আওতায় প্রণীত বিধি-বিধান বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।
- অনলাইনে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদানের জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Electronic Cash Register/Point of Sale (ECR/POS) সফটওয়্যার ব্যবহারের পরিবর্তে Electronic Fiscal Device (EFD) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং ১০০টি স্থাপনায় EFD এর পাইলটিং করা হয়েছে।
- ৫ কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভার রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সফটওয়্যার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সরকারি ব্যয়

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৫,০১,৫৭৭ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৭.৮৮ শতাংশ। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ২,৯৫,২৮০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৫২%), খাদ্য হিসাব ৬৫৪ কোটি টাকা, ঋণ ও অগ্রিম ৩,২৯৪ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ২,০২,৩৪৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৭.২১%)। উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ ১,৯২,৯২১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৮৮%)।

iBAS++ এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৩,৯৮,৪৯০ কোটি টাকা, যার মধ্যে পরিচালন ব্যয় হয়েছে ২,৪০,২৫৫ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ১,৪৮,৩৩০ কোটি টাকা। পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় লক্ষ্যমাত্রার যথাক্রমে ৮৭.৪০ শতাংশ এবং ৭৩.৩০ শতাংশ। আইএমইডি'র সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন ব্যয় হয়েছে ১,৬১,৮৫৭ কোটি টাকা, যা সংশোধিত এডিপি'র তুলনায় ৮০.৪৫ শতাংশ।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরী আইবাস++ (সমন্বিত বাজেট ও হিসাব পদ্ধতি) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে সিভিল হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা হিসাবরক্ষণ কার্যালয় এবং রেলওয়েতেও সরকারের বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব প্রক্রিয়াকরণের কাজ ২০১৯-২০ অর্থবছরে চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে কনসলিডেশন এবং ইন্টিগ্রেশন এর জন্য কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুমোদিত সরকারি প্রকল্পের অর্থ ব্যবহারের ক্ষমতা প্রকল্প পরিচালকদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ১,৫৩,৫০৮ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.৪৭ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস (বৈদেশিক অনুদানসহ) হতে ৫২,৭০৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৮৮%) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৯৭,৩৪৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.৪৭%) সংস্থান করা হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৮২,৪২১ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ১৪,৯২৪ কোটি টাকা ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে নির্বাহের পরিকল্পনা ছিল। আইবাস++ এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী অনুদান ব্যতীত বাজট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১,৩৫,৬৭৭ কেটি টাকা যা জিডিপির'র ৪.৮ শতাংশ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ সমন্বয়

নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের অগ্রাধিকার খাতসমূহে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহ চলমান প্রকল্পসমূহকে তিন ভাগে চিহ্নিত করবে। এগুলো হলোঃ 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার' 'মধ্যম অগ্রাধিকার' এবং 'নিম্ন অগ্রাধিকার' প্রকল্প। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে। মধ্যম অগ্রাধিকার চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে প্রকল্পের যে সকল খাতে অর্থ

ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী সে সকল খাতে অর্থ ব্যয় করবে। নিম্ন অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড় বা ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি গ্রহণ করবে। তবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ এর আওতা বর্হিভূত থাকবে।

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজ

দেশে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে উক্ত সংকট মোকাবেলা ও অর্থনীতির উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব উত্তরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি একটি সামগ্রিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন। এ কর্মপন্থার চারটি প্রধান কৌশলগত দিক রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

(ক) প্রথম কৌশলটি হল সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা। এ ক্ষেত্রে কর্মসৃজনকে প্রাধান্য দেয়া এবং বিলাসী ব্যয় নিরুৎসাহিত করা।

(খ) দ্বিতীয় কৌশলটি হল ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে কতিপয় ঋণ সুবিধা প্রবর্তন করা যাতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিত হয় এবং দেশে-বিদেশে উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(গ) তৃতীয় কৌশলটি হল হতদরিদ্র ও কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত জনগণকে সুরক্ষা দিতে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা।

(ঘ) চতুর্থ ও সর্বশেষ কৌশলটি হল বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা। তবে, এ কৌশলটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যাতে মূল্যস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

উক্ত কর্মপন্থার আলোকে স্বাস্থ্যসেবা খাতে অতিরিক্ত ব্যয়, জরুরি মানবিক সহায়তা এবং সামগ্রীক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার ইতোমধ্যে ১,২০,৯৫৩ কোটি টাকার আর্থিক ও প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, যা জিডিপি'র ৪.৩ শতাংশ। এই প্যাকেজের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে প্রাথমিকভাবে মাত্র ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে ৫ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।
- ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবসায় টিকিয়ে রাখতে ৩৩ হাজার কোটি টাকার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে, তার সুদের হার হচ্ছে ৯ শতাংশ। এর মধ্যে অর্ধেক ৪.৫০ শতাংশ ঋণ গ্রহীতা এবং অবশিষ্ট ৪.৫০ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসেবে প্রদান করবে। ফলে বৃহৎ শিল্প ও সার্ভিস সেক্টর করোনার সময়ে তাদের ব্যবসায় কার্যক্রম চালু রাখতে সক্ষম হয়েছে।
- কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার স্বল্প সুদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা চালু করা হয়েছে, তারও সুদের হার ৯ শতাংশ। এর মধ্যে ৫ শতাংশ সরকার ভতুর্কি হিসেবে প্রদান করবে অবশিষ্ট ৪ শতাংশ প্রদান করবে ঋণ গ্রহীতা। ফলে সার্ভিস সেক্টর কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো করোনার সময়ে তাদের ব্যবসা কার্যক্রম চালু রাখতে সক্ষম হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো ও Pre-shipment Credit Refinance Scheme সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পরা দরিদ্র মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা হিসেবে দেশব্যাপী মোট ৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ও ১ লক্ষ মেট্রিক টন গম বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। পুনরায়, নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে মাত্র ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয় করা হচ্ছে। এ সকল পদক্ষেপের কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্যের অভাব হয়নি এবং তাদেরকে পুনরায় দারিদ্র্য সীমার নীচে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে।
- ভাইরাসজনিত কারণে কর্মহীনতা ও আয়ের সুযোগ হ্রাসের কবল থেকে দেশের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারাদেশে নির্বাচিত ৫০ লক্ষ উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেককে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে অনুদান ট্রেজারী থেকে সরাসরি তাদের ব্যাংক বা মোবাইল একাউন্টে প্রদান করা হচ্ছে।
- সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় দেশের অতি দরিদ্র ১০০টি উপজেলায় বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি এবং বিধবা ও

স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচির আওতা শতভাগে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে, প্রতিবন্ধী ভাতাসহ এই দুই ভাতার আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা মোট ১১ লক্ষ জন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং করোনাকালে তাদের জীবন নির্বাহ সহজ হয়েছে।

- জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকল গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে দরিদ্র মানুষকে আর গৃহহীন থাকতে হবে না।
- করোনাভাইরাস পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরূদ্ধারের জন্য যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হলো কৃষিখাতের উৎপাদন অব্যাহত রাখা। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কৃষকের উৎপাদিত ধান-চালের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ও বাজারে চালের দাম স্থিতিশীল রাখতে চলতি ইরি-বোরো মৌসুমে সরাসরি ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা আরো ২ লক্ষ টন বাড়ানো হয়েছে। ধান কাটা ও মাড়াই কাজ যান্ত্রিকীকরণ উৎসাহিতকরণে ৩,২০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি খাতে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। কৃষকের ঋণ প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে ৫ হাজার কোটি টাকার একটি কৃষি রিফাইন্যান্স স্কিম গঠন করা হচ্ছে। এছাড়া, নিম্ন আয়ের পেশাজীবি কৃষক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার পুন: অর্থায়ন স্কীম ঘোষনা করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ দেশের কৃষি ও কৃষকদেরকে সহায়তা প্রদান করবে।
- বিদেশফেরত প্রবাসী শ্রমিক, প্রশিক্ষিত তরুণ এবং বেকার যুবকদের ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ও পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সরকার এ লক্ষ্যে ৫০০ কোটি টাকা করে মূলধন প্রদান করবে, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামের আওতায় উপযুক্ত উদ্যোক্তাদের নিকট স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ করবে। ফলে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ইত্যাদি খাতে গ্রামের দরিদ্র কৃষক, বিদেশফেরত প্রবাসী শ্রমিক এবং প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুবকগণের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে এপ্রিল ও মে মাসের সুদ আদায় স্হগিত করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ঋণপ্রদানে ব্যাংকসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য ২ হাজার কোটি টাকার একটি ক্রেডিট রিস্ক শেয়ারিং স্কীম গ্রহন করা হয়েছে।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে সমর্থন যোগানোর পাশাপাশি মূল্যস্তরসহ সামষ্টিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনই ২০১৯-২০ অর্থবছরের মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য। ২০১৯-২০ অর্থবছরেও সংকুলানমুখী মুদ্রা সরবরাহ নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৫ শতাংশে সীমিত রেখে এবং ৮.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। মুদ্রা ও ঋণ সরবরাহ নামিক জিডিপি'র (nominal GDP) সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা (monetary programme) প্রণয়ন করে।

কোভিড-১৯ মহামারি থেকে উদ্ভুত আর্থিক মন্দা মোকাবিলার লক্ষ্যে আর্থিক খাতে যাতে পর্যাপ্ত তারল্য বজায় থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদ হার রেপো ৬ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫.৭৫ শতাংশ নির্ধারণ করে যা ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে বাস্তবায়িত হয়। রেপো হার পুনরায় হ্রাস করে ৫.২৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয় যা ১২ এপ্রিল ২০২০ থেকে কার্যকর হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (Cash Reserve Requirement -CRR) প্রথম পর্যায়ে ৫ শতাংশ থেকে ৪.৫ শতাংশে (দৈনিক ভিত্তিতে) এবং ৫.৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ (দুই সপ্তাহ ভিত্তিক) হ্রাস করা হয়। সিআরআর পূণরায় হ্রাস করে যথাক্রমে ৪ শতাংশ এবং ৩.৫ শতাংশ করা হয়, যা ১৫ এপ্রিল ২০২০ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অগ্রিম আমানত অনুপাত (Advance-Deposit Ratio-ADR) এবং বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত (Investmet-Deposit Ratio-IDR) ২ শতাংশ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৮৭ শতাংশ এবং ৯২ শতাংশে পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে, যা

ব্যাংক খাতে তারল্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রাপ্তি সহজ করবে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রানীতিতে ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে মুদ্রার সূচকসমূহের (monetary aggregates) প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে; ব্যাপক মুদ্রা (Broad money): ১২.৫ শতাংশ, রিজার্ভ মুদ্রা: ১২.০ শতাংশ, অভ্যন্তরীন ঋণ: ১৫.৯ শতাংশ, সরকারি খাতে ঋণ: ২৪.৩ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে (ব্যক্তি খাত) ঋণ: ১৪.৮ শতাংশ।

২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯.৮৮ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৯.২৪ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.৬৪ শতাংশ যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সামান্য বেশি। একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money) প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৫৬ শতাংশ, যা লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৩.৫৬ শতাংশ বেশি। মূলত নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধির (NDA) কারনে এ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। উল্লেখ্য, জুন ২০১০ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদের (NFA) প্রবৃদ্ধি ১২.৮২ শতাংশ এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধির (NDA) ৪৮.৩০ শতাংশ।

২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১২.২৬ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.৭০ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৩.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববতী অর্থবছর (১২.২৬%) হতে সামান্য বেশি। ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৮.৬১ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১১.৩২ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ বৃদ্ধি পায় ৫৫.৫১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯.৩৭ শতাংশ।

সুদের হার

শিল্প, ব্যবসা ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে আর্থিক সক্ষমতা অর্জনসহ শিল্প ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগ এর সুদ/মুনাফা হার যৌক্তিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের সুদের হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ (ক্রেডিট কার্ড ছাড়া) সুদের হার নির্ধারণ করে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রজ্ঞাপণ জারি করে যা ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত ছিল। এরই অংশ হিসেবে আমানতের সুদ হার ৬ শতাংশ ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকেই বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ঋণের ভারিত গড় সুদ হার জুন ২০১৮ শেষে ৯.৯৫ শতাংশ ছিল, যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৯ শেষে ৯.৫৮ শতাংশে দাঁড়ায়। জুন ২০২০ শেষে তা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়ে ৭.৯৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার জুন ২০১৮ শেষে ছিল ৫.৫০ শতাংশ, যা জুন ২০১৯ শেষে সামান্য হ্রাস পেয়ে ৫.৪৩ শতাংশে দাঁড়ায় এবং জুন ২০২০ শেষে তা আরো হ্রাস পেয়ে ৫.০৬ শতাংশে দাঁড়ায়। ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (Spread) জুন ২০১৯ শেষে ৪.১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২০ শেষে ২.৮৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

পুঁজি বাজার

২০১৯-২০ অর্থবছরের শুরু থেকেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এর মূল্যসূচকে অস্থিরতা (volatility) পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু, নভেল করোনাভাইরাসের কারণে এপ্রিল ও মে ২০২০ মাসে ট্রেডিং বন্ধ থাকে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০১৯ সালের জুনে ছিল ৫,৪২১.৬২ পয়েন্ট যা জুন ২০২০ এ ২৬.৪২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩,৯৮৯.০৯ পয়েন্ট। জুন ২০২০ শেষে ডিএসই-এ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচুয়্যাল ফান্ড ও ডিবেঞ্চারসহ) ৫৮৯টিতে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,৯৯,৮১৬.৪০ কোটি টাকা, যা ২১.৯৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে জুন ২০২০ এ ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৩,১১,৯৬৭.০০ কোটি টাকায়।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিইসি) লিমিটেড এর সার্বিক মূল্যসূচক জুন ২০২০ এ দাঁড়ায় ১১,৩৩২.৫৬ পয়েন্ট, যা জুন ২০১৯ মাস শেষে মূল্যসূচক ১৬,৬৩৪.২১ থেকে ৩১.৮৭ শতাংশ কম। সিএসই'র তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩২৪টিতে দাঁড়িয়েছে। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,২৯,৩৩০.২৮ কোটি টাকা, যা ২৫.৬৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে জুন ২০২০ পর্যন্ত ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ২,৪৪,৭৫৬.৭১ কোটি টাকা।

পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এন্ড একচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ চলমান রয়েছে। এছাড়া, তারল্য যোগানোর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে পুঁজিবাজারের টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংকের জন্য ২০০ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠন ও এর বিনিয়োগের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

রপ্তানি

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাণিজ্য বিরোধ এবং জ্বালানি তেলের মূল্যহ্রাসের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের আয় হ্রাস প্রভৃতি কারণে ২০২০ সালের শুরু থেকেই বিশ্ববাণিজ্যের গতি শ্লথ ছিল। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়ে যার প্রভাব বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যেও পড়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয় ছিল ৪০,৫৩৫.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৫৫ শতাংশ বেশি। কিন্তু ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩৩,৬৭৪.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৬.৯৩ শতাংশ কম। করোনাভাইরাসের কারণে মাস ভিত্তিতে মার্চ, ২০২০ মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ১৮.২১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এপ্রিল, ২০২০ মাসে রপ্তানি আয় ৮২.৮৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৫২০.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। তবে মে ২০২০ মাস থেকে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটতে থাকে। জুন ২০২০ মাসে রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় মাত্র ২.৫০ শতাংশ কম ছিল।

এসময়ে যে কয়েকটি পণ্য প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পেরেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: হিমায়িত মৎস্য (১৭.৯৯%), ফার্মাসিউটিক্যালস (৪.৪৯%), হস্তশিল্প (২.৮৬%), পাট ও পাটজাত পণ্য (৮.১০%)। অন্যদিকে তৈরি পোশাক খাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে ১৮.১২ শতাংশ। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারির কারণে সামনের মাসসমূহে রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও বাস্তবে রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশার কথা যে, বিদেশি অনেক ক্রেতা তাদের ক্রয়াদেশ স্থগিত করলেও তা বাতিল করেনি। ফলে করোনা সংকট কেটে গেলে রপ্তানি খাত আশানুরুপ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে আশা করা যায়। রপ্তানি খাতে প্রণোদনা হিসেবে বেশ কিছু পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ড এর আকার ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে এবং সুদের হার ২ শতাংশে স্থির রাখা হয়েছে।

আমদানি

২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট আমদানি ব্যয়ের (সিএন্ডএফ) পরিমাণ ছিল ৫৯,৯১৪.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১.৭৮ শতাংশ বেশি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমদানির পরিমান দাঁড়িয়েছে ৫৪,৭৮৪.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় অপেক্ষা ৮.৫৬ শতাংশ কম। এর মধ্যে খাদ্যশস্য এবং ভোগ্যপণ্য আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৭.৭৬ শতাংশ এবং ৫.৩৮ শতাংশ। পক্ষান্তরে, মধ্যবর্তী পণ্য ও মূলধনী পণ্য আমদানি হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৫.০৫ শতাংশ ও ২৩.৯২ শতাংশ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়

বৈশ্বিক মহামারির কারণে বৈদেশিক কর্মস্থানে প্রতিকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জ্বালানি তেলের অব্যাহত মূল্যহ্রাসের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহেরও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সীমিত হয়ে পড়ে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট জনশক্তি রপ্তানির পরিমান ছিল ৬.৯৩ লক্ষ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২১.২৬ শতাংশ কম। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০২০) দেশের শ্রমশক্তি রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫.৩১ লক্ষ জন, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৭৩ শতাংশ বেশি। এপ্রিল ২০২০ থেকে-জুন ২০২০ সময়ে জনশক্তি রপ্তানি কার্যত বন্ধ ছিল।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবাস আয় (রেমিট্যান্স) প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৯.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৬,৪১৯.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮,২০৫.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৮৭ শতাংশ বেশি। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সৌদি আরব (২২.০৬%); সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৩.৫৮%) এবং যুক্তরাষ্ট্র (১৩.২১%) শীর্ষে অবস্থান করছে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র হতে প্রবাস আয়ে লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭,৮৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৫,৮৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসময়ে প্রবাস আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমান হ্রাস পায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৮৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫,১০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

পক্ষান্তরে, মূলধন ও আর্থিক খাতের প্রবাহ ২০১৮-১৯ অর্থবছর এর ৬,১৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৭,৯১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে সার্বিক ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৩,৬৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন ২০২০ তারিখে দাঁড়ায় ৩৬,০৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ৩০ জুন ২০১৯ এ রিজার্ভ ছিল ৩২,৭১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য, সম্প্রতি এ রিজার্ভ রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার ভারিত গড় বিনিময় হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২.৩৫ শতাংশ অবচিতি ঘটে দাঁড়ায় ৮৪.০৩ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আন্তঃব্যাংক টাকা ডলারের বিনিময় হারের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ০.৯০ শতাংশ অবচিতি হয়ে ৮৪.৬০ এ দাঁড়ায়।

অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের অভিঘাতসমূহ বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2020-21 to 2022-23) প্রণয়ন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারনে বৈশ্বিক অর্থনীতি বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে, যার প্রভাব ২০০৮-০৯ অর্থবছরের আর্থিক মন্দার চাইতেও বড় হবে মর্মে ধারণা করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের কারণে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ও পণ্য বাজারে যে অপ্রত্যাশিত প্রভাব পড়তে শুরু হয়েছে তা মোকাবিলায় দেশসমূহ প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্থনীতিকে সচল রাখাতে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, যেগুলো অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং এ থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ সরকারও প্রণোদনাসহ বিভিন্ন নীতি সহায়তা ঘোষণা করেছে।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রক্ষেপণ নিম্নবর্ণিত অনুমানের ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

- কোভিড-১৯ এর প্রভাব ২০২০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।
- বিগত অর্থবছরসমুহের ন্যায় সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হবে সেবা ও শিল্প খাত এবং চাহিদার ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ ও ভোগ ব্যয়।
- করোনা পরিস্থিতির কারণে রপ্তানি আয় ও প্রবাস আয় সামনের মাসগুলোতে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হতে পারে।
- লকডাউনের কারণে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যোগাযোগ ও পরিবহন খাতের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হতে পারে, যা উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাধা হতে পারে।
- দেশের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং এর পাশাপাশি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবজনিত অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যাপক প্রণোদনা কার্যক্রম উক্ত প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে।
- করোনার প্রভাব যথাযথভাবে মোকাবেলায় কৃষিখাতে ৫ শতাংশ হারে সুদ ভর্তুকি সংক্রান্ত প্রণোদনা কার্যক্রম, সময়ানুগ কৃষি-উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা, কৃষি খাতে ফসল কর্তনে বিভিন্নমূখী কার্যক্রম যেমন: যান্ত্রিকীকরণে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান ও ভর্তুকি দেওয়া, ইত্যাদির ফলে কৃষিখাতে বর্তমান প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হবে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৫.২ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে আগামী ২০২০-২১

অর্থবছরে ৮.২ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ আগামী তিন অর্থবছরে জিডিপি'র ৩৩-৩৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে আশা করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি খাতে বিনিয়োগ জিডিপি'র ৮-৯ শতাংশ এবং ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ ২৫-২৮ শতাংশের মধ্যে থাকবে।

এমটিএমএফ-এ আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলিত রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র ১১.৯ শতাংশ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি'র ১২.২ শতাংশে পৌছাতে পারে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ১৭.৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পরবর্তী তিন অর্থবছরে প্রায় কাছাকাছি থাকবে। সার্বিকভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫.৫ শতাংশ থাকবে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব কাটিয়ে অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারনে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৬.০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে, যা পরবর্তী বছরসমূহে জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে চলে আসবে।

চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ৫.৫ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা পরবর্তী তিন অর্থবছরেও প্রায় একই থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ১৮.৮ শতাংশে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৬.৮ শতাংশে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাস আয়ে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫.০ শতাংশ, যা পরবর্তী তিন অর্থবছরে ১০-১৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রপ্তানি খাতে দৃঢ় অবস্থানে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা (domestic demand) রয়েছে। ফলে অর্থনীতির গতি ব্যাহত হবে না মর্মে আশা করা হয়েছে। সারণি ১.২ এ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সূচকের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১.২ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ

সূচক	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
	প্রকৃত			বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ		
প্রকৃত খাত								
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৩	৭.৯	৮.২	৮.২	৫.২	৮.২	৮.৩	৮.৪
মূল্যস্ফীতি (%)	৫.৪	৫.৮	৫.৫	৫.৫	৫.৫	৫.৪	৫.৩	৫.২
বিনিয়োগ (% জিডিপি)	৩০.৫	৩১.২	৩১.৬	৩২.৮	২০.৮	৩৩.৫	৩৪.৫	৩৫.৬
বেসরকারি	২৩.১	২৩.৩	২৩.৫	২৪.২	১২.৭	২৫.৩	২৬.৬	২৭.৭
সরকারি	৭.৪	৮.০	৮.০	৮.৬	৮.১	৮.১	৭.৯	৭.৯
রাজস্ব খাত (% জিডিপি)								
মোট রাজস্ব আয়	১০.২	৯.৬	৯.৯	১৩.১	১২.৪	১১.৯	১২.১	১২.২
কর রাজস্ব	৯.০	৮.৬	৮.৯	১১.৮	১১.২	১০.৯	১১.০	১১.১
তন্মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৭	৮.৩	৮.৬	১১.৩	১০.৭	১০.৪	১০.৫	১০.৬
কর বহির্ভুত রাজস্ব	১.২	১.০	১.০	১.৩	১.২	১.০	১.১	১.১
সরকারি ব্যয়	১৩.৬	১৪.৩	১৫.৪	১৮.১	১৭.৯	১৭.৯	১৭.১	১৭.২
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৩	৫.৩	৫.৮	৭.০	৬.৯	৬.৫	৬.৫	৬.৫
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৩.৪	-৪.৭	-৫.৫	-৫.০	-৫.৫	-৬.০	-৫.০	-৫.০
অর্থায়ন	৩.৪	৪.৭	৫.৫	৫.০	৫.৫	৬.০	৫.০	৫.০
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	০.৭	১.২	১.৩	২.৪	২.০	২.৫	২.১	২.১
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৮	৩.৫	৩.৯	২.৭	৩.৫	৩.৫	২.৯	২.৯
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন , বছর শেষে)								
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.২	১৪.৭	১২.৩	১৪.৫	১৮.৩	১৭.২	১৮.৫	১৮.৩
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১৫.৭	১৬.৯	১১.৩	১৬.৬	১৪.৮	১৬.৭	১৬.৮	১৬.৮
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১০.৯	৯.২	৯.৯	১২.৫	১৩.০	১২.৫	১২.৫	১২.৫
বৈদেশিক খাত								
রপ্তানি আয়, এফওবি (%)	১.২	৫.৮	১০.৫	১২.০	-১০.০	১৫.০	১০.৮	১১.০
আমদানি ব্যয়, এফওবি (%)	৯.০	২৫.২	১.৮	১০.০	-১০.০	১০.০	৮.০	৭.০
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)	-১৪.৫	১৭.৩	৯.৬	১৩.০	৫.০	১৫.০	১০.০	১০.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	-০.৩	-৩.৪	-২.২	-১.৩	-০.৬	০.১	০.৪	০.৮
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩৩.৪	৩২.৯	৩২.৭	৩৮.৪	৩৫.০	৪০.২	৪৫.০	৫০.০
আমদানির মাস হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৮.০	৬.২	৬.০	৬.২	৮.৪	৮.৮	৯.১	৯.৫
মেমোরেন্ডাম আইটেম								
চলতি হিসাবে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	১৯৭৫৮	২২৫০৫	২৫৪২৫	২৮৮৫৯	২৮০৫৭	৩১৭১৮	৩৫৮৩৪	৪০৪৫৬

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির প্রভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হওয়ায় প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৫.২৪ শতাংশ; চূড়ান্ত হিসাবে পূর্ববর্তী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৮.১৫ শতাংশ। সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃহৎ ৩টি খাতের মধ্যে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.১১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৩.৯২ শতাংশ। একই হারে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৪৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১২.৬৭ শতাংশ। বৃহৎ সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬.৭৮ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৫.৩২ শতাংশে। সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃহৎ কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৩.৩৫ শতাংশ, ৩৫.৩৬ শতাংশ ও ৫১.৩০ শতাংশ, যেগুলো পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৩.৬৫ শতাংশ, ৩৫.০০ শতাংশ ও ৫১.৩৫ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৭৪.৬৯ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র ২৫.০২ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫.৩১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে স্থূল জাতীয় সঞ্চয় গত অর্থবছরের জিডিপি'র ২৯.৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিনিয়োগ পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র ৩১.৫৭ শতাংশ থেকে ০.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১.৭৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশ বিগত এক দশক ধরে গড়ে ৬ শতাংশের উপরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসাব অনুযায়ী বিগত ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৭.১১ শতাংশ, ৭.২৮ শতাংশ ও ৭.৮৬ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৮.১৫ শতাংশ । সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫.২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের পর সর্বনিম্ন এবং মূলতঃ করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবজনিত কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি পূর্ববর্তী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ২,৫৪,২৪৮২ কোটি টাকা হতে ৯.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,৭৯,৬৩৭৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মাথাপিছু জিডিপি ১,৫৩,৫৭৮ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১,৬৬,৮৮৮ টাকায়। অপরদিকে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৬০,৪৪০ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৭৪,৮৮৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী মার্কিন ডলার হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ২,০৬৪ মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১,৯০৯ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি পূর্ববর্তী অর্থবছরের মাথাপিছু জিডিপি ১,৮২৮ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯৭০ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০১৯ অনুযায়ী ক্রয় ক্ষমতা তথা Purchasing Power Parity (PPP) এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ৪,০৫৭ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে মোট এবং মাথাপিছু জিডিপি ও স্থূল জাতীয় আয় (জিএনআই) সারণি ২.১ -এ এবং চলতি বাজার মূল্যে খাতভিত্তিক স্থূল দেশজ উৎপাদ সারণি ২.২ -এ উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

সারণি ২.১ঃ চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

সূচক	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৪৩৬৭৪	১৫১৫৮০২	১৭৩২৮৬৪	১৯৭৫৮১৫	২২৫০৪৭৯	২৫৪২৪৮৩	২৭৯৬৩৭৮
জিএনআই (কোটি টাকায়)	৯৮৮৩৪২	১১৪৪৫০৬	১২৯৫৩৫২	১৪৩৩২২৪	১৬১৪২০৪	১৮৩২৬৭৫	২০৬০৭১৬	২৩৫৩১০৮	২৬৫৬০৯২	২৯৩০৪২৬
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১৪.৯৭	১৫.১৬	১৫.৩৭	১৫.৫৮	১৫.৭৯	১৫.৯৯	১৬.১৮	১৬.৩৭	১৬.৫৬	১৬.৭৬
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়)	৬১১৯৮	৬৯৬১৪	৭৮০০৯	৮৬২৬৬	৯৬০০৪	১০৮৩৭৮	১২২১৫২	১৩৭৫১৮	১৫৩৫৭৮	১৬৬৮৮৮
মাথাপিছু জিএনআই (টাকায়)	৬৬০৪৪	৭৫৫০৫	৮৪২৮৩	৯২০১৫	১০২২৩৬	১১৪৬২১	১২৭৪০	১৪৩৭৮৯	১৬০৪৪০	১৭৪৮৮৮
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৮৬০	৮৮০	৯৭৬	১১১০	১২৩৬	১৩৮৫	১৫৪৪	১৬৭৫	১৮২৮	১৯৭০
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৯২৮	৯৫৫	১০৫৪	১১৮৪	১৩১৬	১৪৬৫	১৬১০	১৭৫১	১৯০৯	২০৬৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

সারণি ২.২ঃ চলতি বাজার মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
১। কৃষি ও বনজ	**১৩৮৮৭৯**	**১৪৮৭৫৮**	**১৬৩৯৬৮**	**১৭৬৫০০**	**১৯০৩১৪**	**২০৫৩৯৮**	**২২৭৩৫৩**	**২৪৮১১৯**	**২৬৫১৮২**
ক) শস্য ও শাকসবজি	১০০৮৯৯	১০৬৭৯৪	১১৭৯০৩	১২৬১২১	১৩৪৩২২	১৪৩৭০৫	১৫৯১৭১	১৭২৩৩০	১৮৩০১৯
খ) প্রাণিসম্পদ	২২৯৯৯	২৫৩৫৯	২৭৬৬৭	২৯৮৮৫	৩৩১৬৫	৩৬০২৬	৩৯৬২৫	৪৩২১৫	৪৬৬৭৩
গ) বনজসম্পদ	১৪৯৮১	১৬৬০৫	১৮৩৯৮	২০৪৯৪	২২৮২৭	২৫৬৬৮	২৮৫৫৭	৩২৫৭৪	৩৫৪৯০
২। মৎস্য সম্পদ	**৩১৮২৭**	**৩৬৯৯৫**	**৪২৩০৮**	**৪৭৫৮১**	**৫৩০৭৬**	**৫৯৬২৭**	**৬৬৮৮২**	**৭৪২৭৫**	**৮২৪৫৭**
৩। খনিজ ও খনন	**১৬৬৫০**	**১৯৪৬১**	**২১০৮০**	**২৩৮৭৬**	**২৮৫৭৮**	**৩৪১২৭**	**৩৮৮৮৪**	**৪৩৯৬৪**	**৪৭৩৩৫**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৭৩৬৬	৭৯৫৩	৮১৫৬	৯১৮৮	১০৭০৬	১২০০৩	১৩৩০০	১৪০৩৯	১৩৯৭৪
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৯২৮৪	১১৫০৮	১২৯২৪	১৪৬৮৮	১৭৮৭২	২২১২৫	২৫৫৮৪	২৯৯২৫	৩৩৩৬১
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১৬৭৯২৭**	**১৯৭১২৭**	**২২৩২২১**	**২৫৪৪৮৩**	**২৯৫১১১**	**৩৪১৮২৯**	**৪০৪১৪৪**	**৪৮১৩৫৯**	**৫২৫২৬৯**
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১৩৪৩৯৭	১৫৮৪৪৮	১৮০৩৮২	২০৫৯৯২	২৪০১৬৪	২৭৯২১৭	৩৩২৫৯৪	৩৯৬১৭৬	৪২৯৮৫৩
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩৩৫৩০	৩৮৬৭৯	৪২৮৩৯	৪৮৪৯১	৫৪৯৪৭	৬২৬১২	৭১৫৫১	৮৫১৮৩	৯৫৪১৬
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	**১৪১৮৯**	**১৬৩৮১**	**১৮৪০১**	**১৯৮৬৮**	**২৩৮২৯**	**২৬২৪৩**	**২৯৩৩৬**	৩২০৮৭	৩৪৩১৮
ক) বিদ্যুৎ	১০১৮৯	১২১৬৮	১৩৮৩৪	১৫০৬১	১৮৪৪৭	২০৩৭০	২২৭২৮	২৫২১৬	২৭০১৭
খ) গ্যাস	৩৩০০	৩৪৪৮	৩৬৭৬	৩৭৮৭	৪২৭৯	৪৫৭৯	৫১৯৬	৫২৫৫	৫৫২৮
গ) পানি	৭০১	৭৬৬	৮৯১	১০২০	১১০৩	১২৯৫	১৪১২	১৬১৬	১৭৭৪
৬। নির্মাণ	**৬৮৩০৪**	**৮২৪৩২**	**৯০৮৩৪**	**১০৮৪৮৪**	**১২৬৩৫৩**	**১৪৬১০৭**	**১৬৯৮৫৫**	**১৯৬৪০৩**	**২২৪১৬৭**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন ও মেরামত	**১৩৭৩৯৬**	**১৫৪৫৭৯**	**১৭২৫৭৫**	**১৯২৫৮৫**	**২১৪২৫৭**	**২৪৩৯৫৮**	**২৭৯৮২৩**	**৩২২৭২২**	**৩৬০২৮৪**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**৯৭৫৫**	**১১২৬৩**	**১৩০৩৫**	**১৪৯২৮**	**১৭০৫৮**	**১৯৩১৮**	**২২১২৩**	**২৫২৩৪**	**২৮৪৪৯**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**১১২৭০২**	**১২৪২৮১**	**১৩৪৩১৭**	**১৫০০২৫**	**১৬৯১৬৫**	**১৮৭০৭৬**	**২০৪৬৩০**	**২২৬০২৫**	**২৪৮৭৬৮**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৮৩৩৪৫	৯২১৮৩	৯৯৩১১	১১২০৯৬	১২৭৮৯৫	১৪২৮০৮	১৫৭০৩৮	১৭৪৬২৪	১৯৩৮৩৪
খ) পানি পথ পরিবহণ	৭০৮৯	৭৬৪৯	৮০৬৪	৮৯৬৭	১০২০৬	১০৯৯৬	১১৬৯৮	১২৪৬১	১৩২৫৩
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	১০২২	১০৪৭	১১১৬	১২৬৯	১৩৫২	১৩৯৯	১৪৭৬	১৫৮৫	১৬৮৮
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	৫৩৯১	৬০০১	৬৬৭২	৭৪২৭	৮০৩১	৮৭০৭	৯৭০৬	১০৬৫০	১১৫৭১
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১৫৮৫৪	১৭৪০০	১৯১৫৪	২০২৬৭	২১৬৮১	২৩১৬৬	২৪৭১৩	২৬৭০৫	২৮৪২২
১০। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	**৩৬৩১৬**	**৪২২৩৭**	**৪৮৫৬৩**	**৫৫৭৬১**	**৬৩৬০১**	**৭৩২০৫**	**৮৩৭২৮**	**৯৪২০২**	**১০১১৩০**
ক) ব্যাংক	২৯৩৫১	৩৪৭২৭	৪০৩৯০	৪৬৬৪৪	৫৩৭৮৯	৬২৩৮৯	৭১৭৫৪	৮১১০৬	৮৬৮৪৯
খ) বীমা	৪৫৮৪	৪৯২০	৫৩৬৪	৫৯৩৮	৬৩২৭	৬৮০৮	৭৩৪১	৮১১৩	৮৬৭৫
গ) অন্যান্য	২৩৮১	২৫৯০	২৮১০	৩১৮০	৩৪৮৫	৪০০৮	৪৬৩৩	৪৯৮৩	৫৬০৭
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৬৮৭১৫**	**৭৮৮২০**	**৯১২২৯**	**১০৬০৬১**	**১২৩৭৪০**	**১৪৪৫৩৯**	**১৬৬৪১৯**	**১৯০৪৮৭**	**২১২৪৯৮**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৩৩৪৯৯**	**৩৭৬৭৮**	**৪৪৭২৮**	**৫০৬৭৪**	**৬৬৭১১**	**৭৮৪৪১**	**৯০২২৮**	**৯৮৯৫৭**	**১১১৭৯৯**
১৩। শিক্ষা	**২৫০৪৮**	**২৮৪২৯**	**৩২৭৬৭**	**৩৭৬২৪**	**৪৬৫১২**	**৫৬৮৫৬**	**৬৪৪৭৮**	**৭৩০৯১**	**৮১৮৯৪**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**২০১৩৩**	**২৩৮৬৮**	**২৬৯২৪**	**৩০১৩৫**	**৩৪৭৫৮**	**৩৮৯৮৭**	**৪৪০৬৪**	**৫২০০৬**	**৫৮৭৭৪**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**১১৭২৯৩**	**১৩৮৯৫২**	**১৫৬৫৫২**	**১৭৬৪০২**	**১৯৪২৪৮**	**২১৪২১৩**	**২৩৬৩৭৮**	**২৬০৯৬১**	**২৮৭৮২৭**
ভর্তুকি ব্যতিরেকে শুল্ক	৫৬৫৬৯	৫৭৬৬২	৬৩১৭৪	৭০৮১৫	৮৫৫৫২	১০৫৮৯২	১২২১৫৬	১২২৫৯২	১২৬২২৮
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৪৩৬৭৪	১৫১৫৮০২	১৭৩২৮৬৩	১৯৭৫৮১৫	২২৫০৪৭৯	২৫৪২৪৮৩	২৭৯৬৩৭৮
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	১৫.২২	১৩.৬২	১২.০৭	১২.৮১	১৪.৩২	১৪.০২	১৩.৯০	১২.৯৮	৯.৯৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক।

স্থির মূল্যে খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

জিডিপি'কে উৎপাদনের ভিত্তিতে ৩টি বৃহৎ খাত তথা: কৃষি, শিল্প ও সেবায় বিভক্ত করা হয়েছে। সার্বিকভাবে জিডিপি ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত। এ ১৫টি খাতের মধ্যে ৬টি খাত আবার উপখাতে বিভক্ত। কৃষি ও বনজ এবং মৎস্য-এ দুটি খাত সমন্বয়ে বৃহৎ কৃষি খাত গঠিত। আবার, খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ খাত নিয়ে বৃহৎ শিল্প খাত গঠিত। এছাড়া, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন ও মেরামত, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহ নিয়ে বৃহৎ সেবা খাত গঠিত। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে ২০১১-১২ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার সারণি ২.৩ এবং লেখচিত্র ২.১ -এ দেখানো হলো:

সারণি ২.৩ঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
১। কৃষি ও বনজ	**২.৪১**	**১.৪৭**	**৩.৮১**	**২.৪৫**	**১.৭৯**	**১.৯৬**	**৩.৪৭**	**৩.১৫**	**২.০৮**
ক) শস্য ও শাকসবজি	১.৭৫	০.৫৯	৩.৭৮	১.৮৩	০.৮৮	০.৯৬	৩.০৬	১.৯৬	০.৮৯
খ) প্রাণিসম্পদ	২.৬৮	২.৭৪	২.৮৩	৩.০৮	৩.১৯	৩.৩১	৩.৪০	৩.৫৪	৩.০৪
গ) বনজসম্পদ	৫.৯৬	৫.০৪	৫.০১	৫.০৮	৫.১২	৫.৬০	৫.৫১	৮.৩৪	৬.৩৬
২। মৎস্য সম্পদ	**৫.৩২**	**৬.১৮**	**৬.৩৬**	**৬.৩৮**	**৬.১১**	**৬.২৩**	**৬.৩৭**	**৬.২১**	**৬.১০**
৩। খনিজ ও খনন	**৬.৯৩**	**৯.৩৫**	**৪.৬৮**	**৯.৬০**	**১২.৮৪**	**৮.৮৯**	**৭.০০**	**৫.৮৮**	**৪.৩৮**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৩.৭৮	৭.৫৫	২.৪৭	৮.৭৩	১১.৭৭	০.৩৪	২.২৫	-০.৭৯	-০.৫১
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	১২.৫৮	১২.৩৪	৮.২০	১০.৯০	১৪.৪২	২১.১৯	১২.৬৬	১৩.০৮	৯.০১
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**৯.৯৬**	**১০.৩১**	**৮.৭৭**	**১০.৩১**	**১১.৬৯**	**১০.৯৭**	**১৩.৪০**	**১৪.২০**	**৫.৮৪**
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১০.৭৬	১০.৬৫	৯.৩২	১০.৭০	১২.২৬	১১.২০	১৪.২৬	১৪.৮৪	৫.৪৭
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৬.৫৮	৮.৮১	৬.৩৩	৮.৫৪	৯.০৬	৯.৮২	৯.২৫	১০.৯৫	৭.৭৮
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	**১০.৫৮**	**৮.৯৯**	**৪.৫৪**	**৬.২২**	**১৩.৩৩**	**৮.৪৬**	**৯.১৯**	**৯.৫৮**	**৬.১৬**
ক) বিদ্যুৎ	১০.৯৭	৯.৬৯	৪.৪৫	৬.০৯	১৪.২০	৯.২২	১০.১৯	১০.৩৩	৬.৫৫
খ) গ্যাস	৭.৪৫	৫.৯১	১.৬৯	৫.১৬	৯.৯১	০.২৮	২.২০	০.৫৭	১.১৫
গ) পানি	১০.৯১	৪.৭৫	১০.৯৩	৯.৬২	৭.৪০	১১.০৯	৫.৬৬	১১.৫৭	৭.০১
৬। নির্মাণ	**৮.৪২**	**৮.০৪**	**৮.০৮**	**৮.৬০**	**৮.৫৬**	**৮.৭৭**	**৯.৯২**	**১০.২৫**	**৯.০৬**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন ও মেরামত	**৬.৭০**	**৬.১৮**	**৬.৭৩**	**৬.৩৫**	**৬.৫০**	**৭.৩৭**	**৭.৪৫**	**৮.১৪**	**৫.০২**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**৬.৩৯**	**৬.৪৯**	**৬.৭০**	**৬.৮৩**	**৬.৯৮**	**৭.১৩**	**৭.২৮**	**৭.৫৭**	**৬.৪৬**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও	**৯.১৫**	**৬.২৭**	**৬.০৫**	**৫.৯৬**	**৬.০৮**	**৬.৭৬**	৬.৫৮	**৭.১৯**	**৬.১৯**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৬.৮৩	৫.৯১	৫.৫৬	৬.১৮	৬.২৮	৭.০৬	৬.৭২	৭.০৬	৬.৪৩
খ) পানি পথ পরিবহণ	৩.১০	৩.২১	৩.১৫	৩.৬২	৩.২০	৪.১০	৩.৫০	৩.৬৩	৩.৪২
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	৫.৭৬	-১.৬৪	০.৬১	৮.৭১	১.৪৮	২.৭৯	২.৭৪	৬.৩৭	৪.৬১
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও	১৭.৬০	৩.৩৬	২.৫৯	৫.৩৭	৫.১৯	৬.৪০	৯.৫৮	৮.৯৪	৬.৮৮
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১৬.৯২	৯.৬৭	৯.৫৬	৬.১১	৬.৮১	৬.৯৮	৬.৫৩	৮.১২	৬.১৬
১০। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	**১৪.৭৬**	**৯.১১**	**৭.২৭**	**৭.৭৮**	**৭.৭৪**	**৯.১২**	**৭.৯০**	**৭.৩৮**	**৪.৪৬**
ক) ব্যাংক	১৭.৬১	১০.৮৭	৮.৩৩	৮.৪৯	৮.৮৫	৯.৯৫	৮.৫১	৭.৩৮	৪.১৯
খ) বীমা	৪.৪১	০.৬১	১.৫৫	৩.৯৫	০.৫৪	২.০৫	১.৬৩	৪.৯৬	৪.০৫
গ) অন্যান্য	২.৩৩	৩.১৪	৩.৬৩	৪.৬৮	৪.৫৪	৯.০৬	৯.০৫	১১.৫৫	৯.৪৮
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৩.৯২**	**৪.০৪**	**৪.২৫**	**৪.৪০**	**৪.৪৭**	**৪.৮০**	**৪.৯৮**	**৫.২৩**	**৪.৮৫**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৭.৫৩**	**৬.৫৩**	**৬.৮৯**	**৯.৮২**	**১১.৪৩**	**৯.১৫**	**৮.৪৭**	**৬.৪০**	**৬.০২**
১৩। শিক্ষা	**৭.৭৫**	**৬.৩০**	**৭.২৬**	**৮.০১**	**১১.৭১**	**১১.৩৫**	**৭.০১**	**৭.৬৬**	**৬.১৯**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**৩.৮১**	**৪.৭৬**	**৫.০৬**	**৫.১৮**	**৭.৫৪**	**৭.৬৩**	**৭.০২**	**১১.৭৯**	**৯.৯৬**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত	**৩.২৫**	**৩.২৫**	**৩.২৭**	**৩.২৮**	**৩.৩০**	**৩.৬২**	**৩.৬৫**	**৩.৭২**	**৩.৬১**
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	**৬.৫২**	**৬.০১**	**৬.০৬**	**৬.৫৫**	**৭.১১**	**৭.২৮**	**৭.৮৬**	**৮.১৫**	**৫.২৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক।

লেখচিত্র ২.১: স্থিরমূল্যে বৃহৎ খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)

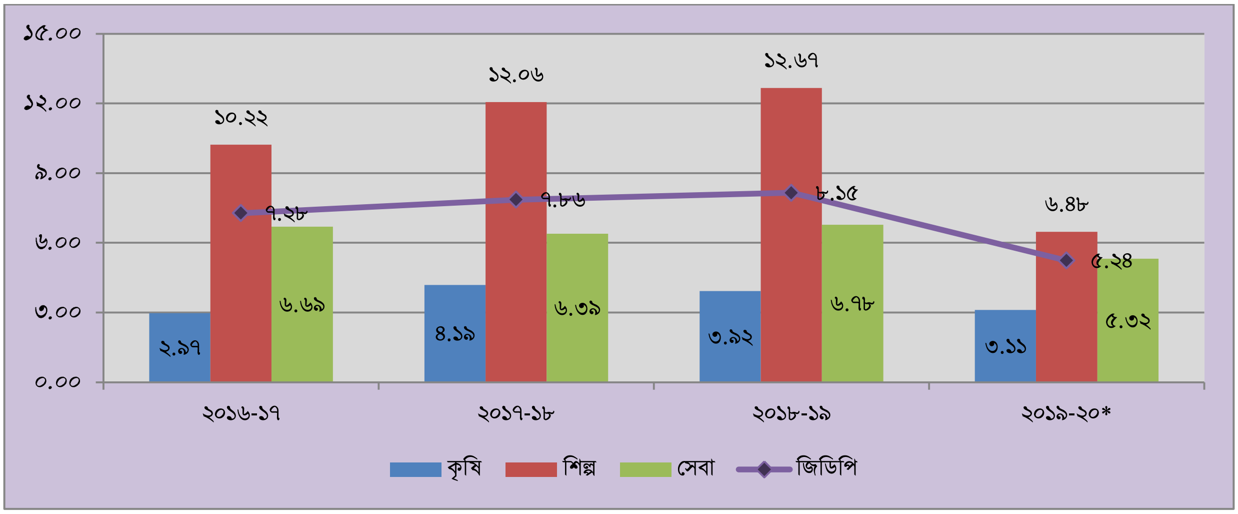

* সাময়িক

কৃষি খাত

সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের বৃহৎ কৃষি (broad agriculture) খাতের মধ্যে কৃষি ও বনজ খাতে স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২.০৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৩.১৫ শতাংশ। এ সময়ে এ খাতের তিনটি উপখাত যথা শস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ ও বনজসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ এবং বনজসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ০.৮৯ শতাংশ, ৩.০৪ শতাংশ এবং ৬.৩৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১.৯৬ শতাংশ, ৩.৫৪ শতাংশ এবং ৮.৩৪ শতাংশ। এসময়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মৎস্য খাতের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬.২১ শতাংশের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে ৬.১০ শতাংশে দাড়িয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫৪.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন যা গত অর্থবছরে ছিল ৪২৫.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ৩৮৯.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন, যার মধ্যে ৩০.১২ লক্ষ মেট্রিক টন আউশ ও ১৫৫.০২ লক্ষ মেট্রিক টন আমন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। হাওর এলাকায় পর পর দুই বার বন্যা সত্ত্বেও ২০৪.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন বোরো উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও, ১২.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন গম ও ৫২.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন ভুট্টার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরের মোট মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪৪.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন (অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৩৮.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও সামুদ্রিক উৎস হতে ৬.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন) নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৪৩.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন (অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৩৭.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও সামুদ্রিক উৎস হতে ৬.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন)।

শিল্প খাত

সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প (broad industry) খাতের অর্ন্তগত চারটি খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন এবং নির্মাণ খাত-এ প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম হ্রাস পেয়েছে। পক্ষান্তরে ম্যানুফ্যাকচারিং ও বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ খাত-এ প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে খনিজ ও খনন খাতের অন্তর্গত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ঋনাত্বক হয়ে দাঁড়িয়েছে (-)০.৫১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল (-)০.৭৯ শতাংশ। এছাড়া, অন্যান্য খনিজ ও কয়লা উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.০১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১৩.০৮ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের অন্তর্গত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছর থেকে ৯.৩৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৫.৪৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৭.৭৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, এসময়ে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ

খাতের আওতাধীন বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ-এ ৩টি উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.৫৫ শতাংশ, ১.১৫ শতাংশ এবং ৭.০১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১০.৩৩ শতাংশ, ০.৫৭ শতাংশ এবং ১১.৫৭ শতাংশ। অন্যদিকে, নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হার এসময়ে কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.০৬ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.২৫ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত 'Quantum Index of Industrial Production (QIIP)' (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) অনুসারে ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ ২০২০) গড়ে বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উপখাতে সাধারণ শিল্প উৎপাদন সূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের উৎপাদন সূচক ৩৯১.৬৪ এর তুলনায় ৫.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪১৪.৯৬ শতাংশে।

সেবা খাত

সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃহৎ সেবা (broad service) খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬.৭৮ শতাংশের তুলনায় ১.৪৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৩২ শতাংশে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃহৎ এ খাতের অন্তর্গত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি ৮.১৪ শতাংশ থেকে ৩.১২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.০২ শতাংশে। অন্যদিকে, হোটেল ও রেস্তোরাঁ এবং পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.৪৬ শতাংশ এবং ৬.১৯ শতাংশ; যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৭.৫৭ শতাংশ এবং ৭.১৯ শতাংশ। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য খাতের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৫.২৩ শতাংশ থেকে ০.৩৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৮৫ শতাংশে। এছাড়াও, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা এবং শিক্ষা খাত, স্বাস্থ্য ও সমাজকর্ম এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

স্থির মূল্যে জিডিপিতে খাতসমূহের অবদান

সারণি ২.৪-এ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার উপস্থাপন করা হয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ৯.৮৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১০.১৫ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত ৩টি উপখাতেরই অবদান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, জিডিপি'তে মৎস্য খাতের অবদান একই সময়ে ৩.৪৯ শতাংশ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বৃহৎ খাত হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান ছিল ১৩.৬৫ শতাংশ, যা সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৩.৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে স্থির মূল্যে বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন খাতের জিডিপি'তে অবদান পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১.৭৪ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১.৭২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ খাত এবং নির্মাণ খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৪.১৮ শতাংশ, ১.৫৭ শতাংশ এবং ৭.৮৯ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২৪.০৮ শতাংশ, ১.৫৫ শতাংশ এবং ৭.৬৩ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্থির মূল্যের জিডিপিতে বৃহৎ শিল্প খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫.৩৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩৫.০০ শতাংশ। সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জিডিপি'তে বৃহৎ সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫১.৩০ শতাংশ, যা পূববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫১.৩৫ শতাংশ। একই সময়ে সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের অবদান ছিল সর্বোচ্চ (১৩.৮৭%)। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১১.০৯%)। পরবর্তী অবস্থানসমূহে রয়েছে কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা (৮.০১%), রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা (৬.০৯%), লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা (৩.৬৭%), আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা (৩.৩৯%), শিক্ষা (২.৪৬%), স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা (১.৯৭%) এবং হোটেল ও রেস্তোরাঁ (০.৭৫%)।

সারণি ২.৪ঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
১। কৃষি ও বনজ	**১৩.৭০**	**১৩.০৯**	**১২.৮১**	**১২.৩২**	**১১.৭০**	**১১.১২**	**১০.৬৭**	**১০.১৫**	**৯.৮৩**
ক) শস্য ও শাকসবজি	১০.০১	৯.৪৯	৯.২৮	৮.৮৭	৮.৩৫	৭.৮৬	৭.৫১	৭.০৬	৬.৭৬
খ) প্রাণিসম্পদ	১.৯০	১.৮৪	১.৭৮	১.৭৩	১.৬৬	১.৬০	১.৫৩	১.৪৭	১.৪৩
গ) বনজসম্পদ	১.৭৮	১.৭৬	১.৭৪	১.৭২	১.৬৯	১.৬৬	১.৬২	১.৬২	১.৬৪
২। মৎস্য সম্পদ	**৩.৬৮**	**৩.৬৮**	**৩.৬৯**	**৩.৬৯**	**৩.৬৫**	**৩.৬১**	**৩.৫৬**	**৩.৪৯**	**৩.৫২**
৩। খনিজ ও খনন	**১.৬১**	**১.৬৫**	**১.৬৩**	**১.৬৮**	**১.৭৭**	**১.৮০**	**১.৭৮**	**১.৭৪**	**১.৭২**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	১.০০	১.০১	০.৯৮	১.০০	১.০৪	০.৯৮	০.৯২	০.৮৫	০.৮০
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৬১	০.৬৪	০.৬৫	০.৬৮	০.৭৩	০.৮২	০.৮৬	০.৮৯	০.৯২
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১৮.২৮**	**১৯.০০**	**১৯.৪৭**	**২০.১৬**	**২১.০১**	**২১.৭৪**	**২২.৮৫**	**২৪.০৮**	**২৪.১৮**
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১৪.৮৬	১৫.৪৯	১৫.৯৫	১৬.৫৮	১৭.৩৭	১৮.০১	১৯.০৭	২০.২১	২০.২২
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩.৪২	৩.৫১	৩.৫১	৩.৫৮	৩.৬৪	৩.৭৩	৩.৭৮	৩.৮৭	৩.৯৬
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	**১.৪১**	**১.৪৫**	**১.৪২**	**১.৪২**	**১.৫০**	**১.৫২**	**১.৫৪**	**১.৫৫**	**১.৫৭**
ক) বিদ্যুৎ	১.১৭	১.২১	১.১৯	১.১৯	১.২৬	১.২৯	১.৩২	১.৩৪	১.৩৫
খ) গ্যাস	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৪	০.১৫	০.১৪	০.১৩	০.১২	০.১২
গ) পানি	০.০৯	০.০৮	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.১০
৬। নির্মাণ	**৬.৭৮**	**৬.৯০**	**৭.০৩**	**৭.১৬**	**৭.২৬**	**৭.৩৬**	**৭.৫০**	**৭.৬৩**	**৭.৮৯**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**১৪.০২**	**১৪.০৩**	**১৪.১০**	**১৪.০৮**	**১৩.৯৯**	**১৪.০১**	**১৩.৯৫**	**১৩.৯২**	**১৩.৮৭**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**০.৭৪**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৪**	**০.৭৫**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**১১.৪৯**	**১১.৫০**	**১১.৪৯**	**১১.৪৩**	**১১.৩১**	**১১.২৬**	**১১.১৩**	**১১.০১**	**১১.০৯**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৭.৩২	৭.৩১	৭.২৭	৭.২৪	৭.১৮	৭.১৭	৭.০৯	৭.০১	৭.০৭
খ) পানি পথ পরিবহণ	০.৮৬	০.৮৪	০.৮১	০.৭৯	০.৭৬	০.৭৪	০.৭১	০.৬৮	০.৬৭
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	০.১৪	০.১৩	০.১২	০.১২	০.১২	০.১১	০.১১	০.১০	০.১০
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	০.৬৯	০.৬৭	০.৬৫	০.৬৪	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৪	০.৬৪	০.৬৫
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২.৪৮	২.৫৬	২.৬৪	২.৬৩	২.৬২	২.৬১	২.৫৮	২.৫৮	২.৫৯
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**৩.২১**	**৩.৩০**	**৩.৩৪**	**৩.৩৮**	**৩.৩৯**	**৩.৪৫**	**৩.৪৫**	**৩.৪২**	**৩.৩৯**
ক) ব্যাংক	২.৬২	২.৭৩	২.৭৯	২.৮৪	২.৮৮	২.৯৬	২.৯৭	২.৯৫	২.৯১
খ) বীমা	০.৪১	০.৩৯	০.৩৭	০.৩৬	০.৩৪	০.৩২	০.৩০	০.২৯	০.২৯
গ) অন্যান্য	০.১৯	০.১৮	০.১৮	০.১৮	০.১৭	০.১৭	০.১৮	০.১৮	০.১৯
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৭.২২**	**৭.০৭**	**৬.৯৫**	**৬.৮১**	**৬.৬৪**	**৬.৪৯**	**৬.৩১**	**৬.১৩**	**৬.০৯**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৩.৩৫**	**৩.৩৬**	**৩.৩৯**	**৩.৪৯**	**৩.৬৩**	**৩.৭০**	**৩.৭১**	**৩.৬৫**	**৩.৬৭**
১৩। শিক্ষা	**২.২৩**	**২.২৪**	**২.২৬**	**২.২৯**	**২.৩৯**	**২.৪৮**	**২.৪৬**	**২.৪৪**	**২.৪৬**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**১.৯০**	**১.৮৮**	**১.৮৬**	**১.৮৩**	**১.৮৪**	**১.৮৫**	**১.৮৩**	**১.৮৯**	**১.৯৭**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**১০.৩৮**	**১০.০৯**	**৯.৮২**	**৯.৫২**	**৯.১৮**	**৮.৮৭**	**৮.৫২**	**৮.১৫**	**৮.০১**
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

জিডিপিতে সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন সারণি ২.৫ ও লেখচিত্র ২.২ -এ দেখানো হয়েছে। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জিডিপিতে কৃষি থেকে শিল্প খাতের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা ২০১৯-২০ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। যদিও কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে তথাপি শিল্প খাত বিশেষতঃ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বেশি হওয়ায় জিডিপিতে এ খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ২.৫ঃ স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদ, সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা

অবদান (শতকরা হার)												
খাত	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	২০০০-০১	২০০৫-০৬	২০১০-১১	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
কৃষি	৩১.১৫	২৯.২৩	২৫.৬৮	২৫.০৩	১৯.০১	১৮.০১	১৬.০০	১৫.৩৫	১৪.৭৪	১৪.২৩	১৩.৬৫	১৩.৩৫
শিল্প	১৯.১৩	২১.০৪	২৪.৮৭	২৬.২০	২৫.৪০	২৭.৩৮	৩০.৪২	৩১.৫৪	৩২.৪২	৩৩.৬৬	৩৫.০০	৩৫.৩৬
সেবা	৪৯.৭৩	৪৯.৭৩	৪৯.৪৫	৪৮.৭৭	৫৫.৫৯	৫৪.৬১	৫৩.৫৮	৫৩.১২	৫২.৮৫	৫২.১১	৫১.৩৫	৫১.৩০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হার)												
কৃষি	৩.৩১	২.২৩	৩.১০	৩.১৪	৫.৫০	৪.৪৬	৩.৩৩	২.৭৯	২.৯৭	৪.১৯	৩.৯২	৩.১১
শিল্প	৬.৭২	৪.৫৭	৬.৯৮	৭.৪৫	৯.৮০	৯.০২	৯.৬৭	১১.০৯	১০.২২	১২.০৬	১২.৬৭	৬.৪৮
সেবা	৪.১০	৩.২৮	৩.৯৬	৫.৫৩	৬.৬০	৬.২২	৫.৮০	৬.২৫	৬.৬৯	৬.৩৯	৬.৭৮	৫.৩২
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	৩.৩৪	৩.২৪	৪.৪৭	৫.৪১	৭.১৮	৬.৬৪	৬.৫৪	৭.১১	৭.২৮	৭.৮৬	৮.১৫	৫.২৪

উৎস :বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত উপাত্তসমূহ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের এবং পরবর্তী অর্থবছরসমূহ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তিমূল্যে নিরূপিত। * সাময়িক।

লেখচিত্র ২.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পূর্বে সেবা খাতের অবদান ছিল জিডিপি'র প্রায় ৫০ শতাংশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এ হার ৫৫.৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেবা খাতের অবদান ৫১.৩ শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

লেখচিত্র ২.২: স্থিরমূল্যে জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা

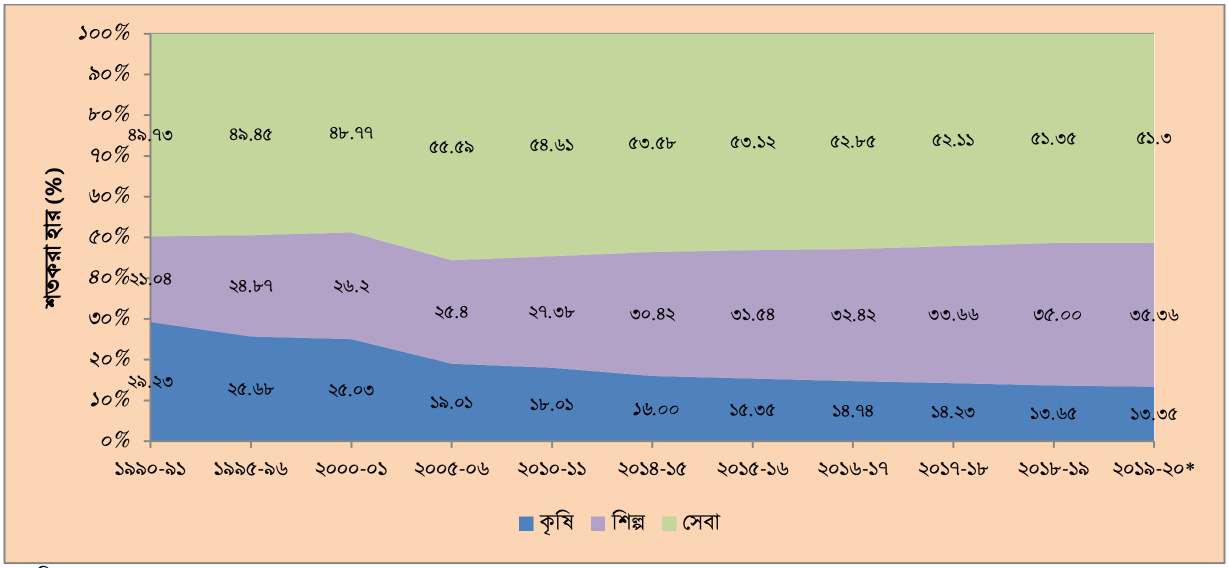

* সাময়িক

ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

সারণি ২.৬ -এ ব্যয়ভিত্তিতে নিরূপিত জিডিপি ও সারণি ২.৭ -এ জিডিপি'র শতকরা হারে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭৪.৯৮ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ৭৪.৬৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে, সরকারি ৬.২৪ শতাংশ এবং বেসরকারি ৬৮.৪৫ শতাংশ। অন্যদিকে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৫.৩১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র ২৫.০২

শতাংশ। জাতীয় সঞ্চয়ের হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২৯.৫০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০.১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ২.৬ ঃ চলতি বাজারমূল্যে ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
১. অভ্যন্তরীণ চাহিদা [(২)+(৩)]	৯৭৮০৯৫	১১২৯৪৭৫	১২৭৫০৯৭	১৪৩০৮৫১	১৬১৭৭৮৯	১৮১৩৮৭২	২০৭৮১৮৬	২৪৩৯৫২২	২৭০৮৯৩৬	২৯৭৬৬৬০
২. ভোগ	৭২৬৯৬৬	৮৩১২৫০	৯৩৪৭২৭	১০৪৬৮৫৮	১১৭৯৯২৪	১৩০০০৩৪	১৪৭৫৩৫৬	১৭৩৬৫৮৭	১৯০৬২৬৬	২০৮৮৬৭২
সরকারি	৪৬৬৮৪	৫৩১৭৫	৬১৩৩৯	৭১৭১৯	৮১৯১৮	১০২১০৯	১১৮৪৬৭	১৪৩০৫৬	১৫৯৪৪১	১৭৪৫০৯
বেসরকারি	৬৮০২৮২	৭৭৮০৭৫	৮৭৩৩৮৯	৯৭৫১৩৯	১০৯৮০০৬	১১৯৭৯২৫	১৩৫৬৮৮৯	১৫৯৩৫৩১	১৭৪৬৮২৫	১৯১৪১৬৪
৩. বিনিয়োগ	২৫১১২৯	২৯৮২২৫	৩৪০৩৭০	৩৮৩৯৯৪	৪৩৭৮৬৫	৫১৩৮৩৯	৬০২৮৩০	৭০২৯৩৬	৮০২৬৭০	৮৮৭৯৮৮
সরকারি	৪৮১৫০	৬০৮০২	৭৯৬২১	৮৭৯৯১	১০৩৩৯৩	১১৫৪৯২	১৪৬৪৭২	১৭৯৪১৭	২০৪০৮৭	২২৭১৫১
বেসরকারি	২০২৯৭৯	২৩৭৪২৩	২৬০৭৪৯	২৯৬০০৩	৩৩৪৪৭২	৩৯৮৩৪৭	৪৫৬৩৫৮	৫২৩৫১৮	৫৯৮৫৮৩	৬৬০৮৩৭
৪. নীট রপ্তানি	-৬৯৩৯০	-৮২১৭৭	-৮৬৫৭০	-৮৭৮০৬	-১১২৩৬১	-৮০৬৬৩	-১০৩৩৭০	-১৯৪৫০৮	-১৫৫৪১৭	-১৬৭৮০৮
৫. স্থূল দেশজ ব্যয়	৯০৮৭০৫	১০৪৭২৯৯	১১৮৮৫২৭	১৩৪৩০৪৫	১৫০৫৪২৮	১৭৩৩২১০	১৯৭৪৮১৫	২২৪৫০১৪	২৫৫৩৫১৯	২৮০৮৮৫২
৬. মোট দেশজ উৎপাদ	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৪৩৬৭৪	১৫১৫৮০২	১৭৩২৮৬৪	১৯৭৫৮১৫	২২৫০৪৭৯	২৫৪২৪৮৩	২৭৯৬৩৭৮
৭.পরিসংখ্যানিক ভ্রান্তি	৮০১৭	৭৯০৫	১০৩৯৬	৬২৯	১০৩৭৫	-৩৪৬	১০০০	৫৪৬৫	-১১০৩৬	-১২৪৭৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

২০১৯-২০ অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৩১.৭৫ শতাংশে, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ৩১.৫৭ শতাংশ। এর মধ্যে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ৮.১২ শতাংশ এবং ২৩.৬৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ৮.০৩ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২৩.৫৪ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৮,০২,৬৬৯ কোটি টাকা হতে ১০.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮,৮৭,৯৮৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সারণি ২.৭ঃ ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে)

খাত	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
১. ভোগ	৭৮.৭৮	৭৭.৯৬	৭৭.৯১	৭৭.৮৪	৭৫.০২	৭৪.৬৭	৭৭.১৭	৭৪.৯৮	৭৪.৬৯
সরকারি	৫.০৪	৫.১২	৫.৩৪	৫.৪০	৫.৮৯	৬.০০	৬.৩৬	৬.২৭	৬.২৪
বেসরকারি	৭৩.৭৪	৭২.৮৫	৭২.৫৭	৭২.৪৪	৬৯.১৩	৬৮.৬৭	৭০.৮১	৬৮.৭১	৬৮.৪৫
২. বিনিয়োগ	২৮.২৬	২৮.৩৯	২৮.৫৮	২৮.৮৯	২৯.৬৫	৩০.৫১	৩১.২৩	৩১.৫৭	৩১.৭৫
সরকারি	৫.৭৬	৬.৬৪	৬.৫৫	৬.৮২	৬.৬৬	৭.৪১	৭.৯৭	৮.০৩	৮.১২
বেসরকারি	২২.৫০	২১.৭৫	২২.০৩	২২.০৭	২২.৯৯	২৩.১০	২৩.২৬	২৩.৫৪	২৩.৬৩
৩. দেশজ সঞ্চয়	২১.২২	২২.০৪	২২.০৯	২২.১৬	২৪.৯৮	২৫.৩৩	২২.৮৩	২৫.০২	২৫.৩১
৪. জাতীয় সঞ্চয়	২৯.৮৬	৩০.৫৩	২৯.২৩	২৯.০২	৩০.৭৭	২৯.৬৪	২৭.৪২	২৯.৫০	৩০.১১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো । * সাময়িক।

লেখচিত্র ২.৩: জিডিপি'র শতকরা হারে বিনিয়োগ, দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় গতিধারা

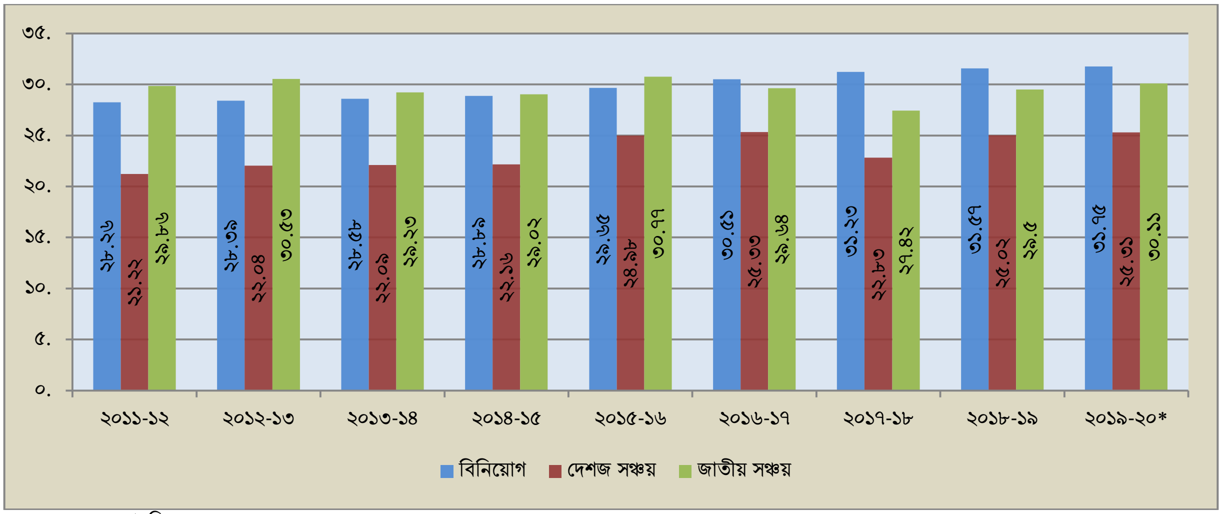

* সাময়িক

বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রসারের লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সারাদেশে মোট ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ব্যবসা সহজীকরণ এবং বিনিয়োগকারীদের দ্রুত এবং নির্বিঘ্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮' জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। এ আইনের আওতায় বিনিয়োগকারীগণকে একই অফিস থেকে প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় বিনিয়োগকারীদেরকে নয় ধরনের সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দ্রুত বিদ্যুতায়নের প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন, জ্বালানির বহুমুখীকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিপিপি'র আওতায় অবকাঠামো খাতে সরকার যে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে তা বাস্তবায়নের ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং আরও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বেসরকারি খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহ দান, শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান এবং সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও তার অব্যবহৃত জমি বা স্থাপনা অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় সাধন ও উন্নততর সেবা প্রদানের মধ্য দিয়ে সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) অব্যাহতভাবে নুতন উদ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। Ease of Doing Business-2020 সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯০ টি দেশের মধ্যে ১৬৮তম হওয়ায় এর উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিকমানের অনলাইনভিত্তিক ওয়ানস্টপ সার্ভিস ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ মাসে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। বর্তমানে উক্ত সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে ২১টি সেবা অনলাইন ভিত্তিতে প্রদত্ত হচ্ছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস পূর্ণাঙ্গরূপে চালুর মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) অনুসারে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৫.৬৫ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫.৪৮ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে গড় মূল্যস্ফীতির হার নির্ধারণ করা হয় ৫.৫০ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সতর্ক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটি (পুরুষ ৪.৩৫ কোটি এবং মহিলা ২ কোটি)। এ শ্রমশক্তির মধ্যে ৬.০৮ কোটি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। পূর্ববর্তী শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৫-১৬ এর তুলনায় সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ এ কৃষি খাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তি ২.১০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪০.৬ শতাংশে। অন্যদিকে সেবা খাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তি ২.১০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯.০ শতাংশে। বাংলাদেশের মজুরি হার সূচক (ভিত্তি বছর ২০১০-১১) অনুসারে নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকারত্ব হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৬.৯৩ লক্ষ লোক কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশ গমন করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৪.৭৮ লক্ষ কর্মী বিদেশ গমন করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসী কর্মীরা মোট ১৮,২০৫.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৮৭ শতাংশ বেশি। করোনাভাইরাস মহামারিতে বিশ্বজুড়ে লকডাউন এবং অচলাবস্থার কারণে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি খাতে বহুমাত্রিক সংকট দেখা দিয়েছে। সরকার প্রবাস আয়কে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণে বর্ধিত ব্যয় লাঘব করা এবং বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণকে উৎসাহিত করার জন্য রেমিট্যান্সে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার। করোনাভাইরাস সংক্রমণে অর্থনৈতিক আঘাত থেকে রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের শ্রমিকদের বাঁচাতে ৫,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। রপ্তানিমুখী খাতের শ্রমিকদের বেতন দিতে এ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।

ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক (Consumer Price Index, CPI) প্রণয়ন করে থাকে। ভোক্তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় ব্যবহৃত খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্য ও সেবা সামগ্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক গঠিত হয়। ২০05-০৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে বর্তমানে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০05-০৬ অর্থবছরে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপ (Household Income and Expenditure Survey, 2005-06) হতে এ মূল্যসূচকে ব্যবহৃত সূচক-ঝুড়ির (Index basket) পণ্য ও ভার (Weight) নেয়া হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত জাতীয় পর্যায়ে ভোগ্যপণ্যের তালিকা, গ্রামীণ অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ও নগর এলাকার অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ব্যবহার করে যথাক্রমে জাতীয় (National) মূল্যসূচক, গ্রামীণ (Rural) মূল্যসূচক এবং নগর (Urban) মূল্যসূচক নির্ণয় করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তার মূল্যসূচক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও নগর এলাকার ভোগ-ব্যয়ের ভিত্তিতে নিরূপিত ভারিত গড় (Weighted average) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সকল মূল্যসূচক খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা আরো কতিপয় উপভাগে বিভক্ত। বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্যসূচক থেকে মূল্যস্ফীতি নিরূপণ করা হয়। সারণি ৩.১ ও লেখচিত্র ৩.১-এ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯ ২০ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতির গতিধারা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.১ঃ জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছর ২০০৫-২০০৬=১০০)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
সাধারণ সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৫৬.৫৯ (১০.৯১)	১৭০.১৯ (৮.৬৯)	১৮১.৭৩ (৬.৭৮)	১৯৫.০৮ (৭.৩৫)	২০৭.৫৮ (৬.৪১)	২১৯.৮৬ (৫.৯২)	২৩১.৮২ (৫.৪৪)	২৪৫.২২ (৫.৭৮)	২৫৮.৬৫ (৫.৪৮)	২৭৩.২৬ (৫.৬৫)
খাদ্য সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৭০.৪৮ (১৪.১১)	১৮৩.৬৫ (৭.৭২)	১৯৩.২৪ (৫.২২)	২০৯.৭৯ (৮.৫৬)	২২৩.৮০ (৬.৬৮)	২৩৪.৭৭ (৪.৯০)	২৪৮.৯০ (৬.০২)	২৬৬.৬৪ (৭.১৩)	২৮১.৩৩ (৫.৫১)	২৯৬.৯৬ (৫.৫৬)
খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৩৮.৭৭ (৬.২১)	১৫২.৯৪ (১০.২১)	১৬৬.৯৭ (৯.১৭)	১৭৬.২৩ (৫.৫৫)	১৮৬.৭৯ (৫.৯৯)	২০০.৬৬ (৭.৪৩)	২০৯.৯২ (৪.৬১)	২১৭.৭৬ (৩.৭৪)	২২৯.৫৮ (৫.৪৩)	২৪৩.০০ (৫.৮৫)

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লেখচিত্র ৩.১ ঃ জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি

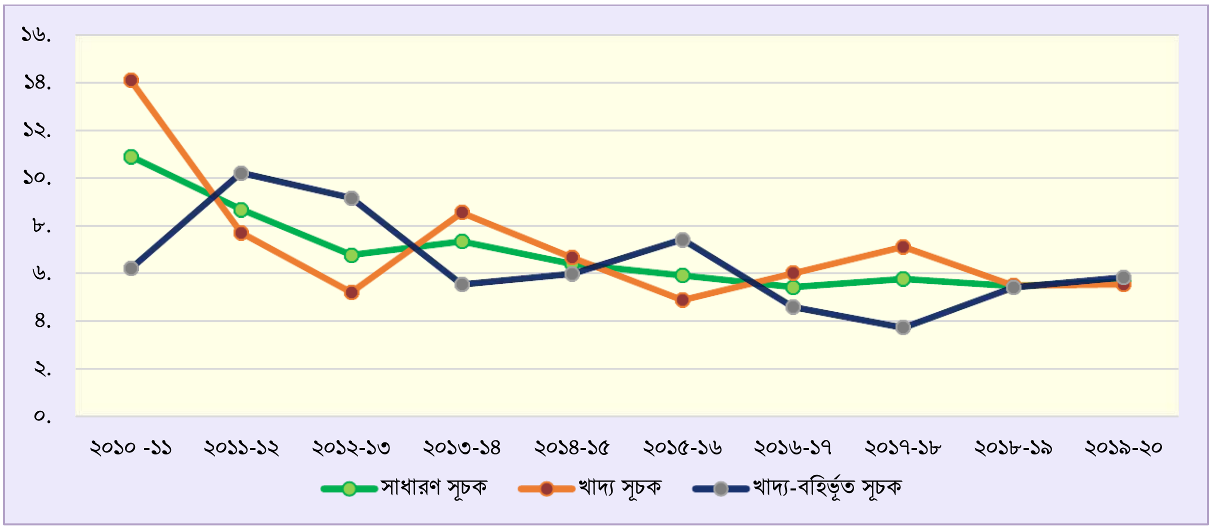

সারণি ৩.১ ও লেখচিত্র ৩.১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গত ১০ বছরের মধ্যে ২০১০-১১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল সর্বোচ্চ ১০.৯১ শতাংশ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল সর্বনিম্ন ৫.৪৪ শতাংশ । ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৫.৬৫ শতাংশ, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৫.৪৮ শতাংশ । ২০১৯-২০ অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৫.৫৬ শতাংশ এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৮৫ শতাংশ।

সারণি ৩.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জুলাই ২০১৯ এ জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৬২ শতাংশ, যা নভেম্বর ২০১৯ এ খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির ফলে দাঁড়ায় ৬.০৫ শতাংশে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষিতে সরকার মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার নিমিত্তে সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশ ও বিনিয়োগবান্ধব সতর্ক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ডিসেম্বর হতে মে ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পায়। তবে হঠাৎ বন্যার ফলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির ফলে জুন মাসে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি মে মাসের তুলনায় ০.৬৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেড়ে ৬.০২ শতাংশে দাঁড়ায়। জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৬৫ শতাংশ। এ সময়ের ব্যবধানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০১৯ এ ৫.৪২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০-এ দাঁড়িয়েছে ৬.৫৪ শতাংশে। একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে জুন ২০২০-এ দাঁড়িয়েছে ৫.২২ শতাংশে, যা জুলাই ২০১৯ এ ছিল ৫.৯৪ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির ধারা সারণি ৩.২ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.২ ঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা

(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬=১০০)

পর্যায়	মূল্যস্ফীতির ধরণ	২০১৮-১৯	জুলাই' ১৯	আগস্ট' ১৯	সেপ্টে.' ১৯	অক্টো.' ১৯	নভে.' ১৯	ডিসে.' ১৯	জানু.' ২০	ফেব্রু.' ২০	মার্চ' ২০	এপ্রিল ২০	মে ২০	জুন ২০	গড় মূল্যস্ফীতি (২০১৯-২০)
জাতীয়	সাধারণ	৫.৪৮	৫.৬২	৫.৪৯	৫.৫৪	৫.৪৭	৬.০৫	৫.৭৫	৫.৫৭	৫.৪৬	৫.৪৮	৫.৯৬	৫.৩৫	৬.০২	৫.৬৫
	খাদ্য	৫.৫১	৫.৪২	৫.২৭	৫.৩০	৫.৪৯	৬.৪১	৫.৮৮	৫.১২	৪.৯৭	৪.৮৭	৫.৯১	৫.০৯	৬.৫৪	৫.৫৬
	খাদ্য-বহির্ভূত	৫.৪৩	৫.৯৪	৫.৮২	৫.৯২	৫.৪৫	৫.৪৭	৫.৫৫	৬.৩০	৬.২৩	৬.৪৫	৬.০৪	৫.৭৫	৫.২২	৫.৮৫
গ্রাম	সাধারণ	৫.১৫	৫.৪৯	৫.৩৪	৫.৪১	৫.৩৬	৬.০১	৫.৭৬	৫.৫২	৫.৪৪	৫.৪৭	৬.০৮	৫.৬৫	৬.০২	৫.৬৩
	খাদ্য	৫.২৭	৫.৬০	৫.৩৮	৫.৪০	৫.৫৬	৬.৫৪	৬.১২	৫.১৬	৫.০৯	৫.০৬	৬.১৭	৫.৬১	৬.৪৭	৫.৬৮
	খাদ্য-বহির্ভূত	৪.৯৩	৫.২৭	৫.২৫	৫.৪২	৪.৯৬	৪.৯৯	৫.০৭	৬.২২	৬.১২	৬.২৭	৫.৯২	৫.৭৩	৫.১৮	৫.৫৩
শহর	সাধারণ	৬.০৭	৫.৮৮	৫.৭৫	৫.৮০	৫.৬৭	৬.১২	৫.৭৩	৫.৬৭	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৭৩	৪.৮১	৬.০৩	৫.৬৮
	খাদ্য	৬.০৪	৫.০৩	৫.০২	৫.১০	৫.৩১	৬.১১	৫.৩৪	৫.০৩	৪.৭০	৪.৪৪	৫.৩৩	৩.৯৪	৬.৭২	৫.১৭
	খাদ্য-বহির্ভূত	৬.১০	৬.৮৪	৬.৬০	৬.৬১	৬.০৯	৬.১৩	৬.১৯	৬.৪১	৬.৩৬	৬.৬৯	৬.২০	৫.৭৯	৫.২৭	৬.২৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মজুরি হার সূচক

বিবিএস ১৯৭৪ সাল হতে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করে। বর্তমানে ২০১০-১১ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করা হয়। সারণি ৩.৩-এ পরিবর্তিত ভিত্তি বছর অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত মজুরি হার সূচক ও শ্রমিকদের মজুরি প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.৩ঃ মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১=১০০)

বছর	নামিক মজুরি হার সূচক				প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)			
	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা
২০১৩-১৪	১১৮.৮২	১১৮.৪৪	১১৯.০৭	১২০.১৬	৫.৫০	৫.৬৮	৪.৯৭	৫.৭৫
২০১৪-১৫	১২৪.৬৯	১২৪.৫১	১২৪.৩৮	১২৬.১৫	৪.৯৪	৫.১২	৪.৪৭	৪.৯৮
২০১৫-১৬	১৩২.৮১	১৩২.৪৮	১৩২.০২	১৩৬.০৩	৬.৫২	৬.৪১	৬.১৬	৭.৮৬
২০১৬-১৭	১৪১.৪৬	১৪১.২২	১৪০.২৭	১৪৫.০১	৬.৫০	৬.৫৯	৬.২৪	৬.৬০
২০১৭-১৮	১৫০.৫৯	১৫০.২৭	১৪৯.৪৫	১৫৪.৪৪	৬.৪৬	৬.৪০	৬.৫৫	৬.৫১
২০১৮-১৯	১৬০.২৩	১৫৯.৯২	১৫৮.৭৪	১৬৪.৭৮	৬.৪০	৬.৪২	৬.২২	৬.৬৯
২০১৯-২০	১৭০.৩৯	১৭০.২৮	১৬৮.২৪	১৭৫.৩৩	৬.৩৫	৬.৪৮	৫.৯৯	৬.৪১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লক্ষণীয়, ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক গড়ে প্রায় ৬.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের এ সূচক পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৩৫ শতাংশে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে খাতভিত্তিক মজুরির প্রবৃদ্ধি হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শিল্প ও সেবা খাতে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৫.৯৯ ও ৬.৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে । তবে কৃষি মজুরি সূচক বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৪৮ শতাংশে ।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

বিবিএস দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) পরিচালনা করে থাকে। এ জরিপের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব সংক্রান্ত শ্রমবাজার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চিত্র পাওয়া যায়। বিবিএস প্রকাশিত সর্বশেষ 'শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭' অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটি। এর মধ্যে পুরুষ ৪.৩৫ কোটি এবং মহিলা ২ কোটি। কর্মক্ষম জনশক্তির মধ্যে ৬.০৮ কোটি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। শিল্পভিত্তিক বিভাজনে দেখা যায় যে, কর্মে নিয়োজিত জনশক্তির প্রধান

অংশ প্রায় ৪০.৬ শতাংশ কৃষিতে, ৩৯.০ শতাংশ সেবা খাতে ও ২০.৪ শতাংশ শিল্প খাতে নিয়োজিত রয়েছে। 'শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭' অনুযায়ী মোট কর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে প্রধান অংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যা প্রায় ৪৪.৩ শতাংশ। চাকুরীজীবী ও পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের হার যথাক্রমে ৩৯.১ শতাংশ ও ১১.৫ শতাংশ। পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের মধ্যে পুরুষ ১৭ লক্ষ, মহিলা ৫৩ লক্ষ। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের, ২০১০, ২০১৩ সালের এবং ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে) অংশ সারণি ৩.৪-এ দেখানো হলো:

সারণি ৩.৪: শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ (%)

(১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)

খাত	এলএফএস ১৯৯৫-৯৬	এলএফএস ১৯৯৯-০০	এলএফএস ২০০২-০৩	এলএফএস ২০০৫-০৬	এলএফএস ২০১০	এলএফএস ২০১৩	এলএফএস ২০১৫-১৬	এলএফএস ২০১৬-১৭
কৃষি, বনজ ও মৎস্য	৪৮.৮৫	৫০.৭৭	৫১.৬৯	৪৮.১০	৪৭.৩০	৪৫.১০	৪২.৭০	৪০.৬২
খনিজ ও খনন	-	০.৫১	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.৪০	০.২০	০.২০
ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.০৬	৯.৪৯	৯.৭১	১০.৯৭	১২.৩৪	১৬.৪০	১৪.৪০	১৪.৪৩
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২৯	০.২৬	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.২০	০.৩০	০.২০
নির্মাণ	২.৮৭	২.৮২	৩.৩৯	৩.১৬	৪.৭৯	৩.৭০	৫.৬০	৫.৫৮
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৭.২৪	১৫.৬৪	১৫.৩৪	১৬.৪৫	১৫.৪৭	১৪.৫০	১৩.৪০	১৪.৩৪
পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩২	৬.৪১	৬.৭৭	৮.৪৪	৭.৩৭	৬.৪০	৯.৪০	১০.৫০
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	০.৫৭	১.০৩	০.৬৮	১.৪৮	১.৮৪	১.৩০	১.৬০	১.৯৭
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	১৩.৮০	১৩.০৭	৫.৬৪	৫.৪৯	৬.২৬	৬.২০	৬.২০	৬.০৮
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	-	-	৬.৩২	৫.৪৯	৪.২৪	৫.৮০	৬.২০	৬.০৮
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎসঃ বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭।

শ্রম উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শিল্পে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মধ্য দিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, শ্রম আইন বাস্তবায়ন এবং তা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগীকরণ, জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ এবং শ্রম ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন শিশুশ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, সমকাজে সমমজুরী নির্ধারণ ইত্যাদি অর্জনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) নিয়মিত কার্যক্রম

- **শ্রম পরিদর্শন:** দেশের সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর লক্ষ্য। সে উদ্দ্যেশ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই এ অধিদপ্তরের মূল কাজ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৪৩,৪০১টি এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২১,০৮৫টি পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- **অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি:** কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তা নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ২,৭৫৫টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক

বিবেচনায় মোট ২,৬০৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

- **শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা:** বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করে শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করেন এবং তা শোধরানোর জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করলে পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তারপরও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১,৪২৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
- **প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরন:** কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১০,৮১২ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। এজন্য মালিক কর্তৃক শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ২৭.৬১ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৪,৯৬৭ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ১৬.১৭ কোটি টাকা।
- **শিশুকক্ষ স্থাপন:** কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের সরাসরি তত্বাবধানে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৫১২টি এবং ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৯৬টি শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।
- **লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন:** কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ১৩,২৩৭টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ২৫,২২৭টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে।
- **কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ:** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শন চেকলিস্টের বিধানগুলো প্রতিপালনে 'এ শ্রেণীভুক্ত হলে, কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স কারখানা হিসেবে ধরা হয়। কমপ্লায়েন্স কারখানাগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ধারা এবং বিধি প্রতিপালন করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২,১০৬টি কারখানায় এরূপ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান:** দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত ১০৩ জন শ্রমিক এবং নিহত ১২১ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৭১.০৬ লক্ষ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- **সেইফটি কমিটি গঠন:** কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ১,১৯৮টি। ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানায় মোট ৩,৪৩৫টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(খ) বিশেষ কার্যক্রম:

- **শ্রম পরিদর্শন ডিজিটালাইজেশন:** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন প্রবর্তন একটি বড় উদ্যোগ। এজন্য ৬ মার্চ ২০১৮ লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) নামে একটি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এটি একইসঙ্গে মোবাইল ও ওয়েবসাইটভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন, যার মাধ্যমে অধিদপ্তরের সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএলও এতে সহায়তা প্রদান করছে।
- **কারখানা সংস্কার:** ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ তদারকির জন্য বাংলাদেশ সরকার গত ১৪ মে ২০১৭ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)-গঠন করে। এরই মধ্যে আরসিসির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, জনবল বাড়ানো হয়েছে। কারখানা ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি নিরাপত্তাসহ উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) যৌথভাবে শতাধিক প্রকৌশলী নিয়োগ দিয়েছে। বর্তমানে আরসিসির মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন:** পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি বিষয়ে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, অন্যান্য অংশীজনদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে, যা জুন ২০২১ নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।
- **শ্রমিকদের জন্য হেল্পলাইন চালু:** শ্রমিকদের জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্প লাইন সেবা চালু করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। সারা দেশের কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকরা বিনা খরচে ১৬৩৫৭ নম্বরে ফোন করে তাদের কর্মস্থল, মজুরি, শ্রম সংশ্লিষ্ট যেকোন অভিযোগ জানাতে পারবেন। ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে নতুন এই হেল্পলাইন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।
- **পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার:** দেশব্যাপী কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার' প্রর্বতন করেছে । ২০১৮ সালে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে ১০টি পোশাক কারখানাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। ২০১৯ সালে পোশাক কারখানাসহ ও অন্যান্য সেক্টরের মোট ২৪টি কারখানাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে এবারের জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে 'বঙ্গবন্ধু গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' নামে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।
- **দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন:** কর্মক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় স্থাপিত ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও বিদ্যামান ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৪,৩৩০ জন শ্রমিক/মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **নারী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ:** তৈরী পোষাকসহ অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের স্বল্পব্যয়ে ও নিরাপদ আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ৯২০ শয্যা ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ৬১০ শয্যাসহ মোট ১,৫৩০ শয্যা বিশিষ্ট ২টি ডরমিটরি নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **উদ্ভাবনী ও ডিজিটাল কার্যক্রম**: সেবাসমূহ আরো সহজ ও সংশ্লিষ্টদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য 'শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকথা' নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, শ্রমিক ও শ্রম সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ, এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনকে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে হট-লাইন কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান প্রধান সেবাসমূহ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য

করতে 'পাবলিকলি এক্সেসিবল ডাটাবেইজ' নামক অনলাইন তথ্যভান্ডার চালু করা হয়েছে।

- **শ্রমিকের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম:** শ্রম অধিদপ্তরাধীন ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে মোট ৫০,৯৯৮ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৮,৯৭৭ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, একই অর্থবছরে সর্বমোট ৯৪,১৭৭ জন শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যগণকে বিনোদন সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- **শ্রমিকদের জন্য প্রণোদনা ঘোষণা:** করোনা ভাইরাস সংক্রমণে অর্থনৈতিক আঘাত থেকে শ্রমিকদের বাঁচাতে ৫,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। রপ্তানিমুখী খাতের শ্রমিকদের বেতন দিতে এ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকরাই এই প্যাকেজের সুবিধা পাবেন।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়

বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশে ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বেকার সমস্যা দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা শ্রমশক্তি রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা (ঋণ) প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' তাদের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে National Skill Development Authority (NSDA) গঠন করা হয়েছে এবং এই NSDA কে কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া এবং করোনার কারণে প্রবাসি শ্রমিকদের ব্যাপক হারে প্রত্যাবর্তন সত্ত্বেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাস আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬.৯৩ লক্ষ যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চেয়ে ২১.০৭ শতাংশ কম। পক্ষান্তরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৬,৪১৯.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৯.৬০ শতাংশ বেশী। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮,২০৫.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। সারণি ৩.৫ ও লেখচিত্র ৩.২-এ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের সংখ্যা এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাহের গতিধারা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৫ ঃ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (হাজার)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ			
		মিলিয়ন ডলার	প্রবৃদ্ধি (%)	কোটি টাকা	প্রবৃদ্ধি (%)
২০০৯-১০	৪২৭	১০৯৮৭.৪০	১৩.৪০	৭৬১০৯.৬০	১৪.১৫
২০১০-১১	৪৩৯	১১৬৫০.৩২	৬.০৩	৮২৯৯২.৯০	৯.০৪
২০১১-১২	৬৯১	১২৮৪৩.৪০	১০.২৪	১০১৮৮২.৭৮	২২.৭৬
২০১২-১৩	৪৪১	১৪৪৬১.১৫	১২.৬০	১১৫৬৪৬.১৬	১৩.৫১
২০১৩-১৪	৪০৯	১৪২২৮.৩০	-১.৬১	১১০৫৮২.৩৭	-৪.৩৮
২০১৪-১৫	৪৬২	১৫৩১৬.৯১	৭.৬৫	১১৮৯৮২.৩২	৭.৬০
২০১৫-১৬	৬৮৫	১৪৯৩১.১৪	-২.৫২	১১৬৮৫৬.৭০	-১.৭৯
২০১৬-১৭	৯০৫	১২৭৬৯.৪৫	-১৪.৪৮	১০১০৯৯.৬২	-১৩.৪৮
২০১৭-১৮	৮৭৮	১৪৯৮১.৬৯	১৭.৩২	১২৩১৫৬.০১	২১.৮২
২০১৮-১৯	৬৯৩	১৬৪১৯.৬৩	৯.৬০	১৩৮০০৭.০০	১২.০৬
২০১৯-২০	৪৭৮*	১৮২০৫.০১	১০.৮৭	১৫৪৩৫২.০০	১১.৮৪

উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। **নোট:** *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

লেখচিত্র ৩.২: জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা

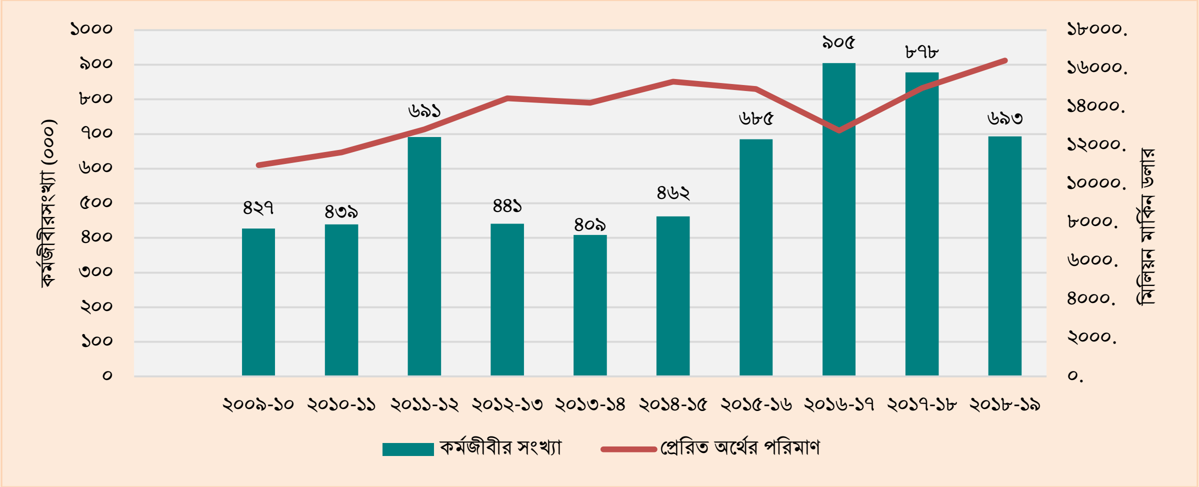

উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,বাংলাদেশ ব্যাংক।

উল্লেখ্য, ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি ও মোট পণ্য রপ্তানির শতকরা হারে প্রবাস আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯.০৫ শতাংশ ও ৫০.৮২ শতাংশ। তবে এই অনুপাত হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যথাক্রমে জিডিপির ৫.১১ শতাংশ এবং মোট রফতানি আয়ের ৩৬.৮৫ শতাংশ হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রবাস আয় এবং রপ্তানি আয়ে প্রবাস আয়ের অনুপাত আগের অর্থবছরের তুলনায় বেড়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাস আয়ের পরিমাণ জিডিপি'র প্রায় ৫.৫২ শতাংশে এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৫৪.০৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র প্রায় ৫.৪৩ শতাংশ এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৪০.৫১ শতাংশ। সারণি ৩.৬ এবং লেখচিত্র ৩.৩-এ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৬ঃ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

অর্থবছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
জিডিপির শতকরা হার	৯.০৫	৯.৬৩	৯.৬৪	৮.২৩	৭.৮৬	৬.৭৬	৫.১১	৫.৪৭	৫.৪৩	৫.৫২
রপ্তানির শতকরা হার	৫০.৮২	৫২.৯২	৫৩.৫২	৪৭.১৫	৪৯.৭৮	৪৩.৫৮	৩৬.৮৫	৪০.৮৬	৪০.৫১	৫৪.০৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৩: জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

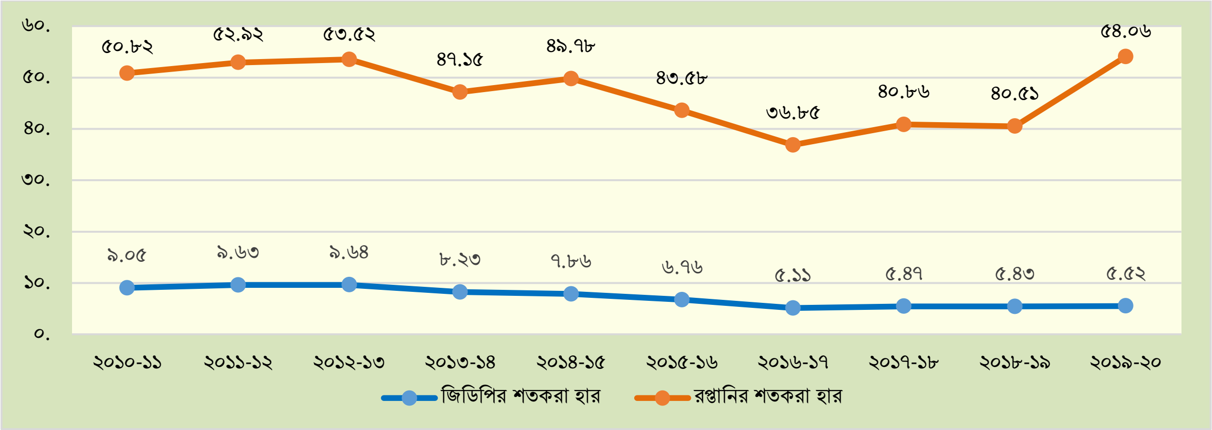

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি

জনশক্তি রপ্তানির ধরণ অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ১০ বছরে স্বল্প দক্ষ জনশক্তির গড়হার মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৪৪.২ শতাংশ। সারণি ৩.৭ এ শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিককালে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও ২০১৮ ও ২০১৯ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি ২০১৬ ও ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেলেও ২০১৮ ও ২০১৯ সালে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে আধা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ২০১৯ সালে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৩.৭ ঃ শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	অন্যান্য	মোট
২০০৯	১৪২৬	১৩৪২৬৫	৭৪৬০৪	২৫৫০৭০	৮৪৮৫	৪৭৫২৭৮
২০১০	৩৮৭	৯০৬২১	১২৪৬৯	২৮৭২২৫	৭৫৬০	৩৯০৭০২
২০১১	১১৯২	২২৯১৪৯	২৮৭২৯	৩০৮৯৯২	৭৪৪০	৫৬৮০৬২
২০১২	৮১২	২০৯৩৬৮	২০৪৯৮	৩৭৭১২০	৯৫০৯	৬০৭৭৯৮
২০১৩	৬৮৯	১৩৩৭৫৪	৬২৫২৮	২১২২৮২	৯২২৪	৪০৯২৫৩
২০১৪	১৭৩০	১৪৮৭৬৬	৭০০৯৫	১৯৩৪০৩	১১৬৯০	৪২৫৬৮৪
২০১৫	১৮২৮	২১৪৩২৮	৯১০৯৯	২৪৩৯২৯	৪৬৯৭	৫৫৫৮৮১
২০১৬	৪৬৩৮	৩১৮৮৫১	১১৯৯৪৬	৩০৩৭০৬	১০৫৯০	৭৫৭৭৩১
২০১৭	৪৫০৭	৪৩৪৩৪৪	১৫৫৫৬৯	৪০১৭৯৬	১২৩০২	১০০৮৫১৮
২০১৮	২৬৭৩	৩১৭৫২৮	১১৭৭৩৪	২৮৩০০২	১৩২৪৪	৭৩৪১৮১
২০১৯	১৯১৪	৩০৪৯২১	১৪২৫৩৬	১৯৭১০২	৫৩৬৮৬	৭০০১৫৯

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক।

উক্ত সারণি এবং লেখচিত্র ৩.৪ (ক) ও ৩.৪ (খ) থেকে দেখা যায় যে, ২০০৯ সালে দক্ষ ও পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানির হার ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির যথাক্রমে প্রায় ২৮.২৫ শতাংশ ও ০.৩০ শতাংশ যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে দাঁড়িয়েছে ৪৩.৫৫ শতাংশ ও ০.২৭ শতাংশ।

উল্লেখ্য যে, ২০১৯ সালে পেশাজীবী, দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ/অদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে, আধা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার আলোচ্য সময়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখচিত্র ৩.৪ (ক) : ২০০৯ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

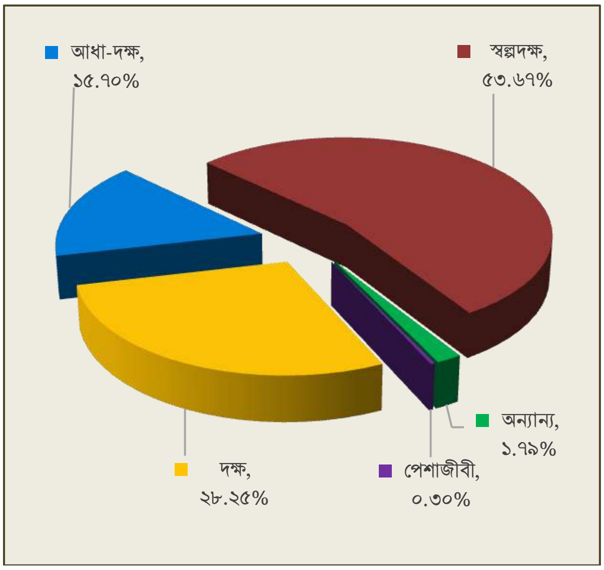

লেখচিত্র ৩.৪ (খ) : ২০১৯ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

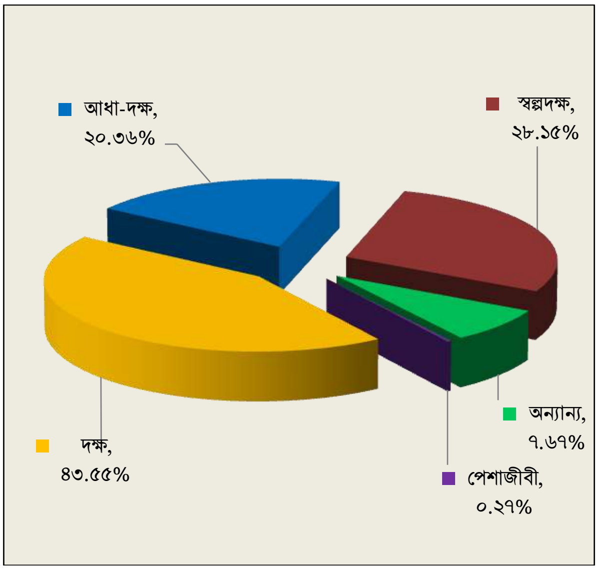

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক।

দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাস আয়

বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কাতার, ওমান, কুয়েত ও সিংগাপুরে কর্মরত। এছাড়া, বাহরাইন, জর্ডান, লেবানন, ইরাক, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাস, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশি জনশক্তি কর্মরত রয়েছে। সারণি ৩.৮ এবং লেখচিত্র ৩.৫ (ক) ও ৩.৫ (খ)-এ ২০০৯ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৮ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা

সাল	সৌদি আরব	ইউএই	মালয়েশিয়া	কাতার	ওমান	সিংগাপুর	কুয়েত	জর্ডান	লেবানন	বাহরাইন	অন্যান্য	সর্বমোট
২০০৯	১৪৬৬৬	২৫৮৩৪৮	১২৪০২	১১৬৭২	৪১৭০৪	৩৯৫৮১	১০	১৬৯১	১৩৯৪১	২৮৪২৬	৫২৮৩৭	৪৭৫২৭৮
২০১০	৭০৬৯	২০৩৩০৮	৯১৯	১২০৮৫	৪২৬৪১	৩৯০৫৩	৪৮	২২৩৫	১৭২০৮	২১৮২৪	৪৪৩১২	৩৯০৭০২
২০১১	১৫০৩৯	২৮২৭৩৯	৭৪২	১৩১১১	১৩৫২৬৫	৪৮৬৬৭	২৯	৪৩৮৭	১৯১৬৬	১৩৯৯৬	৩৪৯৫২	৫৬৮০৬২
২০১২	২১২৩২	২১৫৪৫২	৮০৪	২৮৮০১	১৭০৩২৬	৫৮৬৫৭	২	১১৭২৬	১৪৮৬৪	২১৭৭৭	৬১৮৩৬	৬০৭৭৯৮
২০১৩	১২৬৫৪	১৪২৪১	৩৮৫৩	৫৭৫৮৪	১৩৪০২৮	৬০০৫৭	৬	২১৩৮৩	১৫০৯৮	২৫১৫৫	৬৫১৯৪	৪০৯২৫৩
২০১৪	১০৬৫৭	২৪২৩২	৫১৩৪	৮৭৫৭৫	১০৫৭৪৮	৫৪৭৫০	৩০৯৪	২০৩৩৮	১৬৬৪০	২৩৩৭৮	৭৪০০১	৪২৫৬৮৪
২০১৫	৫৮২৭০	২৫২৭১	৩০৪৮৩	১২৩৯৬৫	১২৯৮৫৯	৫৫৫২৩	১৭৪৭২	২২০৯৩	১৯১১৩	২০৭২০	৫৩১৩২	৫৫৫৮৮১
২০১৬	১৪৩৯১৩	৮১৩১	৪০১২৬	১২০৩৮২	১৮৮২৪৭	৫৪৭৩০	৩৯১৮৮	২৩০১৭	১৫০৯৫	৭২১৬৭	৫২৭৩৫	৭৫৭৭৩১
২০১৭	৫৫১৩০৮	৪১৩৫	৯৯৭৮৭	৮২০১২	৮৯০৭৪	৪০৪০১	৪৯৬০৪	২০৪৪৯	৮৩২৭	১৯৩১৮	৪৪১১০	১০০৮৫২৫
২০১৮	২৫৭৩১৭	৩২৩৫	১৭৫৯২৭	৭৬৫৬০	৭২৫৬০	৪১৩৯৩	২৭৬৩৭	৯৭২৪	৫৯৯১	৮১১	৬৩০৮২	৭৩৪১৮১
২০১৯	৩৯৯০০০	৩৩১৮	৫৪৫	৫০২৯২	৭২৬৫৪	৪৯৮২৯	১২২৯৯	২০৩৪৭	৪৮৬৩	১৩৩	৮৬৮৭৯	৭০০১৫৯
২০২০*	১৩৩৯৯৭	৮৫৩	১২১	৩৫০৩	১৭৩৯৮	৯৪১৮	১৭৪৩	৩০৬৮	৪৭৯	-	১০৬৩৮	১৮১২১৮

উৎসঃ জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক।*মে ২০২০ পর্যন্ত।

বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২০০৯ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির সিংহভাগ ৫৪ শতাংশ হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে, অথচ ২০১৯-তে এ হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ০.৪৭ শতাংশে। অন্যদিকে, সৌদি আরবে ২০০৯ সালে জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির মাত্র ৩ শতাংশ হলেও ২০১৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়, তবে ২০১৮ সালে হ্রাস পেয়ে ৩৫ শতাংশ হলেও ২০১৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বাহরাইনে ২০০৯ সালে ৬ শতাংশ জনশক্তি রপ্তানি হলেও ২০১৯ সালে তা হ্রাস পেয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। ওমানে জনশক্তি রপ্তানি ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৯-তে বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার সিংগাপুরে জনশক্তি রপ্তানি ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৯-তে হ্রাস পেয়ে ৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০৯ সালে বিদেশগামী নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ২২,২২৪ জন, ২০১৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১,২১,৯২৫ জন এ দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী যে কোনো বছরের তুলনায় সর্বাধিক। ২০১৯ সালে নারী কর্মী গমনের সংখ্যা ১,০৪,৭৮৬ জন, যা মোট কর্মী গমনের প্রায় ১৪.৯৭ শতাংশ।

লেখচিত্র ৩.৫ (ক) ঃ ২০০৯ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

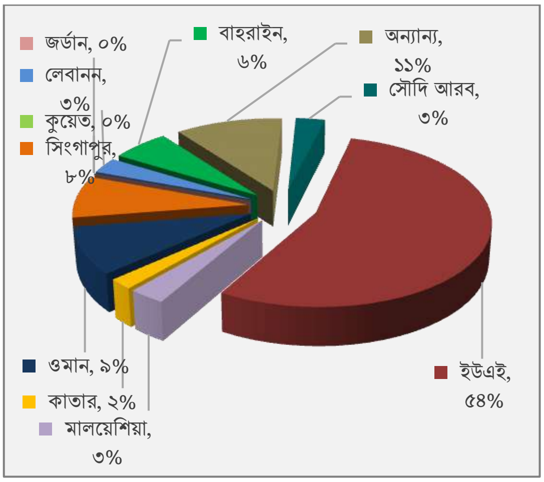

লেখচিত্র ৩.৫ (খ) : ২০১৯ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

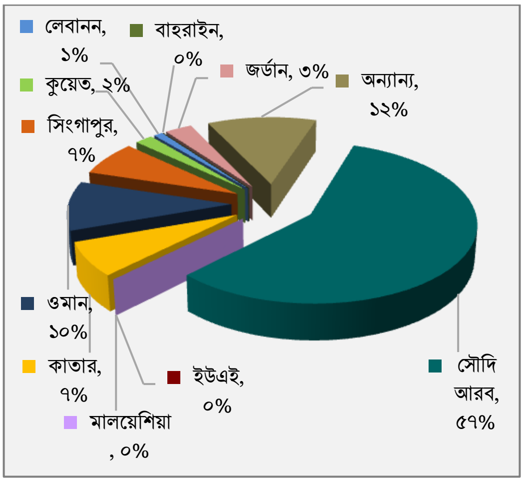

উৎসঃ জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। এক্ষেত্রে, শীর্ষে অবস্থান করছে সৌদি আরব; এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে সৌদি আরব থেকে সর্বাধিক প্রবাস আয় (২২.০৫%) এসেছে। এরপরের অবস্থানেই রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৩.৫৮%), কুয়েত (৭.৫৪%) এবং ওমান (৬.৭৬%)। পশ্চিমা ও ইউরোপিয়ান দেশসমূহের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র (১৩.২০%), এরপর যুক্তরাজ্যের অবস্থান (৭.৫০%)। সাম্প্রতিক সময়ে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ থেকে প্রবাস আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৩.৯-এ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এবং লেখচিত্র ৩.৬ (ক) ২০০৯-১০ অর্থবছরে এবং ৩.৬ (খ) তে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশভিত্তিক প্রবাস আয়ে শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৯ ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	সৌদি আরব	ইউএই	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	কুয়েত	যুক্তরাজ্য	ওমান	মালয়েশিয়া	কাতার	ইতালি	সিঙ্গাপুর	অন্যান্য	সর্বমোট
২০০৯-১০	৩৪২৭.১	১৪৫১.৯	১৮৯০.৩	১০১৯.২	৮২৭.৫	৩৪৯.১	৫৮৭.১	৩৬০.১	-	১৭০.১৪	৮৮১.৬৮	১০৯৮৭.৪
২০১০-১১	৩২৯০.০	২০০২.৬	১৮৪৮.৫	১০৭৫.৮	৮৮৯.৬	৩৩৪.৩	৭০৩.৭	৩১৯.৪	-	১৮৫.৯	৯৮৪.০৯	১১৬৫০.৩
২০১১-১২	৩৬৮৪.৪	২৪০৪.৮	১৪৯৮.৫	১১৯০.১	৯৮৭.৫	৪০০.৯	৮৪৭.৫	৩৩৫.৩	-	২৯৮.৫	১১৮৩.০৫	১২৮৪৩.৪
২০১২-১৩	৩৮৩১.৯	২৮২৯.৪	১৮৫৯.৮	১১৮৬.৯	৯৯১.৬	৬১০.১	৯৯৭.৪	২৮৬.৯	-	৩৬১.৭	১৩৭০.৭	১৪৪৬১.২
২০১৩-১৪	৩১১৯.৬	২৬৮৪.৯	২৩২৩.৩	১১০৬.৯	৯০১.২	৭০১.১	১০৬৪.৭	২৫৭.৫	-	৪৫৯.৪	১৬৪০.৬	১৪২২৮.০
২০১৪-১৫	৩৩৪৫.২	২৮২৩.৮	২৩৮০.২	১০৭৭.৮	৮১২.৩	৯১৫.৩	১৩৮১.৫	৩১০.২	২৬০.১৬	৫৫৪.৩	১৫৬৭.১	১৫৩১৬.৯
২০১৫-১৬	২৯৫৫.৬	২৭১১.৭	২৪২৪.৩	১০৪০.০	৮৬৩.৩	৯০৯.৭	১৩৩৭.১	৪৩৫.৬	৩৫১.৩১	৪৯০.০	১৫১৫.৩৯	১৪৯৩১.০
২০১৬-১৭	২২৬৭.২২	২০৯৩.৫৪	১৬৮৮.৮৬	১০৩৩.৩১	৮০৮.১৬	৮৯৭.৭১	১১০৩.৬২	৫৭৬.০২	৫১০.৭৮	৪৩৭.১০	১৪৮৯.২৪	১২৭৬৯.৫
২০১৭-১৮	২৫৯১.৫৮	২৪২৯.৯৬	১৯৯৭.৪৯	১১৯৯.৭০	১১০৬.০১	৯৫৮.১৯	১১০৭.২১	৮৪৪.০৬	৬৬২.২২	৫৪১.৬২	১৭৫৫.০৭	১৪৯৮১.৬৯
২০১৮-১৯	৩১১০.৪০	২৫৪০.৪১	১৮৪২.৮৬	১৪৬৩.৩৫	১১৭৫.৬	১০৬৬.০৬	১১৯৭.৬৩	১০২৩.৯১	৭৫৭.৮৮	৪৭০.১	১৮৭৩.২	১৬৪১৯.৬৩
২০১৯-২০	৪০১৫.১৬	২৪৭২.৫৬	২৪০৩.৪০	১৩৭২.২৪	১৩৬৪.৮৯	১২৪০.৫৪	১২৩১.৩০	১০১৯.৬০	৬৯৯.১৫	৪৫৭.৪০	১৯২৮.৭৭	১৮২০৫.০১

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৬ (ক): ২০০৯-১০ অর্থ বছরে দেশভিত্তিক প্রবাস আয়ের শতকরা হার

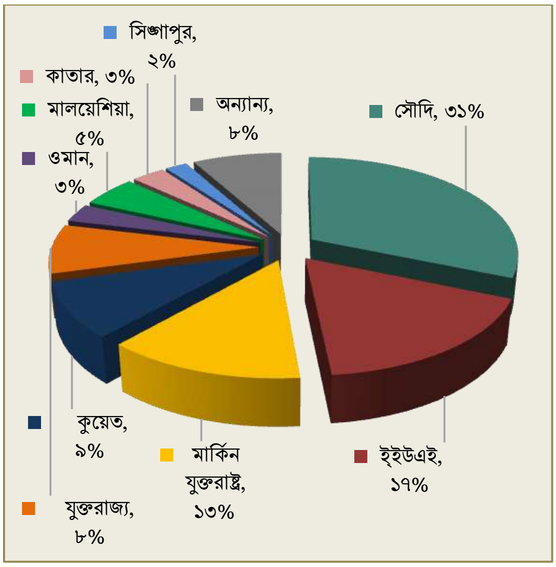

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৬ (খ): ২০১৯-২০ অর্থ বছরে দেশভিত্তিক প্রবাস আয়ের শতকরা হার

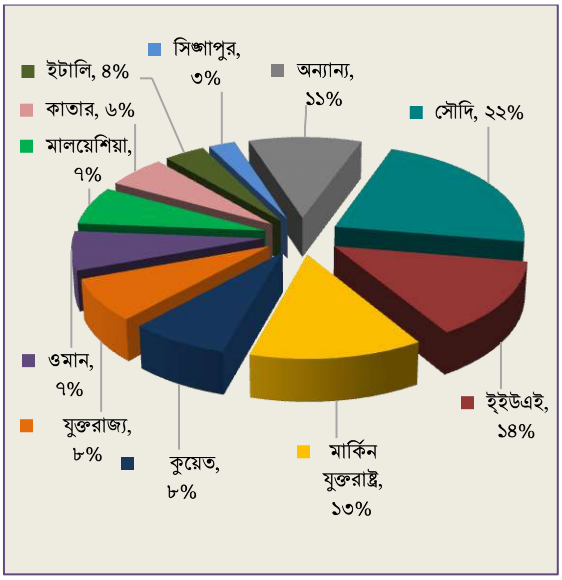

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

করোনাভাইরাস মহামারিতে বিশ্বজুড়ে লকডাউন এবং অচলাবস্থার কারণে বহুমাত্রিক সংকট দেখা দিয়েছে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি খাতে। প্রবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি এবং ওই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকার কাজ করছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান, দক্ষ কর্মী তৈরি ও প্রবাস আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) শ্রম বাজার সম্প্রসারণ

মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও সুপরিচিত শ্রম বাজার। প্রচলিত শ্রম বাজার সংরক্ষণসহ বর্তমানে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ক্রোয়েশিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোবিনা, পোল্যান্ড ও রোমানিয়ার মত ইউরোপীয় শ্রমবাজারে কর্মী প্রেরণ সম্ভব হচেছ। জাপান, কম্বোডিয়া ও সিসেলসের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ায় এসব দেশে বিগত এক বছরে ব্যাপক হারে কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে জাপানের শ্রমবাজারভিত্তিক দক্ষতা ও ভাষা প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দেওয়ায় দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের এসকল উদ্যোগের পাশাপাশি বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন ও সম্মানজনক চাকুরি নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণের চাহিদা নিরুপনের জন্য ৫৩টি দেশে শ্রমবাজার গবেষণা করা হয়েছে। নতুন শ্রমবাজারে বাংলাদেশের সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে তাজিকিস্তান, গায়ানা ও কেনিয়ার শ্রমবাজার নির্ধারণের জন্য গবেষণা করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের শ্রমবাজার আরও বৃদ্ধি পাবে।

(খ) অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সম্পর্কিত কিছু উদ্যোগ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- বোয়েসেল এর আওতায় ইপিএস পদ্ধতিতে স্বল্প ব্যয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে সরকার শ্রমবাজারসমূহে দেশভিত্তিক সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করেছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য বিএমইটি'র ডাটাবেজ শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে। উক্ত ডাটাবেজ হতে কর্মী প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে মধ্যস্বত্তভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হবে এবং অভিবাসন ব্যয় হ্রাস পাবে।
- অদক্ষ কর্মীর তুলনায় দক্ষ কর্মী চাহিদা ও বেতন বেশী এবং অভিবাসন ব্যয় কম। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার অধিক হারে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে নতুন নতুন প্রশিক্ষন কেন্দ্র নির্মাণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
- অভিবাসন সংক্রান্ত সকল সেবা ঢাকাকেন্দ্রিক থাকলে কর্মীদের যাতায়াত ও ঢাকায় অবস্থান করার কারণে অভিবাসন ব্যয় বেড়ে যায়। তাই সরকার অভিবাসন সংক্রান্ত সকল সেবা জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করেছে। এতে অভিবাসন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।
- সৌদি আরব, জর্ডান, লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বিনা খরচে নারীকর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। নারীকর্মীদের বাধ্যতামূলক ১ মাসের প্রশিক্ষণ শেষে বিদেশে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

(গ) প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেশি। একারণে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উপর সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ৫৫টি চাকুরিযোগ্য ট্রেডে ৫,৮৩,৭৬৮ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কারিগরি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৪১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। আরো ৬০টি টিটিসি নির্মাণের প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিএমইটির আওতাধীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসব কেন্দ্রের ৩৫৭ জন প্রশিক্ষককে বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের এসকল প্রশিক্ষক দ্বারা City and Guilds (UK) Curriculum এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। সৌদি আরব ও হংকং এর সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যাতে নারী

কর্মীরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে সরাসরি বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে।

(ঘ) অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান, অনলাইনে ভিসা যাচাই, প্রতারিত কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধা প্রদান করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজড করার মাধ্যমে একে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করা হয়েছে। অনলাইন রেজিষ্ট্রেশন ও কর্মীর ফিঙ্গার প্রিন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণে অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ব্যাপক ডিজিটালাইজেশন করার মাধ্যমে ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া স্মার্টকার্ডের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীর সকল তথ্য সংরক্ষিত রাখা হচ্ছে। অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতঃ মাধ্যমে ভিসার সঠিকতা যাচাই ও অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক সমতার ভিত্তিতে বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজ করায় বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং পূর্বের তুলনায় অধিকতর গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করা এবং অভিবাসন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

(ঙ) অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নতুন আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি-২০১৬ এবং 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' নামে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' কার্যকর করার জন্য বেশ কিছু বিধিমালা তৈরী করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৭ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণীবিভাগ) বিধিমালা ২০২০ এর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে বিদেশগামী কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস ও মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সঞ্চালনে রাজস্ব নীতির ভারসাম্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকলেও কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সার্বিক বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশ অতিক্রম করেছে। রাজস্ব আদায়ের ধারা থেকে দেখা যায় যে , রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও এ বৃদ্ধির হার শ্লথ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় ২,২৩,৮৯২ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (২,৯৬,২০১ কোটি টাকা) এর ৭৬ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ২,১৮,৪০৮.৯৫ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (৩,০০,৫০০ কোটি টাকা) এর প্রায় ৭৩ শতাংশ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২.৪৫ শতাংশ কম। জিডিপির শতকরা হারে সরকারি ব্যয় সামান্য হ্রাস পেয়েছে; ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১৮.৩০ শতাংশ হতে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ১৭.৮৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে ১.১৩ লক্ষ কোটি টাকার ২১টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। বাজেটের বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিগত বছরগুলোতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপি ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের ৯৫ শতাংশ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বাস্তবায়ন হার প্রায় ৮০ শতাংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এডিপি ব্যয়ের সিংহভাগ পরিচালিত হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদ দ্বারা। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের নীট প্রবাহ ২০১৯-২০ অর্থবছরে সামান্য হ্রাস পেয়েছে।

আয়-ব্যয় কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরি রাজস্ব নীতি প্রণয়নের লক্ষ্য। রাজস্ব নীতিতে সরকারের আয় ব্যয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কৌশলগত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। ফলে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে জনগণের জীবনমান উন্নত করা সম্ভব হয়। সরকারি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে সংস্কার কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচির প্রসার ও উন্নয়নে রাজস্ব নীতির নিরন্তর সংস্কার কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সরকারি আয়

কর রাজস্ব বাবদ সংগৃহীত অর্থই সরকারি আয়ের প্রধান উৎস । অবশিষ্ট রাজস্ব আসে কর বহির্ভূত উৎস হতে যেমনঃ ফি, মাসুল, টোল ইত্যাদি খাত হতে। ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয় এবং রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত সারণি ৪.১ ও লেখচিত্র ৪.১ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৪.১ রাজস্ব প্রাপ্তি

(কোটি টাকায়)

	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
মোট রাজস্ব	১১৪৮৮৫	১৩৯৬৭০	১৫৬৬৭১	১৬৩৩৭১	১৭৭৪০০	২০১২১০	২৫৯৪৫৪	৩১৬৫৯৯	৩৪৮০৬৯
কর রাজস্ব	৯৪৭৫৪	১১৬৮২৪	১৩০১৭৮	১৪০৬৭৬	১৫৫৪০০	১৭৮০৭৫	২৩২২০২	২৮৯৫৯৯	৩১৩০৬৮
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২২২৭৯	২২৮৪৬	২৬৪৯৩	২২৬৯৫	২২০০০	২৩১৩৫	২৭২৫২	২৭০০০	৩৫০০১
	স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) এর শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)								
মোট রাজস্ব	১০.৮৯	১১.৬৫	১১.৬৬	১০.৭৮	১০.২৬	১০.১৬	১১.৬০	১২.৪৮	১২.৪০
কর রাজস্ব	৮.৯৮	৯.৭৪	৯.৬৯	৯.২৮	৮.৯৮	৯.০০	১০.৩৯	১১.৪২	১১.১৬
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৯১	১.৯১	১.৯৭	১.৫০	১.২৮	১.১৬	১.২৯	১.০৬	১.২৪

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্ত-সার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

লেখচিত্রঃ ৪.১ রাজস্ব প্রাপ্তি (২০১৯-২০)

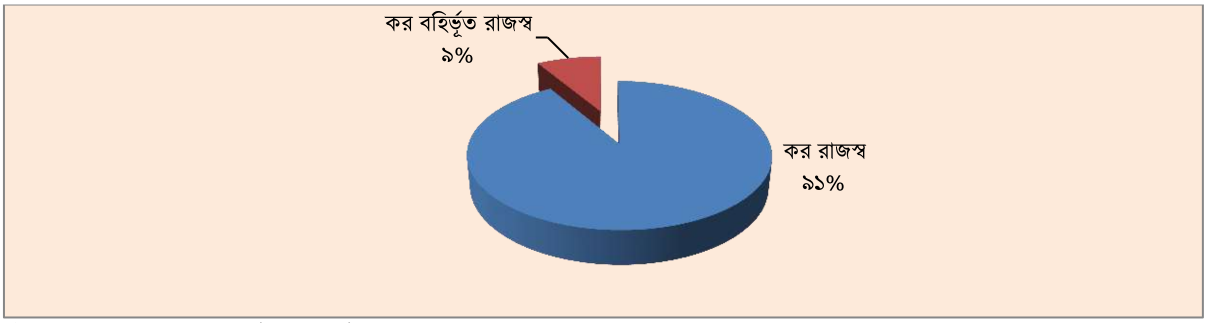

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর/পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে রাজস্ব সংগ্রহের হার একটি অন্যতম স্বীকৃত নির্ণায়ক। ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ এর ভিত্তিতে মোট রাজস্ব-দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) অনুপাত ২০১১-১২ অর্থবছরের ১০.৮৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১১.৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ ধারা কমতে থাকে। সারণি ৪.১-এর রাজস্ব আদায়ের ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে আবার বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২.৪৮ শতাংশ হয়, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২.৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সারণি ৪.১ ও লেখচিত্র ৪.১ হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ ৯০ শতাংশের ওপরে আসে কর রাজস্ব হতে, যা প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে গঠিত হয়। অবশিষ্ট রাজস্ব সংগৃহীত হয় কর-বহির্ভূত বিভিন্ন খাত হতে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

সরকারের অর্থমন্ত্রলায়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাংলাদেশে কর নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ স্বল্পতম সময়ে অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বক্স ৪.১, ৪.২ ও ৪.৩ -এ দেয়া হলো:

বক্স ৪.১: ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ কর আইন সংস্কারে নিম্নরুপ সাতটি নীতি-নির্ধারণী দর্শন গৃহীত হয় :
(১) রাজস্ব যোগান, (২) সমতা ও ন্যায্যতা বিধান, (৩) প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা, (৪) সামাজিক দায়িত্ব পালন, (৫) কর পরিপালন বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধ, (৬) আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা অনুসরণ এবং (৭) সহজীকরণ ও কর আইনের প্রায়োগিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি।

উল্লিখিত নীতি সমূহের আলোকে প্রত্যক্ষ কর আইন সংস্কারের ফলশ্রুতিতে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ হলো-
উন্নত বিশ্বের মতো অপরিবর্তনীয় ৩০ নভেম্বর করদিবস (Tax Day) অব্যাহত রাখা, বেশীরভাগ করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করেছেন;

(খ) ২০১৮-১৯ করবছরে দাখিলকৃত রিটার্ণের সংখ্যা ছিল ১৬.৩৬ লক্ষ, ২০১৯-২০ করবছরে মোট রিটার্ণ দাখিলের সংখ্যা ২১.৯৬ লক্ষ, প্রবৃদ্ধি ১২.২৪%;

(গ) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আয়করে প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.০৭ শতাংশ।

উপর্যুক্ত অর্জনসমূহকে আরও সুসংহত করা এবং আগামী দশকের মধ্যে মোট রাজস্বের কমপক্ষে ৫০ শতাংশ আয়কর খাত হতে আহরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে করনীতি সংস্কারে আগের সাতটি অনুসৃত নীতির সাথে আরো পাঁচটি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়:
(১) ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা, (২) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন, (৩) ব্যবসা পরিচালনা সহজীকরণ, (৪) পরিবেশ ও (৫) আয়কর সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিধানের স্পষ্টীকরণ।

বর্ণিত নীতি নির্ধারণী ভিত্তির আলোকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য যে সকল আইনী পরিবর্তন আনা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- **সমতা ও ন্যায্যতা:**
  - করহার বৃদ্ধি না করে করনেট সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোম্পানিসহ অন্যান্য শ্রেণির করদাতার জন্য করহারের বিদ্যমান ধাপসমূহ অপরিবর্তিত রেখে এলাকা ভিত্তিক ন্যূনতম করের বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
  - অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে পরিবর্তিত বিধান অনুসারে কোনো করদাতার সর্বশেষ নিরূপিত মোট আয় ছয় লাখ টাকার বেশি হলে অগ্রিম আয়কর প্রযোজ্য হবে।
- **ব্যক্তি-করদাতার সারচার্জঃ**
  - ন্যূনতম সারচার্জের বিদ্যমান একক ধাপ পরিবর্তন করে দুইটি ধাপ করা হয়েছে; নীট পরিসম্পদের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে ন্যূনতম সারচার্জ ৩,০০০ টাকা এবং ১০ কোটি টাকা অতিক্রম করলে ন্যূনতম সারচার্জ ৫,০০০ টাকা করা হয়েছে ;
  - সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ যে কোন তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোন ব্যক্তি- করদাতার নীট পরিসম্পদের মূল্যমান তিন কোটি টাকা অতিক্রম করলে বা অন্যান্য শর্ত পূরণ করলে তাকে নীট সম্পদের ভিত্তিতে প্রদেয় সারচার্জ এবং তার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ- উভয়টি পরিশোধ করতে হবে।
- **প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা ও ব্যবসা পরিচালনা সহজীকরণ**
  - অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পণ্যের রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ১% হতে হ্রাস করে ০.২৫% এ নির্ধারণ করা হয়েছে;
  - অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি নগদ ভর্তুকি (export cash subsidy) এর উপর উৎসেকর কর্তনের হার দশ শতাংশ হতে হ্রাস করে পাঁচ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;
  - অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী কন্টেইনার (মাল্টি পারপাস) এর আয়কে অনুমিত আয় করের আওতায় আনা হয়েছে;
  - ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতার জন্য স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকা ভুক্ত কোম্পানি/ কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত মোট ডিভিডেন্ড ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত থাকবে;
  - রাইস ব্র্যান অয়েল উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে উদ্ভূত আয় ভৌগোলিক স্থানভেদে বিভিন্ন মেয়াদে করমুক্ত ছিলো যা অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে;
  - কর আরোপিত লভ্যাংশ (Taxed Dividend) নিবাসী ও অনিবাসী উভয় ধরনের কোম্পানির জন্য করমুক্ত থাকবে;
  - কোন করদাতা স্বল্প উন্নত এলাকা (less developed area) বা সবচেয়ে কম উন্নত এলাকায় (least developed area) অবস্থিত কোন ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের মালিক হলে এবং উক্ত ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিয়োজিত থাকলে উক্ত করদাতার সে ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প হতে উদ্ভূত আয়ের উপর ভিত্তি করে ৫% ও ১০% হারে আয়কর রেয়াত প্রযোজ্য হবে।
- **সামাজিক দায়িত্ব**
  - ধর্মীয় বা দাতব্য কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোনো ট্রাস্টের সঞ্চিত আয়ের কমপক্ষে অর্ধেক অংশ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে এবং অবশিষ্ট অংশ যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে রাখা হলে ট্রাস্টের উক্ত আয় এর আওতায় করমুক্ত থাকবে;
  - প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) দের জন্য পরিচালিত শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
  - কোনো প্রতিষ্ঠান তার মোট জনবলের অর্থাৎ বেতন ও মজুরি (salary and wages) প্রদান করা হয় এরূপ মোট জনবলের ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করলে ন্যূনতম করের ক্ষেত্র ব্যতীত উক্ত প্রতিষ্ঠান তার প্রদেয় করের ৫ শতাংশ কর রেয়াত পাবে।
- **ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনাঃ**
  - হস্তশিল্প রপ্তানি থেকে উদ্ভূত আয় ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত করমুক্ত ছিলো যা অর্থ আইন, ২০১৯ এরমাধ্যমে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
  - বার্ষিক ৩৬ লাখ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার সম্পন্ন এসএমই (Small and Medium Enterprise) খাতের আয় করমুক্ত ছিলো যা অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে ৫০ লাখ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **পরিবেশ সুরক্ষাঃ**
  - পরিবেশ দূষণরোধ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে বিগত বছরের মতো এবারেও করনীতিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে । এ বিবেচনায় তৈরি পোশাক খাতের যে সকল কোম্পানি-করদাতার কারখানার আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত green building certification থাকবে সে সকল কোম্পানির কর হার ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

- **কর নেটের আওতা সম্প্রসারণঃ**
  - ভার্চুয়াল লেনদেনকারী বিদেশি প্রতিষ্ঠান এর বাংলাদেশে অর্জিত আয়কে করের আওতায় আনার লক্ষ্যে কর আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে;
  - অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত সংক্রান্ত বিধানে পরিবর্তন আনা হয়েছে;
  - অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে উৎসে কর কর্তনের ক্ষেত্রে দুটি নতুন সেবা যথা কুরিয়ার সার্ভিস এবং প্যাকিং এন্ড শিফটিং সার্ভিস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
  - অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য হুইলিং চার্জের ভিত্তি মূল্যের উপর উৎসে কর আরোপ করা হয়েছে।
  - ইটভাটা স্থাপনের অনুমতি প্রদান বা নবায়নের সময় অনুমতি প্রদানকারী/নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ এর নিকট আবেদনের সাথে ইটভাটার নাম এবং অবস্থান উল্লেখ করে কর পরিশোধের প্রমাণ দাখিলের বিধান করা হয়েছে;
  - সিটি কর্পোরেশন বা জেলা সদরস্থ পৌরসভা, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধিক্ষেত্রে ১ লাখ টাকার অধিক দলিল মূল্যের জমি, দালান বা এপার্টমেন্ট ক্রয় বা বিক্রয়, বায়না নামা সম্পাদন বা পাওয়ার অব এটর্নি প্রদান/গ্রহণ বা বিক্রয় কালীন দলিলের নিবন্ধন প্রাপ্তি বা রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্রেতার পরিবর্তে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের জন্য টিআইএন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
  - সিটি কর্পোরেশন ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় আবাসিক এবং বাণিজ্যিক উভয় প্রকার বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ এবং বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে টিআইএন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
  - NGO Affairs Bureau তে নিবন্ধিত এনজিও বা Micro Credit Regulatory Authority হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত মাইক্রো ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশী দান বা অনুদান ছাড়করণের ক্ষেত্রে টিআইএন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- **পরিপালনঃ**
  - উৎস করের রিটার্ন দাখিল না করলে, বেতন ভোগীকর্মীদের বেতন ভাতার বিবরণী দাখিল না করলে বা বেতন ভোগীকর্মীদের রিটার্ন দাখিল বিষয়ক তথ্য দাখিল না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রিটার্ন অডিটের আওতায় আনা হয়েছে;
  - কর আইনের বিভিন্ন বিধান পরিপালনের ব্যর্থতায় জরিমানার আওতা সম্প্রসারণ ও জরিমানার পরিমাণ যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে;
  - কোম্পানি করদাতার আয়কর রিটার্ন ফরমের আংশিক সংশোধন করে আন্তর্জাতিক লেনদেন সংক্রান্ত ঘোষণা প্রদানের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৯-২০ করবছর হতে বাধ্যতামূলকভাবে এই রিটার্ন ব্যবহার করতে হবে।
- **পুঁজিবাজারে শৃংখলা আনয়ণঃ**
  - অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে পুঁজি বাজারে নিবন্ধিত কোম্পানিকে স্টক ডিভিডেন্ড এর কমপক্ষে সমপরিমাণ ক্যাশ ডিভিডেন্ড প্রদান করতে হবে;
  - অর্থ আইন, ২০১৯ অনুযায়ী পুঁজি বাজারে নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি কোনো অর্থবছরে কর পরবর্তী নীট মুনাফা (net profit after tax) এর সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ retained earnings , fund, reserve অথবা surplus হিসাবে রাখতে পারবে এবং পরবর্তী নীট মুনাফা (net profit after tax) এর কমপক্ষে ৩০ শতাংশ ডিভিডেন্ড (ধারা 16F অনুযায়ী স্টক ও ক্যাশ) হিসেবে শেয়ার হোল্ডারগণকে প্রদান করতে হবে।
  - ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতার জন্য স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি/কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত মোট ডিভিডেন্ড ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত থাকবে।
- **আবাসন খাতকে প্রণোদনা প্রদানঃ**
  - অর্থ আইন ২০১৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 19BBBBB প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পরিবর্তিত বিধানে আবাসিক ও বাণিজ্যিক উভয় ধরনের বিল্ডিং বা এপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে ধারা 19BBBBB অনুযায়ী ভৌগোলিক এলাকা ভেদে বর্গমিটার প্রতি নির্ধারিত পূর্বের কর হার হ্রাস করে নতুন কর হার নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- **চলচ্চিত্র শিল্পে প্রণোদনাঃ**
  - সিনেমা হল বা সিনেপ্লেক্স ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে বাণিজ্যিক প্রদর্শন শুরু করলে সিনেমা হল বা সিনেপ্লেক্স থেকে উদ্ভূত আয় ভৌগোলিক স্থান ভেদে বিভিন্ন মেয়াদে কর মুক্ত ছিলো যা অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- **নতুন শিল্প স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণঃ**
  - অর্থ আইন, ২০১৯ অনুযায়ী হাই-টেক পার্ক এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল (economic zone) এ ১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ এর মধ্যে শিল্প স্থাপনে কোনো কোম্পানি কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অপ্রদর্শিত অর্থের উপর দশ শতাংশ হারে কর প্রদান করা হলে উক্ত বিনিয়োগকৃত অপ্রদর্শিত অর্থের উৎস সম্পর্কে আয়কর বিভাগ থেকে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হবে না;
  - কতিপয় শিল্প খাত থেকে উদ্ভূত ব্যবসায় আয়কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির আবেদনের সময়সীমা, ক্ষেত্র এবং শর্তে পরিবর্তন আনা হয়েছে । নতুন বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে কর অবকাশ সুবিধা ভোগ করার জন্য নির্দিষ্ট খাতের শিল্প কারখানাসমূহ জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ এর মধ্যে বাংলাদেশে পরিপূর্ণভাবে স্থাপিত হতে হবে এবং অন্যান্য শর্ত পরিপালন করতে হবে।
  - অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে নতুন ধারা 46CC সংযোজন করে কতিপয় ভৌত অবকাঠামো থেকে উদ্ভূত ব্যবসায় আয়কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির আবেদনের সময়সীমা, ক্ষেত্র এবং শর্তে পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে কর অবকাশ সুবিধা ভোগ করার জন্য নির্দিষ্ট খাতে ভৌত অবকাঠামোসমূহ জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ এর মধ্যে বাংলাদেশে পরিপূর্ণভাবে স্থাপিত হতে হবে এবং অন্যান্য শর্ত পরিপালন করতে হবে।

➢ **উৎসে কর কর্তন কর্তৃপক্ষের আওতা সম্প্রসারণঃ**

- অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ব্যক্তি সংঘ (Association of Persons) এবং Micro Credit Organisation কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, রুম বা হল , হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার বা রেস্টুরেন্ট ভাড়া বা ব্যবহারের জন্য কোনো অর্থ পরিশোধের উপর উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান আওতা বৃদ্ধি করে শুধু কোম্পানি, এনজিও বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নয় বরং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এর উপধারা ২ এ উল্লিখিত সকল নির্দিষ্টকৃত ব্যক্তি (specified person), কোনো কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, রুম বা হল, হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার বা রেস্টুরেন্ট ভাড়া নিলে বা ব্যবহার করলে তার জন্য কোনো অর্থ পরিশোধ করা হলে, উক্ত সকল নির্দিষ্টকৃত ব্যক্তি (specified person) কে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে উল্লিখিত অর্থের উপর উৎসে কর কর্তন করতে হবে;
- অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে গৃহ সম্পত্তি ভাড়া বাবদ কোনো অর্থ পরিশোধের উপর উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান আওতা বৃদ্ধি করে শুধু সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি, কো-অপারেটিভ ব্যাংক, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কোনো কলেজ বা স্কুল বা হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার নয় বরং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এর উপধারা ২ এ উল্লিখিত সকল নির্দিষ্টকৃত ব্যক্তি (specified person), কোনো গৃহসম্পত্তি বা হোটেল (hotel accommodation) ভাড়া বাবদ কোনো অর্থ পরিশোধ করলে, উক্ত সকল নির্দিষ্টকৃত ব্যক্তি (specified person) কে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে উল্লিখিত অর্থের উপর উৎসে কর কর্তন করতে হবে।
- অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে খালি জায়গা (vacant land), প্লান্ট বা মেশিনারি ভাড়া বাবদ কোনো অর্থ পরিশোধের উপর উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান আওতা বৃদ্ধি করে শুধু সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি, কো-অপারেটিভ ব্যাংক, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নয় বরং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এর উপধারা ২ এ উল্লিখিত সকল নির্দিষ্টকৃত ব্যক্তি (specified person), কোনো খালি জায়গা (vacant land), প্লান্ট বা মেশিনারি ভাড়া বাবদ কোনো অর্থ পরিশোধ করলে, উক্ত সকল নির্দিষ্টকৃত ব্যক্তি (specified person) কে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে উল্লিখিত অর্থের উপর উৎসে কর কর্তন করতে হবে।

বক্স ৪.২: ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভ্যাট ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

➢ বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর খাত অন্যতম। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ভ্যাটের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১,০৯,৮৪৬ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং উক্ত আইন ও বিধিমালার অধীন জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ও আদেশসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সন্নিবেশ ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

➢ **আর্থিক সংস্কার সুশাসন কার্যক্রমঃ**

(ক) Automated এবং transparent environment এ মূল্য সংযোজন কর আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি বিধান বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে;

(খ) অনলাইনে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদানের জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে স্বচ্ছন্দ্য বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;

(গ) সারাদেশের বড় বড় রিসোর্ট , হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Electronic Register/Point of Sale (ECR/POS) সফটওয়্যার ব্যবহারের পরিবর্তে Electronic Fiscal Device (EFD) মেশিন স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০০টি স্থাপনায় (ঢাকায় ৮০টি ও চট্টগ্রামে ২০টি) পাইলট ভিত্তিতে EFD স্থাপন করা হয়েছে

(ঘ) ৫ কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সফটওয়্যার ব্যবহার বাধ্যতামূলককরণ।

➢ স্থানীয়ভাবে যে সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছেঃ

(ক) এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক ও এটিভি ;
(খ) দেশীয় শিল্পায়নের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মোবাইল ফোন (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে);
(গ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মোটরসাইকেল এবং মোটরসাইকেল পার্টস (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে);
(ঘ) কৃষি যন্ত্রপাতি, যথা: পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার অপারেটেড সিডার, কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার, লো-লিফট পাম্প, রোটারি টিলার ইত্যাদি (উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে) ;
(ঙ) নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসার শো-রুমের ভাড়া (সেবা পর্যায়ে)।

➢ **কতিপয় পণ্য ও সেবার বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক পরিবর্তন/ বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ**

শিরোনাম সংখ্যা/এইচ এস কোড	পণ্যের বিবরণ	সম্পূরক শুল্কের বিদ্যমান হার	সম্পূরক শুল্কের পরিবর্তিত হার
২১.০৫ সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড	আইসক্রিম	০%	৫%
এস ০৫৮.০০	হেলিকপ্টার সেবা	২০%	২৫%
এস ০৪৪.০০	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গাড়ীর (যাত্রীবাহী বাস, পণ্যবাহী ট্রাক ও লরী, এ্যাম্বুলেন্স ও স্কুলবাস ব্যতীত) রেজিস্ট্রেশন, রুট পারমিট, ফিটনেস সনদ, মালিকানা সনদ ইত্যাদি গ্রহণ ও নবায়ন সংক্রান্ত সেবা প্রদানের বিপরীতে গৃহীত সেবামূল্যের (চার্জ বা ফি)	০%	১০%
এস০১২.১০	মোবাইল ফোনের সিম/রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা	৫%	১০%

➢ **জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও শুল্ক হার বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ**

(ক) সিগারেটঃ

পূর্বের মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	পূর্বের করভার	বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	বিদ্যমান করভার (সম্পূরক শুল্ক হার)
৩৫.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৫৫%	৩৭.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৫৫%
৪৮ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৫%	৬৩.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৫%
৭৫.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৫%	৯৩.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৫%
১০৫.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৫%	১২৩.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৫%

(খ) বিড়ির ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ

বিড়ির ধরণ	শলাকা (প্রতি প্যাকেট)	২০১৮-১৯ অর্থবছরের মূল্য (ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কসহ)	২০১৯-২০ অর্থবছরের মূল্য (ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কসহ)	২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্পূরক শুল্ক হার	২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্পূরক শুল্ক হার
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার বিযুক্ত)	৮ শলাকা	৪.০০ টাকা	৪.৪৮ টাকা	৩০%	৩০%
	১২ শলাকা	৬.০০ টাকা	৬.৭২ টাকা	৩০%	৩০%
	২৫ শলাকা	১২.৫০ টাকা	১৪.০০ টাকা	৩০%	৩০%
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার সংযুক্ত)	১০ শলাকা	৭.৫০ টাকা	৮.৫০ টাকা	৩৫%	৪০%
	২০ শলাকা	১৫.০০ টাকা	১৭.০০ টাকা	৩৫%	৪০%

➢ **তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য গৃহীত কার্যক্রমঃ**

(ক) কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, কম্পিউটার মডেম, সফটওয়্যার ইত্যাদির (উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে) ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান;

(খ) 'ইন্টারনেট সেবা দানকারি' সংস্থার মূল্য সংযোজন কর এর ১৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

➢ **অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন/সংশোধনী আনা হয়েছে:**

(ক) Active Pharmaceutical Ingredients (API) শিল্পের কতিপয় পণ্যে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(খ) পলিস্টাইরিন স্টেপল ফাইবার শিল্পের কতিপয় পণ্যে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

(গ) দেশীয় ভারী প্রযুক্তিগত শিল্পের বিকাশ ও প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি বাণিজ্যের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার ও এয়ারকন্ডিশনার এর ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে;

(ঘ) অটোমোবাইলস শিল্পের বিকাশে দেশে উৎপাদিত গাড়ী উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

বক্স ৪.৩: ২০১৯-২০ অর্থবছরে শুল্ক ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যমান ছয় ধরনের ০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% ও ২৫% আমদানি শুল্ক হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- বিদ্যমান ১১ স্তরের ১০%, ২০%, ৩০%, ৪০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩৫০%, ৫০০% সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক হার ২৫% প্রযোজ্য রয়েছে এমন প্রায় সকল পণ্যে ৩% রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করা হয়েছে;
- কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে রেয়াতি শুল্ক হার অব্যাহত রাখা হয়েছে। মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্য সামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিগত সময়ে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রেখে নতুন উপকরণ ও যন্ত্রপাতিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- দেশীয় ডেইরী ও দুগ্ধ খামারীদের প্রতিরক্ষণে গুড়ো দুধ (Milk powder) এর বিদ্যমান রেয়াতি আমদানি শুল্ক হার ৫% হতে বৃদ্ধি করে ১০% এবং আমদানি পর্যায়ে শুল্কায়নের জন্য ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে;
- স্থানীয় চিনি শিল্পের প্রতিরক্ষণে আমদানিকৃত র সুগার-এর স্পেসিফিক ডিউটি ২,০০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩,০০০/- টাকা এবং রিফাইন্ড সুগারের স্পেসিফিক ডিউটি ৪,৫০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৬,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ক্যান্সারের ঔষধ তৈরীর বেশ কিছু উপকরণসহ ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। জীবন রক্ষাকারী মেডিকেল গ্যাস প্রস্তুতকারী শিল্পের কাঁচামাল Liquid Oxygen, Nitrogen, Argon ও Carbon Dioxide এর উপর বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি ২০% হতে হ্রাস করে ১৫% করা হয়েছে ;
- দেশীয় রাইস ব্রান অয়েল মিলগুলোর প্রধান কাচাঁমাল ধানের কুড়া বা রাইস ব্রান। পণ্যটির রপ্তানি নিরুৎসাহিত করে দেশীয় রাইস ব্রান অয়েল মিলগুলোতে এর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে এর উপর বিদ্যমান ১০% রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ২৫% করা হয়েছে। এছাড়াও Manufactured Tobacco,Tobacco refuse এর উপর ১০% রপ্তানি শুল্ক আরোপিত ছিল যা প্রত্যাহার করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব Building bricks রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পণ্যটির উপর আরোপিত রপ্তানি শুল্ক ২৫% হতে হ্রাস করে ১৫% করা হয়েছে;
- স্থানীয়ভাবে লিফট এবং কম্প্রেসর উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে উৎপাদনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কাচাঁমাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনার শিল্পকে প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে এ খাতে ব্যবহৃত কতিপয় উপকরণ আমদানিতে শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে;
- দেশীয় জিপসাম বোর্ড এবং পার্টিকেল বোর্ড শিল্পের প্রতিরক্ষণে জিপসাম বোর্ড ও শীট আমদানির ক্ষেত্রে ১০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং পার্টিকেল বোর্ড আমদানিতে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ১০% হতে বৃদ্ধি করে ২০% করা হয়েছে;
- বর্তমানে দেশে আন্তর্জাতিক মানের পাদুকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দেশীয়ভাবে পাদুকা উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে পাদুকা প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় ৫ (পাঁচ) টি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণে ৭৫০ ওয়াট এর কম ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রিক ফ্যান ও পানির পাম্পে ব্যবহৃত মোটরের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে ;
- ডুপ্লেক্স বোর্ড/ কার্ড বোর্ড/ সুইডিস বোর্ড/ ফোল্ডিং বক্স বোর্ড ইত্যাদি পণ্যের আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ২৫% হতে হ্রাস করে ১৫% করা হয়েছে;
- দেশীয় টায়ার টিউব উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিরক্ষণে ১৬″ রীম সাইজ এলসিভি টায়ার, মোটরসাইকেল টায়ার এবং সিএনজি বেবী ট্যাক্সি , হালকা যানবাহনে ব্যবহৃত রাবার টিউব এর উপর বিদ্যমান রেগুলেটেরী ডিউটি ৩% হতে বৃদ্ধি করে ৫% করা হয়েছে ;
- আমদানি পর্যায়ে Smart phone এর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ২৫% করা হয়েছে;
- বজ্রপাতের আঘাত তথা প্রাকৃতিক দূর্যোগ হতে প্রতিরক্ষার জন্য Lighting arrester এর উপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১০% হতে হ্রাস করে ৫% করা হয়েছে;
- Customs Act,1969 এর পরিবর্তে মাতৃভাষা বাংলায় আধুনিক ও যুগোপযোগী কাস্টমস আইন, ২০২০ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় ৩,২৫,৬০০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তবে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৩,০০,৫০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকৃত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ২,১৮,৬০৪.৫০ কোটি টাকা (যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭৩ শতাংশ)। এ সময়ে এনবিআর কতৃর্ক কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে (-)২.৬৩ শতাংশ। খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় ও আমদানি পর্যায়সহ)। মোট রাজস্ব সংগ্রহে আয়করও বর্ধিত অবদান রাখছে, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক প্রবণতা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ২,৯৬,,২০১ কোটি টাকার বিপরীতে ২,২৩,৮৬২ কোটি টাকা (৭৬ শতাংশ) অর্জিত হয়েছে। সারণি ৪.২ ও লেখচিত্র ৪.২-এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪.২ঃ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
আমদানি শুল্ক	১৫৩৪৯.৮৫	১৮০১৬.৫৮	২১০৬৯.১৯	২৪৫০২.১২	২৪২৭৭.৪০	২৩৬৪৩.৫৮
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	১৭৬৯০.৪৭	২০৫৮৩.৮৬	২৫৫৬১.০৯	২৯৩৬৭.৭৬	৩১৩৯৮.৫৫	২৯৯৩২.২৮
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৫২৫২.৪২	৬৫৬০.২০	৭৬২৮.৮৯	৭৯১২.২৩	৭৬৬৪.০৪	৬৯৭৫.৩
রপ্তানি শুল্ক	৪০.৬৩	৩২.৭৫	২২.৭০	৩৫.৭৭	৪২.১৭	১.০৮
উপ মোট	**৩৮৩৩৩.৩৭**	**৪৫১৯৩.৩৯**	**৫৪২৮১.৮৭**	**৬১৮১৭.৮৮**	**৬৩৩৮২.১৬**	**৬০৫৫২.২৪**
আবগারী শুল্ক	৯৬০.৩৮	১৫৮২.০৩	১৭৯০.৫১	২০৮০.৩৪	২৩৭৩.৩৩	২২৭৯.৪৮
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	৩২২৯০.১৩	৩৪৮৬২.৮২	৩৮২৮৭.৭৬	৪৭১৭১.৮০	৫৬৩২৩.০২	৫৬৪৫৮.১৭
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	১৫৭৫৮.৩১	১৯৬৩০.৯৬	২৩৪৮১.৭০	২৯৬৩৯.১৫	২৮৮৯১.০২	২৫৪৭১.৩৪
টার্ণ ওভার ট্যাক্স	৪.৭১	৪.৮৫	২.৪৫	২.৮৯	২.৪৭	১.১৬
অন্যান্য (স্থানীয় পর্যায়ে)	-	-	-	-	২০.৫২	৬৪২.৩৫
উপ মোট	**৪৯০১৩.৫৩**	**৫৬০৮০.৬৬**	**৬৩৫৬২.৪২**	**৭৮৮৯৪.১৮**	**৮৭৬১০.৩৬**	**৮৪৮৫২.৫০**
মোট পরোক্ষ কর	**৮৭৩৪৬.৯০**	**১০১২৭৪.০৫**	**১১৭৮৪৪.২৯**	**১৪০৭১২.০৬**	**১৫০৯৯২.৫২**	**১৪৫৪০৪.৭৪**
আয়কর	৪৭৪৭৭.৪০	৫১৩২৮.৯২	৫২৭৫৪.৯৩	৬৪৫৪৮.২৬	৭১৭৯৫.৫০	৭২১৭৯.৭৯
ভ্রমণ ও অন্যান্য কর/শুল্ক	৮৭৬.৪০	১০১৮.৩৭	১০৫৭.২২	১১৪৬.৯৩	১১০৪.৪০	৮২৪.৪২
মোট প্রত্যক্ষ কর	**৪৮৩৫৩.৮০**	**৫২৩৪৭.৩০**	**৫৩৮১২.১৫**	**৬৫৬৯৫.১৯**	**৭২৮৯৯.৯০**	৭৩০০৪.২১
সর্বমোট	**১৩৫৭০০.৭০**	**১৫৩৬২১.৩৪**	**১৭১৬৫৬.৪৪**	**২০৬৪০৭.২৫**	**২২৩৮৯২.৪২**	**২১৮৪০৮.৯৫**
এনবিআর রাজস্বে পরোক্ষ কর (%)	**৬৪.৩৭**	**৬৫.৯৩**	**৬৮.৬৫**	**৬৮.১৭**	**৬৭.৪৪**	**৬৬.৫৭**
এনবিআর রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর (%)	**৩৫.৬৩**	**৩৪.০৭**	**৩১.৩৫**	**৩১.৮৩**	**৩২.৫৬**	**৩৩.৪৩**

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

লেখচিত্র ৪.২: খাতভিত্তিক এনবিআর রাজস্ব আহরণের তুলনামলক চিত্র (%)

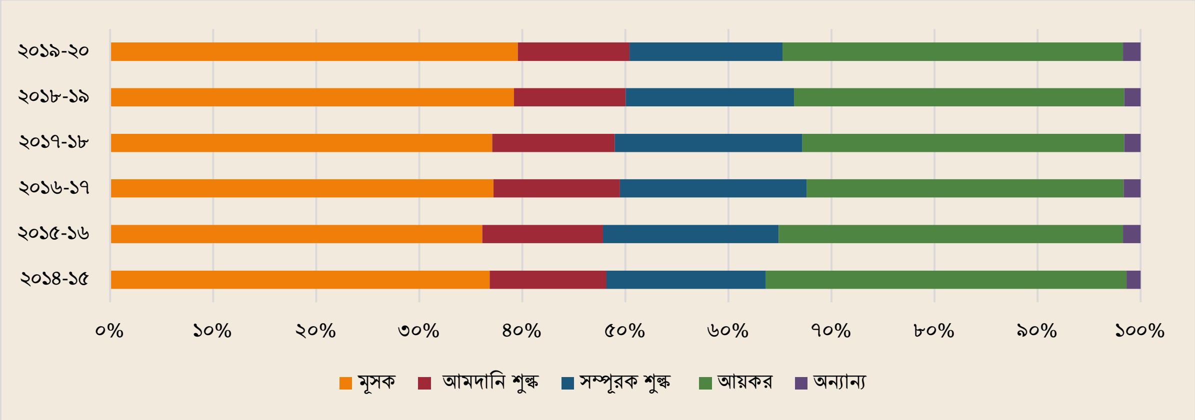

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

সারণি ৪.২ ও লেখচিত্র ৪.২ হতে দেখা যাচ্ছে যে, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এবং আয়কর রাজস্ব আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বরাবরের মতো মূল্য সংযোজন কর শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের সাত মাসের উপাত্ত অনুসারে এনবিআর রাজস্বের ৩৯.৫৫ শতাংশ এ উৎস হতে আহরিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে এনবিআর রাজস্বে এ খাতের অবদান ৩৬-৪০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। রাজস্ব আয়ে আয়করের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আয়কর খাত হতে রাজস্ব আয়ের হার ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ৩৫ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩২ শতাংশ হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ হার দাঁড়িয়েছে ৩৩.০৫ শতাংশে । আয়কর আহরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি সত্ত্বেও বিগত কয়েক বছরে ৬৪-৭০ শতাংশ রাজস্ব আহরিত হচ্ছে পরোক্ষ উৎস হতে।

সরকারি ব্যয়

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। চলতি অর্থবছর এবং বিগত অর্থবছরসমূহে সরকারের অনুন্নয়নমূলক ব্যয়, উন্নয়নমূলক ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় এবং জিডিপি'র শতকরা হিসেবে তাদের অনুপাত সারণি ৪.৩ ও লেখচিত্র ৪.৩ -এ দেখানো হলো:

সারণি ৪.৩ঃ সরকারি ব্যয় (কোটি টাকায়)

	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	১৪৯৩৯৯	১৫৬৫৯২	১৭৫৮৪৯	২১০৫৭৮	২৬৬৯২৬	২৯৫২৮০
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	৮০৪৭৬	৮১৪০৭	৮৮০৯০	১৫৩৬৮৮	১৭৩৪৪৯	২০২৩৪৯
(গ) অন্যান্য ব্যয়	৯৭৯৩	২১৭	৫৫৬০	৭২২৯	২১৬৬	৩৯৪৮
মোট সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	২৩৯৬৬৮	২৬৪৫৬৪	২৬৯৪৯৯	৩৭১৪৯৫	৪৪২৫৪১	৫০১৫৭৭
	জিডিপি'র শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)					
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	৯.৮৬	৯.৪৬	৮.৮৬	৯.১০	১১.১২	১০.৫২
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	৫.৩১	৫.৫৪	৪.৩৩	৬.৮৭	৭.০৭	৭.২১
(গ) অন্যান্য ব্যয়	০.৬৫	০.২৯	০.১৮	০.৩২	০.০৯	০.১৪
মোট সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১৫.৮১	১৫.৩০	১৩.৫৬	১৬.৬১	১৮.৩০	১৭.৮৭

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব অন্তর্ভুক্ত।

লেখচিত্রঃ ৪.৩: সরকারি ব্যয়

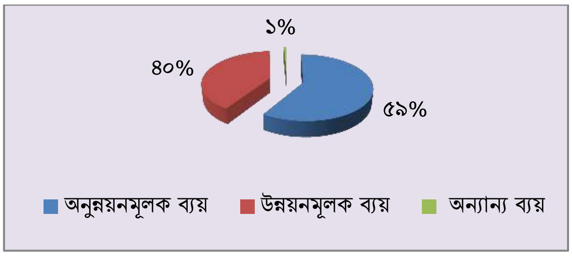

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

*২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকার নতুন অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক সরকারি ব্যয় ও সম্পদ বন্টনের পরিকল্পনা করেছে। সরকারের উন্নয়ন প্রাধিকারের মূল লক্ষ্য হলো আর্থিক প্রণোদনার সহায়তায় কোভিড -১৯ মহামারির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা। চলতি বছরে সংশোধিত বাজেটে যেসব খাত কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় সরাসরি জড়িত যেমন- স্বাস্থ্য, কৃষি, সমাজকল্যাণ, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মার্চ ২০২০ তে ঘোষিত সাধারণ ছুটির ফলে অর্থনৈতিক মহামন্দা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে ১,১২,৬৩৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে যা জিডিপি'র প্রায় ৪.০৩ শতাংশ। ঘোষিত ২১টি প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করা হচ্ছে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, বিশেষ ভাতা, প্রণোদনা ইত্যাদি খাতে সহায়তা হিসেবে যা বক্স ৪.৪ এ দেখা যেতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ ও ব্যয়

দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার প্রতিবছর স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থাৎ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র আকার সর্বমোট ২,০১,১৯৮.৫৬ কোটি টাকা (সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নসহ) যার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ১,৩৫,৩৩৩.৫৬ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৫,৮৬৫ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দসহ সর্বমোট ১,৮৫১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে,

যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১,৬০১টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৪৬টি, জেডিসিএফ অর্থায়নকৃত প্রকল্প ১টি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ১০৩টি প্রকল্প। সারণি-৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যেখানে নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতিত প্রকল্প সংখ্যা ছিল ১,৮০৫টি সেখানে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতিত প্রকল্প সংখ্যা হলো ১,৭৪৮টি।

সারণি ৪.৪ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা (মূল এডিপি)	এডিপি বরাদ্দ			প্রকল্প সংখ্যা (আরএডিপি)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			ব্যয় (সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ব্যয় %)		
		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট (%)	টাকা (%)	প্রঃ সাঃ (%)
২০১৯-২০*	১৫৬৪	২০২৭২১	১৩০৯২১	৭১৮০০	১৭৪৮	১,৯২,৯২১	১,৩০,৯২১	৬২,০০০	১৫৫৬৯৮ (৮০%)	১০৮১৭২ (৮৩%)	৪৭৫২৬ (৭৭%)
২০১৮-১৯	১৪৫১	১৭৩০০০	১১৩০০০	৬০০০০	১৭৮৫	১৬৭০০০	১১৬০০০	৫১০০০	১৫৮২৬৯ (৯৫%)	১১১১৬৫ (৯৬%)	৪৭১০৪ (৯২%)
২০১৭-১৮	১৩০৮	১৬৪০৮৫	৯৬৩৩১	৫৭০০০	১৫৫১	১৪৮৩৮১	৯৬৩৩১	৫২০৫০	১৪১৪৯২ (৯৫%)	৮৯১৫৫ (৯৩%)	৫২৩৩৭ (১০০.৫%)
২০১৬-১৭	১১২৩	১১০৭০০	৭০৭০০	৪০০০০	১৪১৫	১১০৭০০	৭৭৭০০	৩৩০০০	১০০৮৪০ (৯১%)	৭২৪১০ (৯৩%)	২৮৪৩০ (৮৬%)
২০১৫-১৬	৯৯৯	৯৭০০০	৬২৫০০	৩৪৫০০	১৩১৫	৯১০০০	৬১৮৪০	২৯১৬০	৮৩৫৮১ (৯২%)	৫৮৩৫৭ (৯৪%)	২৫২২৪ (৮৭%)
২০১৪-১৫	১০৩৪	৮০৩১৫	৫২৬১৫	২৭৭৭০	১২০৪	৭৫০০০	৫০১০০	২৪৯০০	৬৮৫২৪ (৯১%)	৪৬০৮০ (৯২%)	২২৪৪৪ (৯০%)

উৎসঃ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি। **নোট:** এডিপির হিসাব সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত * ব্যয় ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

সারণি-৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৭৫,০০০ কোটি টাকা, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯২,৯২১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়কালে প্রকল্প সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে বাস্তবায়ন হারেও বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র বাস্তবায়নের হার ৯৫ শতাংশ হয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জুন ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন হার ৮০ শতাংশ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দের গঠন বিন্যাস

খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, পরিবহণ, বিদ্যুৎ ও ভৌত অবকাঠামো খাতে বর্ধিত বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরির প্রয়াস অব্যাহত রাখা হয়েছে। একইভাবে আর্থ-সামাজিক ও কৃষি খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধির প্রবণতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিপূর্ণ। নিচের সারণি ৪.৫ ও লেখচিত্র ৪.৪ এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি সংশোধিত বরাদ্দের গঠন বিন্যাস দেখানো হলোঃ

সারণি ৪.৫ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০	
সেক্টর	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%
১. কৃষি	৪১৪৭.২৩	৫.৩৩	৪৪১০.০৫	৪.৮৫	৫৭৪১.৬০	৫.১৯	৫২৮৩.৫২	৩.৫৬	৬৯১৮.২৪	৩.৯২	৬৬২৩.৫৩	৩.৪৩
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	৭৮৪০.০৯	১০.০৭	৯০৪৬.১৩	৯.৯৪	১০৭৬১.৪৩	৯.৭২	১৬৭২২.০০	১১.২৭	১৫১৫৪.২৫	৮.৫৮	১৫৭৭৭.৯১	৮.১৮
৩. পানি সম্পদ	২০৩৫.৯২	২.৬২	২৬০৯.৪৯	২.৮৭	৩৩৪২.১১	৩.০২	৪১৪৭.৩১	২.৮০	৫০০০.৮৭	২.৮৩	৬৫৫২.৭৯	৩.৪০
৪. শিল্প	১৮৬৩.০০	২.৩৯	১৭১১.৩৫	১.৮৮	৯৭৪.১২	০.৮৮	১৫৬৩.৫৫	১.০৫	২১৭৬.০১	১.২৩	৩২৩৮.১০	১.৬৮
৫. বিদ্যুৎ	৮২২৩.৭১	১০.৫৬	১৫৪৭৮.২১	১৭.০১	১৩৪৪৭.৫৭	১২.১৫	২২৩৪০.৩২	১৫.০৬	২৫৮১৯.১৭	১৪.৬২	২৩৬৩১.৭৮	১২.২৫
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২২০৯.৩৩	১.৩৮	১০৬৮.১৭	১.১৭	১০৬৭.৮৭	০.৯৬	১৩৪৬.৪৮	০.৯১	৫৭৩৭.০৬	৩.২৫	২৪১৭.০৭	১.২৫
৭. পরিবহণ	১৭৩৬১.৯০	২২.৩০	১৯৫১২.১৩	২১.১১	২৭৩৬০.২৩	২৪.৭২	৩৭৫১৩.২২	২৫.২৮	৩৯৫৩১.১৭	২২.৩৮	৪৭৪৩১.৯২	২৪.৫৯
৮. যোগাযোগ	১০০৩.৫৮	১.২৯	১৪৩৪.৮২	১.৫৮	১৯১৫.৭৯	১.৭৩	৯৩৭.৪৪	০.৬৩	২২২১.০১	১.২৬	১৭৩৯.৬৪	০.৯০
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৭১৯৪.২৭	৯.২৪	১১০৯২.৩৮	১২.১৯	১৪৩৯১.১৭	১৩.০০	১৫১৪৬.৮৩	১০.২১	২১৯৫৬.৫১	১২.৪৩	২৬৮৩৯.২৫	১৩.৯১
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	৯০২৬.৬৫	১১.৬০	১০১০১.৭৪	১১.১০	১২৮৪৫.৯৭	১১.৬০	১৪১৮৬.৫৬	৯.৫৬	১৫৫১০.৮৪	৮.৭৮	২০৪২৯.১০	১০.৫৯
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১৬৬.৯২	০.২১	২৬১.০০	০.২৯	২১৪.১৯	০.২৮	৩১৮.৬১	০.২১	৬৫৩.৬৬	০.৩৭	৫৮৭.৯৩	০.৩০
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি,	৫০৪১.৬১	৬.৪৮	৫৫৫৬.৪৭	৬.১১	৫৬৫৫.৩৩	৫.১১	৯৬০৭.৫১	৬.৪৭	১০৯০২.০৭	৬.১৭	১০১০৮.৪৯	৫.২৪

অর্থবছর	২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০	
সেক্টর	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%
জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ												
১৩. গণসংযোগ	১০৯.৯৫	০.১৪	১১৭.৯৮	০.১৩	১৭৬.০০	০.১৬	২১৯.৬৫	০.১৫	২৫০.৩৯	০.১৪	১৭১.২৫	০.০৯
১৪.সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৪০৯.০৪	০.৫৩	৪২৪.৪৮	০.৪৭	৩৪৭.১৯	০.৩১	৪৩১.৮৬	০.২৯	৬৪৯.৭১	০.৩৭	৭৯৮.০৬	০.৪১
১৫. জন প্রশাসন	১৭০৩.৩৫	২.১৯	২৩২৭.৪৩	২.৫৬	২৩৬১.১৫	২.১২	২১১৮.৯১	১.৪৩	৪৯৭৪.০৭	২.৮২	৫১৩৭.৪৯	২.৬৬
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৪৬২৮.৮২	৫.৯৫	১৮০৮.৩৮	১.৯৯	৫৪৭২.০৪	৪.৯৪	১২৫৯৩.১৮	৮.৪৯	১৩৪৫৩.৬৩	৭.৬২	১৬৭৯০.৪৩	৮.৭০
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	৫১১.১০	০.৬৬	৪২১.২৯	০.৪৬	৪৫০.৭৭	০.৪১	৩৫৬.২৫	০.২৪	৪৬৪.৩০	০.২৬	৫৪৪.২৭	০.২৮
থোক/বরাদ্দ	**২৬৫০.৪৩**	**৩.৪০**	**৩৯১৮.৫০**	**৪.৩১**	**৪০৯২.০৭**	**৩.৭০**	**৩৫৪৭.৮০**	**২.৩৯**	**৫২৪৬.৭৫**	**৩.১৪**	**৪১০১.৫৬**	**২.১৩**
সর্বমোট বরাদ্দ	**৭৫০০০**	**১০০**	**৯১০০০**	**১০০**	**১১০৭০০**	**১০০**	**১৪৮৩৮১**	**১০০**	**১৬৭০০০**	**১০০**	**১৯২৯২১**	**১০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

লেখচিত্রঃ ৪.৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র

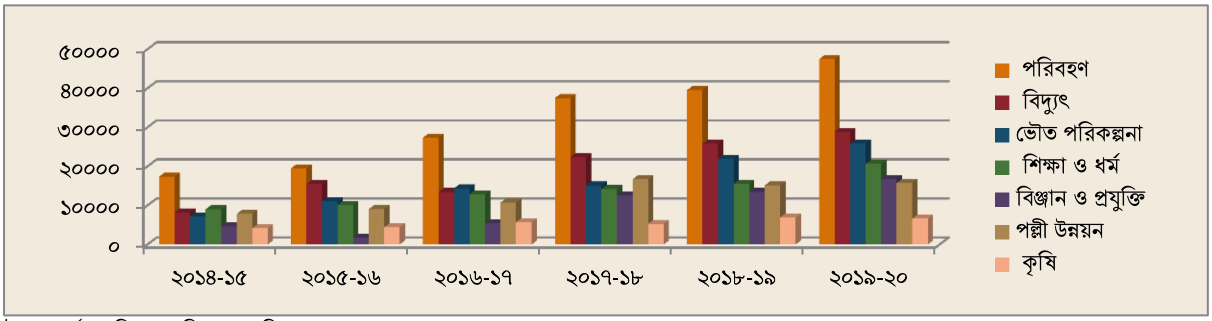

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

সারণি ৪.৫ পর্যালোচনায় করলে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত এডিপিতে সেক্টর ভিত্তিক সংশোধিত বরাদ্দের ধারায় এডিপি'র ১৭টি সেক্টরের মধ্যে পরিবহন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও ধর্ম, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টর, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টর এবং কৃষি সেক্টরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বিগত ৬টি অর্থবছরের এডিপিতে পরিবহন সেক্টরে ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষ করে 'পদ্মা বহুমূখী সেতু নির্মাণ' কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করায় ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে ৪,০১৫.০০ কোটি টাকা, 'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পে'র অনুকূলে ৩,২৯৭.৪০ কোটি টাকা এবং পরিবহন সেক্টরে ৩য় গুরুত্বপূর্ণ 'ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' এর অনুকূলে ৪,৩২৬.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় পরিবহন সেক্টরে সর্বোচ্চ ৪৭,৪৩১.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যা এ অর্থবছরে মোট আরএডিপি বরাদ্দের ২৪.৫৯ শতাংশ।

বিদ্যুৎ সেক্টরেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখায় ও এ সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্প - 'মাতারবাড়ি আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প' এ ৩,২২৫.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ সেক্টরে বরাদ্দ বৃদ্ধি পায় ২৩,৬৩১.৭৮ কোটি টাকায়, যা সংশোধিত এডিপি'র ১২.২৫ শতাংশ। ভৌত অবকাঠামো, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ২য় সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা আরএডিপি বরাদ্দের ১৩.৯১ শতাংশ। শিক্ষা ও ধর্ম খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ আরএডিপি বরাদ্দের ১০.৫৯ শতাংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ' প্রকল্প সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ১৪,৯৮০.০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় এ সেক্টরে মোট ১৬,৭৯০.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যা মোট আরএডিপি বরাদ্দের ৮.৭০ শতাংশ। গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান খাতে

১৫,৭৭৭.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট আরএডিপি বরাদ্দের ৮.১৮ শতাংশ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

সাম্প্রতিক পাঁচ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর আকার পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য আকারে বড় হওয়া সত্ত্বেও এডিপিতে গড়ে প্রায় ৬৫ শতাংশের বেশি সম্পদ যোগান দেয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়াকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ যোগান ছিল ৬৬.৮০ শতাংশ, পরবর্তী অর্থবছরে এ হার বৃদ্ধি পেলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান কমে ৫৫.৮৬ শতাংশ হয়। পরবর্তীতে আবার বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৬৯.৪৬ শতাংশ হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ দেয়া হয় ৬৭.৮৬ শতাংশ।

সারণি ৪.৬ -এ বিগত কয়েক বছরের এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪.৬ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
এডিপি	৭৫০০০	৯১০০০	১১০৭০০	১৪৮৩৮১	১৬৭০০০	১৯২৯২১
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৫০১০০	৬১৮৪০	৭৭৭০০	৯৬৩৩১	১১৬০০০	১৩০৯২১
এডিপি'র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৬৬.৮০	৬৭.৯৫	৫৫.৮৬	৬৪.৯২	৬৯.৪৬	৬৭.৮৬

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। **নোটঃ** উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

এডিপিভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন, চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক ১২০৪টি চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা হয়, ১৮১টি সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হয়, ২৪টি নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও ২৩টি নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত এ সংখ্যা যথাক্রমে ৬৪২, ১৪৬, ৪৮ ও ২৪টি। Project Management Information System (PMIS) প্রণয়ন করার পর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মোট ১,৫০০ জন কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত ১৮০টি প্রকল্পের ১,০০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান ছিল। এ যাবৎ মোট ৭৮৩টি প্রকল্প PMIS সফ্টওয়্যারে তথ্য প্রদান করছে।

সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনাকে আইনী কাঠামোয় পরিচালনার জন্য এবং সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকল্পে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আইএমইডি'এর আওতায় সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিটিইউ প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন (পিপিআর)-২০০৩ জারি করা হয়। অতঃপর পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (পিপিএ)-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর)-২০০৮ জারি করা হয়। পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর উপর ভিত্তি করে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং দ্রুততম সময়ে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি ব্যবস্থা ২০১১ সালে চালু করা হয় । ই-জিপি সেবা সার্বক্ষণিক চালু রাখার নিমিত্ত ২৪/৭ হেল্প ডেস্ক চালু রাখা হয়েছে।

ই-জিপি সিস্টেম এর আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১,৩৬২টি ক্রয়কারী সংস্থার মধ্যে ১,৩২৭টি সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে ৭২,১৩৯ জন দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছে। ই-জিপি সিস্টেমে

৩,৬৬,২৪৬টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ২,১৭,৪৬৭টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ই-জিপি প্রক্রিয়ায় ৪৬টি ব্যাংকের ৫,৩০৩টি শাখাকে ইতোমধ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে। e-tendering কার্যক্রমের জন্য ব্যাংকসহ বিভিন্ন ক্রয়কারী সংস্থা ও দপ্তরের ১৪,৯৮৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে ২৭,৩২৯ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে (৩ সপ্তাহ, ১ সপ্তাহ, ৩দিন, ১ দিন) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা, স্বচ্ছতা এবং আইনী কাঠামোর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে সিপিটিইউ-কে ‘বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ)’ হিসেবে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি আইন, ২০১৯ এবং ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৯’ অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

‘বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯’-এ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। সারণি ৪.৭ ও লেখচিত্র ৪.৫-এ বিগত কয়েক বছরের বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়নের উপাত্ত উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ৪.৭: জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০	-৫.৫০
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদানসহ)	-৪.৫০	-৪.৭০	-৪.৮০	-৪.৮০	-৪.৮	-৫.৩০
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.৬১	৩.৫৯	৩.৫৩	২.৯৬	৩.১০	৩.৪৭
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত)	১.০৫	১.৫৬	১.২২	১.৮৫	১.৭০	১.৮৭
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদানসহ)	১.৪২	১.৮৫	১.৪৬	২.০৫	১.৮৬	২.০০

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক; জিডিপির ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬।

*অর্থ বিভাগের iBAS++ এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত ব্যয় অনুযায়ী , ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপির শতকরা হারে সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩.৮১, ৩.৭৭ ৩.৩৯ , ৫.৪ ও ৫.৫ শতাংশ।

লেখচিত্রঃ ৪.৫ জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

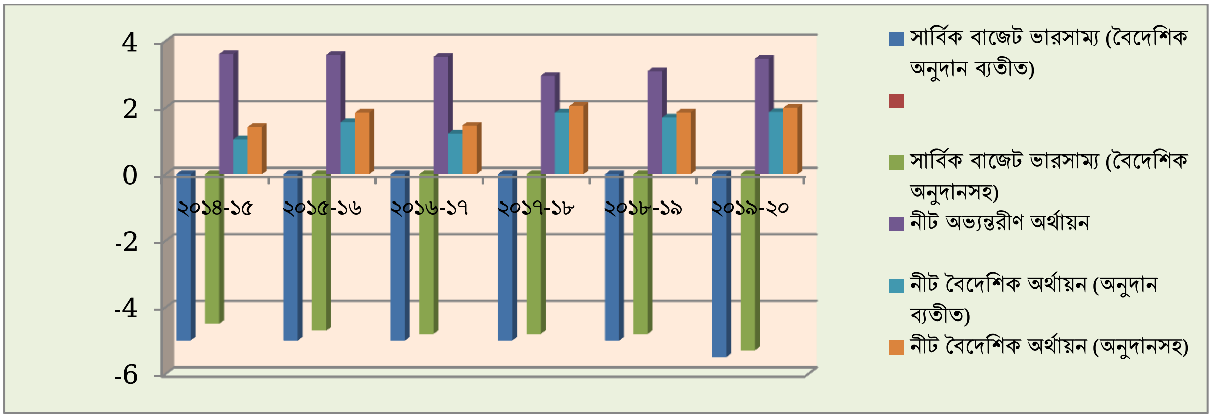

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক।
নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। জিডিপির ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬।

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত সার্বিক বাজেট ঘাটতি ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত জিডিপি’র ৫ শতাংশের মধ্যে বজায় রাখা হয়। কিন্তু ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর কারণে সার্বিক বাজেট ঘাটতি জিডিপি’র ৫ শতাংশ অতিক্রম করেছে।

সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা

সামাজিক কল্যাণে ব্যয় নির্বাহ, অপ্রত্যাশিত জরুরি ব্যয় মোকাবেলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত মোট ঋণের পরিমাণ (নীট) দাঁড়ায় ৭৩,৬৯২.৭০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ২.৯ শতাংশ। এ সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণের (নীট) পরিমাণ ছিল ১৯,৭৯২.৫০ কোটি টাকা এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ (সঞ্চয় অধিদপ্তরের স্কীমসহ) ৫৩,৯০০.২০ কোটি টাকা ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২০ শেষে নীট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬২,৫৯৩.৭০ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার গৃহীত ঋণের গতিধারা লেখচিত্র ৪.৬ এবং সারণি-৪.৮ –এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৪.৮: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) গতিধারা

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি'র শতকরা অংশ
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
২০১৪-১৫	-১৮২১.৯	৬৮৩৯.৪	-৮৬৬১.৩	৩৪৯৮০.৩	২৬০১৯.০	১.৭
২০১৫-১৬	১২৫৪৮.৭	-৯৭৩৩.৯	২৮১৪.৮	৩৪২০৬.০	৩৭০২০.৮	২.০
২০১৬-১৭	-৫২০.২	-১৭৮৮৪.৮	-১৮৪০৫.০	৫৩৬৮৯.২	৩৫২৮৪.২	১.৮
২০১৭-১৮	৯৬১৯.৩	-১২৪৮৫.৭	-২৮৬৬.৪	৪৭৪৯০.৭	৪৪৬২৪.৩	২.০
২০১৮-১৯	৯২৯৩.০	১০৪৯৯.৫০	১৯৭৯২.৫০	৫৩৯০০.২০	৭৩৬৯২.৭০	২.৯
২০১৯-২০*	১৭২২.২	৪৯০৮০.৩	৫০৮০২.৬০	১১৭৯১.১০	৬২৫৯৩.৭০	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; * জুলাই ২০১৯-জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৪.৬: অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণ

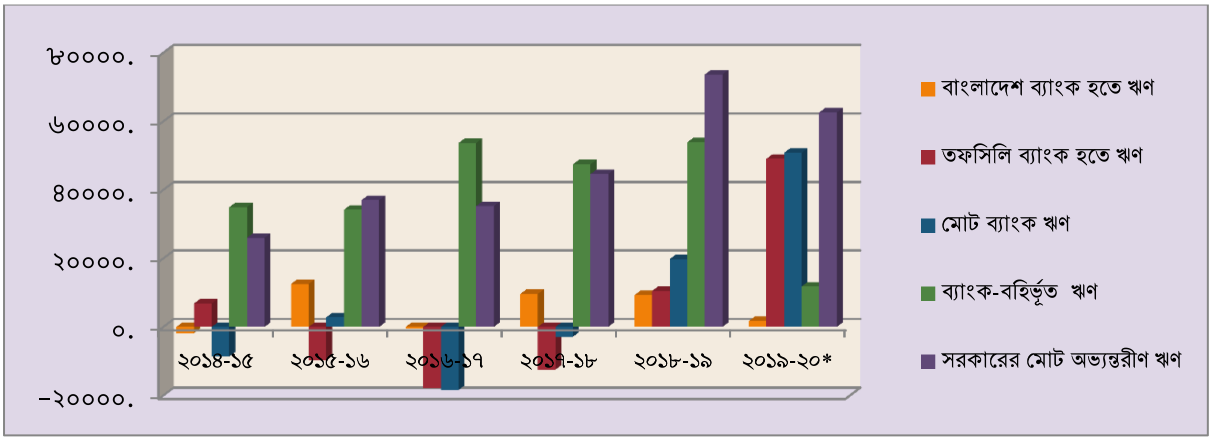

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; * জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিণত করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরসমূহের বাজেটে বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা ক্রমহ্রাসমান হলেও অংকের দিক বিবেচনায় বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে । ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার ছাড়করণের (Disbursement) পরিমাণ স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ এবং দ্বিতীয় বারের মতো ৬.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে (প্রকৃত পরিমাণ ৬.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি (Commitment)-এর পরিমাণ তৃতীয় সর্বোচ্চ যা ৯.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ৬৫৪২.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রাপ্তি হতে ২.৭২ শতাংশ বেশী। এ সময়ে দায় পরিশোধ ছিল ১৫৯৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দায় পরিশোধের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ৫৭.০০ মিলিয়ন কম।

উল্লেখ্য, ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বৈদেশিক সহায়তার নীট প্রবাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বৈদেশিক সহায়তার নীট প্রবাহ ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে সামান্য হ্রাস পেয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত যে পরিমাণ বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া গেছে তা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বৈদেশিক উৎস হতে সহায়তা আহরণের পাশাপাশি সংগৃহীত সহায়তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুসমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ সময়কালে বিভিন্ন অর্থবছরে ঋণ ও অনুদানের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণ, ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ সারণি ৪.৯ ও লেখচিত্র এ সন্নিবেশ করা হলোঃ

সারণি ৪.৯ বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন ইউএস ডলার)

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
১	২	৩	৪(=২+৩)	৫	৬	৭(=৫+৬)	৮(=৪-৬)	৯(=৪-৭)
২০১৪-১৫	৫৭১	২৪৭২	৩০৪৩	১৮৮	৯০৯	১০৯৭	২১৩৪	১৯৪৬
২০১৫-১৬	৫৩১	৩০৩৩	৩৫৬৪	২০২	৮৪৯	১০৫১	২৭১৫	২৫১৩
২০১৬-১৭	৪৫৯	৩২১৮	৩৬৭৭	২২৯	৮৯৪	১১২৩	২৭৮৩	২৫৫৪
২০১৭-১৮	৩৮৩	৫৯৮৭	৬৩৭০	২৯৯	১১১০	১৪০৯	৫২৬০	৪৯৬১
২০১৮-১৯	২৭৯	৬২৬৩	৬৫৪২	৩৯১	১২০২	১৫৯৩	৫৩৪০	৪৯৪৯
২০১৯-২০*	১৬৮	৩৩১৮	৩৪৮৬	২৮৩	৮১৭	১১০০	২৬৬৯	২৩৮৬

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

লেখচিত্রঃ ৪.৭ বৈদেশিক সহায়তার গতিধারা

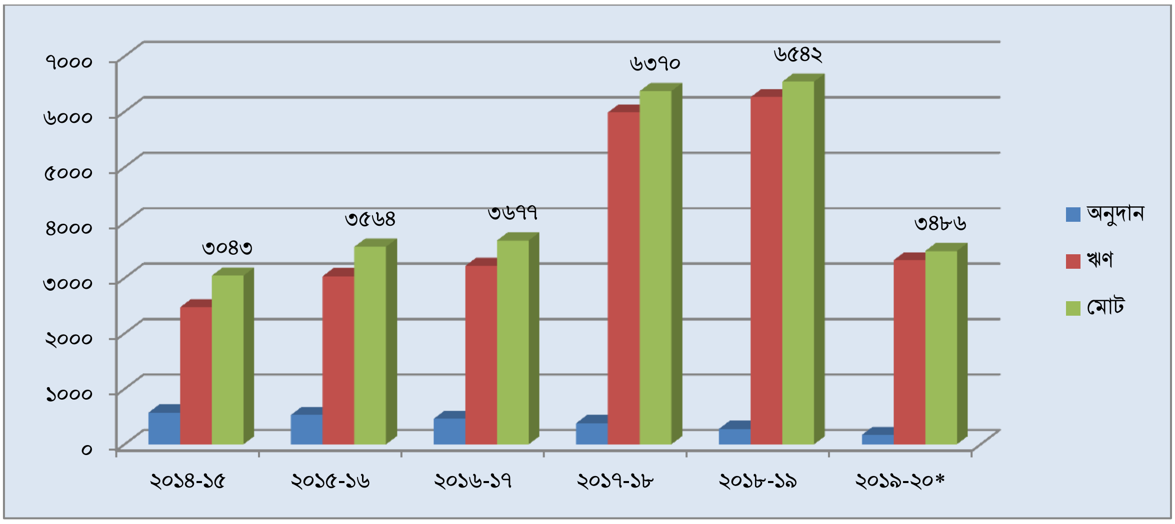

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বক্স ৪.৪: কোভিড ১৯ মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১	তৈরী পোষাকসহ রপ্তানিমূখী খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে বিশেষ তহবিল	৫ হাজার কোটি
২	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ব্যবসায় টিকিয়ে রাখতে স্বল্প সুদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রদান	৪০ হাজার কোটি
৩	ক্ষতিগ্রস্ত কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য স্বল্প সুদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রদান	২০ হাজার কোটি
৪	ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের আওতায় কাঁচামাল আমদানির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের আকার ৩.৫ বিলিয়ন ডলার হতে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা এবং এর সুদের হার ২ শতাংশে নির্ধারণ	১২ হাজার ৭৫০ কোটি
৫	রপ্তানিকারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম নামের ঋণ সুবিধা চালু করা	৫ হাজার কোটি
৬	করোনা রোগীদের সেবা প্রদানে নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ বিশেষ সম্মানী প্রদান	১০০ কোটি
৭	করোনা রোগীদের সেবা প্রদানে নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী এবং এ সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মচারী দায়িত্ব পালনকালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে বা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান	৭৫০ কোটি
৮	করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারনে হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য ৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ও ১ লক্ষ মেট্রিক টন গম বিতরণ	২ হাজার ৫০০ কোটি
৯	করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয়	৭৭০ কোটি
১০	করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারনে কর্মহীনতা ও আয়ের সুযোগ হ্রাস হতে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে সারাদেশে ৫০ লক্ষ উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেককে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে নগদ অর্থ বিতরণ	১ হাজার ২৫৮ কোটি
১১	করোনা ভাইরাসের প্রভাব থেকে দরিদ্র মানুষদের রক্ষা করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা ও প্রতিবন্ধি ভাতার উপকারভোগীর সংখ্যা মোট ১১ লক্ষ জন বৃদ্ধি	৮১৫ কোটি
১২	করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্থ গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ	২ হাজার ১৩০ কোটি
১৩	করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব পরবর্তী সময়ে কৃষকের উৎপাদিত ধান-চালের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও বাজারে চালের দাম স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ধান-চালের সরকারি সংগ্রহ ও বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা দুই লক্ষ মে: টন বৃদ্ধি	৮৬০ কোটি
১৪	কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সহায়তা প্রদান	৩ হাজার ২২০ কোটি
১৫	কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি	৯ হাজার ৫০০ কোটি
১৬	কৃষকের ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন	৫ হাজার কোটি
১৭	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম ঘোষণা	৩ হাজার কোটি
১৮	কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি খাতে গ্রামের দরিদ্র কৃষক, বিদেশফেরত প্রবাসী শ্রমিক এবং প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুবাদের গ্রামীণ এলাকায় ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ	২ হাজার কোটি
১৯	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসের স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারি ভর্তুকি	২ হাজার কোটি
২০	এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম (Credit Guarantee Scheme)	২ হাজার কোটি
২১	রপ্তানিমূখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকাশিল্পের দু:স্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম	১ হাজার ৫০০ কোটি
মোট (টাকায়)		১ লক্ষ ২০ হাজার ১৫৩ কোটি
মোট (মা: ডলারে)		১৪ হাজার ১৪ মিলিয়ন
জিডিপি'র শতকরা হারে		৪.৩০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

সারণি ৪.১০: এক নজরে বাজেট

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০	প্রকৃত ২০১৮-১৯
রাজস্ব প্রাপ্তি (বিবরণী-১)	**৩,৪৮,০৬৯**	**৩,৭৭,৮১০**	**২,৫১,৮৭৯**
করসমূহ	৩,১৩,০৬৮	৩,৪০,১০০	২,২৫,৯৫৭
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন করসমূহ	৩,০০,৫০০	৩,২৫,৬০০	২,১৮,৬১৬
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	১২,৫৬৭	১৪,৫০০	৭,৩৪২
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৩৫,০০১	৩৭,৭১০	২৫,৯২১
বৈদেশিক অনুদান	৩,৪৫৪	৪,১৬৮	১,৬৭৭
মোট	**৩,৫১,৫২৩**	**৩,৮১,৯৭৮**	**২,৫৩,৫৫৬**
ব্যয়			
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	**২,৯৫,২৮০**	**৩,১০২৬২**	**২,৩৮,১১০**
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	২,৭৪,৯০৭	২,৭৭,৯৩৪	২,১৭,৮০৭
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৫২,৭৯৬	৫২,৭৯৭	৪৬,০১৫
বৈদেশিক ঋণের সুদ	৪,৮৬৮	৪,২৭৩	৩,৪৪৬
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়/২	২০,৩৭৩	৩২,৩২৮	২০,৩০২
খাদ্য হিসাব/৩	**৬৫৪**	**৩০৮**	**৪,২৩৩**
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)/৪	**৩,২৯৪**	**৯৩৭**	**-১,৭০৮**
উন্নয়নমূলক ব্যয়	**২,০২,৩৪৯**	**২,১১,৬৮৩**	**১,৫১,০৫৫**
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি/৫	১,৮৩৩	১,৪৬৩	১৮৪
এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প	৪,৮৪৬	৫,৩১৫	২,৭৯৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/৬	১,৯২,৯২১	২,০২,৭২১	১,৪৭,২৮৭
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি বহির্ভূত) ও স্থানান্তর/৭	২,৭৪৮	২,১৮৪	৭৮৯
মোট-ব্যয়	**৫,০১,৫৭৭**	**৫,২৩,১৯০**	**৩,৯১,৬৯০**
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	**-১,৫০,০৫৪**	**-১,৪১,২১২**	**-১,৩৮,১৩৪**
(জিডিপির শতকরা হার)	-৫.৩	-৪.৮	-৫.৪
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	**-১,৫৩,৫০৮**	**-১,৪৫,৩৮০**	**-১,৩৯,৮১১**
(জিডিপির শতকরা হার)	-৫.৫	-৫.০	-৫.৫০
অর্থ সংস্থান			
বৈদেশিক ঋণ-নীট	**৫২,৭০৯**	**৬৩,৮৪৮**	**৩১,২৮৯**
বৈদেশিক ঋণ	৬৩,৬৫৯	৭৫,৩৯০	৪৪,৭৯০
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-১০,৯৫০	-১১,৫৪২	-১৩,৫০১
অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৯৭,৩৪৫**	**৭৭,৩৬৩**	**১,০৬,৮৪৫**
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	৮২,৪২১	৪৭,৩৬৪	২৯,৪৭৯
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	৫৯,৯৮৬	২৮,০৯৪	৩৪,৫৮৭
স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	২২,৪৩৫	১৯,২৭০	২১,১২৯
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	১৪,৯২৪	৩০,০০০	৭২,২৫৮
জাতীয় সঞ্চয় কার্যক্রম (নীট)	১১,৯২৪	২৭,০০০	৫০,৩৫৭
অন্যান্য	৩,০০০	৩,০০০	২১,৯০০
মোট অর্থসংস্থান	**১,৫০,০৫৪**	**১,৪১,২১২**	**১,৩৮,১৩৪**
মেমোরেন্ডাম আইটেমঃ জিডিপি:	**২৮,০৫,৭০০**	**২৮,৮৫,৮৭২**	**২৫,৩৬,১৭৭**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ। **নোট:** জিডিপির ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬।

পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরেও অন্তর্ভুক্তিমূলক, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সহায়ক এবং পরিবেশবান্ধব মুদ্রানীতি অনুসৃত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতির হারকে ৫.৫ শতাংশে সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৩.০ শতাংশ ও ১২.০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১২.৫৭ শতাংশ ও ১০.৬৯ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১০.৩৭ শতাংশ ও ৭.৬৯ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ১৫.১৮ শতাংশ ও ৯.১৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১৩.৬৪ শতাংশ ও ১২.৫৪ শতাংশ। অন্যদিকে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলেও ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে ৪.১৫ শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে ৪.০৯ শতাংশে দাঁড়ায়। বিগত বছরগুলোতে ব্যাপক মুদ্রার পরিমাণ জিডিপি'র অনুপাতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও গত ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে সামান্য হ্রাস পেয়ে ৪৭.৯৭ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি ও মুদ্রা সরবরাহের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও, আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (financial inclusion) আওতায় নিয়ে আসার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উভয় পুঁজিবাজারের (ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ) কিছুটা অস্থিরতা পরিলক্ষিত হওয়ায় সার্বিকভাবে মূল্যসূচক ও বাজার মূলধনের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারিদের আস্থা ফিরিয়ে এনে স্থিতিশীল ও যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে সমর্থন যোগানোর পাশাপাশি মূল্যস্তরসহ সামষ্টিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছর এর মুদ্রানীতি এবং অর্থ ও ঋণ কর্মসূচী প্রণীত হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরগুলোর ন্যায় বাংলাদেশ ব্যাংক এ বছরও অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপখাতসমূহে ঋণ যোগানের বিভিন্ন দিক ও মাত্রা তদারকিসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উৎপাদনমুখী ও প্রয়োজনীয় খাতসমূহে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পর্যাপ্ত ঋণ যোগান নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সবুজ প্রকল্পসমূহে অর্থায়নের উপরও মুদ্রানীতিতে গুরুত্বারোপ অব্যাহত রয়েছে।

মূল্যস্ফীতি ৫.৫০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রেখে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.২০ শতাংশ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছর এর জন্য মুদ্রানীতি এবং আর্থিক প্রোগ্রাম প্রণীত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ চাহিদা, বিনিয়োগ এবং ভোগজনিত কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৭.৮০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি জোরালোভাবে বেড়ে দাঁড়ায় ৮.১৫ শতাংশ। রপ্তানির ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির সাথে চলমান বাণিজ্য বিরোধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ধীর গতিসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পূর্ব থেকেই বজায় ছিল। অধিকন্তু, সম্প্রতি বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস, দীর্ঘমেয়াদি সাধারণ ছুটির ফলে সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থবিরতাসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে কাঙ্খিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়নি।

২০১৯-২০ অর্থবছর এর জন্য ব্যাপক মুদ্রা, রিজার্ভ মুদ্রা এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি বার্ষিক ভিত্তিতে প্রক্ষেপিত হয়েছে যথাক্রমে ১৩.০, ১২.০ এবং ১৫.৫ শতাংশে; অন্যদিকে, লেনদেন ভারসাম্যের প্রক্ষেপণের উপর ভিত্তি করে নীট বৈদেশিক সম্পদ চলতি অর্থবছরে ৪.২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপিত হয়েছে। অধিকাংশ মূখ্য আর্থিক এবং ঋণ চলকসমূহ জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২০ সময়কালে মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত কর্মসূচির মধ্যেই রয়েছে। ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ১৩.০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর তুলনায়

ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ দাঁড়িয়েছে ১২.৬ শতাংশ; যেখানে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৪.৫ শতাংশ। সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি জোরালোভাবে বেড়ে যাওয়ায় আলোচ্য সময়ে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটে; যদিও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ৯.১৩ শতাংশে পরিমিত রয়েছে। রাজস্ব সংগ্রহে নিম্ন প্রবৃদ্ধি এবং জাতীয় সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় এবং সরকারি খাতে নীট ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটে। উল্লেখ্য, সরকারি খাতে নীট ঋণের প্রবৃদ্ধি ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর তুলনায় ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ দাঁড়িয়েছে ৭৪.৫৫ শতাংশ। সরকারি খাতে নীট ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও রপ্তানি ও আমদানির নিষ্প্রভতা একইসাথে কু-ঋণ হ্রাসকরণ ও অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রদান নিরুৎসাহিতকরণে ব্যাংকসমূহের সতর্ক অবস্থানের কারণে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি পরিমিত থাকায় নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি (১৫.০%) মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত প্রবৃদ্ধির (১৫.৫%) নিচে থাকে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হওয়া সত্ত্বেও রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহে শক্তিশালী অবস্থানের কারণে প্রকৃত নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি (ফেব্রুয়ারি ২০২০ এ ৪.৫%) মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত প্রবৃদ্ধি হার (৪.২%) অতিক্রম করে।

পরিমিত ঋণের চাহিদা সত্ত্বেও মূলত সরকারি খাতে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ঋণ এবং আমানতের ভারিত গড় সুদের হার ২০১৯-২০ অর্থবছর এর প্রথমার্ধে ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায় যে, ঋণ এবং আমানতের ভারিত গড় সুদের হার জুন ২০১৯-এ যথাক্রমে ৯.৫৮ ও ৫.৪৩ শতাংশ ছিল, যা ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৯.৬২ এবং ৫.৫৩ শতাংশে দাঁড়ায়।

কোভিড-১৯ এর সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাব হতে অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দুই দফায় Cash Reserve Ratio (CRR) মোট ১৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে গত ১৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ৪.০ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। পাশাপাশি, রেপো রেট ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে গত ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ৫.২৫ শতাংশে এবং প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের জন্য যথাক্রমে Advance-Deposit Ratio (ADR) এবং Investment-Deposit Ratio (IDR) গত ১৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ২ শতাংশ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৮৭ শতাংশ এবং ৯২ শতাংশ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহের ফলে বাজারে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

২০১৯-২০ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money), ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১০.৬৯ শতাংশ, ১২.৫৭ শতাংশ এবং ৯.৮৯ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে ঋণের ৭৬.২৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। সারণি ৫.১-এ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি ৫.১: মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(সময় শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	**২০১৩-১৪**	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**ফেব্রু' ১৯**	**ফেব্রু' ২০**
সংকীর্ণ মুদ্রা	১৪.৬০	১৩.৫৩	৩২.১০	১৩.০১	৬.১৭	৭.২২	১১.৪	৯.৮৯
ব্যাপক মুদ্রা	১৬.০৯	১২.৪২	১৬.৩৫	১০.৮৮	৯.২৪	৯.৮৮	১০.৩৭	১২.৫৭
রিজার্ভ মুদ্রা	১৫.৪৬	১৪.৩৩	৩০.১২	১৬.২৮	৪.০৪	৫.৩২	৭.৬৯	১০.৬৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)

সংকীর্ণ মুদ্রা ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে ৭.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৬.১৭ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.৮৯ শতাংশ যা পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১১.৪০ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে সংকীর্ণ মুদ্রার উপাদানের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১০.৮৬ শতাংশ ও তলবি আমানত ৮.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৩.৭৩ শতাংশ এবং তলবি আমানত ৮.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্যাপক মুদ্রা (এমঽ)

ব্যাপক মুদ্রার (এমঽ) স্থিতি জুন ২০১৯ শেষে ১২,১৯,৬১১.৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৮ শেষে ছিল ১১,০৯,৯৮১.০ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে) ব্যাপক মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩,০৬,৪৯৬.৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১০.৩৭ শতাংশ। আলোচ্য অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় মেয়াদি আমানত ১৩.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে ১০.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সারণি- ৫.২-এ ব্যাপক মুদ্রার (এমঽ) উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২ এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রা (এমঽ) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা অবদান উপস্থাপন করা হলো।

লেখচিত্রঃ ৫.১: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা (বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

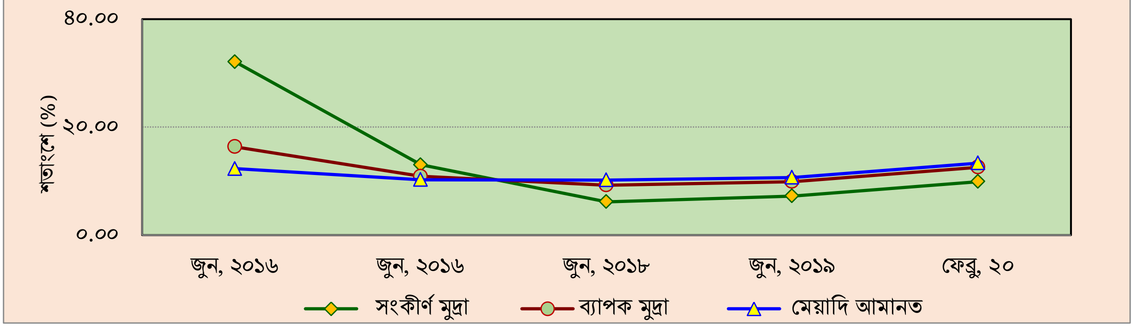

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৫.২: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন, ২০১৬	জুন, ২০১৭	জুন, ২০১৮	জুন, ২০১৯	ফেব্রু, ১৯	ফেব্রু, ২০
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৩৩১৩৫.৬	২৬৬৬৯৭.০	২৬৪৬৭৪.৪	২৭২৩৯৯.৫	২৬৫৪৪১.৪	২৭৭৪৮৬.৫
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৬৮৩২৪২.৩	৭৪৯৩৭৯.১	৮৪৫৩০৬.৬	৯৪৭২১২.০	৮৯৫১৩১.৪	১০২৯০১০.২
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ[১]	৮০১২৮০.১	৮৯০৬৭০.২	১০২১৬২৬.৬	১১৪৬৮৮৪.৭	১০৮৬২৬৩.১	১২৫১১৭৪.৬
১) সরকারি খাত (নীট)	১১৪২১৯.৬	৯৭৩৩৩.৫	৯৪৮৯৫.১	১১৩২৭৩.৪	৯২০৪৬.০	১৬২২৪১.৬
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	১৬০৫১.১	১৭২৮০.২	১৯২০০.০	২৩৩৫৫.৬	২৩৮৬৮.৪	৩০০৩৩.৬
৩) বেসরকারি খাত	৬৭১০০৯.৪	৭৭৬০৫৬.৫	৯০৭৫৩১.৫	১০১০২৫৫.৭	৯৭০৩৪৮.৭	১০৫৮৮৯৯.৪
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১১৮০৩৭.৮	-১৪১২৯১.১	-১৭৬৩২০.০	-১৯৯৬৭২.৭	-১৯১১৩১.৭	-২২২১৬৪.৪
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এমঌ)	২১২৪৩০.৭	২৪০০৭৮.৫	২৫৪৮৯৩.৭	২৭৩২৯৩.৪	২৫২৩৭৩.৯	২৭৭৩৩৩.৭
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১২২০৭৪.৫	১৩৭৫৩১.৮	১৪০৯১৭.৫	১৫৪২৮৭	১৪৫৯৬৩	১৬১৮২০.৫
খ) তলবি আমানত[২]	৯০৩৫৬.২	১০২৫৪৬.৭	১১৩৯৭৬.৩	১১৯০০৬.৪	১০৬৪১০.৯	১১৫৫১৩.২
৪. মেয়াদি আমানত	৭০৩৯৪৭.২	৭৭৫৯৯৭.৬	৮৫৫০৮৭.৩	৯৪৬৩১৮.১	৯০৮১৯৮.৯	১০২৯১৬৩.০
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এমঽ) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	৯১৬৩৭৭.৯	১০১৬০৭৬.১	১১০৯৯৮১.০	১২১৯৬১১.৫	১১৬০৫৭২.৮	১৩০৬৪৯৬.৭
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৩.২০	১৪.৪০	-০.৭৬	২.৯২	১.১৮	৪.৫৪
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৪.১৮	৯.৬৮	১২.৮০	১২.০৬	১৩.৪২	১৪.৯৬
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৪.২২	১১.১৬	১৪.৭০	১২.২৬	১৩.৬৪	১৫.১৮
১) সরকারি খাত (নীট)	৩.৫৯	-১৪.৭৮	-২.৫১	১৯.৩৭	২২.৬১	৭৬.২৬
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	-৩.৭১	৭.৬৬	১১.১১	২১.৬৪	২৮.৬১	২৫.৮৩
৩) বেসরকারি খাত	১৬.৭৮	১৫.৬৬	১৬.৯৪	১১.৩২	১২.৫৪	৯.১৩
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	১৪.৪৪	১৯.৭০	২৪.৭৯	১৩.২৪	১৪.৬৮	১৬.২৪
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এমঌ)	৩২.১০	১৩.০১	৬.১৭	৭.২২	১১.৪০	৯.৮৯
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৩৮.৮১	১২.৬৬	২.৪৬	৯.৪৯	১৩.৭৩	১০.৮৬
খ) তলবি আমানত	২৩.৯৯	১৩.৪৯	১১.১৫	৪.৪১	৮.৩৫	৮.৫৫
৪. মেয়াদি আমানত	১২.৩১	১০.২৪	১০.১৯	১০.৬৭	১০.০৮	১৩.৩২
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এমঽ) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	১৬.৩৫	১০.৮৮	৯.২৪	৯.৮৮	১০.৩৭	১২.৫৭

উৎসঃবাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট: ১/ ক্রমপুঞ্জিভূত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভুক্ত।

লেখচিত্র ৫.২: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানভিত্তিক বিভাজন

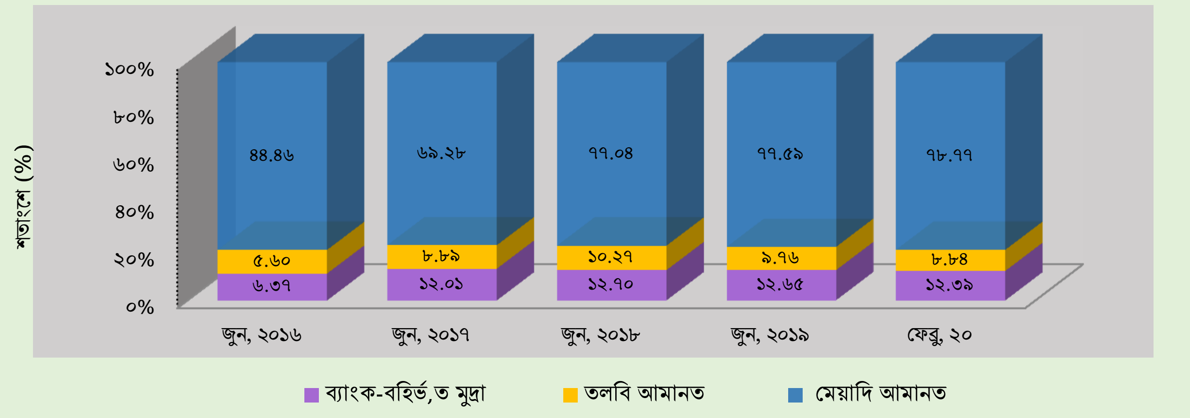

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১২.২৬ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.৭০ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৫.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ের ১৩.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় বেশি। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯.১৩ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১২.৫৪ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ বৃদ্ধি পায় ৭৬.২৬ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ২২.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে সরকারি খাতের নীট ঋণের পরিমাণ এবং বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের যথাক্রমে ১২.৯৭ শতাংশ ও ৮৪.৬৩ শতাংশ, যা জুন ২০১৯ শেষে ছিল ৮৮.০৯ শতাংশে দাঁড়ায়।।

রিজার্ভ মুদ্রা

২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি দাঁড়ায় ২,৪৬,১৮৭.৭ কোটি টাকা, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে ছিল ২,৩৩,৭৪৩.০ কোটি টাকা। জুন ২০১৮ এর তুলনায় জুন ২০১৯ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৫.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৪.০৪ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫০,৯৮৮.৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ১.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ০.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ৪.০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে ১.২৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন, ২০১৬	জুন, ২০১৭	জুন, ২০১৮	জুন, ২০১৯	ফেব্রু, ১৯	ফেব্রু, ২০
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	**১৩২৩০৪.৯**	**১৫১২৬৫.২**	**১৫৪৯৪০.৫**	**১৭০৩৮৭.১**	**১৫৮৯৩৫.৬**	**১৭৫২২২.৬**
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	**৬০২৯৯**	**৭২৭৩২.৭**	**৭৮০৪৩.৪**	**৭৫০১২.১**	**৬৭১৩৪.০**	**৭৪৯৮৬.৫**
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	**৫৯৭.১**	**৬৬১.৫**	**৭৫৯.১**	**৭৮৮.৫**	**৬৭৩.০**	**৭৭৯.৫**
৪. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২+৩)	**১৯৩২০১.০**	**২২৪৬৫৯.৪**	**২৩৩৭৪৩.০**	**২৪৬১৮৭.৭**	**২২৬৭৪২.৬**	**২৫০৯৮৮.৬**
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	**৩৪.৭৯**	**১৪.৩৩**	**২.৪৩**	**৯.৯৭**	**১২.৬২**	**১০.২৫**

২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২০.৯৯	২০.৬২	৭.৩০	-৩.৮৮	-২.২৫	১১.৭০
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২২.০৬	১০.৭৯	১৪.৭৫	৩.৮৭	-১০.০৭	১৫.৮২
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	৩০.১২	১৬.২৮	৪.০৪	৫.৩২	৭.৬৯	১০.৬৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রার উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন, ২০১৬	জুন, ২০১৭	জুন, ২০১৮	জুন, ২০১৯	ফেব্রু, ১৯	ফেব্রু, ২০
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	২১৮৮৮৯.৪	২৫২০২৭	২৫৩৫০৯.৮	২৫৭১৯৫.৪	২৫০৩২০.৮	২৬০৩৪৩.৪
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-২৫৬৮৮.৪	-২৭৩৬৭.৬	-১৯৭৬৬.৮	-১১০০৭.৭	-২৩৫৭৮.২	-৯৩৫৪.৮
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	২৬৩৮০.৫	২৫১৬৬.৫	৩৫৬৬৮.৭	৪৩৭৪৫.৮	২৬৮০৭.৩	৪৮২২৩.৬
ক.১. সরকারের নিকট	১৩৩৭৩.৭	১২৯৭৭.৭	২২৫৭২.২	৩১১৮৯.০	১৩৩৭০.৮	২৬৩২৯.১
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	২০১৫.৫	২১৫৭.৮	২৩৬৭.৮	২৩৮০.৪	২৩৫২.৬	২৫৭৪.৯
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	৬০২৪.৪	৫০৫৪.৪	৫৫৮২.৫	৫৩৮৬.৯	৬৩০০.৩	১৪৪৪০.৩
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানত গ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৪৯৬৬.৯	৪৯৭৬.৬	৫১৪৬.২	৪৭৮৯.৫	৪৭৮৩.৬	৪৮৭৯.৩
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৫২০৬৮.৯	-৫২৫৩৪.১	-৫৫৪৩৫.৫	-৫৪৭৫৩.৫	-৫০৩৮৫.৫	-৫৭৫৭৮.৪
৩. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২)	১৯৩২০১.০	২২৪৬৫৯.৪	২৩৩৭৪৩.০	২৪৬১৮৭.৭	২২৬৭৪২.৬	২৫০৯৮৮.৬
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৩.৩৯	১৫.১৪	০.৫৯	১.৪৫	-১.২৮	৪.০০
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-১১.১৫	৬.৫৪	-২৭.৭৭	-৪৪.৩১	-৪৫.১৯	-৬০.৩২
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	৯৮.৭১	-৪.৬০	৪১.৭৩	২২.৬৪	৩৯.৬০	৭৯.৮৯
ক.১. সরকারের নিকট	১৫৫০.০৬	-২.৯৬	৭৩.৯৩	৩৮.১৭	৮৮.৯০	৯৬.৯১
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	-৬.৭২	৭.০৬	৯.৭৩	০.৫৩	৬.৪০	৯.৪৫
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	৬.৪৫	-১৬.১০	১০.৪৫	-৩.৫০	২৬.২০	১২৯.২০
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৬.৯২	০.২০	৩.৪১	-৬.৯৩	-২.৭৯	২.০০
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	২৩.৪২	০.৮৯	৫.৫২	-১.২৩	-১৯.০৩	১৪.২৮
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	৩০.১২	১৬.২৮	৪.০৪	৫.৩২	৭.৬৯	১০.৬৯

উৎসঃবাংলাদেশব্যাংক

২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ৮,৬১৬.৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে ৯,৫৯৪.৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ১৯৫.৬ কোটি টাকা হ্রাস পায়, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫২৮.১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ১২,৯৫৮.৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৬,২৯২.৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ৮,১৪০.০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১,৩০৭.৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ২২২.৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৪১.৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুদ্রার গুণক (Money Multiplier)

২০১৮-১৯ অর্থবছরে রিজার্ভ মুদ্রার তুলনায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রা গুণক জুন ২০১৮ শেষের ৪.৭৪৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৯ শেষে ৪.৯৫৪ এ দাঁড়ায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মুদ্রা গুণক ৫.২০৫ এ দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে রিজার্ভ-আমানত অনুপাত এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাত দাঁড়ায় যথাক্রমে ০.৭৮৭ ও ০.১৪১।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে দাঁড়ায় ২.০৮ শতাংশ যা ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে ছিল ২.০৩ শতাংশ। সারণি ৫.৫ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ যথাক্রমে মুদ্রার আয় গতি ও জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি ৫.৫: মুদ্রার আয় গতি

(বিলিয়ন টাকায়)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)	ব্যাপক মুদ্রা (M2) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M2)	জিডিপি'র শতকরা হিসাবে ব্যাপক মুদ্রা
২০০৫-০৬	৪৮২৩.৪	১৮০৬.৭	২.৬৭	৩৭.৪৬
২০০৬-০৭	৫৪৯৮.০	২১১৫.০	২.৬০	৩৮.৪৭
২০০৭-০৮	৬২৮৬.৮	২৪৮৭.৯	২.৫৩	৩৯.৫৭
২০০৮-০৯	৭০৫০.৭	২৯৬৫.০	২.৩৮	৪২.০৫
২০০৯-১০	৭৯৭৫.৪	৩৬৩০.৩	২.২০	৪৫.৫২
২০১০-১১	৯১৫৮.৩	৪৪০৫.২	২.০৮	৪৮.১০
২০১১-১২	১০৫৫২.০	৫১৭১.১	২.০৪	৪৯.০১
২০১২-১৩	১১৯৮৯.২	৬০৩৫.১	১.৯৯	৫০.৩৪
২০১৩-১৪	১৩৪৩৬.৭	৭০০৬.২	১.৯২	৫২.১৪
২০১৪-১৫	১৫১৫৮.০২	৭৮৭৬.১	১.৯২	৫১.৯৬
২০১৫-১৬	১৭৩২৮.৬৪	৯১৬৩.৮	১.৮৯	৫২.৮৮
২০১৬-১৭	১৯৭৫৮.১৫	১০১৬০.৮	১.৯৪	৫১.৪৩
২০১৭-১৮	২২৫০৪.৭৯	১১০৯৯.৮	২.০৩	৫১.৫৭
২০১৮-১৯	২৫৪২৫.০	১২১১৬.১২	২.০৮	৪৭.৯৭
২০১৯-২০সা	২৭৯৬৩.৮	১৩৭৩১.১	২.০৪	৪৯.১০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিবিএস।
সা =সাময়িক

লেখচিত্র ৫.৩: জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা

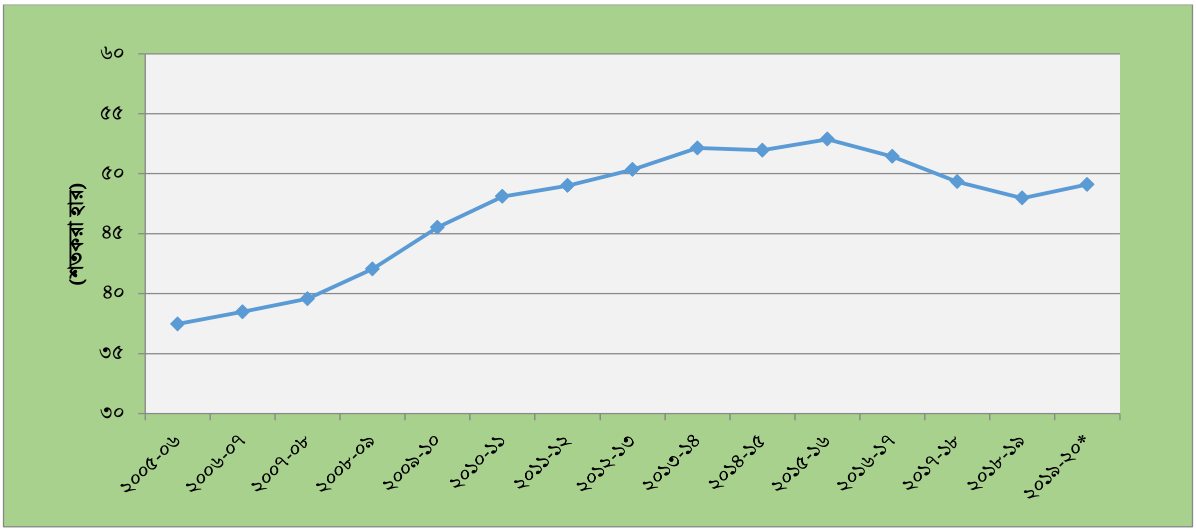

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সুদের হার পরিস্থিতি

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদ হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সময় উপযোগী নির্দেশনা ২০১৯-২০ অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। এসএমই খাতসহ অন্যান্য খাতে ঋণের সুদ হার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের লক্ষ্যে ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তা ঋণ ছাড়া অন্যান্য ঋণ এবং আমানতের গড়-ভারিত সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) অর্থাৎ অনূর্ধ্ব ৪ শতাংশ পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ এবং আমানতের সুদ হারে মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হলেও ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষের ৯.৫৫ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে দাঁড়ায় ৯.৪ শতাংশ যা ফেব্রুয়ারি

২০২০ শেষে আবার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯.৬২ শতাংশ। একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষের ৫.১৮ শতাংশ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে দাঁড়ায় ৫.৩৪ শতাংশ যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে দাঁড়ায় ৫.৫৩ শতাংশ। আলোচ্য ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষের ৪.১৫ শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে দাঁড়ায় ৪.০৯ শতাংশ । ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যাবধান লেখচিত্র- ৫.৪-এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৫.৪: ভারিত গড় ঋণ ও আমানত সুদ হারের গতিধারা

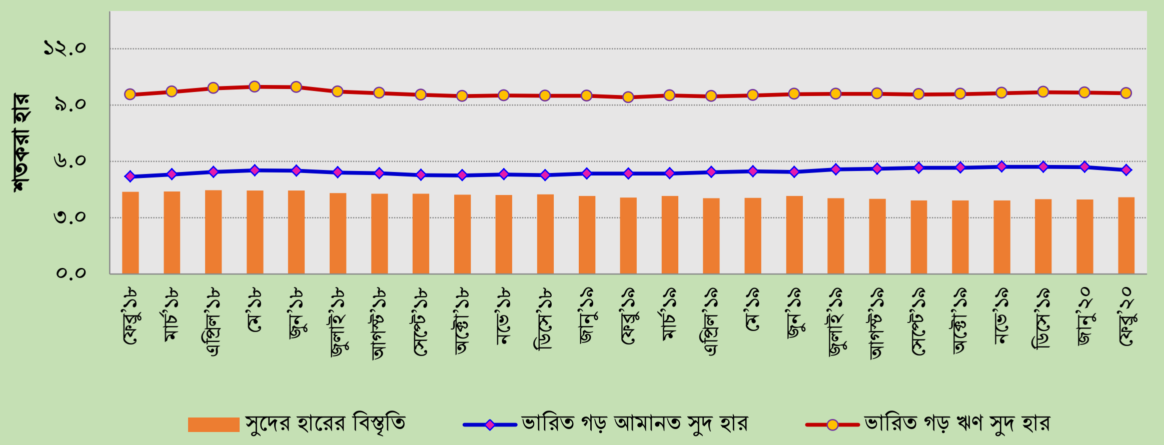

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলতঃ ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (SOCBs), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (PCBs), বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (FCBs), সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (SBs), ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFIs), ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB), হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন (HBFC) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন (BSEC)।

ব্যাংকিং খাত

ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৬০টি তফসিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪২টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এছাড়াও,তফসিলভুক্ত নয় এমন ৫টি ব্যাংক যেমন- আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ শেষে ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী তফসিলিভুক্ত ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থার কাঠামো এবং ফেব্রুয়ারি, ২০২০ শেষে সম্পদের শতকরা অংশ ও মোট আমানতের শতকরা অংশ সারণি-৫.৬ এ সন্নিবেশিত হলো।

সারণি: ৫.৬: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			মোট সম্পদের শতকরা অংশ*	মোট আমানতের শতকরা অংশ*
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট		
১। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬	১৭৫৫	২০১৯	৩৭৭৪	২৪.৫০	২৪.৭৭
২। বিশেষায়িত ব্যাংক	৩	২৭৮	১২০৫	১৪৮৩	২.১৯	২.৪৯
৩। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪২	৩৩৫২	১৯০৯	৫২৬১	৬৭.৭৯	৬৮.২২
৪। বিদেশি ব্যাংক	৯	৬৫	০	৬৫	৫.৫১	৪.৫২
মোট	৬০	৫৪৫০	৫১৩৩	১০৫৮৩	১০০	১০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, *ফেব্রুয়ারি ২০২০।

ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৬০টি তফসিলি ব্যাংক ১০,৫৮৩টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত শাখার সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৫,৪৫০টি (৫১.৫%) ও ৫,১৩৩টি (৪৮.৫%)। ব্যাংক গ্রুপ ও অঞ্চলভিত্তিক ব্যাংক শাখার পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শাখারসমূহের মধ্যে ১,৭৫৫টি (৪৬.৫%) শহরাঞ্চলে ও ২০১৯টি (৫৩.৫%) গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত, স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের শাখাসমূহের মধ্যে ৩,৩৫২টি (৬৩.৭%) শহরাঞ্চলে ও ১,৯০৯টি (৩৬.৩%) গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত, বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখাসমূহের মধ্যে ২৭৮টি (১৮.৭%) শহরাঞ্চলে ও ১,২০৫টি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত (৮১.৩%) এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর ৬৫টি শাখার সবগুলোই শহরাঞ্চলে অবস্থিত। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যাংক ব্যবস্থার মোট সম্পদের ৬৭.৭৯ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের এবং ২৪.৫০ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্গত। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যাংক ব্যবস্থার মোট আমানতের ৬৮.২২ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের এবং ২৪.৭৭ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্গত।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

দেশে বিদ্যমান অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, পরিবহন ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বমোট ২৭৬টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৩৭টি জেলায় আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে ৯৪টি শাখা ঢাকায় এবং অবশিষ্ট ১৮২টি শাখা ৩৬টি জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১১,৩৭৩.২৭ কোটি টাকা; তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮,০৬৯.৩৩ কোটি টাকা। এ সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ারহোল্ডারস ইক্যুয়িটির পরিমাণ ১১,৮৪০.৩৪ কোটি টাকা, মোট সম্পদ ৮৭,১৫২.৭২ কোটি টাকা, বিভিন্ন খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহরে মোট বিতরণকৃত ঋণ/লিজের পরিমাণ ৬৭,৬৩২.২৭ কোটি টাকা এবং মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ৬,৩৯৮.৭৬ কোটি টাকা যা মোট ঋণ/লিজের ৯.৫৩ শতাংশ। শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ ছাড়াও দেশের পুঁজিবাজারে এসব প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করে থাকে। ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে পুঁজিবাজারে প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৮৪১.৩২ কোটি টাকা।

দেশের অ-ব্যাংক আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে শক্তিশালীকরণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও কর্পোরেট সুশাসন আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদশে ব্যাংক সময়ে সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ (গাইডলাইন্স প্রণয়ন, সার্কুলার ও সার্কুলার লেটার জারি ইত্যাদি) গ্রহণ করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্য ও সেবা, বেজ রেট সিস্টেম, আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম, কমার্শিয়াল পেপার, কোড অব কন্ডাক্ট ইত্যাদি বিষয়ে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ হতে ২০১৯ সালে নানাবিধ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ কলমানি মার্কেট হতে ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা পুনঃনির্ধারণ, স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের শাস্তিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার তথ্যাদি CMMS (Corporate Memory Management System)-এ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স ও নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা নির্ধারণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বাড়ি/স্থাপনা ভাড়া/ইজারা গ্রহণে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা, পাট শিল্পখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতাদের সুবিধার্থে বকেয়া ঋণ ব্লক হিসাবে স্থানান্তরের বিষয়ে নির্দেশনা, ঋণ/লীজ/বিনিয়োগের অবলোপন (Write Off) সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, ইত্যাদি।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)

প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় উন্নয়নশীল একটি দেশের এগিয়ে চলার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি অন্যতম হাতিয়ার। দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উদ্যোগ নিম্নে বর্ণিত হ'লোঃ

- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠিকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ন্যূনতম ১০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে কৃষক, তাঁতী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র কারখানার কারিগর, তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, সকল প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ) ব্যক্তিসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের জন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত এ খাতে প্রায় ২,১৪,৫৪,৩৭০টি হিসাব খোলা হয়েছে।
- আর্থিক সেবাবঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১০ টাকার হিসাবধারীদেরকে সহজতর শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ২০০.০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ তহবিল হতে একজন গ্রাহক এককভাবে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার এবং দলগতভাবে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত এ স্কীমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬০.৫১ কোটি টাকা।
- পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যাংকে জমাকরণ ও তাদের ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্য ২০১৪ সালে চালুকৃত ১০ টাকার বিশেষ হিসাব খোলার নীতিমালাটি শিথিল করে তাদের পিতামাতার যে কোন একজন এর যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে, সংশ্লিষ্ট এনজিও মনোনীত প্রতিনিধি সমগ্র বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের নামে খোলা হিসাবের সংখ্যা ৭,৬৪৭৯ এবং উক্ত হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ ৩৮.১৮ লক্ষ টাকা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় জনসাধারণের কাছে ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয় সাশ্রয়ী করার পাশাপাশি গ্রামীণ অঞ্চল যেখানে লাভজনকভাবে প্রচলিত ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভবপর নয় এবং ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সেবা সরবরাহ সুবিধাজনক করার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আলোচ্য কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে এর অনুমোদন ও পরিচালনার জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৭ তে একটি পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৪টি ব্যাংককে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ২১টি ব্যাংক মাঠ পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত উক্ত ২১টি ব্যাংক ৭,৮৫৬টি এজেন্ট কর্তৃক ১১,৩২০টি আউটলেটের আওতায় ৫২,৬৮,৪৯৬টি হিসাবের মাধ্যমে সারাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে।
- অনিবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি বিনিয়োগ সুবিধা বিষয়ক তথ্য প্রচার, বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণ এবং অনিবাসীদের জন্য সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক/অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্বন্ধে অনিবাসী বাংলাদেশীদের অবহিত করার পাশাপাশি তাঁদের অভিযোগ, জিজ্ঞাসা এবং ফিডব্যাক প্রদান করতে একটি প্রগতিশীল, ইন্টারেক্টিভ ও অন-লাইন ডাটাবেজে সংরক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স প্রেরণকারী অনিবাসী বাংলাদেশীদের তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কোনো অনিবাসী তাঁর তথ্য প্রদান করে এই তথ্যভান্ডারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং এই তথ্যভান্ডারটি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অনিবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করছে।
- দেশের অর্থনীতিতে অনিবাসী বাংলাদেশীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং বৈধ পথে প্রবাস আয় প্রেরণ উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড' পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে।
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গুনগত আর্থিক সেবার প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে বিশ্বের নীতিনির্ধারকদের ক্ষমতায়নে বিশ্বব্যাপী একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছ 'অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন' (এএফআই)। বর্তমানে বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশের

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান এ সংস্থার সদস্য। ২০০৯ সালের জুন মাস থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

স্কুল ব্যাংকিং

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে দেশের আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ বছরের কম বয়সের শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সেবা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অন্যতম একটি পদক্ষেপ হচ্ছে স্কুল ব্যাংকিং। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী, ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত যে কোন শিক্ষার্থী তার পিতা-মাতা/অভিভাবকের সহায়তায় ন্যূনতম ১০০ টাকা জমার মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে পারবে । এসব ব্যাংক হিসাবে আকর্ষণীয় মুনাফা প্রদান, সার্ভিস চার্জ গ্রহণ না করা, এটিএম/ডেবিট কার্ড প্রদানসহ বিভিন্ন বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং স্কুল কেন্দ্রিক আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রসার ঘটছে। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট ১৯,৯২,৯০২টি স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হয়েছে যার বিপরীতে মোট জমার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৬২৫.৬১ কোটি টাকা।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করার মাধ্যমে এর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের শক্তিশালী অবকাঠামো উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রন ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগীতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ২,৭৫১.০০ কোটি টাকা (৩৫০.০০ মিলিয়ন মাঃ ডঃ) যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ৩৯৩.০০ কোটি টাকা (৫০.০০ মিলিয়ন মাঃ ডঃ) এবং প্রকল্প সাহায্য ২৩৫৮.০০ কোটি টাকা (৩০০.০০ মিলিয়ন মাঃ ডঃ)। প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদকাল ০১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত। এফএসএসপি'র আওতায় ৩টি প্রধান কম্পোনেন্টের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য উদ্যোগসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

এ কম্পোনেন্টের লক্ষ্য হল বাংলাদেশের আর্থিক তথ্য-প্রযুক্তি খাত আরো জোরদারকরণ, বিশেষতঃ (ক) পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ; বিশেষতঃ সরকারি পরিশোধ ব্যবস্থা, (খ) ঋণ তথ্য ব্যুরোর সরবরাহকৃত তথ্যের মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র-ঋণ তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে ঋণ তথ্য ব্যুরোর আওতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন, (গ) বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, এবং (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নততর আর্থিক বাজারের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিতকরণ।

২. প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে সমন্বিত ঝুঁকি ভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রবর্তন এবং তা আত্নীকরণে নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে। বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য বিধি নির্ভর তত্ত্বাবধান পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। ঝুঁকি ভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি অধিক কার্যকরী। এ কম্পোনেন্টটি একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ব্যাংকিং সিস্টেম নিশ্চিতকরণের জন্য ঝুঁকি ভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রবর্তনে সহায়তা করবে।

৩. উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা প্রদান

বর্তমান আর্থিক বাজার কাঠামোর অন্যতম একটি সমস্যা হচ্ছে দেশের উৎপাদনশীল খাতের দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ চাহিদা পূরণের অপর্যাপ্ত উৎস যা অপেক্ষাকৃত স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন দ্বারা দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ চাহিদা মেটানোর পরিবেশ তৈরি করছে এবং এর ফলে ব্যাংক এবং বিনিয়োগকারী উভয়ের জন্যই সমস্যা সৃষ্টি করছে। তবে, এসব সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচ্য কম্পোনেন্টের আওতায় অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Participating Financial Institutions- পিএফআই) মাধ্যমে নির্ধারিত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে উৎপাদনশীল খাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হবে। উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ব্যবসা স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং/অথবা আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়সহ

অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য এ সুবিধা পাওয়া যাবে। পিএফআইসমূহ এবং ঋণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে, ৩১টি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক পিএফআই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ২৮০.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর ঋণ আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে যার মধ্যে ২৩৬.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, একজন এনভায়রনমেন্টাল রেগুলেশন্স কমপ্লায়েন্স বিশেষজ্ঞ এবং একজন দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প অর্থায়ন পরামর্শক তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।

আলোচ্য প্রকল্পের সফল ও যথাযথ বাস্তবায়নান্তে দেশের আর্থিক বাজারের তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো জোরদার, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রন ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতা অধিকতর উন্নয়ন এবং উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

আইনগত সংস্কার

ব্যাংক-কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার উপর আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডারদের আস্থা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে বিভিন্ন খাতে ব্যয় সাশ্রয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ব্যাংকের ব্যবসার প্রসারে সুদ/চার্জ/ফি ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক করার সক্ষমতা বাড়াতে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিরুৎসাহিত করা হয়েছে যা ব্যাংকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ লক্ষ্যে, ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় হ্রাসকল্পে বিলাসবহুল যানবাহন, আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উচ্চ ব্যয় পরিহার করার জন্য ২০ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ব্যাংকিং খাতের (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের) খেলাপী ঋণ পরিস্থিতির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ পর্যালোচনা ও পরিমার্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সুপারিশ কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের কর্মকর্তাগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কমিটি কর্তৃক খেলাপী ঋণ হ্রাসকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৫টি আইন, যথাঃ (১) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১, (২) অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩, (৩) প্রস্তাবিত ফাইন্যান্স কোম্পানী আইন, ২০২০, (৪) নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১ এবং (৫) দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭ পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উক্ত ৫টি আইনের মধ্যে ৪টি আইন (ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১, অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩, প্রস্তাবিত ফাইন্যান্স কোম্পানী আইন, ২০২০ এবং নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১) পর্যালোচনান্তে সুপারিশমালা চূড়ান্তকরণপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং অবশিষ্ট আইন অর্থাৎ দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭ সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা অধিকতর সুসংহতকরণের লক্ষ্যে বর্ণিত আইনসমূহ যুগোপোযোগীকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা, আর্থিক খাতের সুশাসন, ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষদের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ, প্রায়োগিক সমস্যাসমূহ ইত্যাদি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো (বেসিক ব্যাংক লিঃ এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ ব্যতীত) সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করা হয়েছে। সমঝোতা স্মারক এর আওতায় ব্যাংকগুলোর দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন, শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাসকরণ, শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে নগদ আদায় নিশ্চিতকরণ, পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ সুদবাহী আমানত কাঙ্খিত মাত্রায় হ্রাসকরণ, ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান জোরদারকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সম্পদের গুনগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান সমঝোতা স্মারকে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এফডিবিপি (ফরেন ডকুমেন্টারি বিল পারচেজ) ক্রয়সহ ফোর্সড/পিএডি/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদে পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া, সমঝোতা স্মারকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা/শর্ত পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

ব্যাংকিং খাতে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রণীত 'Risk Management Guidelines for Banks' পরিমার্জন করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু অনুশীলন নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে তাদের পরিচালনা পর্ষদ, পর্ষদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি, ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং Chief Risk Officer (CRO) এর দায়িত্ব-কর্তব্য সুনির্দিষ্টকরণসহ

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো পুনর্বিন্যাসের নির্দেশনা উক্ত গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি গ্রহণ ও ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য Risk Appetite Framework –কে সুসংহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক ও কার্যকর পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আপামর জনগণের আর্থিক লেনদেনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রাহকদের জন্য ৩টি interoperable পরিশোধ ব্যবস্থা যথাঃ বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS), বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) ও ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB) বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া উচ্চ মূল্যের লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (BD-RTGS) স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে BACPS পরিশোধ ব্যবস্থায় দেশের যে কোন প্রান্ত হতে উপস্থাপিত চেক ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে BEFTN ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরণের ক্রেডিট ট্রান্সফার, যেমন-বেতনভাতাদি, বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ রেমিটেন্স, সামাজিক নিরাপত্তা, সঞ্চয়পত্রের আসল ও মুনাফা, কোম্পানী ডিভিডেন্ড, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস্ EFT ক্রেডিট এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয় এবং একই সাথে ইউটিলিটি বিল পেমেন্টস, ঋণ প্রদান, ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম, কর্পোরেট টু কর্পোরেট পেমেন্টস্ EFT ডেবিট এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। NPSB এর মাধ্যমে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিকভাবে ২৪/৭ এটিএম (ATM) বা পিওএস (POS) লেনদেন সুবিধা ভোগ করছে। আবার BD-RTGS এর মাধ্যমে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের উচ্চ মূল্যের লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে (Real time) নিষ্পন্ন করা যাচ্ছে।

Alternative Payment Channels হিসাবে ব্যাংকিং খাতে ১৪টি ব্যাংক ও একটি ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি মোবাইল ফোন প্রযুক্তির মাধ্যমে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) প্রদান করছে। এ সকল সেবাদানকারী ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স এর অর্থ বিতরণ, এজেন্ট/ব্যাংক শাখা/এটিএম/মোবাইল অপারেটর আউটলেট এর মাধ্যমে অর্থ আদান প্রদান/ লেনদেন, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, বেতন-ভাতা পরিশোধ, দুস্থ, বিধবা, বয়স্ক ও মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রদান, ব্যক্তিগত লেনদেন, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম গ্রহণ প্রভৃতি সেবা প্রদান করে থাকে। অব্যাংক পরিশোধ সেবাদানকারীরাও ব্যাংকের ন্যায় গ্রাহকদের অনুরূপ আর্থিক পরিসেবা প্রদান করছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস- এর আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত মোট এজেন্ট সংখ্যা ছিল ৯,৮৫,৯১৪ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৮.১৯ কোটি যার মধ্যে সক্রিয় হিসাবের সংখ্যা প্রায় ২.৭১ কোটি। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে মোট ২২.৬১ কোটি লেনদেন করা হয় যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৪১.৩৩ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ১.৪৩ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়ে থাকে।

ই-কমার্স বা অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক Payment Systems Operator (PSO) হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করেছে যারা, Payment Gateway ও Payment Aggregator সেবা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৪১টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি) এর কো-চেয়ার হিসেবে বাংলাদেশকে ২০১৮-২০২০ মেয়াদে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ এপিজির পরবর্তী বার্ষিক সভা আয়োজন করবে যা ২০২০ সালের ১৯-২৪ জুলাই মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল।
- বাংলাদেশের মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশনের ৩য় ফলোআপ রিপোর্ট আগস্ট, ২০১৯ মাসে প্রকাশিত হয়। এপিজি কর্তৃক উক্ত ফলোআপ রিপোর্টে এফএটিএফ এর সুপারিশ নং- ১৬ (অয়্যার ট্রান্সফার) ও ১৮ (ইন্টারনাল কন্ট্রোলস অ্যান্ড ফরেন ব্রাঞ্চেজ অ্যান্ড সাবসিডিয়ারিস) এর বিপরীতে প্রাপ্ত Partially Compliant (PC) রেটিং পরিবর্তন করে Compliant (C) রেটিং এ এবং সুপারিশ নং-০৯ (ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সিক্রেসি ল'জ), ২৬ (রেগুলেশন অ্যান্ড সুপারভিশন অব ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন্স) ও ৩৪ (গাইডেন্স অ্যান্ড ফিডব্যাক) এর বিপরীতে প্রাপ্ত Partially Compliant (PC) রেটিং পরিবর্তন করে Largely Compliant (LC) রেটিং এ উন্নীত করা হয়। ৩য় ফলোআপ রিপোর্ট অনুযায়ী এফএটিএফ এর ৪০টি সুপারিশের মধ্যে বাংলাদেশের

রেটিং-৮টি Compliant, ২৬টি Largely Complaint ও ৬টি Partially Compliant । উল্লেখ্য, এফএটিএফ এর ৪০টি সুপারিশের মধ্যে বাংলাদেশের কোনো Non- Compliant (NC) রেটিং নেই।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৯-২০২১ প্রণয়ন করেছে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে তথ্য বিনিময় এবং আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএফআইইউ গত ১৯ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশন, ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পুলিশ এর অপরাধ তদন্ত বিভাগ এবং ০২ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকসমূহের জন্য বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক গাইডলাইন্স জারি করা হয়েছে এবং এরই আলোকে তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র, ব্যাপ্তি, গ্রাহক সংখ্যা, প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পরিপালন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাংকের নিজস্ব গাইডলাইন্স/ম্যানুয়েল প্রণয়ন ও উক্ত গাইডলাইন্স/ম্যানুয়েল এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বিএফআইইউ কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য বিএফআইইউ সার্কুলার-২৪ জারি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংক, বীমাকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান, সম্পদ ব্যবস্থাপক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিক্রমে ব্যবসা পরিচালনাকারী অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে হিসাব খোলার প্রক্রিয়া সহজীকরণের নিমিত্ত ই-কেওয়াইসি গাইডলাইন্স জারি করা হয়েছে। গাইডলাইন্সটি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৯-২০২১ এ বর্ণিত সময়সীমা ডিসেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বিএফআইইউ সার্কুলার-২৫ জারি করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত) ৯টি দেশের এফআইইউ এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে- গুয়াতেমালা, প্যারাগুয়ে, কাতার, টোঙ্গা, লাটভিয়া, অ্যান্ডোরা, ইকুয়েডর, সেশেল ও মরিশাস। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজনে বিএফআইইউ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৭টি দেশের এফআইইউ এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।
- বিএফআইইউ ব্যাংকসহ অন্যান্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি বিএফআইইউ এর কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশে আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদারের লক্ষ্যে বিএফআইইউ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা; যেমন- এপিজি, এগমন্ট গ্রুপ, এফএটিএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও বিমসটেক এর মত সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিএফআইইউ এর কর্মকর্তাগণ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। ভুটান এবং মালদ্বীপের এফআইইউকে এগমন্ট গ্রুপের সদস্য পদ প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে বিএফআইইউ কো-স্পন্সর হিসেবে দেশ দুটিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া, বিএফআইইউ এর অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ এপিজি এর সাথে যৌথভাবে নেপালের মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশনে ও এডিবি এর সাথে যৌথভাবে ভিয়েতনামের প্রাক-মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশনে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কান্ট্রি রিভিউয়ার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া, বিএফআইইউ ভুটান এফআইইউকে আইটি সফটওয়্যার সরবরাহ করেছে ও নেপাল এফআইইউকে GoAML সফটওয়্যারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

বক্স ৫.১: ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের ভিত্তি সুসংহতকরণ ও ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। উক্ত নীতিমালাসমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নে বিশদ কার্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে বাসেল কাঠামো বাস্তবায়নে রোডম্যাপ সহ মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স জারি করে। ব্যাসেল-৩ এর মূল লক্ষ্য ব্যাংক খাতকে অধিকতর স্থিতিশীলতা প্রদানের পাশাপাশি এর ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানো এবং ব্যাংকসমূহকে একক ও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যত ব্যাংকিং খাতে উদ্ভূত আর্থিক বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় প্রস্তত করা। বাংলাদেশে অবস্থিত তফসিলি ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণপূর্বক তাদের ঝুঁকির প্রকৃতি ও পরিমান বিবেচনা করে ন্যূনতম ও পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করে।

ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় মূলধনের গুণগতমান বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের জন্য আবশ্যিকভাবে সংরক্ষিতব্য মূলধনের পরিমানও বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত ব্যাসেল-৩ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসারে শতকরা ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় মূলধন হার ১০ শতাংশ এবং এর মধ্যে শতকরা ৬ ভাগ Tier-1 মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। এর বাইরে অতিরিক্ত হিসেবে সর্বোচ্চ শতকরা ২.৫ ভাগ আপদকালীন সুরক্ষা তহবিল (Capital Conservation Buffer) রাখতে হবে। এই বাফার সংরক্ষণ ২০১৬ সাল হতে ০.৬২৫ শতাংশ হারে শুরু হয়েছে এবং ২০১৯ সাল শেষে তা ২.৫ শতাংশ থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ব্যাসেল-৩ এর আওতায় এই ঝুঁকিরোধক মূলধন তহবিল (capital buffer) ব্যাংক খাত তথা সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক খাতের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখার পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতের অতিরিক্ত ঋণ প্রবৃদ্ধির সময়কালীন উদ্ভূত ঝুঁকি মোকাবেলায় ভূমিকা পালন করবে।

তফসিলী ব্যাংকসমূহ মার্চ, ২০১৫ তারিখ হতে ব্যাসেল-৩ এর আলোকে মূলধন পর্যাপ্ততার প্রতিবেদন/বিবরণী প্রস্তত করছে। সে অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমগ্র ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন পর্যাপ্ততার হার (*CRAR*) ১১.৬৫ শতাংশ এবং CET1 অনুপাত ৭.৯৩ শতাংশ। যা সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাসেল-৩ নীতিমালার ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত (যথাক্রমে *CRAR* ১০ শতাংশ এবং CET1 ৪.৫ শতাংশ এর চেয়ে বেশি। উক্ত সময়ে ৫৮টি ব্যাংকের মধ্যে ৮টি ব্যাংক ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষনের হার CET1 এবং ১০টি ব্যাংক *CRAR* পরিপালন করতে সক্ষম হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাসেল-৩ এর পিলার ২ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলির Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) বাস্তবায়নে কাজ করছে। এতদ্‌উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলো তাদের সকল বস্তুগত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিজস্ব পদ্ধতি/কৌশল তৈরি করেছে ও তা বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকগুলোর ICAAP পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণের পাশাপাশি ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদনও বিবেচনা করে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০১৮ ভিত্তিক পরিদর্শন প্রতিবেদন ও ব্যাংকসমূহের ICAAP প্রতিবেদন এর উপর ভিত্তি করে ব্যাংকসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সভা ০৫ মার্চ, ২০২০ তারিখ হতে শুরু করা হয়েছে।

পুঁজি বাজার

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত উল্লেখযোগ্য আইন, বিধি বিধান ও সংস্কার:

- গত ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং তারিখে Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015 সংশোধন করা হয়েছে।
- ২৩ জানুয়ারি ২০২০ ইং তারিখে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ সংশোধন করা হয়েছে।
- স্টক এক্সচেঞ্জে unlisted এবং delisted কোম্পানির শেয়ার লেনদেনের জন্য Alternative Trading Board স্থাপনের উদ্দেশ্যে নতুন বিধিমালার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যা শীঘ্রই বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হবে।
- আইপিও এবং তালিকাভুক্ত ব্যতিত অন্য সকল কোম্পানি কর্তৃক ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কমিশনের সম্মতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করে ২০ জুন ২০১৯ তারিখে আদেশ জারি করা হয়েছে, যা ১ আগষ্ট ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৯ সালের জুন মাসের ৫৮৪টি থেকে বেড়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ৫৮৯টি তে দাঁড়ায়। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে সকল

সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৯,৭৪৩.৭৪ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৯ এর তুলনায় ২.২৮ শতাংশ বেশী। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৯৯,৮১৬.৩৮ কোটি টাকা, যা ১৪.২১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাড়ায় ৩৪২,৯৮৩.১৮ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০১৯ সালের জুন শেষে ছিল ৫,৪২১.৬২ পয়েন্টে যা ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ১৭.৩৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৪৮০.২৩ পয়েন্ট।

সারণি ৫.৭: ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস শেষ	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স)**
২০১২-১৩	৫২৫	১৫	৯৮৩৫৯	২৫৩০২৫	৮৫৭০৯	৪১০৪.৬৫
২০১৩-১৪	৫৩৬	১৩	১০৩২০৮	২৯৪৩২০	১১২৫৪০	৪৪৮০.৫২
২০১৪-১৫	৫৫৫	১৬	১০৯১৯৫	৩২৪৭৩১	১১২৩৫২	৪৫৮৩.১১
২০১৫-১৬	৫৫৯	১১	১১২৭৪১	৩১৮৫৭৫	১০৭২৪৬	৪৫০৭.৫৮
২০১৬-১৭	৫৬৩	৯	১১৬৫৫১	৩৮০১০০	১৮০৫২২	৫৬৫৬.০৫
২০১৭-১৮	৫৭২	১১	১২১৯৬৭	৩৮৪৭৩৫	১৫৯০৮৫	৫৪০৫.৪৬
২০১৮-১৯	৫৮৪	১৫	১২৬৮৫৭	৩৯৯৮১৬	১৪৫৯৬৬	৫৪২১.৬২
২০১৯-২০*	৫৮৯	৫	১২৯৭৪৪	৩৪২৯৮৩	৬৬৪৭৪	৪৪৮০.২৩

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।
*ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৫.৫: ডিএসই'র বাজার মূলধন ও ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) এর গতিধারা

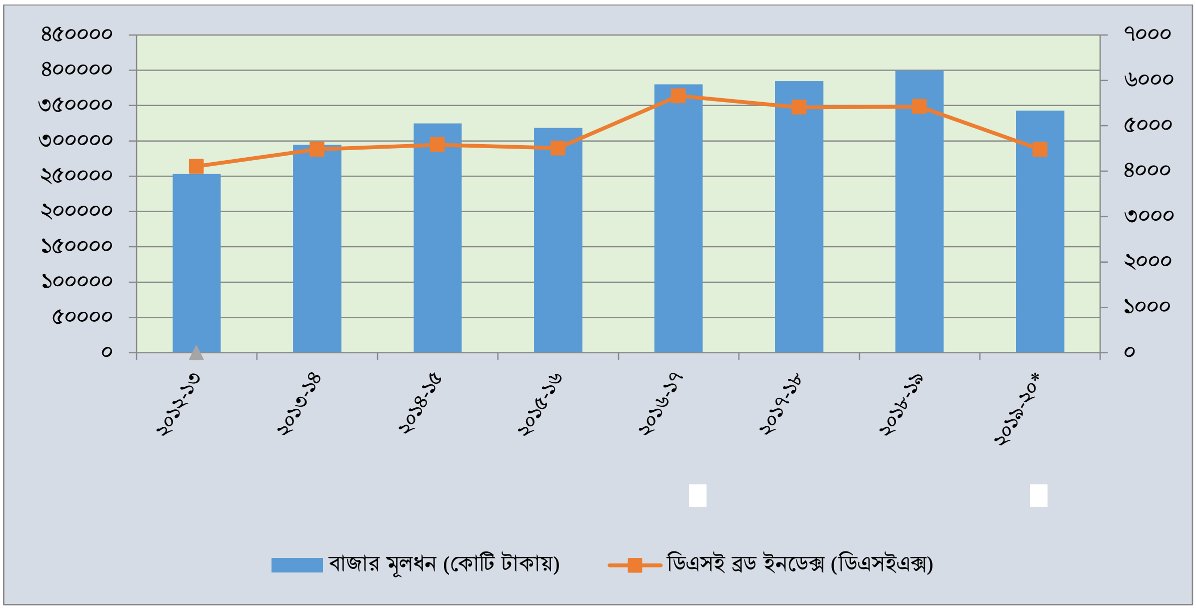

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৯ সালের জুন মাসের ৩২৬টি থেকে বেড়ে ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩৩১টি তে দাঁড়ায়। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৩,২৬৫.৭৫ কোটি টাকা, যা ৩০ শে জুন ২০১৯ এর ৭১,২৮৯.৪০ কোটি টাকার তুলনায় ২.৭৭ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩২৯,৩৩০.২৮ কোটি টাকা, যা ১৬.৭৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ২৭৪,১১০.৮৬ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০১৯ সালের জুন শেষে ছিল ১৬,৬৩৪.২১ পয়েন্ট, যা ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তে ১৭.৩৮ শতাংশ হ্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩,৭৪২.৯৬ পয়েন্টে।

সারণি ৫.৮: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সিএসই সার্বিক মূল্যসূচক
২০১২-১৩	২৬৬	১৫	৪২৩৩৮	১৯১৯০৭	১০১৯৯	১২,৭৩৮.২৩
২০১৩-১৪	২৭৬	১৩	৪৭০৮৪	২২৯৭৭৩	১০২১৮	১৩,৭৬৬.২৩
২০১৪-১৫	২৯২	২০	৫০১৩১	২৫৭১৪৬	৯৬৪৮	১৪,০৯৭.১৭
২০১৫-১৬	২৯৮	১১	৫৬৬০৭	২৪৯৬৮৫	৭৭৪৭	১৩,৬২৩.০৭
২০১৬-১৭	৩০৩	৯	৬০৬৫৭	৩১১৩২৪	১১৮০৮	১৫,৫৮০.৩৭
২০১৭-১৮	৩১২	১২	৬৫৪০৬	৩১২৩৫২	১০৯৮৫	১৬,৫৫৮.৫
২০১৮-১৯	৩২৬	১৬	৭১২৮৯	৩২৯৩৩০	৮৪৮০	১৬,৬৩৪.২১
২০১৯-২০*	৩৩১	৩	৭৩২৬৬	২৭৪১১১	৩৮৬৮	১৩,৭৪২.৯৬

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড * ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ।

লেখচিত্র ৫.৬: সিএসই'র বাজার মূলধন ও সাধারণ মূল্যসূচক এর গতিধারা

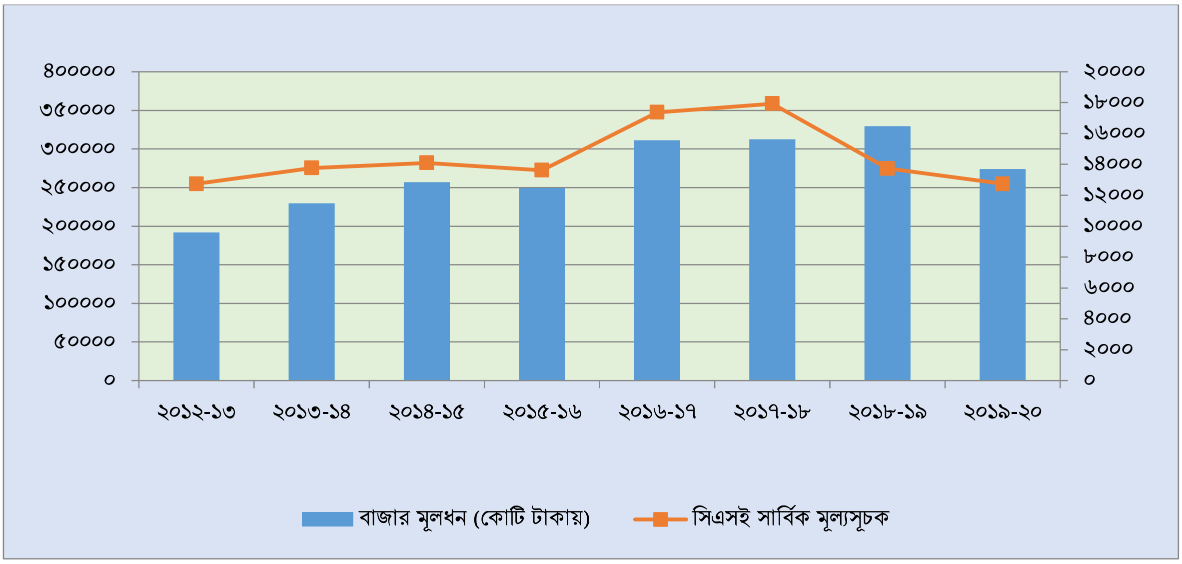

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড * ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃখাত

বিশ্ব বাণিজ্যের প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং কোভিড-১৯ মহামারি বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় উভয়ই পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পায়। এ সময়ে মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৬.৯৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৩,৬৭৪.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এরমধ্যে কাঁচাপাট ও পাটজাত *পণ্যসহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তৈরি পোষাক, পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং চামড়া খাতসহ অধিকাংশ খাতসমূহে রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে। এ সময়ে আমদানি ৮.৫৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৫৪৭৮৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।* রপ্তানি আয়ের হ্রাস আমদানি ব্যয়ের *হ্রাসের তুলনায় বেশি হওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, প্রবাস আয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাস আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,২০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। অন্যদিকে, মূলধন ও আর্থিক খাতে অন্যান্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে ৩,৬৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত দেখা যায়। সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩৬.০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারের কিছুটা অবচিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার প্রক্রিয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা হয়েছে।*

বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের আগেই বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি মন্থর গতি বিদ্যমান ছিল এবং ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ৩.৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১.০ শতাংশে দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের World Economic Outlook, October 2020 এর পূর্বাভাস অনুযায়ী বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-২০১৯ এর ভয়াবহ প্রভাবে ২০২০ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ব্যাপক হ্রাস পেয়ে -১১.৪ শতাংশে দাঁড়াবে এবং মহামারি পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি স্বাভাবিক হলে যথাযথ নীতি বাস্তবায়ন সাপেক্ষে ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৩ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০২০ এবং ২০২১ সালে যথাক্রমে -১১.৫ এবং ৭.৩ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। একইভাবে, উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালে এবং ২০২১ সালে যথাক্রমে -১২.৬ এবং ৭.০ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে।

অন্যদিকে Outlook এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়ে ২০২০ সালে -৮৯.৪ শতাংশে দাঁড়াবে, যা ২০২১ সাল নাগাদ ১১.০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। একইভাবে, বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়ে -৭.৭ শতাংশে দাঁড়াবে। তবে ২০২১ সালে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৯.৫ শতাংশে পৌঁছাতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা সারণি ৬.১-এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৬.১: বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা হারে)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	৩.৮	১.০	-১০.৪	৮.৩
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতি	৩.৩	১.৭	-১১.৫	৭.৩
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৫.১	-০.৬	-৯.৪	১১.০
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতি	৩.৩	১.৩	-১১.৬	৭.০
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.১	০.৯	-৭.৭	৯.৫

উৎসঃ World Economic Outlook, April, 2020, IMF.

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭,৮৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৫,৮৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়কালে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৪,৯৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি থাকলেও মূলধন ও আর্থিক খাতের অন্তর্গত অন্যান্য বিনিয়োগ (নীট) খাতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৩,৬৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী অর্থবছরে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ১৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। সেবা এবং প্রাথমিক খাতে আয় হ্রাস পাওয়ার কারণে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বাণিজ্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য গতিধারা লেখচিত্র ৬.১-এ এবং দেশের বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি সারণি ৬.২-এ দেখানো হলো। বৈদেশিক লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট ৫৫ এ দেয়া হয়েছে।

লেখচিত্র ৬.১: বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবে ভারসাম্য

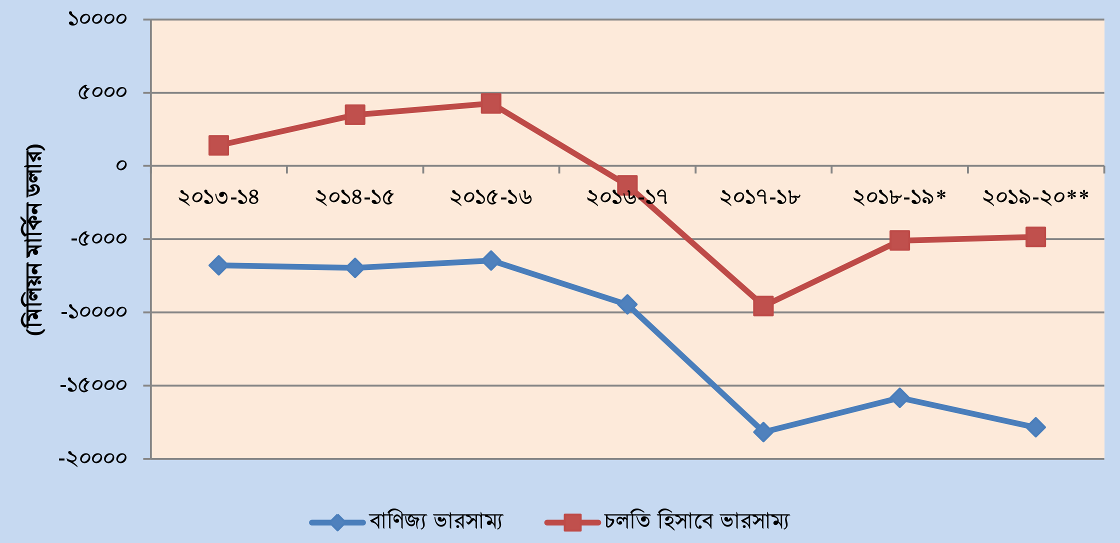

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক *সংশোধিত, ** সাময়িক

সারণি ৬.২ ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*	২০১৯-২০**
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-৬৭৯৪**	**-৬৯৬৫**	**-৬৪৬০**	**-৯৪৭২**	**-১৮১৭৮**	**-১৫৮৩৫**	**-১৭৮৬১**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেড সহ)	২৯৭৭৭	৩০৬৯৭	৩৩৪৪১	৩৪০১৯	৩৬২৮৫	৩৯৬০৪	২৩৮৩০
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৩৬৫৭১	৩৭৬৬২	৩৯৯০১	৪৩৪৯১	৫৪৪৬৩	৫৫৪৩৯	৫০৬৯১
সেবা	-৪০৯৯	-৩১৮৬	-২৭০৮	-৩২৮৮	-৪২০১	-৩১৭৭	-২৯৮৭
প্রাথমিক আয়	-২৬৩৫	-২২৫২	-১৯১৫	-১৮৭০	-২৬৪১	-২৯৯৩	-২৭৭৬
মাধ্যমিক আয়	১৪৯৩৪	১৫৮৯৫	১৫৩৪৫	১৩২৯৯	১৫৪৫৩	১৬৯০৩	১৮৭৭৫
তন্মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	১৪১১৬	১৫১৭০	১৪৭১৭	১২৭৬৯	১৪৯৮২	১৬৪২০	১৮২০৫
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	১৪০৬	৩৪৯২	৪২৬২	-১৩৩১	-৯৫৬৭	-৫১০২	-৪৮৪৯
মূলধনী হিসাব	৫৯৮	৪৯৬	৪৬৪	৪০০	৩৩১	২৩৯	২৫৬
আর্থিক হিসাব	২৮৫৫	১২৬৭	৯৪৪	৪২৪৭	৯১৪৫	৫৯০৭	৭৬৫৮
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (গ্রস)	--	২৫২৫	২৫০২	৩০৩৮	৩২৯০	৪৯৪৬	৩২৪১
ভুলভ্রান্তি	৬৬৬	-৮৮২	-৬৩৪	-১৪৭	-৭৬৬	-৮৬৫	৫৯০
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	৫৪৮৩	৪৩৭৩	৫০৩৬	৩১৬৯	-৮৫৭	১৭৯	৩৬৫৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, * সংশোধিত, ** সাময়িক।

রপ্তানি পরিস্থিতি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস

২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৬.৯৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৩,৬৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক (ওভেন) এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান ২০১৯-২০ অর্থবছরেও অব্যাহত থাকে। যদিও আলোচ্য সময়ে এই দুই খাতের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। আলোচ্য সময়ে রপ্তানি আয়ের পণ্যভিত্তিক শতকরা অবদান পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মোট রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাক (ওভেন) এবং নীট্ওয়্যার খাতের অবদান হচ্ছে ৮৩.০ শতাংশ। পণ্যভিত্তিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, কাঁচাপাট (১৫.৯৭%), জুতা (১.৮৯%), পাটজাত দ্রব্য (৬.৮৮%) খাতসহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, পেট্রোলিয়াম পণ্য (৮৮.৪৯%) এবং চামড়া খাত (৪০.৪২%) সহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়ের শতকরা অবদান ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সারণি ৬.৩-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৩: পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়ের শতকরা অবদান ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি

গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			মোট রপ্তানির শতকরা হার			প্রবৃদ্ধি (%) ***
	২০১৭-১৮	**২০১৮-১৯***	**২০১৯-২০****	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**	
ক। প্রাথমিক পণ্য	১৩৩৮	১৫২১	১৩১৮	৩.৬৫	৩.৭৫	৩.৯১	-১৩.৩৪
১। কাঁচাপাট	১৫৬	১১২	১৩০	০.৪৩	০.২৮	০.৩৯	১৫.৯৭
২। চা	৩	৩	৩	০.০১	০.০১	০.০১	৪.০০
৩। হিমায়িত খাদ্য	৫০৮	৫০০	৪৫৬	১.৩৯	১.২৩	১.৩৫	-৮.৭৭
৪। কৃষিজাত পণ্য	৩৮১	৪৩৭	৪৭২	১.০৪	১.০৮	১.৪০	৭.৯৮
৫।অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	২৯০	৪৬৯	২৫৭	০.৭৯	১.১৬	০.৭৬	-৪৫.২০
খ। শিল্পজাত পণ্য	৩৫৩৩০	৩৯০১৪	৩২৩৫৬	৯৬.৩৫	৯৬.২৫	৯৬.০৯	-১৭.০৭
৬। পাটজাত পণ্য	৮৭০	৭০৪	৭৫২	২.৩৭	১.৭৪	২.২৩	৬.৮৮
৭। চামড়া	১৮৩	১৬৫	৯৮	০.৫০	০.৪১	০.২৯	-৪০.৪২
৮। পেট্রোলিয়াম পণ্য	৩৪	২০৪	২৩	০.০৯	০.৫০	০.০৭	-৮৮.৪৯
৯। তৈরি পোশাক (ওভেন)	১৫৪২৬	১৭২৪৫	১৪০৪১	৪২.০৭	৪২.৫৪	৪১.৭০	-১৮.৫৮
১০। নীটওয়্যার	১৫১৮৯	১৬৮৮৯	১৩৯০৮	৪১.৪২	৪১.৬৭	৪১.৩০	-১৭.৬৫
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	১৫১	২০৫	১৯৯	০.৪১	০.৫১	০.৫৯	-৩.০০
১২। জুতা	২৪১	২৭২	২৭৭	০.৬৬	০.৬৭	০.৮২	১.৮৯
১৩।হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	১৭	২০	২১	০.০৫	০.০৫	০.০৬	২.৬০
১৪। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৩৫৬	৩৪১	২৯৩	০.৯৭	০.৮৪	০.৮৭	-১৪.১০
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য	২৮৬৩.২	২৯৬৯	২৭৪৩	৭.৮১	৭.৩২	৮.১৫	-৭.৬১
মোট রপ্তানি	**৩৬৬৬৮**	**৪০৫৩৫**	**৩৩৬৭৪**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**-১৬.৯৩**

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। * সংশোধিত, ** সাময়িক, *** ২০১৮-১৯ এর তুলনায় ২০১৯-২০

দেশভিত্তিক রপ্তানি

দেশভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থেকে দেখা যায় যে, রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে ও জার্মানিতে যথাক্রমে ৫,৮৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৫,০৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা দেশের মোট রপ্তানির যথাক্রমে ১৭.৩২ শতাংশ এবং ১৫.১৪ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। দেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য (১০.২৬%) ও ফ্রান্স (৫.০৬%)। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-৬.৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৬.৪: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	জার্মানি	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০০৮-০৯	৪০৫২	১৫০১	২২৭০	১০৩১	৪১০	৬১৬	৯৭১	৬৬৩	২০৩	৩৮৪৯	১৫৫৬৫
২০০৯-১০	৩৯৫০	১৫০৯	২১৮৭	১০২৬	৩৯১	৬২৪	১০১৭	৬৬৭	৩৩১	৪৫০৪	১৬২০৫
২০১০-১১	৫১০৮	২০৬৫	৩৪৩৯	১৫৩৮	৬৬৬	৮৬৬	১১০৭	৯৪৫	৪৩৪	৬৭৬০	২২৯২৮
২০১১-১২	৫১০১	২৪৪৫	৩৬৮৯	১৩৮০	৭৪২	৯৭৭	৬৯১	৯৯৪	৬০১	৭৬৮২	২৪৩০২
২০১২-১৩	৫৪২০	২৭৬৫	৩৯৬৩	১৫১৪	৭৩১	১০৩৭	৭১২	১০৯০	৭৫০	৯০৪৬	২৭০২৭
২০১৩-১৪	৫৫৮৪	২৯১৮	৪৭২০	১৬৭৮	৯৭১	১৩৩২	৮৫৮	১১০০	৮৬২	১০১৬৪	৩০১৮৭
২০১৪-১৫	৫৭৮৩	৩২০৫	৪৭০৫	১৭৪৪	৯৭৫	১৩৮২	৮৪০	১০২৯	৯১৫	১০৬২৯	৩১২০৯
২০১৫-১৬	৬২২১	৩৮১০	৪৯৮৮	১৮৫২	১০১৫	১৩৮৬	৮৪৬	১১১৩	১০৮০	১১৯৪৭	৩৪২৫৭
২০১৬-১৭	৫৮৪৭	৩৫৬৯	৫৪৭৬	১৮৯৩	৯১৯	১৪৬৩	১০৪৬	১০৭৯	১০১৩	১২৩৫২	৩৪৬৫৬
২০১৭-১৮	৫৯৮৩	৩৯৮৯	৫৮৯১	২০০৫	৮৭৮	১৫৬০	১২০৫	১১১৯	১১৩২	১২৯০৬	৩৬৬৬৮
২০১৮-১৯	৬৮৭৬	৪১৬৯	৬১৭৩	২২১৮	৯৪৭	১৬৪৩	১২৭৯	১৩৪০	১৩৬৬	১৪৫২৪	৪০৫৩৫
২০১৯-২০	৫৮৩২	৩৪৫৪	৫০৯৯	১৭০৪	৭২৩	১২৮৩	১০৯৯	১০০০	১২০১	১২২৭৯	৩৩৬৭৪
শতকরা হার	১৭.৩২	১০.২৬	১৫.১৪	৫.০৬	২.১৫	৩.৮১	৩.২৬	২.৯৭	৩.৫৭	৩৬.৪৬	১০০.০০

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। * সংশোধিত, **সাময়িক।

আমদানি পরিস্থিতি ও আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস

২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৪,৭৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৮.৫৬ শতাংশ কম।

২০১৯-২০ অর্থবছরের আমদানি পণ্যের মধ্যে প্রাথমিক পণ্যসমূহে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে ০.৫৬ শতাংশ। শিল্পজাত পণ্য সমূহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে ৮.৫৬ শতাংশ। সারণি ৬.৫ এ পণ্যভিত্তিক আমদানি পরিস্থিতি দেখানো হলে।

সারণি-৬.৫: পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৪২২৭	৪৭২৫	৭২৭০	**৫৪৩০**	**৫৮১৫**
চাল	১১৩	৮৯	১৬০৫	১১৫	২২
গম	৯৪৯	১১৯৭	১৪৯৪	১৪৩৭	১৬৫১
তৈলবীজ	৫৩৪	৪৩২	৫৭১	৭৯৬	১১৮৩
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৩৮৬	৪৭৮	৩৬৫	৪১৬	৭৩১
তুলা	২২৪৫	২৫২৯	৩২৩৫	৩০৮২	২৯৬১
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	**৮৪০৩**	**৮৮৯৪**	**১০৮১৮**	**১২১৮৬**	**১১১৪৪**
ভোজ্য তৈল	১৪৫০	১৬২৬	১৮৬৩	১৬৫৬	১৬১৭
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী	২২৭৫	২৮৯৮	৩৬৫২	৪৫৬২	৪৬২৭
সার	১১১৭	৭৩৭	১০০৬	১৩০১	১০৩৫
ক্লিংকার	৫৭৪	৬৪৪	৭৬৬	৯৯৩	৮৭৯
স্টেপল ফাইবার	১০১৮	১০১৭	১১৮০	১২২৮	১০৮৬
সূতা	১৯৬৯	১৯৭২	২৩৫১	২৪৪৫	১৯০১
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	**৩৫৫৬**	**৩৮১৭**	**৫৪৬২**	**৪৫১৩**	**৩৫৮১**
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	**২৬৯৩৬**	**২৯৫৬৯**	**৩৫৩১৫**	**৩৭৭৮৬**	**৩৪২৪৪**
সর্বমোট (সিআইএফ)	**৪৩১২২**	**৪৭০০৫**	**৫৮৮৬৫**	**৫৯৯১৫**	**৫৪৭৮৫**
শতকরা পরিবর্তন	৫.৯	৯.০	২৫.২	১.৭৮	-৮.৫৬

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। * সংশোধিত, ** সাময়িক।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীন শীর্ষে রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের ২৬.৯০ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১২.৯৩%) ও যুক্তরাষ্ট্র (৫.২২%)। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে দেশের আমদানি বাবদ মোট ৩৯,৩০৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। সারণি ৬.৬-এ দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি-৬.৬ দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০০৮-০৯	২৮৬৪	৩৪৫২	১৭৬৮	১০১৫	৮৫১	৪৯৮	৮৬৪	৪৬১	৭০৩	১০০৩১	২২৫০৭
২০০৯-১০	৩২১৪	৩৮১৯	১৫৫০	১০৪৬	৭৮৮	৫৪২	৮৩৯	৪৬৯	১২৩২	১০২৩৯	২৩৭৩৮
২০১০-১১	৪৫৬৯	৫৯১৮	১২৯৪	১৩০৮	৭৭৭	৭৩১	১১২৪	৬৭৭	১৭৬০	১৫৫০০	৩৩৬৫৮
২০১১-১২	৪৭৪৩	৬৪৪০	১৭১০	১৪৫৫	৭০৩	৭৯২	১৫৪৪	৭০৯	১৪০৬	১৬০১৪	৩৫৫১৬
২০১২-১৩	৪৭৭৭	৬৩২৮	১৪২২	১১৮০	৬১২	৭৩৩	১২৯৬	৫৩৮	১৯০৩	১৫২৯৫	৩৪০৮৪
২০১৩-১৪	৫৯৮৫	৭৫৫০	২৪০৭	১২৯১	৭৬২	৮৯৭	১১৮২	৭৯২	২০৮৪	১৭৭৮২	৪০৭৩২
২০১৪-১৫	৫৫৮৮	১১২৬৮	২৮৯৪	১৮১৬	৮৮১	১০৬০	১৪১৭	৮৮০	১৩৬১	১৩৫৩৯	৪০৭০৪
২০১৫-১৬	৫৭২২	১২৫৮২	১২০৩	২০৭৫	৮২৭	১০০৪	১৪১৭	১১৩৪	১১৮৪	১৫৯৭৪	৪৩১২২
২০১৬-১৭	৬৩৩৬	১৩২৯২	২১১৩	২০৩১	৭২৬	৯৯০	১৪৮৩	১৩৫৮	১০৪০	১৭৬৩৬	৪৭০০৫
২০১৭-১৮	৮৯৪১	১৫৯৩৭	২২৫৫	২৪২২	৬৭৬	১১২৯	১৯০৭	২১৬০	১৩৪২	২২০৯৬	৫৮৮৬৫
২০১৮-১৯*	৮২৪২	১৭২৬৫	২২৭৪	২২৫৪	৬১৪	১১৭৫	১৬১৮	২৩৭০	১৫২০	২২৫৮৩	৫৯৯১৫
২০১৮-১৯**	৫৫১৫	১২০৩৬	১৪৭৯	১৪৬৯	৪৪১	৭৬৩	১০৮৭	১৭৩৫	১০০৭	১৫৩৬৩	৪০৮৯৫
২০১৯-২০**	৫০৮২	১০৫৭৩	১২৮৮	১৪৯২	২৮৮	৭৯৮	১০৯৩	২০৫০	১১৪৮	১৫৪৯৬	৩৯৩০৮
শতকরা হার	১২.৯৩	২৬.৯	৩.২৮	৩.৮	০.৭৩	২.০৩	২.৭৮	৫.২২	২.৯২	৩৯.৪২	১০০

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।* সংশোধিত, **জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বিগত ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৮৪.০২ যা ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত শতকরা ০.৮১ ভাগ অবমূল্যায়িত হয়ে ৮৪.৭১ এ দাঁড়ায়। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে ভারিত গড় বিনিময় হার সারণি ৬.৭ এবং লেখচিত্র ৬.২-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৭ ঃ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	টাকা-ডলার ভারিত গড় বিনিময় হার
২০১০-১১	৭১.১৭
২০১১-১২	৭৯.১০
২০১২-১৩	৭৯.৯৩
২০১৩-১৪	৭৭.৭২
২০১৪-১৫	৭৭.৬৭
২০১৫-১৬	৭৮.২৬
২০১৬-১৭	৭৯.১২
২০১৭-১৮	৮২.১০
২০১৮-১৯	৮৪.০৩
২০১৯-২০	৮৪.৬০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৬.২: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

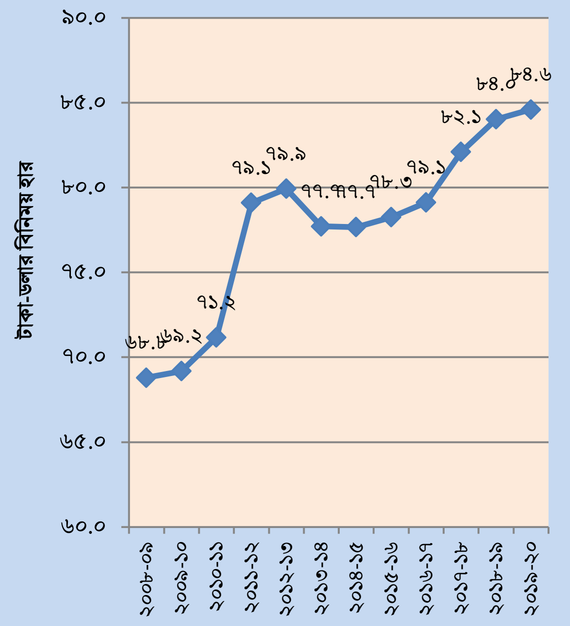

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখের ৩২,৭১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন, ২০২০ শেষে দাঁড়ায় ৩৬,০১৬.৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, অক্টোবর ২০২০ এ রিজার্ভ সর্বকালের রেকর্ড ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ২০০৮-০৯ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বছর শেষে এবং ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতিও গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৮ এবং লেখচিত্র ৬.৩ -এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৮: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০০৯	৭৪৭১
৩০.০৬.২০১০	১০৭৫০
৩০.০৬.২০১১	১০৯১২
৩০.০৬.২০১২	১০৩৬৪
৩০.০৬.২০১৩	১৫৩১৫
৩০.০৬.২০১৪	২১৫০৮
৩০.০৬.২০১৫	২৫০২০
৩০.০৬.২০১৬	৩০১৬৮
৩০.০৬.২০১৭	৩৩৪৯৩
৩০.০৬.২০১৮	৩২৯৪৩
৩০.০৬.২০১৯	৩২৭১৭
৩০.০৬.২০২০	৩৬০১৬

উৎসঃবাংলাদেশ ব্যাংক

লেখচিত্র ৬.৩: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

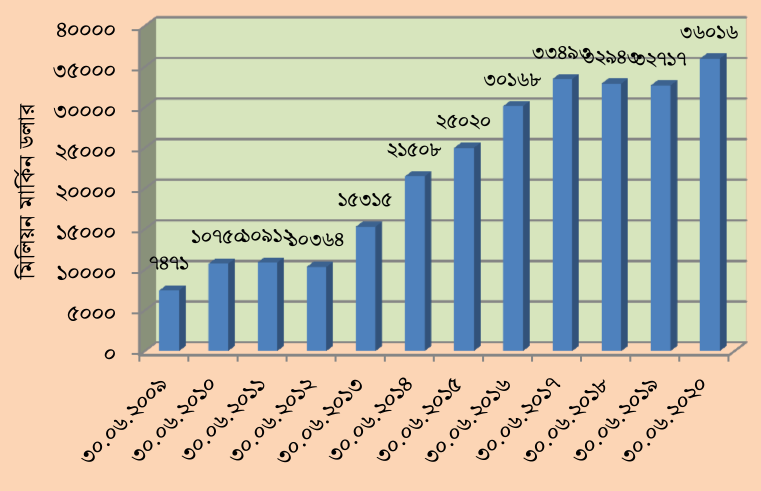

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ:

বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থা সহজীকরণের ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) বৈদেশিক মুদ্রা বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

- **রিফান্ড লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত ব্যাংক চার্জ সমন্বয়করণঃ** আমদানি ব্যর্থতায় আমদানির ব্যয় বাবদ অগ্রিম প্রেরিত রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে মূল্য ফেরত আনয়নকালে কর্তিত যৌক্তিক ব্যাংক চার্জ অগ্রিম পরিশোধিত আইএমপি রিপোর্টিং এর বিপরীতে Online Import Monitoring System (OIMS) এ "রিফান্ড" ও "ব্যাংক চার্জ" মেনুতে রিপোর্টিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- **চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা শিল্প খাতে Export Development Fund (EDF) এর সীমা নির্ধারণঃ** উৎপাদনকারী রপ্তানিকারকের রপ্তানি এলসির বিপরীতে সংগৃহীত কাঁচামালের মূল্য সংযোজিত পরিমাণ অথবা ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের মধ্যে যেটি কম তার উপর Export Development Fund (EDF) হতে অর্থ সংস্থানের বিরাজমান সীমা চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা শিল্প খাতে প্রদানকৃত ঋণের উপর সর্বোচ্চ ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত Export Development Fund (EDF) হতে ঋণ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- **Private Foreign Currency Account এর স্থিতি ব্যবহার করে আমদানি দায় পরিশোধঃ** Private Foreign Currency Account এর স্থিতি বৈধ আমদানি দায় এবং অগ্রিম পরিশোধ ভিত্তিতে আমদানি দায় (পণ্য/সেবা) পরিশোধে ব্যবহার করা যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
- **বিদেশে ব্যক্তিগত ভ্রমণ উপলক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণ প্রসংগেঃ** বাংলাদেশী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অনুকূলে এক পঞ্জিকা বৎসরে অঞ্চল নির্বিশেষে জনপ্রতি ১২,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ১২ বছরের কম বয়স্ক শিশুর জন্য উক্ত সীমা অর্ধেক হবে এবং

প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৫০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে পারবেন।

- **Online Payment Gateway Service Providers (OPGSPs) এর মাধ্যমে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনঃ** Online Payment Gateway Service Providers (OPGSPs) গণের অনুকূলে অদৃশ্যাকারে ক্ষুদ্র সেবা রপ্তানি বাবদ প্রত্যাবাসিত মূল্যের সীমা লেনদেন প্রতি ৫,০০০ মার্কিন ডলার হতে ১০,০০০ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানঃ** ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৫টি বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ২ শতাংশ হতে ৪ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা পরিশোধ করা হয়েছে।
- **কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স পণ্য রপ্তানিতে ভর্তুকি প্রদানঃ** সরকার দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- **বিদেশে অনুষ্ঠিত সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং ইত্যাদিতে বেসরকারি খাতে অংশগ্রহণকারীদের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণঃ** গাইডলাইন্সের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী বিদেশে অনুষ্ঠিত সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং ইত্যাদিতে বেসরকারি খাতে অংশগ্রহণকারীদের অনুকূলে SAARC ভুক্ত দেশ ও মায়ানমারে ভ্রমণকালে জনপ্রতি দৈনিক ৩৫০ মার্কিন ডলার হারে এবং অন্যান্য দেশে ভ্রমণকালে জনপ্রতি দৈনিক ৪০০ মার্কিন ডলার হারে ছাড় করার বিষয়ে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংককে প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এক্ষণে, উক্ত সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের নিমিত্ত আমন্ত্রণপত্রে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামকালীন সময়ের সাথে অতিরিক্ত ১ দিনের ট্রানজিটসহ দেশ/অঞ্চল নির্বিশেষে জনপ্রতি দৈনিক অনধিক ৪০০ মার্কিন ডলার (কিংবা সমতুল্য বৈদেশিক মুদ্রা) ছাড় করার প্রাধিকার ঘোষিত হয়েছে।
- **ওমরাহ হজ্বের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণ প্রসঙ্গেঃ** ওমরা হজ্ব যাত্রীগন বার্ষিক ভ্রমণ কোটায় প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করে হজ্ব প্যাকেজের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। আলোচ্য অর্থ অনুমোদিত হজ্ব এজেন্সির বৈদেশিক মুদ্রা মার্জিন হিসাবে জমা করতে হবে, যা হতে বিদেশস্থ সেবা প্রদানকারী/এজেন্টের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় করা যাবে।
- **সাপ্লায়ার্স/বায়ার্স ক্রেডিটের মাধ্যমে আমদানির বিপরীতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধে নমনীয়তাঃ** সাপ্লায়ার্স/বায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় উৎপাদন উপকরনাদি আমদানির ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক পরিশোধের ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- **বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী কোম্পানীর এদেশীয় শাখা অফিস/লিয়াঁজো অফিসে কর্মরত নাগরিকদের নামে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে বেতন বাবদ অর্থ হস্তান্তরঃ** বিডার অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী কোম্পানীর এদেশীয় শাখা অফিস বা লিয়াঁজো অফিসে কর্মরত বিদেশী নাগরিকের নামে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে অনুমোদিত বেতন বৈদেশিক মুদ্রায় জমা করা যাবে।
- **আইটি/সফটওয়্যার ফার্মের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনঃ** বেসিস অনুমোদিত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মের মাধ্যমে পেমেন্টের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কতিপয় সেবা ক্রয়ের নিমিত্ত বাৎসরিক বরাদ্দ ৩০,০০০ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি করে ৪০,০০০ মার্কিন ডলারে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং উক্ত বরাদ্দ হতে ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যয়সহ প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাবে। তবে এই সুবিধার আওতায় আন্তর্জাতিক কার্ড ব্যবহার করে ৮,০০০ মার্কিন ডলার (পূর্ব সীমা ছিল ৬,০০০ মার্কিন ডলার) পর্যন্ত ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।
- **চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদেশে গমনকারীদের বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণঃ** গত ২৯ মার্চ ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ভ্রমণ এবং চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদেশে গমনকারী যে সকল বাংলাদেশী আন্তর্জাতিক ভ্রমণ অসুবিধার মধ্যে পড়েছে তাঁদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় করতে Authorised Dealers (ADs)-দের অনুমতি প্রদান।

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। নিম্নের সারণিতে ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.৯ : ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো।

অর্থবছর	অপারেটিভ' ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার (%)	'অপারেটিভ' ট্যারিফ ধাপ
২০০০-০১	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-০২	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-০৩	০, ৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-০৪	০, ৭, ৫, ১৫, ২২.৫, ৩০	৩০	৫
২০০৪-০৫	০, ৭, ৫, ১৫, ২৫	২৫	৪
২০০৫-০৬	০, ৭, ৫, ১৫, ২৫	২৫	৪
২০০৬-০৭	০, ৫, ১২, ২৫	২৫	৪
২০০৭-০৮	০, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৪
২০০৮-০৯	০, ৩, ৭, ১২, ২৫	২৫	৫
২০০৯-১০	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১০-১১	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১১-১২	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১২-১৩	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১৩-১৪	০, ২, ৫, ১০, ২৫	২৫	৫
২০১৪-১৫	০, ২, ৫, ১০, ২৫	২৫	৪
২০১৫-১৬	০, ৫, ১০, ২৫	২৫	৪
২০১৬-১৭	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬
২০১৭-১৮	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬
২০১৮-১৯	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬
২০১৯-২০২০	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথা: (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২) রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে:

- রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ
- নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ
- ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল
- কৃষি খাতে ব্যবহৃত উপকরণ
- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ
- সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট
- কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- হাঁস-মুরগী খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাসকরণ

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০১৯-২০ সালেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। আমদানি শুল্কের অভারিত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৪.৭৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৫৭ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক (ad valorem) শুল্ক আরোপ করা হয়। ০.৪৩ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, স্বর্ণ, স্টিল প্রডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে স্পেসিফিক শুল্ক বলবৎ

রয়েছে। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরী ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম কর আরোপিত রয়েছে।

নিম্নের সারণিতে ২০০৪-০৫ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব দেখানো হলো:

সারণি ৬.১০: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর	এম.এফ.এন. অভারিত গড় ট্যারিফ (%)
২০০৪-০৫	১৬.৫৩
২০০৫-০৬	১৬.৩৯
২০০৬-০৭	১৪.৮৭
২০০৭-০৮	১৭.২৬
২০০৮-০৯	১৫.১২
২০০৯-১০	১৪.৯৭
২০১০-১১	১৪.৮৫
২০১১-১২	১৪.৮৩
২০১২-১৩	১৫.১০
২০১৩-১৪	১৪.৪৪
২০১৪-১৫	১৪.৪৪
২০১৫-১৬	১৪.৩৭
২০১৬-১৭	১৪.৬১
২০১৭-১৮	১৪.৫৬
২০১৮-১৯	১৪.৬০
২০১৯-২০	১৪.৭৭

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ডব্লিউটিও এবং বাংলাদেশ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র বিধি-বিধান বাস্তবায়ন ও প্রতিপালনে সহায়তা করা, ডব্লিউটিও'র আওতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানো, ডব্লিউটিও সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করাসহ অধিকতর বাজার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা অন্যতম। ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ডব্লিউটিও একটি বৈষম্যহীন রুল-বেজড সংস্থা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট ও বিধি- বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে সহজে ও সুষ্ঠুভাবে দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এ সকল বিধি-বিধান একদিকে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে প্রতিটি সদস্য দেশের জন্য দায়-দায়িত্বও তৈরি করেছে। এ সকল বিষয়ের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত। তাদেরকে ডব্লিউটিও সিস্টেমের সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা, বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত প্রদান করা এবং সচেতন করা ডব্লিউটিও সেলের একটি চলমান কার্যক্রম।
- ডব্লিউটিও'র বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও'র টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় ডব্লিউটিও সেল প্রতি বছর এক বা একাধিক ওর্য়াকশপ/প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। ইতোমধ্যে ট্রিপস (TRIPS), এসপিএস (SPS), টিবিটি (TBT) নোটিফিকেশন, ট্রেড ইন সার্ভিসেস, নন-এগ্রিকালচার মার্কেট একসেস (নামা) বিষয়ে একাধিক ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ এবং 'Outcome of MC-11 conference and Way forward for the LDCs' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও Enhanced Integrated Framework (EIF) কর্মসূচির Tier-1 এর আওতায় 'Strengthening Institutional Capacity and Human Resource Development for Trade Promotion' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় 'Export Potentiality of Trade in Services of Bangladesh: Identifying Opportunities and Challenges' এবং 'Identification of Non-tariff Barriers Faced by Bangladeshi Products in Major Export Markets' শিরোনামে দুটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া EIF এর আওতায় 'Export Diversification and Competitiveness Development Project (Tier-2)' প্রকল্প, 'Bangladesh Regional Connectivity Project-1' এবং 'ই-বাণিজ্য করব, নিজের ব্যবসা গড়বো' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

- বাংলাদেশ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত চতুর্থ মেয়াদে এলডিসি সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেছে । এই সময়ে সেবাখাতে স্বল্লোন্নত দেশসমূহকে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (Preferential Market Access) প্রদানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত Waiver এর মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঔষধের ক্ষেত্রে মেধাসত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত হওয়ায় বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের বিকাশ অব্যাহত থাকবে এবং ঔষধ রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। পাশাপাশি দরিদ্র জনগণের জন্য সুলভ মূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। তাছাড়া, স্বল্লোন্নত দেশের কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজার সম্প্রসারন, পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবহনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভর্তুকী প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- বাংলাদেশ সকল উন্নত দেশ থেকে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত সুবিধা (DFQF) পেতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, চিলি, এবং থাইল্যান্ডও এলডিসি দেশসমূহের জন্য শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত সুবিধা প্রদান করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , রাশিয়া ও আয়ারল্যান্ড বাদে সমস্ত উন্নত দেশ এলডিসিগুলোর জন্য অন্যূন শতকরা ৯৯ ভাগ DFQF সুবিধা প্রদান করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা ও চীন এলডিসি দেশসমূহের জন্য তাদের Rules of Origin সহজ করেছে।

আঞ্চলিক বাণিজ্য

দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (SAFTA)

সার্কভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ২০০৬ সালের ০১ জুলাই থেকে কার্যকর সাফটার আওতায় সদস্য দেশসমুহের সেনসিটিভ লিস্ট এবং ট্যারিফ হ্রাসকরণ অব্যাহত আছে। সদস্য দেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ১ জানুয়ারি, ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্লোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্ক মুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে ডব্লিউসিও-এর এইচএস কোড-২০১২ অনুসারে পণ্যের সংখ্যা স্বল্লোন্নত দেশসমূহের জন্য ১,০২২টি এবং অ-স্বল্লোন্নত দেশসমূহের জন্য ১,০৩১টি। গত ৪ জুলাই, ২০১৫ তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাফটার কমিটি অব এক্সপার্ট (সিওই)-এর বিশেষ সভায় ২০২০ সালের মধ্যে সেনসিটিভ লিস্ট-এ পণ্য সংখ্যা ১০০টি-তে নামিয়ে আনার জন্য পাকিস্তান, ভারত, ভূটান ও মালদ্বীপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আফগানিস্তান পণ্য সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৩৫টি-তে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেছে। বর্তমানে ট্রেড লিবারেলাইজেশন প্রোগ্রাম ফেজ-৩ এর আওতায় উল্লেখ্যযোগ্যহারে পণ্য সংখ্যা হ্রাস করার কার্যক্রম সদস্য দেশসমূহের মধ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, সাফটার আওতায় বাণিজ্যে ভারতের পরে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশের অবস্থানে রয়েছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স বা অশুল্ক বাধাসমূহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নোটিফিকেশন ইস্যু করেছে। এতৎসংক্রান্ত কমিটি অব এক্সপার্ট এসব বাধাসমূহ ক্রমশঃ হ্রাস/দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নেগোশিয়েশন চালিয়ে যাচ্ছে। এ নেগোশিয়েশনের মাধ্যমে বাধাসমূহ দূর করা সম্ভব হলে এবং ফেজ-৩ বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলের বাণিজ্য আরোও গতিশীল হবে।

সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS)

২৯ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে ভূটানের থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ সাটিস-এর অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের নিকট ১০টি সার্ভিস সেক্টর উন্মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে এবং ২টি সার্ভিস সেক্টরে অফার দিয়েছে (টেলিকম ও ট্যুরিজম)। তাছাড়া এ সংক্রান্ত সিডিউল অব কমিটমেন্টস ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সদস্য দেশসমূহের সিডিউল অব কমিটমেন্টস চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এ খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। সর্বশেষ ৫ জুলাই, ২০১৫তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাটিস-এর ১১তম এক্সপার্ট গ্রুপ এর সভার তথ্যানুসারে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটান তাদের প্রাথমিক অফারের তালিকা প্রণয়ন করেছে। সর্বশেষ তথ্যানুসারে পাকিস্তান ব্যতিত সকল সদস্য দেশ তাদের প্রাথমিক

সিডিউল অব কমিটমেন্টস সার্ক সচিবালয়ে প্রেরণ করেছে। চুক্তিটি বাস্তবায়ন হলে সার্ক অঞ্চলে সেবা খাতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

বে অফ বেঙ্গাল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনমিক কো-অপারেশন (BIMSTEC)

বে অব বেঙ্গাল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনমিক কো-অপারেশন (BIMSTEC) বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভুটানের সমন্বয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক সংগঠন। এ জোটের আওতায় বিমসটেক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে (১) পণ্য বাণিজ্য, (২) সেবা খাতের বাণিজ্য, এবং (৩) বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পণ্য বাণিজ্য চুক্তিটি প্রায় চূড়ান্ত হলেও সেবা খাতে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উপর বর্তমানে আলোচনা চলছে। এই চুক্তির অধীনে (১) Agreement on Trade in Goods, (২) Agreement on Trade in Services, (৩) Agreement on Trade in Investment, (৪) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (৫) Protocol to Amend the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area (৬) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism ইত্যাদি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি (টিএনসি) গঠন করা হয়। সর্বশেষ ২১তম BIMSTEC Trade Negotiating Committee (TNC) সভা ১৮-১৯ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশের ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় (i) Agreement on Trade in Goods, (ii) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, এবং (iii) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanisms বিষয়গুলো চূড়ান্ত করা হয়। তাছাড়া, সভায় বিনিয়োগ, সেবাখাতে বাণিজ্য এবং বাণিজ্য সহজীকরণ বিষয়ের টেক্সট-এর অগ্রগতি সাধন করা হয়েছে।

এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (APTA)

এসকাপ-এর উদ্যোগে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাতটি দেশ, যথাঃ- বাংলাদেশ, ভারত, লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপাইনস্ এবং থাইল্যান্ড মিলিত হয়ে ১৯৭৫ সালে ব্যাংকক এগ্রিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে। এসকাপভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। উল্লিখিত সাতটি দেশের মধ্যে ফিলিপাইনস্ এবং থাইল্যান্ড অদ্যাবধি চুক্তিটি অনুসমর্থন করেনি। ২০০১ সালে চীন এই চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে চুক্তিটি নতুন গতি লাভ করে। চীন যোগদান করার পর তৃতীয় দফা নেগোসিয়েশন শুরু হয় এবং চুক্তির নাম পরিবর্তন করে এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা) নামকরণ করা হয়। এইসব নেগোসিয়েশনে সদস্য দেশসমূহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা বিনিময় করেছে।

গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মঙ্গোলিয়াকে সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হয়। এতে বাংলাদেশ কর্তৃক আপটা দেশগুলোকে ৫৯৮টি পণ্যে ১০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক ছাড় (মার্জিন অব প্রেফারেন্স) সুবিধা এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে আরো ৪টি পণ্যে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ ছাড় দেয়া হয়। তাছাড়া, সদস্য ভুক্ত দেশ নূন্যতম ৩৩ শতাংশ ট্যারিফ কনসেশন প্রদান করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (TPS-OIC)

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) এর আওতায় বাংলাদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে এ সংক্রান্ত রুলস অব অরিজিন স্বাক্ষর করে এবং ২৩ জুন, ২০১১ তারিখে তা অনুসমর্থন করে। এছাড়া, বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে ৪৭৬টি পণ্যের অফার লিস্ট প্রেরণ করেছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে রুলস অব অরিজিন (৩০% মূল্য সংযোজন) সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সমর্থ হবে।

উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (D-8 PTA)

১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জোট গঠন করে। বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং তুরস্কের সমন্বয়ে জোটটি গঠিত

হয় যা সংক্ষেপে ডি-৮ নামে পরিচিত। ১৩ মে ২০০৮ তারিখে ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট (পিটিএ) স্বাক্ষরিত হয় এবং তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইরান ও নাইজেরিয়া এ চারটি দেশ অনুসমর্থন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় ২৫ আগষ্ট ২০১১ তারিখে তা কার্যকর হয়। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন শর্ত গ্রহণপূর্বক চুক্তিটি অনুসমর্থন করেছে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সাল পর্যন্ত মিশর ব্যতীত বাংলাদেশসহ চুক্তিভুক্ত অন্যান্য দেশ ডি-৮ চুক্তিটি অনুসমর্থন করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ অনুসমর্থনকারী সকল দেশে শুল্ক সুবিধায় পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। উল্লেখ্য, ডি-৮ এর দশম শীর্ষ সম্মেলন ৩০ মে ২০২০ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকার/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (PTA/FTA)

বাংলাদেশের সাথে এ পর্যন্ত কোন দেশের দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত এফটিএ পলিসি গাইডলাইনস্-২০১০ এর আলোকে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। ইতোমধ্যে চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে। চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, ভুটান ও নেপালের সাথে দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথে আলোচনা শুরু রয়েছে। এছাড়াও মালয়েশিয়া, চীন, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, ভূটান, নাইজেরিয়া, মালি, মেসিডোনিয়া, মরিশাস, জর্ডান, জিসিসি, থাইল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি [(পিটিএ)/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)] গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। কতিপয় দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পাদনের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম চলছে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য

বাংলাদেশ অদ্যাবধি চল্লিশটিরও বেশি দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এসব চুক্তি মূলত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সৌজন্যমূলক চুক্তি যাতে সাধারণত শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়নে এবং বাণিজ্য সহজীকরণে এই চুক্তিসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও ভূটানের সাথে বৈঠক চলমান রয়েছে।

বর্ডার হাট

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনসাধারন, যাদের নিকটবর্তী কোন হাট-বাজার নেই, তাদের নিকট নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সহজলভ্য করা এবং ইনফরমাল বাণিজ্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে বর্ডার হাট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে ২২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বর্ডার হাট স্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় ইতোমধ্যে ৪টি বর্ডার হাট চালু করা হয়েছে এবং ৬টি বর্ডার হাট স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে।

ট্রেড এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম (টিকফা)

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে 'ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশনফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ হতে চুক্তিটি কার্যকর হয়। টিকফা চুক্তির ফলে উভয় দেশের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার একটি ফোরাম প্রস্তুত হয়েছে। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) এর চতুর্থ দ্বিপাক্ষিক সভা গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিপাক্ষিক সভায় বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলেশন এগ্রিমেন্ট (টিএফএ) বাস্তবায়নে মার্কিন সহযোগিতা, বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ ও টেকনোলজি ট্রান্সফার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার বাজার সম্প্রসারণ, বালি প্যাকেজ বাস্তবায়ন বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে আলোকপাত করা হয়। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তুলা, ঔষধ, Intellectual Property Rights (IPR), সরকারি ক্রয় এবং শ্রম ইস্যুতে মার্কিন রপ্তানি সম্প্রসারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত ফোরামে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ইস্যুতে তাদের নিজ নিজ অবস্থান তুলে ধরে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিনিময় করে।

সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ , টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্লান-২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৫৪.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৪১৫.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। তবে বেসরকারি খাতে মোট ৪৬.২১ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৪৬.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে । ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২৪,১২৪ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৫,০৯২.১৭ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬২.৫৬ শতাংশ। বিশ্বব্যাপী মহামারি সৃষ্টিকারী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছে। করোনা উত্তর বিশ্বে আসন্ন দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাসের প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাসহ কৃষিখাতের সাথে জড়িত কৃষক, কৃষি শ্রমিক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের জীবন ও জীবিকা নিশ্চিত করা কৃষিখাতের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। করোনার প্রভাব মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০ কোটি টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ৯,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৪৩.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে যার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৪.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত গবাদি প্রাণির জন্য ১.০৮ কোটি ও পোল্ট্রির জন্য ১৭.৩৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে।

সেবা ও শিল্পখাতের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও ধারাবাহিকভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির কারণে অর্থনীতিতে কৃষিখাতের গুরুত্ব অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে কৃষিখাতের (প্রাণিসম্পদ, বন, ফসল এবং মৎস্য) অবদান ১৩.৩৫ শতাংশ। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬২ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত। সেবাখাতের প্রবৃদ্ধিতেও এখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতের পাশাপাশি ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে খোরপোষের কৃষি ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। কৃষিজমি কমতে থাকা, জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরি প্রকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ। কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে রূপকল্প ২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্লান-২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটানো সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে।

কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ফসলের উন্নত এবং প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, নতুন শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন, পানিসাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি আবিষ্কার, ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ট্রান্সজেনিক

ফসল উৎপাদন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরমাণু ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্প-সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ও সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফসলের উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, লাভজনক কৃষি ও দক্ষ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মহামারি সৃষ্টিকারী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রভাব বাংলাদেশের কৃষিতেও পড়েছে। করোনাভাইরাস উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারের কর্মপরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হলো কৃষিখাতের উৎপাদন অব্যাহত রাখা। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমিকের গমনাগমন সমস্যা ও আগাম বন্যার বিষয় বিবেচনায় রেখে, হাওর অঞ্চলের সাত জেলায় ধান কাটার জন্য জরুরিভিত্তিতে কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। করোনার প্রভাব মোকাবেলায় বিগত বছরসমূহের ন্যায় কৃষি খাতে ভর্তুকি, সার-বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণে প্রণোদনা ও সহায়তা কার্ড, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা, স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে বিশেষ কৃষি ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাষযোগ্য প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ফলানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর সমন্বিত হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছে ৪২১.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ২৭.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৪০.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৯৫.৬১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১০.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪৫৪.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আউশ ৩০.১২ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৫৫.০২ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ২০৪.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১২.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.১-এ ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.১ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
আউশ	২১.৫৮	২৩.২৬	২৩.২৮	২২.৮৯	২১.৩৪	২৭.০৯	২৭.৭৫	৩০.১২
আমন	১২৮.৯৭	১৩০.২৩	১৩১.৯০	১৩৪.৮৩	১৩৬.৫৬	১৩৯.৯৪	১৪০.৫৫	১৫৫.০২
বোরো	১৮৭.৭৮	১৯০.০৭	১৯১.৯২	১৮৯.৩৮	১৮০.১৬	১৯৫.৭৬	১৯৫.৬১	২০৪.৩৬
মোট চাল	**৩৩৮.৩৩**	**৩৪৩.৫৬**	**৩৪৭.১০**	**৩৪৭.১০**	**৩৩৮.০৬**	**৩৬২.৭৯**	**৩৬৩.৯১**	**৩৮৯.৫০**
গম	১২.৫৫	১৩.০২	১৩.৪৮	১৩.৪৮	১৩.১২	১০.৯৯	১০.১৭	১২.৪৬
ভুট্টা	২১.৭৮	২৫.১৬	২৩.৬১	২৭.৫৯	৩৫.৭৮	৩৮.৯৩	৪৬.৯৯	৫২.০৮
মোট	**৩৭২.৬৬**	**৩৮১.৭৪**	**৩৮৪.১৯**	**৩৮৮.১৭**	**৩৮৬.৯৬**	**৪১২.৭১**	**৪২১.০৭**	**৪৫৪.০৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,কৃষি মন্ত্রণালয় *লক্ষ্যমাত্রা।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ২১.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধুমাত্র বোরো ও আমন ফসল থেকে চাল সংগৃহীত হয়েছিল ২৩.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গত গম সংগ্রহ মৌসুমে প্রায় ০.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করা হয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২২.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ২০.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন)। তন্মধ্যে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বোরো

এবং আমন ফসল থেকে ১৩.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য আমদানি

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে ৫.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন (খাদ্য সাহায্যসহ চাল ০.০২ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৫.০১ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে (ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত) প্রকৃত খাদ্যশস্য আমদানির (খাদ্য সাহায্যসহ) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন (গম ৩.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন)। বেসরকারি খাতে একই সময়ে ০.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন চাল এবং ৪৬.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন গমসহ মোট ৪৬.২১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ সহায়তা (monetised) আকারে যেমন- ওপেন মার্কেট সেল (ওএমএস), খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, এসেনসিয়াল প্রায়োরিটি (ইপি), আদারস প্রায়োরিটি (ওপি), বৃহৎ জনবল (এল.ই) ও অন্যান্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ত্রাণমূলক (non-monetised) খাতে যেমন- কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টেস্ট রিলিফ (TR), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (VGF), ভালনারেবল গ্রুপ উন্নয়ন (VGD), গ্রাটিসাস রিলিফ (GR) ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে ২৯.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে ২৫.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় (আর্থিক খাতে ১৩.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক খাতে ১২.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন)। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৩২.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত নগদ সহায়তা খাতে যেমন- এসেনসিয়াল প্রায়োরিটি (ইপি), আদারস প্রায়োরিটি (ওপি), বৃহৎ জনবল (এল.ই), ওএমএস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, মুক্তিযোদ্ধা) ৮.৭০ লক্ষ মেট্রিকটন এবং সরাসরি খাদ্য সহায়তা খাতে (কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) ৫.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ সর্বমোট ১৪.৬১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা

চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন; যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ২১.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

নিরাপদ খাদ্য

দেশের জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আলোকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে, যা ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর ২ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ২০১৮ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। আইনটি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, আইনটির মৌলিক বিষয়সমূহের উপর সম্যক ধারণা ও সঠিক প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয় করবে। সমগ্র দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সকল খাদ্য ও খাদ্য উপাদান উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুশীলন ও তা অনুশীলনে উপাত্ত বিশ্লেষণ, সমাধান প্রভৃতি কার্যক্রম 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' এর দায়িত্বের মধ্যে থাকবে।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের জন্য চাহিদা অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানসম্মত বীজ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছু সংখ্যক বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানও হাইব্রীড ধান, ভূট্টা এবং শাক-সবজির বীজ সরবরাহ করছে। মানসম্পন্ন বীজ এককভাবে ফসলের উৎপাদন ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৪টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া, এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি

ইত্যাদি উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষির সংখ্যা বর্তমানে ৩,৯৮,৩২৭ জন। এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ৭,৪১,৬৪০ একর। বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক প্রায় ১.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.২-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.২ঃ বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০২০	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন (লক্ষ্যমাত্রা)	বিতরণ*
ধান বীজ	৮৫৫৪৮	৮৭৬৬৮	৮৮১৪১	**৮৪৩৪৭.১১**	৮৮৪৪৩	৬১৪৬৬
গম বীজ	১৭৫২৭	১৮১৭৭	১২০০৭	**১৭৯৫৮.১৬**	১২৮৯০	১১১৯১
ভুট্টাবীজ	২০	৫	৮২	**১৩.৭৮**	১৬০	২২.৫
আলু বীজ	৩৩০৪৩	৩১৩২১	৩৪৯৯২.৭	**৩১৬৪৯.২৬**	৩৮০০০	২৯০৯৩
ডাল বীজ	২৪৩৫	১৮৮৮	২২৭৯.৬	২১২৮.৯২	২৫০০	২০৩৯
তৈল বীজ	১১৯৫	১০২৩	১৬৩৬.৪	১২১০.৩০	২০০০	১৩৮৫
পাট বীজ	৭২৩	২২৩	২৯৩.৩	৩৫২.৩৯	৭০০	০
সবজি বীজ	৪৫	৭৩	৮২.৮	৬৭.৭২	১০২	৪৩.৩৯
মসলা বীজ	১০৬	১০৫	২০৫	১৯৯.৪১	২০৫	১৭৮.১১
সর্বমোট	১৪০৬৪২	১৪০৪৮৩	১৩৯৭২০.৬	১৩৭৯২৭	১৪৫০০০	১০৫৪১৮

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, *ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

সার

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উচ্চফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এসব উচ্চ ফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মাটিতে জৈবসারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের কৃষিতে এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহার করা হয়েছে ৫৪.২২ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২৫.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সার ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে মোট ৫৮.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন । ২০১২-১৩ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সারণি ৭.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৩ঃ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

(হাজার মেট্রিক টন)

বছর	সারের নাম										মোট
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এনপিকেএস	এমওপি	এএস	জিপসাম	জিংক	অন্যান্য	
২০১২-১৩	২২৪৭.০০	৬৫৪.০০	৪৩৪.০০	০	২৫.০০	৫৭১.০০	৮.৫০	৪০.০০	২৪.০০	১৯.০০	৪০২২.৫০
২০১৩-১৪	২৪৬২.০০	৬৮৫.০০	৫৪৩.০০	০	২৭.০০	৫৭৭.০০	৩.০০	১২৬.০০	৪২.০০	০.৪০	৪৪৬৫.৪০
২০১৪-১৫	২৬৩৮.০০	৭২২.০০	৫৯৭.০০	০	২৭.০০	৬৪০.০০	৬.২২	১২২.০০	৩৯.০০	০.০০	৪৭৯১.২২
২০১৫-১৬	২২৯১.০০	৭৩০.০০	৬৫৮.০০	০	৩৯.৫৯	৭২৭.০০	৯.৯৬	২২৯.৪২	৫৩.৪৩	০.০০	৪৭৩৮.৪০
২০১৬-১৭	২৩৬৬.০০	৭৪০.০০	৬০৯.০০	০	৪০.০০	৭৮১.০০	১০.০০	৩২৩.৩০	৫৭.৪৭	০.০০	৪৯২৬.৭৭
২০১৭-১৮	২৪২৭.৪৬	৭০৬.৬২	৬৮৯.৯০	০	৫০.০০	৭৮৯.৪৭	১০.০০	২৫০.০০	৮০.০০	৯০.০০	৫০৯৩.৪৫
২০১৮-১৯	২৫৯৪.০০	৭৮১.০০	৭৬৩.০০	০	৫০.০০	৭২৪.০০	১০.০০	২৮৫.০০	৯৫.০০	১২০.০০	৫৪২২.০০
২০১৯-২০*	২৬৫০.০০	৭৫০.০০	৯০০.০০	০	৭০.০০	৮৫০.০০	১০.০০	৪০০.০০	১৩৩.০০	১২১.০০	৫৮৮৪.০০

সূত্র: এফএমএম, কৃষি মন্ত্রণালয় * লক্ষ্যমাত্রা।

সেচ ব্যবস্থাপনা

ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ ব্যয় হ্রাসের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম এবং হাইড্রোলিক ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প

স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিরিবাঁধ নির্মাণ এবং সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১টি অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার স্থাপন করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব অটো ওয়াটার রেকর্ডারের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত করার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ তথ্য ব্যবহার করে ইতোমধ্যে Groundwater Zoning Map তৈরি করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের কোথায় কোন ধরনের সেচযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে তা সহজেই নিরূপন করা সম্ভব হবে। এছাড়া স্মার্ট কার্ড/প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের সেচ চার্জ আদায় সহজতর হয়েছে এবং কৃষক সঠিক সময়ে ও পরিমাণ মতো ফসলে সেচ দিতে সমর্থ হচ্ছে। বিএডিসি কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি তথা সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩২টি সৌরচালিত সেচ পাম্প ও ৪৩টি সৌর বিদ্যুৎচালিত ডাগওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া এলাকাভিত্তিক এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে ১৮টি সেচ প্রকল্প ও ১৪টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৬৬ কি.মি.খাল/নালা পুনঃখনন, ৭৭৯টি সেচ অবকাঠামো, ১টি রাবার ড্যাম, ১টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম, ৫৯৪ কি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা, ৩.২৯ কিঃমিঃ ভূপরিস্থ সেচনালা, ৭০টি গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, ২৬৯টি শক্তিচালিত পাম্প, ২৪৫টি সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন, ১৫০টি সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ২২ কি.মি. ফসল রক্ষা বাঁধ, ১৫৭টি ভূগর্ভস্থ পানির স্তর মনিটরিং ডাটালগার স্থাপন, ৭৫টি ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন, ৬টি স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৩৫টি ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও ১৫,৬০০ মিটার ফিতা পাইপ সরবরাহ করার সংস্থান রয়েছে, যা জুন ২০২০ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলাতে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। সেচ কাজে সর্বমোট ১৬,০৩৬টি সেচযন্ত্র ব্যবহার করে রবি মৌসুমে প্রায় ৫.২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩,০৯৮টি পুকুর, ৭টি দীঘি ও ২,০১১ কিঃমিঃ খাস খাল/খাঁড়ি পুনঃখনন এবং উক্ত খালে ৭৪৯টি পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রায় ৯৭,০০০ হেক্টরেরও অধিক আয়তনের জমিতে সম্পূরক সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদ্মা, মহানন্দা ও আত্রাই নদীতে মোট ১১টি পন্টুন স্থাপন করে নদী হতে পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন ও খাল/পুকুরে স্থানান্তর করে খাল, পুকুর এবং নদীর পাড়ে সর্বমোট ৫১৯টি লো লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন করে ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে পার্শ্ববর্তী প্রায় ১৫,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সেচের আওতাধীন এলাকা ক্রমবৃদ্ধি অব্যহত রয়েছে। সেচের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ৫৪.০২ লক্ষ হেক্টর, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৫.৮৭ লক্ষ হেক্টরে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন এলাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৫.৯৮ লক্ষ হেক্টর। নিম্নে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত সেচকৃত জমির পরিমাণ তুলে ধরা হলোঃ

৭.৪ঃ সেচকৃত জমির আয়তন

(লক্ষ হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০* লক্ষ্যমাত্রা
এলএলপিওঅন্যান্য	১২.৪৬	১২.৫১	১৩.৪২	১১.৮৮	১২.২১	১২.৪৮	১২.৫০
গভীর নলকুপ	৮.৭৭	৯.৬২	১১.৯৪	১০.৬৩	১০.৭২	১০.৭৬	১০.৮০
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট)	৩২.৭৯	৩২.৩৫	২৯.৫৪	৩০.৭৯	২৯.৮২	২৯.৯৪	২৯.৯৯
অন্যান্য	-	-	-	১.৯৭	২.৮২	২.৬৯	২.৬৯
মোট সেচ	**৫৪.০২**	**৫৪.৪৮**	**৫৪.৯০**	**৫৫.২৭**	**৫৫.৫৭**	**৫৫.৮৭**	**৫৫.৯৮**

উৎসঃ বিবিএস, ডিএই, কৃষি মন্ত্রণালয়,* লক্ষ্যমাত্রা।

পাট ফসলের উৎপাদন

সারা বিশ্বজুড়ে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কৃত্রিম তন্তুর ক্ষতিকর প্রভাব হতে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য প্রাকৃতিক তন্তু হিসাবে পাটের চাহিদা এবং বাজারমূল্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের মোট রপ্তানী আয়ের প্রায় ৩ শতাংশ আসে পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে। সুতরাং এদেশের কৃষি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পাট খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া সরকার কর্তৃক ২০১০ সালে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০' প্রবর্তন করা হয়েছে এবং উক্ত আইনবলে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩' প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে ১৭টি পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত আইন এবং বিধিমালা কার্যকরের জন্য বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহন করার ফলে দেশে এবং বিদেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাটের জমি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি বছরগুলোতে কাঁচা পাটের বাজার মুল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক পর্যায়ে পাট চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬.৬৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করে ৬৮.১৯ লক্ষ বেল পাট আঁশ উৎপাদিত হয়েছে।

কৃষি ঋণ

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাত এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশ করে বিগত অর্থবছরসমূহের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ২১,৮০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৩,৬১৬.২৫ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ১০৮.৩৩%) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২৪,১২৪ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোট ১৫,০৯২.১৭ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬২.৫৬ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি ৭.৫ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৫ঃ বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০১২-১৩	১৪১৩০.০০	১৪৬৬৭.৪৯	১৪৩৬২.২৯	৩১০৫৭.৬৯
২০১৩-১৪	১৪৫৯৫.০০	১৬০৩৬.৮১	১৭০৪৬.০২	৩৪৬৩২.৮২
২০১৪-১৫	১৫৫৫০.০০	১৫৯৭৮.৪৬	১৫৪০৬.৯৬	৩২৯৩৬.৮০
২০১৫-১৬	১৬৪০০.০০	১৭৬৪৬.৩৯	১৭০৫৬.৪৩	৩৪৪৭৭.৩৭
২০১৬-১৭	১৭৫৫০.০০	২০৯৯৮.৭০	১৮৮৪১.১৬	৩৯০৪৭.৫৭
২০১৭-১৮	২০৪০০.০০	২১৩৯৩.৫৫	২১৫০৩.১২	৪০৬০১.১১
২০১৮-১৯	২১৮০০.০০	২৩৬১৬.২৫	২৩৭৩৪.৩২	৪২৯৭৪.২৩
২০১৯-২০*	২৪১২৪.০০	১৫০৯২.১৭	১৫৫০৮.৩০	৪৩৩১৫.৮৬

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি ২০২০পর্যন্ত।

উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি

দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন; কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ; শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমূখী উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এসব বিবেচনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াধীন আছে সেগুলো হলো:

- হাওর অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বছরব্যাপী ফল উৎপাদন প্রাপ্তি ও ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টি নিশ্চিতকরণ।
- ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং রিচার্জ ওয়েলের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমৃদ্ধকরণ।
- ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং সৌরশক্তিতে পরিচালিত পাতকূয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ।
- কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহার ও সারসহ অন্যান্য কৃষি-উপকরণের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সচেতনকরণ।
- দেশের জনগনের পুষ্টি চাহিদা পুরণে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) প্রতিষ্ঠা ও এর মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় বন্যা, খরা, লবণাক্ত ও অধিক তাপমাত্রাসহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন।
- কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- কৃষি খাতে মৌসুমী শ্রমিকের ঘাটতি মোকাবেলায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।
- বীজের সংকট দুর করে নির্দিষ্ট সময়ে কৃষকের হাতে উন্নত বীজ সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ হিমাগার স্থাপন।
- দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় মানসম্পন্ন বীজের ঘাটতি মোকাবেলায় পটুয়াখালীর দশমিনায় বীজবর্ধন খামার ও নোয়াখালীর সুবর্ণচরে ডাল ও তৈল বীজবর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন।
- কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ।
- ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়নে কৃষিতথ্য সেবা ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্টেশন স্থাপন।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (Agriculture Information and Communication Centre (AICC) স্থাপন।
- কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই-কৃষি সেবার উন্নয়ন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য Online Fertiliser Recommendation Software Bangladesh Rice Knowledge Bank ইত্যাদি।
- কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান কার্যালয়ে ০১টি কৃষি কল সেন্টার স্থাপন।
- জেলা পর্যায়ে বিপণন অফিসগুলোকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতাভূক্তকরণ এবং হাট-বাজারের বাজারদর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dam.gov.bd-তে প্রচার এবং পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ।
- বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীর কল সেন্টারসমূহে যোগাযোগের মাধ্যমে কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আমদানীকৃত বীজের রোগ-বালাই পরীক্ষার জন্য Post-Entry Quarantine Centre স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- শস্য সংগ্রহোত্তর ফসলের ক্ষতি কমানোর কার্যক্রম (Post Harvest Management) সম্প্রসারণ।
- ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বালাইমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয়করণ এবং মানসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য জৈব কৃষি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং এর উপর প্রায়োগিক গবেষণা, পাট চাষের এলাকা চিহ্নিতকরণ ও রিবন রেটিং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, পাট ও পাট জাতীয় ফসলের লবণাক্ততা এবং অন্যান্য প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- জলমগ্ন এলাকায় কচুরিপানা এবং অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ এর সমন্বয়ে ভাসমান বেড তৈরি করে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ।
- কৃষিখাতে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য উৎপাদন

দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৫২ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র এক-চতুর্থাংশের বেশি (২৬.৩৭%) মৎস্যখাতের অবদান। দেশের রপ্তানি আয়ের ১.৩৯ শতাংশ আসে মৎস্যখাত হতে। জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান বিবেচনায় এনে মৎস্য সম্পদের স্থায়িত্বশীল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ও সমাজবান্ধব নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, গ্রামীণ বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ প্রসারিত করা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং সম্প্রসারিত সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমান চাহিদার চেয়ে (৬০ গ্রাম/দিন) বৃদ্ধি পেয়ে ৬২.৫৮ গ্রামে উন্নীত হয়েছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য় স্থান অধিকার করেছে এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। উৎপাদনের এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে দেশে মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন অর্জিত হবে বলে প্রাথমিক তথ্যে প্রতীয়মান হয়। সম্প্রতি করোনা সংকটে দীর্ঘমেয়াদী সাধারণ ছুটির ফলে সৃষ্ট সরবরাহ জটিলতার কারণে মাছের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। এ সংকট মোকাবেলায় সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। করোনা পরবর্তীতে মৎস্য খাত যাতে পূর্বের ধারাবাহিকতায় ফিরে আসতে পারে সে লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করবে। সারণি ৭.৬-এ ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০ (প্রক্ষেপিত)
১. অভ্যন্তরীণঃ									
(ক) মুক্ত জলাশয়									
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	১.৪৭	১.৬৭	১.৭৫	১.৭৮	২.৭২	৩.২১	৩.২৫	৩.৩৮
সুন্দরবন	১.৭৮	০.১৬	০.১৯	০.১৮	০.১৭	০.১৮	০.১৮	০.১৮	০.১৮
বিল	১.১৪	০.৮৮	০.৮৯	০.৯৩	০.৯৫	০.৯৮	০.৯৯	২.০০	১.০০
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৯	০.০৮	০.০৮	০.১০	০.১০	০.১০	০.১১	০.১০
প্লাবনভূমি	২৬.৯৩	৭.০১	৭.১৩	৭.৩০	৭.৪৮	৭.৬৬	৭.৬৯	৭.৮২	৭.৮৪
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	**৩৯.০৮**	**৯.৬১**	**১০.০**	**১০.২৪**	**১০.৫**	**১১.৬৪**	**১২.১৭**	**১২.৩৬**	**১২.৫০**
(খ) চাষকৃত									
পুকুর	৩.৭৭	১৪.৪৭	১৫.২৬	১৬.১৩	১৭.২০	১৮.৩৩	১৯.০০	১৯.৭৫	২০.২৯
বাওড়	০.০৫৫	০.০৬	০.০৭	০.০৭	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.১	০.১২
অর্ধ আবদ্ধ	১.৩৩	২.০১	১.৯৩	২.০১	২.০৮	২.১৬	২.১৬	২.১৭	২.১৮
চিংড়ি খামার	২.৭৫৬	২.০৬	২.১৭	২.২৪	২.৪০	২.৪৭	২.৫৪	২.৫৮	২.৭
পেন কালচার	০.৮৩৩	-	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১১	০.১২	০.১২
কেজ কালচার	০.০০১	-	০.০১	০.০২	০.০২	০.০২	০.০৪	০.০৪	০.০৪
কাকড়াঁ					০.১৩	০.১৪	০.১২	০.১২	০.১২
উপ-মোট (চাষকৃত)	**৮.৭৪৫**	**১৮.৬০**	**১৯.৫৭**	**২০.৬০**	**২২.০৪**	**২৩.৩৩**	**২৪.০৫**	**২৪.৮৮**	**২৫.৫৭**
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.৮২৫**	**২৮.২১**	**২৯.৫৩**	**৩০.৮৪**	**৩২.৫২**	**৩৪.৯৭**	**৩৬.২২**	**৩৭.২৪**	**৩৮.০৭**
২. সামুদ্রিকঃ									
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		০.৭৩	০.৭৭	০.৮৫	১.০৫	১.০৮	১.২	১.০৭	১.২৪
(খ) আর্টিসেন্যাল		৫.১৬	৫.১৮	৫.১৫	৫.২১	৫.২৯	৫.৩৫	৫.৫৩	৫.৫৪
মোট (সামুদ্রিক)	-	**৫.৮৯**	**৫.৯৫**	**৬.০০**	**৬.২৬**	**৬.৩৭**	**৬.৫৫**	**৬.৬০**	**৬.৭৮**
সর্বমোট	**৪৭.৮২৫**	**৩৪.১০**	**৩৫.৪৮**	**৩৬.৮৪**	**৩৮.৭৮**	**৪১.৩৪**	**৪২.৭৭**	**৪৩.৮৪**	**৪৪.৮৫**

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়,*প্রক্ষেপিত।

মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন

বর্তমানে মৎস্য চাষে মোট চাহিদার প্রায় শতভাগ পূরণ করছে হ্যাচারি উৎপাদিত রেনু/পোনা। তবে অন্তঃপ্রজনন সমস্যার কারণে হ্যাচারি থেকে গুণগত মানসম্পন্ন পোনাপ্রাপ্তি অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়ে পড়ে। এ সমস্যা দূর করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা প্রতিপালন করে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করে পোনার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১৪৩টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ১,০৩৮টি খামার পরিচালিত হচ্ছে। সারণি ৭.৭-এ গত কয়েক বছরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৭ঃ মৎস্য হ্যাচারি'তে রেণু/পোনার উৎপাদন

সাল	হ্যাচারির সংখ্যা		রেণু (মেট্রিক টন)			উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি)		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০১০	১২০	৮৬২	৫.৫৯	৪৬০.২০	৪৬৫.৭৯	২.১১	৯৮৩.৮৭	৯৮৫.৯৮
২০১১	১২৫	৮৪৫	৬.৮৪	৬১৭.৬৪	৬২৪.৪৮	২.১২	৮১৮.২১	৮২০.৩৩
২০১২	১২৫	৯০২	৯.০৭	৬২৬.৫২	৬৩৫.৫৯	২.১৪	৮২২.৬২	৮২৪.৭৬
২০১৩	১৩৪	৮৮৭	৯.০৪	৪৭৭.৩৪	৪৫৯.১১	১.৩৫	৯০০.১৫	৯০১.৫০
২০১৪	১৩৬	৮৯৩	৯.৮৭	৪৯২.৪৭	৫০২.৩৪	২.৩৪	১০২৮.৩৩	১০৩২.৬১
২০১৫	১৩৬	৮৫৭	১০.৪৬	৭০৫.১৯	৭১৫.৬৫	২.৫৯	৮২৮.০২	৮৩০.৬১
২০১৬	১৩৭	৮৯৯	১১.১৮	৬৬৮.২০	৬৭৯.৩৮	২.৭৮	৮২৮.৪৭	৮৩১.২৫
২০১৭	১৩৮	৮৭২	১২.৪৯	৬৭০.০৯	৬৮২.৫৮	২.৫২	৮৭৯.১২	৮৮১.৬৪
২০১৮	১৪৩	৯৮৫	১২.০৬	৭৬৭.১৬	৭৭৯.২২	২.৭৭	৮২২.৩৬	৮২৫.১৩
২০১৯	১৪৩	১০৩৮	১২.৫৮	৭৩৪.৪৩	৭৪৭.০১	৩.৩৮	৮২১.১৬	৮২৪.৫৪

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়,।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ আসে ইলিশ থেকে। দেশের প্রায় ৫.০ লক্ষ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। বাংলাদেশের ইলিশ স্বাদে ও গন্ধে সেরা। তাই দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও রয়েছে ইলিশের ঈর্ষণীয় কদর। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ ইলিশ মাছের জিআই (GI) প্যাটেন্টও লাভ করেছে। সরকার এ সম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ। এ নবায়নযোগ্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রশাসন, কোস্টগার্ড, পুলিশ ও নৌবাহিনীর সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকার ইলিশ রক্ষা ও উন্নয়নে যে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে সেগুলো হলোঃ

- জাটকা রক্ষায় নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান।
- জাটকা আহরণে বিরত অতি দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমের জন্য উপকরণ সহায়তা বিতরণ।
- নির্বিচারে জাটকা নিধনবন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন।
- মা ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন প্রজনন এলাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন ও পরিবহণ বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আইন বাস্তবায়ন।
- প্রতি বছর জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন।
- জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা।

মৎস্য সংরক্ষণ আইনের আওতায় জাটকা রক্ষায় দেশে ইতোমধ্যে মোট ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২০ সালে ১৩টি জেলায় বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনায় ৩৮৭টি মোবাইলকোর্ট ও ১,৫৫৪টি অভিযানের মাধ্যমে ২,২৬৭টি ক্ষতিকর বেহন্দীজাল, ৭১৬.১৮৪ লক্ষ

মিটার কারেন্টজাল, ২,০৬৭টি অন্যান্য জাল আটক করা হয়েছে। সেইসাথে ১৭.০৮৯ মেট্রিক টন জাটকা ও ২.৩৭৯ মেট্রিক টন অন্যান্য মাছ জব্দ করা হয়।

এসকল পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াও জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দেশের উপকূলীয় এলাকার জেলেদের জন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তার পরিমান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারী-মার্চ পযর্ন্ত ২ মাসের জন্য জাটকা আহরণে বিরত ২,৮০,৯৬৩টি পরিবারকে মোট ২২,৪৭৭.০৪ মেট্রিক টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়েও ভিজিএফ চাল প্রদান করা হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা এবং ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন উল্লেযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মৎস্য উৎপাদনকারী দেশের মাঝে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার ও ভারতের সাথে বঙ্গোপসাগরের সীমা নির্ধারণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের (ITLOS) যুগান্তকারী রায়ে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে একটি স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী সামুদ্রিক উন্নয়নের কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে। Plan of Action এর বিভিন্ন মেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের অপার সম্ভবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের সুযোগকে সঠিকভাবে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করছে। ইতোমধ্যে 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০' চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। অগভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের মৎস্যজীবিগণ দীর্ঘদিন ধরেই মৎস্য আহরণে নিয়োজিত। কিন্তু গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শুরু করা যায়নি। গভীর সমুদ্রে রয়েছে আমাদের টুনা মাছসহ অন্যান্য মৎস্য সম্পদের অপার সম্ভাবনা। সরকার গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের উপযোগী জাহাজ সংগ্রহের জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বেসরকারি খাতেও গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের সক্ষমতা তৈরীর জন্য সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত। বাংলাদেশ হতে প্রধানত গলদা, বাগদা, হরিণাসহ বিভিন্ন জাতের চিংড়ি, স্বাদুপানির মাছের মধ্যে কার্পজাতীয় মাছ যেমন: রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি, ক্যাটফিসজাতীয় মাছ যেমন: আইর, টেংরা, বোয়াল, পাবদা ইত্যাদি, কৈ, কুইচ্চা প্রভৃতি, সামুদ্রিক মাছের মধ্যে ভেটকী, দাতিনা, রূপচাঁদা ইত্যাদি, কাটল ফিস, কাঁকড়া ইত্যাদি রপ্তানি হয়ে থাকে। এছাড়াও, শুটকী মাছ, হাঙরের পাখনা, মাছের আঁইশ এবং চিংড়ির খোলসও রপ্তানি করা হয়ে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, চীনসহ ৫০ টিরও অধিক দেশে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত মৎস্যজাত পণ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ Value Added product হিসেবে রপ্তানি হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) ৪৯,৫২৯.৪০ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২,৮৭৪.২৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ

স্থিরমূল্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৩ শতাংশ। জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের অংশ স্বল্প হলেও দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে এ উপ-খাতের ভূমিকা অপরিসীম। ইতোমধ্যে প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য সরকার বহুমূখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। জাত উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত তরল ও হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা উৎপাদন ও বিতরণ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা সেবাপ্রদান, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত দেশে গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৫৭.৯৮ লক্ষ এবং ৩,৫৩২.২৩ লক্ষ। সারণি ৭.৮-এ দেশে প্রাণি ও পাখির পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৮ঃ প্রাণি ও পাখির সংখ্যা

(লক্ষ)

প্রাণি/পাখি	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
গরু	২৩৩.৪১	২৩৪.৮৮	২৩৬.৩৬	২৩৭.৩৫	২৩৯.৩৫	২৪০.৮৬	২৪২.৩৮	২৪৩.৩৯
মহিষ	১৪.৫০	১৪.৫৭	১৪.৬৪	১৪.৭১	১৪.৭৮	১৪.৮৫	১৪.৯২	১৪.৯৭
ছাগল	২৫২.৭৬	২৫৪.৩৯	২৫৬.০২	২৫৭.৬৬	২৫৯.৩১	২৬১.০০	২৬২.৬৭	২৬৩.৭৯
ভেড়া	৩১.৪৩	৩২.০৬	৩২.৭০	৩৩.৩৫	৩৪.০১	৩৪.৬৮	৩৫.৩৭	৩৫.৮৩
মোট গবাদি প্রাণি	**৫৩২.১১**	**৫৩৫.৯০**	**৫৩৯.৭২**	**৫৪৩.৫৭**	**৫৪৭.৪৫**	**৫৫১.৩৯**	**৫৫৫.৩৪**	**৫৫৭.৯৮**
মোরগ মুরগি	২৪৯০.০০	২৫৫৩.১১	২৬১৭.৭০	২৬৮৩.৯৩	২৭৫১.৮০	২৮২১.৪৫	২৮৯২.৮৩	২৯৪১.৬২
হাঁস	৪৭২.৫৩	৪৮৮.৬১	৫০৫.২২	৫২২.৪০	৫৪০.১৬	৫৫৮.৫৩	৫৭৭.৫২	৫৯০.৬১
মোট হাঁস - মুরগি	**২৯৬২.৬৪**	**৩০৪১.৭২**	**৩১২২.৯৩**	**৩২০৬.৩৩**	**৩২৯২.০০**	**৩৩৭৯.৯৮**	**৩৪৭০.৩৫**	**৩৫৩২.২৩**

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য যেমন: দুধ, মাংস (গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি) এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু দুধ, মাংস এবং ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১৬৫.০৭ মিলি/দিন, ১২৪.৯৯ গ্রাম/দিন ও ১০৩.৮৯টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে। সম্প্রতি করোনা সংকটে দীর্ঘমেয়াদী সাধারণ ছুটির ফলে পোল্ট্রি এবং ডেইরি বিশেষ করে ডিম ও দুধের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেওয়ায় সরকার এ সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০২০) পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৯-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৯ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন							
		২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
দুধ	লক্ষ টন	৫০.৬৭	৬০.৯০	৬৯.৭০	৭২.৭৫	৯২.৮৩	৯৪.০৬	৯৯.২৩	৬৯.৫৬
মাংস	লক্ষ টন	৩৬.২০	৪৫.২০	৫৮.৬০	৬১.৫২	৭১.৫৪	৭২.৬০	৭৫.১৪	৫১.৪৭
ডিম	লক্ষ টি	৭৬১৭৩	১০১৬৮০	১০৯৯৫২	১১৯১২৪	১৪৯৩৩১	১৫৫২০০	১৭১১০০	১১৬৬৩৫

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

গবাদি প্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

গবাদিপশুর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বর্তমানে সাভারস্থ কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ৪,৪৬৪টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র/পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল সিমেন ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৩১.৭০ লক্ষ মাত্রা সিমেন উৎপাদন করা হয়েছে এবং ২৮.৩০ লক্ষ গবাদি পশুকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ৯.৪৮ লক্ষ সংকর জাতের বাছুরের জন্ম হয়েছে।

প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বর্তমানে ১৭ প্রকারের টিকা উৎপাদন, বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ১.০৮ কোটি ডোজ এবং পোল্ট্রির জন্য ১৭.৩৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়াও ট্রান্সবাউন্ডারী রোগ প্রতিরোধের জন্যে জলবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরসমূহে 'প্রাণি রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ' প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪টি এ্যানিমেল কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট খামারীদের ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে 'উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন (ইউএলডিসি)' প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৫টি আধুনিক ইউএলডিসি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, 'হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প' – এর মাধ্যমে ১৪টি হাঁসের হ্যাচারী নির্মাণ করা হয়েছে। অধিক কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে একটি সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। ডিপ্লোমাধারী প্যারা-প্রফেশনাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে 'ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় আরও ৩টি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট (গোপালগঞ্জ, খুলনা ও নেত্রকোণা) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি লালন-পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও রোগ নির্ণয়ের জন্য 'জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন' প্রকল্পের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলায় একটি জাতীয় প্রাণিসম্পদ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ভেড়ার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 'সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)' এর আওতায় বগুড়া, রাজশাহী এবং বাগেরহাট জেলায় স্থাপিত ৩টি খামারে ভেড়া লালন পালনের কার্যক্রম চলমান আছে। দেশের সকল ইউনিয়নে কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট স্থাপন ও সিমেন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন করে বুল স্টেশন নির্মাণের জন্য 'কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)' এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর জেলায় ২টি বুল স্টেশন কাম এআই ল্যাব এবং বগুড়া, সিলেট, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল জেলায় ৫টি বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনি এআই ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া প্রাণিসম্পদজাত পণ্য, পশু খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ, ঔষধ, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স এবং টিকা আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে গুনগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প এর মাধ্যমে ঢাকার সাভারে একটি কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। দেশ থেকে পিপিআর রোগ নির্মূল ও নির্বাচিত ৪টি জেলায় ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে 'পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প চলমান আছে।

প্রাণিসম্পদজাত পণ্য রপ্তানি

প্রাণিসম্পদ খাত হতে মাংস ও পশু পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন, কুয়েত, কানাডা, জাপান এবং মালদ্বীপে রপ্তানি করে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭২.৮৬ মেট্রিক টন মাংস, ৩৬.২২ মেট্রিক টন বুলস্টিক, ১,৩৮০ মেট্রিক টন বোনচিপস, ১০৩ মেট্রিক টন গরুর লেজের লোম, ১৯.৩৭ মেট্রিক টন মিষ্টি জাতীয় পণ্য (দধি, রসমালাই, মিষ্টি) এবং ৬৯.২২ মেট্রিক টন হাঁসের পালক, ১৬ মেট্রিক টন পশুখাদ্য এবং ৬৩ মেট্রিক টন বোন জিলাটিন রপ্তানি করে প্রায় ৩০.৬৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, একই অর্থবছরে প্রাণিসম্পদজাত পণ্য (ওমেজাম, এবোমেজাম, ইন্টেস্টাইন, গরুর শিং ও গবাদি পশুর হাড়) রপ্তানি করে প্রায় ২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৪৫.০৫ মেট্রিক টন মাংস, ৫১.৬২ মেট্রিক টন বুলস্টিক, ৫৪৭ মেট্রিক টন বোনচিপস, ১৩ মেট্রিক টন গরুর লেজের লোম, ৩৬.১৩ মেট্রিক টন মিষ্টিজাতীয় পণ্য এবং ১০৪.৬৬ মেট্রিক টন হাঁসের পালক, ৬৬০ মেট্রিক টন গবাদি পশু ও পোল্ট্রি খাদ্য, ১৫০ মেট্রিক টন বোন জিলাটিন এবং ১৮৩ মেট্রিকটন গরু/মহিষের শিং রপ্তানি করে প্রায় ১৮.০৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। এসকল পণ্য রপ্তানির জন্য সরকার রপ্তানিকারককে ১০-২০ শতাংশ নগদ আর্থিক সুবিধা প্রদান করে থাকে।

সার্বিক কৃষি খাতের বাজেট

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কৃষি খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ২১,৪৮৪ কোটি টাকা (পরিচালন খাতে ১৭,০৩০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৪,৪৫৪ কোটি টাকা) বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল, যা মোট বাজেটের ৪.১১ শতাংশ। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৩,৩৯৯.৮৮ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ ১২০.০০ কোটি টাকা এবং বীজ

উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) পরবর্তী দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে সরকার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ২৪,১০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ২,৬২৪ কোটি টাকা বেশি এবং মোট বাজেটের ৪.২৪ শতাংশ। কৃষি খাতে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে ৯,৫০০ কোটি টাকা করা হয়েছে এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ২০০ কোটি টাকা প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। কৃষকের ঋণ প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে সরকার ৫,০০০ কোটি টাকার একটি কৃষি রিফাইন্যান্স স্কিম গঠন করা হচ্ছে। এছাড়া নিম্ন আয়ের পেশাজীবি কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ৩,০০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন স্কিম ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০৮,১৩,৪৭৭ জন কার্ডধারী কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা দেবে সরকার। বিগত বছরসমূহের ন্যায় আমদানি খরচ যাই হোক না কেন, আগামী অর্থবছরেও রাসায়নিক সারের বিক্রয় মূল্য অপরিবর্তিত রাখা হবে ও কৃষি প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে।

অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৫.৩৬ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ৩৫.০০ শতাংশ। দেশের সব ধরনের শিল্পখাত যথা উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ উপযোগী সব ধরনের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি ২০১৬' ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতের ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের মাধ্যমে দেশের শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিবিএস এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'তে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান ছিল ৩৫.০০ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৫.৩৬ শতাংশে। জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৪টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হল খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। এর মধ্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ২৪.১৮ শতাংশ যা, গত অর্থবছরে ছিল ২৪.০৮ শতাংশ। সারণি ৮.১ -এ ২০১১-১২ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে জিডিপি ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

(২০০৫-০৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে) (কোটি টাকা)

শিল্প	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২২৫৬৯.১ (৬.৫৮)	২৪৫৫৭.৯ (৮.৮১)	২৬১১৩.১ (৬.৩৩)	২৮৩৪২.৬ (৮.৫৪)	৩০৯০৯.৪ (৯.০৬)	৩৩৯৪৫.৮ (৯.৮২)	৩৭০৮৬.৪ (৯.২৫)	৪১১৪৮.০ (১০.৯৫)	৪৪৩৪৭.৬ (৭.৭৮)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	৯৭৯৯৮.৩ (১০.৭৬)	১০৮৪৩৬.২ (১০.৬৫)	১১৮৫৪০.৩ (৯.৩২)	১৩১২২৫.৪ (১০.৭০)	১৪৭৩১৩.৪ (১২.২৬)	১৬৩৮১৯.৫ (১১.২০)	১৮৭১৮৩.৭ (১৪.২৬)	২১৪৯৬৯.৯ (১৪.৮৪)	২২৬৭১৯.৬ (৫.৪৭)
মোট	১২০৫৬৭.৪ (৯.৯৬)	১৩২৯৯৪.১ (১০.৩১)	১৪৪৬৫৩.৪ (৮.৭৭)	১৫৯৫৬৮.০ (১০.৩১)	১৭৮২২২.৮ (১১.৬৯)	১৯৭৭৬৫.৩ (১০.৯৭)	২২৪২৭০.১ (১৩.৪০)	২৫৬১১৭.৯ (১৪.২০)	২৭১০৬৭.২ (৫.৮৪)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার। * সাময়িক

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬

শিল্পায়নকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে বিবেচনা করে দেশে শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬ ঘোষণা করেছে। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীদেরকে শিল্পায়নের মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় শিল্পনীতিতে যথাযথ কৌশল (strategies) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নে সরকার ‘জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রসারকে শিল্পায়নের প্রধান মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করেছে। এর পাশাপাশি সরকার বৃহৎ শিল্প ও কতিপয় সম্ভাবনাময় সেবাখাতের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬’-এ বাস্তবভিত্তিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিকাশ এবং শিল্পখাতে প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে এ শিল্পনীতিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পখাত সৃষ্টি, বিভিন্ন শিল্পখাতের সর্বগ্রাহ্য সংজ্ঞা সংযোজন (হস্ত ও কারুশিল্প, সৃজনশীল শিল্প, উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প), মেধা সম্পদ সুরক্ষা, শিল্প দূষণ ব্যবস্থাপনা, শিল্প দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর পদ্ধতি, সুসংহত ব্যক্তিখাত গড়ে তোলার জন্য প্রায়োগিক নীতি সুবিধা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। এ নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে প্রথমবারের মত একটি সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (time bound work-plan) ‘জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬’-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিল্প খাতের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার এবং বিশেষজ্ঞদের বাস্তবভিত্তিক, প্রায়োগিক এবং তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা ‘জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬’-এ প্রতিফলিত হয়েছে। এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতকে বেগবান করে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে মর্মে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদন সূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০১২-১৩ অর্থবছরের ১৯৫.১৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরের মার্চ ২০২০ পর্যন্ত গড় সূচক দাঁড়ায় ৩৯৬.৮৫। সারণি ৮.২-এ ২০১২-১৩ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের মার্চ ২০২০ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.২ঃ মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক
(২০০৫-০৬=১০০)

শিল্প	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	১৯৫.১৯	২১৩.২২	২৩৬.১১	২৬৭.৮৮	২৯৭.৮৯	৩৪২.৪৭	৩৯২.৮২	৩৯৬.৮৫
শতকরা পরিবর্তন	১১.৫৯	৯.২৪	১০.৭৪	১৩.৪৬	১১.২০	১৪.৯৭	১৪.৭০	১.৬১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত। (প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০২০ সালেও অব্যাহত ছিল। এ লক্ষ্যে ‘কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম’, ‘স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম’ ,‘কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল’, ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী উদ্যোক্তাসহ)’ এবং ‘কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা’ খাতে ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল’ এবং ‘জাইকা সহায়তাপুষ্ট ‘ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্ স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস (এফএসপিডিএসএমই)’ প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ অথবা পূর্ব অর্থায়ন স্কীম’ এবং ‘জাইকা সহায়তাপুষ্ট আরবান বিল্ডিং সেইফটি প্রজেক্ট’ থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে। পাশাপাশি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র উদ্যোগতাদের ঋণ প্রদানে ব্যাংকসমূহকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২,০০০ কোটি টাকার একটি গ্যারান্টি স্কীম চালু করেছে।

ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসএমই অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এসএমই খাতে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতরণকৃত মোট ঋণের স্থিতি ২,১৯,২৯৩.৯৭ কোটি টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিগত ২০১৯ সালে ৭৭৪,১২২টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ১,৬৭,৯৭০.৬৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়কালে ৫৬,৭০৬টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৬,১০৮.৯৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

এসএমই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা বিবেচনায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক বছরওয়ারী (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি এবং ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয়ের একটি নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ২০১৯ সালে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাতে ১,৬৭,৯৭০.৬৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে যা উক্ত বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১,৭৬,৯০২.০০ কোটি টাকার ৯৪.৯৫ শতাংশ । সারণি-৮.৩ এ ২০১০ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ দেখানো হলঃ

সারণি-৮.৩ ২০১০ হতে ২০১৯ সালে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা	সাবসেক্টর-			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০১০	৩৮৮৫৮.১২	৩৫০৪০.৫৩	১৫১৪৭.৭২	৩৩৫৫.৬৮	৫৩৫৪৩.৯৩	১৮০৪.৯৮	১৩৮
২০১১	৫৬৯৪০.১৩	৩৪৩৮২.৬৪	১৫৮০৫.৯৫	৩৫৩০.৮৫	৫৩৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫
২০১২	৫৯০১২.৭৮	৪৪২২৫.১৯	২১৮৯৭.৩৩	৩৬৩০.৯০	৬৯৭৫৩.৪২	২২৪৪.০১	১১৮
২০১৩	৭৪১৮৬.৮৭	৫৬৭০৩.৭২	২৪০১৬.৬৪	৪৬০২.৮৯	৮৫৩২৩.২৫	৩৩৪৬.৫৫	১১৫
২০১৪	৮৯০৩০.৯৪	৬২৭৬৭.১৮	৩০২৪৬.২০	৭৮৯৬,.৭৭	১০০৯১০.১৫	৩৯৩৮.৭৫	১১৩
২০১৫	১০৪৫৮৬.৪৯	৭৩৫৫১.৭৮	৩০৪৬২.০২	১১৮৫৬.৬৮	১১৫৮৭০.৪৮	৪২২৬.৯৯	১১২
২০১৬	১১৩৫০৩.৪৩	৯০৫৪৭.৫৭	৩৫১৬৮.৬৩	১৬২১৯.১৯	১৪১৯৩৫.৩৯	৫৩৪৫.৬৬	১২৫
২০১৭	১৩৩৮৫৩.৫৯	৯৬৯৩৪.৭৯	৪২৩৩৪.৮৭	২২৫০৭.৬৬	১৬১৭৭৭.৩২	৪৭৭২.৯৯	১২১
২০১৮	১৬১০৩১.৮৯	৬৬৯৩৬.২১	৫৫৭৩৯.৬১	৩৬৮৩৪.২৫	১৫৯৫১০.০৭	৫৫১৭.০৯	৯৯.০৫
২০১৯	১৭৬৯০২.০০	৭২৫২২.৩৭	৫৮৭১৫.৩১	৩৬৭৩২.৯৯	১৬৭৯৭০.৬৭	৬১০৮.৯৯	৯৪.৯৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (Refinace Scheme)

এসএমই খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি এসএমই ঋণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা এবং নিজস্ব অর্থায়নে ৬টি তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত তহবিলগুলোর সার্বিক অবস্থা ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত সারণি-৮.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৪: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন এর খাতওয়ারী বিবরণ

ক্রমিক নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ কোটি) (টাকায়	অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা
১	কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	১৮৩৭.২৭	২৬৫৭
২	স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (ক+খ)	৪১১১.৩৭	৩৭৭৬৪
	ক স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৩৮৮৭.৩	৩৬০১৪
	খ-স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম বর্ধিত ২০১৪	২২৪.০৭	১৭৫০

৩	কটেজ,মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	২১.৫৭	৩৯২
৪	ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	৫৭০.২৪	৭৯৩
৫	জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই	৯২০.৮৮	১১৭০
৬	জাইকা সহায়তাপুষ্ট ইউবিএসপি	৩৬.৫৫	৫
৭	আইডিএ তহবিল	৩১২.৬১	৩১৬০
৮	এডিবি-১	৩৩৪.৪৯৪	৩২৬৪
৯	এডিবি-২	৭৪৬.৯৫	১৩৬৪৫
সর্বমোট		**৮৮৯২.৩৭**	**৬২৮৫০**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত)

ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৬২,৮৫০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৮,৮৯২.৩৭ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। এ সকল পুনঃঅর্থয়ান তহবিলসমূহ এসএমই খাতে একটি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বাজার সৃষ্টিতে অবদান রেখে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভুমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসমূহের বিস্তারিত নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১) কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

বিভাগীয় শহরের বাইরে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরো উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০০১ সালে নিজস্ব তহবিল থেকে ১০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়। যা গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের চাহিদার প্রেক্ষিতে আকার বৃদ্ধি করে ২০১২ সালে ২০০ কোটি টাকা, ২০১৩ সালে ৪০০ কোটি টাকা, ২০১৫ সালে ৪৫০ কোটি টাকা এবং পরবর্তীতে ২০১৮ সালে ৭০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। এ তহবিলের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ৯ শতাংশ সুদে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মোট ১৮৩৭.২৭ কোটি টাকা ২,৬৫৭টি কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৪)।

২) স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম

২০০৪ সালে প্রথমবারের মত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল এর মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকার ঘূর্নায়মান ‘বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল’ গঠন করা হয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে এ তহবিলের আকার ৮৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। দেশের শিল্পোন্নয়নকে সুষম ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে নারী এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য সহজশর্তে স্বল্পসুদে (ব্যাংক রেট+ ৪%) ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও নারী উদ্যোক্তাকে অর্থায়নের বিপরীতে চুক্তিবদ্ধ ৩৩টি ব্যাংক ও ২৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে শতভাগ পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ৩৭,৭৬৪ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৪,১১১.৩৬ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ ক)।

সারণী-৮.৪ কঃ স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ক)স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম									
১	ব্যাংক	৮১৭.৬৬	১০৬৭.৯২	৩৫৬.৪৮	২২৪২.০৬	৭৬২৩	১২৯৮৩	৩৩১৯	২৩৯২৫
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	১০৬.৪২	১০৭৬.৭৩	৪৬২.০৯	১৬৪৫.২৪	৪৯১৩	৫০২৭	২১৪৯	১২০৮৯
উপ-মোট		৯২৪.০৮	২১৪৪.৬৫	৮১৮.৫৭	৩৮৮৭.৩	১২৫৩৬	১৮০১০	৫৪৬৮	৩৬০১৪
খ) স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম-বর্ধিত									
১	ব্যাংক	৫০.৭	৩৭.২	২৩.৪৮	১১১.৩৮	২৪২	৭১৯	১০৯	১০৭০
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪.৯৮	৭৩.৮৮	৩৩.৮৩	১১২.৬৯	২৫১	৩৪১	৮৮	৬৮০
উপ-মোট		৫৫.৬৮	১১১.০৮	৫৭.৩১	২২৪.০৭	৪৯৩	১,০৬০	১৯৭	১৭৫০
সর্ব-মোট		৯৭৯.৭৬	২২৫৫.৭৩	৮৭৫.৮৮	৪১১১.৩৭	১৩০২৯	১৯০৭০	৫৬৬৫	৩৭৭৬৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত)

৩) কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত কিংবা স্ব-প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' নামে ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়। এই তহবিল হতে নতুন উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ সুদে সহায়ক জামানতসহ সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা এবং সহায়ক জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চলতি মূলধন, মধ্যম ও দীর্ঘ-মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ৩৯২টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ২১.৫৭ টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ খ)।

সারণি-৮.৪ খঃ কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক	০.১৬	১.৭০	১.১৩	২.৯৯	৪৫	৯	৯১	১৪৫
২	আর্থিক	০.২০	১৭.৯৩	০.৪৫	১৮.৫৮	১৬১	০	৮৬	২৪৭
সর্বমোট		**০.৩৬**	**১৯.৬৩**	**১.৫৮**	**২১.৫৭**	**২০৬**	**৯**	**১৭৭**	**৩৯২**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪) ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং শিল্পায়নে বিশেষ করে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণকে অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাত ও কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ৫৭০.২৪ কোটি টাকা ৭৯৩টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ গ)।

সারণি-৮.৪ গঃ ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ(টাকায় কোটি)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১.	ব্যাংক	৩৪৯.১২	১২.৮৪	০.২৮	৩৬২.২৪	১১৭	৪৯২	৩২	৬৪১
২.	আর্থিক	৩৪.৯৫	৪৫.০১	১২৮.০৪	২০৮.০০	৭০	৬২	২০	১৫২
সর্বমোট		**৩৮৪.০৭**	**৫৭.৮৫**	**১২৮.৩২**	**৫৭০.২৪**	**১৮৭**	**৫৫৪**	**৫২**	**৭৯৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫) জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ অথবা পূর্ব অর্থায়ন স্কীম

ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশে এসএমই খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালে জাইকা, জাপান এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ঋণচুক্তির আওতায় জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্যা ডেভেলপমেন্ট অব স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস (এফএসপিডিএসএমই, বিডি-পি ৬৭)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ ব্যাংক বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য উৎপাদনশীল খাতে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণের মাধ্যমে এসএমই খাতের উন্নয়ন সাধন। প্রকল্পটির ব্যয় কারিগরি সহায়তাসহ ৫,০০০ মিলিয়ন ইয়েন এর সমপরিমাণ টাকা। এ উদ্যোগের আওতায় ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) হিসেবে অদ্যাবধি ২৫টি ব্যাংক ও ২১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। অক্টোবর ২০১২ থেকে এ তহবিলের আওতায় এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে বাজারভিত্তিক সুদহারে পুনঃঅর্থায়ন/পূর্ব-অর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি প্রত্যাশিত সুবিধাভোগীর আওতা বৃদ্ধি করার নিমিত্তে অক্টোবর ২০১৩ সালে মাইক্রো উদ্যোগকেও প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিলের আওতায় যোগ্য এন্টারপ্রাইজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজসমূহের অর্থায়ন চাহিদার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সাব্-লোনের ন্যুনতম পরিমাণ পাঁচ লক্ষ

টাকা থেকে কমিয়ে দুই লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৩ সালে মর্মান্তিক রানা প্লাজা দুর্ঘটনা এবং এর ফলে সৃষ্ট তৈরী পোশাক ও নিটওয়্যার খাতে সমস্যার কারণে এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিল এর আওতায় তৈরী পোশাক ও নিটওয়্যার খাতে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বিজিএমইএ এবং/অথবা বিকেএমইএ সদস্যভুক্ত তৈরী পোশাক ও নীটওয়্যার শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কারখানার সংস্কার, পুনর্গঠন ও প্রতিস্থাপন কাজের জন্য সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির অর্থায়ন সমাপ্ত হয়েছে ৩০ জুন ২০১৬। তবে ঘুর্নায়মান প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ১১৭০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৯২০.৮৮ কোটি টাকা পুঃঅর্থায়ন/পুর্ব-অর্থায়ন করা হয়েছে।

৬) আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি)

তৈরি পোশাক খাতের শিল্পকারখানার বিল্ডিং সংস্করণ, পুনঃভবন এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাপান সরকারের সহযোগিতায় ‘আরবান বিল্ডিং সেইফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি)’ শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। এ লক্ষ্যে জাপান সরকারের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মাধ্যমে জাপান সরকার প্রকল্পটিতে ৪,১২৯ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েনের সমপরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২৫টি ব্যাংক ও ১০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট ৫টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৩৬.৫৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

৭) Enterprises Growth and Bank Modernisation Programme (EGBMP) তহবিল (আইডিএ ফান্ড)

২০০৪ সালে বিশ্বব্যাংক (আইডিএ তহবিল) বাংলাদেশ সরকারের সাথে উন্নয়ন ঋণ চুক্তির অধীনে EGBMP তহবিল-এ ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে। একই সাথে বাংলাদেশ সরকার উক্ত ঋণ চুক্তির অধীনে ইজিবিএমপি তহবিলে ৫৮ কোটি টাকা প্রদান করে। ঘুর্নায়মান পদ্ধতিতে পরিচালিত এ তহবিল হতে ৩২টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৩,১৬০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৩১২.৬১ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ ঘ)।

সারণি-৮.৪ ঘঃ আইডিএ তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক	৭৩.০৭	৭৫.৭৩	২৮.৫১	১৭৭.৩১	৯৭৩	১১৬৭	৭৯	২২১৯
২	নন ব্যাংক	৭.২৬	৫৬.৭৪	৭১.৩০	১৩৫.৩০	৩৯৫	১৩৯	৪০৭	৯৪১
	সর্বমোট	**৮০.৩৪**	**১৩২.৪৭**	**৯৯.৮০**	**৩১২.৬১**	**১৩৬৮**	**১৩০৬**	**৪৮৬**	**৩১৬০**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮) এডিবি-১ তহবিল

এসএমই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সুদৃঢ় করতে ২৬ জানুয়ারি, ২০০৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তি এর মাধ্যমে স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসএমইএসডিপি) গঠিত হয়। উক্ত ঋণচুক্তির আওতায় এডিবি ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করে। সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সালে এ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সম্পন্ন করা হয় এবং ৩,২৬৪টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ৩৩৪.৯৪ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ ঙ)। ইতোমধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে পুনঃঅর্থায়িত সম্পূর্ন অর্থ আদায় করা হয়েছে।

সারণি-৮.৪ ঙঃ এডিবি -১ তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক	১৪৪.৩২	৯০.৯৫	৩৪.১৭	২৬৯.৪৪	৬৫৭	১৮৯৩	১৫৫	২৭০৫
২	নন ব্যাংক	০.১৬	৪১.৩২	২৪.০২	৬৫.৫০	১৪৩	২০৩	২১৩	৫৫৯
	সর্বমোট	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২০৯৬	৩৬৮	৩২৬৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৯) এডিবি-২ তহবিল

এডিবি-১ প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম এর সুবিধা সম্প্রসারণের নিমিত্তে এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অক্টোবর ২০০৯ সালে 'স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসএমইডিপি)' গঠন করা হয়। এডিবি প্রদত্ত এসডিআর ৪৮.৯৩ মিলিয়ন (সমপরিমাণ মার্কিন ডলার ৭৬.০০ মিলিয়ন) এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ১৪২.৫৬ কোটি (সমপরিমাণ মার্কিন ডলার ১৯.০০ মিলিয়ন) এর সমন্বয়ে গঠিত এসএমইডিপি তহবিলের মোট পরিমাণ মার্কিন ডলার ৯৫.০০ মিলিয়ন। এডিবি-২ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ ৩৯টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরের ১৩,৬৪৫টি উদ্যোক্তাকে ৭৪৬.৯৫ কোটি টাকা মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী তহবিল সরবরাহ করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ চ)।

সারণি-৮.৪ চঃ এডিবি-২ তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (নারী উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন ব্যতীত)

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক	-	৩০০.৮৮	৮৬.৮৩	৩৮৭.৭১	২২৪৬	৫৩১৯	১২৩০	৮৭৯৫
২	নন ব্যাংব	-	২৬৭.৫১	৯১.৭৩	৩৫৯.২৪	১৫১৯	২১১৬	১২১৫	৪৮৫০
সর্বমোট		-	৫৬৮.৩৯	১৭৮.৫৬	৭৪৬.৯৫	৩৭৬৫	৭৪৩৫	২৪৪৫	১৩৬৪৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

এসএমই খাতের উন্নয়নে গৃহীত চলমান পদক্ষেসমূহ

- এসএমই খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণ বিতরণের মধ্যে এসএমই খাতে বিতরণ প্রতিবছর কমপক্ষে ১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ ২০২৪ সালের মধ্যে অন্যূন ২৫ শতাংশে উন্নীত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, ২০২১ সালের মধ্যে এসএমই ঋণ পোর্টফলিওর বিতরণে উৎপাদন খাতে অন্যূন ৪০ শতাংশ, সেবা খাতে অন্যূন ২৫ শতাংশ এবং ব্যবসা খাতে সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশ বিতরণ করার নির্দেশনা রয়েছে।
- জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এর সাথে সমন্বিত করে এসএমই খাতকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং খাত নির্ধারনের ক্ষেত্রে ব্যবসা খাতকে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হিসেবে যোগ করা হয়েছে।
- ২০২১ সালের মধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কটেজ, মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র খাতে মোট এসএমই ঋণের ৫০ শতাংশ বিতরনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে তিন মাস এবং মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে তিন থেকে ছয় মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- এসএমই কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএমই প্রধানদের সাথে পাক্ষিক মনিটরিং সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগসহ প্রতিটি শাখায় এসএমই মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তিন স্তরের এসএমই মনিটরিং কার্যক্রম প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে।
- নতুন উদ্যোক্তাদের জামানত বিহীন পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা কেস টু কেস হিসেবে বিবেচনাকরা হচ্ছে। তবে জামানতসহ পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিবেচনা করা হচ্ছে।
- এসএমই খাতে ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়ন ত্বরান্বিত করতে বিদ্যমান ক্লাস্টারগুলো শক্তিশালীকরণ ও নতুন ক্লাস্টার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্লাস্টার উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- এসএমই নারী উদ্যোক্তাগণের জন্য ঋণ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোট এসএমই ঋণের অন্তত ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখায় স্বতন্ত্র 'নারী উদ্যোক্তা ডেডিকেটেড হেল্প ডেস্ক' স্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যদি সম্ভব হয়, উক্ত

ডেস্কে একজন নারী কর্মকর্তা নিয়োগের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে যাতে তিনি নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রজেক্ট পদ্ধতি, ঋণ আবেদন ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ এবং সেবা প্রদান করতে পারে।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণ কোলেটরল/সিকিউরিটি ব্যতীত এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সকল পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় নারীভিত্তিক এন্টারপ্রাইজকে অর্থায়নের জন্য সর্বোচ্চ সুদসীমা ৯ শতাংশ (ব্যাংক রেট + সর্বোচ্চ ৪% স্প্রেড) বলবৎ করা হয়েছে।
- এসএমই খাতে ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রদানের লক্ষ্যে 'লোকাল সাপোর্ট টু ইনিশিয়েটিভ (এলএফই)' শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ইউনিটটি ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রদানের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়নের কাজ সম্পাদন করবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ২,০০০ কোটি টাকার একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম চালু করেছে, যার মধ্যে মাইক্রো ও কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ প্রদানে ব্যাংকসমূহকে উৎসাহিত করা হবে (এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (AIIB) এবং বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে আরো ২টি অনুরূপ ক্রেডিট রিস্ক শেয়ারিং ফ্যাসিলিটি চালুর লক্ষ্যে আলোচনা চলছে।
- যে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করে নাই তারা অন্তত তিনজন সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তা খুঁজে বের করে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করবে এবং প্রত্যেক বছর অন্তত ০১ জনের অর্থায়নের ব্যবস্থা করবে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক Skill for Employment Investment Program (SEIP) নামক একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় কর্মসূচীর আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালের মধ্যে ১১,৪৮৪ জনকে বাজারভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১,২৪৬ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে সনদ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ৭,৬৮৫ জন এসএমই খাতের বিভিন্ন উদ্যোগে কর্মরত এবং ২,২৮৩ নিজ উদ্যোগে কর্মরত। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে ৩২ শতাংশ নারী।
- তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নসহ এ খাতের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিবেশবান্ধব গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা French Development Agency (AFD), European Union (EU), KfW Development Bank (KFW), German Technical Cooperation (GIZ) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সর্বমোট ৬৪.২৯ মিলিয়ন ইউরোর একটি প্রকল্প বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে একর্ড ও এ্যালায়েন্স (আমেরিকান ও ইউরোপীয়ক্রেতাদের জোট) এবং দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তাজনিত নিয়ম নীতি মেনে চলতে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (SOEs)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশে অকৃষি খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ। বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদেরকে সহায়ক সেবা ও সুযোগ সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে যেসব অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

- **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান** বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত দেশে মোট ৪৮টি মাঝারি শিল্প, ২,০৮৭টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ৪,৬২৩টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। আর এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ২,২১৮.১৫ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০৩.২৫ কোটি টাকা, উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি হিসেবে ৮০০.০৮ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ১,২১৪.৮২ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র

ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৪১,২৫২ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

- **বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান**

সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট ৫৮৩০টি শিল্প ইউনিটের ১০,৩৮৯টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৪,৫৪৫টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদনরত আছে। শিল্পনগরীতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২৭,৬৮৯.৫৯ কোটি টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৫০,৬৮২.৩৫ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৪,৭৫৫.৩৭ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি ও নিটওয়ার শিল্প খাত থেকে। এতদসংক্রান্ত অবদানের তথ্য সারণি ৮.৫ এ উপস্থাপিত হয়েছে;

সারণি ৮.৫ঃ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

১	মোট শিল্পনগরীর সংখ্যা	৭৬টি
২	মোট শিল্প প্লট সংখ্যা	১০,৩৮৯ টি
৩	মোট বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত)	১০,০৫৯ টি
৪	বরাদ্দকৃত প্লটে মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত)	৫,৮৩০ টি
৫	উৎপাদনরত মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত)	৪,৫৪৫ টি
৬	সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা (শুরু হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)	৯৪৬টি
৭	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ (শুরু হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)	২৭,৬৮৯.৫৯ কোটি টাকা
৮	শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল শুরু হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)	৮.২৪ লক্ষ জন
৯	উৎপাদিত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য ২০১৮-১৯ অর্থবছর	৫০,৬৮২.৩৫ কোটি টাকা
১০	রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর	২৪,৭৫৫.৩৭ কোটি টাকা

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

সারণি ৮.৬ বিসিক শিল্পনগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

অর্থ বছর	বিনিয়োগ (ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	বার্ষিক উৎপাদন (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান (শুরু থেকে) (লক্ষ জন)
২০১১-১২	১৫,৭৭১	৩২,২০৩	৪.৫৬
২০১২-১৩	১৭,৪১১	৩৬,০৯৭	৫.০৪
২০১৩-১৪	১৮,৮৯৭	৪২,৫০৯	৫.২৬
২০১৪-১৫	১৯,৩৮০	৪৩,৮৫৮	৫.৫০
২০১৫-১৬	২০,১৭৮	৪৫,৮৭৯	৫.৬৩
২০১৬-১৭	২০,১৭৮	৫৫,২৬২	৫.৬৪
২০১৭-১৮	২৫,৪১৮	৫৯,১০৭	৫.৭৯
২০১৮-১৯	২৭,৬৮৯	৫০,৬৮২	৮.২৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়

- **সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রম**

সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিসিক বিভিন্ন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৭.২০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহের আদেশ প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে, যার প্রায় সবটাই আমদানি বিকল্প সামগ্রী। অর্থাৎ এতে দেশের প্রায় ১৫.৪৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ সময়ে বিসিক বিভিন্ন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭.৭০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহের আদেশ প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে, যার প্রায় সবটাই আমদানি বিকল্প।

- **লবণ উৎপাদন**

গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমুদ্র তীরবর্তী কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় ৬০,৫৯৬ একর জমিতে লবণ চাষ করা হয়েছিল। উক্ত সময় ২৯,২৮৭ জন লবণ চাষি লবণ উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের লবণ মৌসুমে ১৮.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮.০০ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ চাষের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরের লবণ মৌসুমের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৪.১২ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। লবণ উৎপাদন মৌসুম সাধারণত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়ে এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

- **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি), নকশা কেন্দ্র, ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অন্যান্য প্রকল্প এবং ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৭,২২৪ জন এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি'২০ পর্যন্ত ৯,১৩৪ জনকে উদ্যোক্তা, কারিগর, ব্যবস্থাপক ও অনুরূপ পর্যায়ের লোককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

- **অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড**

উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের বাইরে বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদেরকে যেসব উল্লেখযোগ্য সেবা সহায়তা প্রদান করেছে, তার একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৮.৭ঃ বিসিক কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত সেবা সহায়তা কার্যক্রমের বিবরণ

ক্র:	সহায়তার ক্ষেত্র		২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
০১	শিল্প ইউনিটের রেজিস্ট্রেশন প্রদান	মাঝারি শিল্প	-	-	-	-	-	-	-	১৪	১৪	১৫
		ক্ষুদ্র শিল্প	৬৭৪	৪৯২	৫২৫	৬০৪	২৫১	৬৪৭	৮৬৯	৬৪৭	৬১৭	৪২৮
		কুটির শিল্প	১০২২	১০৫৬	১৩৭৬	১৩৬৩	৪৯৪	১৩২৯	২০৪১	১৮৩৮	১৭০৬	১০৭১
০২	নকশা উন্নয়ন ও বিতরণ		২২৪২	২২৫৩	২২৬১	২৪০৯	২৪০৯	২৩২৬	২৪৪৮	২৮৩৩	২৯৩৯	২৩৫১
০৩	প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন		৫০১	৪৮১	৪৩৭	৪২১	৪২২	৪৭৬	৪৮৬	৫০৪	৫৬৫	৩৩৫
০৪	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন		৩৩৭	৩৪৭	৩৮৩	৩৮১	৪১১	৩৯৬	৪২৩	৪৩৬	৪১৬	২৪৬
০৫	সাব-কন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন		৩৩	৫৯	৪০	৪৩	৬০	৬১	৬১	৬০	৫৩	৪১
০৬	মেলা আয়োজন		১৮	১৭	১০	১২	১১	১৪	১৮	১৮	১৫	১০

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়.* (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত)।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) সরকারি খাতে বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ শিল্প সংস্থা। বিসিআইসি দীর্ঘদিন থেকে সফলতার সাথে ইউরিয়া সার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে সারের চাহিদা পূরণ করে আসছে। বর্তমানে বিসিআইসি'র অধীনে ১০টি চালু শিল্প কারখানা রয়েছে। চালু কারখানাগুলোর মধ্যে ৪টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা ও ১টি স্যানিটারীওয়্যার ও ইন্স্যুলেটর কারখানা রয়েছে। ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ এবং পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ কারখানা ২টি বর্তমানে সম্পূর্নরূপে বন্ধ আছে। উল্লেখ্য এ কারখানা ২টির স্থানে আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে বার্ষিক ৯,২৪,০০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা ও জ্বালানি সাশ্রয়ী সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এবং উচ্চতর ক্ষমতা সম্পন্ন ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে 'ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইউরিয়া সার, কাগজ, সিমেন্ট, গ্লাসশিট, ইন্স্যুলেটর, স্যানিটারি ওয়্যার ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। বিসিআইসি'র উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশই বিভিন্ন রাসায়নিক সার, যার মধ্যে ৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার এবং ১০ শতাংশ অন্যান্য সার। বিসিআইসি'র সাথে স্থানীয়/বিদেশী যৌথ উদ্যোগে ৯টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে সংস্থাধীন কারখানাসমূহে যথাক্রমে ৪,৭৬,৯৪৩ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার, ৭৫,৯৩৩ মেট্রিক টন টিএসপি, ৪৫,৮৪৬ মেট্রিক টন ডিএপি সার, ৪,১৮২.৮৪ মেট্রিক টন কাগজ, ২১,৩২০ মেট্রিক টন সিমেন্ট, ৯.০৫ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাসশীট, ৪৫৬.৯৪ মেট্রিক টন স্যানিটারীওয়্যার সামগ্রী, ৩১৯.১৯ মেট্রিক টন ইন্স্যুলেটর এবং ১১৭.৭৫ মেট্রিক টন রিফ্র্যাক্টরীজ উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত বিসিআইসি'র ১০টি কারখানায় ৬৫৩.৬৪ কোটি টাকার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ৩৬৪.৬২ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৬ শতাংশ মাত্র। একই সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৪২৩.৯৭ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৬ শতাংশ । উল্লেখ্য, চলতি অর্থ

বছরে জাতীয় কোষাগারে প্রদত্ত রাজস্ব (কর ও শুল্ক) এর পরিমাণ ৫৫.০০ কোটি টাকা।

বিসিআইসি’র চালু কারখানাসমূহঃ

১। চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লি.
২। শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লি.
৩। যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লি.
৪। আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লি.
৫। টিএসপি কমপ্লেক্স লি.
৬। ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লি.
৭। কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লি.
৮। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ
৯। উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরী লি.
১০। বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরী লি.

বিসিআইসি’র যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কারখানাসমূহ

১। কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ
২। স্যানোফি বাংলাদেশ লিঃ
৩। বায়ার গ্রুপ সায়েন্স লিঃ বাংলাদেশ
৪। নোভার্টিস বাংলাদেশ লিঃ
৫। সিনজেনটা বাংলাদেশ লিঃ
৬। মিরাকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ
৭। ঢাকা ম্যাট ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ
৮। বাল্ক ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ
৯। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এন্ড এগ্রো কেমিক্যালস লিঃ

সারণিঃ ৮.৮ ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান

(মে. টন)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)	চাহিদা	প্রকৃত বিক্রয়	চাহিদার বিপরীতে বিক্রয়ের হার (%)	আমদানি
২০১১-১২	১১২০০০০	৯৩৩৬৮৬	৮৩	৩০০০০০০	২২৯৬৪৫৭	৭৭	১২৭৯৪৩৯
২০১২-১৩	১১১৫০০০	১০২৬৯৯৯	৯২	২৫০০০০০	২২৪৬৭০৮	৯০	১৩১৪২৩১
২০১৩-১৪	১০১২৫০০	৮৩৮৬২৮	৮৩	২৪৫০০০০	২৪৬১৬৮১	১০০	১৭৩০৮১১
২০১৪-১৫	৭৮৬০৫৬	৮৭৮৩৬০	১১২	২৭০০০০০	২৬৩৮৫৩৩	৯৮	১৮৮১৫১৭
২০১৫-১৬	১০৯৫০০০	১০০৭৪৯৮	৯২	২৮০০০০০	২২৯১৪৫২	৮২	১২৯২৯১৯
২০১৬-১৭	৯২৮০০০	৯২২৭১৭	৯৯	২৫০০০০০	২৩৬৫৭৩৭	৯৫	১১৫৩৩২৪
২০১৭-১৮	৯৪৩৯৭৪	৭৬৪০০৬	৮১	২৫০০০০০	২৪২৭৪৬৭	৯৭	১৪১৯১৪৮
২০১৮-১৯	৮১০০০০	৭৮৮৪৩৫	৯৭	২৫৫০০০০	২৫৯৪০৯৩	১০২	২০৪৫৭১৫
২০১৯-২০*	৯৪০০০০	৪৭৬৯৪৩	৫১	২৬৫০০০০	১৯৬১৭৩৪	৭৪	১৫৭২৪৮২

উৎসঃ বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বিসিআইসি’র তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে গৃহীত কার্যক্রমঃ

বিসিআইসি’র তথ্য ও প্রযুক্তি বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- সংস্থার ৭টি কারখানা ও ২টি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ওয়েব সাইট চালু করে নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। এছাড়া বিসিআইসি’র Dynamic Website Hosting এ নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।
- বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়সহ সংস্থাধীন ডিএপিএফসিএল ও এসএফসিএল এ ই-নথি কার্যক্রম চালু রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল কারখানা/প্রতিষ্ঠানকে ই-নথি লাইভে নেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়সহ সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ই-জিপি অফিস চালুকরণ সহ ই-জিপিতে দরপত্র কার্যক্রম করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ই-জিপিতে টেন্ডার সংখ্যা ৩৩৭টি ।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন ১৫টি চিনিকল, ১টি ডিস্টিলারি ইউনিট, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ১টি জৈবসার কারখানা ও ৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চিনিকলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১.২৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৭৩,৪১৬.৫০

মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিস্টিলারি ইউনিটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫০.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার এবং এর বিপরীতে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ২৯.৭৫ লক্ষ প্রুফ লিটার ডিস্টিলারি পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। প্রকৌশলজাত পণ্য বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১২৫০.০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৬৪৭.৫৫ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিএসএফআইসি কর্তৃক শুল্ক ও কর বাবদ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৫২ ৯৬.কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার এবং ই-গভর্নেস এর বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম

- **ই-পুর্জিঃ** এর মাধ্যমে আখচাষিগণ মোবাইলের মাধ্যমে পুর্জি (purchase order) পেয়ে আসছেন।
- **অনলাইন পুর্জিঃ** এ উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে আখচাষিগণ http://epurjee.surecashbd.com ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সহজেই পুর্জি সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারছেন।
- **ই-গেজেটঃ** এর মাধ্যমে আখচাষিগণ ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে অনলাইনে পুরো মৌসুমের কেন্দ্র ও ইউনিটভিত্তিক আখক্রয়ের আগাম কর্মসূচি দেখতে পারেন।
- **ই-পেমেন্টঃ** চিনিকলের আখ সরবরাহকারী আখচাষিগণ ঝামেলামুক্তভাবে খুব সহজেই ঘরে বসে মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে আখের মূল্য ও আখের প্রণোদনা বাবদ ভর্তুকিমূল্য প্রাপ্তির সুযোগ পাচ্ছেন।
- **ই-জিপি কার্যক্রমঃ** বিএসএফআইসি'র মালামাল ক্রয়ের জন্য ই-জিপিতে টেন্ডার নোটিশ প্রকাশ করার কার্যক্রম চলমান।
- **ই-নথি ও ই- ফাইলিং কার্যক্রমঃ** সংস্থার দাপ্তরিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **সেন্ট্রাল সিসিটিভি মনিটরিং সিস্টেমঃ** ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সদর দপ্তর ঢাকা থেকে মিল/প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহকে নজরদারির আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে চিনিকলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ মাড়াই মৌসুম চলাকালীন কারখানা এলাকায় অনভিপ্রেত/অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রোধ করা সম্ভব।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি যথা- বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার, ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে অবদান রাখছে। তাছাড়া, বিএসইসি বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল ইত্যাদির সংযোজনমূলক উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। অধিকন্তু, প্রতিষ্ঠানসমূহ জিআই/এমএস/ এপিআই পাইপ, এমএস রড, সেফটি রেজর ব্লেড উৎপাদন করে। উল্লেখ্য বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্রতিটি পণ্য আন্তর্জাতিক গুণগত মানসম্পন্ন (ISO সনদপ্রাপ্ত) এবং ক্রেতার নিকট সমাদৃত।

বিএসইসি'র উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে জুলাই'১৯-ফেব্রুয়ারি'২০ পর্যন্ত সময়ে ৪৩৮.৫১ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনরত প্রতিষ্ঠানসমূহে ৭৯০.৬৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে জুলাই'১৯-ফেব্রুয়ারি'২০২০ সময়ে ৫৭৩.১৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ৯৭৬.০৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় হবে বলে আশা করা যায়। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী জুলাই'১৯-ফেব্রুয়ারি'২০ পর্যন্ত সময়ে সার্বিক নীট মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ৮৩.৬৩ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত মুনাফা হয়েছে ১৯.০১ কোটি টাকা। আলোচ্য সময়ে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ সর্বাধিক ৩২.৬৭ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৪৪.৯৯ কোটি টাকার বিপরীতে শুল্ককর বাবদ রাস্ট্রীয় কোষাগারে জুলাই'১৯-ফেব্রুয়ারি'২০ পর্যন্ত সময়ে ২১১.৯৩ কোটি জমা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ৮.৯ -এ ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী এবং সারণি ৮.১০ -এ ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিএসইসি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ৮.৯ বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
মুনাফা	১০৫.৫৯	৯৮.৮৮	৮৪.৫৪	৯৫.৪১	৯৬.৬৮	১০২.৮৭	১০৪.৫৯	৩৬.৯৩
লোকসান	১০.৬২	৯.৩০	১২.৯৬	৯.১৯	১৯.৬০	২৩.৯১	৩৬.৬৯	১৭.৯২
নীটলাভ/(লোকসান)	৯৪.৯৭	৮৯.৫৭	৭১.৫৭	৮৬.২২	৭৭.০৮	৭৮.৯৬	৬৭.৯০	১৯.০১

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।* ফেব্রুয়ারি'২০২০ পর্যন্ত।

সারণিঃ ৮.১০ বিএসইসি'র রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
কর ও শুল্ক	৪৩৪.৩৪	২৫৬.৯৮	২৪৫.৬৬	২৪৩.১৩	২৩৭.৯২	৩৫৯.৪১	৪৮৪.৬৮	২১১.৯৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।* ফেব্রুয়ারি'২০২০ পর্যন্ত।

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

- ইস্টার্ন টিউবস লিঃ কারখানায় ফ্লোরোসেন্ট টিউব (সিএফএল) বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এনার্জি সেভিং বাল্ব, লাইট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের পাশাপাশি অধিকতর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাল্ব উৎপাদনের নিমিত্ত 'এলইডি লাইট (সিকেডি) সংযোজন প্ল্যান্ট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (পিআইএল)-এর কারখানায় জাপানের মিৎস্যুবিসি মোটর কোম্পানীর সহযোগিতায় অত্যাধুনিক পাজেরো স্পোর্ট সিআর-৪৫ জীপের সাকসেসর মডেল পাজেরো স্পোর্ট QX সংযোজন ও বাজারজাত করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা বিবেচনা করে প্রগতির কারখানায় জাপানের মিৎসুবিশি এল-২০০ ডাবল কেবিন পিকআপ সংযোজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন মোটরসাইকেল উৎপাদন ও সরবরাহের লক্ষ্যে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ (এবিএল)-এর সাথে চীনের বিখ্যাত জংশেন গ্রুপ আই/ই করপোরেশনের ডিষ্ট্রিবিউশন এন্ড টেকনিক্যাল এসিসটেন্স এগ্রিমেন্ট আরও দু'বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে। ব্যবসয়িক কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিভিএস অটো বাংলাদেশ লি.-এর সাথে গত ২৪/০৫/২০১৮ তারিখে মটর সাইকেল সংযোজনের নিমিত্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- গাজী ওয়্যারস্ লিঃ (গাওলি)- কে আধুনিকায়নে 'গাজী ওয়্যারস্ লিঃ-কে শক্তিশালী এ আধুনিকীকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ইস্টার্ন কেবলস্ লিঃ (ইসিএল)-এর পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের কার্যক্রম হিসাবে পর্যায়ক্রমে মেশিনারীজ প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সেভেন ওয়্যার স্ট্যাডিং মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল টিউবস লিঃ এর-জিআই পাইপ উৎপাদন এবং স্টীল ম্যাটিরিয়াল গ্যালভানাজিং কাজে ব্যবহৃত দীর্ঘ দিনের বন্ধ (দস্তায়ন)(গ্যালভানাইজিং) প্লান্ট সংস্কারপূর্বক চালু করা হয়েছে। জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী লি: ও সৌদি কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন লিঃ এর মধ্যে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৮৫০ কোটি টাকা) বিনিয়োগে Transformers, Lifts, Elevators, Precision Engineering Products উৎপাদনের কারখানা তৈরীর লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও জিইএমকোং-এর জায়গায় আন্তর্জাতিকমানের ক্যাবলস তৈরীর কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে ০৩/০৭/২০১৯ তারিখে সৌদি বিনিয়োগকারী রিয়াদ ক্যাবলস গ্রুপের সাথে বিএসইসি'র MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লি. (বিবিএফএল)-এ 'ডিসপোজেবল রেজর ব্লেড প্ল্যান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্ল্যান্ট আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মেশিনারিজ রিপেয়ারের কাজ ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।
- বিএসইসি'র নিজস্ব জায়গা বগুড়া জেলার ছয় পুকুরিয়া মৌজায় ১১.৭৪ একর জমির উপর 'Feasibility Study of Northern Agro-Machineries

Project in Bogura' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

- পায়রা বন্দর এলাকায় মোট ১০৫.০০ একর জমিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে Gentium-Damen কনর্সোটিয়াম এবং বিএসইসি এর মধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নিমিত্ত ১৪-০১-২০২০ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) দেশের অন্যতম একটি মুনাফা অর্জনকারী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা। এ সংস্থার কার্যক্রম শিল্প ও রাবার দুটি সেক্টরে বিভক্ত।

ক. শিল্প সেক্টর

শিল্প সেক্টরের আওতায় ০৮ টি শিল্প ইউনিট রয়েছে। তন্মধ্যে ০৩ টি ইউনিট পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত কাঠ এবং বিএফআইডিসি'র রাবার বাগানের জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ আহরণ কাজে নিয়োজিত। উক্ত ০৩টি ইউনিটের মধ্যে ০২টি কাঠ সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট কাজও করে থাকে। অপর ০১টি ইউনিট শুধুমাত্র কাঠ সিজনিং এবং ট্রিটমেন্ট করে। অবশিষ্ট ০৪টি ইউনিটে দরজা-জানালা, চৌকাঠ, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, সোফা সেট এবং অন্যান্য উন্নতমানের আসবাবপত্র বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হয়ে থাকে। শিল্প সেক্টর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১,৪৫১.১৪ লক্ষ টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,০৭০.৬৪ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

খ. রাবার সেক্টর

বিএফআইডিসি'তে ১৯৬২ সন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ৩৩,১০১ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা, ভুমিক্ষয় রোধ ও ভাঙ্গানরোধ সহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং পশ্চাদপদ গ্রামীণ জনপদে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩,১৬৩ মেট্রিক টন রাবার বিদেশে রপ্তানি করে ৪.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। ২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত মোট উৎপাদিত রাবারের ৬৩ শতাংশ বিদেশে রপ্তানী করে ২৮.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। রাবার উৎপাদনের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএফআইডিসি প্রাইভেট সেক্টরে রাবার চাষ সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিএফআইডিসি'র উৎপাদিত কাঁচা রাবার স্যান্ডেল, হাল্কা যানবাহনের টায়ার-টিউব, হোস পাইপ, বাকেট, গ্যাস্কেট, অয়েল সিল, টেক্সটাইল, জুটমিলের স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি নানাবিধ পণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সারণি ৮.১১ তে গত ১০ বছরে বিএফডিসি কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজস্বের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণিঃ ৮.১১ গত ১০(দশ) বছরে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজস্বের পরিমাণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	জমার খাত	অর্থবছর									
		২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ডিসেম্বর ২০২০
১.	ভ্যাট	১১০১.৮১	১৮১২.৫৯	১৭৮৩.৬৬	৭৭০.৯৪	৬৩৩.৪৯	৫২৮.১৫	৭১৬.০০	৯৪৬.২৮	৮২৭.৩০	৬০৭.৮৩
২.	বিক্রয় কর	৪৭৮.৮৫	৪৭৩.৪৫	৪৪২.০৩	১৮০.৩০	৩৩.২১	৫৬.৭৭	৪৭.৪৯	৯৬.৪০	৬.২২	৪.৭৫
৩.	আয়কর (বেতন)	৮.৮৩	০.৮২	-	০.১১	-	-	-	৫.৯৫	৮.৯২	৫.১৪
৪.	রয়ালটি	৬৭.৯৮	৬৪.৮৫	১৫০.০০	৪২.৮৪	৪৬.১৫	-	-	-	-	
৫.	আয়কর (কর্পোরেশন)	৫৮০.৬২	৪১৬৬.২৮	৪৩১২.৫৫	৩৯৬৬.৫৬	১৫৬৪.৪৭	১১১৭.৬৮	৩১৫.০০	৯৪.০০	২৭০.০০	৫৪.০০
৬.	অন্যান্য ট্যাক্স	৭৪.৫৪	১৮৪.৯৬	১৫০.০০	৩০৫.০২	১৩৬.৬৬	২৩৩.২২	৪৪১.৪০	১২৩.০৭	৩০০.০০	১৮৭.১৫
৭.	লভ্যাংশ	৩১০.০০	১০০.০০	১৮৪.৬২	-	২৫.০০	-	-	-	-	
উপমোট		২৬২২.৬৩	৬৮০৮.৯৫	৭০২২.৬৮	৫২৬৫.৭৭	২৪৩৮.৯৮	১৯৩৫.৮২	১৬৪৯.৮৯	১২৬৫.৭০	১৪০৮.৪৪	৮৫৮.৮৭
৮.	ডিএসএল (মূলঋণ)	পরিশোধ	পরিশোধ	পরিশোধ	-	-			-	-	
সর্বমোট		২৬২২.৬৩	৬৮০৮.৯৫	৭০২২.৬৮	৫২৬৫.৭৭	২৪৩৮.৯৮	১৯৩৫.৮২	১৬৪৯.৮৯	১২৬৫.৭০	১৪০৮.৪৪	৮৫৮.৮৭

উৎসঃ বস্ত্র খাত (ফেব্রুয়ারি,২০২০ পর্যন্ত)।

বস্ত্র খাত

গার্মেন্টস ও বস্ত্র খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি দ্রুত বিকশিত সেক্টর। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরী পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এ সেক্টর জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তৈরী পোশাক ও নীটওয়্যার খাতে রপ্তানি আয় প্রায় ৩৪.১৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা উক্ত সময়ে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪.২১ শতাংশ।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি)

বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর (অক্টোবর'১৭) পর্যন্ত সময়ে মোট ৮,২৬৫.৫০ লক্ষ কেজি সূতা উৎপাদনের পরিমাণ ৭,২৮২.৯২ লক্ষ কেজি এবং সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে সূতা উৎপাদনের পরিমান ৯৮২.৫৮ লক্ষ কেজি। বিটিএমসি'র নিজস্ব কাপড় উৎপাদনের পরিমান ৮,১৪৯.৯৮ লক্ষ মিটার। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে কম্পোজিট মিলসমূহের বুনন বিভাগ বন্ধ করার পর থেকে বিটিএমসিতে কাপড় উৎপাদন হয় না। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর (অক্টোবর'১৭) পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ বাবদ আয়ের পরিমাণ ৪৮৪.৬৩ কোটি টাকা। নভেম্বর, ২০১৭ হতে ৫টি মিলের সবগুলোই ভাড়া পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানেও বিটিএমসির ভাড়াপদ্ধতিতে চালু মিলসমূহে উৎপাদিত সূতা স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরনে স্বল্প পরিসরে হলেও ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে বিটিএমসি'র ২৫টি মিলের মধ্যে ৫টি মিল বিদ্যমান পুরাতন মেশিনারিজ দ্বারা নভেম্বর'২০১৭ হতে ভাড়া পদ্ধতিতে চালু আছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের বস্ত্রশিল্পকে বিকাশের লক্ষ্যে বিটিএমসি'র ১টি মিল (চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল মিল, গোদাইল, নারায়নগঞ্জ) এর জমিতে 'টেক্সটাইল পল্লী' স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের মোট ২২টি প্লটের মধ্যে ১০টি প্লট বিক্রয় করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্লট বিক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২টি মিল (আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস, ডেমরা, ঢাকা এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস, টঙ্গী, গাজীপুর) পিপিপি' র আওতায় পরিচালনার নিমিত্তে প্রাইভেট পার্টনারদের সাথে চুক্তিস্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে পরিচালনার লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিল টঙ্গী, গাজীপুর এর গ্রীন ফিল্ড হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিল, ডেমরা, ঢাকা এর Existing Facility অপসারণের কাজ চলছে যা শেষ হলে শীঘ্রই প্রকল্পটি হস্তান্তর করা হবে। পিপিপি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ট্রানজেকশন এ্যাডভাইজার হিসেবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেষ্টমেন্ট ফ্যাসিলিয়েশন কোম্পানী (আইআইএফসি) কে ১৩টি মিলের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে । পরবর্তীতে ২য় পর্যায়ে ৪টি মিল (আর আর টেক্সটাইল মিল, দোস্ত টেক্সটাইল মিল, রাজশাহী টেক্সটাইল মিল, মাগুরা টেক্সটাইল মিল) এর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হবে। আইআইএফসি ইতোমধ্যে ৪টি মিলের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছেন। খুলনা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ১টি মিল (খুলনা টেক্সটাইল মিলস্, খুলনা) টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের অনুমোদন পরিবর্তনপূর্বক জমির অবস্থান অনুসারে পিপিপি-র আওতায় ফুডকোর্টসহ থিমপার্ক, এমিউজমেন্ট পার্ক, রিসোর্ট অথবা হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর'১৭ পর্যন্ত বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সূতা উৎপাদন কার্যক্রমের উপর' একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি ৮.১২ দেয়া হলো:

সারণি ৮.১২ বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত ক্ষমতা (সংখ্যা)	স্থাপিত ক্ষমতার ব্যবহার (%)	উৎপাদন (লক্ষ কেজি)
	টাকু	টাকু	সুতা
২০০৯-১০	১৭৬৫১২	১১	১১.৪৬
২০১০-১১	১৭৬৫১২	৪৩	২৪.০৫
২০১১-১২	১৭৬৫১২	২০	৯.৩৬
২০১২-১৩	১৬৮৯৬৮	১৬	১৬.৬৮
২০১৩-১৪	১৮৬২৬৪	২০	১৯.৮০
২০১৪-১৫	১৯৯৬০৮	২০	২০.৪৮
২০১৫-১৬	১৯৮৭৯২	২৩	২২.৩৭
২০১৬-১৭	১৬৯৪৭২	২৯	২০.৪৭
২০১৭-১৮*	১৫২১৭৬	২২	৪.৯৮

উৎসঃ বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন * অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত* অক্টোবর'২০১৭ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জভিত্তিক সুতা উৎপাদন দেখনো হলো।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের অবস্থান। নারীদের কর্মসংস্থানেও এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁত শুমারি, ২০১৮ অনুযায়ী দেশে মোট তাঁত সংখ্যা ২,৯০,২৮২টি। এর মধ্যে ১,৯১,৭২৩ টি তাঁত সচল এবং ৯৮,৫৫৯টি তাঁত অচল রয়েছে। তাঁত অচল থাকার প্রধান কারণ চলতি মূলধনের অভাব। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। তাঁত শুমারি, ২০১৮ অনুযায়ী তাঁত শিল্পে বছরে প্রায় ৪৭.৪৭৪ কোটি মিটার তাঁতবস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮ শতাংশেরও বেশী তাঁতশিল্প যোগান দিয়ে আসছে। এ শিল্পের বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ২২৬৯.৭০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

তাঁত সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এসব প্রকল্প/কর্মসূচি দেশের তাঁত শিল্প ও তাঁতিদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাঁতি সমিতি বিধিমালা-১৯৯১ অনুযায়ী তাঁত বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত তাঁতি সমিতির দরিদ্র প্রান্তিক তাঁতি সদস্যদেরকে (অর্থাৎ ১-৫ তাঁতের মালিক) গ্রুপের মাধ্যমে সংগঠিত করে চলতি মূলধন সরবরাহ করার লক্ষ্যে মোট ৫,০১৫.৬০ লক্ষ টাকা (যার মধ্যে ঋণের পরিমাণ ৪,৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকা) বিনিয়োগ ব্যয়ে 'তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটিতে ঋণের অর্থের সুদ রিভলভিং ফান্ড হিসেবে তাঁতিদের মাঝে বিতরণ করার বিধান রয়েছে। এ পর্যন্ত (জানুয়ারি ২০২০) ৪৪,৭২২ জন তাঁতিকে ৬৬,৯৩২টি তাঁতের বিপরীতে মোট ৭,৭১৮.০৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত ঋণের কিস্তি বাবদ ৫,৭৭৫.০৬ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং আদায়ের হার ৭২.৬৮ শতাংশ। অনুমোদিত প্রকল্পের ঋণের অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়নের ৫ বছর পরে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। সে অনুসারে এ পর্যন্ত গৃহীত ঋণের ৪,৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪,০৫৮.৮২ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের ফলে এ পর্যন্ত ১.৫০ লক্ষ তাঁতির কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে।

বাংলাদেশের রেশম শিল্প

রেশম একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৬.৫০ লক্ষের অধিক জনগোষ্ঠী রেশম শিল্পের সাথে জড়িত, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। বাংলাদেশে এক বছরে ৪ বার রেশমের চাষ হয়। তুঁতপাতা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলে এক বছরে চার বারের অধিক এমনকি ১২ বার পর্যন্তও রেশম চাষ করা সম্ভব।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

রেশম শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন একীভূত হয়ে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। ২০০২ সালে রাজশাহী রেশম কারখানা বন্ধ হওয়ার দীর্ঘ ১৬ বছর পর কারখানায় স্বল্প পরিসরে উৎপাদন শুরু হয়েছে। রেশম উন্নয়ন বোর্ডের অধীন রাজশাহী রেশম কারখানার ১৯টি পাওয়ার লুমের উৎপাদন শুরু হয়েছে। কারখানার আরও ২৩টি পাওয়ার লুম চালু করা হবে। রাজশাহী রেশম কারখানা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর মাধ্যমে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। বার্ষিক ১২৫ মেট্রিক টন রেশম সুতা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। রেশম চাষিদের আরও বেশি সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১০ হাজার রেশম চাষিকে সামাজিক বেষ্টনীর মাধ্যমে অর্থ সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রেশম চাষে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গত ১০ বছরে ১০,৭৫১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৮.১৩ এ দেওয়া হলোঃ

সারণি ৮.১৩ঃ সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশমগুটি (লক্ষ কেজি)	রেশমসুতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্রঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)	
				রেশম চাষি	রেশম তাঁতি
২০১০-১১	৪.৬৭	১.৭৬	২.১৬	-	-
২০১১-১২	৪.৪৩	১.৮০	২.৬৭	-	-
২০১২-১৩	৪.৪৩	১.২২	১.৬৪	-	-
২০১৩-১৪	৪.১৭	০.৯৮	০.৬৬	বিতরণঃ২৩১.৩০ আদায়ঃ২০৫.৩৯	বিতরণঃ৪১.২৭ আদায়ঃ৩৬.১৮
২০১৪-১৫	২.৬৫	০.৫৬	০.৬৪	বিতরণঃ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২০৬.০৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ৩৬.৪৮(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৫-১৬	৩.৮০	১.৪৬	০.১২	বিতরণঃ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২১০.২০ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ৩৬.৮২(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৬-১৭	২.৪৭	০.৫২	০.৩৬	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২২২.১৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৭.০৯ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৭-১৮	৪.১৬	৯৯.০০	০.৯৩	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৮-১৯	৪.৩১	১৮৩.০০	১.০২	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৯-২০ *	২.১০	৯০.০০	০.৫৫	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)

উৎসঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড *ফেব্রুয়ারি ২০২০পর্যন্ত।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারেগপ্রই)

এ ইনস্টিটিউটে ৫টি গবেষণা শাখা আছেঃ ১) তুঁতচাষ শাখা, ২) রেশমকীট শাখা, ৩) সেরি-রসায়ন শাখা, ৪) সেরি-রোগতত্ত্ব শাখা, ৫) রেশম প্রযুক্তি শাখা এবং একটি প্রশিক্ষণ শাখা। এছাড়াও আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরএসআরসি), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি এবং জার্মপ্লাজম মেইনটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়-এ শাখা রয়েছে।

গবেষণা ও প্রশিক্ষণের অগ্রগতি

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক সিল্ক রিলিং প্রযুক্তিসহ ১টি উচ্চ ফলনশীল তুঁতজাত ও ১টি উচ্চ ফলনশীল আবহাওয়া উপযোগী রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমানে উচ্চফলনশীল তুঁতজাতের সংখ্যা ১৬টি এবং উচ্চফলনশীল রেশমকীটের জাতের সংখ্যা ৪৯টি। তুঁত ও রেশমকীটের জার্মপ্লাজম ব্যাংকে ৮২টি তুঁতজাত এবং ১১২টি রেশমকীটের জাত সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল তুঁত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের ফলে বছরে হেক্টর প্রতি তুঁতপাতার উৎপাদন ৩৭-৪০ মেট্রিক টন এর স্থলে ৪০-৪৭ মেট্রিক টন এবং প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে রেশমগুটির উৎপাদন ৬০-৭০ কেজির স্থলে ৭০-৭৫ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। ১০-১২ কেজি রেশমগুটির স্থলে এখন ৮-৯ কেজি রেশমগুটি হতে ১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ১৯০ জন জনবলকে স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন এনজিও এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন।

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

স্বাধীনতার পর ৮২টি পাটকল নিয়ে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন গঠিত হয়। বর্তমানে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিল-কারখানার সংখ্যা ২৫টি। বিজেএমসি'র মিলসমূহে প্রধানত হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ (সিবিসি) উৎপাদিত হয়। এছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সূতা, জিওজুট, কটন ব্যাগ, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটকলসমুহের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন হয়েছে মোট ৪৩,৭৯০ মেট্রিক টন, যা গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৭২,০১০ মেট্রিক টন।

২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ২৬,৪২০ মেট্রিক টন ও রপ্তানি আয় ২৩২.৭৫ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯

অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে ২৯,৪৫০ মেট্রিক টন ও ২৬৩.৯৯ কোটি টাকা। এছাড়া, ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিজেএমসি মিল কর্তৃক স্থানীয় পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য যথাক্রমে ৩৮,৩২০ মেট্রিকটন ও ৩৯৫.৭২ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৩৩,৭২০ মেট্রিক টন ও ৩৮১.৬৫ কোটি টাকা।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, নতুন ডিজাইন ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বাজারজাতকরণ কৌশল উন্নয়নের মাধ্যমে বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার সম্প্রসারণের অভিলক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০২ সালে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) প্রতিস্থিত হয়। বাংলাদেশের সোনালি আঁশ নামে খ্যাত পাটের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে এর ব্যাপক ব্যবহার, প্রসার ও গবেষণার সুযোগ তৈরির উদ্দেশ্য অর্জনই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। উচ্চমূল্য সংযোজিত করে উন্নতমানের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে গতিশীল ও স্থায়ীকরণে জেডিপিসি’র গুরুত্ব অপরিসীম। জেডিপিসি’র মূখ্য কার্যক্রম নিম্নরুপঃ

- বহুমুখী পাটশিল্পে উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান
- বহুমুখী পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলা ও ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন
- জুট ডাইভারসিফাইড প্রডাক্ট উপযোগী ডিজাইন উন্নয়নে গবেষণার জন্য Research & Development Institution এর গবেষণাকারীদের সহায়তায় ডিজাইন উন্নয়ণ করে তা বাণিজ্যিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ
- বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা কর্মশালা/উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন
- উদ্যোক্তাদের সহজ ও সুলভমূল্যে কাঁচামাল প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান
- উদ্যোক্তাদের জন্য নিত্য নতুন ডিজাইন উন্নয়ন।

পাট অধিদপ্তর

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসায়ে অনিয়ম রোধকল্পে পাট অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন এবং বিভিন্ন শ্রেণির পাটপণ্য ব্যবসায়ের লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুলাই ১৯৯৫ থেকে কাঁচাপাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বেল প্রতি ২ টাকা এবং পাটপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্যের ১০০ টাকায় ০.১০ টাকা হারে রাজস্ব আদায় অব্যাহত আছে।

পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন মূলতঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা ও বাজার মূল্যের উপর নির্ভরশীল। এসব কারণে পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের ব্যাপক উঠা-নামা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত দেশে পাট উৎপাদন ৪.৭৫ লক্ষ বেল, রপ্তানি ০.৮৫ লক্ষ বেল ও রপ্তানি মূল্য ৪৭৬.৫৮ কোটি টাকা এবং জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত পাটপণ্য উৎপাদন ২.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন, রপ্তানি ২.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও রপ্তানি মূল্য ১,৭৩৩.৪০ কোটি টাকা ছিল।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশ এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশী বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেড যথাঃ চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড রয়েছে। এছাড়াও বেপজা চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় ১,১৫০ একর জমিতে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল নামে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করছে। প্রকল্পের আওতায় ৬১৮টি শিল্প প্লট তৈরি করা হবে, উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রত্যাশিত বিনিয়োগ ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৫ লক্ষ বাংলাদেশি ব্যক্তির কর্মসংস্থান সহ ৩৫০টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে।

ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ৪৭৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ৮৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেডে ১৫৭টি, ঢাকা ইপিজেডে ৯৯টি, মোংলা ইপিজেডে ৩৪টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ২০টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ৪৭টি, উত্তরা ইপিজেডে ২১টি, আদমজী ইপিজেডে ৫২টি এবং কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০২০

পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৫,২২৬.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯-২০ অর্থবৎসরের প্রথম ৮ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২১২.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ হতে ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৭৯.০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪,৯৩৬.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট জাতীয় রপ্তানির ১৮.৫৬ শতাংশ ইপিজেড হতে রপ্তানী হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ৫,০১,৩৫৫ বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী। সারণি ৮.১৪ এ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৪ ইপিজেডভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানী (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৫৭	৯	১৭৬০.৮৫	৩২৮৬৯.৮১	১৮৫০৬৩
ঢাকা ইপিজেড	৯৯	৯	১৫০৪.১৬	২৮৩৯১.০৫	৯৩৩৪৬
আদমজী ইপিজেড	৫১	১৮	৫৪৮.৯৯	৫০৫০.৬৮	৫৯১০৩
কুমিল্লা ইপিজেড	৪৭	৯	৩৭২.৩৫	৩২৭৪.৮৮	৩৪৯১৪
কর্ণফুলী ইপিজেড	৪৫	৬	৬০৮.২০	৬৫৩৯.২৬	৭৫৮৩৮
ঈশ্বরদী ইপিজেড	২০	১২	১৫১.৮৩	৯২৭.৮৩	১২৫৭০
মোংলা ইপিজেড	৩৪	১৩	৮২.৪৩	৭০২.৫১	৫৯৭৫
উত্তর ইপিজেড	২১	৭	১৯৭.৫৮	১২৭০.৩০	৩৪৫৪৬
মোট=	৪৭৪	৮৩	৫২২৬.৪০	৭৯০২৬.৩১	৫০১৩৫৫

উৎসঃ বেপজা, ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত

সারণি ৮.১৫-এ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৫ ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

পণ্য ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান				
ক্রমিক নং-	উৎপাদিত পণ্যের নাম	উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোষাক শিল্প	১৩৫	২১৩০.৬৯	৩১৯৬৮৯
২.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৯২	৬৮৫.২৮	১৮৫০২
৩.	টেক্সটাইল	৩৬	৬৭৯.২৭	২৭১৫৪
৪.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	৩০	৩১৫.১৪	২৩৯১৩
৫.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	২৭	২৯৮.৭৬	৩৬২৩৫
৬.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স	১৯	১৬৮.৩৭	৩৯২৫
৭.	তাবু	১৫	১৫০.৯২	১৭৩১৪
৮.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১৪	৭৯,৬২	৫২৮৭
৯.	টেরি টাওয়েল	১০	৩১.১২	২২০২
১০.	ধাতব শিল্প	০৯	৩৭.৩১	১৪৬২
১১.	কৃষিজাত শিল্প	৮	৪.০০	৩২
১২.	সেবা খাত	৭	৪৭.৫২	৯৫৯
১৩.	টুপি	৬	৭০.১৩	৭২১৩
১৪.	কেমিক্যাল শিল্প	৮	৩৪.৯২	৮৪১
১৫.	আসবাবপত্র	৪	৪৩.১৫	১৬০৯
১৬.	মোড়ক সামগ্রী	৩	৪.৬৮	১১২
১৭.	বিদ্যুৎ শিল্প	২	১২৯.৭৬	১৮৭
১৮.	রশি	২	৯.৪১	৫২৪
১৯.	স্পোর্টস পণ্য	২	৯.৯৬	১২১২
২০.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	১	৪৩.৩০	৭৩৩
২১.	খেলনা	১	৪৬.০৮	৪১৭৮
২২.	বিবিধ	৪৩	২৮৬.৬৩	২৮০৭২
	সর্বমোট	৪৭৪	৫২২৬.৪০	৫০১৩৫৫

উৎসঃ বেপজা ,ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত

সারণি ৮.১৬-এ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলঃ

সারণি ৮.১৬- ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ											
ইপিজেড		**২০১০-১১**	**২০১১-১২**	**২০১২-১৩**	**২০১৩-১৪**	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০***
ঢাকা	বিনিয়োগ	৭২.৩৮	৭৭.১৭	৬৮.৪৫	১২৫.৭৯	৮৪.০২	৮০.৬৩	৭০.৭২	৬৮.৬৯	৭৬.১৪	৬৭.২১
	রপ্তানী	১৫২১.৭৮	১৬১৪.৪৫	১৭৮০.৭০	১৯৩৭.৫০	১৯৯৭.৫০	২১৮৩.৯	২০৯১.৩	২২০০.৩	২২০৬.৩১	১৪০৯.০৮
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	৮৫.৮৪	১০১.৭৪	১৩৩.৮৪	১০৯.৪৬	১৫২.০২	১০০.৭১	৯০.৫৭	৮৬.১৯	৭৫.৬৯	৪২.১৫
	রপ্তানী	১৬৬৬.৮৮	১৮৮৩.৮১	২০৯৫.১২	২২৬১.৬১	২৩৮৩.৭৬	২,৪১৯.৭১	২২৫৪.১৬	২৪৪২.২০	২৩৯১.৬৯	১,৫৫৮.৯৫
মোংলা	বিনিয়োগ	০.৭৭	০.০৮	৩.৫২	৫.১০	৮.২৭	১৮.৯৮	৬.১৫	১১.৭৮	১০.১৪	১৩.২৮
	রপ্তানী	২৭.৯৩	৫৪.২৪	৭৪.১০	৭৭.২৮	৮৪.২৬	৭৪.৬৫৭	৪৫.৭৯	৫২.৫৫	৮৯.৪৪	৭৫.৬৬
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	৩৬.২৬	২০.০৭	২১.০৬	২৩.৩৯	২৩.৪১	৩০.১৮	২৯.৩২	৩১.৫১	৩১.০৮	২৫.৭৬
	রপ্তানী	১৪৫.৪৬	১৪৮.৩৬	১৭৬.৯৩	২০৯.৪১	২৭৪.৬৩	৩০৮.৩৩	৩৩৭.৩৯	৪০৮.২৬	৪৯০.৭৬	৩৫৬.৮৬
উত্তরা	বিনিয়োগ	১১.৯৮	৫.৯৭	২০.৬২	১৭.২৭	১৯.৮৯	৩৩.৫৩	২৪.৫৬	২০.৪২	৩১.০২	৭.৫৫
	রপ্তানী	৬.৭৭	১৬.০৩	২০.৩৮	৩৩.২২	৮৭.৯৯	১৮৮.৮	২২৭.০৭	২২৪.৯৩	২৯৩.৭৬	১৬৯.০৩
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	২১.৪০	১৭.৮৫	৫.১২	৩.১৫	৫.৪২	১৫.১১	২০.০৭	২০.১৭	৮.১৮	৬.৮৮
	রপ্তানী	২৫.৯৬	৪১.৫৩	৫৫.৭১	৯৩.১৬	১০৮.২৬	১১৪.৭৪	৯৬.৫৫	১৩১.৩৯	১৫০.২২	৯৪.৯১
আদমজী	বিনিয়োগ	৩৭.০৫	৩৪.৫৫	২৯.৯৯	৭৩.৭৫	৪৮.৫১	৫৪.৭০	৫০.৩৬	৫০.১৬	৫০.২২	২৭.০৬
	রপ্তানী	১৬৪.৬৮	২০৭.৩২	২৭৪.১০	৩৮৬.২০	৪৬৭.৪০	৫৬২.৯০	৬৪৪	৭৬২.০৬	৮২৬.৪০	৫৬৭.০০
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	৪৭.৫৬	৮১.৩৩	৪৫.৯৩	৪৪.৬৭	৬৪.৮১	৬০.৫১	৫১.৩২	৫০.৬৭	৫০.৯০	২২.২৭
	রপ্তানী	১৩৮.১৬	২৪৫.০৫	৩৭৯.৬১	৫২৬.৮৫	৭০৯.৭৪	৮২৩.২৮	৮৫৩.০৮	৯৭৬.৮৫	১০৭৫.৫২	৭০৫.৩১

উৎসঃবেপজা, * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত

এ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পাকিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, কুয়েত, রুমানিয়া, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৮টি দেশ বিনিয়োগ করেছে। দেশের ইপিজেডসমূহ রপ্তানি বহুমূখীকরণে ও বৈচিত্রায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বতর্মানে দেশের ইপিজেডসমূহে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, গাড়ীর যন্ত্রাংশ, মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বিদ্যুৎ, বাইসাইকেল, ব্যাটারী, গলফ শ্যাফট, জুতা ও জুতার এক্সেসোরিজ, টেক্সটাইল, এনার্জি সেভিং বাল্ব, আসবাবপত্র, তাঁবু, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস ও হলিউড মাস্ক, চশমা, খেলনা, পোশাক, উইগ ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

বেসরকারি বিনিয়োগে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য ইপিজেডে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ চুক্তি অনুসারে, বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা পূরণের পর উৎপাদিত উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ ও বিক্রয় করতে পারে। সুতরাং, ইপিজেডস্থ বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ ইপিজেডের বাইরের এলাকার বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বেপজা কর্তৃক ইপিজেডসমূহে ২২৯ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল এবং ইপিজেডের অভ্যন্তরের রাস্তায় ৮০০টি সোলার লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে এনভায়রনমেন্ট ল্যাব, বেসরকারি উদ্যোগে আদমজী, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ইপিজেডে পানি পরিশোধনাগার (WTP) চালু করা হয়েছে। এছাড়া, বেসরকারী উদ্যোগে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং কুমিল্লা ইপিজেডে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (CETP) চালু করা হয়েছে। কারখানাসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়মিত তদারকি

করার জন্য ৩০ জন পরিবেশ কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০১৮ সালে বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্রম পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ জন সোস্যাল কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে ৮টি ইপিজেডের জন্য ৩ জন কন্সিলিয়েটর (মীমাংসাকারী) এবং ৩ জন আরবিট্রেটর (সালিশকারী) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেডস্থ শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র নতুন শ্রম আইন 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল ইপিজেডে প্রসেস অটোমেশন সিস্টেম (Online Export & Import Permit, Bill Collection, Work Permit, Pay Roll Management etc.) চালু করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, ইনটার-এক্টিভ (Interactive) ওয়েবসাইট, ইপিজেডসমূহে Wi-Fi স্থাপন এবং Remote Communication Electrical Meeting System স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেড এবং ইপিজেডে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ইপিজেডসমূহে CCTV Surveillance System প্রবর্তন এবং Metal Archway, Automated Access Control Gate, ইত্যাদি স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। লন্ডন ভিত্তিক FDI ম্যাগাজিন The Financial Times এর জরিপে চট্টগ্রাম ইপিজেড বিশ্বের ৭০০ টি ইকোনোমিক জোন এর মধ্যে Cost Effective Zone Category-তে তৃতীয় স্থান এবং Best Economic Potential 2010-2011 Category-তে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে (FDI ম্যাগাজিন, জুন-জুলাই'১০ সংস্করণ)। চট্টগ্রাম ইপিজেড লন্ডন ভিত্তিক FDI ম্যাগাজিন The Financial Times এর জরিপে FDI Global Free Zone of the future 2012/2013 ক্যাটাগরিতে নবম স্থান অর্জন করেছে।

অন্যান্য শিল্প

ঔষধ শিল্প

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে ঔষধ প্রাপ্তি মূলত আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে অনেক উচ্চ মূল্যে জনগণকে ঔষধ ক্রয় করতে হতো। বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ দেশে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে শুধুমাত্র কিছু হাইটেক প্রোডাক্ট (ব্লাড বায়োসিমিলার প্রোডাক্ট, এন্টিক্যান্সার ড্রাগ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি) আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঔষধ আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মানসম্পন্ন ঔষধ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৭টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উন্নত বিশ্বের ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ১৪৭টি দেশে রপ্তানি করছে এবং ঔষধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ২৭২টি এলোপ্যাথিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বছরে ৩২,০০০ কোটি টাকার ঔষধ উৎপাদন করছে। এছাড়ও দেশে ২৭১টি ইউনানী, ২০৫টি আর্য়ুবেদিক, ৭৮টি হোমিওপ্যাথিক এবং ৩২টি হার্বাল ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সারণি ৮.১৭ এ দেশের ঔষধ রপ্তানরি চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৮.১৭ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি

(কোটি টাকায়)

বছর	প্রস্তুতকৃত ঔষধ	ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি	মোট রপ্তানি	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয় (সংখ্যা)
২০০৯	৩৩৫.২১	১১.৯৬	৩৪৭.১৭	৭৩
২০১০	৩২৭.৪৩	৫.১২	৩৩২.৫৫	৮৪
২০১১	৪২১.২২	৪.৯৩	৪২৬.১৫	৮৭
২০১২	৫৩৯.৬২	১১.৬০	৫৫১.২২	৮৭
২০১৩	৬০৩.৮৭	১৬.০৬	৬১৯.৯৩	৮৭
২০১৪	৭১৪.২০	১৯.০৭	৭৩৩.২৭	৯২
২০১৫	৮১২.৫০	১৯৫.৫৮	১০০৮.০৮	১১৩
২০১৬	২২৪৫.৬০	১.৪০	২২৪৭.০৫	১২৭
২০১৭	৩১৯২.৪৬	৩.৮৬	৩১৯৬.৩২	১৪৫
২০১৮	৩৫০৮.১৭	৬.১২	৩৫১৪.২৮	১৪৬
২০১৯	৪০৬৭.৯৫	২২.১৪	৪০৯০.০৯	১৪৭

উৎসঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বিএসটিআই দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা। বিএসটিআই'র মূল দায়িত্ব পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন, পণ্যের পরীক্ষণ, গুণগতমানের সার্টিফিকেশন, ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন এবং সারা দেশে ওজন ও পরিমাপক সংক্রান্ত মেট্রোলজি ও ক্যালিব্রেশন সার্ভিস প্রদান। বিএসটিআই'র উন্নয়নে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যার মধ্যে রয়েছে:

- ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়ে CNG Dispensing Unit Verification Laboratory স্থাপন।
- বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরির এ্যাক্রিডিটেশন অর্জন।
- বিএসটিআই'র প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন স্কিমের এ্যাক্রেডিটেশন অর্জন।
- বিএসটিআই পরীক্ষণ ল্যাব হতে ইস্যুকৃত সনদের ভিত্তিতে ২১টি খাদ্য পণ্য Mutual Recognition Agreement (MRA) বিনা পরীক্ষণে ভারতে প্রবেশের অনুমতি লাভ।

মান প্রণয়ন কার্যক্রম

পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়নের সংখ্যা ১৬৮টি গ্রিণ এনার্জি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, ফ্যান, এনার্জি লাইট, ইলেকট্রিক মটর, ব্যালাস্ট সহ বিভিন্ন পণ্যের এনার্জি ইফিসিয়েন্ট মান প্রণয়ন এবং প্রণীত মান অনুযায়ী পণ্য পরীক্ষণ সুবিধা চালুকরণ। নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন ও বিপণন রোধ, পণ্যের মান সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সংস্থার কাজে গতিশীলতা আনয়নে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো:

- লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করছে কিনা তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য খোলা বাজার ও কারখানা থেকে সার্ভিল্যান্সের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য ২টি বিশেষ টিম গঠন।
- পণ্যের মানের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময়।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বিএসটিআইতে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা।
- যানবাহনের টায়ার টিউব, হেলমেট পরীক্ষণ ল্যাব স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- ৩৪ জেলায় বিএসটিআই'র অফিস সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বাংলাদেশ মান (বিডিএস) বিক্রয়ের কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করা।
- প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন কার্যক্রমের অটোমেশন।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

মেধাসম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং শিল্পোন্নয়নে তার ভূমিকা জনসাধারনের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপিত হয়। বিজ্ঞানী, শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে নতুন নতুন মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও তা বিপননের লক্ষ্যে ডিপিডিটিতে TISC (Technology and Innovation Support Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ডিজিটাইজেশন ও সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে ডিপিডিটিতে আইপাস, ইডিএমএস, ওয়ান স্টপ সার্ভিস, অনলাইন ফাইলিং চালু হয়েছে। উল্লেখ্য মেধাসম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় United Nations কর্তৃক সুপারিশকৃত SDG (Sustainable Development Goal)-এর Goal 9 এ মেধাসম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন পেটেন্ট আইন ও নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায় রয়েছে। আগারগাঁওয়ে অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মানের কাজ অচিরেই শুরু হবে।

গত জুলাই-২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি-২০২০ পর্যন্ত দেশী-বিদেশী মিলে পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক (সার্ভিস মার্কসহ) এবং ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মোট দরখাস্তপ্রাপ্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩১৮টি, ১০৬৪টি, ৮৯২৫টি ও ৪টি। এর মধ্যে নিস্পত্তি করা হয়েছে যথাক্রমে ২১৭টি, ১৮০৬টি, ১৩৫৯১টি এবং ৪টি। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে (জুলাই-২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি-২০২০ পর্যন্ত) এ অধিদপ্তরের আয় হয়েছে প্রায় ১১.০৯ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ৯.৮৫ ও ১২.০২ কোটি টাকা ।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সেবাধর্মী একটি কারিগরি দপ্তর। ই-নথির মাধ্যমে এ কার্যালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং ই-নথি হতে ই-মেইলে বয়লার ব্যবহারকারীদের বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়নপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ জানানো হচ্ছে। এ

কার্যালয়ের ই মেইল ও এসএমএস এর মাধ্যমে ই-নথি হতে বয়লার ব্যবহারকারীদের বয়লার পরিদর্শনের তারিখ জানানো হচ্ছে। এছাড়াও স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসএমএস এর মাধ্যমে বয়লার ব্যবহারকারীদের বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়নপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ জানানো হচ্ছে। এ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে পরামর্শ/অভিযোগ ফরম সংযোজন করা হয়েছে। ফলে যে কেউ পরামর্শ প্রদান করতে পারে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি'২০ পর্যন্ত মোট ৫৩৮টি বয়লার রেজিস্ট্রেশন, ৩,৮৭৬টি বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়নপত্র নবায়ন, স্থানীয়ভাবে তৈরীকৃত ১০৭টি বয়লারের নির্মাণ সনদ এবং ১২১ জন প্রার্থীকে বয়লার পরিচালক যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে ৩.৯৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও বর্ণিত সময়ে বয়লার বিষয়ক গণসচেতনতার জন্য মোট ০৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

দেশীয় ও বহুজাতিক বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ-প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গঠিত হয়। বিএবি জাতীয় মান অবকাঠামো (Quality Infrastructure) উন্নয়নের লক্ষ্যে সাযুজ্য নিরূপণ পদ্ধতি (Conformity Assessment System) প্রতিষ্ঠা করে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএবি ২০১২ সালে প্রথম এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করে এবং ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশীয় ও বহুজাতিক মোট ৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে।

বিএবি'র এ্যাক্রেডিটেশনের ফলে দেশের পরীক্ষণ, পরিদর্শন ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রমের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিএবি ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17043 এর উপর ২৫টি অ্যাসেসর প্রশিক্ষণ কোর্স ও ২৯টি অন্যান্য কারিগরি বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১,৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের মান অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

২০২০ সালকে বাংলাদেশ সরকার 'লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য' বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং 'লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং' সেক্টর এর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গত ১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে টুল এন্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউট, বিটাক এর মাধ্যামে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে সহায়তা প্রদান বিষয়ক সেমিনার ও সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়েছে।

বিটাক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করে, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তরসহ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদান করে, শিল্প প্রতিস্তানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত করে (স্থানীয় ও আমদানি-বিকল্প) দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে।

বিটাক দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ২৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। ২৮টি ট্রেড ছাড়াও উদ্যোক্তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিটাক সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি বা মেশিন অপারেশনের উপর স্বল্প মেয়াদি বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। বিটাক ধোলাইখাল লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে সহায়তার লক্ষ্যে সহজ বাংলা ভাষায় কারিগরি বই, ভিডিও ট্রেনিং মডিউল এর মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ২০০৯-২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত 'হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪,০৬৩ জন পুরুষ ও ৪,৩৩৪ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৮,৩৯৭ জনের দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে এবং কেউ কেউ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

এনপিও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারি কৃষি খাতসহ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে অব্যাহতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর এবং বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার মানসে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে এপিও সদস্যভূক্ত দেশের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের বাস্তব

অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচি কাজে লাগানোর লক্ষ্যে টোকিওভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এনপিও দায়িত্ব পালন করে।

বিগত ০২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে এনপিও'র উদ্যোগে ঢাকায় একটি বহুপক্ষীয় জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বহু পক্ষীয় জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন এবং তিনি উক্ত সম্মেলনে ০৩টি ঘোষণা প্রদান করেনঃ

(১) উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা
(২) জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য প্রতি বছর ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসপালনের ঘোষণা প্রদান এবং
(৩) প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদানের ঘোষণা প্রদান।

গত ০২ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা'। উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় বিভিন্ন শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৪০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) এনপিও কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা ও এনপিও'র সেমিনার কক্ষে মোট ৩৮টি প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাতে ১,১৪০ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ৫টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়, যাতে ৩৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ৩টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। কারখানায় পর্যায়ে ৪টি Consultancy সেবা প্রদান করা হয়। ৫টি কারখানা উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন, ১,০০,০০০টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ, বেসরকারী ১৮টি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা এবং উৎপাদনশীলতা প্রতিবেদন তৈরির জন্য ৭১টি কারখানা হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত বিআইএম ৭২,৯০০-এর অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮৭টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১,৭৪২ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত ৬৩টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১,২২৬ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২০১৯ সেশনে ৮২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী একবছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেছেন এবং চলমান ২০২০ সেশনে ৭৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করছেন। একইসাথে, ডিপ্লোমা ইন সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ও ডিপ্লোমা ইন কোয়ালিটি এন্ড প্রডাক্টিভিটি বিষয়ে ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ২০১৯ সেশনে ৬৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে গ্রাজুয়েশন প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২০ সেশনে উক্ত কোর্সসমূহে ৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে অনুরোধকৃত কোর্স এবং পরামর্শ সেবা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)

এসএমইএফ দেশের এসএমই খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রণীত এসএমই নীতিমালা-২০১৯, শিল্পনীতি-২০১৬, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১, এসডিজি-৩০ এবং অন্যান্য নীতিমালা ও কৌশলপত্র অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এসএমইএফ এসএমই-বান্ধব ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান, ব্যবসায় উন্নয়ন, গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি, প্রযুক্তি উন্নয়ন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসা ও তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসএমইএফ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক কর্মসূচী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এসএমইএফ'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা। এসএমইএফ'র উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- এসএমই পণ্যের বাজার সংযোগ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাতটি জাতীয় এসএমই মেলা, ৮৪টি আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা এবং দুইটি হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত

আয়োজিত এসএমই পণ্য মেলায় মোট ৬,০৩০ জন এসএমই উদ্যোক্তা তাঁদের পণ্য প্রদর্শন করে ৬১ কোটি টাকার বিক্রয় এবং ৬৫ কোটি টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়াও ১৪৫ জন এসএমই উদ্যোক্তাকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পণ্য মেলায় (জার্মানি, ত্রিপুরা, দিল্লি, চীন ও ভারত) তাঁদের উৎপাদিত পণ্যসহ অংশগ্রহণ করতে সহযোগিতা করা হয়েছে।

- দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের বিশেষ অবদানকে স্বীকৃতির জন্য ৩৪ জন উদ্যোক্তাকে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রদান করা হয়, তন্মধ্যে ২৪ জন নারী।
- নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ৯৯৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মোট ২৯,৯৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ নারী।
- নারী আইসিটি ফ্রিল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪ জেলায় মোট ৩,০০০ জন নারী আইসিটি উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে।
- ৩১টি এসএমই ক্লাস্টার ও ক্লায়েন্টেল গ্রুপের ১৮৫৭ জন এসএমই উদ্যোক্তাদের (৫১২ জন নারী) মধ্যে মোট ৯২ কোটি টাকা সিঙ্গেল ডিজিট সুদহারে ঋণ বিতরণ করে 'এসএমই ঋণ মডেল' প্রবর্তন করা হয়েছে যা বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুসরণ করছে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণে উদ্যোগী হয়েছে।
- এসএমই খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধিতে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশে বিভিন্ন বিভাগ/জেলা শহরে নিয়মিতভাবে ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন, ফাইন্যান্সিং ফেয়ার, সেমিনার, ঋণ সম্পর্কিত ম্যাচমেকিং, ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ৭০টি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।
- এসএমইএফ চিহ্নিত ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টারের মধ্যে ৭৫টি ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্লাস্টারের চাহিদার ভিত্তিতে ক্লাস্টারভিত্তিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বল্প সুদে অর্থায়ন, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ইত্যাদি কর্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৯টি ক্লাস্টারে চাহিদার ভিত্তিতে ৬৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।
- এসএমই উন্নয়ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক জার্নাল, নারী উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার প্রসার এবং বাজার সংযোগের জন্য ৭,০০০ নারী উদ্যোক্তাদের তথ্য সম্বলিত এসএমই উইমেন ডিরেক্টরি, গবেষণালব্ধ ব্যবসায় নির্দেশিকা ও প্রডাক্ট ডিরেক্টরি এবং অন্যান্য বিষয়ে মোট ২৭টি বই প্রকাশ করা হয়েছে।
- এসএমইদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ১৪৫টি ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৩,৪৭৬ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৮টি অ্যাসোসিয়েশন ও এসএমই ক্লাস্টার এবং ১০০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ওয়েবসাইট তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং এসএমইদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের মানোন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে মোট ৪,০০০ জন উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে দেশব্যাপী নতুন ব্যবসা তৈরি ও পরিচালনার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা, ব্যবসায়িক তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে ৬,২০০ জন সম্ভবনাময় উদ্যোক্তাকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনের জন্য একটি ডিসপ্লে সেন্টার স্থাপিত হয়েছে।

শিল্প ঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষি-নির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্পঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ (ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত বছরওয়ারী শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-৮.১৫ এ দেখানো হলো।

সারণি-৮.১৮: শিল্পঋণের বছর ভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০১০-১১	৭১৩০০.৩৫	৩২১৬৩.২০	১০৩৪৬৩.৫৫	৫৬৬৯৪.৯৯	২৫০১৫.৮৯	৮১৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬৬৭৪.৯৮	৩৫২৭৮.১০	১১১৯৫৩.০৮	৬৪৪০০.২৭	৩০২৩৬.৭৪	৯৪৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১০৩১৬৫.৫৬	৪২৫০২৮.৩১	১৪৫৬৯৩.৮৭	৮৫৪৯৬.১৪	৩৬৫৪৯.৪১	১২২০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪	১২৬১০২.৫৯	৪২৩১১.৩২	১৬৮৪১৩.৯১	১১৩২৯১.২৫	৪১৮০৬.৬৯	১৫৫০৯৭.৯৪
২০১৪-১৫	১৫৯৫৪৬.৪২	৫৯৭৮৩.৭০	২১৯৩৩০.১২	১২১৮৫৩.৯৯	৪৭৫৪০.৮১	১৬৯৩৯৪.৮০
২০১৫-১৬	১৯৯৩৪৯.২১	৬৫৫৩৮.৬৯	২৬৪৮৮৭.৯০	১৪৯৭৬২.৭২	৪৮২২৫.২৯	১৯৭৯৮৮.০১
২০১৬-১৭	২৩৮৫১৭.০৫	৬২১৫৫.০৮	৩০০৬৭২.১৩	১৮৫৫৩২.৭৭	৫২০৯৪.৫৭	২৩৭৬২৭.৩৪
২০১৭-১৮	২৭৫৬২৯.০৫	৭০৭৬৮.১৭	৩৪৬৩৯৭.২২	২০২৯৮০.৪৮	৭০১৯৩.০৮	২৭৩১৭৩.৫৬
২০১৮-১৯	৩১৯০০৬.৯৮	৮০৮৫০.০৮	৩৯৯৮৫৭.০৫	২৪৩১৯৪.০৫	৭৬৫৬৮.৮১	৩১৯৭৬২.৮৭
২০১৯-২০*	১৭৪২৯৪.২২	৪৬১৭৭.২৫	২২০৪৭১.৪৭	১৪১০৭১.১৩	৪২৯৩৩.৯২	১৮৪০০৫.০৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক । * ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত।

২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ (ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ সময়ে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) শিল্পখাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২,২০,৪৭১.৪৭ কোটি টাকা ও ১,৮৪,০০৫.০৫ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ও আদায়কৃত শিল্পঋণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মূখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সংস্থাসমূহ বিভিন্ন সেবা বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গ্যাস ও পরিবহন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১,৭৪,৩৬১.১৪ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৯,৬৩০.৬৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ১৯,৩৭৫.২৪ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১৮,০৭৬.৯৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের (১৪ জুন ২০২০ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে, সামগ্রিকভাবে এসব সংস্থার নীট মুনাফা হয়েছে ৭,৫১৯.৩১ কোটি টাকা। অন্যদিকে যেসব সংস্থা মুনাফা করেছে তার লভ্যাংশ হিসেবে একই সময়ে ১,৪১৩.৩৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুন ২০১৯ পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ ১,৩৩,৩৯৬.৫৪ কোটি টাকা। ৩১ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ৩৯,৩৪২.৭৯ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৮৮.১৫ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ১.৫৮ শতাংশ হলেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা ০.৬৮ শতাংশে পৌঁছেছে। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫.৯৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার ০.৭৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমসম্প্রসারণশীল ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের আওতা ও গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় খাতের বিনিয়োগও সমভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার অ-আর্থিক (Non financial) শ্রেণীভুক্ত মোট ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে (অ-আর্থিক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC) অনুযায়ী ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। সারণি ৯.১ -এ এসব সংস্থার শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.১ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ (অ-আর্থিক)

ক্র: নং	সেক্টর	সংস্থার সংখ্যা	সংস্থার নাম
১।	শিল্প	৬টি	বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন।
২।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	৬টি	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, খুলনা পানি সরবারহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ এবং রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ।
৩।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৭টি	বাংলাদেশ সমুদ্র পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
৪।	বাণিজ্য	৩টি	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত) এবং ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ।
৫।	কৃষি	২টি	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
৬।	নির্মাণ	৬টি	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ।
৭।	সার্ভিস (সেবামূলক)	১৯টি	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ- পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড , বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ চা বোর্ড, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন , বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ।

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উৎপাদন ও উপাদান আয়

২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১,৪০,০৫৯.৭৬ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৯,৬৩০.৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৬.৪২ শতাংশ। উক্ত সময়ে ক্রীত পণ্য ও সেবার মূল্য ৬.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ১৯,৩৭৫.২৪ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৮,০৭৬.৯৯ কোটি টাকায়। মূল্য সংযোজনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৫০ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে পরিচালন উদ্বৃত্ত ছিল ৬,৪৯২.২৮ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ৩,৪৮১.১০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সারণি ৯.২ এ ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্য সংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.২ঃ অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্য সংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার

(কোটি টাকায়)

	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	যৌগিক প্রবৃদ্ধির হার (২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯)
পরিচালন রাজস্ব	১৪০০৫৯.৭৬	১৩৬৬০২.৬৯	১৪৯৮৯৮.৯৩	১৭৪৩৬১.১৪	১৭৯৬৩০.৫৪	৬.৪২
ক্রীত পণ্য ও সেবা	১২৭০১৩.৫৪	১১৪০৭৭.১৫	১২৬৬৪৩.২৪	১৫৪৯৮৫.৯০	১৬১৫৫৩.৬৫	৬.২০
মূল্য সংযোজনঃ উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবে	১৩০৪৬.২২	২২৫২৫.৫৪	২৩২৫৫.৬৯	১৯৩৭৫.২৪	১৮০৭৬.৯৯	৮.৫০
বেতন ও ভাতাদি	৪৪৫৯.৮৭	৬০১৫.৫২	৬৫৯৪.৯১	৬০৫০.৯৯	৬৯০১.২৫	১১.৫৩
অবচয়	৪০০৪.৯১	৪৯৭৭.৮২	৫৯৫০.৩৩	৬৮৩১.৯৭	৭৬৯৪.৬৪	১৭.৭৩
পরিচালন (উদ্বৃত্ত/লোকসান)	৪৫৮১.৪৪	১১৫৩২.২০	১০৭১০.৪৫	৬৪৯২.২৮	৩৪৮১.১০	(৬.৬৪)
মূল্য সংযোজন	১৩০৪৬.২২	২২৫২৫.৫৪	২৩২৫৫.৬৯	১৯৩৭৫.২৪	১৮০৭৬.৯৯	৮.৫০

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

নীট মুনাফা/লোকসান

২০১২-১৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট লোকসান ছিল ২,৬০৮.৩৫ কোটি টাকা। পরবর্তী সাত বছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা মুনাফা অর্জন করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের (১৪ জুন ২০২০ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে নীট মুনাফা হয়েছে ৭,৫১৯.৩১ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন সর্বোচ্চ নীট মুনাফা অর্জন করে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর নীট মুনাফা পূর্ববর্তী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৪,৭৬৮.৪২ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪,০৯০.৮০ কোটি টাকা হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,২৫৭.৬৭ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। অপরদিকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের মধ্যে বিএসএফআইসি সর্বোচ্চ লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এর নীট লোকসান পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১,০৬৫.৮৩ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১,০৬১.৬৭ কোটি টাকা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট মুনাফা/লোকসানের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ২১-এ দেখা যেতে পারে।

সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসাবে মোট ১,০১০.৭৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৯২০.০৬ কোটি টাকায় উপনীত হয়। সংশোধিত হিসাব মতে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে (১৪ জুন ২০২০ পর্যন্ত) সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ ১,৪১৩.৩৭ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক সরকারি কোষাগারে প্রদত্ত লভ্যাংশের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২২ এ দেখা যেতে পারে।

সরকারি অনুদান/ভর্তুকি প্রদান

সরকার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৬টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১,৩৬১.৭৩ কোটি টাকা প্রদান করেছে। সংশোধিত হিসাবমতে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে প্রদত্ত অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ হয়েছে ১,৫০৮.৭৯ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষকে ৫০৫.০০ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ৪৮৯.৪৪ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র

ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনকে ২১৮.৫৩ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়। সারণি ৯.৩-এ ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.৩ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশন/ প্রতিষ্ঠানের নাম	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯ (সাময়িক)	২০১৯-২০ (সংশোধিত)
বিজেএমসি	৮০.০৬	৪৮.৯৫	৫৫.০৪	৭৭.২৯	৩৫.৮৪	৫১.৯৭
বিআইডব্লিউটিসি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
আরডিএ	০.৪০	০.৪০	০.৫০	১.৫০	৪.০০	৩.০০
বিআইডব্লিউটিএ	১৪৩.১৭	২৭৪.৩৫	৪১৯.০৬	৪১৭.৩১	৪২৭.৫৯	৫০৫.০০
বিএসসিআইসি	৬৯.৪১	১১৫.৬৯	১৪৪.০৪	১৬৩.৩৪	২০৮.৪৯	২১৮.৫৩
বিএসবি	১৩.৯৪	২১.৩৫	২২.৩৭	২৩.০৭	২৬.৯৪	২৯.৫৪
ইপিবি	২২.২৯	২০.১৮	২৭.৯৫	৩৪.৮৪	২৮.৬৯	২৬.১৮
বিএডিসি	২৩০.১৩	৩১২.৩৩	৩৭৬.৯৮	৪০৫.৯৫	৪১৫.৭৪	৪৮৯.৪৪
এনএইচএ	১৭.৬১	১৬.৬১	১৭.০০	১৯.০০	২০.০০	১৭.০০
বেজা	-	-	১০.০০	১৪.০০	৭৩.৯৯	৪০.১৩
খুলনা ওয়াসা	১০.০০	১১.৫০	১৪.১০	১৪.৫০	১৫.৫০	১৫.৫০
রাজশাহী ওয়াসা	-	-	১৫.৯১	২৭.৬০	২৩.৭৩	২৪.০০
বিএসআরটিআই	৩.৪১	৪.৬৮	৫.৫৬	৬.১১	৬.১৯	৬.৯২
বিএসএমআরএন	-	-	-	৪.৫৯	৫.১৩	৬.৫০
সিবিডিএ	-	-	-	৬.৬৫	১২.০০	১২.০০
বিটাক	-	-	-	৪৫.২৯	৫৭.৪০	৬২.৫৮
মোট	**৫৯০.৯২**	**৮২৬.৫৪**	**১১০৯.০১**	**১২৬১.৫৪**	**১৩৬১.৭৩**	**১৫০৮.৭৯**

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

সরকারি দায়-দেনা (Debt Service Liabilities)

অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখা ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ১২০টি স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় (স্ব-শাসিত) সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। হিসাবমতে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসব অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিকট মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩৩,৩৯৬.৫৪ কোটি টাকা। সরকারের ডিএসএল পাওনা ও আদায়ের সাময়িক হিসাব পরিশিষ্ট-২৩ এ দেখা যেতে পারে।

ব্যাংক ঋণ

৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৩১ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট ৩৯,৩৪২.৭৯ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৮৮.১৫ কোটি টাকা। যে সকল সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সর্বোচ্চ ঋণ রয়েছে সেগুলো হলো বিপিডিবি (৭,৬৯১.৬২ কোটি টাকা), বিএসএফআইসি (৬,৪৯১.১৩ কোটি টাকা), বিবিসি (৫,৫৮৮.৩৭ কোটি টাকা) বিপিসি (৫,৩৪৫.৩৫ কোটি টাকা), বিসিআইসি (৪,১০৩.৭ কোটি টাকা), বিএডিসি (৩,১৩৪.৬২ কোটি টাকা), বিওজিএমসি (২২০৬.৮৫ কোটি টাকা), বিএসইসি (১,৪১১.০৭ কোটি টাকা) বিজেএমসি (৯৩৫.০৭ কোটি টাকা) এবং আরইবি (১,১৪৭.১৪ কোটি টাকা)। অন্যদিকে, যে সকল সংস্থার নিকট সর্বোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ রয়েছে সেগুলোঃ বিএডিসি (২১.২৭ কোটি টাকা), বিটিএমসি (২০.৪৯ কোটি টাকা), বিজেএমসি (১৪.৭৬ কোটি টাকা), টিসিবি (১০.৭৯ কোটি টাকা) এবং বিটিবি (১০.৫২ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত ঋণের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ পরিশিষ্ট-২৪ এ দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট সম্পদের ওপর মুনাফার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। কেননা, বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রায় সমস্ত সম্পদ ও ঋণ সরকার অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক যোগান দেয়া হয়ে থাকে। সারণি ৯.৪ এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.৪ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফা

(কোটি টাকায়)

	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	যৌগিক প্রবৃদ্ধির হার (২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯)
১। পরিচালন রাজস্ব	১৪০০৫৯.৭৬	১৩৬৬০২.৬৯	১৪৯৮৯৮.৯৩	১৭৪৩৬১.১৪	১৭৯৬৩০.	৬.৪২
২। পরিচালন উদ্বৃত্ত	৪৫৮১.৪৪	১১৫৩২.২০	১০৭১০.৪৫	৬৪৯২.২৮	৩৪৮১.১০	(৬.৬৪)
৩। পরিচালন বহির্ভূত রাজস্ব	২৮৯৪.৮৯	৩১২৭.১৮	৩১৫২.১৯	৪০৩৮.০২	৪৬৮৯.২৮	১২.৮২
৪। কর্মচারি অংশীদারী তহবিল	৭৪.২৩	৬৯.১৮	৭০.১৮	৯১০৯.০০	৭৭.২৬	১.01
৫। ভর্তুকি (প্রত্যক্ষ)	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	-
৬। সুদ	২১৯৬.২৮	২৪৬৭.৫৭	২৮৮১.১৪	৩৪০৫.৪৩	৩৮৫১.৩৮	১৫.০৮
৭। করপূর্ব নীট লাভ/লোকসান	৫৩২৮.১৩	১২১৮৭.১৯	১০৯১৮.৪২	৬৭৯৩.৯২	১২১১৫.৮০	২২.৮০
৮। কর	১০৪৪.৫০	১২৯৮.৬৬	১৬০৯.৪৮	১৬২১.১৬	১৪৩৮.৫৭	৮,৩৩
৯। কর উত্তর নীট লাভ/লোকসান (৭-৮)	৪২৮৩.৬৩	১০৮৮৮.৫৩	৯৩০৮.৯৪	৫১৭২.৭৬	১০৬৭৭.২৩	২৫.৬৫
১০। লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড)	১২৩৫.২২	১৮৪১.০৫	২২৭৯.১২	১০১০.৭৮	৯২০.০৬	(৭.১০)
১১। সংরক্ষিত আয় (৯-১০)	৩০৪৮.৪১	৯০৪৭.৪৮	৭০২৯.৮২	৪১৬১.৯৮	৯৩৪৮.৫৩	৩২.৩৩
১২। মোট বিনিয়োগ/ফান্ড	২৮৯২২৩.৪৬	৩৩৩০১৩.৪৪	৩৭৩৮২১.৪৫	৪৩৩৫৮৮.১৬	৫০৯৬৫১.০	১৫.২২
১৩। ইক্যুইটি	৫১৬৫৬.৩৬	৬৮৭১৫.৪১	৫৫১৬৩.২১	৭১৮৮৩.১৩	১২২১৯২.৭	২৪.০২
১৪। মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (২/১২)	১.৫৮	৩.৪৬	২.৮৭	১.৫০	০.৬৮	(১৮.৯৭)
১৫। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার	৩.০৬	৭.৯৭	৬.২১	২.৯৭	৫.৯৪	১৮.০৭
১৬। ইকুইটির ওপর লভ্যাংশের হার (১০/১৩)	২.৩৯	২.৬৯	৪.১৩	১.৪১	০.৭৫	(২৫.০৯)
১৭। মোট সম্পদের টার্নওভার (১/১২)	০.৪৮	০.৪১	০.৪০	০.৪০	০.৩৫	(৭.৬৪)

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

লেখচিত্রঃ ৯.১ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের এবং মোট সম্পদের উপর পরিচালন লোকসান ও মুনাফার হার

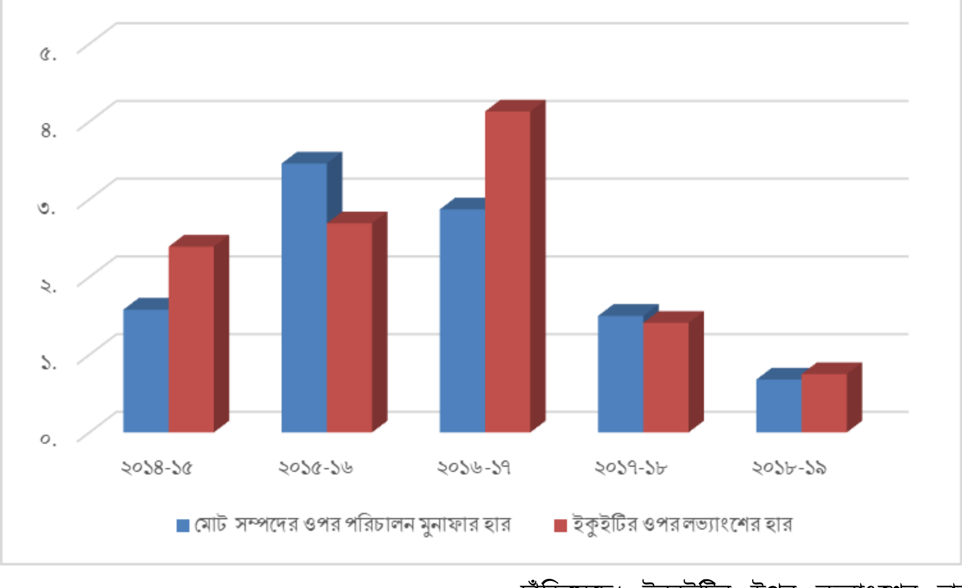

সারণি ৯.৪ হতে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট পরিসম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ১.৫৮ শতাংশ যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০.৬৮ শতাংশে উপনীত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ছিল ৩.০৬ শতাংশ যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫.৯৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ২.৩৯ শতাংশ যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০.৭৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা (০.৩৫ শতাংশ) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের (০.৪০ শতাংশ) তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

দশম অধ্যায়

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯৬ শতাংশ বিদ্যুৎ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৯,৬৩০ মেগাওয়াট যা নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ক্যাপটিভসহ ২২,৭৮৭ মেগাওয়াট। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১২,৮৯৩ মেগাওয়াট (২৯ মে ২০১৯) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭০,৫৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসে (জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪১,৮৪৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা। এর মধ্যে ৫২.৩৪ শতাংশ সরকারি খাত, ৩৭.৯২ শতাংশ বেসরকারি খাত এবং ৯.৭৪ শতাংশ আমদানি উৎস থেকে পাওয়া গেছে। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১৫.৭৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২০ এ দাঁড়িয়েছে ১০.০৩ শতাংশে। বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৫.৬০ লক্ষ কিলোমিটার এবং গ্রাহক সংখ্যা ৩.৬৪ কোটি। পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬ অনুযায়ী স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। অপরদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ পূরণ করছে। বর্তমানে মোট আবিষ্কৃত ২৭টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৭.৩৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং জানুয়ারি ২০২০ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১০.৬৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ (fuel diversification) বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ জ্বালানির দক্ষ ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাত

বর্তমানে দেশের মোট জনগণের ৯৬ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) আওতায় এসেছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বর্তমানে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২২ হাজার ৭৮৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৫১০ কিলোওয়াট ঘণ্টা। বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৫ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটারে এবং গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৬৪ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি পর্যন্ত সিস্টেম লস ১০.০৩ শতাংশে নেমে এসেছে যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ১৫.৭৩ শতাংশ। বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা ও নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন, বেসরকারি খাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে উৎসাহ ও প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ। ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সরকারের রুপকল্প ২০২১ ও রুপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ক. বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে সরকারি খাতে ৯,৫০৭ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৮,২৯৪ মেগাওয়াট ও আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন (গ্রিডভিত্তিক) ক্ষমতা ছিল ১৮,৯৬১ মেগাওয়াট। ২০১৯-২০ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) এ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ৯,৭৪০ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৮,৭৩০

মেগাওয়াট এবং ভারত হতে ১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (গ্রিড ভিত্তিক) ১৯,৬৩০ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ যার মোট পরিমাণ প্রায় ২২,৭৮৭ মেগাওয়াট। অদ্যাবধি সর্বোচ্চ ১২,৮৯৩ মেগাওয়াট (২৯ মে ২০১৯) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাত ও জ্বালানির ভিত্তিতে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নে লেখচিত্র ১০.১ ও ১০.২ এ দেখানো হলো:

লেখচিত্র ১০.১: স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (জ্বালানির ভিত্তিতে)

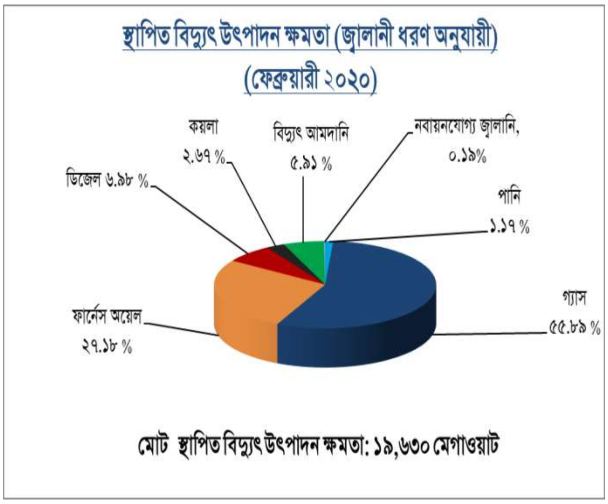

লেখচিত্র ১০.২: স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মালিকানার ভিত্তিতে)

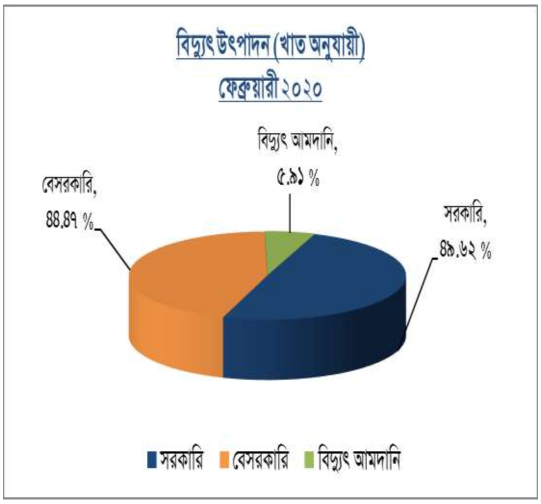

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ,বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদন (মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা)

২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সরকারি খাতে ২১,৯০৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল, এবং বিদ্যুৎ আমদানিসহ) ১৯,৯৪৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ মোট ৪১,৮৪৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫২.৩৪ শতাংশ সরকারি খাতে, ৩৭.৯২ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে এবং ৯.৭৪ শতাংশ বিদ্যুৎ ভারত হতে আমদানি করা হয়েছে। জ্বালানির উপর ভিত্তি করে নীট উৎপাদনের ৭১.১৫ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক, ১.৪৬ শতাংশ জলবিদ্যুৎ, ৩.১১ শতাংশ কয়লাভিত্তিক, ৯.৭৪ শতাংশ আমদানিকৃত বিদ্যুৎ, ১৪.৪৫ শতাংশ তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ০.০৮ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাতে ও জ্বালানির ভিত্তিতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন লেখচিত্র ১০.৩ ও ১০.৪ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১০.৩: বিদ্যুৎ উৎপাদন (জ্বালানির ভিত্তিতে)

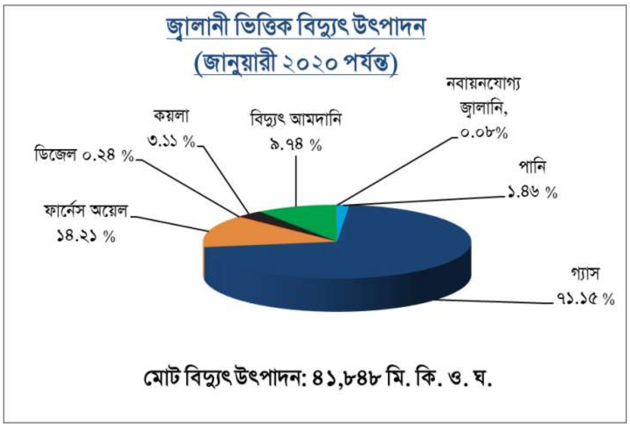

লেখচিত্র ১০.৪: বিদ্যুৎ উৎপাদন (মালিকানার ভিত্তিতে)

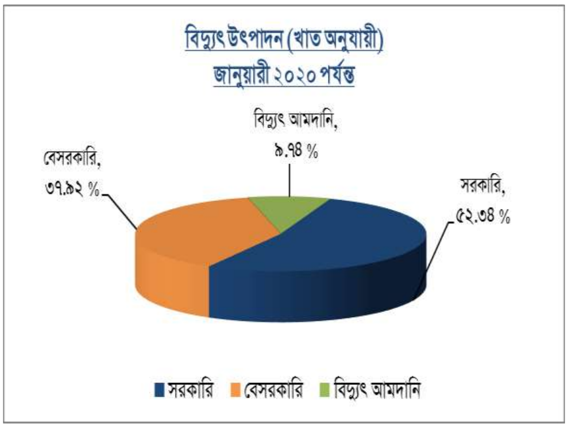

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ,বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। *জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০০৯-১০ অর্থবছরে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ৪,৬০৬ মেগাওয়াট, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১২,৮৯৩ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে (২৯ মে ২০১৯)। নিম্নে ২০০৯-১০ থেকে ২০১৯-২০ (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন সারণি ১০.১ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১: স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
২০০৯-১০	৫৮২৩	৪৬০৬
২০১০-১১	৭২৬৪	৪৮৯০
২০১১-১২	৮৭১৬	৬০৬৬
২০১২-১৩	৯১৫১	৬৪৩৪
২০১৩-১৪	১০৪১৬	৭৩৫৬
২০১৪-১৫	১১৫৩৪	৭৮১৭
২০১৫-১৬	১২৩৬৫	৯০৩৬
২০১৬-১৭	১৩৫৫৫	৯৪৭৯
২০১৭-১৮	১৫৯৫৩	১০৯৫৮
২০১৮-১৯	১৮৯৬১	১২৮৯৩
২০১৯-২০*	১৯৬৩০	১২৭৩৮

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ১৬৬ বিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৪ বিলিয়ন ঘনফুট-এ দাঁড়িয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জ্বালানি হিসেবে প্রথম কয়লা ব্যবহার করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার দাঁড়ায় ৫৬৫ হাজার টন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৮৪ ও ৩৮৫ মিলিয়ন লিটার। ২০১৯-২০ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে ১৫৪ বিলিয়ন ঘনফুট, কয়লা ব্যবহৃত হয়েছে ৫৪২ হাজার টন এবং ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে ৪২৯ ও ১১ মিলিয়ন লিটার।

২০০৯-১০ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার সারণি ১০.২ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১০.২: সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানির ব্যবহার

অর্থবছর	প্রাকৃতিক গ্যাস (বিলিয়ন ঘনফুট)	কয়লা (হাজার টন)	তরল জ্বালানি (মিলিয়ন লিটার)	
			ফার্নেস অয়েল	এইচএসডি, এসকেও এবং এলডিও
২০০৯-১০	১৬৬	৪৮০	৯১	১২৫
২০১০-১১	১৫০	৪১০	১১৯	১৩৮
২০১১-১২	১৫১	৪৪৯	১৮২	৬০
২০১২-১৩	১৭৫	৫৯০	২৬৬	৩৫
২০১৩-১৪	১৮৩	৫৩৯	৪২৪	১৭৫
২০১৪-১৫	১৮০	৫২২	৩৭৮	২৯১
২০১৫-১৬	২০৭	৪৮৯	৪৩৯	২৩৮
২০১৬-১৭	২১৫	৫৮৭	৫১৩	৩৪৮
২০১৭-১৮	২১১	৮২৫	৬১৫	৭৯৫
২০১৮-১৯	২৭৪	৫৬৫	৪৮৪	৩৮৫
২০১৯-২০*	১৫৪	৫৪২	৪২৯	১১

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ * জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা 'পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান, ২০১৬ (পিএসএমপি)' প্রস্তুত করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত হবে। আগামী ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সার-সংক্ষেপ সারণি ১০.৩- এ উল্লেখ করা হলোঃ

সারণি ১০.৩: বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২০ সাল	২০২১ সাল	২০৩০ সাল	২০৪১ সাল
১	স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	২২৭৮৭*	২৪০০০	৪০০০০	৬০০০০
২	বিদ্যুৎ চাহিদা (মেঃ ওঃ)	১৪৮০০	১৯০০০	৩৩০০০	৫২০০০
৩	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃ মিঃ)	১২১১৯	১২০০০	২৭৩০০	৩৪৮৫০
৪	গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	৪৪৩৪০	৪৬৪৫০	১২০০০০	২৬১০০০
৫	বিতরণ লাইন (কিঃ মিঃ)	৫৬০০০০	৫১৫০০০	৫২৬০০০	৫৩০০০০
৬	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃওঃঘঃ)	৫১০	৭০০	৮১৫	১৪৭৫
৭	বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা (%)	৯৬%	১০০%	১০০%	১০০%

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।*ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ

নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো প্রকল্প নির্মাণাধীন আছে। বর্তমানে সরকারি খাতে মোট ৯,৮১২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৮টি এবং বেসরকারি খাতে মোট ৭,০৬৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩০টি সহ সর্বমোট ১৬,৮৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২০২৩ সালের মধ্যে উৎপাদনে যাবে বলে আশা করা যায় । সারণি ১০.৪ এ নির্মাণাধীন প্রকল্প এবং সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখ করা হলোঃ

সারণি ১০.৪: নির্মাণাধীন প্রকল্প এবং সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ

খাত	প্রকল্পের সংখ্যা	ক্যাপাসিটি (MW)
সরকারি খাত	১৮	৯৮১২
বেসরকারি খাত	৩০	৭০৬৩
মোট	৪৮	১৬৮৭৫

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ

সরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট (গ্যাস)
- ঘোড়াশাল ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট রিপাওয়ারিং
- খুলনা ৩৩০ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- বিবিয়ানা ৩৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- পটুয়াখালী ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক
- মাতারবাড়ী ১,২০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- রূপসা ৮৮০ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- বিআইএফ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ এর ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক

বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- মেঘনাঘাট ৫৮৩ মেগাওয়াট, ৭১৮ মেগাওয়াট ও ৫৮৪ মেগাওয়াট (ইউনিট) বিদ্যুৎকেন্দ্র
- বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র
- চট্টগ্রাম ১,২২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র

খ. বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)

সমগ্র দেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড নিয়োজিত আছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে

সঞ্চালন করে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থাসমূহের নিকট সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ১৯৯৬ সালে পিজিসিবি গঠিত হওয়ার সময় দেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৮৩৮ সার্কিট কিঃমিঃ ও ৪,৭৫৫ সার্কিট কিঃমিঃ। সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নতির ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত জাতীয় গ্রিডে ৮৬১ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৩,৫০০ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ৭,৭৫৮ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন সংযুক্ত আছে। এছাড়া, পিজিসিবি'র মোট ১,০০০ মেঃওঃ ক্ষমতার ২টি HVDC (High Voltage Direct Current) Back-to-Back স্টেশন, ৩,৭৭০ এমভিএ ক্ষমতার ৪টি ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ১,৩০০ এমভিএ ক্ষমতার ২ টি ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ১৩,৩৮৫ এমভিএ ক্ষমতার ২৭টি ২৩০/১৩২ কেভি ও ২৩০/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ২৫,৮৮৫ এমভিএ ক্ষমতার ১৪৫টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র কার্যকর আছে। এছাড়া ৮টি উপকেন্দ্রে ১৩২ কেভি Bus এ ৪৫০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক এবং ৪৬টি উপকেন্দ্রে ৩৩ কেভি Bus এ ১,৩৪০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১২,১১৯ সার্কিট কিলোমিটার। বিদ্যুৎ বিভাগের সংস্থাসমূহ ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে সর্বমোট ১৭৮টি গ্রিড উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা ৪৪,৩৪০ এমভিএ এবং ২টি HVDC স্টেশনের মোট ক্ষমতা ১,০০০ মেগাওয়াট। সারণি ১০.৫ এ বছরভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৫: বছরভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন

অর্থবছর	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ)			৪০০ কেভি HVDC স্টেশন		৪০০/২৩০ কেভি এবং৪০০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র		২৩০/১৩২ কেভি এবং ২৩০/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র		১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র	
	৪০০ কেভি	২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	সংখ্যা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)
২০০৯-১০	-	২৬৪৭.৩০	৫৬৭০.৩০	-	-	-	-	১৩	৬৩০০	৭৫	৭৮৪৪.০০
২০১০-১১	-	২৬৪৭.৩০	৬০১৮.০০	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮১	৮৪৩৭.০০
২০১১-১২	-	২৬৪৭.৩০	৬০৮০.০০	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮৩	৮৭৩৭.০০
২০১২-১৩	-	৩০২০.৭৭	৬০৮০.০০	-	-	-	-	১৫	৬৯৭৫	৮৪	৯৭০৫.০০
২০১৩-১৪	১৬৪.৭০	৩০৪৪.৭০	৬১২০.০০	০১	৫০০	-	-	১৮	৮৭৭৫	৮৬	১০৭১৪.০০
২০১৪-১৫	১৬৪.৭০	৩১৭১.৪৫	৬৩৫৮.৮৩	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯০৭৫	৮৯	১১৯৬৪.০০
২০১৫-১৬	২২০.৭০	৩১৭১.৪৫	৬৩৯৬.৮৩	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯৩৭৫	৯০	১২৪২০.০০
২০১৬-১৭	৫৫৯.৭৫	৩৩১২.৯৯	৬৫০৩.৯৫	০১	৫০০	০২	১৬৯০	১৯	৯৬৭৫	৯১	১৩৩৬৪.৫০
২০১৭-১৮	৫৫৯.৭৫	৩৩২৪.৯৯	৬৭৯৫.৮৯	০১	৫০০	০৩	২২১০	১৯	৯৬৭৫	৯১	১৫০৪৫.৫০
২০১৮-১৯	৬৯৭.৭৬	৩৩৭১.৬৭	৭৩২৮.৬৪	০২	১০০০	০৫	৩৯০০	২৬	১৩১৩৫	১৩২	২২৬৪১.৫০
২০১৯-২০*	৮৬১.০০	৩৫০০.০০	৭৭৫৮.০০	০২	১০০০	০৬	৫০৭০	২৭	১৩৩৮৫	১৪৫	২৫৮৮৫.০০

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

গ. বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা

বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি দায়িত্ব পালন করছে। যথাঃ

(১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)
(২) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)
(৩) ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি)
(৪) ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো)
(৫) ওয়েষ্টজোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)
(৬) নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো)

আন্তঃসংস্থা বিদ্যুৎ আমদানি

বিদ্যুৎ খাতে ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ (জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) অর্থবছরে যথাক্রমে ৭০,৫৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ৪১,৮৪৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ৩৩ কেভি ও ১৩২ কেভি লেভেলে আমদানি করা হয়েছে, যা লেখচিত্র ১০.৫ ও ১০.৬ এ দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ১০.৫: বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)

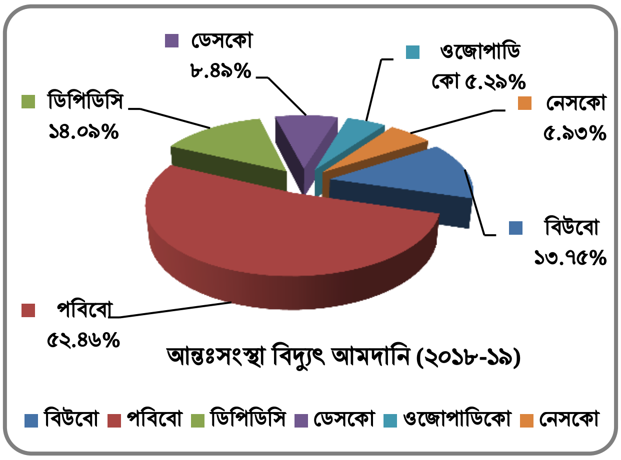

লেখচিত্র ১০.৬: বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ (২০১৯-২০ অর্থবছর)

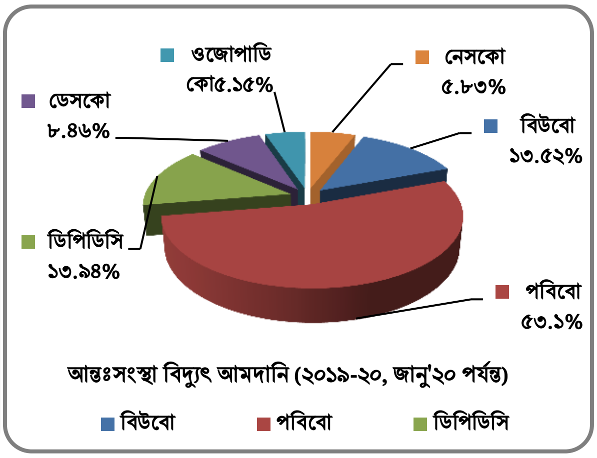

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ,বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

সিস্টেম লস

বিদ্যুৎ খাতে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ এবং সিস্টেম লস কমানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সিস্টেম লস বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের দক্ষতা মূল্যায়নের একটি প্রধান সূচক। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি/ সংস্থাসমূহের দক্ষতা তদারকির মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ (জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান সারণি ১০.৬ এবং লেখচিত্র ১০.৭-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৬: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	বিতরণ লস (%)	সঞ্চালন ও বিতরণ (%)
২০০৯-১০	১৩.৪৯	১৫.৭৩
২০১০-১১	১২.৭৫	১৪.৭৩
২০১১-১২	১২.২৬	১৪.৬১
২০১২-১৩	১২.০৩	১৪.৩৬
২০১৩-১৪	১১.৯৬	১৪.১৩
২০১৪-১৫	১১.৩৬	১৩.৫৫
২০১৫-১৬	১০.৯৬	১৩.১০
২০১৬-১৭	৯.৯৮	১২.১৯
২০১৭-১৮	৯.৬০	১১.৮৭
২০১৮-১৯	৯.৩৫	১১.৯৬
২০১৯-২০*	৭.৫৮	১০.০৩

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।* জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ১০.৭: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান

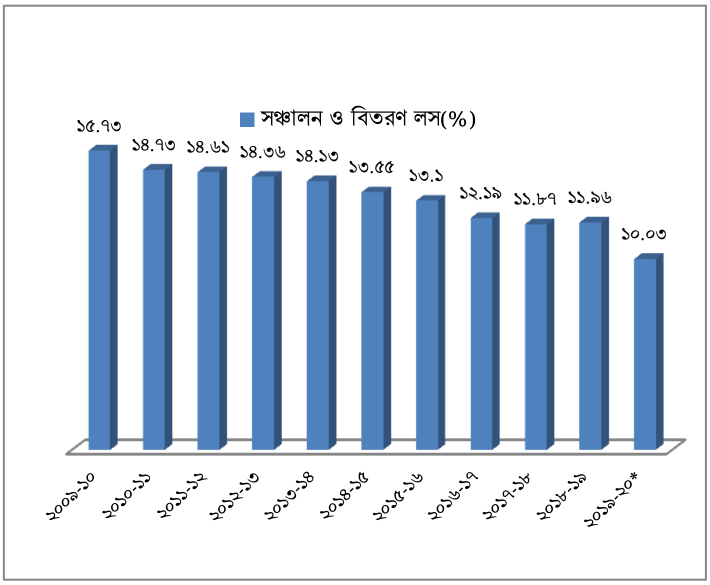

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। * জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত

বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিদ্যুৎ খাতের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে সরকার কার্যকর আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করেছে। স্বায়ত্বশাসিত, সরকারি এবং বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ বিল ২ মাসের অধিক অনাদায়ী না থাকার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান সারণি ১০.৭ এবং লেখচিত্র ১০.৮-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৭: বকেয়া বিদ্যুৎ বিল

অর্থ বছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪
২০১৪-১৫	২.০১
২০১৫-১৬	২.০০
২০১৬-১৭	১.৯৫
২০১৭-১৮	১.৭১
২০১৮-১৯	১.৫৮
২০১৯-২০*	১.৬০

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।* ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ১০.৮: বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিসংখ্যান

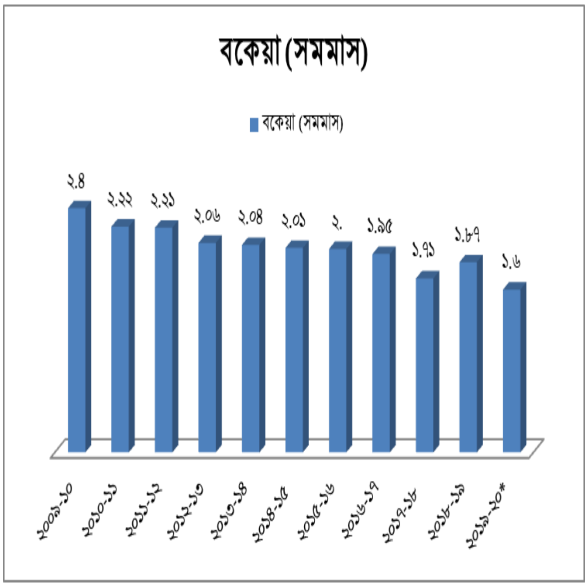

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।* ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।

প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক এ পর্যন্ত ৩২.২৫ লাখ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিপিডিবি, বিআরইবি, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো এবং নেসকো কর্তৃক যথাক্রমে ১১,৭৮,৫০৫টি; ১০,৬০,৫৬৮টি; ৪,৮৪,৬৪৯টি; ২,৭৫,৫৮৯টি; ২,০৭,৭৭২টি ও ১৮,৮৯৪ টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ফলে বিদ্যুতের সিস্টেম লস উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে এবং খরচের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। বিদ্যুৎ বিভাগ ছোট বড় সকল ভোক্তাকে প্রি-পেইড মিটার এর আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ করছে। জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক স্থাপিত প্রি-পেইড মিটারের চিত্র সারণি ১০.৮-এ দেখানো হলো।

সারণি ১০.৮: প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের অগ্রগতি

ক্রমিক নং	সংস্থা	সিঙ্গেল ফেইজ	থ্রী ফেইজ	মোট
১	বাবিউবো	১১৫৪৪৮৫	২৪০২০	১১৭৮৫০৫
২	বাপবিবো	১০৪৭৯৬৮	১২৬০০	১০৬০৫৬৮
৩	ডিপিডিসি	৪৩৯৬৬৪	৪৪৯৮৫	৪৮৪৬৪৯
৪	ডেসকো	২৫০৩৪৫	২৫২৪৪	২৭৫৫৮৯
৫	ওজোপাডিকো	২০৩১৮৫	৪৫৮৭	২০৭৭৭২
৬	নেসকো	১৮৪৩৫	৪৫৯	১৮৮৯৪
	সর্বমোট:	৩১১৪০৮২	১১১৮৯৫	৩২২৫৯৭৭

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।

ঘ. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) কর্তৃক ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ২.৮১ কোটি সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ৮৩.৩৩ হাজার গ্রামে ৪.৮৬ লাখ কিঃমিঃ (আপগ্রেডেশনসহ) বিতরণ লাইন বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ২.৫৬ কোটি আবাসিক, ২.৫৮ লাখ সেচ, ১৭.৩১ লাখ বাণিজ্যিক, ১.৮৩ লাখ শিল্প, ৩.৫৪ লাখ দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ১.৬ হাজার নির্মাণ, ৯৯৩টি অস্থায়ী, ২৩ হাজার রাস্তার বাতি ও ৪৫৪টি সাধারণসহ সর্বমোট ২.৮১ কোটি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সঞ্চালন ও গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য সারণি ১০.৯ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৯: গ্রাহক সংযোগের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

অর্থবছর	বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)		গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০০৯-১০	২৮৫২	২৭১৩	-	৪৬১৪১৭
২০১০-১১	২০৯৫	৩০২৮	-	২৫৯৫৪৮
২০১১-১২	৭৭০০	১০০৪৯	-	৭২৩৭১৩
২০১২-১৩	১০২২২	১০২৭৯	-	৩০৪৪১৭
২০১৩-১৪	১৬৯৭১	১৭৫৪৪	-	৭৫৮৯৩২
২০১৪-১৫	১৮৭৫০	১৮৬৯৮	-	১৮৩৯০৬৪
২০১৫-১৬	২০০০০	৩১৬১২	১৫০০০০০	৩৫৯৭৮৮৩
২০১৬-১৭	২৫০০০	৩৬৫৫৪	২০০০০০০	৩৫১১৫৭৩
২০১৭-১৮	৩০০০০	৫৪৮৮৬	৩২০০০০০	৩৮৫১১৪৩
২০১৮-১৯	২৫০০০	৭১৩২৬	২০০০০০০	৩০৪৫৫৯৩
২০১৯-২০*	৫০০০০	৩৩৭৪৩	২০০০০০	১৮০২০১১

উৎসঃ বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড।* জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বিআরইবি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

সরকারের শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বর্তমানে ১৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে, যার বিপরীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রায় ৭,০৮২.৭৪ কোটি টাকা। পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত চলমান ১৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ১টি প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প, ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প, ১টি সৌরপাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প এবং ৬টি বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্প ও গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত প্রকল্প। অপর একটি প্রকল্প মায়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের জন্য জরুরি বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৩৩,৭৪৩ কিঃমিঃ নতুন লাইন নির্মাণ/নবায়ন করা হয়েছে। পুনরায় ২০০টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট ১২২টি উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ সম্পাদিত হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ২১.৪ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ঙ.সাসটেইনেবল এনার্জি বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি

সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল ও পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক ২০০৯ সাল হতে তা কার্যকর করা হয়েছে। সমন্বিতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকীকরণের জন্য 'Sustainable & Renewable Energy Development Authority (SREDA)' গঠন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণের জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে এ যাবৎ প্রায় ৬৪৮.৬৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে এবং প্রায় ৬৮৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিভিন্ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন এবং প্রায় ৮৮৫.৭৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ

টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা সুসংহত করার লক্ষ্যে স্রেডা ইতোমধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিভিন্ন বিধি প্রণয়নসহ বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত জ্বালানি সাশ্রয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে 'Energy Efficiency and Conservation Master Plan up to 2030' প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।

জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে সাম্প্রতিক অর্জন

- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন
- Energy Audit Regulation ২০১৮ প্রণয়ন
- Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project এর আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসিক খাতে স্বল্প সুদে (৪%) ঋণপ্রদান প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিতে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন
- 'Bangladesh National Building Code' এ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ
- স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে 'জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ' বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ
- 'জ্বালানি সাশ্রয়ে সচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম' চালুকরণ
- Country Action Plan for Clean Cook Stove প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাগণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েস্ট হিট রিকভারী ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম
- উন্নত প্রযুক্তির চালকল সম্প্রসারণে Improved Rice Parboiling System স্থাপন।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়। এ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন

বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৬১,১০২টি সোলার হোম সিস্টেম, ১৫টি রুফটপ সোলার সিস্টেম, ৪০টি সোলার ইরিগেশন পাম্প, ১৪টি সোলার চার্জিং স্টেশন এবং ১৭৩টি নীট মিটারিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে যার মোট ক্ষমতা প্রায় ২৩ MWp। ১১টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে অফিস ভবনে প্রতিটি ১০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন অন-গ্রীড রুফটপ সোলার জেনারেশন প্লান্ট স্থাপনের কাজ চলমান আছে। এছাড়া বাপবিবো ২,০০০টি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপনের একটি প্রকল্প ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

চ. রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সরকারের একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প। দেশের আপামর জনগণের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ম ও ২য় ইউনিটের প্রথম কংক্রিট ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২৪ ও ২০২৫ এর মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যথাক্রমে ১ম ইউনিটের ১,২০০ মেগাওয়াট ও ২য় ইউনিটের ১,২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত হবে। এ প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৯-জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ইউনিট-১ এর Reactor Building (10UJA) এর Innner Containment structure এর নির্মাণ কাজ ২০.০০ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন
- ইউনিট-২ এর Reactor Building (20UJA) এর গ্রাউন্ড লেভেল পর্যন্ত নির্মাণ
- কার্গো টার্মিনাল/জেটি চালু
- ইউনিট-১ এর রিঅ্যাক্টর ভবনের Containment Mounting Block installation নির্মাণ কাজ ২০.০ মিটার এবং অন্যান্য অংশের ৪.৭০ মিটার পর্যন্ত নির্মাণ
- ইউনিট-২ এর রিঅ্যাক্টর ভবনের যাবতীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ গ্রাউন্ড লেভেল পর্যন্ত এবং contour wall-এর reinforcement ৪.৭৫ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন
- ইউনিট-১-এর Auxiliary রিঅ্যাক্টর ভবনের নির্মাণ কাজ ০.৩০ মিটার এবং Inner wall-এর reinforcement work ৪.৭৫ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন; এবং
- ইউনিট-১ এর টারবাইন ভবন এবং ইউনিট-২ এর Auxiliary রিঅ্যাক্টর ভবনের ফাউন্ডেশন নির্মাণ এবং reinforcement গ্রাউন্ড লেভেল পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

ছ. বিদ্যুৎ খাতে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশসমূহ ছাড়াও UN-ESCAP, SAARC, BBIN, BIMSTEC, SASEC এবং D-8 ইত্যাদি আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও নেপাল, ভুটান এবং মায়ানমারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নেপালের সাথে বিদ্যুৎ খাতের যৌথ সহযোগিতার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। ভুটানের সাথে যৌথ সহযোগিতার লক্ষ্যে আলাপ আলোচনা চলছে এবং একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ, ভুটান ও ভারতের মধ্যে ত্রিদেশীয় যৌথ উদ্যোগে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সার্ক ফোরামের মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

বাংলাদেশের ভেড়ামারা এবং ভারতের বহরমপুর ইন্টারকানেকশনের মাধ্যমে ভারত থেকে গত ৫ অক্টোবর ২০১৩ সাল হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ভেড়ামারায় একই ক্ষমতা সম্পন্ন আরো একটি HVDC উপকেন্দ্র নির্মাণ করে বিদ্যমান লাইন দিয়েই আরো ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সাল হতে আমদানি করা হচ্ছে। উক্ত আন্তঃসংযোগে পৃথক একটি লাইন যোগ করে আরো ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পালাটানা থেকে গ্যাসভিত্তিক অতিরিক্ত ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মার্চ ২০১৬ হতে বাংলাদেশে আমদানি করা হচ্ছে। ভারতের ঝাড়খন্ডে আদানী গ্রুপ কর্তৃক স্থাপিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে ১,৬০০ মেগাওয়াট (নেট ১,৪৯৬ মেঃওঃ) বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারত হতে ২,০০০ মেগাওয়াট পানি বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা চলমান আছে। এছাড়া, ভারতের NTPC এর সাথে JV চুক্তির মাধ্যমে আমদানিকৃত কয়লা ব্যবহার করে ১,৩০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে সরবরাহ করা হবে।

ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত ও ভূটানের যৌথ বিনিয়োগে ভূটানে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উৎপাদিত ২,০০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে কাতিহার-পার্বতীপুর/বড়পুকুরিয়া-বড়নগর ৭৬৫ কেভি গ্রিড ইন্টারকানেকশন স্থাপনের লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে।

নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

নেপাল হতে প্রায় ২,০০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নেপালে ভারতীয় কোম্পানি কর্তৃক স্থাপিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে ভারতের বিদ্যুৎ বিপনন কোম্পানির সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিমসটেক-এর সাথে সহযোগিতা

BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। BIMSTEC Grid স্থাপনের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিদ্যুৎখাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত হয়েছে। ফলে উভয় দেশ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরো উন্নত করতে অবদান রাখতে পারছে। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, জ্বালানি দক্ষতা ও নবায়যোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও মায়ানমার থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে ২০১০ সালে মায়ানমার সরকারের সাথে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের আলোচনা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় দু'দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য আলাপ আলোচনা চলছে।

তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাত

দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ, তেল ও গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার, উত্তোলন, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করে জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধি করা তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের মূল উদ্দেশ্য। জ্বালানির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর একক নির্ভরতা হ্রাস, জ্বালানি-মিশ্র এবং বিকল্প/নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, দেশের প্রাকৃতিক জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান/আবিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করা, গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণ কাজে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি এ খাতের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ পূরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৭টি। পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৩৯.৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য (2P) মজুদের পরিমাণ ২৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৬০ সাল হতে শুরু করে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৭.৩৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি ২০২০ সময়ে উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট নীট মজুদের পরিমাণ ১০.৬৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সারণি ১০.১০-এ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ দেখানো হলো:

সারণি ১০.১০: দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ

(বিলিয়ন ঘনফুট)

গ্যাসক্ষেত্র	উৎপাদনরত কূপসংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ	প্রমাণিত ও সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ			২০১৮-১৯ অর্থবছরে উৎপাদন	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত	অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ জানুয়ারি ২০২০
		(GIIP)	1P	2P	3P			
ক. উৎপাদনরত								
তিতাস	২৬	৮১৪৮.৯	৫৩৮৪.০	৬৩৬৭.০	৬৫১৭.০	১৯৫.২	৪৭৮৬.৫	১৫৮০.৫
হবিগঞ্জ	৮	৩৬৮৪.০	২৬৪৭.০	২৬৪৭.০	৩০৯৬.০	৭৯.৯	২৫০৬.৮	১০৪.২
বাখরাবাদ	৭	১৭০১.০	১০৫২.৯	১২৩১.৫	১৩৩৯.০	১২.০	৮৪০.৫	৩৯১.০
কৈলাশটিলা	৪	৩৬১০.০	২৩৯০.০	২৭৬০.০	২৭৬০.০	২৩.০	৭১৫.৭	২০৪৪.৩
রশিদপুর	৫	৩৬৫০.০	১০৬০.০	২৪৩৩.০	৩১১৩.০	১৯.৫	৬৪২.৬	১৭৯০.৪
সিলেট/হরিপুর	১	৩৭০.০	২৫৬.৫	৩১৮.৯	৩৩২.০	১.৮	২১৬.৬	১০২.৩
মেঘনা	১	১২২.১	৫২.০	৭৩.৯	১০১.০	৪.৬	৭৩.৯	-
নরসিংদী	২	৩৬৯.০	২১৮.০	২৭৬.৮	২৯৯.০	১০.০	২১০.৪	৬৬.৪
বিয়ানীবাজার	১	২৩০.৭	১৫০.০	২০৩.০	২০৩.০	৩.৫	১০৫.৪	৯৭.৬
ফেঞ্চুগঞ্জ	২	৫৫৩.০	২২৯.০	৩৮১.০	৪৯৮.৫	৪.৭	১৬১.২	২১৯.৮
সালদা	২	৩৭৯.৯	৭৯.০	২৭৯.০	৩২৭.০	১.১	৯২.২	১৮৬.৮
শাহবাজপুর	৪	৯২০.০	০.০	৬৪২.৭	০.০	১৫.৩	৭৭.৪	৫৬৫.৩
সেমুতাং	২	৬৫৩.৮	১৫১.০	৩১৭.৭	৩৭৫.১	০.৫	১৩.৩	৩০৪.৪
সুন্দলপুর	১	৬২.২	২৫.০	৩৫.১	৪৩.৫	০.৯	১৪.৭	২০.৪
শ্রীকাইল	৩	২৪০.০	৯৬.০	১৬১.০	১৬১.০	১২.৯	৯২.৭	৬৮.৩
বেগমগঞ্জ	১	১০০.০	১৪.০	৭০.০	০.০	০.০	৩.৬	৬৬.৪
জালালাবাদ	৭	১৪৯১.০	৮২৩.০	১৩৫৬.৭	১১৮৫.০	৯১.৯	১৩৫৬.৭	০.০০
মৌলভীবাজার	৫	১০৫৩.০	৪০৫.০	৪২৮.০	৮১২.০	১২.৪	৩২৭.১	১০০.৯
বিবিয়ানা	২৬	৮৩৫০.০	৪৪১৫.০	৫৭৫৫.৪	৭০৮৪.০	৪৪৬.৪	৪০৭৫.০	১৬৮০.৪
বাঙ্গুরা	৫	১১৯৮.০	৩৭৯.০	৫২২.০	৯৪১.০	৩২.৯	৪৫৭.০	৬৫.০
মোট	**১১৩**	**৩৬৮৮৬.৬**	**১৯৮২৬.৯**	**২৬২৫৯.৮**	**২৯১৮৬.৬**	**৯৬৮.৫**	**১৬৭৬৯.৫**	**৯৪৯০.৩**
খ. উৎপাদনে যায়নি:								
কুতুবদিয়া		৬৫.০	৪৫.৫	৪৫.৫	৪৫.৫	০.০	০.০	৪৫.৫
ভোলা নর্থ		৬০০.০	০.০	৪৩৫.৩	০.০	০.০	০.০	৪৩৫.৩
মোট		**৬৬৫.০**	**৪৫.৫**	**৪৮০.৮**	**৪৫.৫**	**০.০**	**০.০**	**৪৮০.৮**
গ. উৎপাদন স্থগিত:								
সাঙ্গু		৮৯৯.৬	৫৪৪.৪	৫৭৭.৮	৬৩৮.৭	০.০	৪৮৭.৯	৮৯.৯
ছাতক		১০৩৯.০	২৬৫.০	৪৭৪.০	৭২৭.০	০.০	২৬.৫	৪৪৭.৫
কামতা		৭১.৮	৫০.৩	৫০.৩	৫০.৩	০.০	২১.১	২৯.২
ফেনী		১৮৫.২	১২৫.০	১২৫.০	১৭৫.০	০.০	৬২.৪	৬২.৬
রূপগঞ্জ		৪৮.০	০.০	৩৩.৬	০.০	০.০	০.৭	৩২.৯
মোট		**২২৪৩.৬**	**৯৮৪.৭**	**১২৬০.৭**	**১৫৯১.০**	**০.০**	**৫৯৮.৫**	**৬৬২.১**
সর্বমোট	**ক+খ+গ (বিসিএফ)**	**৩৯৭৯৫.২**	**২০৮৫৭.১**	**২৮০০১.৩**	**৩০৮২৩.১**	**৯৬৮.৫**	**১৭৩৬৮.০**	**১০৬৩৩.৩**
সর্বমোট	**ট্রিলিয়ন ঘনফুট**	**৩৯.৮০**	**২০.৯**	**২৮.০**	**৩০.৮২**	**০.৯৭**	**১৭.৩৭**	**১০.৬৩**

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, বাণিজ্যিক, শিল্প ও গৃহস্থালি খাতে জ্বালানির প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৬৮.৭ বিলিয়ন ঘনফুট এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গ্যাস উৎপাদন হয়েছে ৯৬১.৭ বিলিয়ন ঘনফুট। আমদানিকৃত এলএনজি সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ১১৬ বিলিয়ন ঘনফুট। অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট সরবরাহ ১০৭৭.৭ বিলিয়ন ঘনফুট। সারণি ১০.১১ এবং লেখচিত্র ১০.৯ ও ১০.১০-এ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১০.১১: প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও খাতওয়ারি ব্যবহার

(বিলিয়ন ঘনফুট)

বছর	উৎপাদন	ব্যবহার								
		বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সারকারখানা	শিল্প	চা-বাগান	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালি	সিএনজি	মোট
২০০৯-১০	৭০৩.৬	২৮৩.২	১১২.৬	৬৪.৭	১১৮.৮	০.৬	৮.১	৮০.২	৩৭.২	৭০৫.৪
২০১০-১১	৭০৮.৯	২৭৫.৮	১২১.৬	৫৮.৯	১২২.১	০.৮	৮.৫	৮৭.৪	৩৮.৫	৭১৩.৬
২০১১-১২	৭৪৩.৭	৩০২.৫	১২৪.২	৫৮.৫	১২৮.৩	০.৮	৮.৬	৮৯.২	৩৮.৩	৭৫০.৪
২০১২-১৩	৮০০.৬	৩২৮.৮	১৩৪.১	৬০.০	১৩৫.৭	০.৮	৮.৮	৮৯.৭	৪০.২	৭৯৮.১
২০১৩-১৪	৮২০.৪	৩৩৭.৪	১৪৩.৮	৫৩.৮	১৪১.৯	০.৮	৮.৯	১০১.৫	৪০.১	৮২৮.১
২০১৪-১৫	৮৯২.২	৩৫৪.৮	১৫০.০	৫৩.৮	১৪৭.৭	০.৮	৯.১	১১৮.২	৪২.৯	৮৭৭.৩
২০১৫-১৬	৯৭৩.২	৩৯৯.৬	১৬০.৮	৫২.৬	১৫৬.০	০.৯	৯.০	১৪১.৫	৪৬.৫	৯৬৬.৯
২০১৬-১৭	৯৬৯.২	৪০৩.৬	১৬০.৫	৪৯.১	১৬৩.১	১.০	৮.৭	১৫৪.৪	৪৭.০	৯৩৭.৩
২০১৭-১৮	৯৬৮.৭	৩৯৮.৬	১৬০.৫	৪৩.০	১৬৬.৬	০.৯	৮.২	১৫৮.০	৪৬.২	৯৮২.০
২০১৮-১৯	১০৭৭.৭	৪৫০.৯	১৫৭.৫	৫৭.৭	১৬৪.৫	১.০	৭.৯	১৫৮.৯	৪৩.৪	১০৪১.৮

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

লেখচিত্র ১০.৯: প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার (২০১৭-১৮ অর্থবছর)

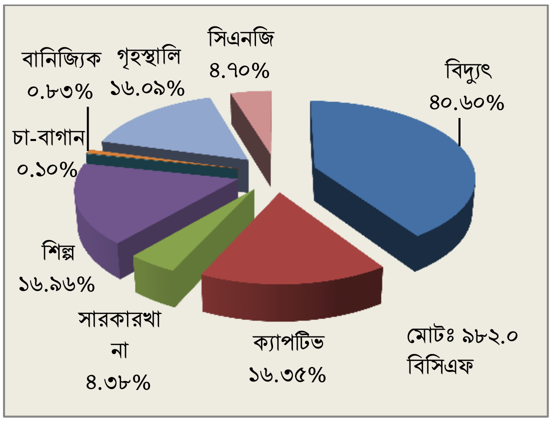

লেখচিত্র ১০.১০: প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার (২০১৮-১৯ অর্থবছর)

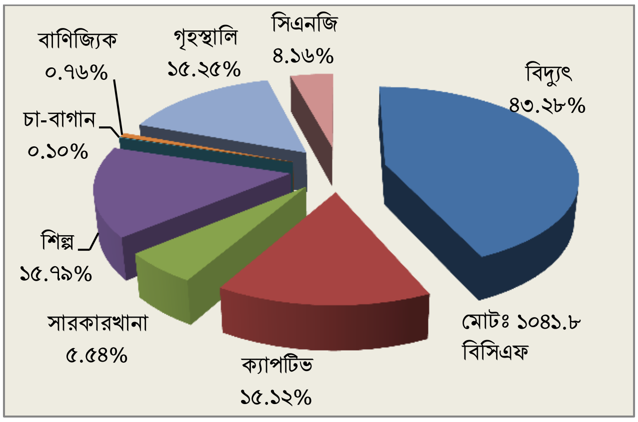

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা

দেশে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ এর চাহিদার সাথে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্যাসের চাহিদা ৪,৪৭৮ এমএমসিএফডি, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪,৫২০ এমএমসিএফডি, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪,৬১০ এমএমসিএফডি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪,৭৮৭ এমএমসিএফডি এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গ্যাসের চাহিদা ৪,৯৩১ এমএমসিএফডি এ উন্নীত হতে পারে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে যেখানে শিল্পে গ্যাসের চাহিদা ৮১৪ এমএমসিএফডি নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১,২৯৯ এমএমসিএফডিতে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গৃহস্থালির ব্যবহারে গ্যাসের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৪২৫ এমএমসিএফডি এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৯০ এমএমসিএফডি।

সারণি ১০.১২: খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪)

(এমএমসিএফডি)

খাতসমূহ	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
বিদ্যুৎ	২২৬৬	২১৯৭	২২১০	২২৬৬	২২৭৯
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৪৮০	৪৮০	৪৩২	৩৮৯	৩৫০
গৃহস্থালী	৪২৫	৪২৫	৪২৫	৪৫৭	৪৯০
শিল্প	৮১৪	৯২৫	১০৪৪	১১৬৯	১২৯৯
সার	৩১৬	৩১৬	৩১৬	৩১৬	৩১৬
সিএনজি	১৩৯	১৩৯	১৪৫	১৫২	১৫৯
বাণিজ্যিক	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮
মোট	৪৪৭৮	৪৫২০	৪৬১০	**৪৭৮৭**	**৪৯৩১**

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য সরকার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুইটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) স্থাপন করা হয়েছে, যাদের প্রতিটির এলএনজি ধারণ ক্ষমতা ১,৩৮,০০০ ঘনমিটার এবং রি-গ্যাসিফিকেশন ক্ষমতা দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট। Excelerate Energy Bangladesh Ltd. (EEBL) কর্তৃক স্থাপিত প্রথম এলএনজি টার্মিনাল আগষ্ট ২০১৮ এ কমিশনিং করা হয়। Summit LNG Terminal Co. Ltd. কর্তৃক স্থাপিত একই ক্ষমতার দ্বিতীয় এলএনজি টার্মিনাল এপ্রিল ২০১৯ এ কমিশনিং করা হয়। টার্মিনাল দুইটি কক্সবাজারের মহেশখালির নিকটবর্তী বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। এছাড়া, সরকার কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট রি-গ্যাসিফিকেশন ক্ষমতার একটি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পেট্রোবাংলা এলএনজি ক্রয়ের জন্য Ras-Laffan Natural Gas Company Ltd. (3), Qatar এবং Oman Trading International, Oman (OTI)-এর সাথে দুইটি দীর্ঘমেয়াদী Sale Purchase Agreements (SPA) স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া, স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয়ের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে Master Sale Purchase Agreement (MSPA) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) জ্বালানি তেল আমদানি, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, মজুদ ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে চট্টগ্রামে ইস্টার্ণ রিফাইনারির একটি নতুন ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নতুন ইউনিটসহ যার উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। গভীর সমুদ্র হতে শোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য কুতুবদিয়ার নিকটে এসপিএম (Single Point Mooring with Double Pipeline) স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর বার্ষিক প্রায় ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল সরাসরি জাহাজ হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে খালাস করা সম্ভব হবে।

সারণি ১০.১৩ ও ১০.১৪ -এ বিপিসি কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০২০) পর্যন্ত যথাক্রমে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি এবং পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির তথ্য দেওয়া হলোঃ

সারণি ১০.১৩: অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	পরিমাণ (মেটিক টন)	সিএন্ডএফ মিলিয়ন মাঃ ডলার	কোটি টাকা
২০০৯-১০	১১৩৬৫৬৭	৬৪৬.২১	৪৪৯১.৪১
২০১০-১১	১৪০৯৩০২	৯৭৮.৮১	৭০৩৭.০০
২০১১-১২	১০৮৫৯৩৭	৯১৯.২৬	৭০৫৩.৫১
২০১২-১৩	১২৯২১০২	১০৬০.৩০	৮৫৩৬.৭০
২০১৩-১৪	১১৭৬৬৯৩	৯৬৮.৫৫	৭৯৫৭.২৯
২০১৪-১৫	১৩০৩১৯৪	৭৩৪.০০	৫৭৩৯.৩৫
২০১৫-১৬	১০৯৩১২০	৩৩৬.১৫	৩২২৫.৯২
২০১৬-১৭	১৩৯১৬২৯	৫১৪.১০	৪১৩২.৩৫
২০১৭-১৮	১১৭৩৬৪৭	৫৬৫.৯৯	৪৬০৩.৮১
২০১৮-১৯	১৩৬১৮৭৭	৭২১.২৮	৬০৮০.৩৯
২০১৯-২০*	৫৭৮৮৮৭	২৭৯.২৪	২৩৫৯.৫৯

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত

সারণি ১০.১৪: পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	জেপি, কেরোসিন, অকটেন ও ডিজেল		লুব্রিকেটিং অয়েল		ফার্নেস অয়েল	
	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)
২০০৯-১০	২৬৩৪২১২	১২০২৪.১৮	৭২৬২	৫২.০৩	-	-
২০১০-১১	২৪৮৮৪৫৬	২১৪০৩.৬৯	৪৭৪৯	৪৩.৭৫	২৩০৫২৪	১১২৩.১৭
২০১১-১২	৩৪০৯৯৩৪	২৭১১১.২৪	৪৯৮০	৫৩.১১	৬৮০৯৮২	৩৮১৯.০৭
২০১২-১৩	২৮২৭১৬০	২১৯৪৯.১০	৪৮৫৩	৩৮.৫৬	৮০৩৬০৩	৪৩৬৭.২৬
২০১৩-১৪	৩১৫৮৩৪৩	২৩৪৮৫.৫৬	-	-	১০১৬১০১	৫১৪৪.৬৮
২০১৪-১৫	৩৪০৩৮৯০	১৮৫৬৯.৬২	-	-	৬৯১৭০৫	২৭১৪.৩০
২০১৫-১৬	৩৩৩৭৪২৬	১১১১০.৩১	-	-	৩৩৫১৫০	৬৬০.৫২
২০১৬-১৭	৩৮৭১৪৩২	১৪৪৩৩.৯১	-	-	৫২১১৯৯	১২৪০.৬৬
২০১৭-১৮	৪৮৯২০৮৯	২৩৩০০.৬৭	-	-	৬৫০৫৪০	২০৯১.৫২
২০১৮-১৯	৪২৮১৯৫৮	২৩৩৭৬.৫০	-	-	৩১৮৬৩৪	১২৮২.৪৯
২০১৯-২০*	২৩৭৪৬২০	১৩৭০৮.৬৫	-	-	১৭৫৫৭৪	৭১৪.২০

উৎস জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

জ্বালানি তেল বাবদ ভর্তুকি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক সংগ্রহ মূল্য উঠানামা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও দীর্ঘদিন ধরে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের বিক্রয় মূল্যসহ শুল্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপিসি ক্রমাগত লোকসানের সম্মূখীন হয়। ফলে জ্বালানি তেল আমদানি বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য অংকের ভর্তুকি দিতে হয়। তবে নভেম্বর ২০১৪ হতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় গত ৫ বছর সরকারকে জ্বালানি তেলে কোন ভর্তুকি দিতে হয়নি। সারণি ১০.১৫-এ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১৫ঃ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ

অর্থবছর	সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০০৯-১০	৯০০.০০
২০১০-১১	৪০০০.০০
২০১১-১২	৮৫৫০.০০
২০১২-১৩	১৩৫৫৮.০০
২০১৩-১৪	২৪৭৮.০০
২০১৪-১৫	৬০০.০০
২০১৫-১৬	০.০০
২০১৬-১৭	০.০০
২০১৭-১৮	০.০০
২০১৮-১৯	০.০০
২০১৯-২০*	০.০০

উৎসঃজ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ*ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত

খনিজ সম্পদ

খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) বিভিন্ন খনিজ পদার্থ যেমনঃ কয়লা, পিট, খনিজ বালু, ধাতব খনিজ, সাদামাটি, সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর, বালু মিশ্রিত পাথর, চুনা পাথর ও ক্লে/শেল ইত্যাদির জন্য অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে।

কয়লা

বাংলাদেশে অদ্যাবধি বড়পুকুরিয়া, দীঘিপাড়া, ফুলবাড়ি, খালাসপীর এবং জামালগঞ্জে মোট ৫টি কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত ৫টি কয়লা ক্ষেত্রে কয়লার মোট প্রাক্কলিত মজুদের পরিমাণ প্রায় ৭,৯৬২ মিলিয়ন টন। দেশের সবচেয়ে বড় কয়লা ক্ষেত্র জামালগঞ্জ, যার আনুমানিক মজুদ প্রায় ৫,৪৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ৫টি কয়লাক্ষেত্রের মধ্যে শুধু বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র হতে ভূ-গর্ভস্থ পদ্ধতিতে ২০০৫ সাল হতে বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে, যার বার্ষিক গড় উৎপাদন ০.৮-১.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশের মজুদকৃত কয়লা থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মোট উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ১০.৯৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন। বিদ্যুৎ উৎপাদন, ইটভাটাসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত কয়লা উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা যার তাপোৎপাদক মান পাউন্ড প্রতি ১১,০০০ থেকে ১২,০০০ বিটিইউ। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উৎপাদিত কয়লা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে খনি এলাকায় ৫২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কয়লাভিত্তিক তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। উক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র হতে

বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নিয়মিতভাবে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

কঠিন শিলা

মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্পটি বাংলাদেশের প্রথম ভূ-গর্ভস্থ খনি। বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া গ্রামে ভূ-পৃষ্ঠ হতে প্রায় ১৩৬ থেকে ১৫২ মিটার গভীরতায় কঠিন শিলা (গ্রানাইট পাথর) খনিটি আবিষ্কার করে। ১.২ বর্গ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কঠিন শিলার মোট মজুদের পরিমাণ ১৭৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যার মধ্যে ৭৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন উত্তোলনযোগ্য। বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর এবং নবাবগঞ্জ উপজেলায় ৫৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা হতে কঠিন শিলা উত্তোলনের জন্য ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে খনি ইজারা প্রদান করা হয়। মে ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মোট উত্তোলিত শিলার পরিমাণ ৫.৫৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং বিক্রয়কৃত শিলার পরিমাণ ৪.৮৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। উক্ত গ্রানাইট পাথর আধুনিক সুউচ্চ ভবন, সড়ক-মহাসড়ক, সেতু, কালভার্ট, নদী শাসন, রেললাইন, ফ্লাইওভার ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে, ইতোমধ্যে সমাপ্ত ফিজিবিলিটি স্টাডির ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত ২.২৫ বর্গ কিলোমিটার নতুন খনি উন্নয়ন এলাকায় ৪০ বছরে মোট ১১৩.৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উত্তোলন করা সম্ভব হবে।

খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও মূল্যায়ন

দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে তেল ও গ্যাস ব্যতীত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং ভূ-তত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। ফলে এ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিদেশী প্রশিক্ষণসহ এ বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূর অনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগারসমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট, কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণবালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজসহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

জিএসবি'র সাম্প্রতিক অর্জন

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২,৫৬৬ বর্গ কিমি. এলাকায় ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন এবং ২০০ বর্গ কিমি. এলাকায় ভূপদার্থিক মানচিত্রায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,৬৯৫ বর্গ কিমি. এলাকায় ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন এবং ২০০ বর্গ কিমি. এলাকায় ভূপদার্থিক মানচিত্রায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে
- নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার বিলাসবাড়ী ইউনিয়নের তাজপুর এলাকায় ৩০ মিটার পুরু (৬৭৫.০০ থেকে ৭০৫.৪৮ মিটার গভীরতা) চুনাপাথর আবিষ্কার করেছে
- নওগাঁ জেলার ভগবানপুর এলাকায় ২৮.৯ মিটার পুরু (৬৪২.০৮ থেকে ৬৭১.৯৫ গভীরতা) চুনাপাথর আবিষ্কার করেছে
- সাম্প্রতিক সময়ে দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলায় ৪৩০-৪৫৮ মিটার গভীরতায় ২৮ মিটার পুরু চৌম্বক শিলা (চৌম্বক, হেমাটাইট) আবিষ্কার করেছে এবং
- জিএসবি এখন পর্যন্ত ১৮ লক্ষ ৬৭ হাজার কোটি টাকার খনিজ আবিষ্কার করেছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় কয়লা নীতিসহ বিভিন্ন নীতিমালা, MoU, SDG's Action Plan প্রণয়ন, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ, উৎপাদন বন্টন ও অন্যান্য চুক্তির তত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ, পেট্রোলিয়াম শোধন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা, খনি এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে।

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সরকারের রাজস্ব আদায়কারী একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন ১৯৯২ এবং উক্ত আইন এর ৪ ধারাবলে প্রণিত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী সারাদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) গড় সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারী ইজারা প্রদান করে থাকে।

বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যাবস্থাপনা

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থের উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, পরিবহণ/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন ও জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এর আওতায় দায়েরকৃত মামলায় আলামত পরীক্ষণ, মতামত প্রদান এবং স্বশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করে থাকে।

জ্বালানি খাতে রেগুলেটরি ও সমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও এখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিচে দেয়া হলোঃ

ট্যারিফ নির্ধারণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার, বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণের খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ করে। এছাড়া কমিশন গ্যাস সঞ্চালন মূল্যহার (মার্জিন), গ্যাস বিতরণ মূল্যহার (মার্জিন) এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সী ও সকল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গনশুনানির মাধ্যমে মূল্যহার নির্ধারণ করে। বিগত তিন বছরের প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ ও আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, ভোক্তার স্বার্থ, জনগণের ভর্তুকি প্রদানের ক্ষমতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং এ সেক্টরে আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন মূল্যহার সমন্বয় করে আসছে। কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিদ্যুতের পাইকারী, সঞ্চালন এবং খুচরা মূল্যহার মার্চ ২০২০ থেকে কার্যকর করে সহনীয় হারে সমন্বয় করা হয়েছে।

নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকদের জন্য লাইফ-লাইন মূল্যহার প্রবর্তন

কমিশন সকল শ্রেণির ভোক্তার স্বার্থ এবং দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের উপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি না হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য লাইফ-লাইন বিদ্যুৎ ব্যবহার ১-৫০ ইউনিট পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে। সর্বশেষ ঘোষিত ট্যারিফে গ্রাহকদের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কমিশনের এ পদক্ষেপের ফলে গরীব ও নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল অপরিবর্তিত রয়েছে।

বেঞ্চ মার্ক প্রাইসিং পদ্ধতি চালুকরণ

ব্যক্তিখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বার্থে কমিশন বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং পদ্ধতি চালু করেছে। অন্যান্য জ্বালানি যেমন -গ্যাস, ফার্নেস অয়েল, কয়লা, দ্বৈত জ্বালানি (গ্যাস, ফার্নেস অয়েল) এর জন্য বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং নির্ধারণ করেছে। দেশীয় ও বিদেশি ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ যাতে সহজে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিয়োজিত হতে পারে সেজন্য এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ ধরণের পদক্ষেপ এ উপমহাদেশে প্রথম।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন

২০০৯ সালের ৩০ জুলাই জারিকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস উত্তোলন ও উৎপাদনের জন্য দেশীয় কোম্পানীসমূহের অনুকূলে অর্থায়নের জন্য অর্থসংস্থান করা এবং জরুরী প্রয়োজনে কূপ খনন করার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত ফান্ডে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমান ১৪,৩৯৭ কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড গঠন

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭ শতাংশ পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ‘বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড’ গঠন করা হয়েছে, যা ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে কার্যকর হয়েছে। উক্ত ফান্ডে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৯,৬৮৫ কোটি টাকা।

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠন

গ্যাসের বর্তমান মজুদ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা খুব গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয়। জ্বালানি নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নকল্পে কমিশন ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করেছে। উক্ত তহবিলে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ১০,৯৭১ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে।

লাইসেন্স প্রদান

কমিশন ২০১৯-২০ অর্থবছরে (২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৪২টি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স এবং ৪৯৮টি লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান (নবায়নসহ) করেছে। পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ মজুদকরণ, বিপণন ও বিতরণ এর জন্য ৭৩০টি লাইসেন্স প্রদান (নবায়নসহ) করেছে। এছাড়া, গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ, সিএনজি/এলপিজি বিতরণ ও বিপণনের জন্য ১১০টি লাইসেন্স প্রদান (নবায়নসহ) করেছে।

সালিসী কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) আইন, ২০০৩ এ লাইসেন্সধারীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সধারী ও ভোক্তার মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির দায়িত্ব বিইআরসিকে প্রদান করা হয়েছে। লাইসেন্সধারীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সধারী ও ভোক্তার মধ্যে কোন বিবাদ হলে তা নিষ্পত্তির জন্য বিবাদমান পক্ষগণকে কমিশনের কাছে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করতে হবে। কমিশনের আওতায় লাইসেন্সীগণের মধ্যে কিংবা লাইসেন্সী ও ভোক্তাগণের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে তা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত ২২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে বিইআরসি বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০১৪ প্রকাশিত হয়েছে। ইতঃমধ্যে এই প্রবিধানমালার আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪০ টি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন জমা পরে, যার মধ্যে ৩৪ টি রোয়েদাদ (award) প্রদান করা হয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন

ইউটিলিটি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে একই মানদন্ডে আর্থিক হিসাব বিবরণী তৈরীর জন্য Uniform System of Accounts প্রবর্তনের উদ্যোগ কমিশন গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গ্যাস খাতের সকল লাইসেন্সির জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক প্রতিটি আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্তকরণ, স্থায়ী সম্পদ ও ইনভেন্টরী ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স প্রতিপালনের নিমিত্ত ০১ জুলাই ২০১৮ থেকে কার্যকর করে কমিশন আদেশ নং ২০১৮/০১ জারী করা হয়েছে। কমিশন বিদ্যুৎ খাতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পর্যালোচনাপূর্বক সকল বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীতে তা বাস্তবায়নের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া, কমিশন কম্পিউটারাইজড/ওয়েব বেইজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে সকল গ্যাস এবং বিদ্যুৎ ইউটিলিটিতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ

এনার্জি সেক্টরে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কমিশন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন কর্তৃক নিয়মিত আউটরিচ প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানীর মাধ্যমে স্বচ্ছ ও যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ, গ্রাহক হয়রানি রোধ, ভৌতিক বিল প্রতিরোধ, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, মোবাইল বিলিং পদ্ধতি, অনলাইন গ্রাহক সেবা, বার্ষিক বিল পরিশোধ প্রত্যয়নপত্র চালুসহ নানা ধরণের রেগুলেটরি কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণের কাজ করছে।

এনার্জি ইফিসিয়েন্সি কার্যক্রম

দেশে চলমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, এনার্জি ইফিসিয়েন্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার, সিম্পল সাইকেল প্লান্টকে কম্বাইন্ড সাইকেল প্লান্টে রূপান্তরকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক এনার্জি ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিপুল পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে।

এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম

এনার্জি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের সঠিক চিত্র সংগ্রহ, অপচয় রোধ এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিরূপন করার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূণর্বাসন ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং দক্ষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি তথা গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে কমিশন এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর তিনটি বিদ্যুৎকেন্দ্র ইতঃমধ্যে বিইআরসি প্রদত্ত ছকে এনার্জি অডিট সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহ করেছে।

একাদশ অধ্যায়

পরিবহণ ও যোগাযোগ

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগোপযোগী, সুসংগঠিত এবং আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, স্থিরমূল্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে 'পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত এর অবদান ১১.০১ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৭.১৯ শতাংশ। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বিআরটি, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো বিভিন্ন মেগা প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,০৯৬ কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৯৫৫.৫৩ কিলোমিটার। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌপথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমুদ্রপথে দেশের প্রায় ৯২ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রবৃদ্ধির হার ১২.৩৮ শতাংশ। জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২৭.৬২ লক্ষ যাত্রী এবং ৩৬,০১৫ টন কার্গো পরিবহণ করেছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত দেশের মোট মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬.৬০ কোটিতে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগোপযোগী, সুসংগঠিত এবং আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরী। এ জন্য একটি উপযোগী, উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে । বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এর সাময়িক হিসেবে স্থিরমূল্যে জিডিপিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে 'পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত এর অবদান ১১.০১ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৭.১৯ শতাংশ। এ প্রেক্ষিতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং Sustainable Development Goals (SDG) 2030 এর লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

ক. সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) এর আওতায় বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,০৯৬ কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। উক্ত মহাসড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে ১৭.৫০ শতাংশ জাতীয় মহাসড়ক, ২১.৫০ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ৬১ শতাংশ জেলা সড়ক রয়েছে। এছাড়া, সওজ নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৪০৪টি সেতু এবং ১৪,৮১৪টি কালভার্ট রয়েছে। সওজ এর আওতায় বর্তমানে চালু ৪৬টি ফেরীঘাট, ১০৩টি বিভিন্ন ধরনের ফেরী, ১৭৭টি পন্টুন ও ৪৫টি গ্যাংওয়ে এর মাধ্যমে ফেরী সার্ভিস প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত কয়েক বছরে

সামগ্রিকভাবে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পায়নি। তবে ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক অংশে প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইন মান উন্নীতকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ

(কিলোমিটার)

বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা সড়ক	মোট
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০
২০১২	৩৫৩৮	৪২৭৬	১৩৪৫৮	২১২৭২
২০১৩	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৪	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৫	৩৫৪৪	৪২৭৮	১৩৬৫৯	২১৪৮১
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৭	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৮	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৯	৩৯০৬	৪৪৮৩	১৩২০৭	২১৫৯৬
২০২০*	৩৯০৬	৪৭৬৭	১৩৪২৩	২২০৯৬

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে মোট ২০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। উক্ত প্রকল্পের মধ্যে ২০২টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। ২০৬টি উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বমোট অর্থায়নের পরিমাণ ১৮,৬৪২.৯২ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য মোট আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত অর্জিত সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৩৮ শতাংশ।

পরিবহণ সেক্টরে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য মোট ২১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। তালিকাভুক্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত ৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে-

- জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা বাইপাস) চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
- হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
- উভয় পাশে ২ লেন বিশিষ্ট সার্ভিস লেন নির্মাণসহ গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ক এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ (২২ কিলোমিটার)
- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
- ঢাকা আউটার রিং রোড (দক্ষিণ অংশ) নির্মাণ প্রকল্প

এর মধ্যে প্রথম ৩টি প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

নতুন নীতিমালা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন

সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ ইতোমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান হাইওয়ে আইন-১৯২৫ এবং টোল আইন-১৮৫১ যুগপোযোগী করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সময়োচিত ও অব্যাহত অর্থ যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ অনুমোদিত হয়। বর্তমানে এর আওতায় বিধি প্রণয়নের কাজ চলমান। সাম্প্রতিক উদ্যোগ হিসাবে সওজ বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা ২০১৯ খসড়া প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য।

সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম

নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নে UN Decade of Action for Road Safety 2011-2020 এবং Sustainable Development Goal (SDG) এর আওতায় বিভিন্ন সময়াবদ্ধ কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

সড়কে চলাচলকারী যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর জাতীয় মহাসড়কে Accident Black Spot চিহ্নিতকরতঃ ত্রুটিমুক্ত সড়ক

ডিজাইন বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সড়ক নেটওয়ার্কের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক এলাইনমেন্ট সরলীকরণের ফলে ইতোমধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। জাতীয় মহাসড়কের চিহ্নিত দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ‘সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহনের উৎসমূখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২১টি স্থানে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

National Road Safety Strategic Action Plan এর আলোকে ‘টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়ক যথাঃ ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক, ঢাকা-সিলেট সড়ক, ঢাকা-রংপুর সড়ক ও ঢাকা-খুলনা এর পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়িচালকদের জন্য পার্কিং সুবিধাসহ বিশ্রামাগার স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও ‘জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে প্রয়োজনীয় সাইন ও রোডমার্কিং স্থাপন এবং চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসহ মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করিডোর উন্নয়ন’ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-৩০ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এলজিইডি তার সূচনালগ্ন হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ১,২২,৭৫৫ কিঃমিঃ (উপজেলা,ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক উন্নয়ন, ১৪,১৬,৫৭৪ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করেছে। এছাড়াও ৪,৪৮৫টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২৫,৩৮৩ কিঃমিঃ সড়কে বৃক্ষরোপণ, ৩,৩৯৫টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ২৬৮টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ, ১,৫৩০টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সারণি ১১.২ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.২: এলজিইডি’র অধীনে পরিবহণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০১১ -১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*	২০১৯-২০* (ক্রমপুঞ্জিত)
মাটির রাস্তা নির্মাণ/পুণনির্মাণ/ পুণর্বাসন(কিঃমি)	৬৪৬৯১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৪৬৯১
পাকা রাস্তা নির্মাণ/পুণনির্মাণ/ পুণর্বাসন(কিঃমি)	৭৩৮১৪	৪৯০৫	৬৬৩৯	৬৫৪৯	৫৯৯০	৪৮১৩	৫২০০	৫৩০০	৫৪০০	৪১৪৫	১২২৭৫৫
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	১১৬৭০৪০	২৬৪১৫	২৭০৫৭	৩২৭০৭	২৪৪৫৫	২৮৫০০	২৯০০০	২৯৫০০	৩০০০০	২২৯০০	১৪১৬৫৭৪

উৎসঃএলজিইডি। * এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত

এলজিইডি’র ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫৫৮টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,২৪,১৩২ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সংরক্ষণ, সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া, অধিদপ্তরের আওতায় জেলা, উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভাসহ নগর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৩২টি প্রকল্প চলমান আছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় এলজিইডির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। পল্লি সড়ক বাঁধ উঁচু করা হচ্ছে, সড়ক প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হচ্ছে। ভূমিধ্বস রোধ, সড়ক ঢালের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিকল্পে “ভেটিভার” (বিন্যাঘাস) রোপন করা হচ্ছে। দূর্যোগকালীন জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে চলমান ৫টি প্রকল্প হতে সাইক্লোন শেলটার তৈরী করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহণ সেক্টরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। বিআরটিএ’র ৫৭টি জেলা সার্কেল ও ৫টি মেট্রো সার্কেল অফিস এর মাধ্যমে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ হলো- মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস প্রদান এবং রুট পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু। বিআরটিএ পরিবহণ সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও

গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ রোধ এবং যানজট নিরসনে বিআরটিএ'র সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- National Road Safety Action Plan, ২০১৭-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৬৯,৮০৪ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট ৩,৮৯,৩২৬ সেট রেট্রো রিফ্লেকটিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ তৈরি করা হয়েছে এবং ৩,৬৮,২৮৯ সেট গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ১,০৬,৬৮৯টি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে
- ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সার্টিফিকেট চালু করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৬,১০,৭০৩টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তৈরি ও ৪,০৫,৬৩০টি বিতরণ করা হয়েছে
- অন-লাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি আদায় কার্যক্রম অব্যাহত আছে
- 'ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন-২০১৪' এর আলোকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশবান্ধব ট্যাক্সি-ক্যাবসার্ভিস চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৪০০টি ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে
- রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদির ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে
- বিআরটিএ'র ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুট পারমিট ইত্যাদি ইস্যু/নবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিআরটিএ'র ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,০১৭.৯২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ১,৩১৯.২৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে বিআরটিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় সারণি ১১.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৩: বিআরটিএ'র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার (%)
২০০৯-১০	৬৬০.০০	৬৪২.৫০	৯৭.৩৫
২০১০-১১	৮৭০.০০	৬৮৫.২৪	৭৮.৭৬
২০১১-১২	৯০৩.৫৮	৬৪২.৩৭	৭১.০৯
২০১২-১৩	১১০১.২৪	৭৬৯.৮৬	৬৯.৯১
২০১৩-১৪	১১৫৬.৫৯	৯৫২.২৪	৮২.৩৩
২০১৪-১৫	১২৪৯.২৩	১০৬২.২৯	৮৫.০৪
২০১৫-১৬	১৩৫৪.০১	১৬১৯.০১	১১৯.৫৭
২০১৬-১৭	১৭৭১.৮৩	১৪৭০.১৮	৮৩.০০
২০১৭-১৮	১৮০৫.০০	১৫৮৯.৫৫	৮৮.০৬
২০১৮-১৯	১৮৩৪.০০	১৮২৫.৮৩	৯৯.৫৫
২০১৯-২০*	২০১৭.৯২	১৩১৯.২৪	৬৫.৩৮

উৎসঃ বিআরটিএ। * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

দেশের পরিবহণ খাতের মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামূলকভাবে উন্নত ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি) দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবহরে মোট ১,৮৫৫টি বাস ও ৫৯৯টি ট্রাক রয়েছে এবং মোট ২১টি বাস ডিপো ও ২টি ট্রাক ডিপো রয়েছে।

বিআরটিসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি:

- বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসবহর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর (জানুয়ারি ২০২০) পর্যন্ত মোট ৬০টি বাস ৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী পরিবহণের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মোট ৫৩টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ৩৩৫টি স্টাফ বাস পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি, কোমলমতি শিশুদের যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিতকল্পে ঢাকায় মিরপুর-আজিমপুর রুটে ২টি ও শেওড়া-এমইএস (নেভাল হেড কোয়ার্টার) রুটে ১টি সহ মোট ৩টি স্কুল বাস এবং চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের তত্বাবধানে ১০টি দোতলা বাস নিয়মিত চলাচল করছে

- বর্তমানে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ঢাকা শহরে ১৯টি ও চট্টগ্রাম শহরে ২টি সহ মোট ২১টি বাস ১৭টি রুটে পরিচালিত হচ্ছে
- খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসির বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিটি বাসে ১৫টি আসন আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং বিআরটিসির বাস ধুমপানমুক্ত করা হয়েছে
- ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা,ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা, ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা এবং ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা রুটে বিআরটিসি'র আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু রয়েছে
- ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LoC)-এর আওতায় 'বিআরটিসি'র জন্য দ্বিতল, একতলা এসি ও নন-এসি বাস সংগ্রহ' এবং 'বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ' প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ৬০০টি বাস এবং ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে
- আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটের বাসে Rapid Pass (Rapid Ticketing Card) প্রবর্তন এবং নবীনগর-গাবতলী রুটের বাসে যাত্রী সেবায় মোবাইল অ্যাপ **'কতদূর'** চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাসের অবস্থান/গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যাবে। তাছাড়া সদ্য আমদানীকৃত নতুন ৬০০টি বাসে Vehicle Tracking System (VTS) চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিআরটিসি'র সকল বাস/ট্রাকে VTS চালুর পরিকল্পনা রয়েছে
- অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় পাঁচ বছরে বিআরটিসি'র ৩৬,০০০ চালককে চার মাসের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০,৬৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২,২৫০ জনকে জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে দেশের ২০টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৫,২২৬ জনকে(পুরুষ ও মহিলা) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে
- ২২টি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণসহ ২৫টি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে 'দক্ষ চালক তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরটিসি'র ৩টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সারণি ১১.৪-এ ২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০ (জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) অর্থবছরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৪: বিআরটিসি'র রাজস্ব আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	পরিচালন ব্যয়	পরিচালন উদ্বৃত্ত
২০১০-১১	১১৫.১১	১০৯.৮৪	৫.২৭
২০১১-১২	১৭৩.৬০	১৭১.৯০	১.৭০
২০১২-১৩	২০১.৭০	১৯৮.৪৮	৩.২২
২০১৩-১৪	২৪৩.১১	২৩৩.৫৩	৯.৫৮
২০১৪-১৫	২৩৪.০৭	২৩০.৫১	৩.৫৬
২০১৫-১৬	২৬৬.৩৬	২৫৮.৩১	৮.০৫
২০১৬-১৭	২৬২.৫৫	২৬৭.৬০	-৫.০৫
২০১৭-১৮	২৫৩.১৮	২৫৬.১০	-২.৯২
২০১৮-১৯	২৫৮.৮৮	২৫৯.৮২	-০.৯৪
২০১৯-২০*	২৪২.৯০	২১১.৮৪	৩১.০৬

উৎসঃ বিআরটিসি। * জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিটিসিএ'র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গকিলোমিটার, এর আওতাধীন জেলাগুলো হলো- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা । বর্তমানে ডিটিসিএ এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে।

ডিটিসিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি

- SMART Card ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e-Clearing House ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং 'র‍্যাপিড পাস' নামে স্মার্ট কার্ড ২০১৮ সালে চালু করা হয়। ইতোমধ্যে ৬০,০০০ কার্ড সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে আবদুল্লাহপুর-মতিঝিল ও আজিমপুর-নিউমার্কেট-মোহাম্মদপুর রুটে বিআরটিসি'র এসি বাসে, হাতিরঝিল সার্কুলার রুটে HR Transport এর বাসে এবং গুলশান সার্কুলার

রুটে ঢাকা চাকা-র বাসে র‍্যাপিড পাস চালু করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন টোল প্লাজায় Rapid Pass ব্যবহার করে টোল আদায়ের কার্যক্রম চালুর প্রক্রিয়া চলমান আছে। আরো বৃহৎ পরিসরে ব্যবহার বৃদ্ধির জন্যে ক্লিয়ারিং হাউজ প্রজেক্ট ফেজ-২ শুরুর কাজ চলমান আছে

- ‘ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট’ এর মাধ্যমে ৪টি ইন্টারসেকশনের (গুলশান-১, মহাখালী, পল্টন ও ফুলবাড়ীয়া ইন্টারসেকশন এলাকায়) ভৌত উন্নয়ন, Intelligent Transportation System (ITS) নিয়ন্ত্রিত একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং ITS ও Traffic Rules and Safety সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রচার কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যা শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ছয়টি Action Plan ও Manual এর খসড়া জাপানি বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক প্রস্তুত হবে যা ITS স্থাপনের পর প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত করা হবে
- ঢাকা মহনগরীর যানজট নিরসনে এবং যাত্রীসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য চলাচলের কথা বিবেচনা করে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা বা Strategic Transport Plan (STP) এর সুপারিশের আলোকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project (GDSUTP) প্রকল্পের আওতায় ২২ কিলোমিটার (গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত) দীর্ঘ BRT Line-3 (উত্তরাংশ) নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এর প্রস্তাবিত স্টেশনের সংখ্যা ১৬টি এবং এ গণপরিবহন ব্যবস্থায় উভয়দিকে প্রতি ঘন্টায় ৩০,০০০ যাত্রী পরিবহনে সক্ষম হবে
- ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং যানজট নিরসনে Bus Route Rationalization ও কোম্পানীর মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে Company based Operation of Bus Service in Dhaka শীর্ষক পরামর্শ কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়েছে
- কাপাসিয়া-গাজীপুর হয়ে নারায়নগঞ্জ পর্যন্ত ঢাকা জেলার ইস্টার্ন ফ্রিঞ্জ এরিয়া দিয়ে প্রস্তাবিত প্রায় ৬০ কিমি দীর্ঘ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি রুট-৭) এর সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Interim Report দাখিল করেছে। সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হবে
- ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলমান বাসসমূহের জন্য আন্তঃজেলা ও সিটি বাস টার্মিনাল নির্মাণের উপযুক্ত স্থান সমীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করার লক্ষ্যে ‘ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)-এর আওতাধীন বাস ডিপো ও টার্মিনাল সম্ভাব্যতা যাচাই এবং কনসেপ্ট ডিজাইন’ প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে যার বাস্তবায়নকাল অক্টোবর ২০১৯ হতে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
- চট্রগ্রাম শহরে পরিবহন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ‘Preparation of Comprehensive Transport Master Plan with Pre-Feasibility Study of Mass Transit Network for Chattogram Metropolitan Area’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে
- বাস রুট রেশনালাইজেশন ও বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজিং এর লক্ষ্যে Preparation of Concept Design & Implementation Plan for Bus Route Rationalization and Company Based Operation of Bus Service in Dhaka শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
- ডিটিসিএ আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্মিতব্য বহুতল ভবন ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ডিটিসিএ হতে যানবাহন প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নক্সা অনুমোদনের বিধান রয়েছে। Traffic Impact Assessment (TIA) এর মাধ্যমে এ বিষয়ে অনাপত্তি/অনুমোদন দেয়া হচ্ছে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) কর্তৃক ২০৩০ সালের মধ্যে ৫টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল নির্মাণের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাটি সারণি ১১.৫-এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৫:ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডএর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, ২০৩০

এমআরটি লাইনের নাম	পর্যায়	সম্ভাব্য সমাপ্তির সাল	ধরণ
এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৪	উড়াল
এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট		২০২৮	
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
এমআরটি লাইন-২		২০৩০	
এমআরটি লাইন-৪		২০৩০	পাতাল

উৎস:সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (MRT) Line-6: বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণার্থে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৬ স্টেশন বিশিষ্ট (ঘন্টায় উভয়দিকে ৬০,০০০ যাত্রী পরিবহনে সক্ষম) Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 প্রকল্পটি সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে চলছে। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণ এর জন্য নির্ধারিত উত্তরা ৩য় পর্যায় হতে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৬৭ শতাংশ। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণ এর জন্য নির্ধারিত আগারগাঁও হতে মতিঝিল পর্যন্ত অংশের ডিসেম্বর ২০১৯ পযর্ন্ত পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৩৬ শতাংশ। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সিস্টেম এবং রেলকোচ ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ কাজের সমন্বিত অগ্রগতি ২৫ শতাংশ। ইতোমধ্যে ভায়াডাক্ট কাজের ৮.৫০ কিলোমিটার দৃশ্যমান হয়েছে। মেট্রোরেলের Mock-up সেট ডিসেম্বর ২০১৯ এ উত্তরা ডিপোতে এসে পৌছেছে। প্রথম মেট্রো ট্রেন সেট জাপান থেকে জুন ২০২০ এ এসে পৌছানোর জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের সুবিধা সংযোজনের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে। MRT Line-6 মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার জন্য সামাজিক সমীক্ষা চলছে।

MRT Line-1 ও **MRT Line-5 (Northern and Southern Route):** ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-1 দুটি অংশে বিভক্ত। অংশ দুটি হল: বিমানবন্দর রুট এবং পূর্বাচল রুট। বাংলাদেশের প্রথম পাতাল রেল বিমানবন্দর রুট (বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর) এ হতে যাচ্ছে। এর মোট দৈর্ঘ্য ১৯.৮৭ কিলোমিটার ও পাতাল স্টেশনের সংখ্যা ১২টি। পূর্বাচল রুট সম্পূর্ণ উড়াল , এর দৈর্ঘ্য ১১.৩৭ কিলোমিটার। মোট স্টেশন সংখ্যা ৯টি, এর মধ্যে উড়াল স্টেশন ৭টি। নতুন বাজার ও যমুনা ফিউচার পার্ক স্টেশন দুটি বিমান বন্দর রুটের অংশ হিসেবে পাতালে নির্মিত হবে। নতুন বাজার স্টেশনে ইন্টারচেন্জ থাকবে। উভয় রুটের বিস্তারিত সমীক্ষা ও মূল নকশা সম্পন্ন হয়েছে। বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে। ডিপোর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। MRT Line-1 প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ সাল মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

MRT Line-5 (Northern route) নির্মাণ প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (১৩.৫০ কিলোমিটার পাতাল ও ৬.৫০ কিলোমিটার উড়াল) ও স্টেশনের সংখ্যা ১৪টি (পাতাল ৯টি ও উড়াল ৫টি)। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। Engineering Services এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

Technical assistance MRT Line-5 (Southern route) নির্মাণ প্রকল্পটির প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে ও জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। গাবতলী হতে দাশেরকান্দি পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ (১২.৮০ কিলোমিটার পাতাল ও ৪.৬০ কিলোমিটার উড়াল) এবং ও ১৬টি স্টেশন (পাতাল ১২টি ও উড়াল ৪টি) বিশিষ্ট মেট্রোরেল নির্মাণের লক্ষ্যে Project Readiness Financing (PRF) এর জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জুলাই ২০২০ এ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

MRT Line-2 ও **MRT Line-**4: ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে চট্টগ্রাম রোড পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT- Line-2 G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে নির্মাণের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে জাপান ও বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর করে। ২০১৮ সালে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটিতে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। MRT- Line-2 প্রকল্প G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের নিমিত্ত বেসিক স্টাডি শুরু হয়েছে, প্রিলিমিনারী স্টাডি শীঘ্রই শুরু হবে।
২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর-নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে ট্রাকের নিচ দিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল মেট্রোরেল হিসেবে MRT Line-4 নির্মাণের জন্য উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

সেতু বিভাগ

সেতু বিভাগ ১,৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। সেতু বিভাগের আওতায় একমাত্র সংস্থা 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ' এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ নিম্নরূপঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু

যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে যমুনা নদীর উপর ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ করা হয়। সেতুতে সড়ক পথের পাশাপাশি মিশ্রগেজ রেল লাইন স্থাপন করায় রাজধানী ঢাকা হতে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এ সেতুর উপর দিয়ে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় বিপণনের সুবিধার কারণে উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সারণি ১১.৬ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৬: বঙ্গবন্ধু সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আদায়	আদায়ের হার (%)
২০১০-১১	২৬০.০০	২৬৭.৬৬	১০২.৯৪
২০১১-১২	৩১২.২১	৩০৪.৬৬	৯৭.৫৮
২০১২-১৩	৩৩৫.৪০	৩২৫.২০	৯৬.৯৬
২০১৩-১৪	৩৫৮.৯৮	৩২৩.৩৮	৯০.২৩
২০১৪-১৫	৩৬৫.১৩	৩৪৯.০৮	৯৫.৬০
২০১৫-১৬	৩৯১.৯৭	৪০২.৪৩	১০২.৬৬
২০১৬-১৭	৪৫৬.৬৮	৪৮৪.৪২	১০৬.০৭
২০১৭-১৮	৫৩৯.৪৮	৫৪৩.৮০	১০০.৮০
২০১৮-১৯	৫৬৬.৪৪	৫৭৫.৪১	১০১.৫৮
২০১৯-২০*	৫৮৯.৭৩	৩৯৪.৪৪	৬৭.০৫

উৎসঃ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

পদ্মা সেতু নির্মাণ

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ৩০,১৯৩.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে দেশের সর্ববৃহৎ অবকাঠামোর বাস্তবায়ন কাজ জুন ২০২১ এ সমাপ্তির লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৭৮ শতাংশ। পদ্মা সেতু প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজসমূহের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

মূল সেতু নির্মাণঃ মূল সেতুর ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৮৭ শতাংশ।

নদী শাসন কাজঃ নদী শাসন কাজের ভৌত অগ্রগতি ৭০ শতাংশ।

পুনর্বাসনঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৬৭৩.৭৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ বিতরণ করা হয়েছে।

পুনর্বাসন সাইটগুলোতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ২,৭৮১টি প্লট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৭৪২ ভূমিহীন (ক্ষতিগ্রস্ত) পরিবারকে বিনামূল্যে প্লট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৯৫১ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমঃ পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে ও সার্ভিস এরিয়ায় ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ১,৬৯,৯৫৭টি গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প এলাকায় একটি জাদুঘর স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ২,২৪০টি নমুনা সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। নির্মীয়মান পদ্মা সেতু প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে AH-1 এ অবস্থিত হওয়ায় এ সেতু বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে। এ সেতু বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং প্রতি বছর ০.৮৪ শতাংশ হারে দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৮,৯৪০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগষ্ট ২০১৫ এ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। র‌্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এ এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। ফেব্রুয়ারি **২০২০** পর্যন্ত ১,৩৩৩টি ওয়ার্কিং পাইল ড্রাইভিং, ৩২৩টি পাইল ক্যাপ, ১০৯টি ক্রস বীম, ২২৫টি কলাম এবং ১৮৬টি আই গার্ডার কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। তার মধ্যে ১৫৭টি স্প্যানে আই গার্ডার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও প্রায় ৪৭ কিলোমিটার নতুন সড়ক যোগ হবে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ

চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে পূর্ব অংশের সংযোগ স্থাপন, যানজট নিরসন, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ সহজীকরণ, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দরের পণ্য পরিবহণের লক্ষ্যে ৮,৪৪৬.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে টানেল বোরিং কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে টানেলের ১টি টিউবের ১,২২৮ মিটার বোরিং সম্পন্ন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ৫১ শতাংশ ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২ সাল নাগাদ এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

বিআরটি লেন নির্মাণ (এলিভেটেড অংশ)

'সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট' এর আওতায় গাজীপুর হতে হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ Bus Rapid Transit বা BRT লেন নির্মাণ প্রকল্প ২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড অংশ সেতু বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে এলিভেটেড অংশের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৭ শতাংশ।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত ১৬,৯০১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীন সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চায়না এক্সিম ব্যাংক এর সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পর নির্মাণ কাজ শুরু হবে। এটি নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে । এটি নির্মিত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ০.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

পদ্মা সেতু চালুর পর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহন যেন পদ্মা সেতু পার হয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং চট্টগ্রাম-সিলেটসহ পূর্বাঞ্চলে সরাসরি চলাচল করতে পারে সে লক্ষ্যে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বালিয়াপুর হতে নিমতলী-কেরানিগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ পর্যন্ত ১৬,৩৮৮.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রাথমিক প্রকল্প সারপত্র অনুমোদিত হয়েছে । এটি বাস্তবায়নে বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের প্রচেস্টা অব্যাহত আছে। প্রস্তাবিত এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি জাতীয় মহাসড়ক N5 (ঢাকা-আরিচা), N8 (ঢাকা-মাওয়া) এবং N1 (ঢাকা-চট্টগ্রাম) এর সাথে সংযুক্ত হবে। এর ফলে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে।

ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে সাবওয়ে বা আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৯০ কিলোমিটার সাবওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে সমীক্ষা করা হয়। মধ্যমেয়াদী প্রতিবেদনে (interim report) আরএসটিপির সাথে সমন্বয়পূর্বক পুরো শহরকে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য মোট ২৩৮ কিলোমিটারের সাবওয়ে নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। সে

অনুযায়ী ৩১৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সমীক্ষা পরিচালনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

গাইবান্ধা এবং জামালপুর জেলার সংযোগকারী যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনায় চীনা অনুদান সংগ্রহের প্রচেস্টা অব্যাহত আছে।

অন্যান্য বৃহৎ সেতু নির্মাণ

দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে আরও নতুন নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার 'রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর', 'লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর' সেতু ও 'কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর 'সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। প্রস্তাবিত ৩টি সেতু নির্মাণে প্রাথমিক প্রকল্প সারপত্র (পিডিপিপি) নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়েছে। অর্থায়ন নিশ্চিত সাপেক্ষে এ সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

পুনরায় পটুয়াখালী- আমতলী- বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর, বরিশাল ও ভোলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর এবং বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর অর্থাৎ মোট ৫টি সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। অর্থায়ন নিশ্চিত সাপেক্ষে এ সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

রেল যোগাযোগ

বাংলাদেশ রেলওয়েকে গণপরিবহণের নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, যুগোপযোগী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে রেলপথ বিভাগকে ২০১১ সালে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়। রেল যোগাযোগ ও পরিবহন পরিসেবার মানোন্নয়নকে ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প-২০২১ শীর্ষক জাতীয় দলিলে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

বর্তমানে ২,৯৫৫.৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের নেটওয়ার্ক দেশের ৪৪টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৬টি অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সব প্রকল্পের মাধ্যমে রেলে যোগাযোগ ও পরিবহন পরিসেবার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটবে, নতুন নতুন জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে অভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ছাড়াও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক, সার্ক রেল নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) প্রতিস্থিত হবে এবং রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ রেলওয়ের অর্জিত সাফল্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৪০১.৩৩ কি:মি: নতুন রেল লাইন নির্মাণ, ২৪৮.৫০ কি:মি: মিটারগেজ রেল লাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর, ১,১৬৩.৩৩ কি:মি: রেল লাইন পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ, ৯৮টি স্টেশন বিল্ডিং নতুন নির্মাণ, ১৮৫টি স্টেশন বিল্ডিং পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ, ৩৬২টি নতুন রেল সেতু নির্মাণ, ৬৮৮টি রেল সেতু পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ, ৪৬টি (২০টি এমজি ও ২৬টি বিজি) লোকোমোটিভ এবং ২০ সেট ডিইএমইউ সংগ্রহ, ৪১২টি (২২০টি বিজি ও ১৯২টি এমজি) যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ, ৪৬০টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন, ৫১৬টি মালবাহী ওয়াগন এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ, ২৭৭টি মালবাহী ওয়াগন পুনর্বাসন, ১১১টি স্টেশন সিগনালিং ব্যবস্থা উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ, ৯টি স্টেশন সিগনালিং ব্যবস্থা পুনর্বাসন, ১৩৫টি নতুন ট্রেন চালুকরণ, ৪০টি চলমান ট্রেন সার্ভিস বর্ধিতকরণ, ১টি (ডুয়েলগেজ) হুইল লেদ মেশিন স্থাপন, বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ২টি লোড মনিটরিং ডিভাইস সংগ্রহ, ৬টি রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ, ২টি ট্রেন ওয়াশিং প্লান্ট সংগ্রহ ও ২টি লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ।।

জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পের আওতায় রোলিং স্টক সংকট নিরসনকল্পে ১০০টি এমজি ও ৪০টি বিজি লোকোমোটিভ, ৫৫০টি এমজি এবং ৫০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো বাংলাদেশ রেলওয়েতে যোগ হওয়ার পর এবং রেলওয়ের মহাপরিকল্পনা ২০১৬-২০৪৫ বাস্তবায়িত হওয়ার পর রেলওয়ের সেবার মান অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং

বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি আধুনিক গণপরিবহণ মাধ্যমে পরিণত হবে। ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডের একটি তথ্য সারণি ১১.৭-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৭: বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড

অর্থ বছর	যাত্রী পরিবহণ কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহণ টন কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০১০-১১	৮০৫১.৯২	৬৯২.৬৪	৭৪৭.০৭	১৪৯১.৮২
২০১১-১২	৮৭৮৭.২৩	৫৮২.১১	৭২৬.৪২	১৫৬৭.১২
২০১২-১৩	৮২৫৩.৪২	৫২৫.৩৭	৮০৪.২৬	১৫৬২.৩৮
২০১৩-১৪	৮১৩৪.৭০	৬৭৭.৩৫	৮০০.১৭	১৬০১.৬৯
২০১৪-১৫	৮৭১১.৩৬	৬৯৩.৮৪	৯৩৫.৪৫	১৮০৮.২৯
২০১৫-১৬	৯১৬৭.১৮	৬৭৫.০৯	৯০৪.০২	২২২৯.২২
২০১৬-১৭	১০০৪০.৬৬	১০৫২.৬৭	১৩০.৩৭	২৮৩৫.৫২
২০১৭-১৮	১২৯৯৩.৯১	১২৩৬.৫০	১৪৮৬.১০	২৯১৮.০২
২০১৮-১৯*	১৩৩৭৭.৩৩	১০৭৫.১৪	১৪০৬.৫৮	৩১০৪.০৬

উৎসঃ রেলপথ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক

নৌযোগাযোগ

নৌপথ একটি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা। নৌপথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌপরিবহণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে। এসব দায়িত্ব পালনে অবলুপ্ত নৌ-পথ উদ্ধার ও বিভিন্ন নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, বিভিন্ন লঞ্চঘাটে পন্টুন ও ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদান, উচ্ছেদকৃত নদীতীর ভূমির পুনঃদখলরোধে ওয়াকওয়েসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, ঢাকার চারপাশের নৌ-পথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ'র মোট ২০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপির আওতায় উক্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে বরাদ্দ রয়েছে ১,৫০০.০২ কোটি টাকা এবং প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৪২৮.২২ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) অর্থবছরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হয়েছে ৫৪৮.০১ কোটি টাকা । সারণি ১১.৮ এ ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিএ'র রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণী দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৮: বিআইডব্লিউটিএ'র আয়-ব্যয়ের বিবরণঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীটলাভ/নীট লোকসান (+/-)
২০১০-১১	২৩৭.৫৩	২৩৯.১০	-১.৫৭
২০১১-১২	২৯০.৭৮	২৭২.৯১	১৭.৮৭
২০১২-১৩	৩৪৯.০৯	৩২৯.৪০	১৯.৬৯
২০১৩-১৪	৩২০.০৪	৩৭৭.৬১	-৫৭.৫৭
২০১৪-১৫	৩৫৮.০২	৩৮২.৩১	-২৪.২৯
২০১৫-১৬	৫০০.৮০	৫১৮.৮৮	-১৮.০৮
২০১৬-১৭	৬১৪.৪৬	৬৯৯.৬৭	-৮৫.২১
২০১৭-১৮	৬২৫.৩৫	৬৮৯.৩৩	-৬৩.৯৮
২০১৮-১৯	৬৭৯.৩৮	৬৯৮.৫০	-১৯.১২
২০১৯-২০*	৫৪৮.০১	৫৬৯.১৬	-২১.১৫

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বিআইডব্লিউটিএ প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ সহজতর করা এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌপথে সম্পাদিত উন্নয়ন

ও সংরক্ষণ খনন (Capital and maintenance dredging)-এর পরিমাণ সারণি ১১.৯ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৯:বিআইডব্লিউটিএ'র অর্থবছর ভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন	মোট
২০১০-১১	২৫.৫৪	৪০.১৬	৬৫.৭০
২০১১-১২	২৪.৪৭	৪৩.৬১	৬৮.০৮
২০১২-১৩	৫৬.০৩	৪৪.৬৫	১০০.৬৮
২০১৩-১৪	৪৭.০২	৫৭.৯০	১০৪.৯২
২০১৪-১৫	১২০.১৫	৫০.৭৭	১৭০.৯২
২০১৫-১৬	১৭৮.২২	১০৪.৭৯	২৮৩.০১
২০১৬-১৭	১৫৮.৭৯	১১৭.৩৭	২৭৬.১৬
২০১৭-১৮	২১১.৮৯	১৩৪.৯৮	৩৪৬.৮৭
২০১৮-১৯	২৭৮.৮৪	১৩৯.৬৩	৪১৮.৪৭
২০১৯-২০*	১৯৯.৪১	১২৪.৭১	৩২৪.১২

উৎসঃবাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

উল্লিখিত খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম ছাড়াও বিআইডব্লিউটিএ এর ড্রেজিং বহরে মোট ৪৫টি ড্রেজার এবং ১৪৫টি ড্রেজার সহায়ক জলযান সংযুক্ত রয়েছে। ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার নৌ-পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২২০ কি:মি: যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি' ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ২৫ কি:মি: উচ্ছেদকৃত নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট অংশে অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের বিভিন্ন ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাটে ১২৪টি নতুন পন্টুন স্থাপন (ফেব্রুয়ারি' ২০২০ পর্যন্ত); মাঝারি ও বড় ধরনের (ডকিং) পন্টুন মেরামত শেষে মোট ৩৩৭টি নানা আকারের পন্টুন বিভিন্ন লঞ্চঘাট ও নদী বন্দরে স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করায় যাত্রী সাধারণ ও মালামাল ওঠানামা নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য বিভিন্ন ধরনের নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতিসহ (Spherical Buoy, Steel Lighted Buoy, LED Lantern- প্রভৃতি) অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সংগ্রহ ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশঅভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) নৌপথে সাশ্রয়ী ও সেবা বান্ধব উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ১৭৭টি জলযানের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিককালে বিআইডব্লিউটিসি ১৯টি ফেরি, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রিবাহি (এম.ভি বাঙালি ও এম.ভি মধুমতি) জাহাজ, ১২টি ওয়াটার বাস, ৪টি সি-ট্রাক, ৪টি কন্টেইনারবাহী জাহাজসহ মোট ৪১টি বাণিজ্যিক নৌযান এবং ১২টি সহায়ক নৌযান (পন্টুন)সহ সর্বমোট ৫৩টি নৌযান নির্মাণপূর্বক সার্ভিসে নিয়োজিত করেছে । নতুন নৌযান নির্মাণ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিআইডব্লিউটিসি'র ৪টি রো রো ফেরি, ২টি কে-টাইপ ফেরি, ২টি মিডিয়াম ফেরি ও ৬টি রো রো পন্টুন পুনর্বাসন করা হয়েছে। জলযানগুলো ফেরি ও যাত্রীবাহী সার্ভিস পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বিআইডব্লিউটিসি'র বাণিজ্যিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে ১,৩১৯.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮ টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি প্যাসেঞ্জার ক্রুজার, ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ, ৪টি আধুনিক উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ৮টি সী-ট্রাক, ২টি ফায়ার ফাইটিং কাম-স্যালভেজ টাগ, ২টি অয়েল ট্যাংকার, ১টি কেবিন ক্রুজার কাম-ইন্সপেকশন বোট ও ৮টি পন্টুনসহ মোট ৪৩টি নৌযান নির্মাণ করা হচ্ছে। এসকল নৌযানের নির্মাণ কাজ জুন, ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর (ডিসেম্বর ২০১৯) পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিসির মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১০ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১০:বিআইডব্লিউটিসি-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট মুনাফা
২০১০-১১	২১১.৯৯	১৫৩.৮১	৩২.০৮
২০১১-১২	২২৯.৬৮	১৮৩.৪৮	১৯.২৮
২০১২-১৩	২৭২.২১	২১৬.১৩	৫৬.০৮
২০১৩-১৪	২৯৭.৩৫	২৩৫.০৮	৬২.২৭
২০১৪-১৫	৩২৬.৭২	২৬৯.৪৩	৫৭.২৯
২০১৫-১৬	৩৫৯.১৮	৩১০.৯৬	৪৮.২২
২০১৬-১৭	৩৫৬.৯৫	৩২৯.৭১	২৭.২৪
২০১৭-১৮	৩৭১.৯১	২৮৭.৩৬	৮৪.৫৫
২০১৮-১৯	৩৮০.১৩	৩০৭.৬২	১৫.১৬
২০১৯-২০*	১৯৬.৯৪	১৬৫.৪৮	৫.৫৬

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন।*ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

দেশের শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ সমুদ্রপথের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি রপ্তানির সাথে পাল্লা দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রবৃদ্ধির হার ১২.৩৮ শতাংশ। গার্মেন্টসসহ অন্যান্য পণ্যের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে

সম্পাদিত হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার বন্দরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জেটি পন্টুনসমূহের সম্মুখভাগের নাব্যতা সংরক্ষণ, আউটার বার এলাকার নাব্যতা সংরক্ষণ, কর্ণফুলী নেভিগেশনাল চ্যানেলে যথাযথ নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর গড়ে ১০ লক্ষ ঘন মিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং করা হয়। ফলে দেশি বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজসমূহ নিরাপদে আগমন ও প্রস্থান করতে পারে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বন্দরের দক্ষতা পরিমাপের সূচক হচ্ছে বন্দরে জাহাজের অবস্থানকাল সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনারের গড় অবস্থান কাল ছিল ১০.৮৮ দিন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে (জুলাই ২০১৯-জানুয়ারি ২০২০) তা হয়েছে ৯.৭২ দিন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার জাহাজের গড় অবস্থান কাল ছিল জেটি বার্থে ২.৮৬ দিন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে (জুলাই ২০১৯-জানুয়ারি ২০২০) সালে তা ছিল ২.৬৫ দিন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানী-রপ্তানী বৃদ্ধির হার গড়ে কার্গো ৫.৭২ শতাংশ ও কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ৩.৯০ শতাংশ, ২০১৯-২০ অর্থবছরে (জুলাই ২০১৯-জানুয়ারি ২০২০) অর্থবছরে আমদানী-রপ্তানী বৃদ্ধির হার গড়ে কার্গো ১২.৬৬ শতাংশ ও কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ১১.৯১ শতাংশ।

বর্তমান ও ভবিষ্যতে কন্টেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিং সুষ্ঠুভাবে সমাধা ও সংকুলানের লক্ষ্যে চবক কর্তৃক পতেঞ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ, নিউমুরিং ওভারফ্লো ইয়ার্ড নির্মাণ, সার্ভিসজেটি নির্মাণ, লালদিয়া বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ, কর্ণফুলী কন্টেইনার টার্মিনাল, বে-টার্মিনাল এবং কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় 'মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে । এছাড়াও চবকের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জানুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ১৯১টি কার্গো ও ১২৭টি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে । আশা করা যাচ্ছে, উল্লিখিত কার্যক্রম শেষ হলে কন্টেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিং এ চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে ।

বিশ্বের আধুনিক বন্দরসমূহের সাথে সংগতি রেখে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বে জাহাজ খাতে চট্টগ্রাম বন্দর সুনাম ও খ্যাতি লাভে সক্ষমতা অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক শিপিং বিষয়ক সংবাদ মাধ্যম Lloyd's List এর জরিপে বিশ্বের কন্টেইনার পোর্টের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান ২০০৯ সালে ৯৮তম ছিল এবং সর্বশেষ ২০১৯ সালে ৬৪তম অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ চট্টগ্রাম বন্দর বিগত ১০ বছরে ৩৪ ধাপ এগিয়েছে। সারণি ১১.১১ এ ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০২০) পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১১:চট্টগ্রাম বন্দরের আয় ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	রাজস্ব উদ্বৃত্ত
২০১০-১১	১৪৫৩.১৫	৬৩৪.১৩	৮১৯.০২
২০১১-১২	১৫২৯.৯২	৬৫২.৬২	৮৭৭.৩০
২০১২-১৩	১৫৭০.৩৭	৮০৩.০০	৭৬৭.৩৭
২০১৩-১৪	১৬৩৪.৩২	৮১৫.৬৫	৮১৮.৬৭
২০১৪-১৫	১৮৭৬.৮২	৮৬০.৯৫	১০১৫.৮৭
২০১৫-১৬	২০২৯.২৫	১০৬৫.৮৩	৯৬৩.৪২
২০১৬-১৭	২৪০৭.৬৫	১৩৫২.৫৪	১০৫৫.১১
২০১৭-১৮	২৬৪৭.৬৪	১৪১৯.০৫	১২২৮.৫৯
২০১৮-১৯	২৮৯২.৮৬	১৬১০.৫৩	১২৮২.৩৩
২০১৯-২০*	২০৮৯.৬৯	৯৬০.৪২	১১২৯.২৬

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ *ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা বন্দর প্রতিষ্ঠার পর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি আধুনিক বন্দরে রূপান্তরিত হয়েছে। এ বন্দরে বর্তমানে ৬টি নিজস্ব জেটি, ব্যক্তিমালিকানাধীন ১১টি জেটি, মুরিং ৩টি এবং ২২টি এ্যাংকোরেজ এর মাধ্যমে মোট ৪২টি জাহাজ একসাথে হ্যান্ডেল করা সম্ভব। ৬টি ওয়ারহাউজ, ৪টি কন্টেইনার ইয়ার্ড, ৩টি কার ইয়ার্ড এর মাধ্যমে মোংলা বন্দরে বার্ষিক ১.৫০ কোটি মেট্রিক টন কার্গো এবং ১ লক্ষ টি ইউজ কন্টেইনার এবং ২০ হাজারটি গাড়ি হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা রয়েছে। নিম্নের সারণি ১১.১২ এ ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১২: মোংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/লোকসান
২০১০-১১	৮৫.৫২	৬৩.৬৯	২১.৮৩
২০১১-১২	১০৫.৮১	৭১.৬৬	৩৪.১৫
২০১২- ১৩	১৩৮.০৮	৯৪.১৩	৪৩.৯৫
২০১৩- ১৪	১৫৫.৭৩	১০২.১০	৫৩.৬৩
২০১৪-১৫	১৭০.১৭	১০৯.৪৮	৬০.৬৯
২০১৫-১৬	১৯৬.৬২	১৩১.৯০	৬৪.৭২
২০১৬-১৭	২২৬.৫৬	১৫৫.১৫	৭১.৪১
২০১৭-১৮	২৭৬.১৪	১৬৬.৮১	১০৯.৩৩
২০১৮-১৯	৩২৯.১২	১৯৬.১২	৯৭.৯৫
২০১৯-২০*	২২৫.৯২	১৩৭.৩৮	৮৮.৫৪

উৎসঃমোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

মোংলা বন্দরের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ, খুলনা-মোংলা রেললাইন স্থাপন, খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ, মোংলা বন্দরের সন্নিকটে রামপালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ১,৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, মোংলা বন্দর এলাকায় ভারত -বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা এবং মোংলা ইপিজেড সম্প্রসারণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব কাজের একটি বড় অংশ আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে আমদানি, রপ্তানী পণ্য বিশেষ করে তৈরি পোশাক সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে পরিবাহিত হওয়ার সহজ সুযোগ সৃষ্টি হবে। রামপাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতি বৎসর কমপক্ষে ৪৫ লক্ষ মেঃটন কয়লা বিদেশ হতে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানী করা হবে। মোংলা বন্দর এলাকায় ভারত বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হলে বন্দরে নতুন নতুন পণ্য আমদানি-রপ্তানির দ্বার উন্মোচিত হবে এবং মোংলা বন্দরের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

মোংলা বন্দরের বর্ধিত চাহিদা সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে মোকাবেলার জন্য বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । উক্ত পরিকল্পনার আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অধীনে পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে ৩৫৪.৯১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং, ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস) স্থাপন, সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন, স্ট্রাটেজিক মাস্টারপ্লান প্রণয়ন, ৭৫টি বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা, ৬টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ, পিপিপি'র অধীনে ২টি জেটি নির্মাণ করা হচ্ছে।

এছাড়া, ভারতীয় এলওসি-৩ এর অধীনে আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট প্রকল্পের আওতায় আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ ২টি কন্টেইনার টার্মিনাল, ১টি হ্যান্ডলিং ইয়ার্ড, ১টি কন্টেইনার ডেলিভারী ইয়ার্ড, বহুতল কারইয়ার্ড, সংরক্ষিত এলাকার সম্প্রসারণ, ৮টি বিভিন্ন ধরনের সহায়ক জলযান, যন্ত্রপাতিসহ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, স্লিপওয়েসহ মেরিনওয়ার্কশপ, বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ, বন্দরের বিদ্যমান রাস্তা ৬ লেনে উন্নীতকরণ, দিগরাজে ওভারপাস নির্মাণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পায়রা বন্দর দেশের ৩য় সমুদ্রবন্দর হিসেবে ২০১৩ সালে যাত্রা শুরু করে । সীমিত আকারে বন্দরকে অপারেশনাল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বহিঃনোঙ্গারে ক্লিংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনয়ন ও বার্জের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে পরিবহণের জন্য নৌপথ চিহ্নিত করে ফেয়ারওয়ে ও মুরিংবয়া স্থাপন, যোগাযোগের জন্য Very High Frequency (VHF) বেইজ ষ্টেশনসহ যোগাযোগ যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং কাস্টমস ও শিপিং সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব পোর্টস এন্ড হারবার' এর চাহিদা মোতাবেক বন্দরের চ্যানেল ও বহিঃনোঙ্গারের নিরাপত্তার জন্য International Ship and Port Facility Security (ISPS) কোড বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ইউএন লোকেটর কোড বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩,০৯৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, ৪ লেন বিশিষ্ট সংযোগ সড়ক নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ নৌরুটে ড্রেজিং, আমদানীকৃত পণ্য সংরক্ষনের জন্য ১,০০,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ করা হয়েছে, অফিসার ও ষ্টাফদের আবাসন নিশ্চয়তার জন্য ৫ তলা বিশিষ্ট দুটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ৫তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।

আমদানীকৃত পণ্য লাইটারেজ জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের জন্য ৮০ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি জেটি নির্মাণ করা হয়েছে। পায়রা বন্দরের প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের জন্য ৫তলা একটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৩,৫০০টি বাড়ি নির্মানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার বাস্তব অগ্রগতি- ৩৮ শতাংশ। ক্ষতিগ্রস্থ ৪,২০০ জনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১,৪৩৪ জন প্রশিক্ষণ শেষে সনদ গ্রহণ করেছে, যার বাস্তব অগ্রগতি- ৩৫.৩৩ শতাংশ। এতদ্ব্যতিত কার্গো হ্যান্ডলিং এর জন্য ৩০ (ত্রিশ) টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি মোবাইল হাইড্রোলিক ক্রেন, ৪৫ কন্টেইনারবাহী ৫০(পঞ্চাশ) টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি টার্মিনাল ট্রাক্টর (ট্রেইলারসহ) সংগ্রহ করা হয়েছে । ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত পায়রা বন্দর বিদেশী ১৮টি সমুদ্রগামী জাহাজের পণ্য হ্যান্ডলিং করার মাধ্যমে ২.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছে।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর এবং উন্নতর করাই বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। প্রাথমিকভাবে ১২টি

স্থলবন্দর নিয়ে কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে আরো ১২টি বন্দর স্থলবন্দর হিসেবে যুক্ত হয়ে বর্তমানে স্থলবন্দরের মোট সংখ্যা ২৪টি। যার মধ্যে বেনাপোল, ভোমরা, আখাউড়া, বুড়িমারী, নাকুগাঁও তামাবিল ও সোনাহাট স্থল বন্দরসমূহ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। অপরদিকে সোনা মসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা এবং বিবিরবাজার স্থলবন্দরসমূহ বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। SASEC Road Connectivity Project এর আওতায় বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থলবন্দরে ওয়্যারহাউজ, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ও পিনইয়ার্ড, ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ এবং ভারতীয় পেট্রাপোল আইসিপি'র সাথে সংযোগ সড়ক আরসিসি ৪ লেনে উন্নীত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিগত তিন বছরে বেনাপোল ও তামাবিল স্থলবন্দরের জন্য ২৮.১৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বুড়িমারী ও বেনাপোল স্থলবন্দরের জন্য ৬৩৩০.০০ বর্গমিটার ট্রান্সশিপমেন্ট শেড নির্মাণ করা হয়েছে। বেনাপোল, তামাবিল, বুড়িমারী ও সোনাহাট স্থলবন্দরে ১,৮৮,০৬২.০০ বর্গমিটার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া তামাবিল ও সোনাহাট স্থলবন্দরে ১০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি ওয়েব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। তামাবিল স্থলবন্দরের ২৭/১০/২০১৭ তারিখ হতে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং সোনাহাট স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন করে ০৯/০৬/২০১৮ তারিখ হতে বন্দরের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উন্নত সেবা প্রদানের জন্য World Customs Organization কর্তৃক ২০১৭ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষকে এবং ২০১৮ সালে বেনাপোল স্থলবন্দরকে সার্টিফিকেট অব মেরিট এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বন্দরসমূহে পর্যায়ক্রমে অটোমেশন কার্যক্রম করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে অটোমেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরের ওয়েব্রীজ স্কেলের কার্যক্রম ইতোমধ্যে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া বুড়িমারী স্থলবন্দরে ই-সার্ভিসের আওতায় ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অন্যান্য স্থলবন্দরেও অটোমেশন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৩ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৩: বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০১০-১১	৪১.২০	৩২.৩৮	৮.৮২
২০১১-১২	৪২.০৮	৩১.৯১	১০.১৭
২০১২-১৩	৪৭.৭৮	৩৫.৮২	১১.৯৬
২০১৩-১৪	৬১.৩১	৫১.০৬	১০.২৫
২০১৪-১৫	৭০.৫২	৪৭.৩৮	২৩.১৪
২০১৫-১৬	৮৩.২০	৫৫.৩৬	২৭.৮৪
২০১৬-১৭	১১১.৫১	৭৫.০২	৩৬.৪৯
২০১৭-১৮	১৪৮.৩৩	৯৫.৫৩	৫২.৮০
২০১৮-১৯	২১০.৯৪	১৪৪.২৫	৬৬.৬৮
২০১৯-২০*	১৫৩.৫০	৬৩.৯০	৯৫.৭৭

উৎসঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ।*ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

নৌপরিবহণ অধিদপ্তর

দেশের অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় এবং সমুদ্রসীমায় দুর্ঘটনামুক্ত নৌ চলাচল নিশ্চিতকরণ ও বাংলাদেশি জাহাজের বিশ্বের সকল স্থানে নিরাপত্তা, সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের বিদেশি জাহাজে নিয়োগ এবং নৌবাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে নৌপরিবহণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য এ অধিদপ্তর জনস্বার্থে প্রণীত নৌ-নীতিমালা, নৌ-আইন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ সংস্থা নৌ সংক্রান্ত আইন ও কারিগরি বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান, আই.এম.ও, আই.এল.ও, আঙ্কটাডসহ নৌসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে যোগাযোগ রক্ষা, সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কনভেনশন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রণীত কনভেনশনসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রণীত কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

নৌপরিবহন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মান অনুসারে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে এদেশের জনগণের জন্য দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এতে দক্ষ জনবল বিভিন্ন বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজে কর্মসংস্থানের ফলে প্রচুর পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। বাংলাদেশে গৃহীত মেরিটাইম পরীক্ষা এবং সনদায়ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করার ফলে আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থা (IMO) এর 'হোয়াইট লিস্টে' অন্তর্ভূক্ত বজায় রয়েছে। এতে বিশ্বের সকল দেশে বাংলাদেশী অফিসার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ এবং সনদায়ন গ্রহণযোগ্যতা অব্যাহত আছে। বর্তমানে

বাংলাদেশী প্রতিনিধি ‘আইএমও’ এর আওতাধীন International Mobile Satellite Organization (IMSO) এর মহাপরিচালক পদে নির্বাচিত হওয়ায় মেরিটাইম ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। আন্তর্জাতিক নৌপথে বাংলাদেশী জাহাজের নিরাপদ চলাচল ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য ‘লং রেঞ্জ আইডেন্টিফিকেশন ট্র্যাকিং (LRIT)’ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশী নাবিকদের বিশ্বের সকল দেশে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরে ‘সীফেয়ারার বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল’ আইডি প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। যা বাংলাদেশী নাবিকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সহজতর করছে। লেবার কনভেনশন ২০০৬ এবং সীফেয়ারার্স আইডেনটিটি ডকুমেন্ট (এসআইডি) কনভেনশন (সংশোধিত) ২০০৩ অনুসমর্থন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নৌ সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য চারটি নতুন সরকারী মেরিন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং দক্ষ ক্যাডেট ভর্তির লক্ষ্যে বছর থেকে সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত ভর্তি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

এ অধিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস হলো- নৌযানসমূহ রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, মেরিন অফিসার ও নাবিকদের যোগ্যতা সনদ, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা ফি, সাইন অন-সাইন অফ, বাতিঘর ফি, বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল আইডি কার্ড জারী, ম্যানিং এজেন্ট লাইসেন্স ফি, নৌ-আইন লংঘনের জন্য জরিমানা আদায় প্রভৃতি। ২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৪:নৌপরিবহণ অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বৎসর	রাজস্বআয়ের লক্ষ্য মাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০১০-১১	১০.২৫	১২.৫৫	৫.৫৩
২০১১-১২	১২.৭১	১৩.২৬	৫.৫৪
২০১২-১৩	১৪.২৬	১২.৯৫	১৪.৬৩
২০১৩-১৪	১৫.২৬	১৪.৪৩	১০.১২
২০১৪-১৫	১৫.৯৯	১৮.২১	৯.৩৩
২০১৫-১৬	১৭.২৯	২৯.০৩	১১.৬৩
২০১৬-১৭	১৯.৭২	৩৩.৪৬	১৬.৩৭
২০১৭-১৮	৩৭.৪৯	৩৮.৯৮	১৬.৫৬
২০১৮-১৯	৩৬.৫৪	৪৩.৮০	১৭.৫৩
২০১৯-২০*	২৭.৮৭	২৯.০৯	৮.৯৭

উৎসঃ নৌপরিবহণ অধিদপ্তর।* ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তার নিরীখে নিরাপদ নৌ চলাচল, উদ্ধারকার্য পরিচালনা এবং নৌপরিবহন ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করণের লক্ষ্যে ৪৫৫.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে (১)‘‘এস্টাবলিস্টমেন্ট অব গ্লোবাল মেরিটাইম ডিসট্রেস এন্ড সেইফটি সিস্টেম এন্ড ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম’’ এবং ৪.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে (২) ‘‘ডেভলোপমেন্ট অব মেরিটাইম লেজিসলেশন অব বাংলাদেশ’’ নামক দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ‘‘ন্যাশনাল শিপস এন্ড মেকানাইজড বোটস ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং’’ নামক একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশের অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সমুদ্র পথে চলাচলরত সকল প্রকার দেশী ও বিদেশী জাহাজের সার্বিক নৌ-নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিশীলতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন(বিএসসি) আন্তর্জাতিক নৌপথে দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধাকল্পে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিএসসি সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বমোট ৪৪টি জাহাজের মালিকানা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে বিএসসির জাহাজ বহরে ৮টি ভেসেল রয়েছে। পুরাতন ও অলাভজনক জাহাজ বিক্রির পর বিএসসি’র জাহাজ বহর ২টি লাইটারেজ ট্যাংকারের জাহাজ বহরে পরিণত হয়। চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় বিএসসি বহরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার এবং ৩টি প্রোডাক্ট অয়েলট্যাংকার যুক্ত হয়, যা বর্তমানে বাণিজ্যে নিয়োজিত আছে।

এসডিজি বাস্তবায়ন, ব্লু-ইকোনোমির ধারণা, সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১ এর বিষয় এর সাথে মিল রেখে বিভিন্ন আকার ও সাইজের বেশ কয়েকটি জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, দাতাদেশ/ সংস্থার নিকট হতে ঋণ সহায়তায় বৈদেশিক ঋণ সহায়তায় জিটুজি ভিত্তিতে ৬টি নতুন জাহাজ সংগ্রহ (২টি ক্রুড অয়েল মাদার ট্যাংকার, ২টি মাদার প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার এবং ২টি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার), ৪টি নতুন সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ, ১০টি নতুন লাইটার বাল্ক ক্যারিয়ার, ৬টি বিভিন্ন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এলএনজি ক্যারিয়ার অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

২০১০-১১ সাল থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৫: বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নীট লাভ/(লোকসান)
২০১০-১১	২৬৬.৬৬	২৬৪.৭৯	১.৮৭
২০১১-১২	২৮২.০১	২৮০.৫৫	১.৪৬
২০১২-১৩	৩২৮.৫৯	৩২৬.৯৬	১.৬৩
২০১৩-১৪	১৭১.১৪	১৬৭.৭৭	৩.৩৭
২০১৪-১৫	১৩০.০১	১২৪.৬৭	৫.৩৪
২০১৫-১৬	১১৮.৮১	১১২.০৮	৬.৭৩
২০১৬-১৭	১১৬.৫৫	১০৭.৮৯	৮.৬৬
২০১৭-১৮	১২৬.৫২	১১৪.০০	১২.৫২
২০১৮-১৯	২৩০.৩১	১৭৫.০৮	৫৫.২৩
২০১৯-২০*	১৫০.৫৬	১১১.৪৪	৩৯.১২

উৎসঃবাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। *ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (IMO) ‘আন্তর্জাতিক পেশাগত দক্ষতা মান’ অনুযায়ী গত ৩ বছরে ৭,৮১৬ জন (প্রি-সী ক্যাডেট, এনসিলিয়ারী, প্রিপারেটরী এবং বিএমএস অনার্স কোর্স) প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। জাতীয় অর্থনীতিতে মেরিনারদের বার্ষিক অবদান প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা সমপরিমান বৈদেশিক মুদ্রা। এছাড়া ২০১৬ সাল হতে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনির্ভাসিটি অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদের তিনবছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রীকে, চার বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সায়েন্স (অনার্স) ডিগ্রীতে উন্নীত করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের অংশ হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ২০১২ সন হতে ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে; প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে ফিমেল ক্যাডেটগণ দেশী-বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি South Asia’s Best Education Institute in Maritime Education in Bangladesh by South Asia Business Excellence Award (SAPSAA) 2017 অর্জন করেছে। IMO Secretary General Dr. Kitack Lim গত ২৮ আগস্ট ২০১৭ বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি এমারল্ড জুবিলী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মন্তব্য করেন যে, এই একাডেমি বিশ্বমানের মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়েছে। নৌ-শিক্ষায় পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে Tolani Maritime Institute, India এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট বাংলাদেশি নাবিকদের জন্য সরকারের একমাত্র কারিগরি নৌশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে দেশের বেকার যুবকদের নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (IMO) Standard of Training Certification and Watch keeping for seafarers (STCW) (convention) মোতাবেক প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। তাছাড়া চাকুরীরত (পুরাতন) নাবিক ও অফিসারদের বিভিন্ন শর্ট/মডেল (এনসিলিয়ারী) কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পদোন্নতির সুযোগ করে দেয়া হয়। এখান হতে প্রশিক্ষিত নাবিকগণ দেশী-বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করে উল্লেখযোগ্য পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন নাবিকদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম এর জন্য একটি রেগুলেটরী সংস্থা নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর। এ পরিদপ্তর বাংলাদেশের বন্দরে এবং বিদেশের বন্দরে যেখানে নাবিকেরা সমস্যার সম্মুখীন হয় তা নিরসনে সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় করে সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও), আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা (আই,এম,ও) এর নাবিক কল্যাণমূলক কনভেনশন ও সুপারিশ বাস্তবায়নে ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে নাবিকদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করে থাকে। দেশের বন্দরে বিদেশী নাবিকদের কল্যাণেও ভূমিকা রেখে আন্তর্জাতিক নৌ অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে।

বর্ণিত কল্যাণমূলক দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিদপ্তরটি নাবিক ও নৌ কর্মকর্তাদের সাময়িক আবাসন, বিনোদন এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকল্পে দেশের একমাত্র সরকারী সীম্যান্স হোস্টেল পরিচালনাসহ নাবিক সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা কল্পে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, দুঃস্থ অসুস্থ, মৃত, অক্ষম নাবিকদের চিকিৎসা/ পারিবারিক সহায়তা প্রদানে বিভিন্ন তহবিল পরিচালনা করে আসছে। বিদেশী নাবিকদের কল্যাণ সুবিধা প্রদানকল্পে ইন্টারন্যাশনাল সীফ্যারার্স ড্রপ-ইন-সেন্টার পরিচালনা করে আসছে। পরিদপ্তরটি সম্পূর্ণরূপে

একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরটির আয়ের উৎস হলো সীম্যান্স হোস্টেলে অবস্থানকারী নাবিকদের মধ্য হতে সীট ভাড়া বাবদ আয় এবং লেভী তহবিল হতে প্রাপ্ত আয়ের নির্ধারিত অংশ (১৫%) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান।

বিমান যোগাযোগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি)

বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে চলাচলকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল উড়োজাহাজ এর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) পালন করে থাকে। বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে চলাচলকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল উড়োজাহাজ এর সময়ানুগ, ত্বরিৎ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিএএবি বিদ্যমান বিমানবন্দর, এয়ার ট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সেবা ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে থাকে।

সিএএবি এর অধীনে বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং ২টি স্টলপোর্ট রয়েছে। কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ১২টি বিমানবন্দর ও স্টলপোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। যাত্রী স্বল্পতার কারণে ২টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর ও ২টি ষ্টলপোর্টে কোন ফ্লাইট যাতায়াত করছে না। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ২০১০-১১ অর্থবছরে থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১৬ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৬: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	সর্বমোট ব্যয় (রাজস্ব ও অন্যান্য)	নীট মুনাফা
২০১০-১১	৬৫৩.৮৯	৩১৬.৮৭	৬২৩.৮৪	৩০.০৫
২০১১-১২	৭৩১.০৫	৩৭৮.৫৪	৮৩৮.৪৪	(১০৭.৩৯)
২০১২-১৩	৭৯৫.২১	৩৩০.৩৪	৬৪৪.৫৩	১৫০.৬৮
২০১৩-১৪	১১৫০.২৯	৪২৩.৩৩	৯৭৬.৮৬	১৭৩.৪৩
২০১৪-১৫	১৪১০.৩২	৪৯৭.৬৭	১২৭৭.২২	১৩৩.১০
২০১৫-১৬	১৫০৪.১৭	৫০৬.৮৫	১২৫৬.৭৬	২৪৭.৪১
২০১৬-১৭	১৫১৮.১৪	৫৭১.৫৬	১৪২৪.১৭	৯৩.৯৭
২০১৭-১৮	১৬৫৯.৬৫	৫৯৪.১৬	১৭৬৬.০৪	(১০৬.৩৯)
২০১৮-১৯	১৬৯০.৭৯	৬২০.৭৩	১৭০৮.০০	(১৭.২১)
২০১৯-২০*	১০৯১.৮০	৪৩৭.৬৪	১১৯৭.৬০	(৫.৮০)

উৎসঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ।*ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান) বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৭টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে সার্কভুক্ত ৩টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৩টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৯টি এবং ইউরোপের ২টি গন্তব্যে বিমানের সার্ভিস অব্যাহত আছে। সারণি ১১.১৭ এ ২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ দেওয়া হলোঃ

সারণি ১১.১৭: বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা / লোকসান
২০১০-১১	৩৩৪৩.৯৩	৩৫৬৮.০৯	-২২৪.১৬
২০১১-১২	৩৮২৩.৬৭	৪৪১৭.৮৮	-৫৯৪.২১
২০১২-১৩	৩৯৫১.৮৯	৪২৩৭.৫২	-২৮৫.৬৩
২০১৩-১৪	৩৮১৬.৯৪	৪১০২.৫৬	-২৮৫.৬২
২০১৪-১৫	৪৭৭২.৭৯	৪৪৪৮.৬৫	৩২৪.১৪
২০১৫-১৬	৪৯৬৫.৫৩	৪৭৩০.০৩	২৩৫.৫০
২০১৬-১৭	৪৫৫১.৫২	৪৫০৪.৬৩	৪৬.৯০
২০১৭-১৮	৪৯৩১.৬৪	৫১৩৩.১১	-২০১.৪৭
২০১৮-১৯	৫৭৯৪.৯২	৫৫৭৭.১১	২১৭.৮১

উৎসঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড।

বিমানবহরে বর্তমানে ৪টি ৭৭৭-৩০০ ইআর, ৪টি ৭৮৭-৮০০ ইআর, ৬টি ৭৩৭-৮০০, ২টি ৭৮৭-৯২ এবং ২টি ড্যাশ-৮-কিউ-৪০০ উড়োজাহাজসহ মোট ১৮টি উড়োজাহাজ রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২৭.৬২ লক্ষ যাত্রী এবং ৩৬,০১৫ টন কার্গো পরিবহণ করে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে ভ্রমণকারী মোট ১,২৭,১৯৮ জন হজ্জযাত্রীর মধ্যে বাংলাদেশ বিমান ৬৩,৫৯৯ জন হজ্জযাত্রী পরিবহণ করেছে।

সম্মানিত যাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল বিষয়ে তথ্য অবহিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৫ সাল হতে Short Message Service (SMS) সুবিধা চালু করা হয়েছে। যাত্রীদের টিকেট ক্রয়ের সুবিধার্থে অন লাইন টিকেটের পাশাপাশি মোবাইল/ফোনের মাধ্যমে টিকেট বিক্রি চালু করা হয়েছে। টিকেটের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে বিকাশ/রকেটের মাধ্যমে বিল পেমেন্টের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বিমানের নিজস্ব জনবল দিয়ে হ্যাংগারে ৭৭৭-৩০০ ইআর এবং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজের 'সি'-চেক সম্পাদনের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও ড্যাশ ৮-কিউ ৪০০ উড়োজাহাজের 'এ' চেক পর্যন্ত সকল ধরনের মেইনটেন্যান্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস নিজস্ব প্রকৌশলী দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। বিমানের

রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও বিক্রয় ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট এবং রেভিনিউ ইন্টিগ্রিটি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বিমানের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে লাভজনক রুটে ফ্লাইট বৃদ্ধিসহ ২০১৯ সাল হতে নতুন গন্তব্য যথা-দিল্লী, মদিনা ও ম্যানচেস্টার চালু হয়েছে এবং গুয়াংজু, কলম্বো ও মালে-তে সেবা সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

দেশের সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কাজ করে থাকে। সংযোগবিহীন জনগণকে সংযুক্ত করার নিমিত্ত বিটিআরসি নতুন নতুন যেসকল প্রযুক্তি এবং নীতিমালার প্রয়োগ ঘটাচ্ছে, তা আমাদের সকলের অভীষ্ট ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তা করছে। বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বিটিআরসি সারা দেশে ইন্টারনেট, বিশেষত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ দেশের মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত উৎসাহব্যাঞ্জক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যার সংখ্যা ১৬.৬১ কোটি। সর্বমোট ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা এ সময় ৯.৯৯ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। গত ১০ বছরে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ মূল্য ৯০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পাবার ফলে দ্রুত প্রসার ঘটছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের। ব্যবসাবান্ধব নীতির ফলে বিগত কয়েক বছরে অনেক দেশীয় উদ্যোক্তা টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ করেছেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৮- তে বাংলাদেশ 4G মোবাইল প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করেছে। সারণি ১১.১৮ এ ফেব্রুয়ারি ২০২০ নাগাদ দেশে ফোন ও ইন্টারনেট গ্রাহকসংখ্যা ও টেলিঘনত্ব এবং সারণি-১১.১৯ এ বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি ১১.১৮: মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলিঘনত্ব

গ্রাহক শ্রেণি, টেলিঘনত্ব	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭ (জুন)	২০১৮ (ডিসেম্বর)	২০১৯ (ডিসেম্বর)	২০২০ (ফেব্রুয়ারি)
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৭.৩০	৮.৬৬	৯.৭৪	১১.৪৮	১২.১৯	১২.৬৪	১৩.৬০	১৫.৬৯	১৬.৫৫	১৬.৬১
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১০	০.১০	০.১০	০.০৭	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৭	০.১৪	০.১৪
ইন্টারনেট গ্রাহক (কোটি)	-	২.৮৪	৩.১০	৩.৫৫	৪.২৮	৬.৬৬	৭.৩৩	৯.১৪	৯.৯০	৯.৯৯
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব(%)	৪৪.৬০	৬০.৯০	৬৩.৯১	৭৬.৪৪	৭৮.৭৯	৮১.৪৮	৮৭.৩২	৯৬.৩৬	৯৯.২৪	৯৯.৩৪

উৎসঃবাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন।

সারণি ১১.১৯: বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা

	অপারেটর	গ্রাহক (কোটি)*
১.	গ্রামীণফোন লিমিটেড (জিপি)	৭.৫৯
২.	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিঃ (বাংলালিংক)	৩.৫৮
৩.	রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড (রবি)	৪..৯৬
৪.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টেলিটক)	০.৪৮
	মোট	**১৬.৬১**

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। *ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সারাদেশে বিটিসিএল এর টেলিফোন ক্যাপাসিটি ১৬.২৮ লক্ষ ও গ্রাহক সংযোগ ৫.৩০ লক্ষ। এসময় ৬৪টি জেলায় ১.৫ এমবিপিএস পর্যন্ত গতির এডিএসএল ইন্টারনেট সংযোগ ১৫,০০০ এবং ২ থেকে ২০ এমবিপিএস পর্যন্ত জিপন ভিত্তিক ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে প্রায় ৮,০০০টি। এছাড়া দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও ১,২০০টির অধিক ইউনিয়নে সরকারি সংযোগসহ ২ থেকে ১০০ এমবিপিএস বা তার বেশী গতির ডেডিকেটেড লিজড লাইন গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ২,৩০০ এবং সাবমেরিন ক্যাবল এর ১১০ ও টেরেস্ট্রিয়াল এর ৫০ সহ মোট ১৬০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ দিয়ে ডাটা ও ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে বিটিসিএল। তাছাড়া ৬৪টি জেলা, ৪৭৮টি উপজেলা ও ১,২১২টি ইউনিয়নে বিটিসিএল এর ২৫,০০০ কিলোমিটার অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং বাংলা ডোমেইন (.বাংলা) ও .bd ডোমেইন নিবন্ধিত হয়েছে যথাক্রমে ২,০০০টি ও ৪০,০০০টি। মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষে বিটিসিএল এর পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে বিনামুল্যে (Free) টেলিফোন সংযোগ / পূনঃসংযোগ, অত্যন্ত স্বল্পব্যয়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার ও কথা বলার

সুবিধা, লাইনরেন্ট বিহীন টেলিফোন এবং ‘টেলিসেবা’ অ্যাপ এর মাধ্যমে মুঠোফোনে সহজে অভিযোগ গ্রহণ এবং দ্রুত সমাধান।

বর্তমানে বিটিসিএল এর ‘টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আধুনিকায়ন’ প্রকল্পটি ২,৫৭৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মাধ্যমে দেশের জেলা/উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগসহ আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও দেশব্যাপী উচ্চগতির টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপিত হবে। তাছাড়া বর্তমানে ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ উচ্চগতির ইন্টারনেট ক্ষমতার সুইচিং এবং ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য এসটিএন প্রকল্প, দেশের সরকারী কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কসহ উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে ৪৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প এবং চট্রগ্রাম মিরেরসরাই অর্থনৈতিক জোনে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য প্রকল্প (৬২ কোটি টাকা) সমুহ বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে ও বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে টেলিকম নেটওয়ার্ক ও উচ্চগতির ইন্টারনেট স্থাপনের জন্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিসিএল এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সারণি ১১.২০ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.২০:বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	**লক্ষ্যমাত্রা**	**রাজস্ব আয়**	**ব্যয়**
২০১০-১১	১৫৬৬	১৬৪০	১৯৭৬
২০১১-১২	১৭৬০	২১৮৬	২২০৩
২০১২-১৩	২৪৯৮	১৭৬১	১৭৫৬
২০১৩-১৪	১৩০৬	১০০৫	১৩৮৫
২০১৪-১৫	৮৪৮	৮২১	১১০৬
২০১৫-১৬	৭৮৪	১২৪২	১৫৭৮
২০১৬-১৭	৯৮২	১২৫৮	১৪৪২
২০১৭-১৮	১১৪৮	১২৬০	১৬৫২
২০১৮-১৯	১২০০	১০৬০	১৪২৮

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড।

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর প্রাথমিক ভাবে শুধুমাত্র SEA-ME-WE-4 এর মাধ্যমে ৭.৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হবার মাধ্যমে বর্তমানে বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি দাঁড়িয়েছে প্রায় ২,৭০০ জিবিপিএস এরও বেশী। দেশের ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৬৫ শতাংশ ব্যান্ডউইড্থ বর্তমানে বিএসসিসিএল এককভাবে সরবরাহ করছে, যার পরিমাণ প্রায় ১,০০৩ জিবিপিএস। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য ২০০৯ সালের ২৭,০০০.০০ টাকা থেকে কমে ২০১৯ সালে প্রায় ৩৫০.০০ টাকায় হ্রাস করা হয়েছে।

দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের জন্য নতুন একটি সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়াম SEA-ME-WE-6 এর সাথে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বিএসসিসিএল সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। বর্তমানে SEA-ME-WE-6 সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। আশা করা যায় যে, ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ দেশকে SEA-ME-WE-6 সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে।

কার্যক্রম শুরু করার সময় হতেই বিএসসিসিএল একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের রাজস্ব আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১২ সালে আইটিসি চালু হওয়ার পর বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইথ ব্যবহার হ্রাস পায় যার প্রেক্ষিতে রাজস্ব আয় কমে যায়। পরবর্তীতে সরকারের সঠিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মূল্য হ্রাসসহ নানামুখী পদক্ষেপ নেয়ার ফলশ্রুতিতে দেশের মোট ব্যান্ডউইথ চাহিদার সিংহভাগ সরবরাহ করে বিএসসিসিএল রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়। বিএসসিসিএল এর বছর ভিত্তিক রাজস্ব আয় ও মুনাফার তথ্য সারণিঃ ১১.২১ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.২১: বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
রাজস্ব আয়	৮৩.৭৮	১২১.৪৫	১২৪.৮৪	৭৫.৩৭	৫৪.০৭	৬১.৮৬	১০৩.৬৭	১৪০.৫০	১৯৫.৫৭	১১৩.১১
নীট মুনাফা (কর পূর্ব)	৫৪.৪৮	৮৩.১৩	১০৯.৫৯	৪৮.৮১	১৩.৯০	১৭.৮৭	৩৮.৯৫	২৯.৩৯	৭৭.৯০	৪৮.৮২
নীট মুনাফা (কর পরবর্তী)	৩০.৫১	৭৪.৪৮	৮৭.২১	৩৬.২৩	১২.৯১	১৬.৫৫	৩১.৮২	৭.৩৩	৫৮.৫৮	৩৭.২২

উৎসঃ বিএসসিসিএল, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।* ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগনের কাছে ন্যূনতম ব্যয়ে নিয়মিত ও দ্রুততার সাথে ডাক সেবা প্রদান করা। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ডাক অধিদপ্তর বিভিন্ন ডাকঘর ও অন্যান্য সাহায্যকারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এই সেবা প্রদান করে থাকে।

ডাক বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে আয় ১৫২.১৩ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৪৩১.১৭ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে চিঠিপত্র ও পার্শ্বেলের সংখ্যা ৪৩.৫১ লক্ষ (ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত), সঞ্চয় ব্যাংক জমা ১২,৬৯৭ কোটি টাকা (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত), ডাক টিকিট বিক্রয় ১৭.২৮ কোটি টাকা (ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত), রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ২০.৯১ কোটি টাকা (জানুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত)।

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দেশের জনগণকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা; দেশের সকল প্রান্তে প্রতিটি নাগরিকের জন্য কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করা; জনগণের দোরগোঁড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছানো; ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সবাইকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করে সমন্বিতভাবে কাজ করা- এ ৪টি মূল উপাদান বা স্তম্ভকে সামনে রেখে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন পূরণের বিশাল কর্মকান্ড। এ স্বপ্ন পূরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানামূখী উদ্যোগ, প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক

দেশে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে। এছাড়াও, দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগ এসডিজি (SDG) লক্ষ্যমাত্রা, পঞ্চবার্ষিকী লক্ষ্যমাত্রা, ২০১৮ এর নির্বাচনী ইস্তেহারের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে। আইটি শিল্পের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

- বর্তমানে সারাদেশে ২৮টি হাই-টেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল পার্কে ফাইবার অপটিক লাইন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির সরবরাহ ব্যবস্থা, সুয়্যারেজ লাইন, অভ্যন্তরীন রাস্তা, সংযোগ সড়ক, সড়ক বাতিসহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভবন/বিজনেস স্পেস নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কালিয়াকৈরে 'বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি', যশোরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক', নাটোরে 'শেখ কামাল আইটি ইনকুবেশন এন্ড ট্রেনিং সেন্টার' এবং ঢাকায় 'জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক'সহ বিভিন্ন পার্কে ১৩.১৫ লক্ষ বর্গফুট লক্ষ বর্গফুট স্পেস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মিত স্পেসসমূহের মধ্যে ৫.৪১ লক্ষ বর্গফুট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- আইটি শিল্পের জনবলের চাহিদার দিক বিবেচনা করে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ৫৯,৬৮০ হাজার এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১,০০,০০০ তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে। বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ১৫,৩৬০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতু-বন্ধন তৈরি করছে। দক্ষমানব সম্পদ তৈরী নিশ্চিত এবং গবেষণার সুযোগ তৈরির জন্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২২টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আরো ১৫টি ল্যাব স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আইটি খাতে মানব সম্পদের চাহিদার প্রেক্ষিতে যোগান নিশ্চিত করা লক্ষ্যে নাটোরে ১টি 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' ও রাজশাহীতে ১টি 'শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর এন্ড ট্রেনিং সেন্টার' স্থাপন করেছে। আরো ১০টি স্থানে 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। নতুন উদ্যোক্তাগণ যাতে নতুন আইডিয়া বিকাশের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হতে পারে সেজন্য চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 'আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর' স্থাপন করা হচ্ছে।

- নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। আইটি শিল্পে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পার্কে স্বল্প ভাড়ায় স্পেস/ফ্লোর বরাদ্দ প্রদানসহ বিনা মূল্যে ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য ইউটিলিটি সুবিধা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, টেকনিক্যাল সাপোর্টসহ সরকারের অন্যান্য সকল প্রনোদনা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ইনকিউবেশন সুবিধা দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০০টির অধিক স্টার্টআপকে ১ বছর মেয়াদী ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন পার্কে ১ বছর মেয়াদী ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান চলমান আছে।
- আইটি খাতের কোম্পানীসমূহ যাতে বিদেশী কোম্পানীগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে সে জন্য তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ হতে ৮১ টি কোম্পানীকে আন্তর্জাতিকমানের সার্টিফিকেশন গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীগুলোর মধ্যে ৭৬ টি (2 CMMIL-5, 21 CMMIL-3, 47 ISO- 9001, 6 ISO- 27001) কোম্পানীর সার্টিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। এসব কোম্পানী দেশে-বিদেশে নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে। হাই-টেক/ সফটওয়্যার পার্কগুলোতে মোট ১০০টি-র বেশি কোম্পানীকে স্পেস বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্য হারে ফ্লোর/জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ফলে হাই-টেক পার্কসমূহে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, পার্কে নারী উদ্যোক্তাদের স্পেস বা জমি বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।
- হাই-টেক পার্কে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। সরকার বিনিয়োগকারীদের জন্য ইতোমধ্যে ১৪ ধরনের প্রণোদনা ঘোষণা করেছে।
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পার্কসমূহে পুরোদমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু হলে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০,০০০ তরুণ-তরুণী এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২,০০,০০ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও ১২টি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে চালু হওয়া হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কসমূহে ডিসেম্বর, ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১৩,০৬৬ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্ট্রাটেজিক লোকেশন নির্বাচনের মাধ্যমে হাই-টেক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণের ফলে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার পার্ক গুলোর চারপাশে নতুন নতুন টাওনশিপ গড়ে উঠছে। যার ফলে পরোক্ষভাবে আরো বিপুল লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে, যা এসডিজি (SDG) লক্ষ্যমাত্রা ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করবে।
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তৈরী বিভিন্ন হাই-টেক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কগুলোতে দেশি-বিদেশি ১১০টি প্রতিষ্ঠানকে জমি/স্পেস বরাদ্দ দেয়া হয়েছে; ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রায় ২,৪০০ কোটি টাকা। পার্কগুলোতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩২৭ কোটি টাকা বেসরকারি বিনিয়োগ হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ চালুকৃত পার্কগুলোতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে এ পর্যন্ত ২৪.১৫ কোটি টাকা আয় করেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা পৌঁছানো, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে গঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ এবং বর্তমান সরকারের লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন- আমার গ্রাম আমার শহর, তারুণ্যের শক্তি, মানসম্মত শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নানামূখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ)

সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তি হিসেবে দেশে ই-কর্মাস, ই-লেনদেন, ই-গভর্নেন্স চালুকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) মোতাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সংযুক্ত অফিস হিসাবে ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (Controller of Certifying Authorities,) কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সিসিএ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতিঃ

- ৬টি প্রতিষ্ঠানকে (১টি সরকারিসহ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এই সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব কারিগরী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে ই-টিআইএন, আরজেআরসি, a2i-তে পরীক্ষামূলকভাবে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করা হচ্ছে, বিভিন্ন ব্যাংকে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন প্রবেশপত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার করা হচ্ছে।
- সিসিএ কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের মাধ্যমে অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রমে পরিচিতি প্রতিপাদন (Authentication), তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫ ধারায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর দ্বারা ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সত্যায়নের বিধান করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯, ২০১৫ ও ২০১৮ এর কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সরকারি দপ্তরসমূহে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-গভর্নেন্সে উত্তরণের লক্ষ্যে অনলাইন কার্যক্রম, যেমনঃ সফটওয়্যার উন্নয়ন, অনলাইনে নাগরিক আবেদন গ্রহণ ও সেবা প্রদান, অনলাইনে বিভিন্ন ধরণের লাইসেন্স ও নিবন্ধন কার্যক্রম ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- এ কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ও সারাদেশের জেলা-উপজেলায় কর্মরত ২৬,১৮৬ জন সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে (২০১৯-২০, ২০১৮-১৯, ২০১৭-১৮, ২০১৪-১৫) ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।
- মেয়েদের সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে সারা দেশে ১২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক সচেতনতামূলক কর্মশালার মাধ্যমে ৮ম-১০ম শ্রেণির প্রায় ৪৪,৯৫৭ জন ছাত্রীকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক "ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতা" নামক জনসচেতনতামূলক পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের মধ্যে এ পুস্তিকা বিতরণ করা হচ্ছে।
- সিসিএ কার্যালয়ের 'পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার (পিকেআই) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পিকেআই সিস্টেমের মানোন্নয়ন করা হয়েছে। এই ল্যাবের মাধ্যমে সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে আগত মামলা তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে। বিশ্বমানের "পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেম" স্থাপনের মাধ্যমে অনলাইন লেনদেনে এবং তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ব্যবহারের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- সাইবার অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট আলামতসমূহ যথাযথভাবে জব্দকরণ, হস্তান্তর, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ ও ফরেনসিক পরীক্ষাগারে প্রেরণের জন্য চেইন অব কাস্টডি ফরম প্রবর্তন করা হয়েছে।
- পিকেআই প্রকল্পের আওতায় সরকারি বিভিন্ন কর্মকর্তাকে পিকেআই এবং ফরেনসিক বিষয়ে দেশে এবং বিদেশে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি এবং বেসরকারি কর্মকর্তা, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যকে সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সাইবার সিকিউরিটি, ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং সাইবার ফরেনসিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত এক দশকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) অবকাঠামো উন্নয়ন ও কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর মধ্যে অধিকাংশেরই বাস্তবায়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে জাতীয় ডাটা সেন্টার (Tier-3) স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সাব-স্টেশনসহ ডাটা সেন্টারের সম্প্রসারণ কাজ শেষ হয়েছে এবং ডাটা সেন্টার থেকে নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬০৭টি ডোমেইনে সর্বমোট ৮৩,১৭০ টি ইমেইল একাউন্ট কার্যকর রয়েছে এবং ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা **১২** পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- গাজীপুরের কালিয়াকৈর এ-বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-4 সার্টিফাইড) স্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ এ ডাটা সেন্টার উদ্বোধন করেন।
- 'বাংলা গভ নেট এবং ইনফো-সরকার ২য় পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮,৪৩৪টি সরকারি দপ্তরকে (মন্ত্রণালয়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সহযোগে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। সারাদেশে ৮৯৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন, ২৫,০০০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ট্যাব বিতরণ, বাংলাদেশ সচিবালয় ও আইসিটি টাওয়ারে WiFi নেটওয়ার্ক স্থাপন, ৪৮৭টি ইউএনও কার্যালয়ে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান, ২৫৪টি এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন সেন্টার এবং ২৫টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে আইসিটি সুবিধা সহজলভ্য করতে ১,০১৩টি বিদ্যুৎবিহীন ইউনিয়নে সৌর-বিদ্যুৎ সহকারে Union Information Service Centre (বর্তমানে UDC) স্থাপন করা হয়। এছাড়া ১৪৭টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে UISC-সদৃশ ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়।
- দেশের ২,৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট এবং ১,০০০ পুলিশ অফিসে Virtual Private Network (VPN) সংযোগ প্রদানের জন্য ইনফো-সরকার (৩য় পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।
- নেটওয়ার্কের আওতা বহির্ভূত দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকাসমূহের ৭৭২টি ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে 'কানেক্টেড বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।
- বিসিসিতে স্থাপিত জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (এনওসি) এর কেন্দ্রিয় মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় ১৭,৩৫৮টি দপ্তর এবং তৈরিকৃত ১৭,৩৫৮টি ফ্রি ওয়াইফাই জোনকে আনা হয়েছে। এ নেটওয়ার্কে ৯০২টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে। মনিটরিং সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত সকল সরকারি দপ্তরে এবং বাংলাদেশ সচিবালয়ে (৫০৬টি এক্সেস পয়েন্টের মাধ্যমে) ওয়াইফাই সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিসিসি হতে সফলভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মোট ২,০৭৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং-এ নেটওয়ার্ক সংযোগসহ অন্যান্য কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।
- বিসিসি'তে ৫জি টেকনোলজির ওয়াইফাই ৬, ১টি Specialized Network Lab এবং ১টি Special Effect Lab স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল ল্যাবের মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং, মোবাইল এ্যাপস, মোবাইল গেইম এবং সাইবার সিকিউরিটি, ডেটা এনালাইটিক্স ও অন্যান্য আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ই-সেবা সহজীকরণে Bangladesh National Digital Architecture (BNDA) উন্নয়ন করা হয়েছে। BNDA ব্যবহার করে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের সার্ভিস বুক অটোমেশন, ই-পেনশন সার্ভিস, BOESL এর জন্য অ্যাপস, খাদ্য অধিদপ্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জন্য অনলাইনে খাদ্যশস্য সংগ্রহের অ্যাপস, Project Tracking System ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম এবং বিসিসি কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেটে Blockchain Integration এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার এর গুণগত মান পরীক্ষা করার জন্য কোয়ালিটি টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে দেশে সফট্ওয়্যার ও হার্ডওয়্যার এর মান নিশ্চিত করা সহজ হবে।
- দেশে একটি টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম গড়ার লক্ষ্যে বিসিসি'তে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী তৈরী করা হয়েছে। উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫,৬৪৪ জন স্টার্টআপকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রকল্পের মার্কেটিং প্রমোশনের আওতায় **১০০**টি পাবলিক/ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিভার্সিটি এক্টিভেশন প্রোগ্রাম করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২৬টি স্টার্টআপকে অর্থায়নের জন্য বাছাই করা হয়েছে এবং ৫.১৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় দ্বীপ মহেশখালীতে একটি ৫০ মিটার উচ্চতার Self-supported টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। বিটিসিএল এর সহায়তায় এ দ্বীপে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদানে এ টাওয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ক্ষেত্রে ই-সেবা ও ই-কমার্স সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- বিসিসি এবং এর প্রকল্পের মাধ্যমে দুই লক্ষাধিক প্রশিক্ষণার্থীকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯-২০২০ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি) বর্তমান বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী ৭টি ডিপ্লোমা ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং ২৬টি স্বল্পমেয়াদী কোর্সের আওতায় সর্বমোট ৩৩,০৫০ জনকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপ টু উপজেলা লেভেল প্রকল্পের আওতায় ৭,৮৯০ জন শিক্ষককে মাস্টার ট্রেইনার এবং ১,১২,১৮৯ জন শিক্ষার্থীকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৫,৬৭০ জন ইউআইএসসি (পরবর্তীকালে ইউডিসি) উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- লেভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণে ৩৩,৫৬৪ জন আইটি প্রশিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে ১১,১৩১ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়াও দেশের আইটি প্রতিষ্ঠানের ৬৪২ জন মধ্যম স্তরের ব্যবস্থাপকদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-তে Advanced Certification for Management Professionals প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফেসবুকের সাথে যৌথভাবে ১৩,০০০ জনকে ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অনলাইনে দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা দেয়ার জন্য bdskills.gov.bd পোর্টাল চালু করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের প্রথম সারির আইটি কোম্পানিগুলোকে নিবিড়ভাবে নিরীক্ষা করে নির্বাচিত কোম্পানিগুলোর নির্বাহীদের ব্যবসা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত ৩১টি প্রশিক্ষণ সেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ই-গভর্নেন্স ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে ৩,০২৫ জন সরকারি কর্মকর্তাকে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে **২,২৯১** জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ সন হতে প্রতিবছর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য চাকুরী মেলার আয়োজন করা হয় এবং প্রায় পাঁচশত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জানুয়ারী ২০২০ মাসে অনুষ্ঠিত "চাকুরী মেলা ২০২০"-এ ৫০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্মসংস্থানের জন্য নিবন্ধন ও অংশগ্রহণ করে। মেলায় ২৫টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে এবং ৪০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।
- জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় জাপানিজ ভাষা, জাপানিজ বিজনেস কালচার ও আইটি এর ওপর এ পর্যন্ত ২২৮ জন সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। এ পর্যন্ত ১৬৩ জনের জাপানে এবং ৫৫ জনের বাংলাদেশে অবস্থিত জাপানী কোম্পানীতে কর্মসংস্থান হয়েছে।
- Center for Excellance গড়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যেখানে Robotic, Block chain, Internet of Things (IoT), Big Data, Data Analytics, Maching Learning, Deep Learning, 3-D Printing সহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্যে লাগসই প্রযুক্তিসমূহের বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ESCAP-এর প্রতিষ্ঠান Asian and Pacific Training Centre for ICT (APCICT) এর নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি Women IT Frontier Initiative (WIFI) পরিচালনার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৭১১ জন নারী উদ্যোক্তাকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- বিসিসি'র এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, যশোর, রংপুর ও খুলনাতে আয়োজিত ৯টি চাকুরি মেলায় ৫৬,০০০ চাকুরিপ্রার্থী অংশগ্রহণ করে। এ যাবৎ মোট ৬৫৭ জনকে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

ডিজিটাল নিরাপত্তার অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ জনবল বৃদ্ধি, মানদন্ড নির্ধারণ, আন্ত:প্রাতিষ্ঠানিক নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল হুমকি প্রতিরোধ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবাকে উৎপাদনশীল খাত হিসেবে বিকশিত হতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৬ জানুযারি ২০১৯ তারিখে একজন মহাপরিচালক ও দুইজন পরিচালকসহ এজেন্সি গঠিত হয়। দেশে সাইবার নিরাপত্তা বিধানে ২০১৯-২০ বছর থেকে চলমান কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে-

- আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি বিধিমালা ২০২০ ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভা আহবান এবং জনবল নিয়োগ বিধিমালার প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির পরিকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপনের প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি কালিয়াকৈর এ জমি বরাদ্দ গ্রহণ, অপারেশনাল কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রযুক্তি অবকাঠামো স্থাপনের কাজ হবে।
- দেশে সাইবার নিরাপত্তা বিধানে সক্ষমতা অর্জন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের আওতায় সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা অনলাইন কোর্স প্রণয়ন ও জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা হবে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিলে জনবল নিয়োগ হওয়া পূর্ব পর্যন্ত বিসিসি পরিচালিত বিজিডি ই-গভ সার্ট এর সাথে যৌথভাবে এজেন্সির ডিজিটাল নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এসডিজির লক্ষ্য অজর্নের জন্য ডিজিটাল ও অনলাইন পরিসেবা বৃদ্ধির নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যৌথভাবে কাজ করছে। একই সাথে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে যাতে অবাধ তথ্য প্রবাহ বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্থ না হয় তার প্রতিও এজেন্সি লক্ষ্য রাখছে।

এটুআই প্রোগ্রাম (a2i)

তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগের আওতায় মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ও ইউএনডিপি এর সহযোগিতায় এটুআই প্রোগ্রাম (a2i) পরিচালিত হয়। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠার সময় হতে সরকারী সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেবার লক্ষ্যে এটুআই কাজ করছে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানসহ সরকারের যাবতীয় তথ্য-সেবা ও অভিযোগ প্রতিকার বাস্তবায়নে চালু করা হয়েছে ৩৩৩ কল-সেন্টার। বাংলাদেশের যে কোন প্রান্ত থেকে বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নের সকল তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ৩৩৩ কল-সেন্টারের সূচনা হয়। কোভিড-১৯’ বিষয়ে এটুআই কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন:

- Corona.gov.bd ওয়েব পোর্টালে ৫৭ লক্ষের অধিক নাগরিক সংযুক্ত রয়েছেন।
- করোনা বিষয়ে ৩৩৩ কলসেন্টারে ১১ লক্ষেরও অধিক কল গৃহীত হয়েছে।
- ৩৩৩ কলসেন্টারের মাধ্যমে nCOVID-19 আপদকালীন ত্রাণের জন্য আগত ৩ লক্ষ নাগরিক কলের মধ্যে ১১ হাজারেরও অধিক নাগরিকের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ৪ হাজারেরও অধিক স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তার কলসেন্টারের মাধ্যমে করোনা বিষয়ে নাগরিকগণের সেবা প্রদান করছেন।
- nCOVID-19 বিষয়ক সচেতনতামূলক ৮৫৬টির অধিক কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।
- nCOVID-19 বিষয়ক সচেতনতামূলক কনটেন্টের মাধ্যমে ১১.৫ কোটিরও অধিক নাগরিককে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- nCOVID-19 আপদকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সংসদ টিভির মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং কারিগরি পর্যায়ের ৫৩০ টি ক্লাস গ্রহণ করা হয়েছে।
- nCOVID-19 আপদকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রমে ৫০০ জনেরও অধিক শিক্ষক যুক্ত রয়েছেন।
- প্রায় ৩ কোটিরও অধিক নাগরিক অনলাইন ক্লাসগুলোতে যুক্ত হয়েছেন।
- nCOVID-19 মোকাবেলায় ২৭,০০০ টিরও অধিক স্বাস্থ্যকর এবং সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে।

nCOVID-19 বিষয়ে ৩৩৩ কলসেন্টার, *৩৩৩২# কলসেন্টার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ১৬২৬৩ করোনা কলসেন্টার এবং ২৫ টি ওয়েব এবং মোবাইল এ্যাপের মাধ্যমে গৃহীত টেস্ট মাধ্যমে ৩৭ লক্ষ নাগরিকের সেলফ টেস্ট বা প্রাথমিক স্ক্রিনিং সম্পন্ন হয়েছে। যার মধ্যে বিগ ডাটা এ্যানালাইসিস-এর মাধ্যমে ১৭ হাজার জনকে প্রাথমিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং করোনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ডাক্তার কর্তৃক প্রাথমিক পরীক্ষার মাধ্যমে ২.২ হাজার জনকে তুলনামূলকভাবে ঝুকিপূর্ণ চিহ্নিত করে পরবর্তী ধাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং করোনা টেস্টের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ২২৩ জনের করোনা টেস্ট করা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সরকার আর্থ সামাজিক খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৩.৬৭ শতাংশ হারে বাজেট বরাদ্দ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করেছে। শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১.০৯ শতাংশ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৬৪.৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ দুবার জাতিসংঘ সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড লাভ করে। দেশে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে সরকার স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করছে। করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর বিস্তার রোধ ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সংক্রমিত ব্যাক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর কাঙ্ক্ষিত বিকাশ এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে গৃহীত হয়েছে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০'। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে 'জাতীয় শিশু নীতিমালা-২০১১' এবং 'বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা-২০১৮'। এছাড়া, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'Human Development Report-2019' অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৫তম।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৫৮.৭ শতাংশই কর্মক্ষম। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'Human Development Report−2019' অনুযায়ী ২০১৯ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৫তম। মানব উন্নয়ন সূচকের হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা (৭১), ভারত (১২৯), ভূটান (১৩৪), নেপাল (১৪৭) এবং পাকিস্তান (১৫২)-এ অবস্থান করছে। বিগত কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের চিত্র সারণি ১২.১ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.১ঃ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ

বৎসর	২০০০	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
সূচকের মান	০.৪৬৮	০.৫৪৫	০.৫৯২	০.৫৯৭	০.৬০৮	০.৬১৪	০.৬১৪

উৎসঃ Human Development Report−2019. UNDP

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে অধিক বিনিয়োগ অপরিহার্য। এ কারণেই সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের যথা: শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতের বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত এসব খাতসমূহে মোট বাজেটের প্রায় ২৩.৬৭ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে বিবেচনা করা হয়। তাই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে সরকার প্রতিবছর পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ দুই খাতে মোট ৮৬,৮৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৬.৬০ শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ফলশ্রুতিতে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া, প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষা ও এইডস এর বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ফলে এসব খাতেও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লেখচিত্র ১২.১ঃ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা

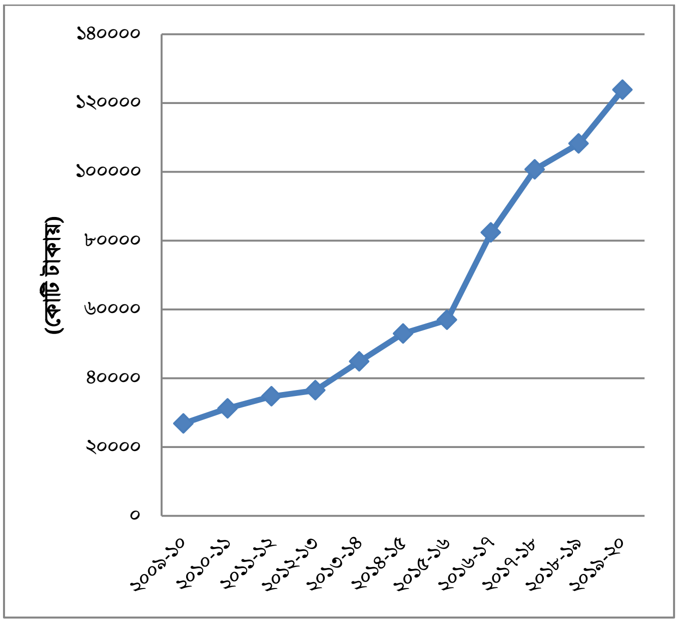

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়* তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক।

২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে লেখচিত্র ১২.১ ও সারণি ১২.২-এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.২ঃ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (পরিচালন ও উন্নয়ন) বিবরণ*

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৬১৭১	১৮৫৭৫	২০৩১৬	২১৫৬১	২৮২৭২	৩৩৪৯৯	৩৪৩৭০	৫২৯১৪	৬৫৪৪৪	৬৭৯৩৫	৭৯৪৮৮
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৬৮৩৩	৭৬১৭	৮৮৬৯	৯১৩০	৯৯৫৫	১১৫৩৭	১২৬৯৫	১৭৪৮৬	২০৬৫২	২৩৩৮৩	২৫৭৩৩
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	৫৩০	৯১১	৯২৪	৯৭৬	১০৬১	১০৬৮	১১৯৯	১৩৪৩	১৮০৩	২০০৮	২০৬৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৬৯	৬৭	৮২	১৩৪	১৯২	২২৬	৩০২	৩০৮	২৬২	২২৭	৩১৩

মন্ত্রণালয়	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২৮১২	৩৪৯৯	৩৯৬৭	৪০৯১	৪৭৩০	৫৯৬২	৭৬১৩	৯৪৩৩	১১৩৯৪	১৩৩৪৩	১৫০৮৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৪৬৫	৫৪৯	৫৬০	৫৮৩	৬৩৩	৬৮৪	৭৭৯	৮৪০	১১৫০	১৩০৯	১১৯৪
মোট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**২৬৮৮০**	**৩১২১৮**	**৩৪৭১৮**	**৩৬৪৭৫**	**৪৪৮৪৩**	**৫২৯৭৬**	**৫৬৯৫৮**	**৮২৩২৪**	**১০০৭০৫**	**১০৮২০৫**	**১২৩৮৭৪**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম একটি সুশিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ‘রূপকল্প ২০২১’ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে ‘জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০’ প্রণীত হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

বাংলাদেশের সংবিধান নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত জাতি,বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান নিশ্চিতকরণের অধিকার দিয়েছে। সে প্রেক্ষিতে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট ২৪,০৪১.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ৪নং লক্ষ্যমাত্রায় ‘সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির’ কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার উপবৃত্তি প্রকল্প, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প, দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, চাহিদাভিত্তিক সরকারি ও নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) সহ আরো কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৯,২৫৮টি (রস্ক সেন্টার, বিভিন্ন এনজিও স্কুল, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসা/মসজিদ ভিত্তিক কেন্দ্র/কওমী মাদ্রাসাসহ মোট ২৫ ধরনের বিদ্যালয়)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রী ভর্তির হার বেশী। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫:৪৫। ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ অনুসারে তা প্রায় ৪৮.৯২:৫১.০৮-এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৬-২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার সারণি ১২.৩ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৩ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লক্ষ)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)	নীট ভর্তির হার (%)
২০০৬	১৬৩.৮৬	৮১.২৯ (৪৯.৬২)	৮২.৫৬ (৫০.৩৮)	৯০.৯
২০০৭	১৬৩.১৩	৮০.৩৫ (৪৯.২৬)	৮২.৭৮ (৫০.৭৪)	৯১.১
২০০৮	১৬৭.৪৯	৮৩.২৫ (৪৯.৭০)	৮৪.২৪ (৫০.৩০)	৯০.৮
২০০৯	১৬৫.৩৯	৮২.৪১ (৪৯.৮৩)	৮২.৯৮ (৫০.১৭)	৯৩.৯

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)	নীট ভর্তির হার (%)
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫ (৪৯.৫০)	৮৫.৬৩ (৫০.৫০)	৯৪.৮
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯ (৪৯.৬০)	৯২.৯৩ (৫০.৪০)	৯৪.৯
২০১২	১৯০.০৩	৯৪.৬৩ (৪৯.৮০)	৯৫.৪০ (৫০.২০)	৯৬.৭
২০১৩	১৯৫.৮৫	৯৭.৮১ (৪৯.৯৪)	৯৮.০৪ (৫০.০৬)	৯৭.৩
২০১৪	১৯৫.৫৩	৯৬.৩৯ (৪৯.৩০)	৯৯.১৪ (৫০.৭০)	৯৭.৭
২০১৫	১৯০.৬৮	৯৩.৬৯ (৪৯.১৪)	৯৬.৯৯ (৫০.৮৬)	৯৭.৯০
২০১৬	১৮৬.০৩	৯২.২৮ (৪৯.৬০)	৯৬.৭৫ (৫০.৪০)	৯৭.৯৬
২০১৭	১৭২.৫১	৮৫.০৮ (৪৯.৩০)	৮৭.৪৭ (৫০.৬৮)	৯৭.৯৭
২০১৮	১৭৩.৩৮	৮৫.৩৯ (৪৯.২৫)	৮৭.৯৯ (৫০.৭৫)	৯৭.৮৫
২০১৯	২০১.২২	৯৮.৪৩ (৪৮.৯২)	১০২.৭৯ (৫১.০৮)	৯৭.৩৪

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আর্থ-সামাজিক নানাবিধ কারণে অনেক শিক্ষার্থীকেই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে দেখা যেত, তবে সরকারের নেয়া নানা বাস্তবমুখী কর্মসূচির ফলে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্য সারণি ১২.৪-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৪ঃ বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার

বছর	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
মোট ঝরে পড়ার হার (%)	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪	১৯.২	১৮.৮	১৮.৬	১৭.৯

উৎসঃ Annual Primary School Census-2019, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ‘৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)’ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং স্কুল সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।
- বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ৬০:৪০ অনুসরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হলো ৬৪.৫২:৩৫.৪৮।
- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরও গতিশীল, কার্যকর ও কর্মমুখী করার প্রয়াসে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি অনুমোদন এবং ‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪’ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ৭ মার্চ ২০১৭ সালে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট "উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড" গঠিত হয়েছে।

- উপবৃত্তি এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ১.৪ কোটি শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
- ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ১০৪টি উপজেলার ২৯.০৮ লক্ষ শিশুদের স্কুল খোলার দিন জনপ্রতি ৭৫ গ্রাম ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও, স্কুল ফিডিং নীতি ২০১৯ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, যার আওতায় সারাদেশে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্কুল মিল চালু করার জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া ৮-১৪ বছর বয়সী প্রায় ১০ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পিইডিপি-৪ এর আওতায় 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে ১ লক্ষ শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- ২৬,১৯৩টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালা অনুযায়ি সরকারিকরণ করা হয়েছে। জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে প্রধান শিক্ষকসহ ৫টি করে পদ সৃজন করা হয়েছে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিবেচনায় আরও ২১১টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে।
- 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৭৬৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেনী খোলা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামো সুবিধাদি

প্রাথমিক শিক্ষার গুনগতমান উন্নয়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

- চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৮,১৫০টি বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৬,৮৫৬টি বিদ্যালয়ের দরপত্র আহ্বান করে ৫,০০৪টি বিদ্যালয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৭৭৬টি বিদ্যালয়ে ৭,৩৯২টি কক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৬,৭২০টি বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে, যার ৫,৪৪০টি বিদ্যালয়ের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ১,৩৭৬টি বিদ্যালয়ে ৬,০৯৩টি কক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে ।
- পিইডিপি-৪ এর আওতায় প্রকল্প মেয়াদে ৪০,০০০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ১০,৫০০টি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ নির্মাণ করা হবে। এছাড়া ২৯,০০০টি পুরুষ ও ২৯,০০০টি মহিলা ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হবে এবং ১৫,০০০টি বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রদান

২০০৯ সাল থেকে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৯ সালের সমাপনী পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৪.৫৪ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৫.৫০ শতাংশ। এবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩.০৪ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৫.৯৬ শতাংশ।

বর্তমানে পৃথকভাবে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ না করে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বৃত্তির সংখ্যাও প্রতিবছর বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের সমাপনী পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রায় ৩৩,০০০ পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৪৯,৫০০ জনকে সাধারণ বৃত্তি অর্থাৎ প্রায় ৮২,৫০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি

দরিদ্র পরিবারের পিতা-মাতাগণ তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে অথবা পিতা-মাতার পেশায় সহযোগী হিসেবে নিয়োজিত রাখে। বহু শিশু প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বছর মেয়াদী চক্র শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে । এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ৬,৯২৩.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' ৩য় পর্যায়-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সারা দেশে মোট ১.৪ কোটি শিক্ষার্থীকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির এক, দুই, তিন এবং চার সন্তানের জন্য শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে মাসিক ৫০, ১০০, ১২৫ এবং ১৫০ টাকা হারে উপবৃত্তি পাচ্ছে। ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এই বৃত্তির হার এক, দুই, তিন ও চার সন্তানের

জন্য যথাক্রমে ১০০ টাকা, ২০০ টাকা, ২৫০ টাকা এবং ৩০০ টাকা। অন্যদিকে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত এক সন্তানের জন্য ১২৫ টাকা, দুই সন্তানের জন্য ২৫০ টাকা, তিন সন্তানের জন্য ৩৫০ টাকা এবং চার সন্তানের জন্য মাসিক ৪০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

প্রতিবছর সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে। বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্য বই তুলে দেয়া হচ্ছে। ২০১০ সাল হতে সকল শ্রেণীতে ১০০ ভাগ বই নতুন প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ১০.২৫ কোটি এবং ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ৯.৮৫ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য মোট ৩৩.৩৭ লক্ষ বই এবং প্রায় ৩৩.৩৭ লক্ষ আনুষঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। বইয়ের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চার রংয়ের নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। আগামীতে ১০০ ভাগ নতুন বই বিতরণ অব্যাহত থাকবে। ২০২০ সালে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে সারা দেশে ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদরী) শিক্ষার্থীদের মাঝে ২.৩০ লক্ষ পঠন সামগ্রী/পাঠ্য পুস্তক ১ম-৩য় শ্রেণির জন্য বিতরণ করা হয়েছে।

সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধি

ইতঃপূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য বাৎসরিক সংযোগ সময় ছিল ৫৯৫ ঘণ্টা এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য ছিল ৮৩৩ ঘণ্টা । পরবর্তীতে প্রায় ৪,০০০ দুই শিফটের বিদ্যালয়কে এক শিফটে রুপান্তরিত করা হয়। এর ফলে এক শিফটের বিদ্যালয়ে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণিতে বার্ষিক সংযোগ সময় বৃদ্ধি পেয়ে ৯২১ ঘণ্টা এবং তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণির ক্ষেত্রে ১,২৩১ ঘণ্টা হয়েছে। দুই শিফটের বিদ্যালয়ে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণি এবং তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণির ক্ষেত্রে বার্ষিক সংযোগ সময় যথাক্রমে ৬০০ ঘণ্টা এবং ৭৯১ ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ও সৃষ্টপদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষিকার আনুপাতিক হার প্রায় ৬৪.৫২ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮,১৪৭ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ২৬,৩৬৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ সৃজন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু ও বয়স্কদের জন্য কার্যক্রম

বিদ্যালয় বহির্ভুত ও ঝরে পড়া শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করার লক্ষ্যে সরকার বহুমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (২য় পর্যায়)' প্রকল্প, মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) ও সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প হচ্ছে এসব কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা

সকলের জন্য সমন্বিত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী সুশিক্ষিত, আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সরকার বিগত মেয়াদে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন করেছে। এ শিক্ষানীতির অনুসরণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তৈরির জন্য ধর্ম এবং নৈতিক শিক্ষা, দুর্নীতি, জঙ্গীবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি, এইডস ও এইচ.আই.ভি, অটিজম, মানবাধিকার, নারী ও শিশু পাচার, আইসিটি ইত্যাদি বিষয়াদি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিনামুল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে। বছরের প্রথম দিন পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়। এ দিন সারা দেশে একযোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ৩৫,৩৯,৯৪,১৯৭ পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে সর্বপ্রথম বিনামূল্যে ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে মোট ৭৫০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে মোট ৯,৫০৪টি ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঁচটি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, সাদরি, ত্রিপুরা ও গারো) ৯৭,৫৭২ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ২,৩০,১০৩টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষার প্রসার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি, ঝরে পড়া, বাল্য বিবাহ রোধ, ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা সমতা নিশ্চিতকরণ, সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত ২৪.৫১ লাখ শিক্ষার্থীর মাঝে ৪৮০.৫৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মাউশি অধিদপ্তর উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বরাদ্দকৃত অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রদান করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি জুলাই ২০১৯ সাল থেকে চালু হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমন্বিত উপবৃত্তি স্কিম এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রায় ৩৭ লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২,২১,৩৫৯ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

আধুনিক ও যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়নের নিমিত্ত জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগামের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের অপ্রতুলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ২০,০০০ বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯,৯২৭ বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। 'সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট' (সেকায়েপ)-এর আওতায় সারা দেশে গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাস কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন সময়ে সর্বমোট ৯,৪৪৭ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন সেসিপ এর মাধ্যমে এক হাজার (গণিত, ইংরেজি এবং বিজ্ঞান) শিক্ষক নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সেসিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে Guidelines for minimum construction standards শীর্ষক পলিসি ডকুমেন্টস প্রণয়ন করা হয়েছে।

'শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের মাধ্যমে ১,০৬৮টি কলেজে ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪১০টি কলেজে ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। সেসিপ এর আওতায় যে সকল উপজেলায় সরকারি স্কুল বা কলেজ নেই সে সকল উপজেলায় ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ৩২৯টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩৪৩টি বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে ২,৭২৬টি (১,৬৫০টি বেসরকারি স্কুল ও কলেজ, ১,০৭৬টি মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এম.পি.ও ভুক্ত করা হয়েছে। এখন থেকে প্রতিবছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এম.পি.ও ভুক্তির কাজ অব্যাহত থাকবে।

কারিগরি শিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে গত ১০ বছরে ভর্তির হারে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১৯ সালে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ১৬.০৫ শতাংশ। সে ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট শতকরা ২০ ভাগে উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (এনটিভিকিউএফ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। SDG ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে সমন্বিত TVET Action Plan তৈরি করা হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশে-বিদেশে চাকুরীর বাজার চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড ও টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ১০,২২৬টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন সরকারি প্রতিষ্ঠান ১১৯টি। এছাড়া, কারিগরি ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, সিলেট ও বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২০ সাল হতে সকল সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শত ভাগ নারী শিক্ষার্থীদের এবং ৭০ ভাগ গরীব, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের

মাসিক উপবৃত্তি ও বার্ষিক/সেমিস্টার ভিত্তিক বই ক্রয়ে সহায়তা করা হবে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে চীনা প্রাতিষ্ঠানিক স্কলারশিপে ডিপ্লোমা ও বিএসসি পর্যায়ে শিক্ষার্থী প্রেরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৮ সালে ৪২৮ জন এবং ২০১৯ সালে ৯৬ জন শিক্ষার্থী এই স্কলারশিপে চীন গমণ করে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষার কলেবর বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন, যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম প্রস্তুত, সুষ্ঠু তদারকি এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে ৭,৬২৪টি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা রয়েছে। নতুন ৩২৫টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১ম থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কুরআন, আকাইদ ও ফিকাহ, আরবি ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত সাধারণ আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসৃত হচ্ছে। সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবিএ'র মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, ২০১৪ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি ও ইসলামী বিষয়সমূহ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে যেমন কৃষি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষাসহ প্রতিযোগিতামূলক, আধুনিক ও জীবনমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদিত হচ্ছে।

এছাড়া, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩২২টি মাদ্রাসার প্রত্যেকটিতে ১টি প্রজেক্টর, ১টি ল্যাপটপ, ১টি ইন্টারেক্টিভ হোয়াইট বোর্ড, ১টি স্পিকার, ১টি ইউপিএস এবং ১টি মোডেম সরবরাহ কার্যক্রম চলমান আছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনকে দ্রুত, গতিশীল এবং সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে MEMIS (Madrasha Education Management Information System) সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষা

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বিগত এক দশকে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের পুরাতন প্রায় সবগুলো জেলাতেই সরকার একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৯টিতে উন্নীত হয়েছে; তন্মধ্যে ৪৬টিতে একাডেমিক কার্যক্রম চালু হয়েছে। অন্যদিকে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৫টি; তন্মধ্যে শিক্ষা কাযক্রম শুরু করেছে ৯৬টি। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে ইউজিসি কর্তৃক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ: ২০১৮-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান বিল ২০১৮ পাস হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে International Quallity Assurance Cell (IQAC) গঠন করা হয়েছে।

এছাড়া, বিডিরেন Asi@connect এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত গবেষণা নেটওয়ার্কের সাথে দেশের ৩৪টি সরকারি, ৮টি বেসরকারি, ২টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, ১২টি মেডিকেল কলেজ, ১০টি গবেষণা সংস্থা ও ৩টি সরকারি সংস্থা যুক্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইসিটি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটি সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইসিটি শিক্ষক নিয়োগ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এর জনবল কাঠামো এবং এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ প্রণয়ন করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে আইসিটি শিক্ষকদের

এম.পি.ও প্রদানের বিষয়টি উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও আইসিটি ল্যাব সংরক্ষণের জন্য কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর (সরকার প্রদত্ত কম্পিউটার ল্যাব চালু থাকলে) পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে। সেসিপ এর আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ে শিক্ষক কর্মকর্তাসহ মোট ১,৫২৮ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইসিটি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটি সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

সরকার দেশের সকল নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহের কারণে স্বাস্থ্য সেবার বিস্তার ও গুনগত মান উন্নত হয়েছে এবং সংক্রামক ব্যাধিসমূহ নিয়ন্ত্রনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কালও বেড়েছে। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা সারণি ১২.৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৫ঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৯.০	১৮.৯	১৮.৮	১৮.৭	১৮.৫	১৮.৩	১৮.১
	শহর	১৮.২	১৭.২	১৬.৫	১৬.১	১৬.১	১৬.১	১৫.৯
	গ্রাম	১৯.৩	১৯.৪	২০.৩	২০.১	২০.৪	২০.১	২০.০
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.৩	৫.২	৫.১	৫.১	৫.১	৫.০	৪.৯
	শহর	৪.৬	৪.১	৪.৬	৪.২	৪.২	৪.৪	৪.৪
	গ্রাম	৫.৬	৫.৬	৫.৫	৫.৭	৫.৭	৫.৪	৫.৪
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৪.৩	২৪.৯	২৫.৩	২৫.২	২৫.১	২৫.৫	২৫.৩
	নারী	১৮.৪	১৮.৩	১৮.৪	১৮.৪	১৮.৪	১৮.৯	১৮.৯
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৭০.৪	৭০.৭	৭০.৯	৭১.৬	৭২	৭২.৩	৭২.৬
	পুরুষ	৬৮.৮	৬৯.১	৬৯.৪	৭০.৩	৭০.৬	৭০.৮	৭১.১
	মহিলা	৭১.২	৭১.৬	৭২.০	৭২.৯	৭৩.৩	৭৩.৮	৭৪.২
শিশু মৃত্যুহার (নবজাতক, <১বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩১	৩০	২৯	২৮	২৪	২২	২১
	শহর	২৬	২৬	২৮	২৮	২২	২১	২০
	গ্রাম	৩৪	৩১	২৯	২৮	২৫	২২	২২
শিশু মৃত্যুহার (৫ বছরের নিম্নে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪১	৩৮	৩৬	৩৫	৩১	২৯	২৮
	শহর	৩৫	৩০	৩২	৩২	২৭	২৭	২৬
	গ্রাম	৪৩	৪০	৩৯	৩৬	৩৩	৩১	২৯
মাতৃমৃত্যু অনুপাত (প্রতি হাজার জীবিত জন্ম শিশু)	জাতীয়	২.০৩	১.৯৭	১.৯৩	১.৮১	১.৭২	১.৬৯	১.৬৫
	শহর	১.৯০	১.৪৬	১.৮২	১.৬২	১.৫৭	১.৩২	১.২৩
	গ্রাম	২.১০	২.১১	১.৯৬	১.৯১	১.৮২	১.৯৩	১.৯১
গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৬২.২	৬২.৪	৬২.২	৬২.১	৬২.৫	৬৩.১	৬৩.৪
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.১২	২.১১	২.১১	২.১০	২.০৫	২.০৫	২.০৪

উৎসঃ Report on Bangladesh Sample Vital Registration System-2018 & 2019

কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

গ্রামীণ জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক হলো প্রথম সেবা কেন্দ্র। বর্তমানে সারা দেশে ১৩,৯০৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে, যার প্রতিটি প্রায় ৬,০০০-৮,০০০ জনগণকে সেবা প্রদান করছে। কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক 'কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার' (সিএইচসিপি) নিয়োগপূর্বক তাঁদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পর্যাপ্ত

ঔষধ ও পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এ সকল কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়েছে।

প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন সেবা প্রার্থী একটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকেন এবং এদের ৯৫ শতাংশই নারী ও শিশু। ২০০৯ সাল থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত এসব কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে মানুষ সেবা নিয়েছে ৮৯.১৭ কোটিরও বেশী বার। এ সময়কালে ৬.৮৯ কোটিরও বেশী রোগীকে জরুরী প্রয়োজনে ও জটিলতার জন্য উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে। সারাদেশে প্রায় ৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব সেবা দেয়া হচ্ছে এবং ২০০৯ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে শুরু হওয়া এ ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৮৮,৭২১ হাজার জনের স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

টিকা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগ প্রতিরোধ করে শিশুদের বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য সরকার ইপিআই কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় ১০টি রোগ প্রতিরোধের টিকা প্রদান করা হচ্ছে- ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম ও রুবেলা, যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া। বর্তমানে সারা দেশে সকল প্রকার টিকা গ্রহণকারীর শিশুদের হার ৮৬ শতাংশ। ইপিআই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৪ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করে এবং এ অবস্থান বজায় রয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কক্সবাজারের উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলায় আশ্রিত 'জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (এফডিএমএন)' মধ্যে ডিপথেরিয়া ও হামের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা করেছে। বিভিন্ন প্রকার টিকার (MR, bOPV, OCV, Penta, PCV, Td and vitamin A) সর্বমোট ৪৮,১৪,৫২৮টি ডোজ সেপ্টেম্বর ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৮ সময়কালে 'টিকা কর্মসূচির' মাধ্যমে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের দেয়া হয়। সারণি ১২.৬ এ বছরওয়ারী ইপিআই কভারেজ এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির তথ্য দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.৬ঃ ইপিআই এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার

বছর	বিসিজি (%)	ওপিভি-১ (%)	ওপিভি-২ (%)	ওপিভি-৩ (%)	পেন্টা-১ (%)	পেন্টা-২ (%)	পেন্টা-৩ (%)	হাম (%)	সকল টিকা (%)
২০১১	৯৯.০	৯৯.০	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯.০	৯৭.৬	৯০.০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১২	৯৯.০	৯৯.০	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯.০	৯৭.৬	৯০.০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১৩	৯৫.০	৯৫.০	৯৪.০	৯২.০	৯১.০	৯৩.০	৯২.০	৮৬.০	৮১.০
২০১৪	৯৯.২	৯৫.১	৯৪.২	৯৪.০	৯১.০	৯৩.০	৯৩.০	৮৬.৬	৮১.৬
২০১৫	৯৯.২	৯৪	৯৪.৭	৯২.৭	৯২.৬	৯৩.৩	৮৬.৬	৮৬.৬	৮১.৬
২০১৬	৯৯.৫	৯৭.৮	৯৭.০	৯০.১	৯৭.৮	৯৭.০	৯০.১	৮৭.৫	৮২.৩
২০১৭	১০১.৩	১০০.১	৯৯.৩	৯৭.৯	১০০.১	৯৯.৯	৯৮.৫	৯৮.৮	৯৮.৮
২০১৮	১০০.৬	৯৯.৩	৯৮.২	৯৭.৭	৯৮.৭	৯৭.৩	৯৬.৬	৯৭.৬	৯৭.৬

উৎসঃ. Bangladesh EPI CES ২০১১, ২০১২, ২০১৩ , ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, DHIS2 ২০১৭, ২০১৮।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা

জাতীয় পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে জরুরী প্রসূতি সেবা চালু, সিএসবি প্রশিক্ষণ, নিরাপদ এম আর সেবা, বেসরকারি খাত প্রসারে উৎসাহ প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, Emergency Obstetric Care (EMOC) মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম এর প্রর্বতন, সারভাইক্যাল এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার এর আগাম সনাক্ত করণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী চিকিৎসক, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ও অন্যান্য মাঠকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় দেশের প্রতিটি জেলায় Emergency Obstetric Care চালু করেছে। EMOC সেবা সম্প্রসারণের ফলে মাতৃ মৃত্যুর হার মোট প্রসবের ০.১৭ শতাংশ এবং নবজাতক মৃত্যুর হার মোট জীবিত জন্মের হারের ২.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। দূর্গম এবং প্রান্তিক এলাকার গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি বেজড স্কিলড বার্থ এটেনডেন্ট (সিএসবিএ) এবং মিডওয়াইফদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১২,৪৮০ জন মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তিনবছর মেয়াদী

মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে এবং প্রায় ৩,০০০ মিডওয়াইফারির পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ৬০০ জন মিডওয়াইফ পদায়নের অপেক্ষায় আছে। বর্তমানে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, ৩টি সাধারণ হাসপাতাল, ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ৬৩টি মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে Comprehensive Emergency Obstetric Care (CEMOC) এবং অবশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Basic Emergency Obstetric Care (BEMOC) সেবা চালু আছে।

পুষ্টি সেবা

সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এইচপিএনএসপি'র আওতায় ২০১৭-২০২২ মেয়াদে 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)' শীর্ষক একটি অপারেশনাল প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচিটির মূল লক্ষ্য অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পুষ্টি সেবা প্রদান। দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভাস পরিবর্তন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ জীবনপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তুলতে এনএনএস কাজ করে। এছাড়া, পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে পুষ্টি হীনতা নিয়ন্ত্রণ; সম্পূরক পুষ্টির প্রবর্তন এবং মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি (Severe Acute Malnutrition) চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৩২৭টি মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি সেবা কেন্দ্র এবং ৩৯৫টি শিশু বয়স কালের সমন্বিত সেবা কর্নার (Integrated Management of Childhood Illness) এবং পুষ্টি কর্নার স্থাপিত হয়েছে।

বস্তি, গ্রামের দুর্গম এলাকা বিশেষত চর হাওড় এলাকায় জনগনের মাঝে পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য এনএনএস বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগ ও দেশী-বিদেশী বেসরকারী সাহায্য সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পুষ্টিসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক বার্তা জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রায় চার কোটি 'ভয়েস মেইল' বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম প্রতিনিয়ত চলমান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিশু, মহিলা ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

২০১৭ সালে এনএনএস, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নবজাতকের কম জন্ম ওজনের উপর পরিচালিত জরীপের ফলাফলে দেখা যায় কম জন্ম-ওজন এর শিশুর হার বর্তমানে ২২.৬ শতাংশ। পুষ্টি সেক্টরে অর্জিত সূচকসমূহের অগ্রগতি সারণি ১২.৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৭ঃ বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	২০০৭ (%)	২০১১ (%)	২০১৪ (%)	২০১৮ (%)	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২	মন্তব্য
স্বল্প ওজনের শিশু (০-৫৯ মাস)	৪১.০	৩৬.৪	৩২.৬	২২	২৫%	চলমান
খর্বাকৃতি (স্টান্টিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	৪৩.২	-	৩৬.১	৩১	২৫%	চলমান
কৃশকায় (ওয়াসটিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	১৭.৪	-	১৪.৩	৮	<১০	অর্জিত
জন্মকালীন কম ওজনের শিশু	-	-	২২.৬	-	<১৮%	চলমান
জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৪৭.১	৫০.৮	৬৯	৬০%	অর্জিত
৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৬৪	৫৫	৬৫	৬৫%	অর্জিত
গভর্বতী রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস	চলমান
কিশোরীর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-			চলমান
শিশুর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-			চলমান
রাতকানা রোগের হার	-	-	০.২		<১%	চলমান
গৃহস্থলী পর্যায়ে আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহারের হার	-	৮২	-		এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস	চলমান
ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার (৬-৫৯ মাস)	৮৮	৬০	৬২	৭৯	>৯০%	চলমান

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

স্বাস্থ্য খাতে আইটি সফলভাবে ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ল্যাপটপ এবং অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে এবং অন্যান্য তৃণমূল স্তরের কর্মীদের দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গর্ভবতী মা এবং অনূর্ধ্ব -৫ বছর বয়সী শিশু সম্পর্কিত তথ্য তালিকাভুক্তির জন্য প্রোগ্রামসমুহ সক্রিয় রয়েছে। প্রতিটি নাগরিককে একটি অভিন্ন 'স্বাস্থ্য শনাক্তকারী কোড' সরবরাহ করা হচ্ছে যা জাতীয় আইডি কার্ডের ডাটাবেসের সাথে স্থায়ী স্বাস্থ্য রেকর্ড সফ্টওয়্যার ডিজাইনের সংযোগে ব্যবহৃত হবে। জাতীয় ই-স্বাস্থ্য নীতি এবং কৌশল এর একটি খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে ভর্তি, স্বাস্থ্য খাতে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ডাক্তারদের ছুটি ও ডেপুটেশন, প্রতিটি প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর অধ্যয়ন পরিচালন সম্পর্কিত কর্মসূচি ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে।

জিডিটাল হাজিরার মাধ্যমে উপস্থিতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ডিজিটাল অফিস পরিচালনা চালু করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারী হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবা প্রার্থীরা প্রায় ৮০০টি সরকারি হাসপাতালে এসএমএসের মাধ্যমে অভিযোগ জমা দিতে বা স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে। উন্নত টেলিমেডিসিন পরিষেবা ৮২টি হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। ‘স্বাস্থ্য বাতায়ন’ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ কল সেন্টার চালু রয়েছে। টেলিমেডিসিন পরিসেবাটির পাশাপাশি ‘স্কাইপভিত্তিক টেলি-পরামর্শ’ চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এসডিজি

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ অনুমোদিত এসডিজি অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনের জন্য সচেষ্ট। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের সাথে মিল রেখে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এসডিজির লক্ষ্য এবং সূচকসমূহের সাথে মূল ধারণা এবং নীতিসহ স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিভাগীয় স্তরের কর্মশালা পরিচালনা করে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত ‘এসডিজি বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণ কমিটি’ এর সাথে মিল রেখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে ডেটা সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য অন্যান্য ইউনিট এর (ডিজিএইচএসের এমআইএস) সাথে নিয়মিত সমন্বয় সাধনের জন্য একটি ‘এসডিজি সেল’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা (এসআইআর) এবং স্বেচ্ছাসেবক জাতীয় পর্যালোচনা (ভিএনআর, ২০২০) প্রতিবেদনটি ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতির প্রতিফলন করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

COVID-19 মহামারী মোকাবেলা

করোনা ভাইরাস সংক্রমন (COVID-19) স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিটি স্তরে প্রভাব ফেলছে। এটি বিশ্বের প্রতিটি দেশে একটি প্রকট মানবিক সঙ্কট, যা আমরা গত শত বছরেও প্রত্যক্ষ করিনি। ১০ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত, মোট ২০,৬১,৫২৮ টির নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, যেখানে মোট পজিটিভ সনাক্ত হয়েছে ৩,৭৭,০৭৩ জন, মোট মৃত্যুর পরিমাণ ৫,৫০০ জন এবং মোট সুস্থ ২,৮১,৩৬৫ জন (ডিজিএইচএস)। ২০২০ সালের ১৮ মার্চ বাংলাদেশে মৃত্যুর প্রথম ঘটনাটি সনাক্ত করা হয় এবং ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত দেশে সাধারণ ছুটি কার্যকর ছিল।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য খাত National Preparation and Response Plan এর ভিত্তিতে ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে দেশে মহামারী নিয়ন্ত্রণ প্রস্তুতি শুরু করে। করোনাভাইরাস রোগের ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত জাতীয় গাইডলাইনস 2019 (কোভিড -১৯) এবং WHO Guidelines-র নির্দেশাবলী অনুসরণ করে প্রতিটি ক্লিনিক / হাসপাতালে COVID-19 এর ‘নিশ্চিত', 'সম্ভাব্য', বা 'সন্দেহজনক' ক্ষেত্রে সেবা কে দিবেন তা প্রস্তুত করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতি মুহূর্তে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তৃণমূল থেকে সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় ও পরামর্শ প্রদান করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক COVID-19 এর বিস্তার রোধ ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সংক্রমিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক COVID-19 মহামারী মোকাবেলার জন্য দুটি প্রকল্প খুব দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। দুটি প্রকল্পে মোট ব্যয় হচ্ছে যথাক্রমে ১,১২৭.০০ কোটি টাকা (বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন ৮৫০.০০ কোটি টাকা) এবং ১,৩৬৪.০০ কোটি টাকা (এডিবি’র অর্থায়ন ৮৫০.০০ কোটি টাকা) ।

করোনভাইরাস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। করোনভাইরাস রোগীদের জন্য ঢাকায় নির্দিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে এবং

আরও বেশি হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালের করোনভাইরাস রোগীদের জন্য পৃথক শয্যা সরবরাহ করা হয়েছে। কোভিড-১৯' পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে এ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ২,০০০ ডাক্তার এবং ৫,০০০ জন সিনিয়র নার্স নিয়োগ করা হয়েছে। আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে ৩৮৬ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, ২,৬৫৪ জন ল্যাব এ্যাটেন্ডেন্টসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারের প্রণোদনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে করোনা রোগীদের সেবা প্রদানের কাজে নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থকর্মীদের দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ বিশেষ সম্মানী দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

সরকারের নানা কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহনের ফলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো ১.৫৭ শতাংশ, যা বর্তমানে ১.৩৭ শতাংশ। একই সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হারও বেড়েছে। বর্তমানে ৬৩.৪ শতাংশ দম্পতি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করছে, অথচ ২০০১ সালে এ হার ছিল ৫৩.৮ শতাংশ। ২০১৯ সালের বিডিএইচএস প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০১ সালে মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা বা Total Fertility Rate (TFR) ছিলো ৩.০; বর্তমানে এই হার কমে হয়েছে ২.০৪ (উৎসঃ SVRS-2019)। ২০২২ সালের মোট প্রজনন হার ২ এ নামিয়ে আনার জন্য সরকার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে, যার অন্যতম হল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৬৩.৪ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে উন্নীত করা। এছাড়া, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং ইউনিয়ন পর্যায়েও সার্বক্ষণিক প্রসব সেবা প্রদানের কারণে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমেছে। বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার ১.৭২ থেকে কমে হয়েছে ১.৬৫ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) এবং শিশুমৃত্যুর হার ৩১ থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২৮ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)।

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশই কিশোর-কিশোরী। বিপুল এই জনগোষ্ঠীকে মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেবা কেন্দ্রগুলোকে কৈশোর বান্ধব করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, এমএফএসটিসি মোহাম্মদপুরসহ মোট ৬০৩টি (মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠানে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য কর্ণার (Adolescent Friendly Health Corner-AFHC) খোলা হয়েছে।

বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে এমসিএইচটিআই আজিমপুর, এমএফএসটিসি মোহাম্মদপুর, এমসিএইচটিআই লালকুঠি, মিরপুর এবং জেলা পর্যায়ে ৯৬টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা পর্যায়ে ৪২৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কমপ্লেক্স এর এমসিএইচ-এফপি ইউনিট, ৩,৩৮১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ১৪,৫৭৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে পরিবার কল্যাণ সহাকারী (এফডব্লিউএ)গণ ইপিআই ও এনআইডি কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যু রোধকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু এবং অসুস্থতা কমানোর লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন এমসিএইচ- সার্ভিসেস ইউনিট এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, ঢাকা, এমএফএসটিসি মোহাম্মদপুর, ঢাকা, এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মীরপুর এবং ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র EOC সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে জরুরী প্রসূতি সেবা জোরদারকরণের লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারীগণের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অদ্যাবধি ৩৫৭ জন ডাক্তারকে অবস/গাইনীর ও এনেসথেসিয়ার ওপর এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১০ জন ডাক্তার প্রশিক্ষণরত আছেন । ৭৫৪ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (এফডব্লিউভি)কে ৬ মাস মেয়াদী ওটি ব্যবস্থাপনা ও নার্সিং কেয়ার-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের (এফডব্লিউভি) ধাত্রী বিদ্যায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে মৌলিক জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২,০৬৮ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে (এফডব্লিউভি) মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে ১২১ জন প্রশিক্ষণাধীন রয়েছে। এছাড়াও অদ্যাবধি তৃণমূল পর্যায়ে নিরাপদ প্রসব সেবা প্রদান করার জন্য ১১,২৫৭ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী ও মহিলা স্বাস্থ্য সহকারীকে সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও এমআর ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য চিকিৎসক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাগণের এমআর ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, যা মাতৃ মৃত্যু ও অনিরাপদ

গর্ভপাত কমাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। অনাকাংখিত গর্ভ প্রতিরোধের জন্য সারাদেশে ইমারজেন্সী কন্ট্রাসেপটিভ পিল (ইসিপি) চালু রয়েছে। এছাড়াও অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে ১০ শয্যা বিশিষ্ট ১৮৫টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে ১০৪টির নির্মাণ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে, ৪০টি নির্মাণাধীন রয়েছে এবং বাকী ৪১টির নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের জনবল নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গেছে।

বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত

বহুবিধ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও সরকারের একার পক্ষে দেশের সব মানুষের চাহিদা মাফিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই সরকারের পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। বেসরকারি খাতে নিবন্ধিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা বিশেষত স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং ডায়রিয়ার মত সংক্রামক ব্যাধি নির্মূলে এনজিওর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস, পুষ্টি এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে । স্বাস্থ্য খাতে সরকারি, বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে, স্বাস্থ্য খাতে পিপিপি'র আওতায় মোট ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা চালু করার লক্ষ্যে উন্নত চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য। স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসারেও সরকার বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে ও পাঠ্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের কারিকুলাম হালনাগাদ, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত দেশে ৩৬টি সরকারি মেডিকেল কলেজ (আসন ৪,০৬৮টি), ১টি আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ (আসন ১২৫) ও ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজ (আসন ২৫০), ১টি ডেন্টাল কলেজ ও ৮টি ডেন্টাল ইউনিট (আসন ৫৩২), ২৮টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউশন (আসন ১,৫১৮), ৯টি মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (আসন ৮১৮), ১১টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি (আসন ২,৫৮৫) এবং ১৪টি নার্সিং কলেজ দক্ষ জনশক্তি তৈরির কাজ করছে। একই সাথে বেসরকারি খাতে মোট ৭০টি মেডিকেল কলেজ (আসন ৬,২৮১), ১২টি ডেন্টাল কলেজ ও ১৪টি ডেন্টাল ইউনিট (আসন ১,৪০৫), ২০০টি মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (আসন ১৩,৬৪২), ৯৭টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি (আসন ৮,৩৪০) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সম্প্রতি ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ, নীলফামারী মেডিকেল কলেজ, নওগাঁ মেডিকেল কলেজ, মাগুরা মেডিকেল কলেজ ও চাঁদপুর মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, গোপালগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় একটি করে ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজীতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে বিকল্প ধারার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ৭টি অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার কলেজ ও ইনস্টিটিউট চালু আছে।

নার্সিং সেবা

নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিস কার্যক্রমকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে সেবা পরিদপ্তরকে 'নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে' উন্নীত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা প্রণয়ন, জনসংখ্যার চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স/মিডওয়াইফ/নার্স গ্রাজুয়েট ও নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি এবং সরকার নির্দেশিত উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করাই এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে দেশের সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রায় ৩৩,২৮৭ জন নার্স চাকুরিতে কর্মরত আছেন।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সার্ভিসকে অধিকতর গুণগত মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে দেশের ৪৩টি সরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে আসন সংখ্যা ১,৫৮০ থেকে বৃদ্ধি করে ২,৭৩০-তে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে ১৪টি নার্সিং কলেজে ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া আরও ১৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীতকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া, ৩,০০০ মিডওয়াইফ পদ সৃজন করা হয়েছে। দেশের বিদ্যমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১,৬০০

সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ৬ মাস মেয়াদি পোস্ট-বেসিক এ্যাডভান্সড মিডওয়াইফারি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ১,২০০ জনকে সার্টিফাইড মিডওয়াইফ নামে বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন উপ-কেন্দ্রে পদায়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি, বিপিএসসির সুপারিশক্রমে দুই ধাপে মোট ১,১৪৮ জন মিডওয়াইফকে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে এ খাতে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে 'চিকিৎসা সেবা আইন' এবং 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন' প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসহ অন্যান্য তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের ল্যাপটপ ও অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিটি নাগরিককে একটি সমরূপ 'স্বাস্থ্য সনাক্তকারী কোড' প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় ই-হেলথ নীতি এবং কৌশলপত্রের খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসকদের ছুটি ও প্রেষণ, বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক উপস্থিতি রেকর্ডের পাশাপাশি ডিজিটাল অফিস ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রতিটি জেলা ও উপজেলার সরকারি হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবা গ্রহীতাগণ এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রায় ৮০০টি সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে অভিযোগ পেশ করতে কিংবা স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। 'স্বাস্থ্য বাতায়ন' নামক একটি কল-সেন্টার সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে। একটি টেলিমেডিসিন সেবার পাশাপাশি 'স্কাইপভিত্তিক টেলি-কনসালটেশন' সেবাও চালু হয়েছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

নারীর সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০' প্রণয়ন এবং এর আওতায় বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১', 'জাতীয় শিশু নীতি ২০১১' এবং 'শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩', যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা ২০১৮, শিশু একাডেমি আইন ২০১৮ এবং 'ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন ২০১৪ ও বিধিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

নারীর সুরক্ষা, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়নের পাশাপাশি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার নানাবিধ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তাসহ বিভিন্ন ধরনের ভাতাদি প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলের মাধ্যমে দরিদ্র মায়েদের মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সরকার কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর ও রাজশাহীতে মোট ৫টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালনা করছে। ঢাকার মিরপুর ও খিলগাঁও এবং গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও,কর্মজীবী মহিলাদের জন্য গাজীপুরে ৬তলা বিশিষ্ট একটি হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ এবং সহজীকরণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র আইন' এর খসড়া চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।

নির্যাতিত নারীদের আইনিসহ সকল প্রকারের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৬টি বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্যায়)-প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ মোট ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ন্যাশনাল ট্রমা ও কাউন্সেলিং সেন্টার হতে মোট ৩৩ জন এবং ন্যাশনাল হেল্প লাইন ১০৯ এর মাধ্যমে ৫৪,৫১১ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে

মনোসামাজিক কাউন্সেলিং ও সেবা প্রদান করা হয়েছে। নির্যাতনের শিকার নারীদের দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী এবং দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তা করার জন্য ৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরী প্রতিস্থিত হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২১,৬৯০টি নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের জন্য ১০টি ট্রমা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

শিশুদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসহ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে সরকার বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুস্থ শিশুদের মেধা বিকাশে ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মেয়ে শিশুদের জন্য আজিমপুর কেন্দ্র এবং ছেলে শিশুদের জন্য কেরানীগঞ্জ ও গাজীপুরে ৩টি কেন্দ্র এবং রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৩টি কেন্দ্রসহ মোট ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া ৬৪টি জেলায় এবং ৬টি উপজেলা শাখা সহ মোট ৭১টি কার্যালয়ে ১টি শিশু বিকাশ ও ১টি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪-৫+ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। শিশুদেরকে অধিক হারে পাঠে মনোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে শিশু একাডেমি থেকে ৯০০ এর অধিক শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু শ্রম ও শিশু নির্যাতন বন্ধ এবং শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা,পুষ্টি, নিরাপত্তা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের নিমিত্তে যেসকল কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-গর্ভ থেকে ৮ বছর বয়সী শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ, সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্যারেন্টিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা, হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম প্রসারণ করা, গ্রামীণ এলাকার কওমী মাদ্রাসা শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, চা বাগান ও গার্মেন্টস কর্মীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার স্থাপন ও পরিচালনা ইত্যাদি।

সমাজকল্যাণ

সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, ক্যান্সার, কিডনী এবং লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শিশু-কিশোরদের কল্যাণের জন্য ও অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনপূর্বক সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পিতৃহীন অথবা পিতৃমাতৃহীন শিশুদের লালনপালন, তাদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টি, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদনসহ শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দেশে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৪৩টি ছেলেদের, ৪১টি মেয়েদের এবং ১টি মিশ্র শিশু পরিবার রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ১০,৩০০ এবং মোট পুনর্বাসনের সংখ্যা ৫৯,৯৯০ জন। পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন ০-৭ বছর বয়সী পরিত্যক্ত শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য দেশের ৬টি জেলায় ৬টি ছোটমণি নিবাস চালু রয়েছে। ৬-১৮ বছর বয়সের দুস্থ শিশুদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানদের সংশোধনকল্পে ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৬টি সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য ৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, থানা/কারাগারে আটক মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা/চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম, সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় স্থাপন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ

ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজস্ব পরিবেশে এবং স্থানীয় শিক্ষালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪টি জেলা শহরে সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও, 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে পথশিশুদের 'Drop In Center' এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

যুব ও ক্রীড়া

যুব উন্নয়ন

যুবসমাজকে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে 'ন্যাশনাল সার্ভিস' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বর্তমান সরকারের একটি অগ্রাধিকার কর্মসূচি। কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক/যুব-মহিলাদের জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত দেশের ৩৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলা ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক ডিজাইন ও ভিডিও সম্পাদনা কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট ৬০,৩০,৭৬৭ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে একই সময়ে ২২,৩০,৭৬৭ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবদের প্রকল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির আওতায় জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৯,৫৬,১৮৭ জন উপকারভোগীকে মূল ও ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হতে ১,৯৫০.৪৬ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

যুব নীতিমালা ২০১৭ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইয়ূথ এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই সাথে ইয়ূথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স প্রস্তুতের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে জাতীয় ক্রীড়া পরিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়মিতভাবে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করে ক্রীড়া প্রতিভা নিরূপণ ও ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশেও কাজ করছে জাতীয় ক্রীড়া পরিদপ্তর। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি, ক্রীড়াক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতেও ক্রীড়া পরিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের খেলাধুলা আয়োজন ও পরিচালনার জন্য বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জামাদি প্রদান করা হচ্ছে। ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রীধারী যুবক ও যুব মহিলাদের ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে এবং ঢাকা সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে মাস্টার্স অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এর মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে।

দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও নিদর্শনসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থাপনার সংস্কার, সংরক্ষণ, জরিপ ও উৎখননের কাজ চলমান আছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত

মেহেরপুর জেলার আমঝুপি নীলকুঠিকে জাদুঘর হিসেবে চালু করা হয়েছে। কুমিল্লার কোটবাড়িস্থ ইটাখোলা মুড়া মন্দির ও বিহার এবং রূপবান মুড়া মন্দির ও বিহার দর্শনার্থীদের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ১৫টি প্রত্নস্থলে প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার, সংরক্ষণ, মেরামত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৭টি প্রত্নস্থলে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ১৪টি উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পর্যটক আকর্ষণীয় ৯টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটছে।

সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনে বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষনা ও প্রকাশনার কাজ পরিচালনা করে থাকে এবং প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে অমর একুশে গ্রন্থমালা আয়োজনসহ বিভিন্ন দিবস উৎযাপন করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। বর্তমানে ৬৪ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সিলেবাসভিত্তিক কন্ঠসংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা, চারুকলা ও তালযন্ত্র বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ৪৯৩ উপজেলাতেও ৫টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাংলাদেশের মৌলিক ইতিহাস, পুরার্কীতি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ইতিহাস ঐতিহ্য, জাতিতাত্ত্বিক, আদিবাসী সংশ্লিষ্ট, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, চারুকলা-শিল্পকলা, কারুকলা, স্থাপত্যকলা ও মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নিদর্শন, কৃতি-সন্তানদের স্মৃতি নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা-প্রকাশনা ও জাদুঘরে আগত দর্শকদের প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গ্যালারিতে উপস্থাপন করে থাকে।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থাগারের পাঠকদের চাহিদা মোতাবেক পুস্তক ও পাঠসামগ্রী সংগ্রহ এবং সরবরাহ করা, অনলাইনে পড়ার সুযোগ সম্বলিত ই-বুক, সাময়িকী, জার্নাল এবং বিভিন্ন পাঠসামগ্রী পাঠকদের নিকট পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের প্রায় ৫৫টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে তালিকাভুক্তি সনদপত্র প্রদান এবং ৬৭৬টি বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে অনুদানের বই সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৭১টি সরকারি লাইব্রেরি পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শিল্প-সাহিত্য নিয়ে নজরুল ইনস্টিটিউট কাজ করছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত নজরুল ইনস্টিটিউট মোট ৩৭টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর নথিপত্র, বই, ম্যাপ, জার্নাল, ম্যাগাজিন, গেজেট, পত্রপত্রিকা, সরকারি প্রকাশনা ইত্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিচর্যা ও তথ্যসেবা প্রদান করে থাকে। আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ১,৩৮০টি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, ৬,৭২৬টি মৌলিক প্রকাশনা ও পত্রপত্রিকা সংরক্ষণ করেছে। ১,৯১,৫৩৪ পৃষ্ঠা নথিপত্র, বই ও পত্রিকা ডিজিটাইজেশনের জন্য স্ক্যান করা হয়েছে। এ সময়ে ১,৬৩৭ জন গবেষক ও ১৯,৪৩১ জন পাঠক তথ্যসেবা সংগ্রহ করেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশ সরকার পাহাড়ি এলাকার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে তিনটি পাহাড়ি জেলায় মোট ৮৭৩.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২,০৮৪টি প্রকল্প/স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে। পাহাড়ী জনগণের উন্নয়ন এবং তাদের গৌরবময় সংস্কৃতি অক্ষুন্ন করার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং কারিগরী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সম্প্রচার কার্যক্রম

তথ্য মন্ত্রণালয় সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন প্রচার সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সার্বিক কর্মকান্ডের তথ্য সরকারের শীর্ষ পর্যায়সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়ায় এ মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরণ করা হয়। গণমাধ্যমের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪ টি প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। এ সমস্ত প্রকল্প/কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বব্যাপি গণমাধ্যমসহ যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং এর যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেই অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচন

গত এক দশকে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সরকারি, বেসরকারি বহুবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী ২০০৫ সালে দারিদ্রের হার ৪০.০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৯ সালে দারিদ্রের হার কমে দাড়িয়েছে ২০.৫ শতাংশ। দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ খাতের মাত্রা, পরিধি ও বরাদ্দ প্রতি বছর বাড়ছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণীত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষুধা নিবারণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হার ৯.৭ শতাংশে এবং অপুষ্টির হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার', 'গৃহায়ন', 'আশ্রয়ণ', 'ঘরে ফেরা', কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা

দারিদ্র্য বিমোচন যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম সূচক। সরকারি উন্নয়ন কর্মকান্ড, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বহুবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে গত এক দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী ২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০ শতাংশ। ২০১৬ সালে হ্রাস পেয়ে তা ২৪.৩ শতাংশে পৌঁছেছে। সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৯ সালে দারিদ্রের হার ২০.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এ গতি অব্যাহত রেখে ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও এখনও মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। জনসংখ্যার এই অংশকে দরিদ্র রেখে কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দূরুহ। এ কারণে দেশের সকল নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলপত্রে দারিদ্র্য বিমোচনকে রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৮ সালের বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ আগের বছরের তুলনায় তিন ধাপ এগিয়েছে। 'Human Development Index-2019' অনুযায়ী বিশ্বের ১৮৯টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৫তম। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান চার ধাপ নিম্নে অর্থাৎ ১৩৯তম ছিল।

দেশে দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি

১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey - HES) পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত আরও কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (Direct Calory Intake-DCI) পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে এসব জরিপ পরিচালনা করা হয়। দৈনিক জনপ্রতি ২,১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্য (Absolute Poverty) এবং ১,৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্য (Hard Core Poverty)

হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে প্রথমবারের মতো মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। নতুন করে এই জরিপের নামকরণ করা হয় খানা আয়-ব্যয় জরিপ (Household Income and Expenditure Survey-HIES)। ২০০০ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরিচালিত জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপে খাদ্য বহির্ভূত (Non Food) ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৬ সালে সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের গতিধারা বর্ণনা করা হলো।

দারিদ্র্য হ্রাসের গতিধারা

উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসেব অনুযায়ী ২০১০-২০১৬ মেয়াদে জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্য ৭.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে (৩১.৫% থেকে ২৪.৩%)। এ সময়ে যৌগিক হারে দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমাণ ছিল গড়ে ৪.২৩ শতাংশ। তবে পল্লী এলাকার চেয়ে শহরাঞ্চলে কম হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে (পল্লী অঞ্চল ৪.৬৮%, শহরাঞ্চল ১.৯৭%)। অপরদিকে, আগের পাঁচ বছরে (২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে) আয় দারিদ্র্য ৮.৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস কমেছে (৪০.০% থেকে ৩১.৫%)। একই সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক যৌগিক হার ছিল ৪.৬৭ শতাংশ। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০১৯ সালে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য হার ২০.৫ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য হার ১০.৫ শতাংশ।

সারণি ১৩.১: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা

	২০১৬	২০১০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০১০-২০১৬)	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)
মাথা-গণনা সূচক					
জাতীয়	২৪.৩	৩১.৫	-৪.২৩	৪০.০	-৪.৬৭
শহর	১৮.৯	২১.৩	-১.৯৭	২৮.৪	-৫.৫৯
পল্লী	২৬.৪	৩৫.২	-৪.৬৮	৪৩.৮	-৪.২৮
দারিদ্র্য ব্যবধান					
জাতীয়	৫.০	৬.৫	-৪.২৮	৯.০	-৬.৩০
শহর	৩.৯	৪.৩	-১.৬১	৬.৫	-৭.৯৩
পল্লী	৫.৪	৭.৪	-৫.১২	৯.৮	-৫.৪৬
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গ					
জাতীয়	১.৫	২.০	-৪.৬৮	২.৯	-৭.১৬
শহর	১.২	১.৩	-১.৩৩	২.১	-৯.১৫
পল্লী	১.৭	২.২	-৪.২১	৩.১	-৬.৬৩

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

১৯৯৫-৯৬ থেকে সাল ২০১৬ সাল পর্যন্ত পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপের আলোকে খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগব্যয় সারণি ১৩.২ এ বর্ণনা করা হলোঃ

সারণি ১৩.২: মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি:

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় আয়	মাসিক গড় ব্যয়	মাসিক গড় ভোগব্যয়
২০১৬	জাতীয়	১৫৯৮৮	১৫৭১৫	১৫৪২০
	পল্লী	১৩৩৯৮	১৪১৫৬	১৩৮৬৮
	শহর	২২৬০০	১৯৬৯৭	১৯৩৮৩
২০১০	জাতীয়	১১৪৭৯	১১২০০	১১০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৫	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৫	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮১	৪৫৩৭
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৩৭	৭১২৫
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯৬	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় তিনটি অনুষঙ্গই ক্রমশ বাড়ছে।
- ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাসিক নামিক আয় ছিল ৪,৩৬৬ টাকা। দুই দশকের ব্যবধানে তা ৩.৬৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে হয়েছে ১৫,৯৮৮ টাকা। আয়ের পাশাপাশি ব্যয় ও ভোগব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ছিল ৪,০৯০ টাকা, ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫,৭১৫ টাকায়। বৃদ্ধির পরিমাণ ৩.৮৪ গুন।
- অন্যদিকে, ১৯৯৫-৯৬ সালে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে ছিল ৪,০২৬ টাকা; ২০১৬ সালের জরিপে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৫,৪২০ টাকা।
- সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আয়ের চেয়ে ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধির হার তুলনামূলক বেশি।
- ২০১৬ সালে প্রথমবারের মত পল্লী অঞ্চলে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেড়েছে।

পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন এবং জিনি অনুপাত

২০১৬ এবং ২০১০ সালে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৩ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৩: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১৬			২০১০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.২৩	০.২৫	০.২৭	০.৭৮	০.৮৮	০.৭৬
ডিসাইল-১	১.০২	১.০৬	১.১৭	২.০০	২.২৩	১.৯৮
ডিসাইল -২	২.৮৩	২.৯৯	৩.০৪	৩.২২	৩.৫৩	৩.০৯
ডিসাইল -৩	৪.০৫	৪.৩৬	৪.১	৪.১০	৪.৪৯	৩.৯৫
ডিসাইল -৪	৫.১৩	৫.৫২	৫.০০	৫.০০	৫.৪৩	৫.০১
ডিসাইল -৫	৬.২৪	৬.৫৮	৬.১৫	৬.০১	৬.৪৩	৬.৩১
ডিসাইল -৬	৭.৪৮	৭.৮৯	৬.৮৮	৭.৩২	৭.৬৫	৭.৬৪
ডিসাইল -৭	৯.০৬	৯.৫২	৮.৪৪	৯.০৬	৯.৩১	৯.৩০
ডিসাইল -৮	১১.২৫	১১.৮০	১০.৪	১১.৫০	১১.৫০	১১.৮৭
ডিসাইল -৯	১৪.৮৬	১৫.৫১	১৩.৪৭	১৫.৯৪	১৫.৫৪	১৬.০৮
ডিসাইল -১০	৩৮.০৯	৩৪.৭৮	৪১.৩৭	৩৫.৮৫	৩৩.৮৯	৩৪.৭৭
সর্বোচ্চ ৫%	২৭.৮২	২৪.১৯	৩২.০৯	২৪.৬১	২২.৯৩	২৩.৩৯
জিনি অনুপাত	০.৪৮২	০.৪৫৪	০.৪৯৮	০.৪৫৮	০.৪৩১	০.৪৫২

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.৩ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে আয় বণ্টন অংশে বিভিন্ন ডিসাইলভুক্ত পরিবারে হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়টিই ঘটেছে। 'খানা-আয় ব্যয় জরিপ, ২০১৬' অনুয়ায়ী ডিসাইল ১-৫ ভুক্ত পরিবারগুলো দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করলেও, তাদের আয় সম্মিলিতভাবে জাতীয় আয়ের ১৯.২৭ শতাংশ। অথচ, ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী এই ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারে আয় ছিল জাতীয় আয়ের ২০.৩৩ শতাংশ। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নিচের ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারের মোট আয় ৬ বছরের ব্যবধানে ১.০৬ শতাংশ কমেছে।
- সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয়ও ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ২০১০ সালে তাদের আয় ছিল জাতীয় আয়ের ০.৭৮ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে ০.২৩ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ৩.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি, জিনি অনুপাত ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিবারভিত্তিক ব্যয় বন্টন (শতাংশ)

সারণি ১৩.৪ এ জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ব্যয় বণ্টন তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৩.৪: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ভোগব্যয় বণ্টন (শতাংশ)এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১৬			২০১০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
ডিসাইল-১	৩.৭	৪.০০	৩.৪৪	৩.৮৫	৪.৩৬	৩.৪০
ডিসাইল -২	৪.৯৪	৫.২৮	৪.৭৫	৫.০০	৫.৫৭	৪.৬৬
ডিসাইল -৩	৫.৮০	৬.১৪	৫.৬৭	৫.৮৪	৬.৪১	৫.৫৪
ডিসাইল -৪	৬.৬৪	৬.৯৬	৬.৫৫	৬.৬৩	৭.২২	৬.৪২
ডিসাইল -৫	৭.৫১	৭.৮১	৭.৫১	৭.৪৮	৮.০৩	৭.৩৭
ডিসাইল -৬	৮.৫৪	৮.৭৯	৮.৬০	৮.৪৮	৮.৯৭	৮.৪৮
ডিসাইল -৭	৯.৮৪	৯.৯৪	১০.০৭	৯.৭৩	১০.০১	১০.০১
ডিসাইল -৮	১১.৫৯	১১.৫৮	১১.৯১	১১.৪৯	১১.৬৩	১২.০৩
ডিসাইল -৯	১৪.৬১	১৪.১৫	১৫.২৬	১৪.৫৯	১৪.০৭	১৫.০৬
ডিসাইল -১০	২৬.৮৩	২৫.৩৫	২৬.২৩	২৬.৯০	২৩.৬৩	২৭.০৩
জিনি অনুপাত	০.৩২৪	০.৩০০	০.৩৩০	০.৩২১	০.২৭৫	০.৩৩৮

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- ডিসাইল-১, ২, ও ১০ ভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা কমেছে। অন্যান্য ডিসাইলভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১০ সালের চেয়ে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্রাস-বৃদ্ধির এই পরিমাণ অতি অল্প।
- একই সময়ে জিনি অনুপাত সামান্য বেড়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৩২১%, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ০.৩২৪%)
- শহর এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, ভোগব্যয়ের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য শহরাঞ্চলে সামান্য কমেছে। অন্যদিকে, পল্লী এলাকায় জিনি অনুপাত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আটটি বিভাগে দারিদ্র্যের হার

মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতিতে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের দারিদ্র্য হার সারণি ১৩.৫ এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৩.৫: বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার

বিভাগ	২০১৬			২০১০		
	উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
ঢাকা	১৬.০	১৯.২	১২.৫	৩০.৫	৩৮.৮	১৮.০
সিলেট	১৬.২	১৫.৬	১৯.৫	২৮.১	৩০.৫	১৫.০
চট্টগ্রাম	১৮.৪	১৯.৪	১৫.৯	২৬.২	৩১.০	১১.৮
বরিশাল	২৬.৫	২৫.৭	৩০.৪	৩৯.৪	৩৯.২	৩৯.৯
খুলনা	২৭.৫	২৭.৩	২৮.৩	৩২.১	৩১.০	৩৫.৮
রাজশাহী	২৮.৯	৩০.৬	২২.৫	২৯.৮	৩০.০	২৯.০
ময়মনসিংহ	৩২.৮	৩২.৯	৩২	-	-	-
রংপুর	৪৭.২	৪৮.২	৪১.৫	৪২.৩	৪৪.৫	২৭.৯
	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
ঢাকা	৭.২	১০.৭	৩.৩	১৫.৬	২৩.৫	৩.৮
চট্টগ্রাম	৮.৭	৯.৬	৬.৫	১৩.১	১৬.২	৪.০
সিলেট	১১.৫	১১.৮	৯.৫	২০.৭	২৩.৫	৫.৫
খুলনা	১২.৪	১৩.১	১০.০	১৫.৪	১৫.২	১৬.৪
রাজশাহী	১৪.২	১৫.২	১০.৭	২১.৬	২২.৭	১৫.৬
বরিশাল	১৪.৫	১৪.৯	১২.২	২৬.৭	২৭.৩	২৪.২
ময়মনসিংহ	১৭.৬	১৮.৩	১৩.৮	-	-	-
রংপুর	৩০.৫	৩১.৩	২৬.৩	২৭.৭	২৯.৪	১৭.২

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে দেশের অন্যান্য সকল বিভাগে দারিদ্র্য হার কমলেও রংপুর বিভাগে এ হার ২.৮ শতাংশ বেড়েছে।
- ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্য হার সবচেয়ে কম, অন্যদিকে রংপুর বিভাগে এ হার সর্বোচ্চ।
- ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্য হ্রাসের হার সবচেয়ে বেশি (৪৭.৫৪ শতাংশ)।
- খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে পল্লী অঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হার বেশি।
- চট্টগ্রাম ও সিলেটে শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ২০১০ সালের চেয়ে ২০১৬ সালে বেশি, তবে পল্লী অঞ্চলে কম।

দারিদ্র্য পরিস্থিতির চিত্র

২০১৬ সালের সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্যের হার ২৪.৩ শতাংশ। তবে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্যের রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য হার ৮.৯ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ১৩.৬ এ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্চ এবং নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য নিরসনের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১৩.৬: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা

দারিদ্র্যের রেখা	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
মধ্যম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ					
দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩
দারিদ্র্যের উচ্চ সীমারেখা (জনসংখ্যার %)	২৩.৫	২২.৩	২১.০	১৯.৮	১৮.৬
চরম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ					
দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯
দারিদ্র্যের নিম্ন সীমারেখা (জনসংখ্যার %)	১২.১	১১.২	১০.৪	৯.৭	৮.৯

উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ,পরিকল্পনা কমিশন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরী হতে উত্তরণ, টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের ভিত্তি স্থাপন করেছে। রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছানো ও চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া। রূপকল্প ২০৪১ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৪ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হবে।

জাতিসংঘ ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (এসডিজি) ঘোষণা করেছে। একে ‘এজেন্ডা - ২০৩০’ নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করার প্রত্যয়ে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য (Goals) ও ১৬৯টি লক্ষ্য (Targets) এবং ২৪১টি সূচক (Indicators) নিয়ে এসডিজি ঘোষিত হয়েছে। বাংলাদেশে এসডিজি’র কার্যক্রম সঠিকভাবে পর্যালোচনার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মুখ্য এসডিজি সমন্বয়ক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছে।

যথাযথভাবে এসডিজি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য ‘Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective’ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তা প্রাক্কলনের জন্য ‘SDG Financing Strategy: Bangladesh Perspective’ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করা

হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি জাতীয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো 'National Monitoring and Evaluation Framework of SDG's: Bangladesh Perspective' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামাঞ্জস্য রেখে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক পরিকল্পনা 'Action Plan to Implement SDGs through FYPs' প্রনয়ণ করা হচ্ছে। বিগত তিন বছরে এসডিজি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে 'Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report-2018' শীর্ষক আরেকটি বই প্রকাশ করা হয়েছে। এতে এসডিজি বাস্তবায়নে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।

চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে বাংলাদেশ সরকার এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৮ শতাংশ। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বেশ কিছু কার্যক্রম সরকার পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার', 'আশ্রয়ণ', 'গৃহায়ন', 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা এবং সেই সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Security Strategy) প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। মূল শ্রেণিভিত্তিক কর্মসূচিগুলো হলো: (ক) শিশুদের জন্য কর্মসূচি, (খ) কর্ম উপযোগী নাগরিকদের জন্য কর্মসূচি, (গ) বয়স্কদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা, (ঘ) প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি এবং (ঙ) ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচি।

বর্তমানে যে সব মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তাদের পাঁচটি গুচ্ছে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গুচ্ছ গুলো হলো: (ক) সামাজিক ভাতা; (খ) খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা; (গ) সামাজিক বীমা; (ঘ) শ্রম/ জীবিকায়ন এবং (ঙ) মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন। প্রতিটি গুচ্ছের সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকবে একটি লীড মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব কর্মসূচিগুলোর নকশা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। গুচ্ছের বিষয়বস্তুর সাথে বলিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে এমন একটি মন্ত্রণালয় ঐ গুচ্ছ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বয়স্ক ভাতা খাতে ২,৬৪০ কোটি টাকা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ১,০২০ কোটি টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৩,৩৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্রঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ খাতে চলতি অর্থবছরে মোট ১০৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে পিকেএসএফ এর আর্থিক পরিসেবা কর্মসূচি বাবদ ৭৮৫ কোটি টাকা, এসডিএফএর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাবদ ২৩৫ কোটি টাকা এবং মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান ক্ষুদ্রঋণ বাবদ ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

উপরি-উক্ত উদ্যোগসহ আরও কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ সারণি ১৩.৭ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৭ সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	২০১৯-২০ (মূল বাজেট)
নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম	৩২১৬১.৪৩	৩৪৪১৪.৪৪
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহঃ সামাজিক নিরাপত্তা	১১৭৫৪.১১	১৪৫২৮.৭৫
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, সামাজিক ক্ষমতায়ন	৬৭৮	১০৮৪
বিভিন্ন তহবিল, সামাজিক ক্ষমতায়ন	৭৫৭.২৫	৭৯২.৪৫
বিভিন্ন তহবিল ও কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা	১৪২৪.২৬	২৬১৫.৬৭
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প	১৭০৩৬.৩২	১৮৫৩৯.৮০
নতুন উন্নয়ন প্রকল্প	১৭৬২৯.১৬	২০৯৩১.৬২
মোট	**৬৪,৪০৪**	**৭৪,৩৬৭**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, খোলা বাজারে পণ্য বিক্রিসহ নানাবিধ কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার নগদ অর্থ সহায়তাও প্রদান করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রমে ৩৪,৪১৪.৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর হতে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। শুরুতে প্রতি ওয়ার্ডের ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। পর্যায়ক্রমে ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সমাজের দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যাদের বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর বা তদুর্ধ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬২ বছর বা তদুর্ধ তারা এ কর্মসুচির আওতায় আসতে পারেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ জন হতে বৃদ্ধি করে ৪৪ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন। এ কর্মসূচির মোট ভাতাভোগীর প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ২১ লক্ষ জন বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ নারী।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর নারীর সামাজিক সুরক্ষা ও তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে 'বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা' কর্মসূচি চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় ৪.০৩ লক্ষ জন নারী মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা পেতেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ জন হতে বৃদ্ধি করে ১৭ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন।

দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান চালু করা হয়। এর আওতায় মূলত পল্লী এলাকার দরিদ্র মায়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। আগে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হতো। চলতি অর্থবছর থেকে দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া, ভাতা প্রদানের মেয়াদও ২৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৩৬ মাস করা হয়েছে। পাশাপাশি ভাতা গ্রহিতার সংখ্যা ৭ লক্ষ জন থেকে বাড়িয়ে ৭.৭০ লক্ষ জন করা হয়েছে।

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলঃ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর গার্মেন্টস এলাকা এবং দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। ইতঃপূর্বে একজন মাকে মাসে ৫০০ টাকা করে ২৪ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা প্রদান করা হতো। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভাতার পরিমাণ ও মেয়াদ দু'টিই বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে একজন মাকে মাসে ৮০০ টাকা করে ৩৬ মাস

পর্যন্ত এ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২.৭৫ লক্ষ জন করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রা মানোন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধারা মাসিক ১২ হাজার টাকা করে সম্মানী পাচ্ছেন। এছাড়া, একই হারে বছরে দুটি উৎসব ভাতাও দেয়া হচ্ছে। খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠদের ৩৫ হাজার টাকা, বীর উত্তমদের ২৫ হাজার টাকা, বীর বিক্রমদের ২০ হাজার টাকা এবং বীর প্রতিকদের ১৫ হাজার টাকা করে মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা হারে মহান বিজয় দিবস ভাতা এবং সকল মুক্তিযোদ্ধার অনুকূলে মূল ভাতার ২০ শতাংশ হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৩,৩০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৩৭টি জেলায় ৮৪,১০৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে G2P পদ্ধতিতে সম্মানি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতাঃ মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৫৬.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৩৮.২৫ কোটি টাকা এ কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১০ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতাঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে গৃহীত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তারই ধারাবহিকতায় ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে চালু করা হয়।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচিঃ এ কর্মসুচির আওতায় শুরুতে ১ লক্ষ ৪ হাজার ১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ জন হতে বৃদ্ধি করে ১৫ লক্ষ ৪৫ হাজার জনে উন্নীত করা হয়েছে, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৭৫০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন ।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি : প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ে যাতে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয় এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসুচি' চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১২,২০৯ জন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে মাসিক ৭৫০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা ও ১৩০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর সংখ্যা ৯০ হাজার জন হতে বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টঃ সরকারি এতিমখানার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় বসবাসরত এতিম শিশুদের কল্যাণে সরকার সহায়তা করে আসছে। ক্যাপিটেশন গ্রান্টস হিসেবে এ অনুদান প্রদান করা হয়। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০ জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ এতিমের লালন পালনের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩,৮৮৬টি বেসরকারি এতিমখানায় ৯৬,২৫০ জন নিবাসীকে ভরণপোষণের জন্য জনপ্রতি ২০০০ টাকা হিসেবে (জুলাই ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত) ২৩২.৫০ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করা হচ্ছে।

বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি: ২০১২-১৩ মেয়াদকালে বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে তাদের জীবনমান সাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করার নিমিত্ত এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। পাইলট হিসেবে দেশের ৭টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, যশোর, নওগাঁ ও হবিগঞ্জ জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে মোট ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৯.২৩ কোটি টাকা এবং উপকারভোগীদের সংখ্যা ১০ হাজার জন।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি: অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা এ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি দুটি একত্রে ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে 'অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি বাবদ ৫৭.৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত হিজড়া সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোত ধারায় নিয়ে আসতে সরকার কাজ করছে। হিজড়াদের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রথমবারের মত ৭টি জেলায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে দেশের সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭,৬৫০ জন হিজড়াকে সহায়তার লক্ষ্যে ৫.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতিঃ

ওএমএস কর্মসূচিঃ নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী (চাল ও আটা) বিক্রয় করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি/২০২০ পর্যন্ত) এ কর্মসূচিতে ০.০৮ লাখ মে.টন চাল ও ২.০৩ লাখ মে.টন গমের ফলিত আটা বিতরণ করা হয়েছে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে ১,৪৯৮.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ভিজিএফঃ সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দারিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে ২ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১,৪৯,৯৮০.৯০ মেঃ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

টি আরঃ এই কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে ১,৫৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে হতে ১ম পর্যায়ে মোট ৮৮১.৫৭ কোটি টাকা এবং ২য় পর্যায়ে ৫১৮.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

জিআরঃ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি নগদ অর্থ হিসেবে জিআর সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিআর হিসেবে ৯৮.৯৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ পল্লী অঞ্চলে অতিদরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে সারাদেশে এ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো (ক) বাংলাদেশের অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি (খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এবং (গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের জন্য ৮২১.৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় কার্যক্রমঃ

করোনাভাইরাসের ফলে অর্থনৈতিক স্থবিরতাজনিত কারণে সাময়িক দারিদ্র্য দূরিকরণে সরকারি প্রণোদনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ্য

জন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও করোনাভাইরাসের কারণে কর্মহীনতা ও আয়ের সুযোগ হ্রাস হতে অতি দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে সারাদেশে ৫০ লক্ষ উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেককে ২,৫০০ টাকা করে নগদ অর্থ বিতরণ কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে নানা ধরনের ভাতা ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যেই সরকার তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখেনি। অধিকন্তু সরকার বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে মোট ৭৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৬০টি চলমান প্রকল্প এবং অবশিষ্ট ১৩টি প্রকল্প নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২০,৯৩১.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত কয়েকটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে এ পর্যন্ত ১,৯১৭টি প্রকল্প গ্রাম তৈরীপূর্বক ১,৫৪,২৩৮টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে ১,৪৩,৭৭৭টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২,৯৮,২৪৯টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে। ভবিষ্যত পরিকল্পনা অনুযায়ী সারাদেশের ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রণয়নের কাজ সমাপ্তপূর্বক দেশের সমস্ত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের গৃহ প্রদানের কাজ বৃহত্তর পরিসরে শুরু করা হবে।

গৃহায়ন তহবিল

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকরণ তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন তহবিলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তহবিল থেকে গৃহ প্রতি ১,৩০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা অর্থাৎ এনজিওগুলো এ তহবিল থেকে মাত্র ১.৫০ শতাংশ সরল সুদে ঋণ গ্রহণ এবং ৫.৫০ শতাংশ সরল সুদে সর্বোচ্চ ৩ থেকে ১০ বছর মেয়াদে সুবিধাভোগীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ করে থাকে। ৬১৬টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪০৪টি উপজেলায় গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৩৪৭.৯৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৮২,৪৯৬টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং মোট ৪,১২,৪৮০ জন দরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়েছে।

গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম ছাড়াও দরিদ্র নারী শ্রমিকদের আবাসনের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাভারের আশুলিয়ায় একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে ৭৪৪ জন মহিলা শ্রমিক আবাসিক সুবিধা পাবেন।

উল্লিখিত কার্যক্রম ব্যতীত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালিত 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচিতে গৃহায়ন তহবিল থেকে ২.০০ কোটি টাকা মঞ্জুরি প্রদান করেছে। শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ও নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় দুটি শ্রমিক হোস্টেল নির্মাণে গৃহায়ন তহবিল ২৫.০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। গৃহায়ণ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি এ তহবিল হতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের মাঝে ১০.৮৪ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করেছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১' এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কর্ম - পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রকল্পের এবং বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

আমার বাড়ি আমার খামার

'আমার বাড়ি আমার খামার' একটি স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন মডেল। প্রতিটি বাড়িকেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য থেকে ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় এক একর জমির মালিক, সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজন স্বীকৃত মানুষই এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট-১ এবং অভীষ্ট-২ এ 'সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান' 'ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন, টেকসই

কৃষির প্রসার' এবং অভীষ্ট-৫ এ 'নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি সকল জেলার সকল ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো নিজস্ব স্থায়ী পুঁজি সৃষ্টি ও তার স্থায়ী ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সারা দেশে ১,১৫,৪২২টি সমিতি গঠন করা হয়েছে। এসব সমিতির মাধ্যমে মোট ৫০.৪৫ লক্ষ পরিবারের ২.৫২ কোটি দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন। প্রকল্পের অধীনে প্রতি গ্রামে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য ও সবজি চাষ এবং নার্সারির ন্যায় জীবিকায়ন খামার গড়ে উঠেছে।

প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২১ সালের মধ্যে ৫৫ লক্ষ পরিবার তথা ২.৭৫ কোটি মানুষ স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও তার স্থায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্যে সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। ৪৮৫টি উপজেলায় ৪৮৫টি শাখার মাধ্যমে এ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) - ৩য় পর্যায়

দেশের দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে (০১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) মোট ১৪,৩০,১৬৩ জন সমবায়ীকে (নারী-পুরুষ উভয়) বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটির সাংগঠনিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে: সমিতি গঠন ১০,০৩৫ টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি ১৪,৫০,০০০ জন। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ৭,৮৪৫ টি সমিতি গঠন এবং ৭,০৮,৪৯৭ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে ১,৪৯,৪১২ জনকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তর

দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপি একটি পরীক্ষিত ও স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। বর্তমানে সারা দেশে মোট নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৭৭,৯৩০টি। তন্মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৭৬,৭১৭টি, কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা ১,১৯১টি এবং জাতীয় সমিতির সংখ্যা ২২টি। সমবায় সমিতিগুলোর সর্বমোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১২,৪৩,১০০ জন, পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১,৭৪৪.০৩ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ প্রায় ৮০৬৭.৭৫ কোটি টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১৪,২১৩.৯১ কোটি টাকা। সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০১টি। এ সমিতির শেয়ার মূল্ধন ৬৩.৭৭ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৭৮.৮৮ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে সমবায় কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে 'উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনমান উন্নয়ন' প্রকল্প এবং 'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গংগাচড়া উপজেলার ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অঙ্গীকার। এ লক্ষ্য অর্জনে পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারি পর্যায়ে অন্যতম বৃহৎ অংশীদার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে বিভিন্নমুখী উন্নয়ন প্রকল্প বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়। বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১১৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি সারাদেশে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড ভিত্তিক এডিপিভুক্ত ৫টি প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হচ্ছেঃ ক) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩; খ) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি; গ) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি ঘ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি এবং ঙ) গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প। এছাড়া, বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ঋণ কার্যক্রমসহ ১৫টি কর্মসূচি চলমান আছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিআরডিবি ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ১৭,৪৫৭.০৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময় পর্যন্ত ১৫,৯৫৮.০৪ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বার্ড পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। সাম্প্রতিক সময়ে বার্ড জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নসহ নানা বিষয়ে গবেষণা করছে। ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত বার্ড ৭০১টি গবেষণা পরিচালনা করেছে। সংস্থাটি বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ, নারী শিক্ষা, পুষ্টি উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে ১২টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

১৯৭৪ সালে পল্লী উন্নয়ন (আরডিএ) বগুড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানটির মূল কাজ। একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। মার্চ ২০১৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত আরডিএ ৫৫৪টি ব্যাচে ২২,৫৫৫ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ৫,৬৮,৮৭৭ জন এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আরডিএ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ‘পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট’ কোর্স চালু করা হয়েছে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ৯২ জন এই ডিগ্রী অর্জন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। মার্চ ২০১৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত আরডিএ-তে মোট ১৩টি গবেষণা সম্পন্ন করেছে এবং শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৪৭৬টি গবেষণা ও ৪২টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে ৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প চলমান আছে।

এছাড়া, সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে চর এলাকার দারিদ্র ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী এবং জামালপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার উন্নয়নে দুটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প দুটির মাধ্যমে মোট ৪১,০০০ জন দরিদ্র মানুষ উপকৃত হবে। এছাড়া, কৃষি জমি সাশ্রয়, পল্লী এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও গ্রামাঞ্চলে উন্নত আবাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আধুনিক সকল সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট ‘পল্লী জনপদ’ নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পটি একাডেমি বাস্তবায়ন করছে। ‘পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন’ শীর্ষক আরেকটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প আরডিএ বাস্তবায়ন করছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পিডিবিএফ পল্লীর সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করছে এবং প্রয়োজনীয় ঋণ ও অন্যান্য সহযোগিতার দ্বারা টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করছে। পিডিবিএফ ৫৫টি জেলায় ৩৫৭টি উপজেলার ৪০৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণের সুফলভোগী সদস্যেদের ক্রমপুঞ্জিত ১১,৮৩১ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে সংগঠিত সুফলভোগী সদস্য সংখ্যা ক্রমপুঞ্জিত ২৬,৫০,০০০ জন।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএসডিএফ)

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনই এর প্রধান লক্ষ্য। ২০০5 সালে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে এবং ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ হতে শুরু হয়ে দু’টি প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন বৃদ্ধিসহ বর্তমানে ৩৬টি জেলার ১৭৪টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় প্রকল্পসহ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে গ্রাম পর্যায়ে ৬,৮২১টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,০৭,০৬০ জন পুরুষ/ মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। এ সকল সদস্যকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ন-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে এ যাবত মোট ১,০০৪.১৯ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়। একই সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ৮৪৬.৯৫ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৭ ভাগ। সদস্যগণ ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে এ যাবত মোট

৮৪.৩১ কোটি টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছেন। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের শতকরা ৯৪ ভাগই মহিলা।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১২ সালে এর নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)'। একাডেমিটি মূলত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এছাড়া, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এবং বিত্তহীন ও বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে বাপার্ড প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। শুরু থেকে অর্থাৎ ২০০১-০২ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ৩৮,২৬০ জন সুফলভোগী এবং সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বেকারদের আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম

দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে সারা দেশে ২৪৮টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি

ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৫,৮২,৯৬৫ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৫,৮৯৮.১৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত ৫,৩৬৯.৩৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা অবসর প্রাপ্ত/ কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা (শিকাশ্র)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ব্যাংক কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসর প্রাপ্ত শ্রমিক/কর্মচারীদের পুনরায় আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসূচিটির আওতায় ১৯,৮৮৯ জন শ্রমিক/কর্মচারীকে ১১০.৩৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে ১০০.৯৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (কৃভিশি)

অর্থ বিভাগের সহযোগিতায় কর্মসংস্থান ব্যাংক ঘুর্ণায়মান তহবিলের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৬৮.৮০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এতে কৃষিভিত্তিক শিল্পে নিয়োজিত ২,৩৮৭ জন উদ্যোক্তা সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণদান কর্মসূচি শুরু করে। তাছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম কর্মসূচিটি চালু করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত এ দু'টি কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট ৩১,২৪২ জন উদ্যোক্তার মাঝে ৪৭৪.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৮ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১৩.৮: কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্য

(কোটি টাকা)

	কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার (%)	সুবিধাভোগী (জন/সংখ্যা)	কর্মসংস্থান সৃষ্টি (জন/সংখ্যা)
১	নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি	৫৮৯৮.১৯	৫৬৬৪.৩৫	৫৩৬৯.৩৭	৯৫	৫৮২৯৬৫	২১০৪৫০৩
২	বিশেষ কর্মসূচিঃ						
	ক) শিকাশ্র ঋণ কর্মসূচি	১১০.৩৭	১০৮.৭৮	১০০.৯৯	৯৩	১৯৮৮৯	৭১৭৯৯
	খ) কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ কমসহায়তা	৬৮.৮০	৭৮.৯০	৭৬.৫৩	৯৭	২৩৮৭	৮৬১৭
	গ) বাংলাদেশ ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচী	৪৭৪.০০	৩১৩.৬৩	৩০৪.৩২	৯৭	৩১২৪২	১১২৭৮৪

	কর্মী ঋণ ও অন্যান্য	১২৮.৬৫	৫১.৭৯	৫১.৭০	১০০	৪৮৫০	১৭৫০৯
	সর্বমোট	৬৬৮০.০১	৬২১৭.৪৫	৫৯০২.৯১	৯৫	৬৪১৩৩৩	২৩১৫২১২

উৎসঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে। সারা দেশে ২৭৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সংস্থাটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পিকেএসএফ বিভিন্ন খাতে মোট ৪,১৩৭.০০ কোটি টাকা আর্থিক পরিসেবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে মোট ১,৯৯৬.৮১ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময়ে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের আর্থিক পরিসেবার পরিমাণ ২৯,৬৯৬.০৯ কোটি টাকা। ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে মোট ৩৬,৭৪৩.৬৯ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করেছে। বর্ণিত সময়ে সহযোগী সংস্থাগুলো সদস্য পর্যায়ে ৩,৮৬,৯৬১.৬০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। পিকেএসএফ আর্থিক পরিসেবা কার্যক্রম ছাড়াও সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচন তথা মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে।

তৃণমুল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ‘দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি’ নামক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ৬৪ জেলার ১৬৬টি উপজেলার ২০২টি ইউনিয়নে কর্মসূচির কার্যক্রম চলমান আছে। কর্মসূচির আওতায় ১১৫টি সহযোগী সংস্থার ৩৭৫টি শাখার মাধ্যমে ১২.৬১ লক্ষ খানার প্রায় ৫৭.৮৪ লক্ষ সদস্যকে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পিকেএসএফ ও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর যৌথ অর্থায়নে জানুয়ারি ২০১৫ হতে ছয় বছর মেয়াদি PACE (Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যে উদ্যোক্তাদের আর্থিক পরিসেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি উপ-খাত উন্নয়নে ভ্যালু চেইন কর্মকান্ড পরিচালনা ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পিকেএসএফ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (BCCRF)-এর অর্থায়নে কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP) এর আওতায় দেশের উপকূলীয় এলাকা, বন্যা এবং খরা দূর্গত ১৫টি জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। বয়স্ক লোকদের জীবনমান উন্নয়ন তথা সার্বিক কল্যাণে পিকেএসএফ ‘প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন করছে। দেশের সকল জেলার ২২১টি ইউনিয়নের ৪.১০ লক্ষ প্রবীণ এ কর্মসূচির আওতায় নানা ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন।

স্বল্প আয়ের মানুষের উন্নত আবাসন তৈরির লক্ষ্যে নতুন বাড়ি নির্মাণ, পুরাতন বাড়ি সংস্কার এবং সম্প্রসারণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সংস্থাটি ‘লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ১৩টি নির্বাচিত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়নে ‘কৃষি ইউনিট’ এবং ‘মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট’-এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক ও কারিগরি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সদস্য পর্যায়ে সরকারি গবেষণা ও সম্প্রসারণমূলক প্রতিষ্ঠান হতে উদ্ভাবিত এবং পরীক্ষিত কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তির সফল সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং দেশে- বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন ‘স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)’ প্রকল্পে বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে পিকেএসএফ কাজ করছে। প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় দরিদ্র অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১৬,৭৪১ জন তরুণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১২,০১৬ জন (৭২%) কর্মে নিযুক্ত হয়েছে।

পিকেএসএফ এ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রবান্ধব বিভিন্ন সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ডে অর্থায়ন করছে। এছাড়া, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ, সমাজের বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কর্মশালা আয়োজন, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, প্রশিক্ষণ, গণসমাবেশ, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, কিশোরী ক্লাব গঠন, পোস্টার/লিফলেট মুদ্রণ প্রভৃতির

মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ

দেশের অবহেলিত ও বঞ্চিত মহিলা জনগোষ্ঠির আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও উৎপাদনশীলতার দিক উন্মোচন করে তাদেরকে আত্ম নির্ভরশীল করে গড়ে তোলাই এ কার্যক্রমের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম'' কর্মসূচিটি ২০০৩-০৪ হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৮৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০০৩-০৪ হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত মোট বরাদ্দ ৪৮.০০ কোটি টাকা। উক্ত টাকা ক্রমপুঞ্জিত ভাবে ঘূর্ণায়মান আকারে ১৩৬.৬২ কোটি টাকা, ১,৩৫,৪৩০ জন দুঃস্থ ও অসহায় মহিলার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিবীক্ষন

বাংলাদেশে কর্মরত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ২০০৬ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে এমআরএ অনুমতি প্রদান করে। দেশে কর্মরত সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অন্যতম প্রধান কাজ। এ কাজকে আধুনিকায়ন করতে ক্ষুদ্রঋণের ন্যাশনাল ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৮৭৬টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ দেয়া হয়েছে এবং নানা অনিয়মের অভিযোগে ১১৮টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ে ঋণ স্থিতি পরিমাণ ৭৮,৭৫৮ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় স্থিতি ৩০,৬১৯ কোটি টাকা।

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করছে। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এনজিওগুলো কাজ করছে। নিচে প্রধান ৮টি এনজিও'র সার্বিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

ব্র্যাক

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাকের অবদান অপরিসীম। এটি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ দানকারী সংস্থা। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে ব্রাক কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ২,৪৮,৪৫৩.৫২ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। এর ফলে ৭,৪৯৬,৩৮৩ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছেন, যাদের ৮২ শতাংশই মহিলা।

আশা

১৯৯১ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আশা কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত আশা ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ২,১৬,৫৯৭.৩৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময়ে সংস্থাটি থেকে মোট ৬,৮২৭,৩৭৯ জন সদস্য ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন, যাদের প্রায় ৯০ শতাংশই মহিলা।

বুরো বাংলাদেশ

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বুরো বাংলাদেশ দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮২টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৯,৯৭,৯৯৯ জন উপকারভোগীর মাঝে ৭৫৬১.২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। উপকারভোগীদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা।

কারিতাস

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কারিতাস নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২,৫৭,১৭০ জন উপকারভোগীর মাঝে কারিতাস মোট ৪,৫২৬.২৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

এসএসএস

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস) কাজ করছে। দেশের ৩২টি জেলার ১৯৬টি উপজেলায় সংস্থাটি কাজ করছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সংস্থার মোট উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৭.৫০ লক্ষ। এর মধ্যে আর্থিক পরিষেবা কর্মসূচির সদস্য ৭.২৩ লক্ষ পরিবার। ২৩.৫০ হাজার পরিবার সংস্থার অন্যান্য কার্যক্রম এবং ৩.৫০ হাজার সুবিধাবঞ্চিত শিশুশিক্ষা ও শিশু উন্নয়নসহ বিভিন্ন

কর্মসূচির মাধ্যমে বেশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমান ২২,৪৭৫.৮০ কোটি টাকা।

শক্তি ফাউন্ডেশন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া ও অন্যান্য বড় শহরের বস্তিতে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ঋণ সুবিধা প্রদানে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাটির মূল কার্যক্রম। এছাড়া, দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবাসহ নানা ধরনের সমাজ উন্নয়নে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ফাউন্ডেশনটি ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ১০,৩৬৮.৩৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। একই সময়ে ৯,৩২৯.১৬ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

টিএমএসএস

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে টিএমএসএস ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশের ৫৮টি জেলার ৩৪৬টি উপজেলায় সংস্থাটি ঋণ দান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৭০,৭১,৭৮৫ জন উপকারভোগীর মাঝে টিএমএসএস মোট ২৬,৭৩১.৭১ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

প্রশিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে ১৯৭৫ সালে মানিকগঞ্জ থেকে প্রশিকার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ৫৭টি জেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৬৭৩০.২০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। একই সময় পর্যন্ত প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন ২,৮০৭,৪৯৭ জন দরিদ্র মানুষ।

উল্লিখিত এনজিওগুলো ছাড়াও আরও বহু এনজিও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্ণিত এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সারণি ১৩.৯ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৯ঃ প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকা)

সংস্থার নাম	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ২০১৯
ব্র্যাক									
বিতরণ	১০৪২২.২০	১২১১৪.৮৯	১৫১৯০.৪৯	১৯২৯৮.২৮	২৪৩০২.৭৮	২৯৩১৭.১৩	৩৫৫৬২.৭৬	৪৩১৭১.৫৮	২৪৮,৪৫৩.৫২
আদায়	৯৬৮৯.৭৪	১০৯৬৬.১২	১৩২৮১.৭২	১৭১১১৩৪.৮১	২১৫৬৩.৬৬	২৬৪৮৬.৮৫	৩১৫৫১.৪১	৩৮৯৫৬.৫৫	২২৩,৪৪০.৭১
সুবিধাভোগী	৫৮৩৫৮৬১	৫৬৪০৬৮৪	৫৫১০৯০৫	৫৩৭৭৯৫১	৫৯৫৭৯৫৪	৬৪৮৩৪৮৬	৭১১৪৭২৬	৭৪৯৬৩৮৩	৭,৪৯৬,৩৮৩
মহিলা	৫৩৮০২৬৫	৫০৭৪১৮১	৪৮৭৬৪৪৫	৪৬৭১০০৪	৫১৮৮২০৬	৫৬৩৩১২১	৬১৬৫১১৯	৬১৬৩৩৯২	৬,১৬৩,৩৯২
পুরুষ	৪৫৫৫৯৬	৫৬৬৫০৩	৬৩৪৪৬০	৭০৬৯৪৭	৭৬৯৭৪৫	৮৫০৩৬৫	৯৪৯৬০৭	১৩৩২৯৯১	১,৩৩২,৯৯১
*** আশা**									
বিতরণ	৯৬১৮.২৭	১০২৬৩.৯৭	১৪৬৩৮.৫৭	২০৯০৫.৬৮	২৬৯৫৮.৬৩	২৯৮৩১.৪২	২৯৬৮১.৪২	২৮৩৬৮.৩১	২১৬,৫৯৭.৩৮
আদায়	৯৫৪৪.৫২	৯৯০৮.৩৬	১১৭৯৫.৩২	১৭৬৫০.০৮	২৩৫১৫.৩৭	২৭০৩৬.৪১	২৮৯৫৩.৩৪	২৮৪৫৭.১৭	১৯৯২৯৯.৫৮
সুবিধাভোগী	৪৮৫৯৫৮৮	৫৩২২৩৫১	৬৯০২০২৪	৭৬৮৬২৫৫	৭৮৩৯১১৯	৭৮৩৯১১৯	৭৫৭৭৩৫৫	৬৮২৮৬৯৮	৬৮২৭৩৭৯
মহিলা	৪৬৯৮৭১৬	৪৯০৫১৭৫	৬৩১৯৫০২	৭০৩৩৫২১	৭১৭১২৭১	৭১৭১২৭১	৬৯৩০৪৭৪	৬২৩৫৯২৬	৬২০৮৫৩৩
পুরুষ	১৬৬১৮৯	৪১৭১৭৬	৫৮২৫২২	৬৫২৭৩৪	৬৬৭৮৪৮	৬৬৭৮৪৮	৬৪৬৮৮১	৫৯২৭৭২	৬১৮৮৪৬
***বুরো বাংলাদেশ**									
বিতরণ	-	২২১১.৮৯	২৩৬২.৮৫	২৬৩০.০২	৩৯৫১.৫৪	৫৪৩৯.৩৮	১০৪৬০.৫০	৯১৪৮.৫	৭৫৬১.২
আদায়	-	১৫৯৯.৫৭	২২৯০.৩৫	২৩৫৫.৮৮	৩১৫৪.৮১	৪৬০৪.৮২	৮৯৭৮.৮০	৭০৯৫.৩	৬২০৪.১
সুবিধাভোগী	-	১১০৪৭১৭	১০৫৩০৩৫	১২৬৯৪১১	১৩৫৬৫৭২	১৪৪৯০৮৫	১৬৪৯৯২৩	১৬৬২৬৮৯	১,৯৯৭,৯৯৯
মহিলা	-	১০৩৪৩১৭	৯৮২৪৭৪	১১৬৮৯৪৫	১২৪১৬৮৭	১৩২৯৭১৯	১৫০১৫৬৪	-	-
পুরুষ	-	৭০৪০০	৭০৫৬১	১০০৪৬৬	১১৪৮৮৫	১১৯৩৬৬	১৪৮৩৫৯	-	-
কারিতাস									
বিতরণ	২৬৫.৯৩	২৮৬.৪	২৯৭.৩৫	৩১৭.১৬	৩৮০.৪৫	৪৪৮.৫২	৪৮৩.২০	৫৪২.১৬	৪,৫২৬.২৩
আদায়	২৫২.২৮	২৭৩.৭৬	২৯১.৬২	৩১০.০৭	৩৪৬.৫৫	৪১২.০৫	৪৬২.২১	৫০৯.৮৫	৪,২২৩.৮০
সুবিধাভোগী	১৯২৫১	১০৯২৮	৩৭৮৯৭	২৯২১৭	৬৬১৯	২৫২৬	৪০৭০	২৩০৩	২৫৭১৭০
মহিলা	১১৪৩১	৫৬৪৮	২২৮১৮	১৮৪২১	৭৮৩২	২৪২৯	২১৫৪	২৬১৯	২২৩১১০
পুরুষ	৭৮২০	৫২৮০	১৫০৭৯	১০৭৯৬	১২১৩	৯৭	১৯১৬	-৩১৬	৩৪০৬০
এসএসএস									
বিতরণ	৪৬৩৯.৬৬	১২৪৯.০৬	১৩১৬.৩২	১৬৮৬.২৬	১১৪৯.৬৭	২৭৬২.৫০	৩১৩৫.২০	৩৩৫৪.১৭	১৯২৯২.৮৪
আদায়	৪০৮২.১৩	১২৩৭.৫৮	১২২৯.৩৩	১৫০৭.১৭	৯২৩.২৪	২৩১৭.৬৮	৩০৭৩.৭৮	৩০৮৯.০	১৭৪৫৯.৯১
সুবিধাভোগী	৪৭৪০০০	৪৬১১১৯	৪৭৩১১৬	৫০৭২৯৫	৫৭৯১৮২	৬১৬৫৮৫	৬০০৯০৬	৬৪৪৪৫৩	৬৪৪৪৫৩

সংস্থার নাম	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ২০১৯
মহিলা	৪৫৯৮৮৬	৪৪৮৬৫৮	৪৬২৫৬৭	৪৯৮৫১৮	৫৬৮৬৯৪	৬০০৫২৯	৫৮৫৯৫১	৬২৮৯১৯	৬২৮৯১৯
পুরুষ	১৪৫৫৪	১২৪৬১	১০৫৪৯	৮৭৭৭	১০৪৮৮	১৬০৫৬	১৪৯৫৫	১৫৫৩৪	১৫৫৩৪.০
শক্তি ফাউন্ডেশন									
বিতরণ	৫০৬.৯০	৫৪১.০০	৬১৮.৬৫	৭৪৫.৭৯	১০০১.৪৫	১১৭৫.০৩	১৩২২.৩৭	১৭৬৫.৬৮	১০,০১৬.৫২
আদায়	৫৮০.৮০	৫১৯.০০	৫৭০.৩৫	৬৬৯.৯৬	৮২৬.৪৯	১০১৭.০২	১২৩২.৮১	১৫০৭.৪৮	৯,০১৮.৮৭
সুবিধাভোগী	-		৪৯৬০৪০	-	-	৫২১৭৫১	-	-	৪৬৫,৪৮৪
মহিলা	-		৪৭৬৮০	-	-	৫০৭৬২৮	-	-	৪৫৮,৪৭৭
পুরুষ	-		১৬৩৬০	-	-	১৪১২৩	-	-	৭,০০৭
টিএমএসএস									
বিতরণ	-	-	১৮৯৪.৪৯	২৯৬৩.৮০	২৬২৩.৯৮	৩৩০৫.৮৫	৪২৪৫.০৩	৪৮১৭.৭১	২৬৩৭১.৭১
আদায়	-	-	১৬২৩.৯৮	২৫৪০.৪২	২৪৬০.৩৫	২৯১৮.২৮	৩৮৩৮.৮৪	-	-
সুবিধাভোগী	-	-	৫৬৪১২৭	৫১৯১১৮	৪৫৯৫৫৮	৫০৩৯৪২	৫৭৬৬৮৩	৭০৭১৭৮৫	৭০৭১৭৮৫
মহিলা	-	-	৫৪৪৩৮৩	৪৯৯৯১০	৪৪১১৭৬	৪৯২৭২২	৫৬৮২০৭	-	
পুরুষ	-	-	১৯৭৪৪	১৯২০৮	১৮৩৮২	১১২২০	৮৪৭৬	-	
প্রশিকা									
বিতরণ	২৩০.২৩	১১৮.৭১	২২২.৪২	২১৯.৫১	১৭৮.০২	২৫৫.৭৫	৩৫১.১৮	৫৩৯.৫২	৬৭৩০.২০
আদায়	২৮০.০৩	১২০.২৯	২১৫.৯৮	২১৫.২২	১৬২.৭৮	২৩১.৬২	২৯৭.৮৫	৪৭৩.৫২	৬৪৪৬.২১
সুবিধাভোগী	১৩৯৬৪৫	১৩০৫২২	১০৮৫৯০	৯২৫৩৫	৭৯১১৯	১১০৪৮৩	১৪০৪৭১	২৪০৩৩৫	২৮০৭৪৯৭
মহিলা	১০৬৭৩২	৯১৩৬৫	৭৬০১৩	৭৪২১৫	৫৩৮০১	৭৮৪৪৩	১০৩৯৪৯	১৮৬২৬৬	১৭৬৬৫২৯
পুরুষ	৩২৯১৩	৩৯১৫৭	৩২৫৭৭	১৮৩২০	২৫৩১৮	৩২০৪০	৩৬৫২২	৫৪০৬৯	১০৪০৯৬৮

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।
১।*আশা,*ব্যুরো বাংলাদেশ,*টিএমএসএস (আর্থিক বছর অনুসারে)।
২।*ব্র্যাক,*কারিতাস,*এসএসএস (পঞ্জিকা বর্ষ) অনুসারে।
৩।*বুরো বাংলাদেশ (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত),*টিএমএসএস (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)।

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৮৩ সালে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি মূলত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে ৬৪ জেলার ৪৭৯ উপজেলার ৮১,৬৭৮টি গ্রামে ৯২.৬০ লক্ষ সদস্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। সদস্যদের প্রায় ৯৭ শতাংশই মহিলা। ব্যাংকটি ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ২২০০০৯.৫৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং একই সময়ে ২০৪১২৩.৭৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। সারণি ১৩.১০ এ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১০: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

উপাদান	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ক্রমপুঞ্জিত ফেব্রুয়ারি ২০২০
বিতরণ	১২৯৪১.৪৫	১৩৮৯০.২৪	১৬৯৩৩.১৫	২০৭৮৯.১১	২৪৩২১.৫০	১৭০৪৪.৯২	২২০০০৯.৫৪
আদায়	১২৫৬২.৪৮	১৩৫৩৪.৩৬	১৫১২৩.১৩	১৮২৭০.১৩	২২৫৫৯.৭৫	১৬৬৯৪.০২	২০৪১২৩.৭৩
আদায়ের হার	৯৭.৫৩	৯৮.৩৩	৯৮.৮২	৯৯.২২	৯৯.১৩	৯৯.০৩	৯৮.৯১
সুবিধাভোগী	৮৬২৪৯৪৮	৮৬৮১৩০২	৮৮৫৩৯৬১	৮৯১৫৪৯১	৮৯৮৬০৫০	৯১৩২৯৬৬	৯৩১২৭৪৩
মহিলা	৮৩০১৫৫৭	৮৩৪৫৬১০	৮৫৪৮০৬০	৮৬০৯৮৯	৮৬৮৯০০৪	৮৮৩৪৭০৬	৯০১২৮২২
পুরুষ	৩২৩৩৯১	৩৩৫৬৯২	৩০৫৯০১	৩০৫৫৯৮	২৯৭০৪৬	২৯৮২৬০	২৯৯৯২১

উৎস: গ্রামীণ ব্যাংক

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বিশেষায়িত কিছু সংস্থা ও এনজিও ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারণি ১৩.১১ এ রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১১: তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

ব্যাংক	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
সোনালী ব্যাংক									
বিতরণ	৭২৩.৯৫	৬৬৮.৯৯	১০৬৩.১৫	১০৪১.০০	১১২৭.০০	১১৮৭.৩০	১১৭০.২১	৪৪২.০৯	১৭৭৬০.৩৫
আদায়	৮৫১.২৪	৮৬৫.৭২	১১৬৬.৯১	১২৪৪	১১৭৮	১৩০৬.০৮	১২৬৭.৯০	৫৫২.৩৩	১৯৮৩৫.০১
আদায়ের হার (%)	১১৭.৫৮	১২৯.৪১	১০৯.৭৬	৪৫.০০	৪৬.০০	৪৬.০০	৪২.৫২	২৬.০০	৯৩.১৫%
সুবিধাভোগী	১৫৯০৪৫	২৪৫৩৪৪	২৬২১৪৯	২২৯৭৭৩	২০৮৪৩২	২৯১৪২৯	৩১১০৫৮	১০৯৪৩৯	৭৯,৫৯,৫৪৪
***অগ্রণী ব্যাংক**									
বিতরণ	৮৪৭.৪১	৭৯৮.১৬	৬০২.০০	২১২০.৫০	১৭৮২.০২	৮৯৮.০০	২৭৪৮.৭৭	৩৩৪০.৯৪	৩১৮৫.৩৯
আদায়	৮৭৮.৫৪	৮৩০.৩৫	৫২৮.০০	৩০৫১.৮৫	৩০০৭.৮৬	৯৯৬.০০	১৭৬৭.৮৫	১৪২৯.৩০	২৭৮২.০০
আদায়ের হার (%)	১০৩.৬৭	১০৪.০৩	৮৭.৭১	৭৪.০০	৬৭.০০	৮৮.০০	৬৪.৩১	৬২.০০	৮০%
সুবিধাভোগী	১১৮৬৬৬	১১৭২৩৬	১৩২৩১৭	১২৮৮৫০	৯২৬৩৬	১৫০১৩৯	৩০৬৯৮	১৮৭৮০	২০৩৫৯
***জনতা ব্যাংক**									
বিতরণ	৭২৬.৫২	৭৩৬.৪৮	৭৩৭.৩	৭৫১.৫৭	৭৪৪.৮২	৪৯৫.৫৭	৭৫১.৩৬	৫৯৭.৭৭	৫৩৪.৪৮
আদায়	৫৫৩.২৭	৫২৫.৫৪	৬৪১.৩৫	৬৯৮.৯১	৬৯১.২৩	৪৯০.২৩	৬৭৮.৫৭	৫৭০.৮৫	৫১৬।৮০
আদায়ের হার (%)	৭৬.১৫	৭১.৩৬	৮৬.৯৯	৯৩.০০	৯৩.০০	৯৯.০০	৪৮.০০	৫১.৪৮	৪৮.৪৬%
সুবিধাভোগী	১০৮২৫৪	২৪৫২৮৮	৫৪৮১৩৪	১০৪৫৬৩	৫৫৩৪১৩	৫৫২৩৯২	৭৫৩৭৮৫	৫৫৪৫৪৫	৫৪৭৩৩১
***রূপালী ব্যাংক**									
বিতরণ	১৫.৬৭	১৬.৬৩	১২.১৭	১১.৪৪	১৯.৯৫	১০৫.৫০	৬১২.৩১	৪৪.১১	৫৫.৭৩
আদায়	১৭.৬৩	১৬.৬৮	১৭.৩৮	১৫.৭১	৩১.৩০	৫৯.৬৯	২৯৩.১৯	৩৬৭.৭৮	১২৬.১২
আদায়ের হার (%)	১১২.৫১	১০০.৩	১৪২.৮১	১৩৭.৩২	১৬৬.০০	৫৭.০০	২৯৩.০০	৩৬৮.০০	১২৬%
সুবিধাভোগী	৯১৩৪	১৩৫৫৪	১৫৮৪৯	১৫২৫৫	১৪৮৮৬	৩০৬৯৭	৩৪৭৩১	৩৫০২১	৩৬৮৮০
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক									
বিতরণ	৫৫.২২	৭৩.৭০	১০০.৪৯	৯৬.৫৬	৫৭.৬১	৩১.১৫	৭২.১১	৪৪.৮০	১৯৮৯.৭০
আদায়	৫৩.৬৯	৫১.৩৮	১০৯.৩৭	১০৬.৭৭	৫২.০৪	২১.১৩	৬৬.৪৯	২৭.৫০	১৭৪৪.৫০
আদায়ের হার (%)	৯৭.২৩	৬৯.৭২	১০৮.৮৪	১১১.০০	৫৩.১৭	৬৭.৮৩	৯২.২০	৬১.৩৮	৮৭.৬৭%
সুবিধাভোগী	২৮৫৩৫	২৮২৮৪	১৪৯১৯	১৬৫২৯	১৬০৪৪	৭২৫৪	১২০৮০	৭৮০৮	১৯৯৪৪০৩
***রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক**									
বিতরণ	২৯.২২	৩৯.০৪	৩৮.২৩	২৪.৮৮	১২.৭৩	২৫.৬৭	২২.৯৪	২২.৯৪	১৫৮৩.৩৭
আদায়	১৯.৯৫	৩৭.০৩	৪০.৭৮	২৯.০৭	১৯.০৯	১২.১৯	৮.৯১	৮.৯১	১৬৭৪.৯৮
আদায়ের হার (%)	৬৮.২৮	৯৪.৮৫	১০৬.৬৭	১১৭.০০	১৫০.০০	৪৮.০০	৩৯.০০	৩৯.৪০	৭৩%
সুবিধাভোগী	১১৩৩৩	১২৬০২	১০৪৮০	৩৮৩২	৫৫৫২	৬২৫৩	৩৯৩০	২৬৯২	১১৫৫১১
মোট									
বিতরণ	২৩৯৭.৯৯	২৩৩৩.০০	২৫৫৩.৩৪	৪০৪৫.৯৫	৩৬৯৭.২২	২৭৪৩.১৯	৫৩৭৭.৭০	৪৪৯১.৪৪	
আদায়	২৩৭৪.৩২	২৩২৬.৭০	২৫০৩.৭৯	৫১৪৬.৩১	৪৯৯৬.৫১	২৮৮৫.৩২	৪০৮২.৯১	২৯৫২.৮৩	
আদায়ের হার (%)	৯৯.০১	৯৯.৭৩	৯৮.০৬	৯৬.২২	৮৪.৪০	১০৫.১৮	৭৫.৯২	৬৫.৭৪	

উৎসঃ সংশ্লিষ্টপ্রতিষ্ঠান।* অগ্রণী ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২০ (২০১৯-২০)পর্যন্ত।*জনতা ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২০ (২০১৯-২০)পর্যন্ত।* রুপালি ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২০ (২০১৯-২০)পর্যন্ত।* রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২০ (২০১৯-২০)পর্যন্ত।

দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সারণি ১৩.১২ এ কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১২: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
*আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৫,৫৭,১৯৫	৫,১১,৯৫০	১০৬৯১৪৫	২৩০৫.১০	৯৪.৫৭
*ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	৩,৩৭৪	৭০,০৮৯	৭৩,৪৬৩	২৮,৩২২.৯৩	৮১.০০
*দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড	১০৮৮	১৯২১৫	২০৩০৩	২৯৫.৭৬৫০	৯২
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৩১২৮	৬০৬০	৯১৮৮	৫২.২৪	৯৮.১০
*উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৯৭৭	১৪৯০৮	১৫৮৮৫	৩২৫৮.৮৯	৬৮.৯৬
*বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৫১৬৪৭৩	১২৯১১৯	৬৪৫৫৯২	১০৬৫.৩৫	৭২.৬৯

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।* আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক * বেসিক ব্যাংক লিমিটেড ,*দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড(ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত)* উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত)। *ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড (২০১৯-২০)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নানা ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচির পাশাপশি সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় /বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই মডেলকে টেকসই করতে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সারণি ১৩.১৩ এ কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১৩: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্থা	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ক্রমপুঞ্জিত (ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি**								
	বিতরণ	৮১৫.০৩	৮৮৪.৫৮	৯৮৫.৮৮	১০৬৫.৭৩	১১৭৩.৫২	১২৫২.৮৬	১২৮২.৪১	১৭৪৫৭.০৪
	আদায়	৭৮৯.৬৪	৮১৬.৮০	৯১০.৪২	৯৯৭.৪৮	১১০৬.১২	১১৬০.২৯	১২৪১.৩২	১৫৯৫৮.০৪
	হার (%)	৯৪.০০	৯২.০০	৯২.০০	৭৩.০০	৯৪.০০	৭৫.০০	৭৫%	৯৭%
	পিডিবিএফ								
	বিতরণ	৫৯৯.১৬	৭১৬.৮২	৯১৫.২৬	৯৫৬.৯৩	১১৫৬.২৮	১২৬৬.৫০	১৩০৯.৭৩	১১৮৩১.২৪
	আদায়	৬২৯.১৫	৭২৪.৬৯	৯৪৬.৪৫	৯৪৬.০৯	১১৭৮.৩৫	১৩৫৯.৪৯	১৩৭৯.৮৬	১১০৮৬.২৪
	হার (%)	৯৯.০০	৯৯.০০	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৭.০০	৯৬%	৯৮%
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**জাতীয় মহিলা সংস্থা**								
	বিতরণ	২.০০	৯.১৭	৩.০১	১.২৯	১.৫৫	১.৫৩	-	৫৬.৪৫
	আদায়	২.১০	৭.৪৫	১.৬৬	৪.৭২	৫.২৫	২.৪০	-	৬৪.১২
	হার (%)	১০৫.০০	৮১.২৪	৫৫.৩৯	৩৬৫.৯	৩৩৭.১৩	১৫৭.৬৮	-	-
*মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৩.৪	৫.৫৬	৭.০০	৭.৯৮	৮.৬১	৯.৩৩	৯.০০	৯২.৩৬
	আদায়	৯.০০	৩.২৫	৪.৫২	৮.০৩	৮.৭৯	৮.৮৩	১০.০০	৬৪.৬৫
	হার (%)	২৬৪.৭০	৫৮.৪৮	৬৪.৫৭	১০০.৬২	১০২.০৯	৫৯	৫০.০০	৮৪.০০
শিল্প মন্ত্রণালয়	**সিরোটসি**								
	বিতরণ	১১.৯৪	১০.৪০	৯.৩৫	৮.৬৫	৭.৮২	৬.৪২	-	১৬৭.২৬
	আদায়	১১.১৭	১০.৪৬	৯.৩৩	৮.৬৩	৭.৮১	৬.৫৩	-	-
	হার (%)	৯৩	১০০	৯৯	৯৯	৯৯	১০১	-	-
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৭.৩২	৩.০২	৭.৫০	৬.৭০	৬.৭৯	৬.৬২	৯.৪৬	১৬৭.৪২
	আদায়	৩.৭৭	১.৬৩	৫.৬৭	৬.০৯	৬.৩৯	৬.২৫	৭.২০	১৩০.১৬
	হার (%)	৫১.৫০	৫৩.৯৭	৭৫.৫৮	৯০.৯০	৯৪.১১	৯৪.৪১	৭৬.১০	৭৭.৭৪
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	**বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড**								
	বিতরণ	১.৮৪	২.৬৫	৪০.৩৪	৪.০৪	৪.১০	৩.৬০	৩.৫২	৭৭.১৮
	আদায়	২.৬৫	২.৩৯	৩.১৬	৩.৪২	৪.২৩	৩.২৫	২.১১	৫৭.৭৫
	হার (%)	৬০.৬৫	৬২.৭৬	৬৫.৬৫	৬৭.৮৯	৭০.২৫	৭০.৭০	৭২.৬৮	৭২.৬৮
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর**								
	বিতরণ	-	-	৯৭.৩৪	১০২.৬৪	১২১.৯৭	১৩৮.৮১	৮৮.৪৩	১৯৫০.৪৬
	আদায়	-	-	৮৯.৭৩	৯৯.২৯	১০৯.৯৩	১১৭.১৬	৮০.৪৯	১৭০১.৪১
	হার (%)	-	-	৮২.১৮	৯৬.৭৪	৯০.১২	৮৪.৪০	৯২.৮৬	৮৭.২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্থা	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ক্রমপুঞ্জিত (ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত)
কৃষি মন্ত্রণালয়	তুলা উন্নয়ন বোর্ড								
	বিতরণ	১.১৬	১.২৫	১.৭১	১.২৩	১.২৭	১.৩৪		-
	আদায়	১.২২	১.৩১	১.৭৮	১.২৮	১.৩৪	১.৪১	-	-
	হার (%)	১০৫.০৬	১০৪.৭৭	১০৩.৯৬	১০৪.৪৬	১০৪.৯২	১০৪.৫৯	-	-

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। *মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।

দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বেসরকারি খাত। শিল্পের প্রসার, রপ্তানি খাত সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে অর্থনৈতিক খাত বিশেষ করে শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে সরকার নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৩৬৮টি বেসরকারি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা ছিল ১,১৪,০৯৫.০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) ৭৬৪টি বেসরকারি প্রকল্পে এ প্রস্তাবনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯২,৭৫৯.০০ কোটি টাকা। ২০১৯ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর পর্যন্ত) সালে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ২,৮৭৩.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৮ সালে ছিল ৩,৬১৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্য পূরণেও বেসরকারি বিনিয়োগ কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) মোট ৪১,৮৪৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭.৯২ শতাংশই উৎপাদিত হয়েছে বেসরকারি খাত থেকে। বাংলাদেশ পরপর এগারো বারের মত Moody's এবং দশম বারের মত S&P কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 এবং BB –রেটিং অর্জন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স পদ্ধতি প্রবর্তন করে তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত অত্যন্ত ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের মোট বিনিয়োগ জিডিপির ৩১.৭৫ শতাংশ। এর মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান জিডিপি'র ২৩.৬৩ শতাংশ। মূলত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও বর্তমান প্রতিযোগিতাময় মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখা এবং জনগণের দোরগোড়ায় সকল সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে, বেসরকারি বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনসহ ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বেসরকারি খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহ প্রদান, শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান এবং সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও তার অব্যবহৃত জমি ব্যবস্থাপনা অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশসহ শিল্প, অবকাঠামো, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কাজ করে যাচ্ছে।

বিনিয়োগ পরিবেশ

বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) প্রকাশিত ডুয়িং বিজনেস বিষয়ক প্রতিবেদন মূলত বিশ্বের দেশসমূহের বিনিয়োগ পরিবেশকে প্রতিফলিত করে। এ প্রতিবেদন বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক অবস্থান, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, ঋণ প্রাপ্তির অবস্থা, ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্র সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরে। ২০২০ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ইজ অব ডুয়িং বিজনেস এর বিভিন্ন ব্যবসায় মানদণ্ডের উন্নয়নে বিশ্বের সর্বোচ্চ ২০টি সংস্কারকারী

দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বিগত বছরের ১৭৬তম হতে আট ধাপ উন্নতির মাধ্যমে ১৯০টি দেশের মধ্যে হয়েছে ১৬৮তম। বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম। তাছাড়া, ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৯তম। এছাড়া, ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে ১৩১তম ও ১৫১ তম।

ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কর্তৃক সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মানের অনলাইনভিত্তিক ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করেছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুর পর থেকে জুন ২০২০ পযন্ত বিডার ১৪টি সেবা, রেজিষ্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস এর ২টি সেবা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১টি এবং সোনালী ব্যাংকের পেমেন্ট গেটওয়েসহ মোট ১৮টি সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছিল। সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে আরো ৩টি অনলাইন সেবা যুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের মধ্যে আরো ১০টি অনলাইন সেবা চালুর লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। Ease of Doing Business সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ১০০ এর নিচে নামিয়ে আনার নিমিত্ত প্রতিটি নির্দেশক (Indicator) এর উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ/সংস্থা তাদের কার্যক্রম আরম্ভ করেছে এবং সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ষ্টিয়ারিং কমিটি ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ 'বিনিয়োগ বিকাশ' এর লক্ষ্য অর্জনে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের জন্য গৃহীত এই সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নের অব্যাহত রয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলার পথে নভেল করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারীর কারনে দেশের অর্থনীতি এবং বিনিয়োগ পরিবেশ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর সাথে সাথেই সরকার এ সংকট মোকাবিলায় বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সার্বভৌম ঋণমান (Sovereign Credit Rating)

আন্তর্জাতিক ঋণমান নিয়ন্ত্রণকারী দু'টি প্রতিষ্ঠান Standard and Poor's (S&P) এবং Moody's বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সার্বভৌম ঋণমান অবস্থান প্রকাশ করে। ২০১০ সালে সংস্থা দুটি বাংলাদেশকে প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌম ঋণমান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। এ রেটিং তালিকায় ২০১০ সালে Moody's এবং S&P বাংলাদেশকে যথাক্রমে Ba3 এবং BB- মান প্রদান করেছে। দুটি সংস্থাই প্রতিবছর এ ঋণমান পুনর্মূল্যায়ন করে। বাংলাদেশ পরপর এগারোবারের মত Moody's এবং দশমবারের মত S&P কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 ও BB- রেটিং অর্জন করেছে। অপর একটি ঋণমান প্রতিষ্ঠান Fitch Rating এ বাংলাদেশ পরপর অষ্টমবার BB- রেটিং পেয়েছে যা স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক খাতের দৃঢ় অবস্থানের প্রতিফলন।

প্রকৃত বিনিয়োগ (বৈদেশিক ও স্থানীয়)

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI)

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত অর্ধ-বার্ষিক এণ্টারপ্রাইজ জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়। ২০১৯ সালে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ২,৮৭৩.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে সমমূলধন ৮০৩.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পুনঃবিনিয়োগ ১,৪৬৭.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আন্তঃ কোম্পানি ঋণ ৬০২.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । সারণি ১৪.১ এ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ এবং লেখচিত্র ১৪.১ এ ২০১১ সাল থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ধারা উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.১: বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগ উপাদান	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯*
সমমূলধন	৪৩১.৮৫	৪৯৭.৬৩	৫৪১.০৬	২৮০.৩০	৬৯৬.৬৭	৯১১.৩৮	৫৩৮.৯০	১১২৪.১০	৮০৩.৭
পুনঃবিনিয়োগ	৪৮৯.৬৩	৫৮৭.৫৩	৬৯৭.১১	৯৮৮.৮১	১১৪৪.৭৪	১২১৫.৩৯	১২৭৯.৪২	১৩০৯.১০	১৪৬৭.৩
আন্তঃ কোম্পানি ঋণ	২১৪.৯০	২০৭.৪০	৩৬০.৯৯	২৮২.১৭	৩৯৩.৯৮	২০৫.৯৫	৩৩৩.২৪	১১৮০.১০	৬০২.৯
সর্বমোট	১১৩৬.৩৮	১২৯২.৫৬	১৫৯৯.১৬	১৫৫১.২৮	২২৩৫.৩৯	২৩৩২.৭২	২১৫১.৫৬	৩৬১৩.৩০	২৮৭৩.৯

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক * সাময়িক।

লেখচিত্র ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) প্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

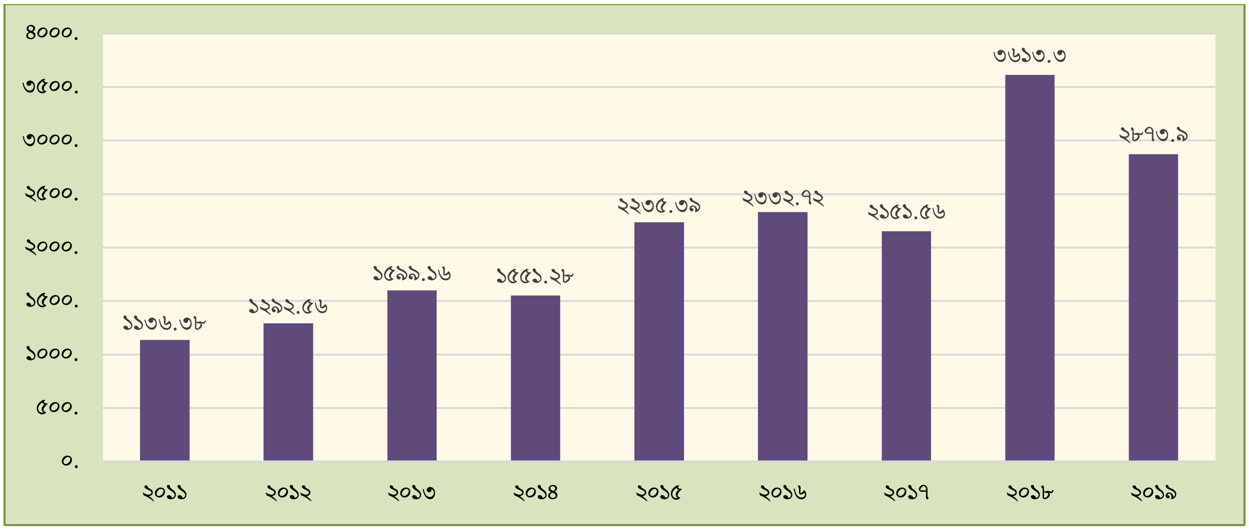

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পরিসংখ্যান বিভাগ,বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ

মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির পরিসংখ্যান হতে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে ৬৫ শতাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির হারকে শিল্পায়নের গতিধারা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ২,৮১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ আমদানির পরিমাণ ছিল ৫,৪১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র ১৪.২ এ ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.২: মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

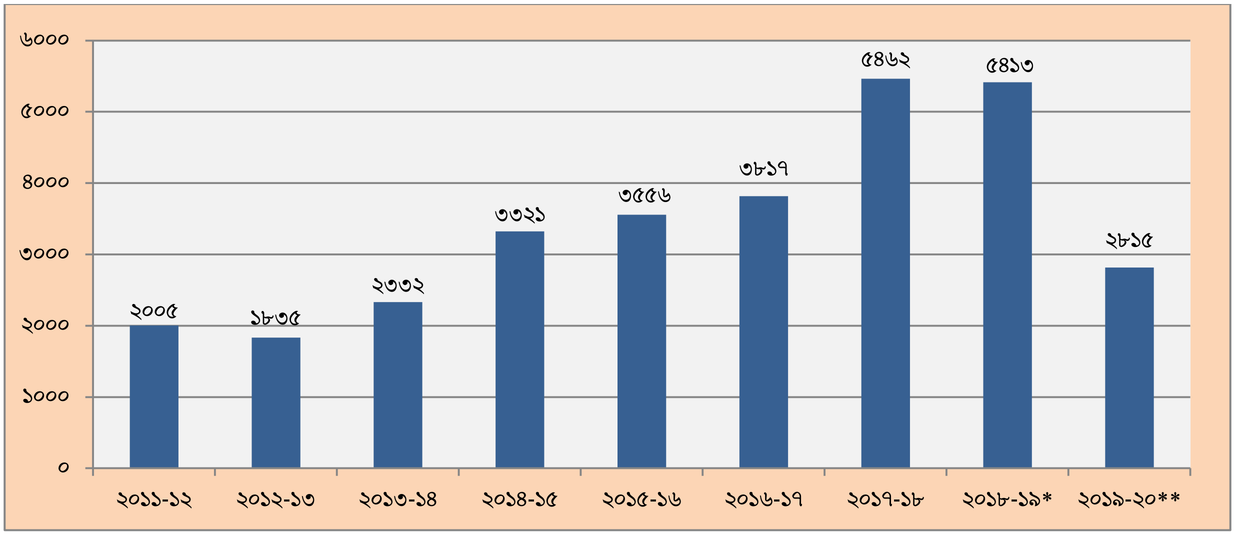

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক* সংশোধিত ** ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

Android Application “ *Job Circular* ”

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষার সময়সূচী, ফলাফল, প্রবেশপত্র ও অন্যান্য নোটিশ এবং নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি সহ নিয়োগ সংক্রান্ত সকল তথ্য নিয়ে এই অ্যাপ।

সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য

- দৈনিক পত্রিকা এবং অনলাইনে প্রকাশিত প্রতিদিনের চাকরির বিজ্ঞপ্তি
- পরীক্ষা সময়সূচী এবং ফলাফল সহ পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল নোটিশ
- সাপ্তাহিক চাকরির পত্রিকা (HD Picture এবং PDF আকারে)
- আবেদনের ফরম ডাউনলোড এবং চালান/ব্যাংক ড্রাফ্ট ফরম পূরণ ও আবেদনের নিয়ম এবং অনলাইনে আবেদনের ঠিকানা
- নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি, মডেল টেস্ট সহ পরীক্ষা প্রস্তুতি সহায়ক সকল তথ্য
- Favorite (Bookmark) system: এর মাধ্যমে আপনি আপনার পছন্দের বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ, চাকরির প্রস্তুতি সহায়ক বিভিন্ন বিষয় Save করে রাখতে পারবেন।
- আবেদনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ চাকরির বিজ্ঞপ্তি ও প্রবেশ পত্র ডাউনলোড এবং অন্যান্য নোটিশ এর Reminder

বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য

নতুন/গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষার নোটিশের "Notification"

এর মাধ্যমে আপনি আপনার মোবাইলের Notification বার এ জানতে পারবেন গুরুত্বপূর্ণ চাকরির খবর এবং পরীক্ষার নোটিশ।

Notification Category

কোন ধরণের নোটিফিকেশন পেতে চান সেটি বাছাই করতে পারবেন এবং আপনার অপছন্দের ক্যাটাগরি/নোটিফিকেশন বন্ধ রাখতে পারবেন।

জব ক্যাটাগরি

বিজ্ঞপ্তিগুলো সহজে খুজে পাবার জন্য আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি। যেমন -

General Job Category:

সরকারি চাকরি	ব্যাংক জব	এনজিও জবস
শিক্ষক নিয়োগ	মার্কেটিং / সেলস	রেলওয়ে জব
ডিফেন্স এ চাকরি	সাপ্তাহিক চাকরির পত্রিকা	অন্যান্য বেসরকারি চাকরি

Special Job Category:

Hot Jobs	Date Wise Jobs
Part Time Jobs	Under Graduate Jobs
Graduates Jobs	Post Graduate Jobs
Deadline Today Jobs	Deadline Tomorrow Jobs
Any Other Deadline Jobs	Archive / Expired Job

জব এক্সাম নোটিশ ক্যাটাগরি

নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল নোটিশ পাবেন এই ক্যাটাগরিতে।

পরীক্ষার সময়সূচী	পরীক্ষার ফলাফল	প্রবেশপত্র	অন্যান্য নোটিশ

Reminder

আবেদনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও প্রবেশ পত্র ডাউনলোড এবং অন্যান্য নোটিশ এর Reminder

ক্যারিয়ার গাইড

চাকরির পরীক্ষা সহায়ক বিভিন্ন তথ্য এবং Article ও পরামর্শ। বিষয়ভিত্তিক চাকরির প্রস্তুতি, শর্টকাট টেকনিক, মোটিভেশন সহ আরো অনেক কিছু।

প্রতিদিনের তথ্য

বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইনে থেকে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ জ্ঞানমূলক তথ্য।

অনুবাদ চর্চা

দৈনিক ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ Article এর Vocabulary ও অনুবাদ। এবং এই Vocabulary গুলোর আলোকে মডেল টেস্ট/কুইজ।

সাম্প্রতিক তথ্য

বিভিন্ন পত্রিকা ও অন্যান্য উৎস থেকে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের সাম্প্রতিক তথ্য।

ডাউনলোড জোন

চাকরির প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন বই এবং অনলাইনে প্রকাশিত সকল বিষয়ের তথ্যের PDF।

ইন্টারভিউ টিপস

ইন্টারভিউ এর জন্য কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবেন সেই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞদের পরামর্শ।

ভাইভা অভিজ্ঞতা

চাকরির ভাইভাতে কিধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সেই সকল তথ্য নিয়ে এই ক্যাটাগরি। বিসিএস, ব্যাংক সহ অন্যান্য নিয়োগ ভাইভা অভিজ্ঞতা এখানে পাবেন।

প্রশ্ন ব্যাংক এবং সাম্প্রতিক পরীক্ষার প্রশ্ন - উত্তর

বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষা- BCS, NTRCA, Primary সহ অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার বিগত সালের প্রশ্ন এবং সমাধান। এবং প্রতিনিয়ত যে সকল নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তার প্রশ্ন-সমাধান।

মডেল টেস্ট

এই ক্যাটাগরিতে "ব্যাখ্যা সহ/ছাড়া" মডেল টেস্ট পাবেন। (With timer /Without timer আপনার পছন্দ মত মডেল টেস্ট দিতে পারবেন)। বিষয়ভিত্তিক সহ আরো অনেক ক্যাটাগরির মডেল টেস্ট।

National University News

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল খবরাখবর নিয়ে আছে আলাদা ক্যাটাগরি।

Job Age Calculator

চাকরির বয়স বের করার ক্যালকুলেটর। এই Job Age Calculator এর মাধ্যমে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত বয়স বের করতে পারবেন।

Search Option

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বা পরীক্ষার নোটিশ খুজে পাওয়ার জন্য আছে সার্চ অপশন।

Day-Night Mode

সহজে এবং দীর্ঘক্ষণ অ্যাপ ব্যবহার উপযোগী ডে/নাইট মুড অপশন।

এছাড়াও Notification Sound and Vibration Control, Keep Screen On, Dim Light mode Option, National University News সহ আরো অনেক ফিচার।

এক কথায় চাকরির প্রস্তুতি/খোঁজা থেকে শুরু করে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত সকল তথ্য পাবেন এই অ্যাপটিতে।

এই আপস এর বৈশিষ্ট্য গুলো যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে আজই ডাউনলোড করুন।

App Download Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.careerguidebd.jobcircular

যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বৈদেশিক)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ নিবন্ধন, যা পরবর্তীকালে প্রকল্প সংক্রান্ত সার্বিক সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১,৩৬৮টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ১,১৪,০৯৫.০০ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৭৬৪ টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৯২,৭৫৯.০০ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছর হতে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি তথ্য সারণি ১৪.২ এ দেখানো হলো:

সারণি ১৪.২ ঃ বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন

অর্থবছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		মোট প্রস্তাবনা		প্রবৃদ্ধি (%)
	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	
২০১১-১২	১৭৩৫	৫৩৪৭৬	২২১	৩৪৪১৬	১৯৫৬	৮৭৮৯৩	-১০.০০
২০১২-১৩	১৪৫৭	৪৪৬১৫	২১৯	২২০৭২	১৬৭৬	৬৬৬৮৭	-২৪.০০
২০১৩-১৪	১৩০৮	৪৯৭৫৯	১২৪	১৮৫৩১	১৪৩২	৬৮২৯১	২.৪০
২০১৪-১৫	১৩০৯	৯১২৭৩	১২০	৮০৬১	১৪২৯	৯৯৩৩৪	৪৫.৪৬
২০১৫-১৬	১৫১১	৯৪৫৮৫	১৫১	১৫৫৭৬	১৬৬২	১১০১৬১	৯.৮৬
২০১৬-১৭	১৫৭৮	৯৯৬৭২	১৬৭	৮৫৫৮৯	১৭৪৫	১৮৫২৬১	৬৮.১৭
২০১৭-১৮	১৪৮৩	১২৫৭৯৯	১৬০	৮১৪৯৩	১৬৪৩	২০৭২৯২	১১.৮৯
২০১৮-১৯	১১৯৮	৭০৬৯৬	১৭০	৪৩৩৯৯	১৩৬৮	১১৪০৯৫	-৪৪.৯৬
২০১৯-২০*	৬২৮	৫৬৯৬০	১৩৬	৩৫৭৯৮	৭৬৪	৯২৭৫৯	

সূত্রঃ মাসিক প্রতিবেদন (২০১৯-২০), পলিসি এ্যাডভোকেসী অধিশাখা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ* ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

সম্পূর্ণ স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১২-১৩ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল ৪,৪৬,১৪৮.৫৯ মিলিয়ন টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত এ বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৬৯,৬০২.৮৪ মিলিয়ন টাকা। স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ১৪.৩ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৩ঃ স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকা)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৫৪৬৫৪.১৫	৭৫১০৫.২৬	১১৩৮২০.২৪	১০৬৫৭১.১৪	৬৬৯৮৬.৭৮	৮১৭৭৪.২৩	৪৫৬০৮.৩৭	২১৬৯০.৭০
ফুড এন্ড এলাইড	৮৮৩৭.৫১	১৮০৮৩.০১	৪২৭৯২.২৬	২৬১৯৬.৪৭	৭৭৭২৩.৩৫	৩৭১৬৮.৭২	৩৩১২১.৩৭	১৩২৩২.৪৩
টেক্সটাইল শিল্প	১৭২৮০৩.৬২	৮২২৯৬.৫১	১৭৬৪৭৩.৩৪	১৬৯১১৭.০৫	১৮৯৭০৫.৮৮	২৫৭৭৯২.৫২	১৩৭৩৬৪.৮০	৪৪৫৩৩.৬০
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	৫১৫৬.৯৯	৪৩০০.৭৫	৭৯০৭.৮৩	৭০৪৯.৭৪	২৬১০৭.৬২	১১৬১৮.৩৮	২৪৬১৮.৩৭	১২৮৪১.১১৩
ট্যানারি এন্ড লেদার	২৯০৭.৬৫	৭১৬১.৬০	৫৫৫১.৮১	১৫০৫২.৪০	১৫০৬৮.১৯	১৯৩৮৫.০৫	১৯৯৭৬.৩৬	৫৮২৪.৭৫
কেমিক্যালস শিল্প	৭৫০৪৮.৯৮	৭৮৬৮৫.২৯	২৩০৮৪৩.৪৩	৩১৮২৪০.৬৪	২২৯৯১১.৭০	৩৮৯৯২৫.৪০	২২৩৩৬১.২১	৭৯৫৫৬.৭১
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	১৮৫২.৮০	৭৭৩৫.৬৩	১৯২৫৪.৬২	৭৬৫০.৪৮	২৩৮০৮.৫০	১৬৪০৫.৯৬	২৬৯৮০.৩৭	৯৮০২.৩৬
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	৩১৯০২.৪৮	৬১২৯৪.১৭	৮৯৮৯৭.২৫	১৩৩৮৪৭.১৪	১৬০০০৯.৫৭	১৩৫২৮৭.২৪	৯৪১৮৪.১১	৭৮১৪৮.২৪
সার্ভিস শিল্প	৮৭২৬৭.৯৩	১৫৮৬৮৩.২২	২০৯৬৫৪.২৩	১০৭৫১২.৭৫	১৩৪১৮৭.৮৯	২৯৫৪০৩.৬৭	৯৮১২৮.৯২	৩০০৩০১.৫৪
বিবিধ শিল্প	৫৭১৬.৪৯	৪২৯৪.০৪	১৬৫৩৫.৭০	৫৪৬১৬.২৩	৭২৬৯৫.১২	১৩২৩০.৫০	৩৪৯৭.১৬	৩৬৭১.৪০
মোট	**৪৪৬১৪৮.৫৯**	**৪৯৭৫৯৩.২৫**	**৯১২৭৩০.৭১**	**৯৪৫৮৫৪.০৪**	**৯৯৬৭২৫.৭৫**	**১২৫৭৯৯১.৬৭**	**৭০৬৯৫৯.৮৬**	**৫৬৯৬০২.৮৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সার্ভিস খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ ৫২.৭২ শতাংশ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো কেমিক্যালস খাত ১৩.৯৭ শতাংশ, ইঞ্জিনিয়ারিং খাত ১৩.৭২ শতাংশ ও টেক্সটাইল খাত ৭.৮২ শতাংশ। লেখচিত্র ১৪.৩ এ ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৩ঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

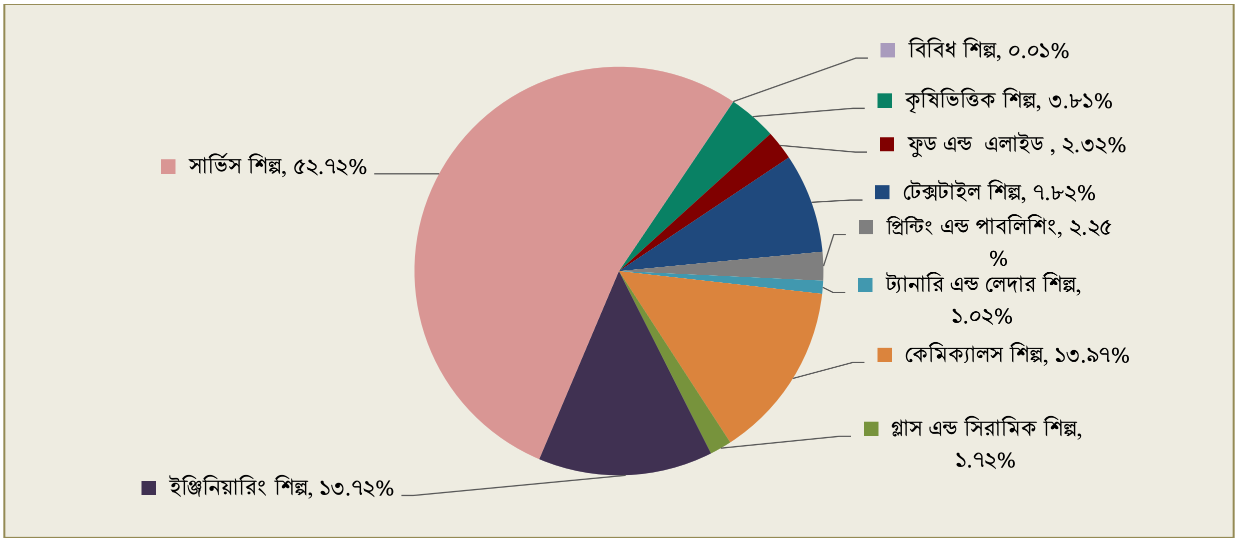

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।*ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানাধীন বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে মোট ১৩৬ টি নতুন প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যাতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৩,৫১৮.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ।

নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার প্রধান খাতগুলো হলো কৃষিভিত্তিক ও বিবিধ। সারণি ১৪:৪ এ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশ করা হলোঃ

সারণি ১৪.৪ঃ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৯৪.৩৮	৭৫.২৫	২৯.৬৮	৩৮.১৯	৩৩.৫৬	২৭.৩৬	১১৬০.৩৩	২৭.৩২
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প	১৩.১২	৪.৭০	০.১৩	৬.৮০	১৪.৪৯	১৭৫.০৯	৩৪.৫৫	৩০.৯০
টেক্সটাইল শিল্প	৫৪.৬৪	৬২.৬৬	৮.৩৫	১৬.১০	০.৪৫	১২৭.৫৩	১৮৩.৭১	৫.৩৬
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	-	-	-	১.৮৫	-	৫.১৪	১.৫৪	৭.১৭
ট্যানারী এন্ড লেদার শিল্প	৫৭.২৯	৩২.৫৫	১৭.৪৯	১১.৩৬	৩.৩৩	৫৫.২৫	১৬.৬৪	৮৯.৫০
কেমিক্যালস শিল্প	২৯.৬৬	২০.৫০	৬৩.২৯	৫১.৫২	১৬.৭৫	৬০৬৫.২২	৭২.৯০	২৬.৪৪
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	১.৬৮	০.৭৯	০.২০	৭.০০	১২.৭৬	-	-	-
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	২০.৭৬	২৩৭.৭৪	২৪৪.০৪	২২২.২৪	২৫৩৫.২৮	২৬৮.৯৫	২১৬.১৬	২৯৭১.৬৪
সার্ভিস শিল্প	২৪৮১.৯৯	১৬৮৭.০০	৫৪.৩৮	১০৭.৯৮	৭৫১৫.০২	১৩৪৯.৭৮	২১৩.৪৫	১২২.৩২
বিবিধ শিল্প	৪৬.৫৮	৭.১৩	৫.১৩	৫১.৯৮	২৪৫.৯৯	১৬৬৭.৯৮	৩১২৬.১৫	২৩৭.৯৮
মোট	**২৮০০.১১**	**২১২৮.৩২**	**৪২২.৬৯**	**৫১৫.০২**	**১০৩৭৭.৬৩**	**৯৭৪২.৩০**	**৫০২৫.৪৪**	**৩৫১৮.৬৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, * ফেব্রুয়ারি ২০২০।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ ৮৪.৪৫ শতাংশ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো বিবিধ শিল্প খাতে ৬.৭৬ শতাংশ, সেবা খাতে ৩.৪৮ শতাংশও চামড়া শিল্প ২.৫৪ শতাংশ।

লেখচিত্র ১৪:৪ এ ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৪: ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

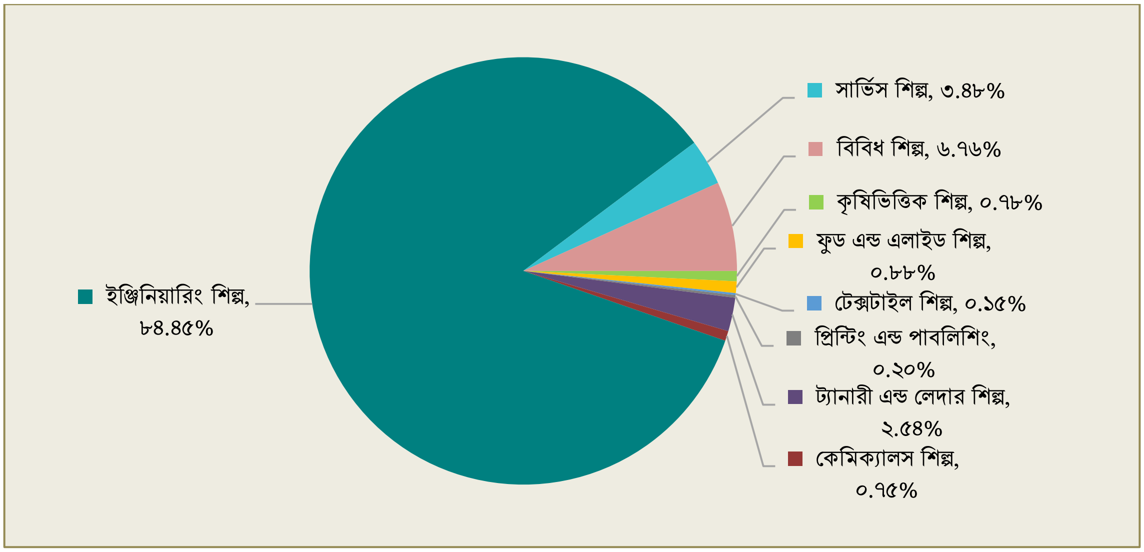

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, *ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিশ্বের ২৭টি দেশ হতে বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্প বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) নিবন্ধিত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ সারণি ১৪.৫ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৫ঃ নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
১.	সৌদি আরব	০	০	২.৩৬	৫.৫০	২৪৫০.০৭৬	০.১২৫	০	৫.৪১৩
২.	আমেরিকা	১১০.৪৯২	৮৫.০০	১২০.৮২	১৭.২৪	১৭৮.০১১	৪৯২.৬২৯	৬৪৩.৩৭৮	১৩.৪৭৬
৩.	থাইল্যান্ড	৮১.৪৪	২৫.৭৫	১৮.৬৭	২৭.৬৭	৫৮৪.৫৬	৬.০২৪	২.২৭৭	০.০৪৩
৪.	ভারত	২১২০.৬৭	১৬৯.৬৩	৩৪.০৩	৩৩.৭৩	২০৯.৫০০	৩১০.১৩৯	৪০.৯৩৭	১২.৯১৯
৫.	দক্ষিণ কোরিয়া	১১.৩৯	৭.৯০	৪.৫১	১৬১.৫৪	৯.১৫৯	১১৪.৬০২	১.৭৬১	২.৫২৬
৬.	মালয়েশিয়া	৭.২৬	২.৩৬	৮.৫৮	৮৮.৩৯	২৩.৮১৬	০.৫৬১	৩.৮৫২	২.৭৭০
৭.	নেদারল্যান্ডস	৩.৬০	০.৮৪	০.৬০	৪.৭৭	১৫.০৮১	০	১৭২০.৪০২	৪১.২৫
৮.	চীন	১৬৪.৭২	১৬৮৩.৩২	২৫.১০	৭০.৩৯	৬১৫৩.৮৫৯	৩৭৫.১৮৯	৯৪৩.৬৪৭	৫৯০.৮৬১
৯.	যুক্তরাজ্য	৬০.৬৭	০	৫৮.১৫	৫.০২	২.৬২৮	৩৮৬.০৭২	০.২৬২	৫.৯৬৭
১০.	পাকিস্তান	০.৯১	০.৬৪	০	০	১.২৯৩	০	০	০
১১.	জাপান	৩৫.৪২	১৬.৭৭	৭.২২	৫৯.৭৯	১২.৩৭৫	৪৩.৭০৬	২৪৮.৫৪৯	১৬.৪১৬
১২.	ডেনমার্ক	৩.৯৫	১.০৬	০.৫১	০.০৪	০	০	০	০.১১৭
১৩.	শ্রীলঙ্কা	৮৯.৯২	০.১৭	০	১.৬১	০.২	৩.৫৩২	৯৮.২৯১	০.২৫২

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		**২০১২-১৩**	**২০১৩-১৪**	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০***
১৪.	কানাডা	৪.২৪	১.২৮	৭.১৯	০.৮৯	০	৩.১১৪	০.১৩৩	০
১৫.	তাইওয়ান	১.৫৩	৩.৬৪	১৬.৫৯	০.৮২	০	০.১৫২	১.১৫৭	৭৬.৯৮৯
১৬.	সিঙ্গাপুর	১৬.২৯	২৯.৩২	৯.৬০	১.৯৭	৫৯৬.৯১৪	২৩৬.০৮৯	১২৪৭.৪২৬	৯০.৮৯০
১৭.	তুরস্ক	৪.৪	০	২.২১	০.২৮	১.০২৬	৮.৫৩৫	০	২.৭৭
১৮.	ইতালী	০.৮৩	২.৩৯	১.১২	০	১৬.৩৭৬	০	০	০
১৯.	হংকং	২৩.৬৪	৩.৬৪	৮.৩২	২.৮৮	৩৮.০৬৯	৬.৫২০	২৯.৯১০	০.৮৫০
২০.	আফ্রিকা	০	০	৩.৬২	০	০	০	০	০.৩২
২১.	আর্মেনিয়া ও রাশিয়া	০	০	০	০.২৩	৫০.১৩০	০	০	০
২২.	বার্মুডা	০	০	০	০	০	০	০	০
২৩.	ফ্রান্স	২.৩২	০.৮০	০	০	৩.১১৭	০	০	০
২৪.	ইন্দোনেশিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০
২৫.	লেবানন	৪৬.৪০	০	১.১৩	০	০	০	০	০
২৬.	মরিশাস	০	৫.১২	৫৪.৬৬	৯.৬৩	০	৩৪০.০০০	০	৩২.৫৪৫
২৭.	ফিলিপাইন	০	০	০	০	০	০	১০.২৭৪	০
২৮.	সুইডেন	০.০৮	০	১৬.২৬	১.৮৩	১.০০৬	০	২.৩৭৭	০
২৯.	সুইজারল্যান্ড	১.৭১	০.৫৮	১৪.৮২	০	০	০	১৭.৯০০	০
৩০.	ফিনল্যান্ড	০	০	০.৫৬	০	০	০	০	০
৩১.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১.০৩	৫২.১০	০.৩০	১.১১	৯.৫০০	৬৯৮০.০৩৭	০.৩০০	১০৮.৯৪৪
৩২.	ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড	০	০	০	৮.৯৮	০	০	১.০৩৫	০
৩৩.	জার্মানী	০.৩২	২.২৬	১.৩৪	৬.৫৯	০.০৪৭	৭.০০৩	৪.০০	২.৮৩৬
৩৪.	অস্ট্রেলিয়া	০	৬.১৮	১.০১	১.০৪	০	০	০	২.৫৮২
৩৫.	গ্রীস	০	০	০	০	০	০	০	০
৩৬.	পর্তুগাল	০	০	০		০	০	০	০
৩৭.	স্পেন	০.৯৮	০.০২	১.৬৯	০	১২.০১৪	০	১.৭১	০.৩৯৫
৩৮.	পোল্যান্ড	০	০	০.৮৯	০	০	০	০	০
৩৯.	বেলজিয়াম	০	০	০	০	০	০	০.৩৫	০
৪০.	মিশর	১.১৫	০	০	০	০	০	০	০
৪১.	হাঙ্গেরী	১.২২	০	০	০	০	০	০	০
৪২.	নরওয়ে	০.১১	০	০	০	০	৪.৭৮১	০	০
৪৩.	ভিয়েতনাম	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৪.	জর্দান	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৫.	কুয়েত	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৬.	অস্ট্রিয়া	০	০	০	০.৮৮	০	০	০	০
৪৭.	মাল্টা	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৮.	ইউএসই	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৯.	গিনি	১.১৬	০	০	০	০	০	০	০
৫০.	লিবিয়া	১.১৬	০	০	০	০	০	০	০
৫১.	সার্বিয়া	০.১৯	০	০	০	০	০	০	০
৫২.	ইয়েমেন	০	২৭.২৮	০	০.৩০	০	০	০	০
৫৩.	নাইজেরিয়া	০.৬২	০	০.৬১	০	০	০	০	০
৫৪.	লিথুনিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০
৫৫.	ইরান	০	০	০	১.২৪	০	০	০	০
৫৬.	উজবেকিস্তান	০	০	০	০	২.৭১৩	০	০	০
৫৭.	বেলারুস				০	৫.৮৭৫	০	০	০
৫৮.	নেপাল	০	০	০	০	০	১.৩৪৭	০	৮.১৪
৫৯.	ওমান							০	০.১১৭
৬০.	ইরিল্যান্ড							০	০.১১৮
৬১.	ইংল্যান্ড							০	১.৩৪৬
৬২.	কোরিয়া							০	৩.০৫৫
	মোট	**২৮০০.১১**	**২১২৮.৩২**	**৪২২.৬৯**	**৫১৫.০২**	**১০৫১০.৯২**	**৯৭৪২.৩০৮**	**৫০১৯.৯২৮**	**১০২৩.৯২০**

উৎসঃ পলিসি এডভোকেসী অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড।* ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

কর্মসংস্থান সম্ভাবনা

শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরি এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই ২০১৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে ১,২৯,৪২১ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। লেখচিত্র ১৪.৫ এ ২০১২-১৩ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৫ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ

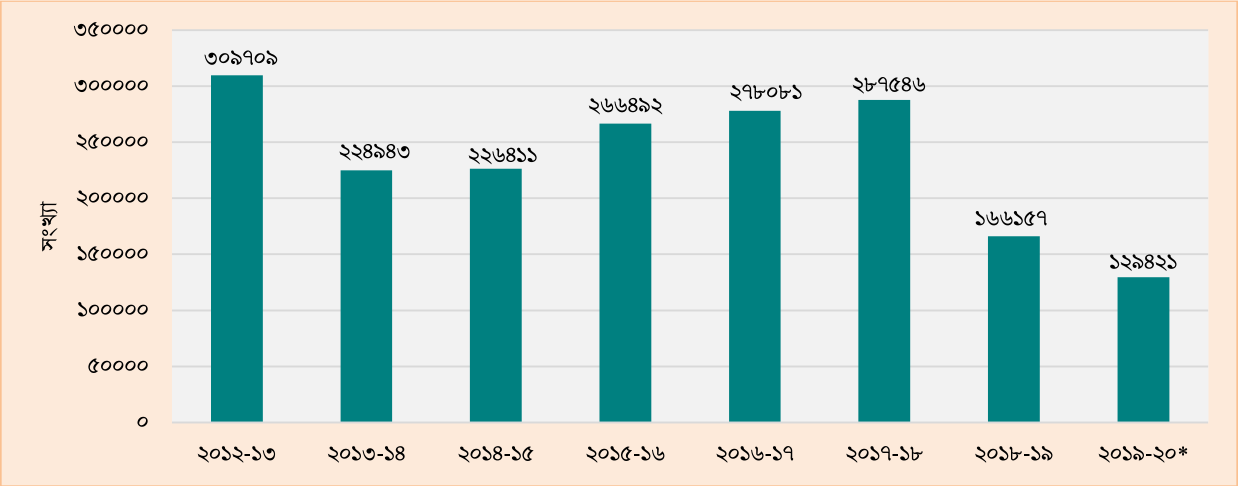

উৎসঃ মাসিক প্রতিবেদন (২০১৯-২০), পলিসি এ্যাডভোকেসী অধিশাখা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।*ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাছাই কমিটি কর্তৃক বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করে থাকে। ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাবের তথ্য সারণি ১৪.৬ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.৬ ঃ অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব ও ঋণের পরিমাণ

অর্থবছর	অনুমোদিত ঋণ প্রস্তাব (সংখ্যা)	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (মিঃ মাঃ ডলার)
২০১০-১১	২৬	৪৩১.৪৬
২০১১-১২	৩৫	১০৪৭.৯৩
২০১২-১৩	৮৮	১৭৯৫.২৮
২০১৩-১৪	১০৬	১৪৫৩.৩৮
২০১৪-১৫	১৫৩	২২৯৯.৬১
২০১৫-১৬	১২৭	৮৮৭.৬৯
২০১৬-১৭	১৫৩	১৬০৪.৩৭
২০১৭-১৮	১১৬	২১১৬.১৩
২০১৮-১৯	৯৯	৪১১৩.৩২
২০১৯-২০*	৩৭	২৩৭৩.০৮
মোট	৯৫৬	১৮২৮৫.৮৭

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বাণিজ্যিক অফিস অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশে বিদেশি কোম্পানির ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপন ও মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে থাকে। সারণি ১৪.৭ এ ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁও প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি) স্থাপনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৭ ঃ অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস এর পরিসংখ্যান

অর্থবছর	ব্রাঞ্চ অফিস	লিয়াজোঁ অফিস	প্রতিনিধি অফিস
২০১৪-১৫	১২০	২৪৯	১১
২০১৫-১৬	১০২	২২২	১৫
২০১৬-১৭	১২০	২১১	১১
২০১৭-১৮	১৮৪	২৫৭	১৪
২০১৮-১৯	১৪৬	২১২	১৮
২০১৯-২০*	১২৭	১৫৪	৮
মোটঃ	৮৯৫	১৫২০	৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বিনিয়োগ পরিস্থিতি

শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশ এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে দেশে ৮টি ইপিজেড রয়েছে। এগুলো হলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, মোংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী। এ ছাড়াও বেপজা চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় ১,১৫০ একর জমিতে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল নামে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করছে। প্রকল্পের আওতায় ৬১৮টি শিল্প প্লট তৈরি করা হবে, উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রত্যাশিত বিনিয়োগ ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৫ লক্ষ বাংলাদেশি ব্যক্তির কর্মসংস্থানসহ ৩৫০টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে।

এই আটটি ইপিজেডে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট ৪৭৪ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বর্তমানে উৎপাদনরত এবং অবশিষ্ট ৮৩ টি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে মোট ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫,২২৬.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২১২.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৭৯.০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ইপিজেডসমূহে মোট রপ্তানি হয়েছে ৪,৯৩৬.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ৫,০১,৩৫৫ জন বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে, এর মধ্যে ৬৬ শতাংশই নারী।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা)

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিকল্পিত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের শিল্প স্থাপনের সুবিধার্থে বেজা আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর জমির ওপর ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় এক কোটি লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ মূল্যের পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

বেজা বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্পাঞ্চল স্থাপনের জন্য ১৩১ বিনিয়োগকারী-কে প্লট বরাদ্দ করেছে। ইতোমধ্যে ৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২০টি প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন শুরু করেছে এবং ১৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের ফলে ইতোমধ্যে প্রায় ৩০ হাজার লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে এবং প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কমপক্ষে ৮ লক্ষ লোকের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বেজা প্রায় ১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছে, যার মধ্যে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৪.৮০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিনিয়োগকারী দেশের মধ্যে জাপান, চীন, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নেদারল্যান্ডস এবং বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হোন্ডা মটরস, সুমিতোমো, নিপ্পন, এশিয়ান ও বার্জার পেইন্টস, উইলমার, ইয়াবাং, জিনদুন, সিয়াম গ্রুপ, টিআইসি গ্রুপ, ইউনিলিভার, সাকাতা ইনক্স, চায়না হারবার অন্যতম। অর্থনৈতিকঅঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ও প্রস্তাবিত শিল্পসমূহের মধ্যে ইলেকট্রিক গাড়ি, পাওয়ার প্ল্যান্ট, মটর সাইকেল, উন্নতমানের খেলনা সমগ্রী, পেইন্ট, বেসিক স্টিল, এলপিজি, কেমিক্যাল শিল্প, টেক্সটাইল উল্লেখযোগ্য। জিটুজি (Government to Government) ভিত্তিতে জাপান, চীন ও ভারতের সাথে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া সিংগাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া ও সৌদি আরবের সাথে জিটুজি ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে উৎপাদিত পণ্য জাপান, চীন, ভারত, ভূটান, নেপাল, শ্রীলংকা, মায়ানমার, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, কাতার, দক্ষিণ আফ্রিকা, নেদারল্যান্ডস ও মরিশাসসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি শুরু হয়েছে।

অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) সেন্টারের মাধ্যমে ১২৫ ধরনের সেবা প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ১৪ ধরনের সেবা অন-লাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে অন-লাইনে ৬,০৩৬টি সেবা প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৯ এর মধ্যে আরো ৪০ ধরনের সেবা অন লাইনের মাধ্যমে প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জুন, ২০২০ এর মধ্যে সকল সেবা অন-লাইনের মাধ্যমে দেয়ার পরিকল্পনা আছে। চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই ও সীতাকুন্ডু এবং

ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্বাধুনিক শিল্পসহায়ক এবং পরিবেশবান্ধব 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর' প্রতিষ্ঠায় বেজা কাজ করছে। এ শিল্পনগরে বিনিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে দেশী-বিদেশী ৫৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে জমি বরাদ্দ চুক্তি হয়েছে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১২.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public Private Partnership-PPP)

বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবন-মান উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতের অবকাঠামোর অনুকূলে ব্যাপক বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশগ্রহণ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করতঃ দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য পিপিপি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ, বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার প্রধান উপাদান হচ্ছে আধুনিক, গতিশীল এবং নিরন্তর সেবা প্রদানে সক্ষম অবকাঠামো গড়ে তোলা, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই অবকাঠামো ব্যবস্থা নিশ্চিত করে দেশে বর্ধিত বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সমুন্নত রাখাই সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের লক্ষ্য। বেসরকারি খাতের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে উন্নয়নের নতুন এই মডেল কাজ করছে। বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'Procurement Guidelines for PPP Projects, 2018' প্রণয়ন করা হয়েছে। অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য এ খাতে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এসব ব্যবস্থার ফলে দেশের অবকাঠামো নির্মাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ১২টি খাতে বর্তমানে ৭৬ টি প্রকল্প নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আনুমানিক ২৭.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হবে। ইতোমধ্যে ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি অংশীদারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে যার প্রকল্প মূল্য ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ছাড়া দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ১৪ টি প্রকল্প এবং সম্ভাব্যতা যাচাই পর্যায়ে ২৫টি প্রকল্প রয়েছে। ইতোমধ্যে অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্পসমূহের তালিকা সারণি ১৪.৮ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.৮ঃ অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্প

ক্রমিক নং	খাত	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	পরিবহণ খাত	
১	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (চুক্তি স্বাক্ষরিত)	১২৪৩
২	ঢাকা বাইপাস চার লেনে উন্নীতকরন	৩৫০
৩	হাতিরঝিল রামপুরা সেতু	৩০০
৪	শান্তিনগর-মাওয়া ফ্লাইওভার	৩০০
৫	ধীরাশ্রম রেলস্টেশনে নতুন আইসিডি নির্মাণ	৭০
৬	খানজাহান আলী বিমানবন্দর, বাগেরহাট	৩০০
৭	খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা	৩০
৮	ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সেস কন্ট্রোল হাইওয়ে	৩২০০
৯	পিপিপি এর মাধ্যমে নন ইন্ট্রুসিভ ইন্সপেকশন (এনআইআই) প্রকল্প বাস্তবায়ন	১০০
১০	গাবতলী নবীনগর রোড	৩৪০
১১	সার্কুলার রেলওয়ে লাইন	১০০০
১২	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে উন্নীতকরন	১৪৬২
১৩	পাটুরিয়া-গোয়ালন্দতে ২য় পদ্মাসেতু নির্মাণ	১৫০০

ক্রমিক নং	খাত	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১৪	এমআরটি লাইন-২	৩৪৭৯
১৫	নারায়ণগঞ্জ শহরের জন্য লাইট রেপিড ট্রানজিট সিস্টেম	২০০
১৬	কমলাপুর রেলওয়েতে মাল্টি মোডাল হাব তৈরি	৫০০
১৭	বিমানবন্দর রেলওয়েতে মাল্টি মোডাল হাব তৈরি	২০০
১৮	আউটার রিং রোড	২৭০৫
শিপিং খাত		
১৯	মংলা বন্দরে ২টি জেটি নির্মাণ	৫৩
২০	লালদিয়া বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ	৩০০
২১	বে-টার্মিনাল	২০৮৯
২২	পায়রা পোর্ট ড্রেজিং	৯৫০
২৩	পায়রা পোর্ট কোল টার্মিনাল	৬৬০
২৪	পায়রা পোর্ট কন্টেইনার টার্মিনাল	৩০০
অর্থনৈতিক অঞ্চল		
২৫	মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল	১২
২৬	মিরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল	৭৩৫
২৭	জামালপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৪০
২৮	মহাখালী আইটি ভিলেজ	২০
২৯	এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট মিরেরসরাই ইজেড	২২
পর্যটন খাত		
৩০	কক্সবাজারে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	১০০
৩১	সিলেটে পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণ (বিদ্যমান পর্যটন হোটেলে)	২০
৩২	তিন তারকা হোটেল, পশুর, মোংলা, বাগেরহাট	১৫
৩৩	কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (মোটেল উপল)	৪৫
৩৪	পাঁচ তারকা হোটেল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুজগুন্নি, খুলনা	৩০
৩৫	জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রামে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ	৫০
স্বাস্থ্য খাত		
৩৬	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার নির্মাণ ঢাকার কিডনী হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার স্থাপন	৩
৩৭	বয়স্ক নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও হসপিটালিটি কমপ্লেক্স নির্মাণ (অবসর)	১০
৩৮	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ আধুনিকীকরণ	৩০
৩৯	কমলাপুর মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	১০০
৪০	সৈয়দপুর মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৪১	পাকশীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৪২	খুলনা মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও ২৫০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ	১০০
সামাজিক অবকাঠামো খাত		
৪৩	চাষাড়া নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (পিপিপি ভিত্তিতে)	৩৫
৪৪	টঙ্গীতে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (পিপিপি পদ্ধতিতে)	৩৫
আবাসন খাত		
৪৫	নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য ঢাকায় বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (ঝিলমিল প্রকল্প)	১১৭৪
৪৬	মিরপুরে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ	৪৪
৪৭	চট্টগ্রামে নো-ভিউ গেস্ট হাউজ নির্মাণ	২২
৪৮	চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন ও আবাসিক এপার্টমেন্ট নির্মাণ	২০০
৪৯	পূর্বাচল পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও পয়:নিষ্কাশন প্রকল্প	৫০০
৫০	মিরপুর টাউনশিপ প্রকল্প (ফেজ-২)	৯৭৪

ক্রমিক নং	খাত	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	নগরায়ন খাত	
৫১	পূর্বাচল পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও পয়নিষ্কাশন প্রকল্প	৮০
৫২	চট্টগ্রাম রেলওয়ের জমিতে হোটেল কাম গেস্ট হাউজ ও শপিং মল নির্মাণ	৬
৫৩	খুলনায় রেলওয়ের জমিতে হোটেল কাম গেস্ট হাউজ ও শপিং মল নির্মাণ	৩০
৫৪	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য ইন্টিগ্রেটেড ওয়েস্টওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উন্নয়ন	৬৪
	শক্তি খাত	
৫৫	চট্টগ্রামে কুমিরাতে এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন	৫০
৫৬	মাতারবাড়ি থেকে মদুনাঘাট ট্রান্সমিশন লাইন	১৮৩
	শিল্প খাত	
৫৭	টেক্সটাইল মিল, ডেমরা	৪০
৫৮	টেক্সটাইল মিল, টঙ্গী	৫০
৫৯	টাঙ্গাইল কটন মিল	১৫০
৬০	বিটিএমসিঃ আর আর টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৬১	বিটিএমসিঃ আমিন টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৬২	বিটিএমসিঃ দোস্ট টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৬৩	বিটিএমসিঃ রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৬৪	বিটিএমসিঃ এশিয়াটিক কটন মিল লিমিটেড	৫০
৬৫	বিটিএমসিঃ জলিল টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৬৬	বিটিএমসিঃ বেঙ্গাল টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৬৭	বিটিএমসিঃ সুন্দরবন টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৬৮	বিটিএমসিঃ মাগুরা টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৬৯	বিটিএমসিঃ রাজশাহী টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৭০	বিটিএমসিঃ দিনাজপুর টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৭১	বিটিএমসিঃ দারওয়ানি টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৭২	বিটিএমসিঃ আফসার কটন মিল লিমিটেড	৫০
	আইটি খাত	
৭৩	বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি (ব্লক ২ ও ৫)	২১০
৭৪	বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি (ব্লক ৩)	২৫
৭৫	ইনফো সরকার ৩	১২০
	শিক্ষাখাত	
৭৬	দি ইনোভেশন এন্ড ইনোভেটর সেল প্রকল্প	১০
	সর্বমোট ৭৬ টি প্রকল্প	**২৭,৭৬৫**

উৎসঃ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব কর্তৃপক্ষ।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৯-২০ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ লক্ষ্যে 'কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম', 'স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এবং জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্ স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস (এফএসপিডিএসএমই)' প্রকল্পের আওতায়

দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ অথবা পূর্ব অর্থায়ন স্কীম থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে। বাংলাদেশে কর্মরত সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২০১৯ সালে ৭,৭৪,১২২টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,৬৭,৯৭০.৬৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে ২০১৯ সালে ৫৬,৭০৬টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৬,১০৮.৯৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে এসএমই খাতের অবদান বৃদ্ধি এবং এ খাতে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি ও নারীর ক্রমবর্ধিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে 'জাতীয় এসএমই নীতিমালা ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে।

তবে করোনাভাইরাসের কারণে সংকটের মুখে পড়েছে দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান। এ সংকট মোকাবেলায় এসএমই খাতে ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। করোনা মোকাবেলায় প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি খাতে গ্রামের দরিদ্র কৃষক, বিদেশফেরত প্রবাসী শ্রমিক এবং প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুবাদের গ্রামীণ এলাকায় ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রত্যেকের মাধ্যমে ৫০০ কোটি টাকা করে মোট ২,০০০ কোটি টাকার স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত কর্মসূচির অর্ধেক অর্থাৎ ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনাজনিত অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পুনরূদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার মাইক্রো ও কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ২০,০০০ কোটি টাকার স্বল্প সুদে ঋন প্রদানের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। পুনরায়, উক্ত কর্মসূচিতে ঋণ প্রদানে গতি সঞ্চারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ২,০০০ কোটি টাকার ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করা হয়েছে।

কতিপয় নির্বাচিত খাতের বেসরকারি খাত উন্নয়ন কার্যক্রম

আইসিটি খাত

দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০' এর আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে প্রথম পর্যায়ে ২৮টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করেছে। ইতোমধ্যে কালিয়াকৈরে 'বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি', যশোরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, নাটোরে শেখ কামাল আইটি ইনকুবেশন এন্ড ট্রেনিং সেন্টার' এবং ঢাকায় 'জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক'সহ বিভিন্ন পার্কে ১৩.১৫ লক্ষ বর্গফুট লক্ষ বর্গফুট স্পেস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মিত স্পেস সমূহের মধ্যে ৫.৪১ লক্ষ বর্গফুট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ খাত

টেলিযোগাযোগ খাত উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ টেলিযোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। ২০০৪ সালে যেখানে দেশে মোবাইল ফোনের মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৪০ লাখ, সেখানে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ দেশে মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা ১৬.৬১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। সর্বমোট ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা এ সময় ৯.৯৯ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ব্যবসাবান্ধব নীতির ফলে বিগত কয়েক বছরে অনেক দেশীয় উদ্যোক্তা টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ করেছেন। ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তে বাংলাদেশ 4G মোবাইল প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করেছে। মোবাইল ফোন খাত থেকে বিপুল পরিমান রাজস্ব আয় হচ্ছে, যা দেশের মোট রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। পার্বত্য জেলাগুলোও মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাত

ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্য পূরণের লক্ষ্যে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ২,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন নয়, বিদ্যুৎ বিতরণ ও সঞ্চালন লাইন উন্নয়নের জন্যও কাজ করছে। বর্তমানে দেশের মোট জনগণের শতকরা ৯৬ জন বিদ্যুৎ সুবিধার (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ)

আওতায় এসেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ৯,৭৪০ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৮,৭৩০ মেগাওয়াট এবং ১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ গ্রিডভিত্তিক মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৯,৬৩০ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে, যা ক্যাপটিভ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২২,৭৮৭ মেগাওয়াট। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট ৪১,৮৪৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে ৩৭.৯২ শতাংশই পাওয়া গেছে বেসরকারি খাত থেকে, ৫২.৩৪ শতাংশ এসেছে সরকারি খাত থেকে এবং অবশিষ্ট ৯.৭৪ শতাংশ আমদানি করা হয়েছে।

শিক্ষা খাত

সকল স্তরে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ভূমিকা রেখে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য সরকার আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে। বেসরকারি খাতে শিক্ষার গুণগত মান ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এ পর্যন্ত ১০১ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' অনুযায়ী প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে International Quallity Assurance Cell (IQAC) গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র ও শিক্ষকদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে Bangladesh Research and Education Network (BdREN) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আধুনিক ল্যাবরেটরি, গবেষণা কেন্দ্র ও ইনস্টিটিউটগুলোকে সুসংহত ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে ৭০টি মেডিকেল কলেজ, ১২টি ডেন্টাল কলেজ, ১৩টি স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউশন, ২০০টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট স্কুল, ৯৭টি ইনস্টিটিউশন অব হেলথ টেকনোলজি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় বর্তমানে ৫,৫০০ কোটি টাকার বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় যে কোনো জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য ১০,০০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি খাতের গবেষণা উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকার একটি সমন্বিত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

পর্যটন খাত

সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত পর্যটন খাত উন্নয়নে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পর্যটন খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করেছে। পর্যটন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে এ খাতে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখছে।

পর্যটন শিল্পকে অর্থনৈতিক খাত হিসেবে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যেমন, দেশের পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানগুলোতে কেবল বিদেশিদের জন্য স্বতন্ত্র পর্যটন এলাকা স্থাপন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রেখে ইকো-ট্যুরিজম পার্ক, দ্বীপভিত্তিক পর্যটন পার্ক ও হোটেল নির্মাণ এবং পর্যটকদের বিনোদনসহ যাবতীয় সুবিধাসমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিদ্যমান স্থাপনাগুলোর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন স্থানে আধুনিক পর্যটন সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। কোভিড-১৯ রোগের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকার সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

বীমা খাত

ব্যবসা ঝুঁকি হ্রাস ও জনগণের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানে বীমা খাত নিরলসভাবে কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন' ছাড়াও বর্তমানে দেশে ৭৭টি বেসরকারি বীমা কোম্পানি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি বীমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪৫টি

সাধারণ বীমা ও ৩২টি জীবন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে বীমা শিল্প প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৮ সালে সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৩,৩৯০.৭৯ কোটি টাকা, মাত্র এক বছরেই তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ তে দাঁড়িয়েছে ৩,৬৮২.৭০ কোটি টাকা। আয় বৃদ্ধির হার ৮.৬১ শতাংশ। সারণি ১৪.৯ এ সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের চিত্র উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.৯ ঃ সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০১১	২৩১.৪১	১৭৩৫.৯৬	১৯৬৭.৩৭	১১.৭৬	৮৮.২৪	৩৯.৪১	১৬.৩৯	১৮.৬৯
২০১২	২১৮.৯২	১৯৪৮.৩৫	২১৬৭.২৭	১০.১০	৮৯.৯০	-৫.৪০	১২.২৩	১০.১৬
২০১৩	১৯০.৯৬	২১০১.৮৪	২২৯২.৮০	৮.৩৩	৯১.৬৭	-১২.৭৭	৭.৮৮	৫.৭৯
২০১৪	১৭৬.১১	২২৬৯.৬০	২৪৪৫.৭১	৭.২০	৯২.৮০	-৭.৭৭	৭.৯৮	৬.৬৭
২০১৫	২০৭.৩১	২৪৩৫.৭০	২৬৪৩.০১	৭.৮৪	৯২.১৬	১৭.৭১	৭.৩২	৮.০৭
২০১৬	২২৩.৪৯	২৫৪৯.৩৮	২৭৭২.৮৮	৮.০৬	৯১.৯৪	৭.৮১	৪.৬৭	৪.৯১
২০১৭	২৩৮.৬৬	২৭৪২.৭৭	২৯৮১.৪৩	৮.০০	৯২.০০	৬.৭৮	৭.৫৯	৭.৫২
২০১৮	৩৪৮.৯০	৩০৪১.৮৯	৩৩৯০.৭৯	১০.২৯	৮৯.৭১	৪৬.১৯	১০.৯১	১৩.৭৩
২০১৯	৩৬৭.২১	৩৩১৫.৪৯	৩৬৮২.৭০	৯.৯৭	৯০.০৩	৫.২৫	৮.৯৯	৮.৬১

উৎসঃ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে, সরকারি 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও ৩২ টি বেসরকারি জীবন বীমা কোম্পানি ২০১৯ সালে জীবন বীমা প্রিমিয়াম হিসেবে আয় করেছে ৯,৬০৮.২২ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ৬১৬.০৯ কোটি টাকা বেশি। আয় বৃদ্ধির হার ৬.৮৫ শতাংশ। সরকারি ও বেসরকারি জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১০ এ বর্ণনা করা হলোঃ

সারণি ১৪.১০ ঃ জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০১১	৩০৭.৮৮	৫৯৪৬.৮৫	৬২৫৪.৭৪	৪.৯২	৯৫.০৮	-৯.৯৫	৮.২৬	৭.১৯
২০১২	৩৪৩.২০	৬২৪৩.৯০	৬৫৮৭.১০	৫.২১	৯৪.৭৯	১১.৪৭	৫.০০	৫.৩১
২০১৩	৩৬৫.১১	৬৪৭৪.৬০	৬৮৩৯.৭১	৫.৩৪	৯৪.৬৬	৬.৩৮	৩.৬৯	৩.৮৩
২০১৪	৩৮৯.৯৩	৬৬৮৫.৫৮	৭০৭৫.৫১	৫.৫১	৯৪.৪৯	৬.৮০	৩.২৬	৩.৪৫
২০১৫	৪০৩.৭৪	৬৯০৯.০৬	৭৩১২.৮০	৫.৫২	৯৪.৪৮	৩.৫৪	৩.৩৪	৩.৩৫
২০১৬	৪১২.৫১	৭১৭০.৬৭	৭৫৮৩.১৯	৫.৪৪	৯৪.৫৬	২.১৭	৩.৭৯	৩.৭০
২০১৭	৪৭৪.৭২	৭৭১৬.২৫	৮১৯০.৯৮	৫.৮০	৯৪.২০	১৫.০৮	৭.৬১	৮.০১
২০১৮	৫১৩.০৮	৮৪৭৯.০৫	৮৯৯২.১৩	৫.৭১	৯৪.২৯	৮.০৮	৯.৭৮	৯.৬৮
২০১৯	৫৪৩.৬৩	৯০৬৪.৫৮	৯৬০৮.২২	৫.৬৬	৯৪.৩৪	৫.৯৫	৬.৯১	৬.৮৫

উৎসঃ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন

সবুজ অর্থনীতির অন্যতম পূর্বশর্ত হলো পরিবেশগত উন্নয়ন যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতই জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশেও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশগত সমস্যাসমূহ নিরসনপূর্বক দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 'রূপকল্প- ২০২১' এ পরিবেশগত উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে `Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), 2009' বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন', ২০১০ প্রণয়নসহ উন্নয়ন সহযোগিদের সহায়তায় ' Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF)' গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, ওজোন স্তর রক্ষা এবং পরিবেশকে সার্বিকভাবে দূষণমুক্ত রাখার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বৈচিত্র্যময় ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটি দেশ। তবে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতই বাংলাদেশেও পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যেহেতু অর্থনৈতিক কার্যাবলী এখনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, সেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরসমূহের জিডিপি-তে অবদান টেকসই ও উন্নত পরিবেশ দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। পরিবেশগত এ সকল সমস্যা হতে উত্তরণপূর্বক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই, পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আন্তর্জাতিক উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণ

সত্তর এর দশকের শুরু থেকেই পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত স্টকহোম কনফারেন্স (UN conference on the human environment) এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (environmental agencies) গঠন ও জাতীয় পরিবেশ কর্মপরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ করা হয়। এ সম্মেলনের আওতায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনকে বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অন্যতম উদ্যোগ হিসেবে ধরা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত হয় কিয়োটো প্রটোকল। ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানোর লক্ষ্যে কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমণকারী বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকা সারণি ১৫.১ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১৫.১ বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহের গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের বিবরণঃ

ক্র. নং	দেশ	বার্ষিক মোট গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমণ, ২০১৬ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	শতকরা নির্গমণ (%)
১	চীন	১১,৮৮৬.৮	২৫.৭৬
২	যুক্তরাষ্ট্র	৫৯০৭৩	১২.৮
৩	ইউরোপ	৩৫৯৮.১	৭.৮
৪	ভারত	৩১০৯.৩	৬.৭৪
৫	রাশিয়া	২৪২৭.২	৫.২৬
৬	জাপান	১২৫৯.৪	২.৭৩
৭	ব্রাজিল	১০৫০.৩	২.২৮
৮	ইন্দোনেশিয়া	৮৬৬	১.৮৮

৯	ইরান	৮০০.৮	১.৭৪
১০	দঃকোরিয়া	৬৯৭	১.৫১

উৎসঃ পরিবেশ অধিদপ্তর। CAIT ClimateData Explorer.2019. Wasington, DC. World Resource Institute.

আন্তর্জাতিক উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলা

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) এর সদস্য দলগুলো নিয়ে প্রতিবছর বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি UNFCCC দলগুলোর বার্ষিক সম্মেলন (Annual Conference Of Parties- COP) নামে পরিচিত। সম্মেলনে মূলত UNFCCC এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়।

২০১৫ সালে প্যারিসে ২১তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP 21) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৯৫টি দেশের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্যারিস চুক্তি (Paris Agreement) শীর্ষক একটি জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি গৃহীত হয়। ২০১৬ সালে মরক্কোর মারাকেশে অনুষ্ঠিত ২২তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (COP 22) প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত এপেক্স বডি 'Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)'এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী (Paris Agreement Work Programs) ২০১৮ সালের মধ্যে প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৭ সালে জার্মানির বনে ২৩তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP 23) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১৮ সালে পোল্যান্ডের ক্যাটোয়িচ শহরে অনুষ্ঠিত হয় ২৪তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP-24)। সম্মেলনে' Paris Agreement Work Programs' গৃহীত হয়েছে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো কার্বন নিঃসরণের মাত্রা হ্রাস এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ২০২৪ সাল থেকে প্রতি দুই বছর পরপর প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া, ২০১৯ সালে UNFCCC এর অধীনে COP-25 সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুঁকি

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাবগুলোর কারণে ও সমুদ্র উপকূলীয় দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির নাজুক পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। এখানকার ৬০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে মাত্র ৫ মিটার উপরে। 'Headley Center for Climate Prediction and Research (HCCPR)' এর প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০৮০ সালে ৪০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে।

Providing Regional Climates for Impact Studies (PRECIS) এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের তুলনায় ২০৩০, ২০৫০ এবং ২০৭০ সালে যথাক্রমে প্রায় ৪ শতাংশ, ২.৩ শতাংশ এবং ৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, General Circulation Model (GCM) এর প্রক্ষেপণ অনুসারে ২১০০ সালে বাংলাদেশে তাপমাত্রা ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বৃষ্টিপাত ৯.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে প্রতি ৩-৫ বছরে বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হয়। ফলশ্রুতিতে, অবকাঠামো, বাসস্থান, কৃষি এবং জীবিকার ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। সমুদ্র উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল ঝড় জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকিতেও থাকে। 'Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC)' এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৫০ সালে বাংলাদেশের ভূমির ১৭ শতাংশ এবং খাদ্য উৎপাদনের ৩০ শতাংশ হারিয়ে যাবে।

২০১০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রণীত 'Economics of Adaptation to Climate Change: Bangladesh' প্রতিবেদন বলা হয়েছে যে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মোকাবেলায় ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে বিনিয়োগ এবং আবর্তক ব্যয় বাবদ যথাক্রমে ৫,৫১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে।

দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে UNFCCC এর আওতায় 'National Adaptation Plan (NAP)' প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে একটি 'NAP Road Map' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ UNFCCC'র সক্রিয় সদস্য হিসাবে অভিযোজন ও প্রশমন খাতে বেশ কিছু কার্যক্রম চিহ্নিত করে 'Intended Nationally Determined Contributions (INDC)' শীর্ষক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ, যোগাযোগ এবং শিল্প (জ্বালানী

সক্ষমতা) তিনটি খাতে ২০৩০ সালের মধ্যে শর্তহীন অবদানের মাধ্যমে ৫ শতাংশ এবং শর্তযুক্ত অবদানের মাধ্যমে ১৫ শতাংশ গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাবে মর্মে INDC তে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত INDC বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক NDC Implementation Road Map প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং বিদ্যুৎ, শিল্প ও যোগাযোগ প্রতিটি সেক্টরে NDC Sectoral Mitigation Action Plan প্রণয়ন চুড়ান্ত করা হয়েছে। উক্ত Action Plan সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

এছাড়াও, 'Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA)' প্রণয়ন এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে 'Climate Change Unit' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অধিকন্তু, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকার বেশ কিছু কর্মসূচি/কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' প্রণীত হয়েছে। টেকসই পানি, প্রতিবেশ, পরিবেশ ও ভূমি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশকে রূপান্তর করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করা এ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া পরিকল্পনাটিতে ৬টি নির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। অভীষ্টগুলো হলো: (১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; (খ) পানির নিরাপত্তা ও পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি, (গ) সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা; (ঘ) জলাভূমি ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা; (ঙ) অন্তঃ ও আন্ত-দেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং (চ) ভূমি ও পানিসম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ সকল অভীষ্ট অর্জনের জন্যে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০'তে জাতীয় পর্যায়ে বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ও মিঠা পানি বিষয়ক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জলবায়ু অর্থায়ন

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন ও অভিযোজনের লক্ষ্যে জলবায়ু অর্থায়ন জোরদার করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তকরণ (আইবিএফসিআর) প্রকল্পের সহযোগিতায় অর্থ বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিশ্লেষণ করে ''জলবায়ু সুরক্ষা ও উন্নয়ন" নামে একটি বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি মন্ত্রণালয়ের উপর 'টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন' নামে দ্বিতীয় জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫টি মন্ত্রণালয়ের উপর 'টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন' নামে তৃতীয় জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করে। নির্বাচিত ২৫টি মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ২০১৯-২০ অর্থবছরের মোট জাতীয় বাজেটের ৫৮.১১ শতাংশ এবং এর ৭.৭১ শতাংশ হচ্ছে জলবায়ু অর্থায়ন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বরাদ্দ ৬.৬ শতাংশ ছিল যা ২০১৯-২০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই পাঁচ বছরে ২৫টি মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বরাদ্দের পরিমাণ ১২,১৬৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,৭৪৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত জিডিপি'র ০.৮ ভাগ।

জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সরকার 'Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)'-২০০৯ প্রণয়ন করেছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এমন একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। BCCSAP কর্ম-পরিকল্পনায় ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় ৪৪টি কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। এ কর্ম-পরিকল্পনায় উল্লিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) গঠন করা হয়েছে। এটি একটি স্বতন্ত্র তহবিল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশই সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে এ ধরনের একটি তহবিল গঠন করেছে। ফান্ডটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। বিসিসিটিএফ-এর আওতায় সকল প্রকল্প বিসিসিএসএপি ২০০৯-এর থিমেটিক এরিয়াকে ভিত্তি

করে গ্রহণ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে শুরু করে চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলে বরাদ্দকৃত সর্বমোট ৩,৮০০ কোটি টাকার ৬৬% সমপরিমান অর্থ এবং তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দ্বারা ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত প্রায় ৩২৬৪.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭২০টি (৬৫৯টি সরকারি এবং ৬১টি বেসরকারি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত প্রকল্পের মধ্যে ৩৭৫টি (সরকারি-৩১৮টি, বেসরকারি-৫৭টি) প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

জলবায়ু সংকটে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু অর্থায়নের সর্ববৃহৎ উৎস যা জাতিসঙ্ঘের আঞ্চলিক গ্রুপ-এ প্রতিনিত্বকারী উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ হতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত ২৪ সদস্যের একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। বাংলাদেশের পক্ষে জিসিএফ-এ প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) যা জাতীয় নির্ধারিত (designated) কর্তৃপক্ষ (এনডিএ) নামে পরিচিত। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের এনডিএ মনোনীত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত ৬টি প্রতিষ্ঠান- Infrastructure Development Company Limited (IDCOL), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ), পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এবং বিসিসিটিকে সম্ভাব্য National Implementing Entity (NIE)/ Direct Access Entity (DAE) হিসেবে চিহ্নিত করে যাদের মধ্যে 'IDCOL' ও পিকেএসএফ জিসিএফ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ যেসব ক্ষেত্রে জিসিএফ হতে সহায়তা পাচ্ছে তা হ'ল এনডিএ সচিবালয়কে শক্তিশালীকরণ, জিসিএফ হতে তহবিল প্রাপ্তির লক্ষ্যে দেশীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, NIE হিসেবে স্বীকৃতির লক্ষ্যে সহায়তা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ইআরডি কর্তৃক নির্বাচিত সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের জিসিএফ স্বীকৃতি লাভের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঘাটতি পর্যালোচনা ইত্যাদি। এনডিএ সচিবালয় বর্তমানে জিসিএফ-এর একটি কান্ট্রি প্রোগ্রাম এবং শক্তিশালী প্রকল্প পাইপলাইন তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে যা জিসিএফ হতে জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তি ও ব্যবহারে বাংলাদেশের প্রস্তুতিকে জোরদার করবে । ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের ৯৪.৭ মিলিয়ন ডলারের চারটি প্রকল্প জিসিএফ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বায়ুদূষণ জনিত সমস্যা নিরসনে গৃহীত কার্যক্রম

ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে অবকাঠামো নির্মাণ এবং যানবাহন ও কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সকল উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণও ক্রমশ বাড়ছে। মানবস্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের বিরূপ প্রভাবসহ অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার প্রচলন, যানবাহন ও কলকারখানা সৃষ্ট ক্ষতিকর ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বায়ুদূষণ জনিত পরিবেশগত সমস্যা নিরসনে সরকার নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

বায়ুমান পরিবীক্ষণ

নিয়মিত বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও বরিশাল শহরে মোট ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (CAMS) চালু রয়েছে। এ সকল স্টেশনের মাধ্যমে ঐ শহরগুলোতে বায়ুদূষণের উপাদানসমূহের (বস্তুকণা, ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি) পরিমাণ সার্বক্ষণিকভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে।

যানবাহনের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে গাড়ির ধোঁয়া পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং অধিক দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ইট ভাটায় সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

দেশে নির্মাণশিল্পের ব্যাপকতার কারণে ইটের চাহিদা বাড়ছে। ফলে যততত্র ইটের ভাটা গড়ে উঠেছে। এ সকল উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইট ভাটা থেকে দূষণ কমানোর লক্ষ্যে পুরাতন পদ্ধতির ইট ভাটার পরিবর্তে জ্বালানি সাশ্রয়ী, বায়ুদূষণ রোধে কার্যকর ও আধুনিক প্রযুক্তির পরিবেশবান্ধব ইট ভাটা স্থাপনে কাজ করছে পরিবেশ অধিদপ্তর। ইট নির্মাণ শিল্পকে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটি জুলাই ২০১৪ থেকে কার্যকর হয়েছে। ২০১৯ সালে আইনটিকে বাস্তবসম্মতভাবে সংশোধন করে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন-২০১৯' জারি করা হয়েছে।

পরিবেশ দূষণকারী অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেটের পাশাপাশি জেলা প্রশাসন ও পুলিশের সহযোগিতায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। অবৈধ পরিবেশ দূষণকারী ইটভাটার বিরুদ্ধে ২০১৫ সাল হতে অভিযান পরিচালনা করে ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ১৮ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সারাদেশে প্রায় ৬০০ শত অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করা হবে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পকে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার ব্যবস্থা, শব্দ প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা, বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থাসহ সকল প্রকার প্রশমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পর পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন করে থাকে। এছাড়া, নিজস্ব লোকবল ও যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার শর্তও ছাড়পত্রে উল্লেখ করে দেয়া হয়।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

ইটিপি (ETP) স্থাপন: পানি দূষণ রোধে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ফলে অধিকাংশ পানি দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ইটিপি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ইটিপি স্থাপনযোগ্য ২,৪০০টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ৯২০টি ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে।

জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপন্ন তরল বর্জ্য প্রকৃতিতে নির্গমণ না করে পরিশোধনপূর্বক পুনঃব্যবহার করছে। ২০১4 হতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর মোট ৫৩৩টি তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম: 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন'এর অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং কর্তৃক বিগত জুলাই ২০১০ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সময়ে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের জন্য ৬,০০২ টি নদী দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৩১১.৪৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক ১৭৬.০৮ কোটি টাকা (বকেয়াসহ) ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযানঃ নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট শাখাসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছে। পাশাপাশি র‍্যাব, পুলিশ, সিটিকর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সারাদেশে পলিথিন বিরোধী অভিযান চালানোর জন্য ৮টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৬৮৫.৬০ টন অবৈধ পলিথিন জব্দ করা হয়েছে এবং ১.৪০ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ২২ টন, ময়মনসিংহ পৌরসভায় ৮ টন, রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ১৬ টন এবং কক্সবাজার পৌরসভায় ১২ টন উৎপাদন ক্ষমতার ২টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট সিটিকর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোকে উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণের লক্ষ্যে বাসা বাড়িতে বিতরণের জন্য মোট ১০,১৭৪ টি সবুজ (জৈব বর্জ্যের জন্য) ও হলুদ (অজৈব বর্জ্যের জন্য) বিন সরবরাহ করা হয়েছে এবং সংগৃহিত বর্জ্য পরিবহনের জন্য একটি করে বিশেষ ট্রাক সরবরাহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্চ ও ময়মনসিংহ কম্পোস্ট প্ল্যান্টে জৈবসার উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ শুরু হয়েছে। এছাড়াও ফেনী ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় ২টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ফেনী পৌরসভায় কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

জলবায়ু ও ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ,

শিল্পায়ন ও মানুষের অবিবেচক কর্মকান্ডের ফলে বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য এখন হুমকীর সম্মুখীন। এ কারণে সংবিধানে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে। ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬' প্রণীত হয়েছে।

ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লান

জাতিসংঘ ঘোষিত 'জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা, ২০১১-২০২০' এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে 'National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP), 2016-2021' প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ কর্ম-পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো:

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ (Ecologically Critical Area–ECA)

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে এগুলো সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে দেশের একমাত্র কোরাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনের জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এছাড়াও বাংলাদেশের একমাত্র কার্প জাতীয় মাছের প্রজনক্ষেত্র হালদা নদীর জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থা অবক্ষয় এবং তা সংরক্ষণের জন্য স্বাদুপানির মৎস প্রজনন স্থান হিসেবে দেশের একমাত্র নদী হালদাকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে হালদা নদী ও নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটার প্রস্থব্যাপী এলাকার মৌজা ম্যাপের ১০৭টি শীটসমূহ স্ক্যানিং, ডিজিটাইজড এবং জিও রেফারেন্স করে একক মৌজা ম্যাপ প্রণয়নের কাজ সিইজিআইএস কর্তৃক চলমান রয়েছে যা অতি শীঘ্রই প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

এছাড়া, উপকূলীয় ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে নানা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ব্লু-ইকোনোমি সংক্রান্ত কার্যক্রম

সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্রদূষণ রোধ, সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও সমুদ্রসম্পদের পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনোমি কর্ম-পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করাও ব্লু ইকোনমির অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী 'জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় ও সমুদ্রসম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীব সম্পদের সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরি' এবং 'সমুদ্র প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দূষণের প্রভাব পরিবীক্ষণ' কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একাধিক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে।

সামুদ্রিক দূষণ পরিবীক্ষণ

সমুদ্র দূষণ মনিটরিংয়ের জন্য বঙ্গোপসাগরের ৪টি পয়েন্ট যথা-কর্ণফুলি মোহনা, পতেঙ্গা সৈকত থেকে এক কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখী, পতেঙ্গা চরপাড়া, সিইপিজেড থেকে এক কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখে নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। পরিবীক্ষণ ফলাফল বিশ্লেষণ করে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ডিও এর মান ৬.৩-৮.৫, সমুদ্রের পানির অম্লতা (pH) এর মান ৭.০-৮.৪, সার্বিক দ্রবীভূত বস্তু কণা (TDS) এর মান ৪,৮২৯-১৩,৩৯১ এর মধ্যে পাওয়া গেছে ।

ওজোন স্তর সংরক্ষণ

বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে। এই প্রটোকলের পরবর্তী সংশোধনীগুলোও অনুমোদন করে। সরকার ১৯৯৫ সালে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি কমিটি গঠন করে। ১৯৯৬ সালে 'ওজোন সেল' গঠন করা হয়েছে। এ সেল মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকার ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করেছে। এছাড়া, ওজোন স্তর রক্ষায় বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্টদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের এ অনন্য সাফল্যের স্বীকৃতি

স্বরূপ ২০১২ ও ২০১৭ সালে মন্ট্রিল প্রটোকলের সফল বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে মন্ট্রিল প্রটোকলের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সরকার ওজোনস্তর ক্ষয়কারী অবশিষ্ট দ্রব্যের ব্যবহার সম্পূর্ণ ফেইজ আউট করতে ও অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে পালনে সক্ষম হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (২০১৬-২০৩০) এর অন্যান্য অভীষ্টের ন্যায় পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে। এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৩টি অভীষ্ট সরাসরি পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত।

অভীষ্ট ১৩-এ 'জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ' এর কথা বলা হয়েছে। এ অভীষ্টের প্রথম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালে প্রতি ১ লক্ষ জনগণের মধ্যে মৃত্যু, নিখোঁজ ও সরাসরি দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে ৬,৫০০ জন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১,৫০০ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। SDGs: Bangladesh Progress Report-2018' অনুযায়ী বর্তমানে এ সংখ্যা ১২,৮৮১ জন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ করছে। 'Disaster Risk Reduction Strategies of Bangladesh (2016-20)' প্রণয়ন করা হয়েছে।

অভীষ্ট ১৪-এ 'টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার' এর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এ অভীষ্টের অন্যতম একটি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে মোট সামুদ্রিক এলাকার ২.৫ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। SDGs: Bangladesh Progress Report-2018' অনুযায়ী বর্তমানে সামুদ্রিক এলাকার ২.০৫ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকা।

এসডিজি'র অভীষ্ট ১৫-এ হচ্ছে 'স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়া মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ'। এ অভীষ্টের প্রথম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে মোট ভূমির ২০ শতাংশ বনভূমি স্থাপন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে দেশের মোট ভূমির ১৭.৫ শতাংশ বনভূমি রয়েছে। এ অভীষ্ট অর্জনে দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বনভূমির বৃক্ষ নিধন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে, বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা তৈরি করা হচ্ছে এবং দু'টি শকুন অভয়াশ্রম তৈরি করা হয়েছে।

বন সংরক্ষণ

বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২.৩২ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে ১.৬০ মিলিয়ন হেক্টর বন অধিদপ্তরের আওতাধীন। অবশিষ্ট ০.৭২ হেক্টর জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় অংশীদারিত্বভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুর ফলে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বনায়নের সাথে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন হচ্ছে। ২০৩০ সাল নাগাদ বৃক্ষাচ্ছাদিত বনভূমির পরিমাণ ১৪.১০ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশে এ উন্নীতকরণ লক্ষ্যে বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, কাঠভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন অধিদপ্তর কাজ করছে। এছাড়া, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উন্নয়নে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বন অধিদপ্তর ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে ১২টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ২টি কারিগরি প্রকল্প। এছাড়াও, চলতি অর্থবছরে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বন অধিদপ্তর ২১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সামাজিক বনায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম অপরিসীম ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও সামাজিক বনায়ন গুরুত্বপূর্ন অবদান রয়েছে। 'সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪' (সংশোধিত-২০১০) করে উপকারভোগীদের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সরকারি বনে উপকারভোগীদের বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির সাথে ৭ লক্ষাধিক উপকারভোগী সম্পৃক্ত রয়েছে। ইতোমধ্যে ১,৯১,৮৫৪ জন

উপকারভোগীর মাঝে ৩৮৩.২৩ কোটি টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়ন সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অধিকন্তু, এই কর্মসূচি মহিলাদেরকে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম দেশের উদ্ভিদ সম্পদের উপর ট্যাক্সোনমিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে কৃষিজ, বনজ, ভেষজ, ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ সকল প্রকার বৃক্ষলতা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ করাই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া, ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সংগৃহীত উদ্ভিদ সম্পদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে থাকে। সংস্থাটি দেশের উদ্ভিদ সম্পদের তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে। বর্তমানে 'সার্ভে অব ভাস্কুলার ফ্লোরা অব চট্টগ্রাম এন্ড দ্যা চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস্' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্য সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে মূলত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি অঞ্চলের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের অনুসন্ধান করে নমুনা সংরক্ষণ ও বই রচনা করা হবে।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

দেশের বন ও বনজ সম্পদ বিষয়ক একমাত্র জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট। দেশের বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাই সংস্থাটির প্রধান কাজ। বর্তমানে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৫৪টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় টেকসই সবুজ বেষ্টনী গড়ে উপকূলীয় চরাঞ্চলে কেওড়া বনের ভেতর মিশ্র ম্যানগ্রোভ সৃজনে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। এছাড়াও, বিলুপ্তপ্রায় কিছু উদ্ভিদ টিকিয়ে রাখতে নার্সারি ও বনায়ন কৌশলের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজ করছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোন না কোন দুর্যোগে এদেশের মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এ সকল দুর্যোগের মধ্যে ১৯৭০ ও ১৯৯১ এর প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ এর ঘূর্ণিঝড় সিডর, ২০০৯ এর আইলা, ২০১৩ এর মহাসেন ও ২০২০ এর আম্পান এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা উল্লেখ্যযোগ্য। জনদুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের অন্যতম 'ভিশন' হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাস এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি একটি দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ে তোলা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

আইন, নীতি, বিধি ও চুক্তি সংক্রান্ত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহার উপযোগী রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১ অনুমোদন করা হয়।
- বাংলাদেশ 'Asian Disaster Reduction Centre (ADRC)', 'Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)', 'Asian Ministerial Conference on Disaster Reduction (AMCDR)' এবং 'International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) ' এর সদস্যভুক্ত হয়েছে।
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে।
- দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৬ প্রকাশ করা হয়েছে।
- দুর্যোগ পরবর্তী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' চূড়ান্ত করা হয়েছে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- জাপানের সেনদাই নগরীতে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে ১৮৭টি দেশের উপস্থিতিতে 'সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর

ডিজাষ্টার রিস্ক রিডাকশন' গৃহীত হয়। উক্ত ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য এ্যাকশন প্লান তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের জন্য প্রণীত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়নের কাজ শেষ হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী (২০১৬-২০২০) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় SAARC সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও পরিকল্পনা সমন্বিতকরণের মাধ্যমে সার্ক প্লান অব এ্যাকশন ফর ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট (SAARC Plan of Action for Disaster Management) তৈরিতে সহায়তা করছে।
- ভূমিকম্পসহ দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সী প্লান তৈরি করা হয়েছে। দ্রুত সাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, আমর্ড ফোর্সেস ডিভিশন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ, তিতাস, টিএন্ডটি এবং ওয়াসা এর কন্টিনজেন্সী প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।
- দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছাসজনিত বন্যার স্থানভিত্তিক গভীরতার তথ্য নির্ভর ইনআনডেশন ম্যাপ/রিস্ক ম্যাপ ফর ষ্টর্ম সার্জ তৈরি করা হয়েছে। এ ঝুঁকি মানচিত্র হতে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ এ সকল এলাকার ঘর-বাড়ির ভিটা কতটুকু উঁচু করতে হবে, এবং রাস্তা বা অন্যান্য অবকাঠামো কতটুকু উঁচু করতে হবে তার ধারণা পাওয়া যাবে।
- কার্যকর দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে Incident Management System (IMS) সংক্রান্ত গাইড লাইন প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া ভূমিকম্প পরবর্তী ধ্বংসাবশেষ অপসারণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটির জন্য পৃথক Debris Management Plan এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

সচেতনতা ও শিক্ষামূলক পদক্ষেপ/ ব্যবস্থা

- দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মোট ৪১টি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এপর্যন্ত ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ বিষয়ক মাষ্টার্স/ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩য় শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে।
- সরকারি ও বেসরকারি (NGO) প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমতা ও সমন্বয় আনয়নের লক্ষ্যে Harmonized Training Module এবং প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।
- Damage and Need Assessment (DNA) Cellস্থাপন করা হয়েছে এবং দেশের ৬৪টি জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের SoS এবং D-Form Online এ পুরণ করার নিমিত্ত Damage and Need Assessment (DNA) Software এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- Multi Hazard Risk and Vulnerability Assessement (MRVA) Cell স্থাপন করা হয়েছে। দেশব্যাপি ৮টি বড় ধরনের আপদের (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস,ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধস, খরা, প্রযুক্তিগত ও স্বাস্থ্যগত) বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি ম্যাপ প্রনয়ন করা হয়েছে।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

গ্রামীণ রাস্তায় কম/বেশী (১৫ মিটার দীর্ঘ) সেতু /কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প

গ্রামীণ রাস্তায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, আশ্রয়কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং কৃষি উপকরণ পরিবহণ ও বিপণনে সহায়তাসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫- ২০১৬ অর্থ বছরে ৬৪টি জেলার ৪৯০টি উপজেলায় ৪,৮০৪টি (৪৭,৫৩০মিঃ) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৫,৬২৬টি (৫৭,৬৭২ মিঃ) নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২,৩৩৩টি (২২,০৭০ মিটার) এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬৮৮টি (২৬,২৫৯ মিটার) সেতু/ কালর্ভাট নিমাণ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৩,৬৮৪.৩৬ কোটি টাকায় ১২,৯৯৩টি (১,২৯,৯২৪ মিঃ) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হবে।

গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দীর্ঘ সেতু /কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প

জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমুহের আওতায় ১,৫৬,০০০ মিটার (১,১৩,০০০টি) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৬,৫৭,৮২০ কোটি টাকা। গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ ২য় পর্যায় প্রকল্প চলমান রয়েছে।

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালে দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান; গবাদিপশু এবং গৃহস্থলীর মূল্যবান সম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী দুর্যোগের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং দুর্যোগকালীন সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম ও অন্যান্য জনহিতকরণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত ১৬টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় সর্বমোট ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্র ৫৩৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৬ হতে শুরু হয়েছে এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত চলবে।

বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গান এলাকায় দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা গরীব জনগোষ্ঠীকে ৪২টি জেলার ২৪৭টি উপজেলায় ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং তাদের জীবন, প্রাণী সম্পদ এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত মোট ১৫০৭.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪২৩টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত চলবে।

Disaster Risk Management Enhancement Project (Funded by JICA)

প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিশেষত ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকিতে অবস্থিত অবকাঠামোসমূহ পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সরকারের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নত করা, দুর্যোগের সময় কার্যকর জরুরী যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ স্থিতিশীল সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৬হতে জুন ২০২১পর্যন্ত মেয়াদে মোট ৬২০.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের অত্যধিক ঝুঁকিপ্রবণ ১২টি জেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন এবং ৩৫টি উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হবে। সেই সাথে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার রাস্তা, সেতু-কালভার্ট, ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ কার্যকর পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন করা হবে।

জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

৬৪টি জেলাসহ সর্বমোট ৬৬টি ত্রাণ গুদাম নির্মাণের জন্য মোট ১২৭,৪১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত চলবে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো জেলাওয়ারি ত্রাণ সামগ্রী সংরক্ষণ ক্ষমতা তৈরি এবং দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরী সাড়াদান কার্যক্রমে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

এ প্রকল্পের অধীনে জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ সাল পর্যন্ত ১৯৫৭.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ঘূর্ণিঝড় প্রবন ১৬টি জেলায় ৬৪টি উপজেলা এবং বন্যাপ্রবণ নদী ভাঙ্গন এলাকার ২২টি জেলার ৮৪টি উপজেলায় বিদ্যমান ১৭২ টি মুজিব কিল্লা সংস্কার ও উন্নয়ন এবং নতুন ৩৭৮টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশেষ দায়িত্ব পালন করছে। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ইতোমধ্যে ৮৬৩.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। আরও ৩৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পগুলো উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার/বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন সংক্রান্ত। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বন্যা ও লবনাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ, জলবদ্ধতা নিরসন, পানির সহজলভ্যতা ও সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার ফলে প্রকল্পের উপকারভোগী জনগনের জীবনমানের প্রভুত উন্নতি হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১.১: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত

(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

(বিলিয়ন টাকায়)

	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	৪৮২৩.৪	৫৪৯৮.০	৬২৮৬.৮	৭০৫০.৭	৭৯৭৫.৪	৯১৫৮.৩	১০৫৫২.০
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপি	৪৮২৩.৪	৫১৬৩.৮	৫৪৭৪.৪	৫৭৫০.৬	৬০৭১.০	৬৪৬৩.৪	৬৮৮৪.৯
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৬৭	৭.০৬	৬.০১	৫.০৫	৫.৫৭	৬.৪৬	৬.৫২
চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (টাকা)	৩৪,৫০২	৩৮,৭৭৩	৪৩,৭১৯	৪৮,৩৫৯	৫৩,৯৬১	৬১,১৯৮	৬৯,৬১৪
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১৩৯.৮	১৪১.৮	১৪৩.৮	১৪৫.৮	১৪৭.৮	১৪৯.৭	১৫১.৬
ভোগ							
মোট	৩,৭৮৯.৪	৪,৩৫৭.৩	৫,০৮০.৪	৫,৬১৭.১	৬,৩১৫.৭	৭,২৬৯.৭	৮,৩১২.৫
সরকারি	২৬২.৪	২৯৪.৭	৩২৫.৫	৩৫৯.১	৪০৪.৮	৪৬৬.৮	৫৩১.৮
বেসরকারি	৩,৫২৭.০	৪,০৬২.৬	৪,৭৫৪.৯	৫,২৫৮.০	৫,৯১০.৯	৬,৮০২.৮	৭,৭৮০.৭
সঞ্চয়							
দেশজ সঞ্চয়	১,০৩৪.০	১,১৪২.৪	১,২১০.৪	১,৪৩৯.০	১,৬৬৫.১	১,৮৯৭.৬	২,২৩৯.৫
জাতীয় সঞ্চয়	১,৩৪২.৬	১,৫৩৫.০	১,৭৫১.০	২,০২২.১	২,৩৫৩.৭	২,৬৫৩.৭	৩,১৫০.৫
বিনিয়োগ							
মোট	১,২৬১.০	১,৪৩৯.৩	১,৬৪৭.৩	১,৮৪৭.৭	২,০৯৩.৩	২,৫১১.৩	২,৯৮২.৩
সরকারি	২৬৮.৩	২৮০.১	২৮২.৮	৩০৪.৪	৩৭২.৮	৪৮১.৫	৬০৮.০
বেসরকারি	৯৯২.৭	১,১৫৯.২	১,৩৬৪.৫	১,৫৪৩.৩	১,৭২০.৫	২,০২৯.৮	২,৩৭৪.২
বাজেট/১							
মোট রাজস্ব	৪৪৮.৭	৪৯৪.৭	৬০৫.৪	৬৯১.৮	৭৯৪.৮	৯৫১.৯	১১৪৮.৯
কর রাজস্ব	৩৬১.৬	৩৯২.৫	৪৮০.১	৫৫৫.৩	৬৩৯.৬	৭৯০.৫	৯৬২.৯
এনবিআর কর রাজস্ব	৩৪৪.৬	৩৭৪.৮	৪৫৯.৭	৫৩০.০	৬১০.০	৭৫৬.০	৯২৩.৭
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	১৭.২	১৭.৭	২০.৪	২৫.৩	২৯.৬	৩৪.৫	৩৯.২
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৮৬.৯	১০২.২	১২৫.৩	১৩৬.৫	১৫৫.৩	১৬১.৩	১৮৬.০
মোট ব্যয়	৬১০.৬	৬৬৮.৪	৯৩৬.১	৯৪১.৪	১১০৫.২	১৩০০.১	১৬১২.১
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়/২	৩৭০.৬	৪৪৪.১	৫৭৪.৩	৬৭১.৩	৭৭১.২	৮৩১.৮	১০০৯.৯
উন্নয়নমূলক ব্যয়/৩	২৩৬.৩	২৩৪.৬	২৪৩.৫	২৫৭.০	৩১৮.২	৩৯৬.১	৪৫৬.৫
অন্যান্য ব্যয়/৪	৩.৭	-১০.৩	১১৮.৩	১৩.১	১৫.৮	৭২.২	১৪৫.৮
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান সহ)	-১৩৭.১	-১৫২.১	-২৮৬.৮	-২০০.৩	-২৭৩.০	-৩০৬.০	-৪১৮.৭
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত)	-১৬১.৯	-১৭৩.৬	-৩৩০.৭	-২৪৯.৬	-৩১০.৪	-৩৪৮.২	-৪৬৩.৩
অর্থায়ন/৫	১৬৩.৯	১৬৬.৯	২৪১.২	২৪৯.৬	৩১০.৪	৩৪৮.২	৪৬৩.৩
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	৭২.৫	৭৬.০	১০০.২	১০৭.৬	১৩৭.১	১০০.০	১১৮.৬
অনুদান	৩৬.৬	৪০.৫	৪৮.২	৪৯.৩	৩৭.৪	৪২.২	৪৪.৬
ঋণ	৬৮.৬	৭১.৭	৯১.৮	১০২.২	১৪৪.৯	১০৯.২	১৪০.৪
আসল পরিশোধ	-৩২.৭	-৩৬.২	-৩৯.৮	-৪৩.৮	-৪৫.২	-৫১.৪	-৬৬.৪
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৯১.৪	৯১.০	১৪১.০	১৪২.০	১৭৩.২	২৪৮.২	৩৪৪.৭
ব্যাংক ঋণ	৬০.৪	৪৪.২	১০৯.৬	১০৭.০	৮৬.৬	১৮৩.৮	২৯১.২
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	৩১.০	৪৬.৮	৩১.৪	৩৫.০	৮৬.৬	৬৪.৪	৫৩.৫
আমদানি	৮৯২.২	১৩৪৫.১	১৩৩৬.৫	১৩৯৬.০	১৪৭৯.৭	২৩১৫.০	২৬৩৪.৬
রপ্তানি	৬৯৮.৪	৯৬২.৭	৯৭০.৮	১০৭২.০	১১২৩.৩	১৬০৭.৯	১৮৯৭.৪
বাণিজ্য ভারসাম্য	-১৯৩.৮	-৩৮২.৪	-৩৬৫.৭	-৩২৪.১	-৩৫৬.৪	-৭০৭.১	-৭৩৭.২
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	৫৫.৩	৬৪.৬	৪৬.৬	১৬৬.২	২৫৭.৬	-১২০.০	-৩৫.৪
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মা. ডলার)	৩৪৮৪	৫০৭৭	৬১৪৯	৭৪৭১	১০৭৫০	১০৯১২	১০৩৬৪
নিট বৈদেশিক সম্পদ	২২০.১	৩২৮.৯	৩৭৮.৫	৪৭৯.৩	৬৭০.৭	৭০৬.২	৭৮৮.২
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ	১৮১১.৬	২১১৯.৯	২৪৮৮.০	২৯৬৫.০	৩৬৩০.০	৪৪০৫.২	৫১৭১.১
মূল্যস্ফীতির হার	--	৯.৩৯	১২.৩	৭.৬	৬.৮২	১০.৯১	৮.৬৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অর্থ বিভাগ।

নোটঃ ১/ বাজেটের উপাত্তসমূহের ক্ষেত্রে উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক । ২/ অনুন্নয়নমূলক ব্যয় বলতে অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ও অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়ের সমষ্টি বুঝানো হয়েছে। ৩/ উন্নয়নমূলক ব্যয় বলতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত), এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত উন্নয়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত। ৪/ অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব দেখানো হয়েছে। ৫/২০০৭-০৮ অর্থবছরে নন-ক্যাশ বন্ড বাবদ ৭৫.২৩ বিলিয়ন টাকা অন্তর্ভুত।

পরিশিষ্ট ১.২: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১২-১৩ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত

(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

(বিলিয়ন টাকায়)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	১১৯৮৯.২	১৩৪৩৬.৭	১৫১৫৮.০	১৭৩২৮.৬	১৯৭৫৮.২	২২৫০৪.৮	২৫৪২৪.৮৩	২৭৯৬৩.৮
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপি	৭২৯৯.০	৭৭৪১.৪	৮২৪৮.৬	৮৮৩৫.৪	৯৪৭৯.০	১০২২৪.৪	১১০৫৭.৯	১১৬৩৭.৪
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধি (%)	৬.০১	৬.০৬	৬.৫৫	৭.১১	৭.২৮	৭.৮৬	৮.১৫	৫.২৪
চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (টাকা)	৭৮,০০৯	৮৬,২৬৬	৯৬,০০৪	১০৮৩৭৮	১২২১৫২	১৩৭৫১৮	১৫৩৫৭৮	১৬৬৮৮৮
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১৫৩.৭	১৫৫.৮	১৫৭.৯	১৫৯.৮৯	১৬১.৭৫	১৬৩.৬৫	১৬৫.৫৫	১৬৭.৫৬
ভোগ								
মোট	৯,৩৪৭.৩	১০৪৬৮.৬	১১৭৯৯.২	১৩০০০.৩	১৪৭৫৩.৬	১৭৩৬৫.৯	১৯০৬২.৭	২০৮৮৬.৭
সরকারি	৬১৩.৪	৭১৭.২	৮১৯.১	১০২১.১	১১৮৪.৭	১৪৩০.৬	১৫৯৪.৪	১৭৪৫.১
বেসরকারি	৮,৭৩৩.৯	৯৭৫১.৪	১০৯৮০.১	১১৯৭৯.২	১৩৫৬৮.৯	১৫৯৩৫.৩	১৭৪৬৮.৩	১৯১৪১.৬
সঞ্চয়								
দেশজ সঞ্চয়	২,৬৪২.০	২৯৬৮.২	৩৩৫৮.৮	৪৩২৮.৩	৫০০৪.৬	৫১৩৮.৯	৬৩৬২.২	৭০৭৭.০৬
জাতীয় সঞ্চয়	৩,৬৬০.০	৩৯২৭.০	৪৩৯৮.৮	৫৩৩২.২	৫৮৫৭.১	৬১৭০.২	৭৫০০.৪	৮৪১৯.৬৫১
বিনিয়োগ								
মোট	৩,৪০৩.৭	৩৮৩৯.৯	৪৪৭৮.৭	৫১৩৮.৪	৬০২৮.৩	৭০২৯.৪	৮০২৬.৭	৮৮৭৯.৮৮
সরকারি	৭৯৬.২	৮৭৯.৯	১০৩৪.০	১১৫৪.৯	১৪৬৪.৭	১৭৯৪.২	২০৪০.৯	২২৭১.৫১
বেসরকারি	২,৬০৭.৫	২৯৬০.০	৩৩৪৪.৭	৩৯৮৩.৫	৪৫৬৩.৬	৫২৩৫.২	৫৯৮৫.৯	৬৬০৮.৩৭
বাজেট/১								
মোট রাজস্ব	১৩৯৬.৭	১৫৬৬.৭	১৬৩৩.৭	১৭৭৪.০০	২১৮৫.০০	২৫৯৪.৫৪	৩১৬৬.১২	৩৪৮০.৬৯
কর রাজস্ব	১১৬৮.২	১৩০১.৮	১৪০৬.৭	১৫৫৪.০০	১৯২২.৬১	২৩২২.০২	২৮৯৬	৩১৩০.৬৮
এনবিআর কর রাজস্ব	১১২২.৬	১২৫০.০	১৩৫০.২	১৫০০.০০	১৮৫০.০০	২২৫০.০০	২৮০০	৩০০৫
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	৪৫.৭	৫১.৮	৫৬.৫	৫৪.০	৭২.৬১	৭২.০২	৯৬	১২৫.৬৭
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২২৮.৫	২৬৪.৯	২২৭.০	২২০.০	২২৯.১৬	২৭২.৫২	২৭০.১৩	৩৫০.০২
মোট ব্যয়	১৮৯৩.৩	২১৬২.২	২৩৯৬.৭	২৬৪৫.৬৫	২৬৭৯.৩৮	৩৭১৪.৯৫	৪৪২৫.৪১	৫০১৫.৭৭
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়/২	১১০৬.৩	১৩৪৯.১	১৪৯৪.০	১৬৩৭.৫১	১৭৫১.৩৬	২১০৫.৭৮	২৬৬৭.২৮	২৯৫২.৮
উন্নয়নমূলক ব্যয়/৩	৫৭৭.৫	৬৫১.৪	৮০৪.৮	৯৫৯.০৮	৮৫৬.১০	১৫৩৬.৮৮	১৬৭০	১৯২৯.২১
অন্যান্য ব্যয়/৪	২০৯.৫	১৬১.৭	৯৭.৯	৪৯.০৬	৩৫.৯৫	৭২.২৯	৮৮.১৩	১৩৩.৭৬
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত)	-৪৯৬.৬	-৫৯৫.৫	-৭৬৩.০	- ৮৭১.৬৫	-৯৮৬.৭৪	-১১২০.৪১	-১২২১.৪২	-১৫০০.৫৪
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান সহ)	-৪৪৩.৮	-৫৩৬.০	-৭০৬.২	- ৮২১.৩৮	-৯৩৯.৮০	-১০৭৫.৮৪	-১২৫৯.২১	-১৫৩৫.০৮
অর্থায়ন/৫	৪৯৬.৬	৫৯৫.৫	৭৬৩.০	৮২১.৩৮	৯৩৯.৮০	১১২০.৪১	১২৫৯.২১	১৫৩৫.০৮
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	১৭১.৯	১৮৫.৭	২১৫.৮	১৯৯.৬৩	২৪০.৭৭	৪১৫.৬৭	৪৭১.৮৪	৫২৭.০৯
অনুদান	৫২.৮	৫৯.৬	৫৬.৭	৫০.২৭	৪৬.৯৪	৪৪.৫৭	৩৭.৮৭	৩৪.৫৪
ঋণ	১৯৯.৫	২১০.৬	২৩৮.৭	২৭০.৪৭	৩১৫.৮৭	৫১০.৪০	৫৩৮.৮৩	৬৩৬.৫৯
আসল পরিশোধ	-৮০.৫	-৮৪.৫	-৭৯.৬	-৭০.৮৪	-৭৫.১০	-৯৪.৭৩	-১০৪.৮৬	-১০৯.৫
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩২৪.৭	৪০৯.৮	৫৪৭.১	৬২১.৭৫	৬৯৯.০৩	৬৬০.১৭	৭৮৭.৪৫	৯৭৩.৪৫
ব্যাংক ঋণ	২৮৫.০	২৯৯.৮	৩১৭.১	৩১৬.৭৫	২৩৯.০৩	১৯৯.১৭	৩০৮.৯৫	৮২৪.২১
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	৩৯.৭	১১০.০	২৩০.০	৩০৫.০০	৪৬০.০০	৪৬১.০০	৪৭৮.৫	১৪৯.২৪
আমদানি/৬	২৬৮৩.৮	২৮৪২.৪	২৮৪৬.৪	৩১০৮.১	৩৭১৯.০	৪৪৭১.৫	৫৫৪৩৯	৫০৬৯১
রপ্তানি/৭	২১২৩.৫	২৩১৩.৪	২৩৮৯.৭	২৬১৭.১	২৭৪২.০	২৯৭২.৫	৩৯৬০৪	৩২৮৩০
বাণিজ্য ভারসাম্য/৮	-৫৬০.৩	-৫২৯.০	-৪৫৬.৬	-৪৯১.০	-৭৪৯.৪	-১৪৯৯.০	-১৫৮৩৫	-১৭৮৬১
চলতি হিসাবের ভারসাম্য/৯	১৯০.৯	১২০.২	১২০.৪	৩৪২.৯	-১১৭.১	-৮০২.৯	-৫১০২	-৪৮৪৯
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মা. ডলার)/১০	১৫৩১৫	২১৫৫৮	২৫০২৫	৩০১৬৮	৩৩৪৯৩	৩২৯৪৩	৩২৭১৭	৩৬০৩৭
নিট বৈদেশিক সম্পদ/ ১১	১১৩৩.৮	১৬০০.৬	১৮৯২.৩	২৩৩১.৪	২৬৬৭	২৬৪৪.১	২৭২৪	৩০১৫
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ /১২	৬০৩৫.১	৭০০৬.২	৭৮৭৬.১	৯১৬৩.৮	১০১৬০.৮	১১০৯৯.৮	১২১৯৬	১৩৭৩৭
মূল্যস্ফীতির হার/১৩	৬.৭৮	৭.৩৫	৬.৪১	৫.৯২	৫.৪৪	৫.৭৮	৫.৪৮	৫.৬৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অর্থ বিভাগ।

পরিশিষ্ট ১.৩: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত

(জিডিপির শতকরা হারে)

	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
ভোগ							
মোট	৭৮.৬	৭৯.৩	৮০.৮	৭৯.৭	৭৯.২	৭৯.৪	৭৮.৮
সরকারি	৫.৪	৫.৪	৫.২	৫.১	৫.১	৫.১	৫.০
বেসরকারি	৭৩.১	৭৩.৯	৭৫.৬	৭৪.৬	৭৪.১	৭৪.৩	৭৩.৭
সঞ্চয়							
দেশজ সঞ্চয়	২১.৪	২০.৮	১৯.৩	২০.৪	২০.৯	২০.৭	২১.২
জাতীয় সঞ্চয়	২৭.৮	২৭.৯	২৭.৯	২৮.৭	২৯.৫	২৯.০	২৯.৯
বিনিয়োগ							
মোট	২৬.১	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৭.৪	২৮.৩
সরকারি	৫.৬	৫.১	৪.৫	৪.৩	৪.৭	৫.৩	৫.৮
বেসরকারি	২০.৬	২১.১	২১.৭	২১.৯	২১.৬	২২.২	২২.৫
বাজেট							
মোট রাজস্ব	৯.৩	৯.০	৯.৬	৯.৮	১০.০	১০.৪	১০.৯
কর রাজস্ব	৭.৫	৭.১	৭.৬	৭.৯	৮.০	৮.৬	৯.১
এনবিআর কর রাজস্ব	৭.১	৬.৮	৭.৩	৭.৫	৭.৬	৮.৩	৮.৮
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	০.৪	০.৩	০.৩	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৮	১.৯	২.০	১.৯	১.৯	১.৮	১.৮
মোট ব্যয়	১২.৭	১২.২	১৪.৯	১৩.৪	১৩.৯	১৪.২	১৫.৩
রাজস্ব ব্যয়	৭.৬	৮.৩	৯.১	৯.৫	৮.৬	৮.৪	৮.৭
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৫	৩.৩	৩.৬	৩.৩	৩.৬	৩.৯	৩.৯
অন্যান্য খরচ	০.৬	০.৬	২.২	০.৬	১.৭	১.৯	২.৭
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান সহ)	-২.৮	-২.৮	-৪.৬	-২.৮	-৩.৪	-৩.৩	-৪.০
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত)	-৩.৪	-৩.২	-৫.৩	-৩.৫	-৩.৯	-৩.৮	-৪.৪
অর্থায়ন	৩.৪	৩.০	৩.৮	৩.৫	৩.৯	৩.৮	৪.৪
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	১.৫	১.৪	১.৬	১.৫	১.৭	১.১	১.১
অনুদান	০.৮	০.৭	০.৮	০.৭	০.৫	০.৫	০.৪
ঋণ	১.৪	১.৩	১.৫	১.৪	১.৮	১.২	১.৩
আসল পরিশোধ	-০.৭	-০.৭	-০.৬	-০.৬	-০.৬	-০.৬	-০.৬
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	১.৯	১.৭	২.২	২.০	২.২	২.৭	৩.৩
ব্যাংক ঋণ	১.৩	০.৮	১.৭	১.৫	১.১	২.০	২.৮
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	০.৬	০.৯	০.৫	০.৫	১.১	০.৭	০.৫
আমদানি	১৮.৫	২৪.৫	২১.৩	১৯.৮	১৮.৬	২৫.৩	২৫.০
রপ্তানি	১৪.৫	১৭.৫	১৫.৪	১৫.২	১৪.১	১৭.৬	১৮.০
বাণিজ্য ভারসাম্য	-৪.০	-৭.০	-৫.৮	-৪.৬	-৪.৫	-৭.৭	-৭.০
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	১.১	১.২	০.৭	২.৪	৩.২	-১.৩	-০.৩
নিট বৈদেশিক সম্পদ	৪.৬	৬.০	৬.০	৬.৮	৮.৪	৭.৭	৭.৫
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ	৩৭.৬	৩৮.৬	৩৯.৬	৪২.১	৪৫.৫	৪৮.১	৪৯.০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

পরিশিষ্ট ১.৪: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত

(জিডিপির শতকরা হারে)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
ভোগ								
মোট	৭৮.০	৭৭.৯	৭৭.৮	৭৫.০	৭৪.৭	৭৭.২	৭৫	৭৪.৭
সরকারি	৫.১	৫.৩	৫.৪	৫.৯	৬.০০	৬.৪	৬.৩	৬.২
বেসরকারি	৭২.৮	৭২.৬	৭২.৪	৬৯.১৩	৬৮.৭	৭০.৮	৬৮.৭	৬৮.৫
সঞ্চয়								
দেশজ সঞ্চয়	২২.০	২২.১	২২.২	২৫.০	২৫.৩	২২.৮	২৫	২৫.৩
জাতীয় সঞ্চয়	৩০.৫	২৯.২	২৯.০	৩০.৮	২৯.৬	২৭.৪	২৯.৫	৩০.১
বিনিয়োগ								
মোট	২৮.৪	২৮.৬	২৮.৯	২৯.৭	৩০.৫	৩১.২	৩১.৬	৩১.৮
সরকারি	৬.৬	৬.৫	৬.৮	৬.৭	৭.৪	৮.০	৮	৮.১
বেসরকারি	২১.৭	২২.০	২২.১	২৩.০	২৩.১	২৩.৩	২৩.৫	২৩.৬
বাজেট								
মোট রাজস্ব	১১.৬	১১.৭	১০.৮	১০.২	১০.২	১১.৫	১২.৫	১২.৪
কর রাজস্ব	৯.৭	৯.৭	৯.৯	৯.০	৯.৮	১০.৩	১১.৪	১১.২
এনবিআর কর রাজস্ব	৯.৪	৯.৩	৮.৯	৮.৭	৯.৫	১০.০	১১	১০.৭
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	০.৪	০.৪	০.৪	০.৩	০.৪	০.৩	০.৪	০.৪
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৯	২.০	১.৫	১.৩	১.৩	১.২	১.১	১.৩
মোট ব্যয়	১৫.৮	১৬.১	১৫.৮	১৫.২৭	১৬.২	১৬.৫	১৭.৪	১৭.৯
রাজস্ব ব্যয়	৮.৬	১০.০	৯.৯	৯.৪৫	৯.৯	৯.৪	১০.৫	১০.৬
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৪	৪.৮	৫.৩	৫.৫৩	৫.৯	৬.৮	৬.৬	৬.৯
অন্যান্য খরচ	২.৮	১.২	০.৭	০.২৮	০.৪	০.৩	০.৩	০.৫
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান সহ)	-৩.৭	-৪.০	-৪.৭	-৪.৭	-৪.৮	-৪.৮	-৫	-৫.৫
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত)	-৪.১	-৪.৪	-৫.০	-৫.০	-৫.০	-৫.০	-৪.৮	-৫.৪
অর্থায়ন	৪.১	৪.৪	৪.৭	৪.৭	৪.৮	-৫.০	৫	৫.৫
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	১.৪	১.৪	১.১	১.২	১.২	১.৮	১.৯	১.৯
অনুদান	০.৪	০.৪	০.৪	০.৩	০.২	০.২	০.১	০.১
ঋণ	১.৭	১.৬	১.৬	১.৬	১.৬	২.৩	২.১	২.৩
আসল পরিশোধ	-০.৭	-০.৬	-০.৫	-০.৪	-০.৪	-০.৯	-০.৪	-০.৪
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৭	৩.০	৩.৬	৩.৬	৩.৬	২.৯	৩.১	৩.৫
ব্যাংক ঋণ	২.৪	২.২	২.১	১.৮	১.২	০.৯	১.২	২.৯
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	০.৩	০.৮	১.৫	১.৮	২.৪	২.০	১.৯	০.৫
আমদানি	২২.৪	২১.২	১৮.৮	১৭.৯	১৮.৮	১৯.৯	১৮.৩২	১৫.৩৪
রপ্তানি	১৭.৭	১৭.২	১৫.৮	১৫.১	১৩.৯	১৩.২	১৩.০৯	৯.৯৩
বাণিজ্য ভারসাম্য	-৪.৭	-৩.৯	-৩.০	-২.৮	-৩.৮	-৬.৭	-৫.২৩	-৫.৪
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	১.৭	০.৯	০.৮	২.০	-০.৬	-৩.৬	-১.৬৯	-১.৪৭
নিট বৈদেশিক সম্পদ	৯.৫	১১.৯	১২.৫	১৩.৫	১৩.৫	১১.৭	১০.৮১	১০.৯
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ	৫০.৩	৫২.১	৫২.০	৫২.৯	৫১.৪	৪৯.৩	৪৮	৪৯.১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

পরিশিষ্ট ২.১: চলতি বাজার মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
১। কৃষি ও বনজ	**৭০১৭১**	**৭৯০১০**	**৮৯৯৮৬**	**৯৭৮০৭**	**১১০৯৯০**	**১২৫৪৬৯**	**১৩৮৮৭৯**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৫০৭৭৫	৫৭৬২৫	৬৫৭৩০	৭১১৫৮	৮১৪০৫	৯১৯০৩	১০০৮৯৯
খ) প্রাণি সম্পদ	১০৮৯১	১২১৯৮	১৪২৯৭	১৫৮৩০	১৭৫২৭	২০১৭১	২২৯৯৯
গ) বনজ সম্পদ	৮৫০৫	৯১৮৭	৯৯৫৯	১০৮১৯	১২০৫৮	১৩৩৯৫	১৪৯৮১
২। মৎস্য সম্পদ	**১৬৮১৪**	**১৮৮৯০**	**২০৬৩৫**	**২২৭৯৩**	**২৪৬০১**	**২৮৪৮২**	**৩১৮২৭**
৩। খনিজ ও খনন	**৭০০৯**	**৭৮৬৬**	**৯১১০**	**১০৯৬২**	**১২৬৪৫**	**১৪২০৮**	**১৬৬৫০**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৪৬৮০	৫০১৮	৫৩৮৭	৬১৯৪	৬৮০৩	৬৮৪৬	৭৩৬৬
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	২৩২৯	২৮৪৮	৩৭২৩	৪৭৬৯	৫৮৪২	৭৩৬৩	৯২৮৪
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**৭৩৮৩৪**	**৮৭৬০৫**	**১০১৩৭১**	**১১৬১৯৭**	**১২৮৫৭৩**	**১৪৬৫০৩**	**১৬৭৯২৭**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৫৯১১৬	৭০১৩১	৮১০৬৬	৯১৯৯৬	১০১৬১৯	১১৬৪৫৩	১৩৪৩৯৭
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	১৪৭১৮	১৭৪৭৪	২০৩০৫	২৪২০১	২৬৯৫৪	৩০০৪৯	৩৩৫৩০
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**৫৫৫৩**	**৫৭২০**	**৬৪৪১**	**৭০১২**	**৮৩৪৬**	**১১৫৮৯**	**১৪১৮৯**
ক) বিদ্যুৎ	৪৫৩৬	৪৫০০	৪৯৫০	৫২৮২	৬০০৩	৮৬৪৬	১০১৮৯
খ) গ্যাস	৬৫৯	৮৪২	১০৪৫	১২৪৯	১৮০৯	২৩৩৯	৩৩০০
গ) পানি	৩৫৭	৩৭৮	৪৪৫	৪৮১	৫৩৩	৬০৫	৭০১
৬। নির্মাণ	**২৯৮২৫**	**৩৩৫১৩**	**৩৮৫৩৩**	**৪৪১৮০**	**৪৯৪৭৪**	**৫৭০৭২**	**৬৮৩০৪**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**৬২৩৫২**	**৭২৯৭১**	**৮৬১৪৯**	**৯৬০৯৪**	**১০৬৬০৬**	**১২১৩৩২**	**১৩৭৩৯৬**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**৩৪৬৭**	**৪০৬৯**	**৪৮২৬**	**৫৭৯০**	**৭০২৮**	**৮২২৮**	**৯৭৫৫**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**৪৬৪৯৭**	**৫৩১৩২**	**৫৯৬২০**	**৬৭১৮৫**	**৮০৪৫৪**	**৯৪৫৭১**	**১১২৭০২**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৩২৮২২	৩৭২৯৫	৪১৮৮৮	৪৬৯৯৪	৫৭৫৭৪	৬৮৭১৭	৮৩৩৪৫
খ) পানি পথ পরিবহণ	৪৭২০	৪৮৯৯	৫১১১	৫৫২৫	৬৩৮৬	৬৯৩৪	৭০৮৯
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	৫৬২	৫৭৫	৫৯৫	৬৮২	৮১১	৯৫৭	১০২২
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	২৪৬২	২৭৭২	৩১৩৭	৩৪২৩	৩৮২৬	৪৪১০	৫৩৯১
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৫৯৩২	৭৫৯১	৮৮৮৯	১০৫৬১	১১৮৫৮	১৩৫৫৩	১৫৮৫৪
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**১৪২১৬**	**১৬২৬৫**	**১৮৭০২**	**২০০০৩**	**২৩৪৪৮**	**২৭৫৪৫**	**৩৬৩১৬**
ক) ব্যাংক	১২২২৮	১৩৭৩১	১৫৪৩১	১৫৮১৭	১৭৫০৮	২১৫২২	২৯৩৫১
খ) বীমা	১৩৪৬	১৭১৪	২১০৮	২৬২৬	৩৩৫৬	৩৭৮৬	৪৫৮৪
গ) অন্যান্য	৬৪২	৮১৯	১১৬৩	১৫৬০	২৫৮৩	২২৩৭	২৩৮১
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৩৭৯৩৫**	**৪১৩৩৭**	**৪৫১১৮**	**৪৯৪৪৯**	**৫৪৪৩২**	**৬০১১৯**	**৬৮৭১৫**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**১৪০৮৯**	**১৭১৩২**	**১৯৬৬৪**	**২২৪৬৪**	**২৫৪২৬**	**৩০২৮২**	**৩৩৪৯৯**
১৩। শিক্ষা	**৯৯৬২**	**১১৮৫৩**	**১৪৩৩২**	**১৬২৫০**	**১৮২৫৮**	**২১৩৯২**	**২৫০৪৮**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**৯২৮৮**	**১০৪৫৩**	**১২১৬৪**	**১৩৩৬৮**	**১৫৩২৬**	**১৭৭৩১**	**২০১৩৩**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**৫৬৬০০**	**৬৩৫৪৪**	**৭২২০০**	**৮৫৩৬৬**	**৯৫৬৯২**	**১০৪৬০৮**	**১১৭২৯৩**
ভর্তুকি ব্যাতিরেকে শুল্ক	**২৪৭২৫**	**২৬৪৩৯**	**২৯৮৩২**	**৩০১৫২**	**৩৬২৪১**	**৪৬৬৯৮**	**৫৬৫৬৯**
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	**৪৮২৩৩৭**	**৫৪৯৮০০**	**৬২৮৬৮২**	**৭০৫০৭২**	**৭৯৭৫৩৯**	**৯১৫৮২৯**	**১০৫৫২০৪**
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	**১২.৯৪**	**১৩.৯৯**	**১৪.৩৫**	**১২.১৫**	**১৩.১১**	**১৪.৮৩**	**১৫.২২**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ২.২: চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
১। কৃষি ও বনজ	**১৪৮৭৫৮**	**১৬৩৯৬৮**	**১৭৬৪৯৯**	**১৯০৩১৫**	**২০৫৩৯৮**	**২২৭৩৫৩**	**২৪৮,১১৯**	**২৬৫১৮২**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	১০৬৭৯৪	১১৭৯০৩	১২৬১২১	১৩৪৩২২	১৪৩৭০৫	১৫৯১৭১	১৭২,৩৩০	১৮৩০১৯
খ) প্রাণি সম্পদ	২৫৩৫৯	২৭৬৬৭	২৯৮৮৫	৩৩১৬৫	৩৬০২৬	৩৯৬২৫	৪৩,২১৫	৪৬৬৭৩
গ) বনজ সম্পদ	১৬৬০৫	১৮৩৯৮	২০৪৯৪	২২৮২৭	২৫৬৬৮	২৮৫৫৭	৩২৫৭৪	৩৫৪৯০
২। মৎস্য সম্পদ	**৩৬৯৯৫**	**৪২৩০৮**	**৪৭৫৮১**	**৫৩০৭৬**	**৫৯৬২৭**	**৬৬৮৮২**	**৭৪,২৭৫**	**৮২৪৫৭**
৩। খনিজ ও খনন	**১৯৪৬১**	**২১০৮০**	**২৩৮৭৬**	**২৮৫৭৮**	**৩৪১২৭**	**৩৮৮৮৪**	**৪৩,৯৬৪**	**৪৭৩৩৫**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৭৯৫৩	৮১৫৬	৯১৮৮	১০৭০৬	১২০০৩	১৩৩০০	১৪,০৩৯	১৩৯৭৪
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	১১৫০৮	১২৯২৪	১৪৬৮৮	১৭৮৭২	২২১২৫	২৫৫৮৪	২৯,৯২৫	৩৩৩৬১
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১৯৭১২৭**	**২২৩২২১**	**২৫৪৪৮৩**	**২৯৫১১১**	**৩৪১৮২৯**	**৪০৪১৪৪**	**৪৮১,৩৫৯**	**৫২৫২৬৯**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১৫৮৪৪৮	১৮০৩৮২	২০৫৯৯২	২৪০১৬৪	২৭৯২১৭	৩৩২৫৯৪	৩৯৬,১৭৬	৪২৯৮৫৩
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩৮৬৭৯	৪২৮৩৯	৪৮৪৯১	৫৪৯৪৭	৬২৬১২	৭১৫৫১	৮৫,১৮৩	৯৫৪১৬
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**১৬৩৮১**	**১৮৪০১**	**১৯৮৬৮**	**২৩৮২৯**	**২৬২৪৪**	**২৯৩৩৬**	**৩২,০৮৭**	**৩৪৩১৮**
ক) বিদ্যুৎ	১২১৬৮	১৩৮৩৪	১৫০৬১	১৮৪৪৭	২০৩৭০	২২৭২৮	২৫,২১৬	২৭০১
খ) গ্যাস	৩৪৪৮	৩৬৭৬	৩৭৮৭	৪২৭৯	৪৫৮৮	৫১৯৬	৫,২৫৫	৫৫২৮
গ) পানি	৭৬৬	৮৯১	১০২০	১১০৩	১২৯৫	১৪১২	১,৬১৬	১৭৭
৬। নির্মাণ	**৮২৪৩২**	**৯০৮৩৪**	**১০৮৪৮৪**	**১২৬৩৫৩**	**১৪৬১০৭**	**১৬৯৮৫৫**	**১৯৬,৪০৩**	**২২৪১৬**
৭। পাইকারি, খুচরা বাণিজ্য ও মেরামত	**১৫৪৫৭৯**	**১৭২৫৭৫**	**১৯২৫৮৫**	**২১৪২৫৭**	**২৪৩৯৫৮**	**২৭৯৮২৩**	**৩২২,৭২২**	**৩৬০২৮**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**১১২৬৩**	**১৩০৩৫**	**১৪৯২৮**	**১৭০৫৮**	**১৯৩১৮**	**২২১২৩**	**২৫,২৩৪**	**২৮৪৪৯**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**১২৪২৮১**	**১৩৪৩১৭**	**১৫০০২৫**	**১৬৯১৬৫**	**১৮৭০৭৬**	**২০৪৬৩০**	**২২৬,০২৫**	**২৪৮৭৬৮**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৯২১৮৩	৯৯৩১১	১১২০৯৬	১২৭৮৯৫	১৪২৮০৮	১৫৭০৩৮	১৭৪,৬২৪	১৯৩৮৩৪
খ) পানি পথ পরিবহণ	৭৬৪৯	৮০৬৪	৮৯৬৭	১০২০৭	১০৯৯৬	১১৬৯৮	১২,৪৬১	১৩২৫৩
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	১০৪৭	১১১৬	১২৬৯	১৩৫২	১৩৯৯	১৪৭৬	১,৫৮৫	১৬৮৮
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	৬০০১	৬৬৭২	৭৪২৭	৮০৩১	৮৭০৭	৯৭০৬	১০,৬৫০	১১৫৭
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১৭৪০০	১৯১৫৪	২০২৬৭	২১৬৮১	২৩১৬৬	২৪৭১৩	২৬,৭০৫	২৮৪২২
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**৪২২৩৭**	**৪৮৫৬৩**	**৫৫৭৬১**	**৬৩৬০১**	**৭৩২০৫**	**৮৩৭২৮**	**৯৪,২০২**	**১০১১৩০**
ক) ব্যাংক	৩৪৭২৭	৪০৩৯০	৪৬৬৪৪	৫৩৭৯০	৬২৩৯০	৭১৭৫৪	৮১,১০৬	৮৬৮৪৯
খ) বীমা	৪৯২০	৫৩৬৪	৫৯৩৭	৬৩২৭	৬৮০৮	৭৩৪১	৮,১১৩	৮৬৭৫
গ) অন্যান্য	২৫৯০	২৮১০	৩১৮০	৩৪৮৫	৪০০৮	৪৬৩৩	৪,৯৮৩	৫৬০৭
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৭৮৮২০**	**৯১২২৯**	**১০৬০৬০**	**১২৩৭৪০**	**১৪৪৫৩৯**	**১৬৬৪১৯**	**১৯০,৪৮৭**	**২১২৪৯৮**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৩৭৬৭৮**	**৪৪৭২৮**	**৫০৬৭৪**	**৬৬৭১১**	**৭৮৪৪১**	**৯০২২৮**	**৯৮,৯৫৭**	**১১১৭৯৯**
১৩। শিক্ষা	**২৮৪২৯**	**৩২৭৬৭**	**৩৭৬২৪**	**৪৬৫১২**	**৫৬৮৫৬**	**৬৪৪৭৮**	**৭৩,০৯১**	**৮১৮৯**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**২৩৮৬৮**	**২৬৯২৪**	**৩০১৩৫**	**৩৪৭৫৮**	**৩৮৯৮৭**	**৪৪০৬৪**	**৫২,০০৬**	**৫৮৭৭৪**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**১৩৮৯৫২**	**১৫৬৫৫২**	**১৭৬৪০২**	**১৯৪২৪৮**	**২১৪২১৩**	**২৩৬৩৭৮**	**২৬০,৯৬১**	**২৮৭৮২৭**
ভর্তুকি ব্যাতিরেকে শুল্ক	**৫৭৬৬২**	**৬৩১৭৪**	**৭০৮১৫**	**৮৫৫৫২**	**১০৫৮৯২**	**১২২১৫৬**	**১২২,৫৯২**	**১২৬২২৮**
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	**১১৯৮৯২৩**	**১৩৪৩৬৭৪**	**১৫১৫৮০২**	**১৭৩২৮৬৪**	**১৯৭৫৮১৫**	**২২৫০৪৭৯**	**২৫৪২,৪৮৩**	**২৭৯৬৩৭৮**
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	**১৩.৬২**	**১২.০৭**	**১২.৮১**	**১৪.৩২**	**১৪.০২**	**১৩.৯০**	**১২.৯৮**	৯.৯৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * সাময়িক হিসাব ।

পরিশিষ্ট ৩.১: স্থির মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
১। কৃষি ও বনজ	**৭০১৭১**	**৭৪৪১০**	**৭৭২৯২**	**৭৯৬৮১**	**৮৪৯০৪**	**৮৮২০৬**	**৯০৩৩২**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৫০৭৭৫	৫৪৩২৯	৫৬৮৯৪	৫৮০৯৪	৬২৪৯২	৬৪৯০১	৬৬০৩৯
খ) প্রাণি সম্পদ	১০৮৯১	১১১০৮	১১৩৫৩	১১৬২০	১১৯১২	১২২২১	১২৫৪৯
গ) বনজ সম্পদ	৮৫০৫	৮৯৭৩	৯৪৪৫	৯৯৬৮	১০৫০০	১১০৮৪	১১৭৪৫
২। মৎস্য সম্পদ	**১৬৮১৪**	**১৮৩৯৭**	**১৯৬৮৫**	**২০৬৫৭**	**২১৬০৭**	**২৩০৫১**	**২৪২৭৯**
৩। খনিজ ও খনন	**৭০০৯**	**৭৪৩৩**	**৮০০৩**	**৮৮৪১**	**৯৫৬১**	**৯৯০৭**	**১০৫৯৩**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৪৬৮০	৪৯৮৮	৫৩১৯	৫৮২৪	৬৩২০	৬৩৬৩	৬৬০৩
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	২৩২৯	২৪৪৫	২৬৮৪	৩০১৭	৩২৪১	৩৫৪৪	৩৯৯০
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**৭৩৮৩৪**	**৮১৬১৩**	**৮৭৫৯৬**	**৯৩৪৫৯**	**৯৯৬৭১**	**১০৯৬৫১**	**১২০৫৬৭**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৫৯১১৬	৬৫৫০০	৭০৩৩১	৭৪৯৩৪	৭৯৬৩১	৮৮৪৭৫	৯৭৯৯৮
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	১৪৭১৮	১৬১১৩	১৭২৬৫	১৮৫২৫	২০০৩৯	২১১৭৬	২২৫৬৯
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**৫৫৫৩**	**৫৮৩১**	**৬২৮৪**	**৬৭৪০**	**৭৪১২**	**৮৪০২**	**৯২৯১**
ক) বিদ্যুৎ	৪৫৩৬	৪৭৩৮	৫০৭৯	৫৪৪১	৬০১২	৬৯৬৪	৭৭২৮
খ) গ্যাস	৬৫৯	৭১৫	৭৭৬	৮৫৬	৯৩১	৯৩১	১০০১
গ) পানি	৩৫৭	৩৭৯	৪২৯	৪৪৩	৪৬৯	৫০৭	৫৬২
৬। নির্মাণ	**২৯৮২৫**	**৩১৮৩৬**	**৩৩৭৪২**	**৩৫৯৬২**	**৩৮৫৫৪**	**৪১২৩৫**	**৪৪৭০৯**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**৬২৩৫২**	**৬৭৫৭১**	**৭২৪৮১**	**৭৬৭২৮**	**৮১২১৯**	**৮৬৬৫০**	**৯২৪৫৭**
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	**৩৪৬৭**	**৩৬৫৮**	**৩৮৬৬**	**৪০৯৩**	**৪৩৩৯**	**৪৬০৮**	**৪৯০২**
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**৪৬৪৯৭**	**৫০৮৭৮**	**৫৫০৭৯**	**৫৯৫১৪**	**৬৪০০৬**	**৬৯৪০৯**	**৭৫৭৬১**
ক) স্থল পথ পরিবহন	৩২৮২২	৩৪৯২৭	৩৬৮৬৭	৩৯২৯৬	৪২১৬৯	৪৫১৯৮	৪৮২৮৩
খ) পানি পথ পরিবহন	৪৭২০	৪৮৭৪	৫০২৮	৫১৮৪	৫৩৪৯	৫৫০৬	৫৬৭৬
গ) আকাশ পথ পরিবহন	৫৬২	৫৪০	৫৫২	৬৩১	৭৪৬	৮৬০	৯০৯
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	২৪৬২	২৬১৯	২৯১৫	৩১৪৩	৩৪৬৭	৩৮৮২	৪৫৬৫
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৫৯৩২	৭৯১৮	৯৭১৭	১১২৫৯	১২২৭৫	১৩৯৬৪	১৬৩২৭
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**১৪২১৬**	**১৫১৩৯**	**১৫৭৩৩**	**১৫৭২৮**	**১৬৭১১**	**১৮৪৫৬**	**২১১৮০**
ক) ব্যাংক	১২২২৮	১২৮০৭	১৩০৯২	১২৫৮২	১২৯৭৮	১৪৬৬৩	১৭২৪৫
খ) বীমা	১৩৪৬	১৫৯৯	১৭৮৯	২০৮৯	২৪৮৮	২৫৮০	২৬৯৩
গ) অন্যান্য	৬৪২	৭৩৩	৮৫২	১০৫৭	১২৪৫	১২১৩	১২৪১
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৩৭৯৩৫**	**৩৯৩৮২**	**৪০৮৭৬**	**৪২৪৪২**	**৪৪০৭৮**	**৪৫৭৯০**	**৪৭৫৮৬**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**১৪০৮৯**	**১৫২৯৩**	**১৬২৮৯**	**১৭৪৪৭**	**১৮৮৮২**	**২০৫৫২**	**২২০৯৯**
১৩। শিক্ষা	**৯৯৬২**	**১০৮৩৫**	**১১৬০৯**	**১২২৯৩**	**১২৯৩১**	**১৩৬৫৯**	**১৪৭১৭**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**৯২৮৮**	**৯৭৪৯**	**১০৩২১**	**১০৬৩৪**	**১১৩৬০**	**১২০৮০**	**১২৫৪০**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**৫৬৬০০**	**৫৮৩৯৯**	**৬০২৬২**	**৬২১৯২**	**৬৪১৯১**	**৬৬২৬৫**	**৬৮৪১৬**
ভর্তুকি ব্যাতিরেকে শুল্ক	**২৪৭২৫**	**২৫৯৫৯**	**২৮৩১৯**	**২৮৬৪৬**	**২৭৬৭২**	**২৮৪২২**	**২৯০৬২**
স্থির মূল্যে জিডিপি'র পরিমাণ	**৪৮২৩৩৭**	**৫১৬৩৮৩**	**৫৪৭৪৩৭**	**৫৭৫০৫৬**	**৬০৭০৯৭**	**৬৪৬৩৪২**	**৬৮৮৪৯৩**
প্রবৃদ্ধির হার (%)	**৬.৬৭**	**৭.০৬**	**৬.০১**	**৫.০৫**	**৫.৫৭**	**৬.৪৬**	**৬.৫২**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৩.২: স্থির মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)
(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
১। কৃষি ও বনজ	**৯১৬৫৬**	**৯৫১৫১**	**৯৭৪৮০**	**৯৯২২৮**	১০১১৭৩	১০৪৬৮৮	**১০৭৯৯১**	**১১০২৩২**
ক) শস্য ও শাকসজি	৬৬৪২৭	৬৮৯৩৮	৭০২০০	৭০৮১৪	৭১৪৯১	৭৩৬৭৮	৭৫১১৯	৭৫৭৮৭
খ) প্রাণি সম্পদ	১২৮৯৩	১৩২৫৮	১৩৬৬৭	১৪১০৩	১৪৫৬৯	১৫০৬৫	১৫৫৯৮	১৬০৭২
গ) বনজ সম্পদ	১২৩৩৭	১২৯৫৫	১৩৬১৩	১৪৩১২	১৫১১৩	১৫৯৪৫	১৭২৭৪	১৮৩৭৩
২। মৎস্য সম্পদ	**২৫৭৮০**	**২৭৪১৯**	**২৯১৭০**	**৩০৯৫০**	৩২৮৭৯	৩৪৯৭৪	**৩৭১৪৬**	**৩৯৪১৩**
৩। খনিজ ও খনন	**১১৫৮৪**	**১২১২৭**	**১৩২৯০**	**১৪৯৯৭**	১৬৩৩০	১৭৪৭৪	**১৮৫০১**	**১৯৩১১**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৭১০২	৭২৭৭	৭৯১২	৮৮৪৩	৮৮৭৩	৯০৭২	৯০০১	৮৯৫৫
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৪৪৮২	৪৮৫০	৫৩৭৮	৬১৫৪	৭৪৫৮	৮৪০১	৯৫০১	১০৩৫১
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১৩২৯৯৪**	**১৪৪৬৫৩**	**১৫৯৫৬৮**	**১৭৮২২৩**	১৯৭৭৬৫	২২৪২৭০	**২৫৬১১৮**	**২৭১০৬৭**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১০৮৪৩৬	১১৮৫৪০	১৩১২২৫	১৪৭৩১৩	১৬৩৮২০	১৮৭১৮৪	২১৪৯৭০	২২৬৭২০
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	২৪৫৫৮	২৬১১৩	২৮৩৪৩	৩০৯০৯	৩৩৯৪৬	৩৭০৮৬	৪১১৪৮	৪৪৩৪৮
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**১০১২৬**	**১০৫৮৫**	**১১২৪৪**	**১২৭৪২**	১৩৮২০	১৫০৮৯	**১৬৫৩৫**	**১৭৫৫৩**
ক) বিদ্যুৎ	৮৪৭৭	৮৮৫৪	৯৩৯৩	১০৭২৭	১১৭১৫	১২৯০৯	১৪২৪৩	১৫১৭৫
খ) গ্যাস	১০৬০	১০৭৮	১১৩৪	১২৪৬	১২৪৯	১২৭৭	১২৮৪	১২৯৯
গ) পানি	৫৮৯	৬৫৪	৭১৬	৭৬৯	৮৫৫	৯০৩	১০০৮	১০৭৮
৬। নির্মাণ	**৪৮৩০৫**	**৫২২০৯**	**৫৬৬৯৮**	**৬১৫৫২**	৬৬৯৫১	৭৩৫৯৫	**৮১১৩৯**	**৮৮৪৯১**
৭। পাইকারি, খুচরা বাণিজ্য ও মেরামত	**৯৮১৭৩**	**১০৪৭৭৬**	**১১১৪২৬**	**১১৮৬৬৫**	১২৭৪১৭	১৩৬৯১৪	**১৪৮০৫৮**	**১৫৫৪৯৬**
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	**৫২২০**	**৫৫৭০**	**৫৯৫০**	**৬৩৬৬**	৬৮২০	৭৩১৬	**৭৮৭০**	**৮৩৭৮**
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**৮০৫১৪**	**৮৫৩৮২**	**৯০৪৭৫**	**৯৫৯৭২**	১০২৪৬৩	১০৯২০৮	**১১৭০৫৬**	**১২৪৩০০**
ক) স্থল পথ পরিবহন	৫১১৩৬	৫৩৯৮১	৫৭৩১৮	৬০৯১৮	৬৫২২২	৬৯৬০৩	৭৪৫১৩	৭৯৩০৫
খ) পানি পথ পরিবহন	৫৮৫৯	৬০৪৩	৬২৬২	৬৪৬২	৬৭২৭	৬৯৬৩	৭২১৬	৭৪৬২
গ) আকাশ পথ পরিবহন	৮৯৪	৯০০	৯৭৮	৯৯৩	১০২০	১০৪৮	১১১৫	১১৬৬
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	৪৭১৯	৪৮৪১	৫১০১	৫৩৬৫	৫৭০৯	৬২৫৬	৬৮১৫	৭২৮৪
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১৭৯০৬	১৯৬১৮	২০৮১৬	২২২৩৩	২৩৭৮৫	২৫৩৩৯	২৭৩৯৭	২৯০৮৩
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**২৩১১০**	**২৪৭৯০**	**২৬৭১৯**	**২৮৭৮৭**	৩১৪১৩	৩৩৮৯৩	**৩৬৩৯৪**	**৩৮০১৬**
ক) ব্যাংক	১৯১২০	২০৭১২	২২৪৭০	২৪৪৬০	২৬৮৯৪	২৯১৮৪	৩১৩৩৭	৩২৬৫০
খ) বীমা	২৭১০	২৭৫২	২৮৬০	২৮৭৬	২৯৩৫	২৯৮৩	৩১৩১	৩২৫৮
গ) অন্যান্য	১২৮০	১৩২৭	১৩৮৯	১৪৫২	১৫৮৩	১৭২৭	১৯২৬	২১০৯
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৪৯৫০৯**	**৫১৬১৫**	**৫৩৮৮৮**	**৫৬২৯৭**	৫৮৯৯৭	৬১৯৩৬	**৬৫১৭৩**	**৬৮৩৩১**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**২৩৫৪২**	**২৫১৬৫**	**২৭৬৩৬**	**৩০৭৯৬**	৩৩৬১৫	৩৬৪৬৩	**৩৮৭৯৫**	**৪১১৩১**
১৩। শিক্ষা	**১৫৬৪৫**	**১৬৭৮১**	**১৮১২৫**	**২০২৪৮**	২২৫৪৭	২৪১২৭	**২৫৯৭৬**	**২৭৫৮৩**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**১৩১৩৭**	**১৩৮০২**	**১৪৫১৭**	**১৫৬১২**	১৬৮০৪	১৭৯৮৪	**২০১০৫**	**২২১০৭**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**৭০৬৪৩**	**৭২৯৫৫**	**৭৫৩৫২**	**৭৭৮৩৮**	৮০৬৫৩	৮৩৫৯৮	**৮৬৭০৬**	**৮৯৮৩৭**
ভর্তুকি ব্যাতিরেকে শুল্ক	**২৯৯৬০**	**৩১১৫৬**	**৩৩৩২৪**	**৩৫২৬৬**	৩৮২৫২	৪০৯০৯	**৪২২৩১**	**৪২৪৯৪**
স্থির মূল্যে জিডিপি'র পরিমাণ	**৭২৯৮৯৬**	**৭৭৪১৩৬**	**৮২৪৮৬২**	**৮৮৩৫৩৯**	৯৪৭৮৯৭	১০২২৪৩৮	**১১০৫৭৯৪**	**১১৬৩৭৪০**
প্রবৃদ্ধির হার (%)	**৬.০১**	**৬.০৬**	**৬.৫৫**	**৭.১১**	৭.২৮	৭.৮৬	**৮.১৫**	**৫.২৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * সাময়িক হিসাব।

পরিশিষ্ট ৪.১: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদের প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
১। কৃষি ও বনজ	**৫.৪৪**	**৬.০৪**	**৩.৮৭**	**৩.০৯**	**৬.৫৫**	**৩.৮৯**	**২.৪১**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৬.১৭	৭.০০	৩.৯৯	২.৮৩	৭.৫৭	৩.৮৫	১.৭৫
খ) প্রাণি সম্পদ	২.১৫	১.৯৯	২.২০	২.৩৫	২.৫১	২.৫৯	২.৬৮
গ) বনজ সম্পদ	৫.৪৬	৫.৫০	৫.২৬	৫.৫৪	৫.৩৪	৫.৫৬	৫.৯৬
২। মৎস্য সম্পদ	**৫.৭৫**	**৯.৪১**	**৭.০০**	**৪.৯৪**	**৪.৬০**	**৬.৬৯**	**৫.৩২**
৩। খনিজ ও খনন	**৫.৯১**	**৬.০৫**	**৭.৬৭**	**১০.৪৬**	**৮.১৫**	**৩.৬২**	**৬.৯৩**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৪.৮৭	৬.৫৯	৬.৬৩	৯.৪৯	৮.৫২	০.৬৮	৩.৭৮
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৮.০৬	৪.৯৮	৯.৭৯	১২.৩৯	৭.৪৩	৯.৩৪	১২.৫৮
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১০.৮১**	**১০.৫৪**	**৭.৩৩**	**৬.৬৯**	**৬.৬৫**	**১০.০১**	**৯.৯৬**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১১.২৪	১০.৮০	৭.৩৮	৬.৫৪	৬.২৭	১১.১১	১০.৭৬
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৯.১৪	৯.৪৮	৭.১৫	৭.৩০	৮.১৭	৫.৬৭	৬.৫৮
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**৭.৫৯**	**৫.০১**	**৭.৭৭**	**৭.২৬**	**৯.৯৭**	**১৩.৩৬**	**১০.৫৮**
ক) বিদ্যুৎ	৭.৯২	৪.৪৪	৭.২১	৭.১৩	১০.৫০	১৫.৮২	১০.৯৭
খ) গ্যাস	৬.৬৩	৮.৪৬	৮.৫৩	১০.৩৩	৮.৭৮	০.০৭	৭.৪৫
গ) পানি	৫.২৩	৫.৯৭	১৩.২৯	৩.২২	৫.৭৯	৮.২৩	১০.৯১
৬। নির্মাণ	**৮.৬৯**	**৬.৭৪**	**৫.৯৯**	**৬.৫৮**	**৭.২১**	**৬.৯৫**	**৮.৪২**
৭। পাইকারি, খুচরা বাণিজ্য ও মেরামত	**৬.২৯**	**৮.৩৭**	**৭.২৭**	**৫.৮৬**	**৫.৮৫**	**৬.৬৯**	**৬.৭০**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**৫.৩৩**	**৫.৫৩**	**৫.৬৮**	**৫.৮৬**	**৬.০১**	**৬.২০**	**৬.৩৯**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**৮.৩৯**	**৯.৪২**	**৮.২৬**	**৮.০৫**	**৭.৫৫**	**৮.৪৪**	**৯.১৫**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৩.৯৫	৬.৪১	৫.৫৬	৬.৫৯	৭.৩১	৭.১৮	৬.৮৩
খ) পানি পথ পরিবহণ	২.৫৯	৩.২৬	৩.১৫	৩.১১	৩.১৯	২.৯২	৩.১০
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	৯.৬৮	-৩.৮৬	২.২০	১৪.৪১	১৮.১৯	১৫.২৩	৫.৭৬
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	১৫.১২	৬.৪১	১১.৩১	৭.৭৯	১০.৩৩	১১.৯৭	১৭.৬০
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৪৫.৭২	৩৩.৪৮	২২.৭১	১৫.৮৮	৯.০২	১৩.৭৭	১৬.৯২
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**২৭.৮০**	**৬.৪৯**	**৩.৯২**	**-০.০৩**	**৬.২৫**	**১০.৪৪**	**১৪.৭৬**
ক) ব্যাংক	২৯.৩৭	৪.৭৪	২.২৩	-৩.৯০	৩.১৫	১২.৯৮	১৭.৬১
খ) বীমা	২৫.২২	১৮.৭৮	১১.৮৭	১৬.৮০	১৯.০৮	৩.৬৯	৪.৪১
গ) অন্যান্য	৭.৬১	১৪.১৭	১৬.২০	২৪.১৮	১৭.৭১	-২.৫৪	২.৩৩
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৩.৭৭**	**৩.৮২**	**৩.৭৯**	**৩.৮৩**	**৩.৮৫**	**৩.৮৮**	**৩.৯২**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**১০.৮৬**	**৮.৫৫**	**৬.৫১**	**৭.১১**	**৮.২৩**	**৮.৮৪**	**৭.৫৩**
১৩। শিক্ষা	**৯.৪১**	**৮.৭৬**	**৭.১৪**	**৫.৮৯**	**৫.১৮**	**৫.৬৩**	**৭.৭৫**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**৫.১০**	**৪.৯৬**	**৫.৮৬**	**৩.০৪**	**৬.৮৩**	**৬.৩৪**	**৩.৮১**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**২.০৪**	**৩.১৮**	**৩.১৯**	**৩.২০**	**৩.২১**	**৩.২৩**	**৩.২৫**
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	**৬.৬৭**	**৭.০৬**	**৬.০১**	**৫.০৫**	**৫.৫৭**	**৬.৪৬**	**৬.৫২**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৪.২: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদের প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
১। কৃষি ও বনজ	**১.৪৭**	**৩.৮১**	**২.৪৫**	**১.৭৯**	**১.৯৬**	**৩.৪৭**	**৩.১৫**	**২.০৮**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	০.৫৯	৩.৭৮	১.৮৩	০.৮৮	০.৯৬	৩.০৬	১.৯৬	০.৮৯
খ) প্রাণি সম্পদ	২.৭৪	২.৮৩	৩.০৮	৩.১৯	৩.৩১	৩.৪০	৩.৫৪	৩.০৪
গ) বনজ সম্পদ	৫.০৪	৫.০১	৫.০৮	৫.১২	৫.৬০	৫.৫১	৮.৩৪	৬.৩৬
২। মৎস্য সম্পদ	**৬.১৮**	**৬.৩৬**	**৬.৩৮**	**৬.১১**	**৬.২৩**	**৬.৩৭**	**৬.২১**	**৬.১০**
৩। খনিজ ও খনন	**৯.৩৫**	**৪.৬৮**	**৯.৬০**	**১২.৮৪**	**৮.৮৯**	**৭.০০**	**৫.৮৮**	**৪.৩৮**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৭.৫৫	২.৪৭	৮.৭৩	১১.৭৭	০.৩৪	২.২৫	-০.৭৯	-০.৫১
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	১২.৩৪	৮.২০	১০.৯০	১৪.৪২	২১.১৯	১২.৬৬	১৩.০৮	৯.০১
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১০.৩১**	**৮.৭৭**	**১০.৩১**	**১১.৬৯**	**১০.৯৭**	**১৩.৪০**	**১৪.২০**	**৫.৮৪**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১০.৬৫	৯.৩২	১০.৭০	১২.২৬	১১.২০	১৪.২৬	১৪.৮৪	৫.৪৭
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৮.৮১	৬.৩৩	৮.৫৪	৯.০৬	৯.৮২	৯.২৫	১০.৯৫	৭.৭৮
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**৮.৯৯**	**৪.৫৪**	**৬.২২**	**১৩.৩৩**	**৮.৪৬**	**৯.১৯**	**৯.৫৮**	**৬.১৬**
ক) বিদ্যুৎ	৯.৬৯	৪.৪৫	৬.০৯	১৪.২০	৯.২২	১০.১৯	১০.৩৩	৬.৫৫
খ) গ্যাস	৫.৯১	১.৬৯	৫.১৬	৯.৯১	০.২৮	২.২০	০.৫৭	১.১৫
গ) পানি	৪.৭৫	১০.৯৩	৯.৬২	৭.৪০	১১.০৯	৫.৬৬	১১.৫৭	৭.০১
৬। নির্মাণ	**৮.০৪**	**৮.০৮**	**৮.৬০**	**৮.৫৬**	**৮.৭৭**	**৯.৯২**	**১০.২৫**	**৯.০৬**
৭। পাইকারি, খুচরা বাণিজ্য ও মেরামত	**৬.১৮**	**৬.৭৩**	**৬.৩৫**	**৬.৫০**	**৭.৩৭**	**৭.৪৫**	**৮.১৪**	**৫.৩২**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**৬.৪৯**	**৬.৭০**	**৬.৮৩**	**৬.৯৮**	**৭.১৩**	**৭.২৮**	**৭.৫৭**	**৬.৪৬**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**৬.২৭**	**৬.০৫**	**৫.৯৬**	**৬.০৮**	**৬.৭৬**	**৬.৫৮**	**৭.১৯**	**৬.১৯**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৫.৯১	৫.৫৬	৬.১৮	৬.২৮	৭.০৬	৬.৭২	৭.০৬	৬.৪৩
খ) পানি পথ পরিবহণ	৩.২১	৩.১৫	৩.৬২	৩.২০	৪.১০	৩.৫০	৩.৬৩	৩.৪২
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	-১.৬৪	০.৬১	৮.৭১	১.৪৮	২.৭৯	২.৭৪	৬.৩৭	৪.৬১
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	৩.৩৬	২.৫৯	৫.৩৭	৫.১৯	৬.৪০	৯.৫৮	৮.৯৪	৬.৮৮
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৯.৬৭	৯.৫৬	৬.১১	৬.৮১	৬.৯৮	৬.৫৩	৮.১২	৬.১৬
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**৯.১১**	**৭.২৭**	**৭.৭৮**	**৭.৭৪**	**৯.১২**	**৭.৯০**	**৭.৩৮**	**৪.৪৬**
ক) ব্যাংক	১০.৮৭	৮.৩৩	৮.৪৯	৮.৮৫	৯.৯৫	৮.৫১	৭.৩৮	৪.১৯
খ) বীমা	০.৬১	১.৫৫	৩.৯৫	০.৫৪	২.০৫	১.৬৩	৪.৯৬	৪.০৫
গ) অন্যান্য	৩.১৪	৩.৬৩	৪.৬৮	৪.৫৪	৯.০৬	৯.০৫	১১.৫৫	৯.৪৮
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৪.০৪**	**৪.২৫**	**৪.৪০**	**৪.৪৭**	**৪.৮০**	**৪.৯৮**	**৫.২৩**	**৪.৮৫**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৬.৫৩**	**৬.৮৯**	**৯.৮২**	**১১.৪৩**	**৯.১৫**	**৮.৪৭**	**৬.৪০**	**৬.০২**
১৩। শিক্ষা	**৬.৩০**	**৭.২৬**	**৮.০১**	**১১.৭১**	**১১.৩৫**	**৭.০১**	**৭.৬৬**	**৬.১৯**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**৪.৭৬**	**৫.০৬**	**৫.১৮**	**৭.৫৪**	**৭.৬৩**	**৭.০২**	**১১.৭৯**	**৯.৯৬**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**৩.২৫**	**৩.২৭**	**৩.২৮**	**৩.৩০**	**৩.৬২**	**৩.৬৫**	**৩.৭২**	**৩.৬১**
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	**৬.০১**	**৬.০৬**	**৬.৫৫**	**৭.১১**	**৭.২৮**	**৭.৮৬**	**৮.১৫**	**৫.২৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক হিসাব।

পরিশিষ্ট ৫.১: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে খাতওয়ারি অবদান
(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
১। কৃষি ও বনজ	**১৫.৩৩**	**১৫.১৭**	**১৪.৮৯**	**১৪.৫৮**	**১৪.৬৫**	**১৪.২৭**	**১৩.৭০**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	১১.১০	১১.০৮	১০.৮৮	১০.৬৩	১০.৭৯	১০.৫০	১০.০১
খ) প্রাণি সম্পদ	২.৩৮	২.২৭	২.১৯	২.১৩	২.০৬	১.৯৮	১.৯০
গ) বনজ সম্পদ	১.৮৬	১.৮৩	১.৮২	১.৮২	১.৮১	১.৭৯	১.৭৮
২। মৎস্য সম্পদ	**৩.৬৭**	**৩.৭৫**	**৩.৭৯**	**৩.৭৮**	**৩.৭৩**	**৩.৭৩**	**৩.৬৮**
৩। খনিজ ও খনন	**১.৫৩**	**১.৫২**	**১.৫৪**	**১.৬২**	**১.৬৫**	**১.৬০**	**১.৬১**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	১.০২	১.০২	১.০২	১.০৭	১.০৯	১.০৩	১.০০
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৫১	০.৫০	০.৫২	০.৫৫	০.৫৬	০.৫৭	০.৬১
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১৬.১৩**	**১৬.৬৪**	**১৬.৮৭**	**১৭.১০**	**১৭.২০**	**১৭.৭৫**	**১৮.২৮**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১২.৯২	১৩.৩৬	১৩.৫৫	১৩.৭১	১৩.৭৪	১৪.৩২	১৪.৮৬
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩.২২	৩.২৯	৩.৩৩	৩.৩৯	৩.৪৬	৩.৪৩	৩.৪২
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**১.২১**	**১.১৯**	**১.২১**	**১.২৩**	**১.২৮**	**১.৩৬**	**১.৪১**
ক) বিদ্যুৎ	০.৯৯	০.৯৭	০.৯৮	১.০০	১.০৪	১.১৩	১.১৭
খ) গ্যাস	০.১৪	০.১৫	০.১৫	০.১৬	০.১৬	০.১৫	০.১৫
গ) পানি	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৯
৬। নির্মাণ	**৬.৫২**	**৬.৪৯**	**৬.৫০**	**৬.৫৮**	**৬.৬৫**	**৬.৬৭**	**৬.৭৮**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**১৩.৬৩**	**১৩.৭৮**	**১৩.৯৬**	**১৪.০৪**	**১৪.০২**	**১৪.০২**	**১৪.০২**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**০.৭৬**	**০.৭৫**	**০.৭৪**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৪**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**১০.১৬**	**১০.৩৭**	**১০.৬১**	**১০.৮৯**	**১১.০৫**	**১১.২৩**	**১১.৪৯**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৭.১৭	৭.১২	৭.১০	৭.১৯	৭.২৮	৭.৩১	৭.৩২
খ) পানি পথ পরিবহণ	১.০৩	০.৯৯	০.৯৭	০.৯৫	০.৯২	০.৮৯	০.৮৬
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	০.১২	০.১১	০.১১	০.১২	০.১৩	০.১৪	০.১৪
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	০.৫৪	০.৫৩	০.৫৬	০.৫৮	০.৬০	০.৬৩	০.৬৯
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১.৩০	১.৬১	১.৮৭	২.০৬	২.১২	২.২৬	২.৪৮
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**৩.১১**	**৩.০৯**	**৩.০৩**	**২.৮৮**	**২.৮৮**	**২.৯৯**	**৩.২১**
ক) ব্যাংক	২.৬৭	২.৬১	২.৫২	২.৩০	২.২৪	২.৩৭	২.৬২
খ) বীমা	০.২৯	০.৩৩	০.৩৪	০.৩৮	০.৪৩	০.৪২	০.৪১
গ) অন্যান্য	০.১৪	০.১৫	০.১৬	০.১৯	০.২১	০.২০	০.১৯
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৮.২৯**	**৮.০৩**	**৭.৮৭**	**৭.৭৭**	**৭.৬১**	**৭.৪১**	**৭.২২**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৩.০৮**	**৩.১২**	**৩.১৪**	**৩.১৯**	**৩.২৬**	**৩.৩৩**	**৩.৩৫**
১৩। শিক্ষা	**২.১৮**	**২.২১**	**২.২৪**	**২.২৫**	**২.২৩**	**২.২১**	**২.২৩**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**২.০৩**	**১.৯৯**	**১.৯৯**	**১.৯৫**	**১.৯৬**	**১.৯৫**	**১.৯০**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**১২.৩৭**	**১১.৯১**	**১১.৬১**	**১১.৩৮**	**১১.০৮**	**১০.৭২**	**১০.৩৮**
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৫.২: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে খাতওয়ারি অবদান

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
১। কৃষি ও বনজ	**১৩.০৯**	**১২.৮১**	**১২.৩২**	**১১.৭০**	**১১.১২**	**১০.৬৭**	**১০.১৫**	**৯.৮৩**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৯.৪৯	৯.২৮	৮.৮৭	৮.৩৫	৭.৮৬	৭.৫১	৭.০৬	৬.৭৬
খ) প্রাণি সম্পদ	১.৮৪	১.৭৮	১.৭৩	১.৬৬	১.৬০	১.৫৩	১.৪৭	১.৪৩
গ) বনজ সম্পদ	১.৭৬	১.৭৪	১.৭২	১.৬৯	১.৬৬	১.৬২	১.৬২	১.৬৪
২। মৎস্য সম্পদ	**৩.৬৮**	**৩.৬৯**	**৩.৬৯**	**৩.৬৫**	**৩.৬১**	**৩.৫৬**	**৩.৪৯**	**৩.৫২**
৩। খনিজ ও খনন	**১.৬৫**	**১.৬৩**	**১.৬৮**	**১.৭৭**	**১.৮০**	**১.৭৮**	**১.৭৪**	**১.৭২**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	১.০১	০.৯৮	১.০০	১.০৪	০.৯৮	০.৯২	০.৮৫	০.৮
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৬৪	০.৬৫	০.৬৮	০.৭৩	০.৮২	০.৮৬	০.৮৯	০.৯২
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১৯.০০**	**১৯.৪৭**	**২০.১৬**	**২১.০১**	**২১.৭৪**	**২২.৮৫**	**২৪.০৮**	**২৪.১৮**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১৫.৪৯	১৫.৯৫	১৬.৫৮	১৭.৩৭	১৮.০১	১৯.০৭	২০.২১	২০.২২
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩.৫১	৩.৫১	৩.৫৮	৩.৬৪	৩.৭৩	৩.৭৮	৩.৮৭	৩.৯৬
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**১.৪৫**	**১.৪২**	**১.৪২**	**১.৫০**	**১.৫২**	**১.৫৪**	**১.৫৫**	**১.৫৭**
ক) বিদ্যুৎ	১.২১	১.১৯	১.১৯	১.২৬	১.২৯	১.৩২	১.৩৪	১.৩৫
খ) গ্যাস	০.১৫	০.১৫	০.১৪	০.১৫	০.১৪	০.১৩	০.১২	০.১২
গ) পানি	০.০৮	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.১
৬। নির্মাণ	**৬.৯০**	**৭.০৩**	**৭.১৬**	**৭.২৬**	**৭.৩৬**	**৭.৫০**	**৭.৬৩**	**৭.৮৯**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**১৪.০৩**	**১৪.১০**	**১৪.০৮**	**১৩.৯৯**	**১৪.০১**	**১৩.৯৫**	**১৩.৯২**	**১৩.৮৭**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৪**	**০.৭৫**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**১১.৫০**	**১১.৪৯**	**১১.৪৩**	**১১.৩১**	**১১.২৬**	**১১.১৩**	**১১.০১**	**১১.০৯**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৭.৩১	৭.২৭	৭.২৪	৭.১৮	৭.১৪	৭.০৯	৭.০০	৭.০৭
খ) পানি পথ পরিবহণ	০.৮৪	০.৮১	০.৭৯	০.৭৬	০.৭৪	০.৭১	০.৬৮	০.৬৭
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	০.১৩	০.১২	০.১২	০.১২	০.১১	০.১১	০.১০	০.১
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	০.৬৭	০.৬৫	০.৬৪	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৪	০.৬৪	০.৬৫
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২.৫৬	২.৬৪	২.৬৩	২.৬২	২.৬১	২.৫৮	২.৫৮	২.৫৯
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**৩.৩০**	**৩.৩৪**	**৩.৩৮**	**৩.৩৯**	**৩.৪৫**	**৩.৪৫**	**৩.৪২**	**৩.৩৯**
ক) ব্যাংক	২.৭৩	২.৭৯	২.৮৪	২.৮৮	২.৯৬	২.৯৭	২.৯৫	২.৯১
খ) বীমা	০.৩৯	০.৩৭	০.৩৬	০.৩৪	০.৩২	০.৩০	০.২৯	০.২৯
গ) অন্যান্য	০.১৮	০.১৮	০.১৮	০.১৭	০.১৭	০.১৮	০.১৮	০.১৯
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৭.০৭**	**৬.৯৫**	**৬.৮১**	**৬.৬৪**	**৬.৪৯**	**৬.৩১**	**৬.১৩**	**৬.০৯**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৩.৩৬**	**৩.৩৯**	**৩.৪৯**	**৩.৬৩**	**৩.৭০**	**৩.৭১**	**৩.৬৫**	**৩.৬৭**
১৩। শিক্ষা	**২.২৪**	**২.২৬**	**২.২৯**	**২.৩৯**	**২.৪৮**	**২.৪৬**	**২.৪৪**	**২.৪৬**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**১.৮৮**	**১.৮৬**	**১.৮৩**	**১.৮৪**	**১.৮৫**	**১.৮৩**	**১.৮৯**	**১.৯৭**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**১০.০৯**	**৯.৮২**	**৯.৫২**	**৯.১৮**	**৮.৮৭**	**৮.৫২**	**৮.১৫**	**৮.০১**
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক হিসাব।

পরিশিষ্ট ৬.১: জাতীয় (National) ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬ =১০০)

অর্থবছর	ভোক্তা মূল্যসূচক			মূল্যস্ফীতি		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত
২০০০-০১	১২৬.৭২	১৩০.৩০	১২২.২৫	১.৯৪	১.৩৮	৩.০৪
২০০১-০২	১৩০.২৬	১৩২.৪৩	১২৭.৮৯	২.৭৯	১.৬৩	৪.৬১
২০০২-০৩	১৩৫.৯৭	১৩৭.০১	১৩৫.১৩	৪.৩৮	৩.৪৬	৫.৬৬
২০০৩-০৪	১৪৩.৯০	১৪৬.৫০	১৪১.০৩	৫.৮৩	৬.৯৩	৪.৩৭
২০০৪-০৫	১৫৩.২৩	১৫৮.০৮	১৪৭.১৪	৬.৪৮	৭.৯১	৪.৩৩
২০০৫-০৬	১৬৪.২১	১৭০.৩৪	১৫৬.৫৬	৭.১৭	৭.৭৬	৬.৪০
২০০৬-০৭	১৭৬.০৬	১৮৪.১৮	১৬৫.৭৯	৭.২২	৮.১২	৫.৯০
২০০৭-০৮	১৯৩.৫৪	২০৬.৭৯	১৭৬.২৬	৯.৯৩	১২.২৮	৬.৩২
২০০৮-০৯	২০৬.৪৩	২২১.৬৪	১৮৬.৬৭	৬.৬৬	৭.১৮	৫.৯১
২০০৯-১০	২২১.৫৩	২৪০.৫৫	১৯৬.৮৪	৭.৩১	৮.৫৩	৫.৪৫
২০১০-১১	২৪১.০২	২৬৭.৮৪	২০৫.০১	৮.৮০	১১.৩৪	৪.১৫
২০১১-১২	২৬৬.৬১	২৯৫.৮৮	২৭৭.৮৭	১০.৬২	১০.৪৭	১১.১৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৬.২: সমগ্র নগর এলাকার (All Urban) ভোক্তা মূল্যসূচক

(ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬ =১০০)

অর্থবছর	ভোক্তা মূল্যসূচক			মূল্যস্ফীতি		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত
২০০০-০১	১২৫.৭০	১৩৩.১৫	১১৮.৬১	১.৫২	১.৮৯	১.১৩
২০০১-০২	১২৯.৯২	১৩৫.৯৩	১২৪.১৯	৩.৩৬	২.০৯	৪.৭০
২০০২-০৩	১৩৪.৪৯	১৩৮.৭৭	১৩০.৪০	৩.৫১	২.০৯	৫.০০
২০০৩-০৪	১৪২.৫৪	১৪৯.৬০	১৩৫.৮০	৫.৯৯	৭.৮০	৪.১৪
২০০৪-০৫	১৫১.২৯	১৬১.১৪	১৪১.৯০	৬.১৪	৭.৭১	৪.৪৯
২০০৫-০৬	১৬১.৩৯	১৭৪.১৮	১৪৯.২০	৬.৬৮	৮.০৯	৫.১৪
২০০৬-০৭	১৭২.৭৩	১৮৯.০৬	১৫৭.১৭	৭.০৩	৮.৫৪	৫.৩৪
২০০৭-০৮	১৮৯.৬৫	২১৩.৭৩	১৬৬.৬৯	৯.৮০	১৩.০৫	৬.০৬
২০০৮-০৯	২০১.৪৯	২২৯.৬০	১৭৪.৬৯	৬.২৪	৭.৪৩	৪.৮০
২০০৯-১০	২১৬.৯৮	২৫২.২১	১৮৩.৪০	৭.৬৯	৯.৮৫	৪.৯৯
২০১০-১১	২৩২.৮১	২৭৬.৮২	১৯০.৮৭	৭.৩০	৭.৭৬	৪.০৭
২০১১-১২	২৬০.০১	৩১০.৫৪	২১১.৮২	১১.৬৮	১২.২০	১০.৯৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৬.৩: সমগ্র গ্রামীণ এলাকার (All Rural) ভোক্তা মূল্যসূচক

(ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬ =১০০)

অর্থবছর	ভোক্তা মূল্যসূচক			মূল্যস্ফীতি		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত
২০০১-০২	১৩০.৪০	১৩০.৯৯	১২৯.৪১	২.৫৬	১.৪৪	৪.৫৭
২০০২-০৩	১৩৬.৫৮	১৩৬.২৯	১৩৭.০৬	৪.৭৪	৪.০৫	৫.৯১
২০০৩-০৪	১৪৪.৪৬	১৪৫.২২	১৪৩.১৮	৫.৭৭	৬.৫৫	৪.৪৭
২০০৪-০৫	১৫৪.০৩	১৫৬.৮২	১৪৯.২৯	৬.৬২	৭.৯৯	৪.২৭
২০০৫-০৬	১৬৫.৩৭	১৬৮.৭৭	১৫৯.৫৯	৭.৩৬	৭.৬২	৬.৯০
২০০৬-০৭	১৭৭.৪২	১৮২.১৮	১৬৯.৩৩	৭.৩০	৭.৯৬	৬.১০
২০০৭-০৮	১৯৫.১৪	২০৩.৯৩	১৮০.১৯	৯.৯৯	১১.৯৪	৬.৪১
২০০৮-০৯	২০৮.৪৬	২১৮.৩৮	১৯১.৫৯	৬.৮৩	৭.০৯	৬.৩৩
২০০৯-১০	২২৩.৩৯	২৩৫.৭৬	২০২.৩৬	৭.১৬	৭.৯৬	৫.৬২
২০১০-১১	২৪৪.৩৯	২৬৪.১৫	২১০.৮১	৯.৪০	১২.০৩	৪.১৮
২০১১-১২	২৬৯.৩১	২৮৯.৮২	২৩৪.৪৭	১০.২০	৯.৭৩	১১.২২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৭.১: জাতীয় (National) ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ =১০০)

অর্থবছর	ভোক্তা মূল্যসূচক			মূল্যস্ফীতি		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত
২০০৬-০৭	১০৯.৩৯	১১১.৬৩	১০৬.৫১	৯.৩৯	১১.৬৩	৬.৫১
২০০৭-০৮	১২২.৮৪	১৩০.৩০	১১৩.২৭	১২.৩০	১৬.৭২	৬.৩৫
২০০৮-০৯	১৩২.১৭	১৪০.৬১	১২৭.৩৬	৭.৬০	৭.৯১	৭.১৪
২০০৯-১০	১৪১.১৮	১৪৯.৪০	১৩০.৬৬	৬.৮২	৬.২৫	৭.৬৬
২০১০-১১	১৫৬.৫৯	১৭০.৪৮	১৩৮.৭৭	১০.৯১	১৪.১১	৬.২১
২০১১-১২	১৭০.১৯	১৮৩.৬৫	১৫২.৯৪	৮.৬৯	৭.৭২	১০.২১
২০১২-১৩	১৮১.৭৩	১৯৩.২৪	১৬৬.৯৭	৬.৭৮	৫.২২	৯.১৭
২০১৩-১৪	১৯৫.০৮	২০৯.৭৯	১৭৬.২৩	৭.৩৫	৮.৫৬	৫.৫৫
২০১৪-১৫	২০৭.৫৮	২২৩.৮০	১৮৬.৭৯	৬.৪১	৬.৬৮	৫.৯৯
২০১৫-১৬	২১৯.৮৬	২৩৪.৭৭	২০০.৬৬	৫.৯২	৪.৯০	৭.৪৩
২০১৬-১৭	২৩১.৮২	২৪৮.৯০	২০৯.৯২	৫.৪৪	৬.০২	৪.৬১
২০১৭-১৮	২৪৫.২২	২৬৬.৬৪	২১৭.৭৬	৫.৭৮	৭.১৩	৩.৭৪
২০১৮-১৯	২৫৮.৬৫	২৮১.৩৩	২২৯.৫৮	৫.৪৮	৫.৫১	৫.৪৩
২০১৯-২০	২৭৩.২৬	২৯৬.৯৬	২৪৩	৫.৬৫	৫.৫৬	৫.৮৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৭.২: সমগ্র নগর এলাকার (All Urban) ভোক্তা মূল্যসূচক

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ =১০০)

অর্থবছর	ভোক্তা মূল্যসূচক			মূল্যস্ফীতি		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত
২০০৯-১০	১৩৮.৪৩	১৫১.৬৬	১২৬.৯২	৮.৮৩	৯.৬১	৮.০৩
২০১০-১১	১৫১.৩৬	১৬৯.৬৮	১৩৫.৪৩	৯.৩৪	১১.৮৮	৬.৭০
২০১১-১২	১৬৪.৫২	১৮৩.৭১	১৪৭.৮৪	৮.৭০	৮.২৭	৯.১৬
২০১২-১৩	১৭৭.৭১	১৯৫.৯১	১৬১.৮৮	৮.০২	৬.৬৪	৯.৫০
২০১৩-১৪	১৯১.৭৩	২১৪.৮৫	১৭১.৬১	৭.৮৯	৯.৬৭	৬.০১
২০১৪-১৫	২০৪.৭৬	২৩০.৫৬	১৮২.৩২	৬.৮০	৭.৩১	৬.২৪
২০১৫-১৬	২১৯.৩১	২৪৫.৬৬	১৯৬.৩৯	৭.১১	৬.৫৫	৭.৭২
২০১৬-১৭	২৩৩.২৯	২৬৩.০৯	২০৭.৩৮	৬.৩৭	৭.১০	৫.৬০
২০১৭-১৮	২৪৭.১৭	২৮৩.১৯	২১৫.৮৩	৫.৯৫	৭.৬৩	৪.০৮
২০১৮-১৯	২৬২.১৭	৩০০.৩০	২২৯.০০	৬.০৭	৬.০৪	৬.১০
২০১৯-২০	২৭৭.০৬	৩১৫.৮৩	২৪৩.৩৪	৫.৬৮	৫.১৭	৬.২৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৭.৩: সমগ্র গ্রামীণ এলাকার (All Rural) ভোক্তা মূল্যসূচক

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ =১০০)

অর্থবছর	ভোক্তা মূল্যসূচক			মূল্যস্ফীতি		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত
২০০৯-১০	১৪২.৬৭	১৪৮.৪৭	১৩৩.৪৬	৫.৭৯	৪.৯০	৭.৪০
২০১০-১১	১৫৯.৪১	১৭০.৮১	১৪১.২৮	১১.৭৩	১৫.০৫	৫.৮৬
২০১১-১২	১৭৩.২৬	১৮৩.৬২	১৫৬.৭৭	৮.৬৯	৭.৫০	১০.৯৬
২০১২-১৩	১৮৩.৯০	১৯৫.৯১	১৭০.৭৯	৬.১৪	৪.৬৪	৮.৯৪
২০১৩-১৪	১৯৬.৯০	২০৭.৭২	১৭৯.৬৯	৭.০৭	৮.১১	৫.২১
২০১৪-১৫	২০৯.১০	২২১.০২	১৯০.১৩	৬.২০	৬.৪০	৫.৮১
২০১৫-১৬	২২০.১০	২৩০.৩১	২০৩.৮৬	৫.২৬	৪.২০	৭.২২
২০১৬-১৭	২৩১.০২	২৪৩.০৮	২১১.৮৩	৪.৯৬	৫.৫৪	৩.৯১
২০১৭-১৮	২৪৪.১৭	২৫৯.৮৬	২১৯.২১	৫.৬৯	৬.৯০	৩.৪৮
২০১৮-১৯	২৫৬.৭৪	২৭৩.৫৫	২৩০.০১	৫.১৫	৫.২৭	৪.৯৩
২০১৯-২০	২৭১.২	২৮৯.০৮	২৪২.৭৪	৫.৬৩	৫.৬৮	৫.৫৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৮: ঢাকা নগরীর মধ্যবিত্ত পরিবারের ভোক্তা মূল্যসূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩-৭৪ =১০০)

খাতসমূহ	ভার (%)	৮৩-৮৪	৮৪-৮৫	৮৫-৮৬	৮৬-৮৭	৮৭-৮৮	৮৮-৮৯	৮৯-৯০	৯০-৯১	৯১-৯২	৯২-৯৩	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮
সাধারণ	১০০.০০	৩৫৭	৩৯৭	৪৩৬	৪৮১	৫৩৬	৫৭৯	৬৩৩	৬৮৯	৭২৪	৭৩৪	৭৪৭	৭৮৬	৮১৮	৮৫০	৯০৪
খাদ্য	৬৩.০০	৩৫০	৩৮৮	৪২৯	৪৮৩	৫৩৫	৫৬৬	৬০৬	৬৪৮	৬৮৪	৬৭৬	৬৭৯	৭৩২	৭৭৪	৮১২	৮৭১
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৭.০	৪৬৬	৫০৩	৫৩৯	৫৪২	৫৬২	৬২১	৬৭৪	৯৪৫	১০০৮	১০৫৫	১০৬১	১০১৪	১০৩০	১০৫৬	১০৮২
গৃহায়ন ও গৃহস্থালী সামগ্রী	১২.০	৪১৭	৪৫৪	৫০৭	৫৫১	৬৪৮	৭২৩	৮০৮	৮৬৭	৮৯৩	৯৪৬	১০১৯	১০৪০	১০৪৭	১০৬৭	১১১০
বস্ত্র ও পাদুকা	৬.০	২২৫	২৫৫	২৭৪	২৯৩	৩১৯	৩৪৮	৩৭৪	৩৯৯	৪১০	৪২২	৪৩১	৪৩৯	৪৩৯	৪৭৩	৪৯৩
বিবিধ	১২.০	৩৩৫	৩৯২	৪১৯	৪৬০	৫২৪	৫৯৮	৭০৭	৭২০	৭৫৬	৭৮৮	৮০৫	৮৬০	৮৮৩	৮৯৯	৯৭৬
বৃদ্ধির শতকরা হার																
সাধারণ	-	৯.৭	১০.৯	৯.৯	১০.৪	১১.৪	৮.০	৯.৩	৮.৯	৫.১	১.৪	১.৮	৫.২	৪.১	৩.৯	৬.৪
খাদ্য	-	১১.৮	১০.৯	১০.৬	১২.৬	১০.৮	৫.৮	৭.১	৬.৯	৫.৬	-১.২	০.৪	৭.৮	৭.৭	৪.৯	৭.৩
খাদ্য বহির্ভূত	-	৬.০	১০.৯	৯.১	৮.৬	১২.০	১০.৩	১১.৮	১২.০	৪.৫	৪.৮	৩.৭	১.৯	১.৫	২.৫	৪.৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। **নোটঃ** ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের পর ঢাকা নগরীর মধ্যবিত্ত পরিবারের ভোক্তা মূল্য সূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩-৭৪=১০০) বিবিএস প্রকাশ করেনি।

পরিশিষ্ট ৯ : কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের পাইকারী মূল্যসূচক

খাতসমূহ	ভার (%)	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬
কৃষি পণ্য	৬৭.৯	১৬০৬	১৬১১	১৭০১	১৮৪৮	১৮৪৭	১৮০২	১৮১০	১৯২২	১৯৯৪	২০৬০	২২০৪
খাদ্য	৪১.১	১৫৬৪	১৫১৩	১৬০৪	১৮২১	১৮১৩	১৭২৯	১৭১৭	১৭৮৮	১৯৮০	২০৫০	২২৫৬
কাঁচামাল	২৫.৯	১৬৬৬	১৭৫৪	১৮৪২	১৮৮২	১৮৯০	১৯১৬	১৯৩২	১৯৬৬	২০০৬	২০৬৮	২১২০
জ্বালানি	০.৯	১৭৯৮	১৯৪০	২০৫২	২১০১	২১৪৮	২১৬৪	২২৩৫	২২৫৬	২২৮৯	২৩২৫	২৩৬৫
শিল্পজাত পণ্য	৩২.১	১৪৫৯	১৪৭৮	১৫৩৭	১৫৭৩	১৫২৬	১৫৬৩	১৫৬২	১৬১০	১৬৬৭	১৭২৯	১৯৬৮
খাদ্য	৮.০	১৫৭৪	১৬৭৩	১৭৬৯	১৮৪০	১৮১৩	১৭৬৭	১৭৫১	১৮০২	১৯১৩	১৯৫৪	২১৫৬
কাঁচামাল	৬.৩	১১৬৬	১১৮৬	১২১২	১২৫৩	১২৬৮	১৩০২	১৩০৫	১৩৪৯	১৩৭৬	১৩৮০	১৪৩৫
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৬.২	১৬১৩	১৬২৮	১৭৮১	১৮৩০	১৮৪০	২০৯৭	২১৬৬	২৩১৮	২৪০৯	২৫৩৯	৩৩০৮
ম্যানুফ্যাকচার	১১.৭	১৪৫৮	১৪২৬	১৪২০	১৪৩০	১৩০৫	১২৮৬	১২৫৩	১২৪৭	১২৬৭	১৩৩৬	১৪১৫
কৃষি ও শিল্প পণ্য	১০০	১৫৫৯	১৫৬৮	১৬৪৮	১৭৬০	১৭৫৩	১৭২৬	১৭৩০	১৮২২	১৮৮৯	১৯৫৪	২১২৮
বৃদ্ধির শতকরা হার	-	৫.৪	০.৬	৫.১	৬.৮	-০.৪	-১.৫	০.২৩	৫.৩২	৩.৬৭	৩.৪৩	৮.৯০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। **নোটঃ** ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পর হতে বিবিএস এ সংক্রান্ত উপাত্ত প্রকাশ করেনি।

পরিশিষ্ট ১০: নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনার শিল্প শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩-৭৪=১০০)

বছর	সাধারণ			খাদ্য			বস্ত্র, পাদুকা			বাসস্থান ও গৃহস্থালী		
	নারায়ণগঞ্জ	চট্টগ্রাম	খুলনা	নারায়ণগঞ্জ	চট্টগ্রাম	খুলনা	নারায়ণগঞ্জ	চট্টগ্রাম	খুলনা	নারায়ণগঞ্জ	চট্টগ্রাম	খুলনা
১৯৯০-৯১	১৪৩৪	১৪১৩	১৩১০	১৩৯৯	১৪১৭	১২৯০	১৪৮৪	১৩৬৪	১২৩৬	২০৫৮	১৮৯৪	১৮৪৮
১৯৯১-৯২	১৪৯৬	১৪৭২	১৩৭৪	১৪৫৬	১৪৭৭	১৩৫৮	১৫৪৭	১৩৮৩	১২৫০	২১১৪	১৯৭৫	১৯৪৭
১৯৯২-৯৩	১৫১৫	১৪৪৬	১৩৮৫	১৪৫২	১৪২২	১৩৫৯	১৫৬৪	১৪২৩	১২৪৭	২২২০	১৯৯৮	১৯৭৯
১৯৯৩-৯৪	১৫৪৯	১৫০৫	১৪৬৩	১৪৮৯	১৫৮৪	১৪৫১	১৫৮৭	১৪৭০	১২৭১	২২৫৬	২০৩১	২০২০
১৯৯৪-৯৫	১৬৩৫	১৬৩১	১৫৬৩	১৬০৩	১৬৪৩	১৫৮৮	১৬০৫	১৫২০	১২৭৯	২২৯১	২০৯৬	২০২০
১৯৯৫-৯৬	১৭১০	১৭১৬	১৫৮৩	১৭১১	১৭১৬	১৬১৫	১৬২৬	১৫৪৯	১৩০০	২৩৭০	২৩৩৭	২০৩২
১৯৯৬-৯৭	১৭২৩	১৭১৯	১৫৪৭	১৬৯৪	১৬৮৫	১৫৮৪	১৬৫৭	১৫১৭	১৩৪৫	২৪৩৭	২৫৮৭	১৯৫৬
১৯৯৭-৯৮	১৮৩২	১৭৯৪	১৬১৮	১৮২১	১৭৫৮	১৬৪৪	১৭০১	১৫৮০	১৪৭০	২৫১৭	২৭৫৪	১৯৮২
১৯৯৮-৯৯	১৯৯০	২০০৫	১৭৬৮	২০২৭	২০০৩	১৮৩৫	১৭২৭	১৬২১	১৫৪২	২৫৮৭	৩০৪৯	২০৪৬
১৯৯৯-০০	২০৩২	২০৬৫	১৮২৩	২০৭৬	২০৫৯	১৮৮৪	১৭৪৫	১৬৭৪	১৫৮১	২৬২৪	৩১৩৪	২১৪৯
২০০০-০১	২০৪৮	২০৯২	১৮৫৬	২০৮৮	২০৭৮	১৮৯৬	১৭৬২	১৭০৯	১৬১৬	২৬৫০	৩১৯৮	২৩০৩
২০০১-০২	২০৭৭	২১১৬	১৮৮১	২১১৪	২০৯২	১৯১১	১৭৮৬	১৭৩২	১৬৩৪	২৬৮৯	৩২৭৫	২৩৭৪
২০০২-০৩	২১১৯	২১৬০	১৯২৫	২১৫৯	২১২৬	১৯৪৪	১৮০৭	১৭৫৫	১৬৫৯	২৭৫৮	৩৪০৩	২৪৭৭
২০০৩-০৪	২১৮২	২২২০	১৯৮৫	২২৩৫	২১৭৯	১৯৯৩	১৮২০	১৭৮৮	১৬৮৫	২৮১০	৩৫৩৩	২৬৪১
২০০৪-০৫	২২৮৫	২২৯৭	২০৬৫	২৩৫৯	২২৫৭	২০৬৭	১৮৪০	১৮৩৫	১৭২৩	২৮৮৯	৩৬৬৬	২৭৫৪
২০০৫-০৬	২৪৩৮	২৪২৭	২১৮৭	২৫৪২	৩৩৯৯	২১৮৮	১৮৭৯	১৯০২	১৭৭৪	৩০৬৯	৩৮৭২	২৯৯৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। **নোটঃ** ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পর হতে বিবিএস এ সংক্রান্ত উপাত্ত প্রকাশ করেনি।

পরিশিষ্ট ১১.১: প্রধান খাত ভিত্তিক মজুরি হার সূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৬৯-৭০ =১০০)

	নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক					শিল্প শ্রমিকদের জীবনযাত্রার সাধারণ ব্যয় সূচক	প্রকৃত (Real) মজুরি হার সূচক				
বছর	সাধারণ	শিল্প কারখানা	নির্মাণ	কৃষি	মৎস্য		সাধারণ	শিল্প কারখানা	নির্মাণ	কৃষি	মৎস্য
১৯৯৩-৯৪	১৭০৯	১৮২৮	১৫৯৮	১৫৯৩	১৬৯৯	১৫০৬	১১৪	১২১	১০৬	১০৬	১১৩
১৯৯৪-৯৫	১৭৮৬	১৯৪৭	১৬১৩	১৬৫৩	১৭৭০	১৬১০	১১১	১২১	১০০	১০৩	১১০
১৯৯৫-৯৬	১৯০০	২০৬৪	১৭৫৪	১৭৩৮	১৮৮২	১৬৭৪	১১৪	১২৩	১০৫	১০৪	১১২
১৯৯৬-৯৭	১৯৯০	২১৬১	১৮৪৮	১৮০৪	১৯৭৪	১৬৬৩	১২০	১৩০	১১১	১০৯	১১৯
১৯৯৭-৯৮	২১৪১	২৩৯৫	১৯৯০	১৮৭০	২০৫৩	১৭৪৮	১২২	১৩৭	১১৪	১০৭	১১৭
১৯৯৮-৯৯	২২৫৯	২৫২২	২১৬৩	১৯৫০	২১৩৮	১৯২১	১১৮	১৩১	১১৩	১০২	১১১
১৯৯৯-০০	২৩৯০	২৭০১	২২৮৬	২০৩৭	২২২০	১৯৭৩	১২১	১৩৭	১১৬	১০৩	১১৩
২০০০-০১	২৪৮৯	২৮৩২	২৩৫৬	২১৪১	২২৯২	১৯৯৯	১২৫	১৪২	১১৮	১০৭	১১৫
২০০১-০২	২৬৩৭	৩০৩৫	২৪৪৪	২২৬২	২৪১১	২০২৪	১৩০	১৫০	১২১	১১২	১১৯
২০০২-০৩	২৯২৬	৩৫০১	২৬২৪	২৪৪৩	২৫৬৩	২০৬৮	১৪১	১৬৯	১২৭	১১৮	১২৪
২০০৩-০৪	৩১১১	৩৭৬৫	২৬৬৯	২৫৮২	২৭৭৫	২১২৯	১৪৬	১৭৭	১২৫	১২১	১৩০
২০০৪-০৫	৩২৯৩	৪০১৫	২৭৫৮	২৭১৯	২৯৫৭	২২১৬	১৪৯	১৮১	১২৪	১২৩	১২৪
২০০৫-০৬	৩৫০৭	৪২৯৩	২৮৮৯	২৯২৬	৩১৩৩	২৩৫১	১৪৯	১৮৩	১২৩	১২৪	১৩৩
২০০৬-০৭	৩৭৭৯	৪৬৩৬	৩১৩৫	৩১৫৬	৩৩৩২	-	-	-	-	-	-
২০০৭-০৮	৪২২৭	৫১৯৭	৩৫৪৯	৩৫২৪	৩৬৬৯	-	-	-	-	-	-
২০০৮-০৯	৫০২৬	৬১২৮	৪৩১১	৪২৭৪	৪২৩৬	-	-	-	-	-	-
২০০৯-১০	৫৪৪১	৬৫২০	৪৬৩৩	৪৮০৪	৪৭২৭	-	-	-	-	-	-
২০১০-১১	৫৭৮২	৬৭৭৮	৪৯৮৩	৫৩২৬	৫০৪৩	-	-	-	-	-	-
২০১১-১২	৬৪৬৯	৭২২১	৬৫৮৩	৬১৩৪	৫১৮৭	-	-	-	-	-	-
২০১২-১৩	৭৪২২	৭৯৭৮	৭৬৮৪	৭৪৪৮	৬০২১	-	-	-	-	-	-
২০১৩-১৪	৮৮৯৯	৯৫৫৩	৯০০৪	৯২৫৪	৭১২৯						

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। **নোটঃ** ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পর হতে বিবিএস শিল্প শ্রমিকের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও প্রকৃত মজুরি হার সূচক প্রকাশ করেনি।

পরিশিষ্ট ১১.২: মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১=১০০)

বছর	নামিক মজুরি হার সূচক				প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)			
	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা
২০১০-১১	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	-	-	-	-
২০১১-১২	১০৬.২৪	১০৫.৯৬	১০৬.৯২	১০৬.২৩	৬.২৪	৫.৯৬	৬.৯২	৬.২৩
২০১২-১৩	১১২.৬২	১১২.০৮	১১৩.৪৩	১১৩.৬৩	৬.০১	৫.৭৮	৬.০৮	৬.৯৬
২০১৩-১৪	১১৮.৮২	১১৮.৪৪	১১৯.০৭	১২০.১৬	৫.৫০	৫.৬৮	৪.৯৭	৫.৭৫
২০১৪-১৫	১২৪.৬৯	১২৪.৫১	১২৪.৩৮	১২৬.১৫	৪.৯৪	৫.১২	৪.৪৭	৪.৯৮
২০১৫-১৬	১৩২.৮১	১৩২.৪৮	১৩২.০২	১৩৬.০৩	৬.৫২	৬.৪১	৬.১৬	৭.৮৬
২০১৬-১৭	১৪১.৪৬	১৪১.২২	১৪০.২৭	১৪৫.০১	৬.৫০	৬.৫৯	৬.২৪	৬.৬০
২০১৭-১৮	১৫০.৫৯	১৫০.২৭	১৪৯.৪৫	১৫৪.৪৪	৬.৪৬	৬.৪১	৬.৫৫	৬.৫১
২০১৮-১৯	১৬০.২৩	১৫৯.৯২	১৫৮.৭৪	১৬৪.৭৮	৬.৪০	৬.৪২	৬.২২	৬.৬৯
২০১৯-২০	১৭০.৩৯	১৭০.২৮	১৬৮.২৪	১৭৫.৩৩	৬.৩৫	৬.৪৮	৫.৯৯	৬.৪১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ১২.১: কতিপয় প্রধান কৃষি ফসলের উৎপাদন ও চাষাধীন ভূমির পরিমাণ

(হাজার একর, হাজার মেট্রিক টন)

বছর	আউশ		আমন		বোরো		গম		ভুট্টা		তামাক	
	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন
১৯৮৭-৮৮	৬৮৯১	২৯৯৩	১৩৮১৬	৭৬৮৯	৪৮০০	৪৭৩১	১৪৭৫	১০৪৮	-	-	১১৭	৪২
১৯৮৮-৮৯	৬৩৩৩	২৮৫৬	১২৬০৬	৬৮৫৭	৬০২৬	৫৮৩১	১৩৮৪	১০২২	-	-	১১৩	৩৯
১৯৮৯-৯০	৫৫৯৩	২৪৮৮	১৪০৯৫	৯২০৯	৬২০৫	৬১৬৭	১৪৬৩	৮৯০	-	-	১১১	৪১
১৯৯০-৯১	৫২১৬	২৩২৮	১৪২৭৩	৯১৬৭	৬২৯৭	৬৩৫৭	১৪৮০	১০০৪	-	-	৯৪	৩৪
১৯৯১-৯২	৪৭৩৫	২১৯৯	১৪০৬৭	৯২৬৯	৬৫১২	৬৮০৪	১৪২০	১০৬৫	-	-	৯১	৩৪
১৯৯২-৯৩	৪২৮৮	২০৭৫	১৪৪৪২	৯৬৮০	৬৪২৩	৬৫৮৭	১৫৭৪	১১৭৬	-	-	৮৯	৩৬
১৯৯৩-৯৪	৪০৭৬	১৮৫০	১৪০২৯	৯৪১৯	৬৩৭৮	৬৭৭২	১৫২০	১১৩১	-	-	৯১	৩৮
১৯৯৪-৯৫	৪১১১	১৭৯১	১৩৮২৪	৮৫০৪	৬৫৮২	৬৫৩৮	১৫৮০	১২৪৫	-	-	৮৯	৩৮
১৯৯৫-৯৬	৩৮১০	১৬৭৬	১৩৯৫৩	৮৭৯০	৬৮০৪	৭২২১	১৭৩২	১৩৬৯	-	-	৯০	৩৯
১৯৯৬-৯৭	৩৯৩৫	১৮৭১	১৪৩৯৯	৯৫৫২	৬৮৭৬	৭৪৬০	১৭৪৯	১৪৫৪	-	-	৮৬	৩৮
১৯৯৭-৯৮	৩৮৬৮	১৮৭৫	১৪৩৫৩	৮৮৫০	৭১৩৮	৮১৩৭	১৯৮৮	১৮০৩	-	-	৮১	৩৬
১৯৯৮-৯৯	৩৫১৯	১৬১৭	১২৭৬২	৭৭৩৬	৮৭১৫	১০৫৫২	২১৮০	১৯০৮	-	-	৭৮	২৯
১৯৯৯-০০	৩৩৩৯	১৭৩৪	১৪০৯৭	১০৩০৫	৯০২৪	১১০২৭	২০৫৭	১৮৪০	-	-	৭৭	৩৫
২০০০-০১	৩২৭৪	১৯১৬	১৪১১০	১১২৪৯	৯২৯৫	১১৯২০	১৯০৯	১৬৭৩	১২	১০	৭৪	৩৭
২০০১-০২	৩০৬৯	১৮০৮	১৩৯৫৫	১০৭২৬	৯৩১৯	১১৭৬৬	১৮৩৩	১৬০৬	৪৯	৬৪	৭৫	৩৮
২০০২-০৩	৩০৭৩	১৮৫০	১৪০৪১	১১১১৫	৯৫০১	১২২২২	১৭৪৬	১৫০৭	৭২	১১৭	৭৬	৩৭
২০০৩-০৪	২৯৭১	১৮৩২	১৪০৩০	১১৫২১	৯৭৪৫	১২৮৩৭	১৫৮৬	১২৫৩	১০৪	২৪১	৭৫	৩৯
২০০৪-০৫	২৫৩২	১৫০০	১৩০৪৭	৯৮২০	১০০৪২	১৩৮৩৭	১৩৮০	৯৭৬	১৬৫	৩৫৬	৭৪	৩৮
২০০৫-০৬	২৫৫৬	১৭৪৫	১৩৪১৬	১০৮১০	১০০৪৭	১৩৯৭৫	১১৮৩	৭৩৫	২৪৩	৫২২	৭৮	৪৩
২০০৬-০৭	২২৩৮	১৫১২	১৩৩৮২	১০৮৪১	১০৪৯৬	১৪৯৬৫	৯৮৮	৭৩৭	৩৭৩	৯০২	৭৬	৩৯
২০০৭-০৮	২২৭০	১৫০৭	১২৪৭৪	৯৬৬২	১১৩৮৫	১৭৭৬২	৯৫৮	৮৪৪	৫৪৯	১৩৪৩	৭২	৪০
২০০৮-০৯	২৬৩৩	১৮৯৫	১৩৫৮৫	১১৬১৩	১১৬৫৪	১৭৮০৯	৯৭৫	৮৪৯	৩১৭	৭৩০	৭৪	৪০
২০০৯-১০	২৪৩২	১৭০৯	১৩৯৯৩	১২২০৭	১১৮১১	১৮৩৪১	৯২২	৯৬৯	৩৭৬	৮৮৭	৯৫	৫৫
২০১০-১১	২৭৫০	২১৩৩	১৩৯৫১	১২৭৯২	১১৭৮৮	১৮৬১৭	৯২৩	৯৭২	৪০৯	১০১৮	১২১	৭৯
২০১১-১২	২৮১২	২৩৩২	১৩৭৮৯	১২৭৯৮	১১৮৮৬	১৮৭৫৯	৮৮৫	৯৯৫	৪৮৭	১২৯৮	১২৬	৮৫
২০১২-১৩	২৬০২	২১৫৮	১৩৮৬৩	১২৮৯৭	১২৭৬৩	১৮৭৭৮	১০২৯	১২৫৫	৫৮০	১৫৪৮	১২০	৭৯
২০১৩-১৪	২৫৯৮	২৩২৬	১৩৬৬৬	১৩০২৩	১১৮৩৭	১৯০০৭	১০৬২	১৩০৩	৭৫৯	২১২৩	১২৪	৮৫
২০১৪-১৫	২৫৮৩	২৩২৮	১৩৬৬৫	১৩১৯০	১১৯৬১	১৯১৯২	১০৭৯	১৩৪৮	৮০৪	২২৭২	১২৭	৯৪
২০১৫-১৬	২৫১৬	২২৮৮	১৩৮১৪	১৩৪৮৪	১১৭৯৪	১৮৯৩৮	১০৯৯	১৩৪৮	৮২৭	২৪৪৫	১১৫	৮৮
২০১৬-১৭	২৩২৭	২১৩৪	১৩৭৯৭	১৩৬৫৬	১১০৬০	১৮০১৪	১০২৬	১৩১১	৯৬৩	৩০২৬	১১৩	৯১
২০১৭-১৮	২৬৫৭	২৭১০	১৪০৩৫	১৩৯৯৩	১২০০৮	১৯৫৭৬	৮৬৮	১০৯৯	৯৯০	৩২৮৮	১০৫	৮৯
২০১৮-১৯	২৭৩১	২৭৭৫	১৩৮৯২	১৪০৫৫	১১৮৩২	১৯৫৬০	৮১৬	১০১৭	১১০০	৩৫৬৯	১৪৭	১২৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ১২.২: কতিপয় প্রধান কৃষি ফসলের উৎপাদন ও চাষাধীন ভূমির পরিমাণ

(হাজার একর, হাজার মেট্রিক টন)

বছর	ডাল		তৈলবীজ		মশলা		ইক্ষু		পাট		গোল আলু	
	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন
১৯৮৭-৮৮	১৮২২	৫৩৯	১৩৫১	৪৪৯	৩৫২	৩০৪	৪২৮	৭২০৭	১২৬৬	৮৫৩	২০৫	১২৭৬
১৯৮৮-৮৯	১৮১৭	৪৯৬	১৪১৫	৪৩৪	৩৫৪	২৯৫	৪২৫	৬৭০৭	১□৪৩	৮০৫	২৭৫	১০৮৯
১৯৮৯-□০	১৮২৩	৫১২	১৪১৮	৪৩৮	৩৬৬	৩২৩	৪৬১	৭৪২□	১৩৩৯	৮১২	২৮৮	১০৬৬
১৯৯০-৯১	১৭৯৯	৫২৩	১□০৭	৪৪৮	৩৬৪	৩১৯	৪৭২	৭৬৮২	১৪৪২	৯৬২	৩০৬	১২৩৭
১৯৯১-৯২	১৭৮২	৫১৯	১৩৯৯	৪৬১	৩৫৬	৩২২	৪৬৩	৭৪৪৬	১৪৫৩	৯৫৭	৩১৬	১৩৭৯
১৯৯২-৯৩	১৭৬৩	৫১৭	১৩৯২	৪৭৪	৩৫৫	৩২০	৪৫০	৭৫০৭	১২৩৬	৮৯২	৩১৩	১৩৮৪
১৯৯৩-৯৪	১৭৫২	৫৩০	১৩৮২	৪৭০	৩৫৫	৩২৫	৪৪৭	৭১১১	১১৮২	৮০৮	৩২৪	১৪৩৮
১৯৯৪-৯৫	১৭৫৫	৫৩৪	১৩৮১	৪৮০	৩৫৪	৩১৮	৪৪৫	৭৪৪৬	১৩৮৩	৯৬৬	৩২৫	১৪৬৮
১৯৯৫-৯৬	১৭২৫	৫২৫	১৩৭০	৪৭১	৩৫৩	৩১৮	৪৩১	৭১৬৫	১১৩৩	৭৩৯	৩২৭	১৪৯২
১৯৯৬-৯৭	১৭১৫	৫২৮	১৩৭০	৪৭৮	৩৫৫	৩২০	৪৩৪	৭৫২০	১২৫৩	৮৮৩	৩৩১	১৫০৮
১৯৯৭-৯৮	১৫৯০	৫১৯	১৩৮□	৪৮৩	৩৫৫	৩১৬	৪৩৩	৭৩৭৯	১৪২৭	১০৫৭	৩৩৭	১৫৫৩
১৯৯৮-৯৯	১৩৫১	৪১৭	১২৬৪	৪৪৮	৬২১	৩৯৫	৪৩০	৬৯৫১	১১৮১	৮□১	৬□৫	২৭৬২
১৯৯৯-০০	১২৩১	৩৮৩	১০৭৯	৪০৬	৬২৩	৪০৬	৪২১	৬৯১০	১০০৮	৭১১	৬০১	২৯৩৩
২০০০-০১	১১৭০	৩৬৬	১০৩৮	৩৮৪	৬২৪	৩৯৬	৪১৭	৬৭৪২	১১০৭	৪৫২৬	৬১৫	৩২১৬
২০০১-০২	১১১৬	৩৪২	৯৯৯	৩৭৫	৬২১	৪১৫	৪০২	৬৫০২	১১২৮	৪৭৩৩	৫৮৭	২৯৯৪
২০০২-০৩	১১০৮	৩৪৯	৯৮৭	৩৬৮	৬২৫	৪২৫	৪১০	৬৮৩৮	১০৭৯	৪৪০৮	৬০৬	৩৩৮৬
২০০৩-০৪	১০৩৯	৩৩৩	৯৬০	৪০৭	৬৬৪	৬০৮	৪০৪	৬৮৮৪	১০০৮	৪৩৭৬	৬৬৯	৩৯০৭
২০০৪-০৫	৯৪৭	৩১৬	৭৯৭	৫৪৫	৭৪৫	১০০০	৩৮৮	৬৪২৩	৯□৫	৪০৩৫	৮০৬	৪৮৫৫
২০০৫-০৬	৮৩৩	২□৯	৮৪৫	৬৫৯	৭৯৫	১১৮৪	৩□৭	৫৫১১	৯৯৩	৪৬১৯	৭৪৪	৪১৬১
২০০৬-০৭	৭৬৯	২৫৮	৮৪১	৬৮৩	৮৬২	১৪০৬	৩৭১	৫৭৭০	১০৩৪	৪৮৮৪	৮৫২	৫১৬৭
২০০৭-০৮	৫৫৮	২০৪	৮৭৫	৭০১	৭৩৮	১৩৭০	৩১২	৪৯৮৪	১০৮৯	৪৬২২	৯৯৩	৬৬৪৮
২০০৮-০৯	৫৫৯	১৯৬	৮৭৩	৬৬১	৬৮০	১২১৩	৩১২	৫২৩৩	১০৩৯	৪৬৭৮	৯□৮	৫২৬৮
২০০৯-১০	৫৯৩	২২১	৯০৬	৭৮৮	৭০৯	১৩৫১	২৯০	৪৪৯১	১০২৯	৫০৯০	১১২০	৮১৬৮
২০১০-১১	৬২৭	২৩২	৯□৪	৭৩০	৭৭৫	১৬১৭	২৮৭	৪৬৭১	১৭৫১	৮৩৯৬	১১৩৭	৮৩২৬
২০১১-১২	৬৬৭	২৪০	৯৭৭	৭৬৫	৮০৩	১৭৫৬	২৬৬	৪৬০৩	১৮৭৮	৮০০৩	১০৬৩	৮২০৫
২০১২-১৩	৭০১	২৬৫	১০০৯	৮০৪	৭৮৪	১৭২১	২৬৯	৪৪৬৮	১৬৮৩	৭৬১১	১০৯৮	৮৬০৩
২০১৩-১৪	৮২৪	৩৫২	১০৭১	৮৪৮	৮৫৫	২০৪২	২৬৫	৪৫০৮	১৬৪৫	৭৪৩৬	১১৪২	৮৯৫০
২০১৪-১৫	৮৮৫	৩৭৮	১০৩৮	৯০১	৯২৪	২৪০৮	২৬৬	৪৪৩৪	১৬৬২	৭৫০১	১১৬৪	৯২৫৪
২০১৫-১৬	৯১□	৩৭৮	১১২৫	৯৩৪	৯৭৮	২৪৮৮	২৪৩	৪২০৭	১৬৭৫	৭৫৫৯	১১৭৫	৯৪৭৪
২০১৬-১৭	৯২১	৩৮৭	১১৯৭	৯৭৫	১০১৮	২৬৭৪	২২৭	৩৮৬২	১৮২৩	৮২৪৭	১২৩৫	১০২১৬
২০১৭-১৮	৮৯৭	৩৯০	১১২২	১০২□	১০০৬	২৫৯৩	২২৩	৩৬৩৯	১৮৭৪	৮৮৯৫	১১৮০	৯৭৪৪
২০১৮-১৯	৮৭৫	৩৯৩	১০৯৮	৯৫৪	৯৯৫	২৬৭৩	২০৭	৩২০৩	১৮৫২	৮৫৭৬	১১৫৮	৯৬৫৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ১৩.১: সেচকৃত জমির পরিমাণ

(লক্ষ হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
১) ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচঃ								
এল এল পি ও অন্যান্য	৮.৩০	৮.০৩	৯.৬১	১০.৬৬	১০.৯১	১১.০৭	১০.৩৯	১১.৪৫
২) ভূগর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচঃ								
গভীর নলকূপ	৬.৫৪	৭.০০	৭.২৫	৭.৮৫	৭.৯০	৭.৭৩	৭.১৯	৭.৫৯
অগভীর নলকূপ ও আর্টিশিয়ান	৩১.৫০	৩১.২১	৩১.৯৬	৩১.৯৭	৩২.৪৫	৩৩.৩৬	৩৫.০৫	৩৪.১৮
সর্বমোট	**৪৬.৫২**	**৪৬.২৪**	**৪৮.৮২**	**৫০.৪৯**	**৫১.২৬**	**৫২.১৭**	**৫২.৬৩**	**৫৩.২২**

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ১৩.২: সেচকৃত জমির পরিমাণ

(লক্ষ হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
১) ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচঃ								
এল এল পি ও অন্যান্য	১১.৯৬	১২.৪৬	১২.৫১	১৩.৪২	১১.৮৮	১২.২১	১২.৪৮	১২.৫০
২) ভূগর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচঃ								
গভীর নলকূপ	৯.৩৪	৮.৭৭	৯.৬২	১১.৯৪	১০.৬৩	১০.৭২	১০.৭৬	১০.৮০
অগভীর নলকূপ ও আর্টিশিয়ান	৩২.৪২	৩২.৭৯	৩২.৩৫	২৯.৫৪	৩০.৭৯	২৯.৮২	২৯.৯৪	২৯.৯৯
অন্যান্য	-	-	-	-	১.৯৭	২.৮২	২.৬৯	২.৬৯
সর্বমোট	**৫৩.৭২**	**৫৪.০২**	**৫৪.৪৮**	**৫৪.৯০**	**৫৫.২৭**	**৫৫.৫৭**	**৫৫.৮৭**	**৫৫.৯৮**

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়। * লক্ষ্যমাত্রা

পরিশিষ্ট ১৪.১: রাসায়নিক সারের ব্যবহার

(হাজার মেট্রিক টন)

ব্যবহৃত সার	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
ইউরিয়া	৫২৩.৩৯	২৪৫১.৩৭	২৫১৫.০০	২৭৬২.০০	২৫৩২.৯৬	২৪০৯.০০	২৬৫২.০০
টিএসপি	৪২০.০২	৪৩৬.৪৭	৩৪০.০০	৩৯২.০০	১৫৬.০০	৪২০.০০	৫৬৪.০০
ডিএপি	১৪০.৭২	১৪৫.০০	১১৫.০০	১২৯.০০	১৮.২৩	১৩৬.০০	৩০৫.০০
এমওপি	২৬০.৩৮	২৯০.৬৭	২৩০.০০	২৬২.০০	৭৫.০০	২৬৩.০০	৪৮২.০০
এসএসপি	১৭০.৯৩	১৩০.৩৯	১২২.০০	১১৮.০০	২০.০০	--	--
এনপিকেএস	৯০.০০	১১০.০০	১২৫.০০	১২০.০০	৪০.০০	৫০.০০	৪০.০০
এএস	৫.৫৯	৬.৩২	৬.০০	৭.০০	৩.০০	৫.০০	৫.০০
জিংক	৮.০০	৭.৫০	২৬.০০	২০.০০	৫.০০	১০.০০	১২.০০
জিপসাম	১৩৫.৭	১০৪.৯৫	৭২.০০	৭৫.০০	১৫.০০	২০.০০	২৫.০০
অন্যান্য	--	--	--	--	--	--	--
মোট	**৩৭৫৪.৭৩**	**৩৬৮২.৬৭**	**৩৫৫১ .০০**	**৩৮৮৫.০০**	**২৮৬৫.১৯**	**৩৩১৩.০০**	**৪০৮৫.০০**

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ১৪.২: রাসায়নিক সারের ব্যবহার

(হাজার মেট্রিক টন)

ব্যবহৃত সার	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
ইউরিয়া	২২৯৬.০০	২২৪৭.০০	২৪৬২.০০	২৬৩৮.০০	২২৯১.০০	২৩৬৬.০০	২৪২৭.৪৬	২৫৯৪.০০	২৬৫০.০০
টিএসপি	৬৭৮.০০	৬৫৪.০০	৬৮৫.০০	৭২২.০০	৭৩০.০০	৭৪০.০০	৭০৬.৬২	৭৮১.০০	৭৫০.০০
ডিএপি	৪০৯.০০	৪৩৪.০০	৫৪৩.০০	৫৯৭.০০	৬৫৮.০০	৬০৯.০০	৬৮৯.৯০	৭৬৩.০০	৯০০.০০
এমওপি	৬১৩.০০	৫৭১.০০	৫৭৭.০০	৬৪০.০০	৭২৭.০০	৭৮১.০০	৭৮৯.৪৭	৭২৪.০০	৮৫০.০০
এসএসপি	--	--	--	--	--	---	--	--	--
এনপিকেএস	২০.০০	২৫.০০	২৭.০০	২৭.০০	৩৯.৫৯	৪০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৭০.০০
এএস	৬.০০	৮.৫০	৩.০০	৬.২২	৯.৯৬	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
জিংক	১২.০০	২৪.০০	৪২.০০	৩৯.০০	৫৩.৪৩	৫৭.৪৭	৮০.০০	৯৫.০০	১৩৩.০০
জিপসাম	১৫.০০	৪০.০০	১২৬.০০	১২২.০০	২২৯.৪২	৩২৩.৩০	২৫০.০০	২৮৫.০০	৪০০.০০
অন্যান্য	--	১৯.০০	০.৪০	--	--	---	৯০.০০	১২০.০০	১২১.০০
মোট	**৪০৪৯.০০**	**৪০২২.৫০**	**৪২৯৯.০৮**	**৪৭৯১.২২**	**৪৭৩৮.৪০**	**৪৯২৬.৭৭**	**৫০৯৩.৪৫**	**৫৪২২.০০**	**৫৮৮৪.০০**

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়। * লক্ষ্যমাত্রা

পরিশিষ্ট ১৫: বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আমদানির হিসাব

(হাজার মেট্রিক টন)

অর্থবছর	চাল			গম			মোট খাদ্যশস্য		
	খাদ্য সাহায্য	আমদানি	মোট	খাদ্য সাহায্য	আমদানি	মোট	খাদ্য সাহায্য	আমদানি	মোট
১৯৮৫-৮৬	২৭	১০	৩৭	১০৬০	১০৩	১১৬৩	১০৮৭	১১৩	১২০০
১৯৮৬-৮৭	১০৮	১৫০	২৫৮	১৩১৭	১৯২	১৫০৯	১৪২৫	৩৪২	১৭৬৭
১৯৮৭-৮৮	১৯২	৩৯৮	৫৯০	১৫৯৫	৭৩২	২৩২৭	১৭৮৭	১১৩০	২৯১৭
১৯৮৮-৮৯	৪০	২১	৬১	১৩১৬	৭৫৯	২০৭৫	১৩৫৬	৭৮০	২১৩৬
১৯৮৯-৯০	৪১	২৫৮	২৯৯	৯০৮	৩২৬	১২৩৪	৯৪৯	৫৮৪	১৫৩৩
১৯৯০-৯১	১০	--	১০	১৫৩০	৩৭	১৫৬৭	১৫৪০	৩৭	১৫৭৭
১৯৯১-৯২	৩৯	--	--	১৩৭৫	১৫০	১৫২৫	১৪১৪	১৫০	১৫৬৪
১৯৯২-৯৩	১৯	--	১৯	৭১৬	৪৪৮	১১৬৪	৭৩৫	৪৪৮	১১৮৩
১৯৯৩-৯৪	--	৭৪	৭৪	৬৫৪	২৩৮	৮৯২	৬৫৪	৩১২	৯৬৬
১৯৯৪-৯৫	--	৮১৩	৮১৩	৯৩৫	৮২০	১৭৫৫	৯৩৫	১৬৩৩	২৫৬৮
১৯৯৫-৯৬	১	১১৩৭	১১৩৮	৭৩৭	৫৫২	১২৮৯	৭৩৮	১৬৮৯	২৪২৭
১৯৯৬-৯৭	১০	২৪	৩৪	৬০৮	৩২৫	৯৩৩	৬১৮	৩৪৯	৯৬৭
১৯৯৭-৯৮	--	১১০৫	১১০৫	৫৪৯	২৯৭	৮৪৬	৫৪৯	১৪০২	১৯৫১
১৯৯৮-৯৯	৬০	৩০০৭	৩০৬৭	১১৭৫	১২৪৯	২৪২৪	১২৩৫	৪২৫৬	৫৪৯১
১৯৯৯-০০	৫	৪২৮	৪৩৩	৮৬৫	৮০৬	১৬৭১	৮৭০	১২৩৪	২১০৪
২০০০-০১	৩২	৫২৯	৫৬১	৪৫৯	৫৩৪	৯৯৩	৪৯১	১০৬৩	১৫৫৪
২০০১-০২	৮	১১৮	১২৬	৫০১	১১৭১	১৬৭২	৫১১	১২৮৮	১৭৯৯
২০০২-০৩	৪	১৫৫২	১৫৫৬	২৫০	১৪১৪	১৬৬৪	২৫৪	২৯৬৬	৩২২০
২০০৩-০৪	৪	৭৯৬	৮০০	২৮৫	১৭০৩	১৯৭৯	২৮৯	২৪৯৯	২৭৮৮
২০০৪-০৫	২৭	১২৬৮	১২৯৫	২৬৩	১৮১৬	২০৭৯	২৯০	৩০৮৪	৩৩৭৪
২০০৫-০৬	৩৪	৪৯৮	৫৩২	১৬০	১৮৭০	২০৩০	১৯৪	২৩৬৮	২৫৬২
২০০৬-০৭	২৫	৬৯৫	৭২০	৬৫	১৬৩৫	১৭০০	৯০	২৩৩০	২৪২০
২০০৭-০৮	৮০	১৯৬৭	২০৪৭	১৭৫	১২৩৫	১৪১০	২৫৫	৩২০২	৩৪৫৭
২০০৮-০৯	৩০	৫৭৩	৬১৩	৮৬	২৩২৪	২৪১০	১১৬	২৮৯৭	৩০১৩
২০০৯-২০১০	৪	৮৮	৯২	৪	৩৩৫৮	৩৩৬৩	৮	৩৪৪৬	৩৪৫৪
২০১০-২০১১	৬	১৫৫৪	১৫৬০	১৫৭	৩৫৯৬	৩৭৫৩	১৬৩	৫১৫০	৫৩১৩
২০১১-১২	৯	৫১৪	৫২৩	১০৬	১৬৬১	১৭৬৭	১১৫	২২৮১	২২৯০
২০১২-১৩	১	২৬	২৭	১৩০	১৭১৫	১৮৪৫	১৩১	১৭৪১	১৮৭২
২০১৩-১৪	৩	৩৭১	৩৭৪	৭৩	২৬৭৭	২৭৫০	৭৬	৩০৪৮	৩১২৪
২০১৪-১৫	-	১৪৯০	১৪৯০	-	৩৮৪১	৩৮৪১	-	৫৩৩১	৫৩৩১
২০১৫-১৬	১	২৫৬	২৫৭	৮৬	৪২৮০	৪৩৬৬	৮৭	৪৫৩৬	৪৬২৩
২০১৬-১৭	-	১৩৩	১৩৩	৮৫	৫৬০৬	৫৬৯১	৮৫	৫৭৩৮	৫৮২৩
২০১৭-১৮	২২	৩৮৭১	৩৮৯৩	১০২	৫৭৭৯	৫৮৮১	১২৪	৯৬৫০	৯৭৭৪
২০১৮-১৯	৫৬	১৫০	২০৬	৯৩	৫৫৩৬	৫৬২৯	১৪৯	৫৬৮৬	৫৮৩৫
২০১৯-২০	০	৪	৪	৬৯	৬৩৬৬	৬৪৩৫	৬৯	৬৩৭০	৬৪৩৯

উৎসঃ খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

নোটঃ (১) ১৯৯২-৯৩ সাল হতে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের খাদ্য আমদানি অন্তর্ভুক্ত।

(২) ২০০০-০১ সাল হতে খাদ্য সাহায্য হিসেবে ইউএসএইড (USAID)-এর গম সাহায্য আমদানি অন্তর্ভুক্ত।

পরিশিষ্ট ১৬: শিল্প ঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০০৫-০৬	২৮৪৪৮.৫৩	৯৬৫০.০২	৩৮০৯৮.৫৫	২২৯৭৫.৯৫	৬৭৫৯.৫২	২৯৭৩৫.৪৭
২০০৬-০৭	৩১৬৫১.৩২	১২৩৯৪.৭৮	৪৪০৪৬.১০	২৩৭৯০.৫৪	৯০৬৮.৪৫	৩২৮৫৮.৯৯
২০০৭-০৮	৩৯৯৬৩.৪৯	২০১৫০.৮২	৬০১১৪.৩১	২৮৮৪৯.৬০	১৩৬২৪.২০	৪২৪৭৩.৮০
২০০৮-০৯	৪৫০২৮.২৮	১৯৯৭২.৬৯	৬৫০০০.৯৭	৩৬৫৯৭.৮৯	১৬৩০২.৪৮	৫২৯০০.৩৭
২০০৯-১০	৫৯১৭১.৯৫	২৫৮৭৫.৬৬	৮৫০৪৭.৬১	৪৫২৩১.৭৫	১৮৯৮২.৭০	৬৪২১৪.৪৫
২০১০-১১	৭১৩০০.৩৫	৩২১৬৩.২০	১০৩৪৬৩.৫৫	৫৬৬৯৪.৯৯	২৫০১৫.৮৯	৮১৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬৬৭৪.৯৮	৩৫২৭৮.১০	১১১৯৫৩.০৮	৬৪৪০০.২৭	৩০২৩৬.৭৪	৯৪৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১০৩১৬৫.৫৬	৪২৫২৮.৩১	১৪৫৬৯৩.৮৭	৮৫৪৯৬.১৪	৩৬৫৪৯.৪১	১২২০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪	১২৬১০২.৫৯	৪২৩১১.৩২	১৬৮৪১৩.৯১	১১৩২৯১.২৫	৪১৮০৬.৬৯	১৫৫০৯৭.৯৪
২০১৪-১৫	১৫৯৫৪৬.৪২	৫৯৭৮৩.৭০	২১৯৩৩০.১২	১২১৮৫৩.৯৯	৪৭৫৪০.৮১	১৬৯৩৯৪.৮০
২০১৫-১৬	১৯৯৩৪৯.২১	৬৫৫৩৮.৬৯	২৬৪৮৮৭.৯০	১৪৯৭৬২.৭২	৪৮২২৫.২৯	১৯৭৯৮৮.০১
২০১৬-১৭	২৩৮৫১৭.০৫	৬২১৫৫.০৮	৩০০৬৭২.১৩	১৮৫৫৩২.৭৭	৫২০৯৪.৫৭	২৩৭৬২৭.৩৪
২০১৭-১৮	২৭৫৬২৯.০৫	৭০৭৬৮.১৭	৩৪৬৩৯৭.২২	২০২৯৮০.৪৮	৭০১৯৩.০৮	২৭৩১৭৩.৫৬
২০১৮-১৯	৩১৯০০৬.৯৮	৮০৮৫০.০৮	৩৯৯৮৫৭.০৫	২৪৩১৯৪.০৫	৭৬৫৬৮.৮১	৩১৯৭৬২.৮৭
২০১৯-২০*	১৭৪২৯৪.২২	৪৬১৭৭.২৫	২২০৪৭১.৪৭	১৪১০৭১.১৩	৪২৯৩৩.৯২	১৮৪০০৫.০৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ১৭: কৃষি ঋণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ	আদায়	স্থিতি
১৯৮২-৮৩	৬৭৮.৬০	৩৪২.৩০	১৩৫১.৫১
১৯৮৩-৮৪	১০০৫.৩০	৫১৭.৫৭	২০৭৭.৩৫
১৯৮৪-৮৫	১১৫২.৮৪	৫৮৩.৯০	৩০৩৪.২৪
১৯৮৫-৮৬	৬৩১.৭২	৬০৭.১৫	৩৫১৪.২৫
১৯৮৬-৮৭	৬৬৭.২৮	১১০৭.৫৬	৩২৯৪.৪১
১৯৮৭-৮৮	৬৫৬.৩১	৫৯৫.৭৮	৩৮৬৩.৪৯
১৯৮৮-৮৯	৮০৭.৬২	৫৭৭.৯৬	৪৭১১.৬৬
১৯৮৯-৯০	৬৮৬.৭৮	৭০১.৯৪	৫৩৮১.২৯
১৯৯০-৯১	৫৯৫.৬০	৬২৫.৩২	৫৭০৩.৪৫
১৯৯১-৯২	৭৯৪.৫৯	৬৬২.১১	৫৩৬৯.৫৬
১৯৯২-৯৩	৮৪১.৮৫	৮৬৯.২৩	৫৬৯২.৮৪
১৯৯৩-৯৪	১১০০.৭৯	৯৭৯.১২	৬২২২.০০
১৯৯৪-৯৫	১৪৯০.৩৮	১১২৪.১১	৭০৪৫.২২
১৯৯৫-৯৬	১৪৮১.৬৩	১২৭৩.০৮	৭৭৬৯.০৭
১৯৯৬-৯৭	১৫১৭.৩০	১৫৯৪.২৭	৮২৫৬.২১
১৯৯৭-৯৮	১৬৪২.৮৪	১৬৯৯.০৭	৮৫১৫.০৪
১৯৯৮-৯৯	৩২৪৫.৩৬	২০৩৯.৬৫	৯৭০২.৫১
১৯৯৯-০০	২৮৫১.২৯	২৯৯৬.২৯	১০৬৪৮.৯০
২০০০-০১	৩০১৯.৬৭	২৮৭৭.৮৭	১১১৩৭.২৬
২০০১-০২	২৯৫৪.৯১	৩২৫৯.৬৬	১১৪৯৮.১৩
২০০২-০৩	৩২৭৮.৩৭	৩৫১৬.৩১	১১৯১৩.৩৫
২০০৩-০৪	৪০৪৮.৪১	৩১৩৫.৩২	১২৭০৫.৯৫
২০০৪-০৫	৪৯৫৬.৭৮	৩১৭১.১৫	১৪০৩৯.৮৪
২০০৫-০৬	৫৪৯৬.২১	৪১৬৪.৩৫	১৫৩৭৬.৭৯
২০০৬-০৭	৫২৯২.৫১	৪৬৭৬.০০	১৪৫৮২.৫৬
২০০৭-০৮	৮৫৮০.৬৬	৬০০৩.৭০	১৭৮২২.৫০
২০০৮-০৯	৯২৮৪.৪৬	৮৩৭৭.৬২	১৯৫৯৮.১৫
২০০৯-১০	১১১১৬.৮৮	১০১১২.৭৫	২২৫৮৮.৫৮
২০১০-১১	১২১৮৪.৩২	১২১৪৮.৬১	২৫৪৯২.১৩
২০১১-১২	১৩১৩২.১৫	১২৩৫৯.০০	২৫৯৭৪.৯৭
২০১২-১৩	১৪৬৬৭.৪৯	১৪৩৬২.২৯	৩১০৫৭.৬৯
২০১৩-১৪	১৬০৩৬.৮১	১৭০৪৬.০২	৩৪৬৩২.৮২
২০১৪-১৫	১৫৯৭৮.৪৬	১৫৪০৬.৯৬	৩২৯৩৬.৮০
২০১৫-১৬	১৭৬৪৬.৩৯	১৭০৫৬.৪৩	৩৪৪৭৭.৩৭
২০১৬-১৭	২০৯৯৮.৭০	১৮৮৪০.১৬	৩৯০৪৭.৫৭
২০১৭-১৮	২১৩৯৩.৫৫	২১৫০৩.১২	৪০৬০১.১১
২০১৮-১৯	২৩৬১৬.২৫	২৩৭৩৪.৩২	৪২৯৭৪.২৯
২০১৯-২০*	১৫০৯২.১৭	১৫৫০৮.৩০	৪৩৩১৫.৮৬

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ১৮.১ : শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সূচক ভিত্তি বছর (২০০৫-০৬=১০০)

পণ্য দ্রব্য	**২০০৬-০৭**	**২০০৭-০৮**	**২০০৮-০৯**	**২০০৯-১০**	**২০১০-১১**	**২০১১-১২**
সাধারণ সূচক	**১০৮.৭৬**	**১১৭.৫০**	**১২৭.৪৭**	**১৩৫.০১**	**১৫৭.৮৯**	**১৭৪.৯২**
১. খাদ্য দ্রব্য	১০৬.৬৪	১০৯.৫২	১১৩.৬৩	১২৯.৩৯	১৩৮.৬৬	১৬১.৩৪
২. পানীয়	১০৯.২৩	১১৫.৮৪	১২২.৫৬	১৩১.৯১	১৫২.৩৭	১৫২.৪৬
৩. তামাকজাত দ্রব্য	১০১.৫১	১০২.৭৪	১০৫.০৭	১১০.৯২	১১২.৩০	১৩৬.৭৯
৪. টেক্সটাইল দ্রব্য	১১১.৫৬	১২৩.৫৭	১২৭.৯৯	১৩২.৮৭	১৩৯.৫১	১৩৯.৪৪
৫. পরিধেয় বস্ত্র	১১২.১২	১২৫.৯৫	১৪৪.৭৫	১৪৩.০৬	২০০.৮০	২৩৫.৪৪
৬. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	১০৫.৭৬	১১০.৮৭	১১৫.৪৮	১২০.৯০	১২৯.০২	১৩২.৩২
৭. কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য	১১৯.২৭	১৫৮.০৫	১৭০.৮১	১৯৩.৩০	২১৬.৬৬	২৩৫.৯৯
৮. কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য	১১১.৮১	১২৭.০৪	১৪৫.৩০	১৫৪.৪৭	১৬৯.৭০	১৭১.৩৪
৯.প্রিন্টিং ও রেকর্ডিং মিডিয়া	১০৯.৪৬	১১৬.৯৪	১২১.৩৫	১২৩.৮১	১২১.১২	১২৩.২৩
১০.পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম দ্রব্য	৯৩.৩৪	৯০.৭৮	৬৪.৭৬	৯৫.৯৫	৯৯.১০	৯০.৮৫
১১. রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৯৯.১১	৮৪.০৭	৭০.২৯	৮৬.০১	৭০.৮০	৮০.৭৭
১২.ফার্মাসিউটিক্যাল ও ঔষধি কেমিক্যাল	১০৫.১৯	১১৬.২০	১২৮.৩৩	১৬৪.৩৩	১৬৪.৯৭	১৬৯.৮২
১৩. রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্যাদি	১০৮.২০	১২০.১৫	১৩৫.২৬	১৬৪.১৫	১৯১.৯৭	২১৭.৫৯
১৪. অন্যান্য অধাতব খনিজ দ্রব্য	১০৫.৭৭	১০৯.৯৪	১১৯.১৪	১২৬.৭৯	১৩৪.৬২	১৩৮.২২
১৫. মৌল ধাতু	১১১.৪৮	১২১.৫১	১৩৬.৪৪	১২৮.৭৫	১১১.৫০	১১৪.২৬
১৬.মেশিনারি ব্যতীত ফেব্রিকেটেড ধাতব দ্রব্য	১১০.৩১	১১২.৫৭	১১৯.৪১	১২৭.৪১	১৩৭.৭১	১৩৮.৮১
১৭. কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক ও অপটিক্যাল দ্রব্য	১০৮.২৯	১১৬.৩৭	১২১.৫১	১২৪.৮৯	১২৬.২২	১১৪.৭৭
১৮. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১০৬.০৮	১০৯.৯৫	১১০.২৭	১১৫.৭৭	১২২.৪৭	১২৫.২২
১৯. মেশিনারি সরঞ্জামাদি	১১১.১৫	১১৮.৬৯	১৩৪.০১	১৬৯.৪২	১৭২.৯৫	১৭৮.২৯
২০. মোটরযান, ট্রেইলার ও সেমি-ট্রেইলার	৯৩.৯২	১১২.১৭	১৫৫.৯৬	২০০.৭৩	১৬০.১০	২০১.৪৬
২১. অন্যান্য পরিবহন সরঞ্জামাদি	১০৭.৪৪	১১৬.৬৬	১২৯.২৩	১৪২.৬৮	১৫০.৩১	১৫৮.৩১
২২. আসবাবপত্র	১০০.৮৬	১০১.৫৬	১০২.২০	১০২.৮২	১০৩.১৯	১০০.৯৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ১৮.২ : শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সূচক ভিত্তি বছর (২০০৫-০৬=১০০)

পণ্য দ্রব্য	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
সাধারণ সূচক	**১৯৫.১৯**	**২১৩.২২**	**২৩৬.১১**	**২৬৭.৮৮**	**২৯৭.৮৯**	**৩৪২.৪৭**	৩৯২.৮২
১. খাদ্য দ্রব্য	২১৯.১০	২৪১.৫২	৩৩৩.০৭	৩৮৫.১০	৪১০.৪২	৫০১.১৬	৫৬২.৭০
২. পানীয়	১৮৯.৮১	২৪৩.১৯	২৩০.০৬	২৬৯.৭৫	২৫৭.৬১	২৪০.৪১	২৭২.৭৪
৩. তামাকজাত দ্রব্য	১৪৪.৬৬	১৪৯.৬৫	১৪৭.৩৭	১৩৫.৪৮	১৩৯.৫৭	১৩৮.৫১	১৩৮.৫৯
৪. টেক্সটাইল দ্রব্য	১৪২.৪১	১৩৯.৬৮	১২২.৮১	১৩৮.৯০	১৬৮.৩৯	১৯৫.১৯	২০০.২৭
৫. পরিধেয় বস্ত্র	২৬৫.৮৩	২৯৩.৭০	৩০৪.৭৬	৩৩৮.৭০	৩৪৩.৭৪	৩৮৮.৬২	৪৪৩.০৫
৬. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	১৩৯.৭৬	১৪৭.৮৩	১৪০.৪৮	১২৫.৪৪	১৭৪.১৩	২৯২.২২	৩৪৮.৫৮
৭. কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য	২৩৮.৮১	২৪৩.৩৯	২৬৯.৮৮	৩০১.৭২	৩২৫.২৬	৩৩৯.৫২	৩৫৬.৪২
৮. কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য	১৬০.৪৩	১৫১.৯৫	১৭৪.৬৮	১৮১.০৮	১৮৩.৬৭	১৮৫.৩৮	১৮৭.৫৮
৯.প্রিন্টিং ও রেকর্ডিং মিডিয়া	১২৪.৩৬	১২৭.৭৩	১৪০.৯১	১৪৭.৮৩	১৫৫.৬২	১৬২.২২	১৭৮.৮৯
১০.পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম দ্রব্য	১০১.৫৪	৯২.৭৬	৯৬.৭৯	৯৪.০৩	১৮২.৭৪	১০০.৮০	১০৯.৭৪
১১. রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৮৪.৬২	৮০.৪১	৭৭.৪৯	৯২.৬০	১০৪.০৪	১০০.৫০	১৩৩.২২
১২.ফার্মাসিউটিক্যাল ও ঔষধি কেমিক্যাল	১৭৮.৭৯	২৩০.৬০	২৯০.৯৮	৩১৯.২৬	৪২৪.৩০	৫০৭.৫৩	৬৭০.৪১
১৩. রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্যাদি	২৪৪.৮৭	২৬৩.৮৪	২৯২.৬৯	৩৩৮.১৪	৩৫৯.৭৯	৪১১.৯৪	৪৪২.৬৩
১৪. অন্যান্য অধাতব খনিজ দ্রব্য	১৩৯.৫১	১৪৪.১৮	১৮২.৭৮	২৫৮.৩৪	৩৪১.৮৫	৩৮১.৮৫	৪৪৩.৭২
১৫. মৌল ধাতু	১৩৬.৪১	১৫০.২০	১৮৭.১৩	২০২.৮৫	১৭৪.০৪	১৮৫.২৭	১৮৮.১৪
১৬.মেশিনারি ব্যতীত ফেব্রিকেটেড ধাতব দ্রব্য	১৪৯.০৩	১৬৪.৩৩	১৮২.৩০	২০০.৫৩	২৪৬.০১	২৭৪.৩৪	২৯৮.০০
১৭. কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক ও অপটিক্যাল দ্রব্য	৯৯.০০	১০৫.৪৬	১৪৮.৩৭	২৩১.৮১	২৫৩.৩৩	১৭৮.৫৭	২৪৬.০৫
১৮. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১২৮.৫৩	১৩২.০৬	১৬৪.৫৬	২১৪.১২	৩৪২.৭৭	৩৩৭.৫৮	৩৬৬.৩৫
১৯. মেশিনারি সরঞ্জামাদি	১৫৫.৮৬	১৭২.৬৮	২০৪.৮৯	২৭৯.১৪	৪০৬.৩৭	৫৪৮.৭৩	৬৪১.০০
২০. মোটরযান, ট্রেইলার ও সেমি-ট্রেইলার	১৮৬.৬২	২০৫.৮৪	১৭৮.৮৩	৩৩১.৬০	৫৫৯.৬১	৪৩৮.৪৪	৬১৪.১১
২১. অন্যান্য পরিবহন সরঞ্জামাদি	১৩৮.২১	১৫২.৮৮	৩৪০.১২	৫৯২.৪১	৫৬০.০০	৬০৪.৪৩	৬০৭.৫৩
২২. আসবাবপত্র	১০৯.১৪	১০১.১২	১১৬.৩৫	১৩২.০২	১৫১.৪৪	১৮৪.৮১	১৯৩.৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ১৯.১: প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন

পণ্য দ্রব্য	একক	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
চিনি	'০০০' মেট্রিক টন	১৬২৩৯৫	১৬৩৮৪৪	৭৯৯২২	৬২২০৩	১০০৩০৫	৬৯৩০৮
কালো ও ব্লেন্ডিং চা	'০০০' মেট্রিক টন	৫৫৪৯৯	৫৬৯৪৭	৫৬১০৬	৫৯৪৪৪	৬০০৭৮	৬০৩২৬
কোমল পানীয়	'০০০' ডজন বোতল	৩১৩১৮	৩৩০৩৬	৩৪৮৩৬	৩৭৫৯২	৪৩৮৫৭	৪৫৯০৬
সিগারেট	মিলিয়ন	২৪৫৫৮	২৪১৮০	২৩৬৪১	২৩৬৭৭	২৩৪৪৬	৩১৯০৫
টেক্সটাইল সুতা প্রস্তুত ও স্পিনিং	মেট্রিক টন	১৪৪১৭৪	১৭১৩৫৪	১৭৬৩৮২	১৮১১৮০	১৭৯৩১২	১৭২০৭৭
উইভিং টেক্সটাইল	'০০০' মিটার	৪৩৭৩১	৪৬০৭৯	৫০৫৬৬	৫২৯৭৫	৫৬১৮১	৫৬৫৪৬
জুট টেক্সটাইল	মিটার	২৬৩৩৬০	২৯৪৬৩২	২৭৮৭৭৯	৩০৩৮১৫	৩০৭৩৮৫	৩৬৯০২৯
পরিধেয় বস্ত্র	মিলিয়ন টাকা	৩০০৬৪১	৩২১৬৬৭	৩৬৬৭৭৪	৩৬৩৯৯৪	৪৯৯১১৩	৬২৭৮৯২
নীটওয়্যার	মিলিয়ন টাকা	২৯৩৯২৭	৩৪৪৪০১	৩৯৮৪২৬	৩৯২৪৩৫	৫৬১২৪৩	৬২০২৪৬
চামড়ার জুতা	'০০০' জোড়া	১২৭৩৫	১৩৩৩৯	১৩৫০১	১৪০০৯	১৪১৩০	১৫০৯৮
পাল্প, পেপার ও নিউজপ্রিন্ট	মেট্রিক টন	১২৪০০০	১৩২০০০	১৪০০০০	১৪৮০০০	১৫৬০০০	১৫৯০০০
বিবিধ পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি	মেট্রিক টন	২৯৬০০০	৩২৭২০০	১৯৭৫৯০	৩৬৮২০০	৩২৪৪২০	৩৬৭৫৫৫
সার	মেট্রিক টন	১৯৯০২৮০	১৫৮১৬৮৩	১৩৪৭৩৬৬	১৬৮৮৯৩৬	১০১৩৫৩৭	১০৪৭২১৪
সাবান ও ডিটারজেন্ট	মেট্রিক টন	৫৮৮২০	৬০৫৪৮	৬১৫৬৮	৬২১৫৯	৬৩১৯৪	৬৪৭১৩
সিমেন্ট	মেট্রিক টন	২৩২৩৩৮৪	২৪২৬৪১৮	২৮৫২৫৮১	২৮৭৭২০৩	২৯৮২১২১	৩১৯৭১১০
রি-রোলিং মিলস (এমএস রড)	মেট্রিক টন	২৩৩৪৬৯	২৫১০১৪	২৯০১১৬	২৬৯৬৭৮	২২৬২৬২	২৩২৪৭০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ১৯.২: প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন

পণ্য দ্রব্য	একক	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
চিনি	'০০০' মেট্রিক টন	১০৭১২৩	১২৮২৬৭	৭৮৯০৪	৫৮১৫১	৫৯৯৮৪	৬৮৬০৩	৬৫৩০২
কালো ও ব্লেন্ডিং চা	'০০০' মেট্রিক টন	৬৩০৪৪	৬৬৬০৪	৬৩০৩৯	৭১১২৯	৮১৬৪৫	৭৮১২২	৯০৬৮৪
কোমল পানীয়	'০০০' ডজন বোতল	৫৭৬১৪	৭০৭৬৮	৬৪৫২৩	৬৭২০১	৭৪৬৯৯	৬৪১৬৬	৭২৬০২
সিগারেট	মিলিয়ন	২৬২৭০	২৮৩১৪	২৬৪৮৪	২২২৭৪	১৭৫৭৩	১৫৬৬০	১৫২৭৯
টেক্সটাইল সুতা প্রস্তুত ও স্পিনিং	মেট্রিক টন	১৭৪৫০৮	১৭৫২৭৩	১৪০৪৮৫	১৬০৬৪৫	১৬১৬১৫	১৬৭৬৬০	১৮০৬৪২
উইভিং টেক্সটাইল	'০০০' মিটার	৫৬৯৪৯	৫৭৩৮৬	৪৪৬৯২	৪৭৪৪৪	৪৭০৬০	৪২৪৪৭	৪৩৪০৩
জুট টেক্সটাইল	মিটার	৪২৬৮২০	৩৮৭৬১২	৩০৬৬৭৮	৩৮৮২৭৭	৪৪৯৯২০	৪০৬৯৩৮	৩৬১৯৬৬
পরিধেয় বস্ত্র	মিলিয়ন টাকা	৭১৯৩১১	৭৯১৪০২	৯৬৬১৪৪	১১৩২০৩২	১১৩৮৫৪৯	১২৬৮১১৮	১৪৪৯০৬০
নীটওয়্যার	মিলিয়ন টাকা	৬৯১১১৫	৭৬৬৫৩২	৯৩৫৭৮২	১০২৭৮৭৩	১০৮৮২৫১	১২৪৭২৮৫	১৪১৯০১৯
চামড়ার জুতা	'০০০' জোড়া	১৬১৩৫	১৬৬৫৫	১৫২৯২	১২৩৫৫	২০৫২০	২১২৩৫	২১৯৮৮
পাল্প, পেপার ও নিউজপ্রিন্ট	মেট্রিক টন	১৪৯২৫৫	১৪৬৮১২	১৬৩২৭০	১৬৫২১০	১৬৭৬৫৯	১৬৮১৭৭	১৬৮৭১৯
বিবিধ পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি	মেট্রিক টন	৩৫৯৭৯১	৩৪০৭০০	৪১০১০১	৫৬৩৮৭২	৬০২১২২	৫৮৯৬৮০	--
সার	মেট্রিক টন	১০৭৪৭৯১	৯৭৬৬৯১	১০২৮১৫৭	১০১০৪৬৬	১২২০৮৯০	৮৫৯৩৫৩	৯২০৭৫৪
সাবান ও ডিটারজেন্ট	মেট্রিক টন	৬৭৭৫৭	৬৮৩৭৩	৬১৬২৭	১৪৫৪২৬	১৪৮৯৭৫	১৭৬৭৮১	১৭৫৩১৫
সিমেন্ট	মেট্রিক টন	৩৪৬০৪৯৫	৩৫৬৯৬০৮	৫৭৭০৫২৭	৮৭৫৪৬৪১	১২৭৭৫৯৬৭	১৪৬৮৯৭৮০	১৬৮৬০৯৩০
রি-রোলিং মিলস (এমএস রড)	মেট্রিক টন	২৮১৭১৫	৩০৬০৫৭	৩৯৩০১৯	৪০৭৫৩৫	৩৬৩৫৩৪	৩৯৪২৪৫	৪০১২৯৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ২০.১: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার উৎপাদন ও আর্থিক বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বিসিআইসিঃ						
১. উৎপাদন						
(ক) ইউরিয়া (লাখ মেঃ টন)	১৪.৭৭	১৩.২০	১০.৫৯	৯.০৮	৯.৩৩	১০.২৭
(খ) টিএসপি (লাখ মেঃ টন)	১.০২	০.২৪	০.৭৭	০.৬৩	০.৬৫	০.৪০
(গ) নিউজ প্রিন্ট (লাখ মেঃ টন)	--	--	--	--	--	--
(ঘ) কাগজ (লাখ মেঃ টন)	০.২৪	০.২৪	০.১৮	০.২০	০.২০	০.১৪
(ঙ) সিমেন্ট (লাখ মেঃ টন)	১.০৮	১.৪০	১.০৫	১.৩৪	০.৯৪	০.৮০
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	১৫৬৫.৩৭	২২০৭.৩৫	১৬৭২.৪০	১৪৩৬.৯৩	২৩১২.৪২	২৫০০.৭০
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	১৮৭০.২৮	১৯২০.৯১	১৮২২.৪০	১,৮০২.৪৫	২০৪৬.৮০	২২৮১.৪৯
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৩০৪.৯০)	২৮৬.৪৪	(১৫০.০০)	(৩৬৫.৫২)	১২৫.১৬	২১৯.২১
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৩৩৫.৪৭)	১২৯.৩৭	(২৬১.০০)	(৪৩৪.৯০)	(৬২.৮৪)	৮৮.৯৫
বিটিএমসিঃ						
১. উৎপাদন						
(ক) সুতা (লাখ কেজি)	৫১.৩৪	৫৮.১৭	৯.৪৪	২০.১৯	৯.৩৬	১৬.৬৮
(খ) কাপড় (লাখ মিটার)	--	--	--	--	--	--
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	১৯.১০	৮.০৪	৩.২৮	৮.৫৬	৩.২৪	৬.৯৭
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	২৫.২৬	১৩.০৮	৮.৫০	১৪.০৭	৯.৮৯	১৪.১০
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৬.১৯)	(৫.০৪)	(৫.২২)	(৫.২২)	(৬.৬৩)	(৭.১৩)
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(১৬.৪৯)	(১৩.৪৭)	(১৮.২২)	(১৫.৪৩)	(১৭.১৪)	(১৯.৪৭)
বিএসএফআইসিঃ						
১. উৎপাদন						
(ক) চিনি (লাখ মেঃ টন)	১.৬৪	১.৩৩	০.৬২	১.০৯	০.৬৯	১.০৭
(খ) স্পিরিট (লাখ লিটার)	৪১.৫৬	৪৪.১৫	৪৩.৪৮	৪৭.৫০	৫২.০০	৫০.৬৫
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৩৭৬.২৮	৪১৫.৫০	২১৮.২৯	৫৫৭.৩০	৩৬৬.১৫	৪১০.৬০
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	৪৮৬.৩২	৬০৩.১৪	৪৯০.৩৭	৭৩৯.২২	৫৬৭.১১	৫৮২.৩৪
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(১১০.০৪)	(১৮৭.৬৪)	(২৭২.০৮)	(১৮১.৯২)	(২০০.৯৬)	(১৭১.৭১)
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(১০৯.৪৪)	(১৮২.৬৯)	(১২৬.৩০)	(১৭০.৬২)	(২৯০.০১)	(৩১০.৬৪)
বিজিএমসি						
১. উৎপাদন (পরিমাণ)						
(ক) হেসিয়ান ("০০০' মেঃ টন)	২৪.৬০	১৯.৭৮	২৫.৩০	৩২.২৪	৩৫.০১	৩৪.৬৬
(খ) সেকিং ("০০০' মেঃ টন)	৮২.৪৯	৮০.৬০	১০১.৭৩	১১১.৪৭	১১৯.৯২	১৩৩.৬৯
(গ) সিবিসি ("০০০' মেঃ টন)	৯.৭	৫.৯০	৯.৮৬	১১.৯৭	১০.৩৬	৬.৯৬
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৬০৩.২৮	৫৬৬.৭৫	৯৮৯.৭২	১৩৪২.৮৭	১৩৬৬.৮৭	১৮৩৬.১৭
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	৬৭২.৫১	৭৭৮.৪১	১১১৮.০৯	১৩১৬.৬১	১৪০৬.৮৭	২১৭৩.২২
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৬৯.২৩)	(২১১.৬৬)	(১২৮.৩৭)	১৬.২৬	(৩৯.৯৯)	(৩৩৭.০৫)
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(১৪৭.১৯)	(২৯৯.৪৫)	(২২০.৩১)	১৭.৫০	(৬৬.৩৯)	(৩৮৫.৪৭)
বিএসইসি						
১. উৎপাদন (পরিমাণ)						
(ক) বাস, ট্রাক, গাড়ি (নং)	৪৬১	৬৪১	৮৫০	৮০৮.০০	৮৪৪	৭৩০
(খ) মটর সাইকেল (নং)	৩২৬৮৫	৪৫৫৫৪	৫২০৮০	৫২১২৫.০০	৪২১২৪	৩৬৯২০
(গ) ডিজেল ইঞ্জিন (নং)	--	--	--	--	--	--
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৬৮৫.৮৮	৮০৮.৫৮	৯৬৩.৬৩	১১১৮.৪৬	১০৮২.২৯	১১২৯.১৪
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	৬৩৮.৯৫	৭৪৪.১৮	৮৭৭.২৮	১০৩০.৫৮	৯৯০.৮০	১০২২.৫২
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	৪৬.৯২	৬৪.৪০	৮৬.৩৫	৮৭.৮৮	৯১.৪৯	১০৬.৬২
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	৩১.৭০	৪১.৯৭	৫৭.২৬	৫৭.৫৩	৫১.১১	৬৫.৬৬

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক।

পরিশিষ্ট ২০.২: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার উৎপাদন ও আর্থিক বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
বিসিআইসিঃ							
১. উৎপাদন							
(ক) ইউরিয়া (লাখ মেঃ টন)	৮.৩৯	৮.৭৮	৭.৮৭	৯.২২	৭.৬৫	৭.৮৯	৯.০০
(খ) টিএসপি (লাখ মেঃ টন)	০.৮৬	০.৮৮	০.৯৫	১.০৭	১.০০	০.৯৭	১.০০
(গ) ডিএপি (লাখ মেঃ টন)	--	০.৬৩	১.০১	০.৫৯	০.৫৩	০.২৪	০.০০
(ঘ) কাগজ (লাখ মেঃ টন)	০.১৩	০.১৩	০.১১	০.০৬	০.০৩	০.০৬	০.০৮
(ঙ) সিমেন্ট (লাখ মেঃ টন)	০.৬৫	০.৪৮	০.৩৫	০.৪৮	০.৪১	০.৩৩	০.৫০
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	২১৯৬.৬৯	২১২৬.৯৮	২,২৭৯.৪৭	২৩১৪.৮৫	১৯৮৮.১০	১৬০১.৯৬	২৩৩৫.০৪
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	২২৩৯.৩৭	২০৮০.৭২	২,৩৯৭.৬৮	২৫৭৪.১৯	২৩৪২.০৪	২১২৩.৭৯	৩০০৮.৮৮
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৪২.৬৮)	৪৬.২৬	(১১৮.২১)	(২৫৯.৩৪)	(৩৫৩.৯৪)	(৫২১.৬৩)	(৬৭৩.৩৪)
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	৯৩.৬৮	১০৩.১৪	(৭৪.৩৯)	(৪৮৫.৪৮)	(৫৫৫.৪০)	(৫৭৪.৬৩)	(৭২৬.০৯)
বিটিএমসিঃ							
১. উৎপাদন							
(ক) সুতা (লাখ কেজি)	১৯.৮০	২০.৪৮	২২.৩৭	৩৪.০৮	৪.৯৮	-	-
(খ) কাপড় (লাখ মিটার)	--	--	-	--	--	-	-
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৮.৪৯	৮.৮৫	৯.৬৪	৯.৫৭	৩.১১	০.৮৩	০.৭৫
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	১৬.৩৬	১৭.৮৬	১৯.৫৫	১৯.১৬	৯.৪৪	৫.১৭	৫.৭৬
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৭.৮৭)	(৯.০১)	(৯.৯১)	(৯.৫৯)	(৬.৩৩)	(৪.৩৪)	(৫.০০)
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(২০.৮৪)	(২১.৯৮)	(১৬.০৩)	(১৭.১৯)	(১৩.১৮)	(১১.২০)	(১৪.৩৪)
বিএসএফআইসিঃ							
১. উৎপাদন							
(ক) চিনি (লাখ মেঃ টন)	১.২৮	০.৭৮	০.৫৮	০.৬০	০.৬৯	০.৭০	০.৮২
(খ) স্পিরিট (লাখ লিটার)	৪৬.৮৬	৪৭.১৮	৪২.০৮	৪৭.৩২	৫২.৭৬	৪৮.৯১	৫৫.০০
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৩৯১.৫৪	৫৭২.৪২	৭০১.১৬	৬৪৭.৩১	৫০৯.৫৯	৪২৫.৮৯	৭৫৯.৮২
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	৮১৪.৬১	৯৪৫.৪৪	৯৯৯.৩৪	৮৯১.৫৬	৯৫১.২২	১০৬৩.৫৭	১৩১৫.৩৬
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৪২৩.০৬)	(৩৭৩.০২)	(২৯৮.১৮)	(২৪৪.২৩)	(৪৪১.৬৩)	(৬৪২.৬৩)	(৫৫৫.৫৪)
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৫৬৪.৯৯)	(৫৩৯.৭০)	(৫১৬.৫২)	(৬৩০.২২)	(৮৩৩.৩৬)	(১০৬৫.৮৩)	(১০৬১.৬৭)
বিজেএমসি							
১. উৎপাদন (পরিমাণ)							
(ক) হেসিয়ান ("০০০' মেঃ টন)	২৭.৭৮	২৩.৬০	*২৫.৮৮*	২৬.৩৮	২৪.৩০	১৫.৩৮	২০.৫২
(খ) সেকিং ("০০০' মেঃ টন)	১১৮.৭০	৫২.০৫	*৬২.৯১*	৯৩.৩১	৯১.৬৩	৪৬.১৯	৫৩.৫৭
(গ) সিবিসি ("০০০' মেঃ টন)	৬.৬৪	৮.১৮	*১০.৬১*	১০.৭৮	৮.২৫	৫.৩৩	৫.৯৭
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	১০৯২.০০	১১৫৩.০৪	*১,২৪৮.১৮*	১১৭৪.৮৭	১১৭৫.১৬	১০০.১১	১০৭৬.১৬
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	১৫২৭.৩৩	১৮০৬.৫৮	*১,৮২৮.৭০*	১৫৭৮.৯৯	১৫৯৫.৯৯	১২২৯.৩৯	১৭৪৫.৮৯
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৪৩৫.৩২)	(৬৫৩.৫৪)	*(৫৮০.৫২)*	(৪০৪.১২)	(৪২০.৮২)	(৫২৯.২৮)	(৬৬৯.৭৩)
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৪৯৭.১৯)	(৭২৪.১৯)	*(৬৫৬.৮১)*	(৪৮১.৫১)	(৪৯৭.১৮)	(৬০৪.১২)	(৭৪১.৬৮)
বিএসইসি							
১. উৎপাদন (পরিমাণ)							
(ক) বাস, ট্রাক, গাড়ি (নং)	৮২০	৯২৯	৮৯৪	৯৩০	১২২৩	১২২৯	৯৫০
(খ) মটর সাইকেল (নং)	১৩৩৬৮	৪০৫	২,০০৫	১২৫০	১৮৩৩	৩৪৪৮	৪৬০০
(গ) ডিজেল ইঞ্জিন (নং)	--	--	-	-	-	-	-
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৯৪৩.৬৬	৭২৮.৭১	৬৯৪.৫০	৭২৩.৮১	৮৫৮.২২	৯১৩.২৭	৯৭৬.০৫
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	৮৩৭.৯৬	৬৩০.৬০	৬১১.৮৯	৬৪৬.২৪	৭৮৮.৩৯	৮৪৭.২৭	৮৭২.৫৪
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	১০৫.৭০	৯৮.১১	৮২.৬১	৭৭.৫৭	৬৯.৮৩	৬৬.০০	১০৩.৫১
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	৬৯.৭৬	৫৭.৩৩	৫৯.৭৮	৪৬.১৭	৪৩.২৫	৩৯.৮৯	৮২.৬০

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক; * সাময়িক; ** ৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত (সংশোধিত)।

পরিশিষ্ট ২১.১: রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাসমূহের নিট মুনাফা/লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশনের নাম	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
শিল্পঃ						
বিটিএমসি	(২১.৬৮)	(১৮.০৬)	(১৮.৪২)	(১৬.৫২)	(১৭.১৪)	(২১.৫০)
বিএসইসি	২৯.৫৩	৪১.৯৭	৫৭.২৬	৫৭.৭৪	৫১.১১	৬৫.৬৪
বিএসএফআইসি	(১৫৫.৩১)	(১৮২.৬৯)	(১২৬.৩)	(১৭০.৬২)	(২৯০.০১)	(৩১০.৬৪)
বিসিআইসি	৩৩৫.৭০	১২৯.৩৭	(২৬১.২৪)	(৪৩৪.৯০)	(৬২.৮৪)	৮৮.৯৫
বিএফআইডিসি	২১.৯৩	২১.০৮	৪১.৬৫	৬৩.৯৯	৫৬.৪৭	৬১.৩১
বিজেএমসি	(১৫১.৮৪)	(২৯৮.৯৪)	(২২০.৩১)	১৪.৫৯	(৬৬.৩৯)	(৩৮৪.৭৫)
ইউটিলিটিঃ						
বিওজিএমসি	(১০২৬.২১)	১৩৬৪.৯৮	২০৯৫.১৩	৪১৫.৩৫	৩৩৪.৪৫	৮৮২.৩৯
বিপিডিবি	(৯৯৩.২৪)	(৮২৮.৬১)	(৬৩৫.৭৬)	(৪৫৮৭.০১)	(৬৩৫৯.৮৬)	(৫০২৬.১১)
ডেসা	-	-	-	-	-	-
চট্টগ্রাম ওয়াসা	০.০০	১.২২	১২.২১	৯.৯৪	৫.৭৪	৫.২২
ঢাকা ওয়াসা	৬.৭৬	৫.২৩	৭.৯২	৮.৫৩	২০.৩০	৯.৮২
খুলনা ওয়াসা	১২.৭৫	১.৪৭	৯.৫	০.৯৮	০.৯৬	১.৩৫
রাজশাহী ওয়াসা	--	২.৪৬	৩.২২	-	-	-
পরিবহণ ও যোগাযোগঃ						
বিএসসি	৪৪.২০	(১০.৯৬)	১০.৬১	১.৮৯	১.৪৬	১.৬৩
বিআইডব্লিউটিসি	২৮.৪৩	২৬.১৮	২৮.২৭	২২.৬৫	১৩.৯২	৪৭.১৪
বিআরটিসি	(৩৭.৩৩)	(৩০.৮৬)	(২৪.৬০)	(৬২.০৬)	(৭৪.৬৬)	(৫৩.৫৫)
সিপিএ	৪০৯.৮৮	৪৫৫.৯৭	৩২১.৪৯	৫৪৬.৪৩	৫৫৩.৯৮	৪০২.৯২
সিডিডব্লিউএমবি	০.০০	০.০০	--	--	--	--
এমপিএ	(১৬.৪৩)	(৯.৮৫)	(৫.৬৩)	৭.৬৩	১২.৭৩	২৪.৩৬
এমডিডব্লিউএমবি	(০.৪৮)	(২.৭০)	(১৬.৬৫)	--	--	--
বিটিআরসি	(৩৭.৩৩)	৩১৫৯.৪০	২৩৪৫.৯৭	৩০১৯.১৫	৬৯২৯.৮১	৫৩৪৯.১০
স্থল বন্দর	১.৫৪	১.৭৮	৭.২৪	৩৮.৪৪	৪৭.৪৮	১৯.৪১
বিবিএ	১৮৪.৯৭	১৮৩.৫৩	৯৭.৮৬	১১৬.৫১	৬৮.৪০	(৩৯.২০)
বাণিজ্যিকঃ						
বিপিসি	(৯৫৫৩.৪৫)	৩২২.৬৬	(২০৪৯.৬৫)	(৮৮৪০.৪৬)	(১১৩৭১.৩১)	(৪৮৩২.৩৬)
বিজেসি	২.৭০	১.৬১	২.৫৯	২.৬৭	২.১৬	১.৮২
টিসিবি	(১.৬০)	৬.৯১	৩.৩১	৫২.৯১	১১.৪৩	(৩৮.৫০)
কৃষি ও মৎস্যঃ						
বিএডিসি	(২.২১)	(১.২০)	(২.৬৫)	--	০.২৮	২১.৮১
বিএফডিসি (মৎস্য)	(৭১.০১)	(০.১৯)	(১.২১)	৪.২২	২.৪৪	৩.৫৪
নির্মাণঃ						
রাজউক	৫৬.১৯	৮৩.২৮	২০২.০৫	১৩৪.১৬	১৫৬.৮৮	১৫২.৮০
সিডিএ	১৩৯.৩৩	১৬৩.২৭	৬৫.০৫	২৬.২০	৪৪.৭১	৬৩.৫০
কেডিএ	৫.৯৫	৯.২৯	১১.৪৮	১০.৫৭	১২.৬২	১৯.১২
আরডিএ	(১.৬৪)	২.৮৭	(৪.৫২)	(০.০৪)	৫.০২	১৮.৭০
এনএইচএ	--	২৫.৪৫	৩৫.৬২	৭৬.৩০	৮৩.৪৬	১১৬.৫৬
সার্ভিস ও অন্যান্যঃ						
বিএসটিআই	--	--	--	--	--	--
বেজা	--	--	--	--	--	--
বিএফএফডব্লিউটি	(৩.৭৯)	(২.০৪)	(৮.৭৮)	(১০.৬৫)	(৭.৯১)	(৮.৩৫)
বিএফডিসি (ফিল্ম)	(০.৯৮)	(২.৭৭)	(২.৯১)	(৪.৫৩)	(৪.২৪)	(৮.৪৬)
বিপিআরসি	(১.৫৫)	(৩.৮৮)	০.৩৭	১.৬৫	৪.৭৪	৯.৯৫
সিএএ	১১২.০৯	১৯১.৮৯	২৯১.২২	২৭৯.০৭	৩৯৪.৪৪	৪৪৫.৩৭
বিআইডব্লিউটিএ	(১৩.৫৯)	৪.৪৭	(৭.৬১)	(১.৫৭)	১৪.৪৪	৬৫.০০
বিসিআইসি	০.০০	(৩.২১)	(১.৯২)	২.৩৪	৫.১৬	২.৭৪
বেপজা	১২৩.৩০	৬৬.৫০	১৩৭.০১	১৮১.২২	১৪৬.০৮	২০৭.৫২
বিডব্লিউডিবি	(১৪৪.৩৭)	(১২০.৮২)	৭.৪৮	৬.২৪	০.৬৫	৩.৬২
আরইবি	৭২২.২৫	(১৪৮৮.৪৪)	৩৪৪.৯৬	(১৮৭.৪২)	(১৭৭.১৮)	(২৩.৩৩)
বিটিবি	৩.৮৬	৬.৩৩	৭.৩৫	৯.২৩	৭.১৮	১৫.৫৭
সিপিসি	--	--	--	--	--	০.০৪
বিএসবি	০.০১	০.০০	০.৩১	০.০৯	১.০৪	০.৭৮
বিইআরসি	--	--	১০.১৪	১০.১৯	১৫.৫৭	২০.৮৭
বিএসআরটিআই	--	--	০.০৫	০.০৭	০.৫৭	০.০৬
ইপিবি	৫.৪০	৮.৯৩	৭.৩৮	৩.২৬	১১.০৬	১৩.১৫
সর্বমোট	**(৯৯৮২.৮৫)**	**৩২৮৫.৫৮**	**২৭৯৩.১৯**	**(৯১৯১.৪৭)**	**(৯৪১৪.৮০)**	**(২৬০৪.৭৩)**

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক; * সাময়িক, ** ৩০ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত (সংশোধিত)। ।

পরিশিষ্ট ২১.২: রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাসমূহের নিট মুনাফা/লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশনের নাম	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
শিল্পঃ							
বিটিএমসি	(২৩.৫৯)	(২৩.৪৯)	(২৪.২৯)	(২৬.৪৭)	(১৫.৪৯)	(১২.৯৬)	(২১.০৬)
বিএসইসি	৬৯.৬১	৫৭.৩৩	৬০.৩৯	৪৫.৯১	৪৩.২৫	৩৯.৮৯	৮১.৮৫
বিএসএফআইসি	(৫৬৪.৯৯)	(৫৩৯.৭০)	(৫১৬.৫২)	(৬৩০.২২)	(৮৩৩.৩৬)	(১০৬৫.৮৩)	(১০৬১.৬৭)
বিসিআইসি	৯৩.৬৮	১০৩.১৪	(৭৪.৩৯)	(৪৮৫.৪৮)	(৫৫৫.৪০)	(৫৭৪.৬৩)	(৭২৬.০৯)
বিএফআইডিসি	৩৮.২২	২৮.৮৪	৮.১৫	১৭.৯৩	১৮.৬৬	১.৩১	(২১.১১)
বিজেএমসি	(৪৯৬.৭৫)	(৭২৬.০৫)	(৬৫৬.৩০)	(৪৮০.৯৪)	(৪৯৭.০৪)	(৬০৩.৭০)	(৭৪১.১৯)
ইউটিলিটিঃ							
বিওজিএমসি	৪৪৯.৬২	১১০৮.৭৩	৬৯৬.২২	৯২০.৪৬	৮৯৭.৯৯	৭৬৯.৯৮	৮৫৬.৯২
বিপিডিবি	(৬৮০৬.৫৩)	(৭২৭৬.৬০)	(৩৮৬৬.৭৬)	(৪৪৩৪.০৩)	(৯২৮৪.৬২)	(১৪৪.৩০)	১০১.৪৩
ডেসা	-	--	--	-	-	-	-
চট্টগ্রাম ওয়াসা	৪.০৫	-৯.১৪	-	৭.৫৩	১৪.৫৬	২৯.৩৯	৫.৬৮
ঢাকা ওয়াসা	১৮১.৫৫	১৬৬.৫৪	১.৯৭	১৯১.৭৭	২৫৯.৯৪	৩৯৬.৭৩	(২৯৩.৭৮)
খুলনা ওয়াসা	১.৪৭	১.৭০	১৩৫.৩৭	১.৩২	১.০৭	০.২৮	২.৩৬
রাজশাহী ওয়াসা	-	-	১.২৭	৬.৩৫	৫.৮৪	৭.২১	১১.৮৮
পরিবহণ ও যোগাযোগঃ							
বিএসসি	৩.২৩	৫.৩৩	৬.৭২	৮.৬৬	১২.৫২	৪০.৫৭	৩৮.৩৫
বিআইডব্লিউটিসি	৪৪.৯৩	৬১.০৮	৩৫.৫৩	২৩.৪২	৩২.০০	১৩.৮৬	১০.৩১
বিআরটিসি	(৫৬.৩২)	(৬৭.৮৩)	(৭৯.২৯)	(১০১.০৪)	(৯৫.৫২)	(১০৯.৪৭)	(৬৮.৯৮)
সিপিএ	৩৭৫.৩২	৫৯৯.৮১	৫৫৬.২৫	৫০৩.৩৭	৭৯২.৫৬	৯১২.৩৩	৭২৯.২৩
সিডিডব্লিউএমবি	--	--	---	---	---	---	----
এমপিএ	৪৭.৬৩	৪৫.৮১	৪৮.৫৪	৫৫.২৬	৮২.২৫	১০০.০৫	৬৯.৩৬
এমডিডব্লিউএমবি	--	--	---	----	---	---	---
বিটিআরসি	১০০৩৫.৪২	৪১৭৬.৬৩	৪১৩৭.৪৩	৩৯৮৭.৯২	৬২৬২.৯৭	২৭৫৭.৬১	২২৫৭.৬৭
স্থল বন্দর	২৪.৮৯	২৯.৩৭	৩৪.৭৫	৪২.২১	৬০.১৬	১১১.৫৪	৮৮.৩৯
বিবিএ	১৮২.০২	২৭৯.৫৬	২০৭.৯২	৩৬১.৭২	৪৬১.১১	৪২০.৭১	৩৯৩.০৯
বাণিজ্যিকঃ							
বিপিসি	(২৩২০.৮৯)	৪১২৬.১০	৯০৪০.০৭	৮৬৫৩.৪০	৫৬৪৪.৩৭	৪৭৬৮.৪২	৪০৯০.৮০
বিজেসি	৩.৯৪	৩.৬৩	১.৮৫	০.৮৭	(০.৪৬)	১.৮৯	০.৬৮
টিসিবি	(২০.৩৩)	৪০.৭০	৫৬.০০	২৯.১০	(২.০৩)	৭.৭১	(৫৫৬.৬৬)
কৃষি ও মৎস্যঃ							
বিএডিসি	২.৯৮	৫.৬০	০.০২	০.০০	০.০০	১৪.৬৩	১৩.৮২
বিএফডিসি (মৎস্য)	৪.২৯	৬.৩৬	৩.৭০	(৩.৪৮)	(০.০৫)	৭.১৬	৫.৪১
নির্মাণঃ							
রাজউক	২০২.৬১	১৯৯.২০	১৭৩.০৭	১৭২.৪৭	৪১৬.১৫	৫০১.০১	২৮৩.৬০
সিডিএ	৬৭.৬৩	৭৪.২৯	৬৭.৩৯	৩৭.২৩	৩৭.৩১	৬৫.৩৮	৫৯.৬৭
কেডিএ	৩৮.৭৬	১৫.৫৪	(২.৯৭)	৩.৯৫	২.৩৭	৩.৩৯	(১.৬০)
আরডিএ	(৩৭.০৯)	(৩.৬৩)	১০.১৯	৪৯.২৫	(৩০.১৩)	১২.১৪	৫.৯৩
এনএইচএ	১২৬.৫৮	৮৫.৯৮	৬৮.৯৪	৭৩.৯৬	৭৫.৫৫	৭২.১৬	৫৭.০৯
সিবিডিএ	--	--	--	--	১.২৭	৮.১১	৯.৪৮
সার্ভিস ও অন্যান্যঃ							
বিএসটিআই	--	১৪.৯৬	৩৩.০২	২১.১৮	২২.৮১	২০.২৮	২৬.৯০
বেজা	--	--	--	৭.৩১	১৩.৩০	৩৭৯.৬১	৪৫৯.৭৬
বিএফএফডব্লিউটি	(১৩.৪৪)	(৫.৬৯)	(৯.৯০)	৬.৪১	(১২.৯৮)	০.৯৬	৫.৫৯
বিএফডিসি (ফিল্ম)	(৮.৪৪)	(৭.৪৬)	(১০.৭৩)	(১৫.৩৪)	(১৩.৪৮)	(১৮.৩৬)	(১৮.৫৬)
বিপিআরসি	৪.৯৬	৪.০৫	১.৮০	(৬.৩৭)	১.৮০	(০.১৫)	১.৯০
সিএএ	৫৯৪.৬০	৭৩৯.৬৭	৬১৯.০৮	৬২০.৬০	৬৮৯.৯২	৮৪০.০৬	৫৩৬.৫৮
বিআইডব্লিউটিএ	(১৭.৫২)	৩৪.২৫	১৬.৩১	(৪.৭৪)	(২৫.৭৪)	২৭.৫৫	(৫৬.২২)
বিএসসিআইসি	৭.০৯	৪.৭৬	৬.০৮	৪.০৭	২.৭৫	১২.৮৬	১৭.১৬
বেপজা	৩২৮.৯৯	২৭৩.৫১	২৩৩.০২	১৬৮.১৬	২৪০.৯৪	১২০.২২	৩৪.৯৫
বিডব্লিউডিবি	৩.০০	৭.২৭	৯.৬৪	--	--		০.০০
বিএসএমআরএন	--	--	--	--	০.৭৩	১.০৩	০.০০
আরইবি	২২৩.৯৭	৫৮৪.৪৬	(২০২.২০)	(৫৬৯.৪৬)	৩৫১.৪৩	৬৬৭.১৫	৮৬৮.১৫
বিটিবি	১৩.৪৩	১১.৮০	১০.০৩	৮.২৯	১০.১৫	১৪.৩৮	২.৭৮
সিপিসি	০.৬৮	০.৪৯	০.৩২	০.২০	০.৭৭	০.৬৭	০.৮৩
বিএসবি	০.৬৬	০.৫৫	০.৫১	--	০.৩৩	০.২৯	০.৪৪
বিইআরসি	১৮.৩০	২৪.১০	২৯.২৭	২১.১১	২৬.৪৪	১৬.১৫	১৯.০২
বিএসআরটিআই	০.০৪	--	০.০৪	০.০৫	০.০৫	০.২২	০.২০
ইপিবি	১৭.৮৩	২৯.৮৪	২১.০২	২৭.৮৯	৩৫.৭৫	২৩.৬৫	(২৬.৯০)
বিটাক	--	--	--	--	২০.০২	৮.০৯	(৩৪.১৩)
সর্বমোট	**৩৫৩৪.১৪**	**৪৩১৬.২৩**	**১০৮৮৮.৫৩**	**৯৩০৮.৯৪**	**৫১৭২.৭৯**	**১০৬৭৭.২৩**	**৭৫১৯.৩১**

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক; * সাময়িক, ** ৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত (সংশোধিত)।।

পরিশিষ্ট ২২.১: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশনের নাম	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২ -১৩
শিল্পঃ							
বিএসএফআইসি	--	--	--	--	--	--	--
বিএসইসি	০.৪০	০.৪০	০.৫০	১.০০	২৩.১৯	১.২৫	১.২৫
বিসিআইসি	--	--	--	--	--	--	--
বিএফআইডিসি	০.৩০	০.১০	০.৩০	০.৫০	৩.১০	১.০০	১.৫০
বিজেএমসি	--	--	--	--	--	--	--
উপ-মোটঃ	**০.৭০**	**০.৫০**	**০.৮০**	**১.৫০**	**২৬.২৯**	**২.২৫**	**২.৭৫**
ইউটিলিটিঃ							
বিওজিএমসি	০.৫০	--	১৭২.০০	১৮৯.৪২	৪০৭.৪৬	৩৩০.০০	৮৮২.২৫
চট্টগ্রাম ওয়াসা	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৬০	০.৮০	০.২০
ঢাকা ওয়াসা	০.৪০	--	৫.০০	--	--	--	--
উপ-মোটঃ	**১.৪০**	**০.৫০**	**১৭৭.৫০**	**১৮৯.৯২**	**৪০৮.০৬**	**৩৩০.৮০**	**৮৮২.৪৫**
পরিবহন ও যোগাযোগ							
বিএসসি	২.০০	৩.০০	২.০০	১.৭৫	--	--	৮.২৭
সিপিএ	--	--	--	৫০.০০	৫০.০০	৬০.০০	৬৫.০০
এমপিএ	--	--	--	--	০.৭৫	--	০.৫০
বিআইডব্লিউটিসি	--	২.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	২.০০
বিআরটিসি	--	--	--	--	--	--	--
জে এম বি এ	--	--	--	--	--	--	--
স্থলবন্দর	--	০.৫০	০.৫০	০.৭৫	০.৭৫	১.০০	১.১০
বিবিএ	--	--	--	--	৮.০০	--	২.৫০
উপ-মোটঃ	**২.০০**	**৫.৫০**	**৭.৫০**	**৫৭.৫০**	**৬৪.৫০**	**৬৬.০০**	**৭৯.৩৭**
বাণিজ্যিকঃ							
বিপিসি	--	--	--	--	--	--	--
টিসিবি	--	--	--	--	০.৫০	--	--
উপ-মোটঃ	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.৫০**	**০.০০**	**০.০০**
কৃষি ও মৎস্যঃ							
বিএফডিসি (মৎস্য)	--	--	--	--	--	--	--
উপ-মোটঃ	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
নির্মাণ							
রাজউক	০.৫০	১.০০	১.০০	১.৫০	১.৫০	২.০০	২.০০
সিডিএ	০.৭৫	৩.২০	১.০৯	১.০০	০.৫০	১.৭৫	৩.৩০
কেডিএ	০.৩০	০.৩০	০.৪০	০.৫০	০.৬০	১.০০	১.১০
আরডিএ	০.১০	০.১৫	০.১৫	০.১৮	০.১৮	০.২১	০.২৫
এনএইচএ	--	--	--	২.৫০	২.৫০	৫.০০	৬.০০
উপ-মোটঃ	**১.৬৫**	**৪.৬৫**	**২.৬৪**	**৫.৬৮**	**৫.২৮**	**৯.৯৬**	**১২.৬৫**
সার্ভিস ও অন্যান্য							
বিএফডিসি (ফিল্ম)	০.২০	০.০৫	০.০৫	--	--	--	--
বিপিআরসি	০.১৯	--	০.১০	০.০৫	--	০.১৫	০.২০
সিএএ	৫০.০০	২৫.০০	২.৫০	৩০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	৪২.০০
বেপজা	৬.০০	৮.০৮	৭.০০	১০.০০	১০.০০	১৫.০০	২০.০০
বিটিবি	০.২০	০.১০	০.২০	০.২০	০.৩০	০.৫০	০.৮০
আরইবি	--	--	--	--	--	--	--
বিইআরসি	--	--	--	--	--	--	--
উপ-মোটঃ	৫৬.৫৯	৩৩.২৩	৯.৮৫	৪০.২৫	৪০.৩০	৫০.৬৫	৬৩.০০
সর্বমোটঃ	**৬২.৩৪**	**৪৪.৩৮**	**১৯৮.২৯**	**২৯৪.৮৫**	**৫৪৪.৯৩**	**৪৫৯.৬৬**	**১০৪০.২২**

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। * সাময়িক, ** ৩০ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত (সংশোধিত)।

পরিশিষ্ট ২২.২: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশনের নাম	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*	২০১৯-২০**
শিল্পঃ							
বিএসএফআইসি	--	--	--	--	--	--	৫.০০
বিএসইসি	১.২৫	--	২.৫০	১.৫০	১.০০	১.০০	---
বিসিআইসি	--	১০.০০	১০.০০	--	--	--	---
বিএফআইডিসি	১.০০	--	---	--	--	--	১.০০
বিজেএমসি	--	--	--	--	--	--	---
উপ-মোটঃ	**২.২৫**	**১০.০০**	**১২.৫০**	**১.৫০**	**১.০০**	**১.০০**	**৬.০০**
ইউটিলিটিঃ							
বিওজিএমসি	৮৮০.৩৭	১১০০.৯০	৬৭৮.৬০	৯০৮.৯২	৮৪৩.৫৮	৬৮২.১১	৮০০.০০
চট্টগ্রাম ওয়াসা	০.২০	--	--	--	--	--	১.০০
ঢাকা ওয়াসা	০.৫০	০.৫০	০.৫০	--	০.৫০	০.০০	১.৯০

উপ-মোটঃ	**৮৮১.০৭**	**১১০১.৪০**	**৬৭৯.১০**	**৯০৮.৯২**	**৮৪৪.০৮**	**৬৮২.১**	**৮০২.৯০**
পরিবহন ও যোগাযোগ							
বিএসসি	--	--	---	--	--	---	৭.৯৫
সিপিএ	৭৫.০০	২০.০০	---	--	--	১.৫৬	১.৫০
এমপিএ	০.৫০	০.৭০	০.৭৩	০.৯০	১.০০	৮০.০০	৮০.০০
বিআইডব্লিউটিসি	২.০০	৩.০০	৩.২০	১.০০	১.২০	১.২০	১.৩০
বিআরটিসি	--	--	--	--	--	---	---
জে এম বি এ	--	--	--	--	--	---	---
স্থলবন্দর	১.২০	১.৩০	১.৪৫	১.৬০	১.৭০	১.৮০	১.৯০
বিবিএ	২.৫০	২.৫০	২.৫০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	১৫.০০
উপ-মোটঃ	**৮১.২০**	**২৭.৫০**	**৭.৮৮**	**৮.৫০**	**৮.৯০**	**৮৯.৫০**	**১০৭.৬৫**
বাণিজ্যিকঃ							
বিপিসি	--	--	১০০০.০০	১২০০.০০	--	---	৩০০.০০
টিসিবি	--	--	--	--	--	---	---
উপ-মোটঃ	**০.০০**	**০.০০**	**১০০০.০০**	**১২০০.০০**	**০.০০**	**---**	**৩০০.০০**
কৃষি ও মৎস্যঃ							
বিএফডিসি (মৎস্য)	--	--	---	--	--	০.০৫	০.১০
উপ-মোটঃ	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০৫**	**০.১০**
নির্মাণ							
রাজউক	২.০০	২.০০	৩.০০	৪.০০	৪.০০	৪.০০	১২.০০
সিডিএ	১.৮২	৩.০০	৩.০০	৩.৬০	৩.৭০	৩.৭৫	৫.৫০
কেডিএ	১.২০	১.৫০	১.৫৬	২.০০	২.০০	২.০০	২.২২
আরডিএ	০.২৫	০.২৭	০.২৯	০.৩৫	০.৩৫	০.৪০	০.৪০
এনএইচএ	৭.০০	৮.০০	৮.৩২	১০.০০	৫.৫০	১২.০০	১২.০০
উপ-মোটঃ	**১২.২৭**	**১৪.৭৭**	**১৬.১৭**	**১৯.৯৫**	**১৫.৫৫**	**২২.১৫**	**৩২.১২**
সার্ভিস ও অন্যান্য							
বিএফডিসি (ফিল্ম)	--	--	---	--	--	---	---
বিপিআরসি	০.৩০	০.৩৫	০.৪০	০.২৫	০.২৫	০.২৫	১.০০
সিএএ	৫০.০০	৫৫.০০	১১৫.০০	১২০.০০	১২০.০০	৯০.০০	১২৫.০০
বেপজা	২৫.০০	২৫.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
আরইবি							
বিটিবি							৩.০০
বিপিবি	১.০০	১.২০	--	--	--	---	০.৪০
বিএসটিআই	--	--	--	--	--	---	০.২০
বিইআরসি	--	--	--	--	১.০০	১৫.০০	১৫.০০
উপ-মোটঃ	৭৬.৩০	৮১.৫৫	১৩৫.৪০	১৪০.২৫	১৪১.২৫	১২৫.২৫	১৬৪.৬৮
সর্বমোটঃ	**১০৫৩.০৯**	**১২৩৫.২২**	**১৮৫১.৫০**	**২২৭৯.১২**	**১০১০.৭৮**	**৯২০.০৬**	**১৪১৩.৩৭**

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। * সাময়িক, ** ৩০ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত (সংশোধিত)।

পরিশিষ্ট ২৩: ১১৬ টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা/আধা স্বায়ত্তশাসিত/ স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) সংস্থার নিকট থেকে সরকারের ডিএসএল বকেয়ার পরিমাণ (৩০ জুন ২০২০ তারিখে সাময়িক হিসাব)

(লক্ষ টাকায়)

নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	মেয়াদ অনুত্তীর্ণ	মোট প্রদেয় আসল (মেয়াদোত্তীর্ণ সহ)	মোট প্রদেয় সুদ (মেয়াদোত্তীর্ণ সহ)	মোট প্রদেয় সুদাসল	মোট বকেয়া
১	২	৩	৪	৫	৬=৪+৫	৭=৩+৬
	বিদ্যুৎ বিভাগ					
১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)	৫০১৪৮৯৮.১৪	২০৮১২৮৮.৪২	৩৭৫৬১৯০.৫২	৫৮৩৭৪৭৮.৯৪	১০৮৫২৩৭৭.০৮
২	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)	১১৯০৩৮৭.১৫	১২৯২৩০.৪০	১৩০৩১৬.৪০	২৫৯৫৪৬.৭৯	১৪৪৯৯৩৩.৯৪
৩	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি)	২৪৩৭৭৪.৭০	১২২০২২.৬৫	২১৯৯১৯.৩১	৩৪১৯৪১.৯৬	৫৮৫৭১৬.৬৬
৪	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ(আরপিসিএল)	০.০০	৬৩৬৭.৩৪	৫৭০৫.১৭	১২০৭২.৫১	১২০৭২.৫১
৫	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)	১৪১৮৭২৯.৪৩	৬৫৭৮১.৮৪	৯৯২০৪.২২	১৬৪৯৮৬.০৬	১৫৮৩৭১৫.৪৯
৬	ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিঃ (ডেসকো)	২৪৭২২৬.২৭	২৩৮৭২.৪৪	৫৭১৮০.৫৩	৮১০৫২.৯৬	৩২৮২৭৯.২৩
৭	ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি)	২২৪৬৪৩.৯৭	৪৪১২০.১৭	৪১৬১০.৭৯	৮৫৭৩০.৯৬	৩১০৩৭৪.৯৩
৮	আশুগঞ্জ পাওয়ার সাপ্লাই কোঃ লিঃ (এপিএসসিএল)	৫৯৪৩৫৮.৮০	৬৩৮৪০.০০	১০৩৪৬২.৬৬	১৬৭৩০২.৬৬	৪৪০৮৫৭.৩
৯	নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লিঃ (এনডব্লিউপিজিসিএল)	৩৭০৫৩১.০০	৪৪৩৬৭.৪১	২৫৯৫৮.৮৯	৭০৩২৬.৩০	৭৬১৬৬১.৪৬
১০	কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা লিমিটেড	১০৪১৭৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৪১৭৬.০০
	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ					
১১	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রো বাংলা)	২৬৭৫১.৬৭	৩৯২৯৫০.৭১	৭৬০১৬১.৪৪	১১৫৩১১২.১৫	১১৭৯৮৬৩.৮২
১২	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)	১৭৮৩২৪৩.৫৭	৩১৯২৪২.৫৩	৬৭২৩২৯.১৫	৯৯১৫৭১.৬৭	২৭৭৪৮১৫.২৪
১৩	তিতাস গ্রাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৪৫২৪২.০৮	১৭৪২.২৮	২৭৩০.৯৫	৪৪৭৩.২৩	৪৯৭১৫.৩১
১৪	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ	১৫৪৮৮.২০	১৩১০৫.৪	১১৬৮৭.৪৬	২৪৭৯২.৮৬	৪০২৮১.০৬
১৫	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ	৬৮৭২১.৯৮	৪০০৯৭.৭৫	৪১৭৬৩.২৭	৮১৮৬১.০২	১৫০৫৮৩
১৬	বাংলাদেশ গ্রাস ফিল্ড কোম্পানি লিঃ	১০৫৪০৮.৪৭	৩৪৮৩০.৯৫	৩০৯১৭.০৭	৬৫৭৪৮.০২	১৭১১৫৬.৪৯
১৭	কর্ণফূলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি:	৯২৫১.৩২	০	২৭৩.৮৩	২৭৩.৮৮	৯৫২৫২
	শিল্প মন্ত্রণালয়					
১৮	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	১৪৮০০.৯৯	৩৫৪৮৮৯.৬৯	৫৩৬৫২০.৫৫	৮৯১৪১০.২৪	৯০৬২১১.২৩
১৯	বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)	১২৫০.৯৬	৭৩৯৭৮.৩৭	১২৬১৯৩.৬২	২০০১৭১.৯৯	২০১৪২২.৯৫
২০	বাংলাদেশ সাব মেরিন কোম্পানী লি. (বিএসসিসিএল)	২৫৫২৪০.০০	৩৩২৬৪০.০০	৭৫৬৮১৫.২৪	১০৮৯৪৫৫.২৪	৩৬৩৯৬৯৫.২৪
২১	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	২৫৫০২৪০.০০	৩৩২৬৪০.০০	৭৫৬৮১৫.২৪	১০৮৯৪৫৫.২৪	৩৬৩৯৬৯৫.২৪
২২	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প ক র্পোরেশন (বিএসএফআইসি)	৬১৯৩.৭৩	১৩৬৬৯.৭৯	২৬২৪৩.৮৭	৩৯৯১৩.৬৬	৪৬১০৭.৩৯
	নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়					
২২	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)	৪৭২.৫৮	৫৭৬৫.১১	৪৮৪১.২০	১০৬০৬.৩১	১১০৭৮.৮৯
২৩	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)	১৮২.৯০	৩১২১৭.৭৫	৬২২৫৮.৪৪	৯৩৪৭৬.১৯	৯৩৬৫৯.০৯
২৪	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	২৪৮২.৯৩	৩৩৫৯৭.৫৬	৯৬৮৬৫.৪২	১৩০৪৬২.৯৮	১৩২৯৪৫.৯১
২৫	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	১০২৯.৬১	৮৮৫.৯৫	৯৩২.৮৫	১৮১৮.৮০	২৮৪৮.৪১
২৬	চিটাগাং পোর্ট ট্রেড ফেসিলিটেশন প্রকল্প	৮৫৮৪.৮০	৩৬৭৯.২০	৮৪২৪.৬০	১২১০৩.৮০	২০৬৮৮.৬০
২৭	বাংলাদেশ ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি	১০১৭৫.৯৪	৬৪৮.৯০	৮৪৪.৬৯	১৪৯৩.৫৯	১১৬৬৯.৫৩
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়					
২৮	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি)	৩০৪.৪২	১৪০২৪.৬১	৩৮৮৯৪.৯৯	৫২৯১৯.৬০	৫৩২২৪.০২
২৯	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (বিএইচবি)	১০৬০.২৫	৫৯০৭.৩৫	৪১০৫.৪২	১০.০১২	১০৭০.২৬২
৩০	পুঁজি প্রত্যাহারকৃত বস্ত্র শিল্প (লিকুইডেশন সেল)	০.০০	১৫৬৪.৩৬	৩৯৩.১২	১৯৫৭.৪৮	১৯৫৭.৪৮
৩১	বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (বিএসবি)	১৬৫.৭৯	১৫৫৭.৬৭	২৮৩৮.০৪	৪৩৯৫.৭০	৪৫৬১.৪৯
৩২	বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)	২৯৩৫৫৪.৪৮	১৪০৪০৮.৪০	১৫৭৩৬৮.৪৪	২৯৭৭৭৬.৮৪	৫৯১৩৩১.৩২
	মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
৩৩	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)	৬৭৯.৬০	১৫৩৩২.৬৮	৩৪৪০৪.২৪	৪৯৭৩৬.৯৩	৫০৪১৬.৫৩
	সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়					
৩৪	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)	৪৫.১৪	৫০৫১৪.৩৮	৪৪৭৪১.৬৯	৯৫২৫৬.০৭	৯৫৩০১.২১
৩৫	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ)	১৪৩৬৮৪.৩৬	৫৩৫৩৫.৩০	৩০৪৫৬.৩১	৮৩৯৯১.৬২	২২৭৬৭৫.৯৮
৩৬	ঢাকা ম্যাস রেপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিঃ (ডিএমটিসিএল)	৪৭৩৯৭.৯৫	০.০০	২৮৪৬.৪৭	২৮৪৬.৪৭	৫০২৪৪.৪২

	অর্থ বিভাগ					
৩৭	বাংলাদেশ ডেভেলপম্যান্ট ব্যাংক লিঃ (বিডিবিএল)	৩৩.৯২	২৯৫.০৬	১৪২.১৮	৪৩৭.২৪	৪৭১.১৬
৩৮	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি)	২১১৫.৫৭	৩১৯৩.০৮	২০৯৬.৭৪	৫২৮৯.৮২	৭৪০৫.৩৯
৩৯	গ্রামীণ ব্যাংক	৩৬৬৪.৮০	৪৩০২.৬৯	৬৭৭.৩০	৪৯৭৯.৯৯	৮৬৪৪.৭৯
৪০	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)	৩৫.০০	৪৫৫.০০	৫৪৫.৩৩	১০০০.৩৩	১০৩৫.২৩
৪১	বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি)	৮৮৯২৫.২৯	৩৫৭৫.০০	৯১৮০.৩০	১২৭৫৫.৩০	১০১৬৮০.৫৯
৪২	বাংলাদেশ ব্যাংক	৩১৯০৯৪.০৪	৮০১৭.১১	৬৮৮৫.২৭	১৪৯০২.৩৭	৩৩৩৯৯৬.৪১
৪৩	বেসিক ব্যাংক লিঃ	০.০০	১০৬৬২.১৫	৩৯৫৩.৮৬	১৪৬১৬.০০	১৪৬১৬.০০
৪৪	ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ	১২৪৯.২৯	৯৯৪৯.১৪	৫০৫০.৭২	১৪৯৯৯.৮৬	১৬২৪৯.১৫
৪৫	ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিঃ (ইডকল)	৫৮৬৭২৮.২৮	৭৬৭৬৭.০২	৯১৯৪৬.৩২	১৬৮৭১৩.৩৪	৭৫৫৪৪১.৬২
৪৬	বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপম্যান্ট ফান্ড (বিএমডিএফ)	৪৮০৯০.৩৩	৩৭৩২.০৮	১৪৮৬.৪৪	৫২১৮.৮২	৫৩৩০৯.১৫
৪৭	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	০	০	১৩৫.২১	১৩৫.২১	১৩৫.২১
৪৮	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)	১০২৯.৮৭	২৪৮৪.৪৪	৩৯৫০.৪৫	৬৪৩৪.৮৯	৭৪৬৪.৭৬
৪৯	বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	০	১২০৬৭.৯৮	২২৪১৯.০৫	৩৪৪৮৭.০৩	৩৪৪৮৭.৬৩
৫০	বাংলাদেশ সমবায় মহাবিদ্যালয়	০	০.৩০	৪.০৩	৪.৩৩	৪.৩৩
৫১	বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা	০	০.০০	৭.৮১	৭.৮১	৭.৮১
	বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়					
৫২	হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (সোনারগাঁ)	০.০০	০.০০	১৫৭৬.৫৯	১৫৭৬.৫৯	১৫৭৬.৫৯
৫৩	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	৪৩৪.৫৬	৬৪৪.৮২	১৩২৮.০৩	১৯৭২.৮৫	২৪০৭.৪১
৫৪	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	০.০০	২৮৯০৮.৯০	২১৩৯.৭৭	৩১০৪৮.৬৭	৩১০৪৮.৬৭
	তথ্য মন্ত্রণালয়					
৫৫	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)	৪৫০.০০	২৬০৫.৪৮	৪৪৮১.২৭	৭০৮৬.৭৫	৭৫৩৬.৭৫
	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়					
৫৬	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	৫১৩১.৯২	৩৮৪৬.২০	১৪৯৪.৯৩	৫৩৪১.১৩	১০৪৭৩.০৫
	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়					
৫৭	বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)	০.০০	০.০০	৫৭৪০.২৩	৫৭৪০.২৩	৫৭৪০.২৩
	স্থানীয় সরকার বিভাগ					
৫৮	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (ডিসিসি)	৯০৪.৭৭	১৯২৫৫.৪৪	২৭০০৫.৬৪	৪৬২৬১.০৮	৪৭১৬৫.৮৫
৫৯	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (সিসিসি)	০.০০	৫২৫৪.৪৬	৫৪১৭.৫১	১০৬৭১.৯৭	১০৬৭১.৯৭
৬০	খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসি)	০.০০	১৬২৩৪.৩৮	১৫৯৫৮.৯৯	৩২১৯৩.৩৭	৩২১৯৩.৩৭
৬১	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (আরসিসি)	০.০০	১১৯১১.৭৮	৯৫৪৩.১২	২১৪৫৪.৯০	২১৪৫৪.৯০
৬২	ঢাকা ওয়াসা	২৭৯১২০.৮১	১২৪২৬৯.৫৯	১৬১৪১৬.৩৮	২৮৫৬৮৫.৯৮	৫৬৪৮০৬.৭৯
৬৩	চট্টগ্রাম ওয়াসা	৪৫৪৯৮৯.৯৭	৫২৪৩১.৫৮	৭৪৯৫৮.২৭	১২৭৩৮৯.৮৬	৫৮২৩৭৯.৮৩
৬৪	খুলনা ওয়াসা	১৭৭৫৯০.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	১৭৭৫৯০.৭৯
৬৫	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌরসভা	১৪৭.৬২	৮৭.৭৪	১৬৩.২৮	২৫১.০২	৩৯৮.৬৪
৬৬	চৌমুহনি পৌরসভা	৬৬.৪৪	৩৭.১২	৬৮.৯২	১০৬.০৪	১৭২.৪৮
৬৭	যশোর পৌরসভা	৩০১.৪৩	২০০.৯৫	৩৮৭.০৩	৫৮৭.৯৮	৮৮৯.৪১
৬৮	ঝিনাইদহ পৌরসভা	১২৯.৬৩	৬৬.৬০	১২২.৯৪	১৮৯.৫৫	৩১৯.১৮
৬৯	জয়পুরহাট পৌরসভা	৮২.৯৩	৫৫.২৮	১০৬.৪৮	১৬১.৭৬	২৪৪.৬৯
৭০	কিশোরগঞ্জ পৌরসভা	৬২.৯২	৪১.৯৫	৮০.৭৯	১২২.৭৪	১৮৫.৬৬
৭১	লক্ষীপুর পৌরসভা	৫৯.৮৮	৩৯.১৭	৭৫.৮৪	১১৫.০১	১৭৪.৮৯
৭২	মাদারীপুর পৌরসভা	১২৩.৬০	৮২.৪০	১৫৮.৬৯	২৪১.০৯	৩৬৪.৬৯
৭৩	মৌলভীবাজার পৌরসভা	৪৮.৩৮	৩২.২৬	৬২.১২	৯৪.৩৮	১৪২.৭৬
৭৪	ময়মনসিংহ পৌরসভা	৩৮৬.১৬	১৮৮.২১	৩৪৩.৮৫	৫৩২.০৭	৯১৮.২৩
৭৫	নরসিংদী পৌরসভা	১৬৩.১১	৮৭.৯৯	১৮০.৩৮	২৬৮.৩৭	৪৩১.৪৮
৭৬	নাটোর পৌরসভা	৯৬.১৫	৬৪.১০	১২৩.৪৫	১৮৭.৫৫	২৮৩.৭০
৭৭	নেত্রকোনা পৌরসভা	১৪৩.৪১	৬৮.৭৮	১৪৬.৫৭	২১৫.৩৫	৩৫৮.৭৬
৭৮	পিরোজপুর পৌরসভা	১৯৮.৩৮	৫৮.৬৭	১১৩.০০	১৭১.৬৭	৩৭০.০৫
৭৯	শেরপুর পৌরসভা	৭৬.৮০	৫১.২০	৯৮.৬১	১৪৯.৮১	২২৬.৬১
৮০	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা	৫৭২.৬৭	১৮৪.২০	২২১.২	৪৫৫.৪০	১০২৩.০৭
৮১	ভৈরব পৌরসভা	৯৮.৩৯	৩৫.৭৮	৮৪.৫৮	১২০.৩৬	২১৮.৭৫
৮২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	১১১.৪৫	৪০.৫৩	৯৫.৮০	১৩৬.৩৩	২৪৭.৭৮
৮৩	গাজীপুর পৌরসভা	৪০১.৫৪	১৪৬.০১	৩৪৫.১৭	৪৯১.১৮	৮৯২.৭২

৮৪	গোপালপুর পৌরসভা	১৯.৬৮	৭.১৬	১৬.৯২	২৪.০৮	৪৩.৭৬
৮৫	ঈশ্বরদী পৌরসভা	৮.৬৩	৩.১৪	৭.৪২	১০.৫৬	১৯.১৯
৮৬	লাকসাম পৌরসভা	২২.২১	৮.০৮	১৯.০৯	২৭.১৭	৪৯.৩৮
৮৭	লালমনিরহাট পৌরসভা	১৮.৫০	৬.৭৩	১৫.৯০	৭২.৬৩	৯১.১৩
৮৮	নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা	২৪.২৪	৮.৮১	২০.৮৪	২৯.৬৫	৫৩.৮৯
৮৯	নওয়াপাড়া পৌরসভা	১৬.৩৬	৫.৯৫	১৪.০৭	২০.০২	৩৬.৩৮
৯০	পঞ্চগড় পৌরসভা	৮৪.১২	৩০.৫৯	৭২.৩১	১০২.৮৯	১৮৭.০১
৯১	রাজবাড়ী পৌরসভা	৬৪.৯০	২৩.৬০	৫৫.৭৯	৭৯.৩৯	১৪৪.২৯
৯২	শরীয়তপুর পৌরসভা	৮৯.২৭	৩২.৪৬	৭৬.৭৪	১০৯.২০	১৯৮.৪৭
৯৩	সিংড়া পৌরসভা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯৪	টঙ্গী পৌরসভা	৯৭.৯৭	৩৫.৬৩	৮৪.২২	১১৯.৮৪	২১৭.৮১
৯৫	নোয়াখালী পৌরসভা	৩৪.০৬	৮.৫১	১২.৫৮	২১.০৯	৫৫.১৫
৯৬	সাতক্ষীরা পৌরসভা	৫৭.৬৬	১৪.৪১	১৫.৩৭	২৯.৭৯	৮৭.৪৫
৯৭	সুনামগঞ্জ পৌরসভা	১২৬.২৬	৩১.৫৭	৪৬.৬৩	৭৮.২০	২০৪.৪৬
৯৮	ঝালকাঠি পৌরসভা	৩৪.৫৬	৮.৬৪	১২.৭৭	২১.৪১	৫৫.৯৭
৯৯	কুড়িগ্রাম পৌরসভা	১৮.০৭	৪.৫২	৬.৬৭	১১.১৯	২৯.২৬
১০০	দিনাজপুর পৌরসভা	১৯.৫১	৪.৮৮	৭.২১	১২.০৯	৩১.৬০
১০১	গাইবান্ধা পৌরসভা	১৩৯.৪৪	৩৪.৮৬	৩৮.৭২	৭৩.৫৮	২১৩.০২
১০২	শ্রীপুর পৌরসভা	৪.৩২	১.০৮	১.৬০	২.৬৮	৭.০০
১০৩	চাঁদপুর পৌরসভা	৯৭.৫৪	২৪.৩৮	৩৬.০২	৬০.৪১	১৫৭.৯৫
১০৪	মুন্সিগঞ্জ পৌরসভা	৭.২২	১.৮১	২.৬৭	৪.৪৭	১১.৬৯
১০৫	ভাঙ্গা পৌরসভা	১১৪.৬১	২৮.৬৫	৩১.৫৩	৬০.১৮	১৭৪.৭৯
১০৬	ঠাকুরগাঁও পৌরসভা	৭৪.৩৪	১৮.৫৯	২৭.৪৫	৪৬.০৪	১২০.৩৮
১০৭	জামালপুর পৌরসভা	৮৯.০৮	২২.২৭	২৯.৫২	৫১.৭৯	১৪০.৮৭
১০৮	শ্রীমঙ্গল পৌরসভা	৭৫.৪৪	১৮.৮৬	২৫.০০	৪৩.৮৬	১১৯.৩০
১০৯	ঘোড়াশাল পৌরসভা	১০.৮৯	২.৭২	৩.৬১	৬.৩৩	১৭.২২
১১০	মঠবাড়িয়া পৌরসভা	১০৩৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৩৭.৫০
১১১	গলাচিপা পৌরসভা	৩১৩.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	৩১৩.৭৪
১১৩	আমতলী পৌরসভা	৮৪.২৪	২১.০৬	২১.৭৯	৪২.৮৫	১২৭.০৯
১১৪	বাগেরহাট পৌরসভা	৮৪.২৪	২১.০৬	২১.৭৯	৪২.৮৫	১২৭.০৯
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়					
১১৫	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি)	০.০০	১২২০৩.৮৬	১৫০১৬.২২	২৭২২০.০৮	২৭২২০.০৮
	প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়					
১১৬	বাংলাদেশ টেলিকমিনিউকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)	৩৪৩৩০.১৫	৪৪৭৭.৮৫	৭০৬৮.৩৭	১১৫৪৬.২২	৪৫৮৭৬.৩৭
১১৭	ংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)	২৭৮০২.৬	৫১০৩.০৯	০.০০	৫১০৩.০৯	৩২৯০৫.৬৯
১১৮	বাংলাদেশ এক্সপোর্ট জোন অথরিটি (বেজা)	২৮৪১.৯৯	৯৭৬.৩৩	৯৯৭.৬২	১৯৭৩.৯৫	৪৮১৫.৯৪
১১৯	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	১৭৯৬৩৩.৬৪	১০৮১০.২৯	২৫৩৯.৯৬	১৩৩৫০.২৫	১৯২৯৮৩.৮৯
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়					
১২০	এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিঃ (ইডিসিএল)	০.০০	৫০.৮২	৯.৮৩	৬০.৬৬	৬০.৬৬
	সর্বমোটঃ	**১৬৭৭৪৩৭৪.৫৪**	**৪৯৫৩৪০৬.০১**	**৮৩৮৬২৪৮.২৭**	**১৩৩৩৯৬৫৪.২৮**	**৩০১১৪০২৮.৮২**

উৎসঃ ডিএসএল অধিশাখা, অর্থ বিভাগ।

পরিশিষ্ট ২৪: ৩১ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশনের নাম	বকেয়া ঋণ	শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ
শিল্পঃ		
বিটিএমসি	২১.৯	২১.৭৭
বিএসইসি	২৮২৯.৬২	০
বিএসএফআইসি	৬০৫২.৭৬	৮.৬৯
বিসিআইসি	৫১২৯.৭৪	০.৯২
বিএফআইডিসি	০	০
বিজেএমসি	৮৮৪.২৮	৩৬.৯৯
উপ-মোট	**১৪৯১৮.৩**	**৬৮.৩৭**
ইউটিলিটিঃ		
বিওজিএমসি	২০৯৬.৮২	০
বিপিডিবি	১১৪২০.৫৩	০
ডেসা	০	০
চট্টগ্রাম ওয়াসা	০	০
ঢাকা ওয়াসা	২৪৬.৭৩	০
উপ-মোট	**১৩৭৬৪.০৮**	**০**
পরিবহন ও যোগাযোগঃ		
বিএসসি	০	০
বিআইডব্লিউটিসি	০	০
বিবিসি	৪৮৫.৩৪	০
বিআরটিসি	৪৬৮.৮	০.৫৭
সিপিএ	৩৪১.৪১	০
এমপিএ	০	০
উপ-মোট	**১২৯৫.৫৫**	**০.৫৭**
বাণিজ্যিকঃ		
বিপিসি	৪৪৫৪.৫৪	০.১৪
বিজেসি	০	০
টিসিবি	৪২.১৫	১০.৭৯
উপ-মোট	**৪৪৯৬.৬৯**	**১০.৯৩**
কৃষি ও মৎস্যঃ		
বিএডিসি	৩৫৭৬.২৮	২১.২৭
বিএফডিসি (মৎস্য)	০	০
উপ-মোট	**৩৫৭৬.২৮**	**২১.২৭**
সার্ভিস ও অন্যান্যঃ		
বিএফএফডব্লিউটি	০	০
বিডব্লিউডিবি	৫৭২.৯৪	০
বিটিবি	৫৯.৬	১০.৫২
বিপিআরসি	০	০
বিএফডিসি (ফিল্ম)	০.৩১	০
বিএসবি	০	০
বিএসসিআইসি	০	০
আরইবি	১১৫০.৮৩	০
উপ-মোট	**১৭৮৩.৬৮**	**১০.৫২**
সর্বমোট	**৩৯৩৪২.৭৯**	**৮৮.১৫**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট ২৫: স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
১৯৯৫-৯৬	২৯০৮	২০৮৭
১৯৯৬-৯৭	২৯০৮	২১১৪
১৯৯৭-৯৮	৩০৯১	২১৩৬
১৯৯৮-৯৯	৩৬০৩	২৪৪৯
১৯৯৯-০০	৩৭১১	২৬৬৫
২০০০-০১	৪০০৫	৩০৩৩
২০০১-০২	৪২৩০	৩২১৮
২০০২-০৩	৪৬৮০	৩৪২৮
২০০৩-০৪	৪৬৮০	৩৫৯২
২০০৪-০৫	৪৯৯৫	৩৭২১
২০০৫-০৬	৫২৪৫	৩৭৮২
২০০৬-০৭	৫২০২	৩৭১৮
২০০৭-০৮	৫২০১	৪১৩০
২০০৮-০৯	৫৭১৯	৪১৬২
২০০৯-১০	৫৮২৩	৪৬০৬
২০১০-১১	৭২৬৪	৪৮৯০
২০১১-১২	৮৭১৬	৬০৬৬
২০১২-১৩	৯১৫১	৬৪৩৪
২০১৩-১৪	১০৪১৬	৭৩৫৬
২০১৪-১৫	১১৫৩৪	৭৮১৭
২০১৫-১৬	১২৩৬৫	৯০৩৬
২০১৬-১৭	১৩৫৫৫	৯৪৭৯
২০১৭-১৮	১৫৯৫৩	১০৯৫৮
২০১৮-১৯	১৮৯৬১	১২৮৯৩
২০১৯-২০*	১৯৬৩০	১২৭৩৮

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ। * মার্চ ২০২০ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ২৬: খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহার

(বিলিয়ন ঘনফুট)

খাত/বছর	উৎপাদন	বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সার	শিল্প	চা-বাগান	ইটখোলা	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালী	সিএনজি	মোট ব্যবহার
১৯৯০-৯১	১৭২.৮	৮২.৬	০	৫৪.২	১৩.২	০.৭	০	২.৯	১০.৫	০	১৬৪.১
১৯৯১-৯২	১৮৮.৪	৮৮.১	০	৬১.৬	১৩.৪	০.৭	০.২	২.৯	১১.৬	০	১৭৮.৫
১৯৯২-৯৩	২১০.৯	৯৩.৩	০	৬৯.২	১৫.২	০.৭	০.২	২.৪	১৩.৫	০	১৯৪.৫
১৯৯৩-৯৪	২২৩.৭	৯৭.৩	০	৭৪.৫	২০.২৬	০.৭	১.১	২.৮৭	১৫.৪	০	২১২.১৩
১৯৯৪-৯৫	২৪৭.৩	১০৭.৪	০	৮০.৫	২৪.২৪	০.৬	১.১	২.৮৮	১৮.৮৬	০	২৩৫.৫৮
১৯৯৫-৯৬	৩৬৫.৫	১১০.৯	০	৯০.৯৮	২৭.৩১	০.৭২	০.৯৯	৩	২০.৭১	০	২৫৪.৬১
১৯৯৬-৯৭	২৬০.৯	১১০.৮২	০	৭৭.৮৩	২৮.৬২	০.৭১	০.৪৮	৪.৪৯	২২.৮৪	০	২৪৫.৭৯
১৯৯৭-৯৮	২৮২.০	১২৩.৫৫	০	৮০.০৭	৩২.৩২	০.৭৪	০.৩৯	৪.৬১	২৪.৮৯	০	২৬৬.৫৭
১৯৯৮-৯৯	৩০৭.৪	১৪০.৮২	০	৮২.৭১	৩৫.৭৯	০.৭১	০.৩৫	৪.৭১	২৭.০২	০	২৯২.১১
১৯৯৯-০০	৩৩২.৩	১৪৭.৬২	০	৮৩.৩১	৪১.৫২	০.৬৪	০.৩৫	৩.৮৫	২৯.৫৬	০	৩০৬.৮৫
২০০০-০১	৩৭২.১	১৭৫.২৭	০	৮৮.৪৩	৪৭.৯৯	০.৬৫	০.৪৪	৪.০৬	৩১.৮৫	০	৩৪৮.৬৯
২০০১-০২	৩৯১.৫	১৯০.০৩	০	৭৮.৭৮	৫৩.৫৬	০.৭২	০.৫৩	৪.২৫	৩৬.৭৪	০	৩৬৪.৬১
২০০২-০৩	৪২১.১	১৯০.৫৪	০	৯৫.৮৯	৬৩.৭৬	০.৭৪	০.৫২	৪.৫৬	৪৪.৮	০.২৩	৪০১.০৪
২০০৩-০৪	৪৫৪.৫	১৯৯.৪	৩২.০৩	৯২.৮	৪৬.৪৯	০.৮২	০.১২	৪.৮৩	৪৯.২২	১.৯৪	৪২৭.৬৫
২০০৪-০৫	৪৮৬.৭	২১১.০২	৩৭.৮৭	৯৩.৯৭	৫১.৬৮	০.৮	০	৪.৮৫	৫২.৪৯	৩.৬২	৪৫৬.৩
২০০৫-০৬	৫২৬.৭	২২২.৭২	৪৯.০২	৮৮.৫৮	৬৩.৪৪	০.৭৬	০	৫.২৪	৫৭.১৩	৬.৭১	৪৯৩.৬
২০০৬-০৭	৫৬২.২	২২১.১	৯৩.৪৭	৬২.৫১	৭৭.৪৮	০.৭৫	০	৫.৬৬	৬৩.২৫	১১.৯৯	৫৩৬.২১
২০০৭-০৮	৬০০.৮	২৩৪.২৮	৮০.২৩	৭৮.৬৭	৯২.১৯	০.৮	০	৬.৬	৬৯.০২	২২.৮২	৫৮৪.৬১
২০০৮-০৯	৬৫৩.৭	২৫৬.৩১	৯৪.৭	৭৪.৮৫	১০৪.৩৯	০.৬৫	০	৭.৪৬	৭৩.৭৮	৩১.০২	৬৪৩.১৬
২০০৯-১০	৭০৩.৬	২৮৩.১৫	১১২.৬১	৬৪.৭২	১১৮.৮১	০.৮	০	৮.১২	৮২.৬৯	৩৯.৩৩	৭১০.২৩
২০১০-১১	৭০৮.৯	২৭৩.৮	১২১.২	৬২.৮	১২১.৫	০.৮	০	৮.৫	৮৭.৪	৩৮.৫	৭১৪.৫
২০১১-১২	৭৪৩.৫	৩০৪.৩	১২৩.৫৬	৫৮.৩৯	১২৮.৪	০.৭৬	০	৮.৫৫	৮৯.১৫	৩৮.৫৫	৭৫১.৭১
২০১২-১৩	৮০০.৬	৩২৮.৮	১৩৪.১	৬০.০	১৩৫.৭	০.৮		৮.৮	৮৯.৭	৩৭.৮	৭৯৫.৭
২০১৩-১৪	৮২০.০	৩৩৭.০	১৪৩.৮	৫৩.৮	১৪১.৯	০.৮	০	৮.৯	১০১.৫	৪০.১	৮২৭.৮
২০১৪-১৫	৮৯২.২	৩৫৪.৮	১৫০.০	৫৩.৮	১৪৭.৭	০.৮	০	১১৮.২	৪২.৯	০.০	৮৭৭.৩
২০১৫-১৬	৯৭৩.২	৩৯৯.৬	১৬০.৮	৫২.৬	১৫৬.০	০.৯	০	৯.০	১৪১.৫	৪৬.৫	৯৬৬.৯
২০১৬-১৭	৯৬৯.২০	৪০৩.৬	১৬০.৫	৪৯.১	১৬৩.১	১.০	০	৮.৭	১৫৪.৪	৪৭	৯৮৭.৩
২০১৭-১৮	৯৬৮.৭	৩৯৮.৬	১৬০.৫	৪৩.০	১৬৬.৬	০.৯	০	৮.২	১৫৮.০	৪৬.২	৯৮২.০
২০১৮-১৯	১০৭৭.৭	৪৫০.৯	১৫৭.৫	৫৭.৭	১৬৪.৫	১.০	০	৭.৯	১৫৮.৯	৪৩.৪	১০৪১.৮

উৎসঃ পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

পরিশিষ্ট ২৭: বাংলাদেশ রেলওয়ের কিলোমিটারে গমন পথ, রেল ইঞ্জিন এবং গাড়ির সংখ্যা

বছর	কিলোমিটারে গমন পথ				ইঞ্জিন			গাড়ির সংখ্যা		
	ব্রডগেজ	ডুয়েল গেজ	মিটার গেজ	মোট	বাষ্প	ডিজেল	মোট	যাত্রী	অন্যান্য কোচ	ওয়াগন
১৯৭৩-৭৪	৫৯৯	-	১১৮৭	১৭৮৬	৩৩৮	১৭৮	৫১৬	১২৪৭	৪৫৩	১৬০৮১
১৯৭৪-৭৫	৫৯৯	-	১১৮৭	১৭৮৬	৩১৮	১৭৩	৪৯১	১২০৭	৪০৮	১৫৬২৬
১৯৭৫-৭৬	৫৯৯	-	১১৮৭	১৭৮৬	২৭৭	১৭৩	৪৫০	১১৬৮	৩৬৩	১৬৮০২
১৯৭৬-৭৭	৫৯৯	-	১১৮৭	১৭৮৬	২৭২	১৭৩	৪৪৫	১১৯২	৩৫৮	১৬৯২৫
১৯৭৭-৭৮	৫৯৯	-	১১৮৭	১৭৮৬	২৫৩	১৬৭	৪২০	১১৬৮	৩৪৪	১৬৬৫৬
১৯৭৮-৭৯	৫৯৯	-	১১৮৭	১৭৮৬	২৩০	১৮০	৪১০	১২৯৩	৩৩৮	১৬৫২৯
১৯৭৯-৮০	৬০৫	-	১১৮৭	১৭৯২	১৯৭	১৯২	৩৮৯	১৩৭০	৩৪৩	১৬৩৫৭
১৯৮০-৮১	৬০৫	-	১১৮৭	১৭৯২	১৭০	২৪০	৪১০	১৩৩৯	৩৪৩	১৬৭১৭
১৯৮১-৮২	৯৭৪	-	১৯১০	২৮৮৪	১৬৪	২৫৩	৪১৭	১৩৬৮	৩৪৩	১৬০০৭
১৯৮২-৮৩	৯৭৪	-	১৮৯২	২৮৬৬	১০৮	৩০২	৪১০	১৩৯৫	৩৩৭	১৬৯৭৬
১৯৮৩-৮৪	৯৭৯	-	১৮৯২	২৮৭১	৮৭	২৯৯	৩৮৬	১৩৮৩	৩১৮	১৬৬৮৩
১৯৮৪-৮৫	৯৭৯	-	১৮৯২	২৮৭১	-	২৮৮	২৮৮	১৩৩২	৩০৫	১৬৫১৪
১৯৮৫-৮৬	৯৭৯	-	১৮৩৮	২৮১৮	-	২৯০	২৯০	১৩৭১	২৯৩	১৬৪৩০
১৯৮৬-৮৭	৯৭০	-	১৮২২	২৭৯২	-	২৯১	২৯১	১৪৪৮	২৯৬	১৬৩৫৬
১৯৮৭-৮৮	৯২৪	-	১৮২২	২৭৪৬	-	২৯১	২৯১	১৫০২	২৯২	১৬২৪৭
১৯৮৮-৮৯	৯২৪	-	১৮২২	২৭৪৬	-	৩০৭	৩০৭	১৫০০	২৮৭	১৫৯৪২
১৯৮৯-৯০	৯২৪	-	১৮২২	২৭৪৬	-	৩০৭	৩০৭	১৪৯০	২০৩	১৫৫৩৬
১৯৯০-৯১	৯২৪	-	১৮২২	২৭৪৬	-	৩০৭	৩০৭	১৪৩৬	১৯১	১৫২৯৬
১৯৯১-৯২	৯২৪	-	১৮২২	২৭৪৬	-	৩০৭	৩০৭	১৪৩০	১৮৪	১৫১৬২
১৯৯২-৯৩	৮৮৪	-	১৮২২	২৭০৬	-	২৮৭	২৮৭	১৩৭২	১৭২	১৪৭০৬
১৯৯৩-৯৪	৮৮৪	-	১৮২২	২৭০৬	-	২৭৫	২৭৫	১৩৫৯	১৫২	১৪৫৪৪
১৯৯৪-৯৫	৮৮৪	-	১৮২২	২৭০৬	-	২৭৯	২৭৯	১৩২৩	১৫৫	১৪৩৬৭
১৯৯৫-৯৬	৮৮৪	-	১৮২২	২৭০৬	-	২৭২	২৭২	১২৭৭	১৫৩	১৩৮১৭
১৯৯৬-৯৭	৮৮৪	-	১৮২২	২৭০৬	-	২৮৪	২৮৪	১২৪৫	১৫২	১২৭৭৩
১৯৯৭-৯৮	৯০১	-	১৮৩২	২৭৩৪	-	২৭৫	২৭৫	১২৬৪	১৪৬	১১৯৪৩
১৯৯৮-৯৯	৯০১	-	১৮৩২	২৭৩৪	-	২৭৯	২৭৯	১২৮৭	১৩৯	১১১৫২
১৯৯৯-০০	৯৩৬	-	১৮৩২	২৭৬৮	-	২৬৮	২৬৮	১২৮২	১৩৭	১০৯২৯
২০০০-০১	৯৩৬	-	১৮৩২	২৭৬৮	-	২৭৭	২৭৭	১২৭৫	১৩৬	১০৭৭৮
২০০১-০২	৯৩৬	-	১৮৫৫	২৭৯১	-	২৭৭	২৭৭	১২৭২	১৩৫	১০৬৩১
২০০২-০৩	৬৬০	৩৬৫	১৮৫৫	২৮৮০	-	২৭৫	২৭৫	১২৭৩	১৩৭	১০৬০৫
২০০৩-০৪	৬৬০	৩৬৫	১৮৩০	২৮৫৫	-	২৭৩	২৭৩	১৩৪৭	৬৪	১০৩২৮
২০০৪-০৫	৬৬০	৩৬৫	১৮৩০	২৮৫৫	-	২৮৬	২৮৬	১৩৪৪	৬২	১০২৩৬
২০০৫-০৬	৬৫৯	৩৬৫	১৮৩০	২৮৫৫	-	২৮৫	২৮৫	১৩৪১	৬২	১০২৪৬
২০০৬-০৭	৬৫৯	৩৭৫	১৮০১	২৮৩৫	-	২৮৫	২৮৫	১৩৮৫	৩১	৯৪৩৭
২০০৭-০৮	৬৫৯	৩৭৫	১৮০১	২৮৩৫	-	২৮৫	২৮৫	১৩৮৫	৩১	৯৪০৯
২০০৮-০৯	৬৫৯	৩৭৫	১৮০১	২৮৩৫	-	২৭৯	২৭৯	১৪৫১	৩৫	৮৯৯৮
২০০৯-১০	৬৫৯	৩৭৫	১৮০১	২৮৩৫	-	২৮৬	২৮৬	১৪৭২	৩৩	৯৯৭০
২০১০-১১	৬৫৯	৩৭৫	১৭৫৭	২৭৯১	-	২৫৯	২৫৯	১২৪২	১৭	৮৮৬০
২০১১-১২	৬৫৯	৩৭৫	১৮৪৩	২৮৭৭	-	২৬৪	২৬৪	১৪৫৫	৩৩	৯৯৭৪
২০১২-১৩	৬৫৯	৩৭৫	১৮৪৩	২৮৭৭	-	২৫৮	২৫৮	১৪৭২	৩৩	৯৮৭৯
২০১৩-১৪	৬৫৯	৪১০	১৮০৮	২৮৭৭	-	২৯৩	২৯৩	১৪৭৬	৩৩	৯৭০১
২০১৪-১৫	৬৫৯	৪১০	১৮০৮	২৮৭৭	-	২৮২	২৮২	১৪৭৪	৩৩	৯৬০১
২০১৫-১৬	৬৫৯	৪১০	১৮০৮	২৮৭৭	-	২৯৬	২৯৬	১২১৩	৩১	৯৩০৩
২০১৬-১৭	৬৫৯	৪১০	১৮০৮	২৮৭৭	-	২৭৩	২৭৩	১৩৮১	২৯	৮৮৯৭
২০১৭-১৮	৬৭৭	৪৩৩	১৮৪৬	২৯৫৬	-	২৭২	২৭২	১৫৭৭	৫৩	৮৬৮৯
২০১৮-১৯*	৬৭৭	৪৩৩	১৮৪৬	২৯৫৬	-	২৭২	২৭২	১৫৭৭	৫৩	৮৬৯৫

উৎসঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে। * সাময়িক।

পরিশিষ্ট ২৮: রেলওয়ে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামাল

(হাজার)

বছর	মোট টন পরিবহন	টন কিলোমিটার	যাত্রী বহন	যাত্রী কিলোমিটার
১৯৭২-৭৩	২৮৩০	৪০৮১০৫	৬৩৬৫৫	১৭৩৯৭০১
১৯৭৩-৭৪	২৭৬৮	৩৬৮৬০৩	৭২৯৩৬	২০৭০২০৫
১৯৭৪-৭৫	২৮৯৪	৩৮১১৫২	৮২৬৩৪	২৫২৩৮১৩
১৯৭৫-৭৬	৩৩৩৩	৪৫৬৮৫১	৯৩৮১৯	২৭৭২৪৪৫
১৯৭৬-৭৭	৩১১০	৪৩৫৬৯২	৯৪৪৪৯	২৮৭৯৩৩০
১৯৭৭-৭৮	৩৫১০	৪৮০৭৪২	৯৬২০৭	৩১১০৪২৯
১৯৭৮-৭৯	৩১৮৪	৫১২২৭৫	৮৯৭৫৫	৩০০৩৩০৮
১৯৭৯-৮০	৩১৩১	৫২২৭১১	৮৮৫৪৫	৩১৮০৭১৬
১৯৮০-৮১	২৯৩৭	৪৮১০৮০	৮৯২৯৭	৩২২৯৫৫৭
১৯৮১-৮২	৩১৭৯	৫১৬৪৪৮	৯০৩৫৩	৩৩৩৪০২৫
১৯৮২-৮৩	২৯৯৮	৮১৩৮৭০	১০৫৬৩৯	৬৪২৭১২৮
১৯৮৩-৮৪	২৯৩৯	৭৭৮৬২৭	৯৮৮৭২	৬২৮৩৫০৮
১৯৮৪-৮৫	৩০০৯	৮১২৮৯৭	৯০৩২৩	৬০৩১৩৫২
১৯৮৫-৮৬	২৩৪১	৬১২২২৫	৮২০০২	৬০০৫২৬৩
১৯৮৬-৮৭	১৯০০	৫৮১৮২৮	৭২৩১১৭	৬০২৪২০৬
১৯৮৭-৮৮	২৫১৮	৬৭৮২৬৭	৫৩০০৩	৫০৫২১৮২
১৯৮৮-৮৯	২৪৯৫	৬৬৫৯৩৯	৫০৭৯৭	৪৩৩৮৩১৩
১৯৮৯-৯০	২৪১০	৬৬৩৪৭৮	৫৫৩৮১	৫০৬৯৫৬৭
১৯৯০-৯১	২৫১৭	৬৫০৯৯৩	৪৮৩৮৭	৪৫৮৬৮৫৫
১৯৯১-৯২	২৫০৬	৭১৮৩৮৮	৫২২৯৫	৫৩৪৭৭৭৫
১৯৯২-৯৩	২৩৯৫	৬৪১৪৪১	৫০২৭৮	৫১১১৮৮২
১৯৯৩-৯৪	২৪৬৯	৬৪০৮১০	৪৪৫১৫	৪৫৭০০৭৬
১৯৯৪-৯৫	২৭২৯	৭৫৯৭৭৮	৩৯৬৪৫	৪০৩৭২০৮
১৯৯৫-৯৬	২৫৫১	৬৮৯০২৩	৩২৭১০	৩৩৩৩২৪৫
১৯৯৬-৯৭	২৯৩৬	৭৮২৪২৯	৩৭৪৯৪	৩৭৫৩৬১৪
১৯৯৭-৯৮	৩০৩৮	৮০৩৮৪৯	৩৮৩০০	৩৮৫৫৪৯৯
১৯৯৮-৯৯	৩৪১৮	৮৯৬৩৯৭	৩৭২৩৯	৩৬৭৮২৬২
১৯৯৯-০০	২৮৮৯	৭৭৭১৬১	৩৮৬৩৪	৩৯৪০৬৮৮
২০০০-০১	৩৪৬৫	৯৩৭৮৭৭	৪১২১২	৪২০৯১৮৬
২০০১-০২	৩৬৬৭	৯৫১৮২১	৩৮৭১৬	৩৯৭১৮৪২
২০০২-০৩	৩৬৬৬	৯৫১৯৮৭	৩৯১৬২	৪০২৪২০৬
২০০৩-০৪	৩৪৭৩	৮৯৫৫০০	৪৩৪৩৫	৪৩৪১৪৭০
২০০৪-০৫	৩২০৬	৮১৬৮১৮	৪২২৫৪	৬১৬৪১৩৩
২০০৫-০৬	৩০৫৭	৮২০৪৮৬	৪৪৫২০	৪৩৮৭৪৪৭
২০০৬-০৭	২৯৬৭	৭৭৫৫৭৫	৪৫৭৫৮	৪৫৮৬০৩৯
২০০৭-০৮	৩২৮২	৮৬৯৫৯১	৫৩৮১৬	৫৬০৯২৪৩
২০০৮-০৯	৩০১০	৮০০১৫৯	৬৫০২৯	৬৮০০৭৩৩
২০০৯-১০	২৭১৪	৭৭০০৬৪	৬৫৬২৭	৭৩০৫০০০
২০১০-১১	২৫৫৪	৬৯২৬৪০	৬৩৫৩৬	৮০৫১৯২০
২০১১-১২	২১৯২	৫৮২১০৭	৬৬১৩৯	৮৭৮৭২৩৪
২০১২-১৩	২০১০	৫২৫৩৭৩	৬২৫৯৭	৮২৫৩৪২০
২০১৩-১৪	২৫২৪	৬৭৭৩৫৯	৬৪৯৫৮	৮১৩৪৬৯৬
২০১৪-১৫	২৫৫৫	৬৯৩৮৩৬	৬৭৩৪২	৮৭১১৩৬৩
২০১৫-১৬	২১৪৪	৪৫৪৬০২	৭০৮৩১	৯১৬৭১৮০
২০১৬-১৭	৩৮৭০	১০৫২৬৭	৭৭৮০১	১০০৪০৬৬
২০১৭-১৮	৪৫৫৪	১২৩৬৫০	৯৮৬৪৭	১২৯৯৩৯২
২০১৮-১৯*	৩৯৬০	১০৭৫১৪	৯২৭০৫	১৩৩৭৭৩৩

উৎসঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে। * সাময়িক।

পরিশিষ্ট ২৯: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথ

(কিলোমিটারে)

বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা সড়ক	উপজেলা সড়ক	মোট সড়ক
১৯৭২	২৪৫০	১১৫৯	৫৬৬	-	৪১৭৫
১৯৭৩	২৫০০	১১৯৬	৫৭০	-	৪২৬৬
১৯৭৪	২৫৪০	১২৩০	৫৭৫	-	৪৩৪৫
১৯৭৫	২৫৭০	১২৩০	৫৮২	-	৪৩৮২
১৯৭৬	২৬০০	১২৫০	৫৮৫	-	৪৪৩৫
১৯৭৭	২৬৩০	১৩৫২	৫৮৯	-	৪৫৭১
১৯৭৮	২৬৬৫	১৪১১	৫৯৫	-	৪৬৭১
১৯৭৯	২৭০০	১৮১৮	৬৩৪	-	৫১৫২
১৯৮০	২৭৩২	১১৮৮	২১১৪	-	৬০৩৪
১৯৮১	২৭৬০	১২০৫	২৩৭৬	-	৬৩৪১
১৯৮২	২৭৬০	১২১৫	২৫৮১	-	৬৫৫৬
১৯৮৩	২৭৭৩	১২১৫	১৮২৫	৩৫২২	৯৩৩৫
১৯৮৪	২৭৮০	১২১৭	২৮৩৩	৩৬২২	১০৪৫২
১৯৮৫	২৮১৯	১২২৯	২৮৪৭	৪০১১	১০৯০৬
১৯৮৬	২৮২৬	১৩২৫	২৮৩৮	৪১৯৬	১১১৮৫
১৯৮৭	২৮৩৪	১৩৩১	২৯০৭	৪৭৪৪	১১৮১৬
১৯৮৮	২৮৭০	১৩৬৫	৩০৫৩	৫০৩৩	১২৩২১
১৯৮৯	২৯০৫	১৪৯৫	৩১৫৯	৫৪০১	১২৯৬০
১৯৯০	২৯২৯	১৫৫৩	৩২৪৫	৫৯০২	১৩৬২৯
১৯৯১	২৯২০	১৬৩১	৯৫৫৩	-	১৪১০৪
১৯৯২	২৯০৮	১৬৫০	১০০৯৮	-	১৪৬৫৬
১৯৯৩	২৯২০	১৬৬৭	১০৬৬৩	-	১৫২৫০
১৯৯৪	২৯২০	১৬৮৭	১১০৬৩	-	১৫৬৭০
১৯৯৫	২৯২০	১৭০০	১১৪৫০	-	১৬০৭০
১৯৯৬	২৯২০	১৭০০	১২৯৩৪	-	১৭৫৫৪
১৯৯৭	২৯২০	১৭০০	১৫৬৬৫	-	২০২৮৫
১৯৯৮	৩১৪৪	১৭৪৬	১৫৯৬৪	-	২০৮৫৪
১৯৯৯	৩০৯০	১৭৫২	১৬১১৬	-	২০৯৫৮
২০০০	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	-	২০৭৯৯
২০০১	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	-	২০৭৯৯
২০০২	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	-	২০৭৯৯
২০০৩	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	-	২০৭৯৯
২০০৪	৩৭২৩	৪৮৩২	১৩৮২৩	-	২২৩৭৮
২০০৫	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	-	২১৫৭১
২০০৬	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	-	২১৫৭১
২০০৭	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	-	২১৫৭১
২০০৮	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	-	২১৫৭১
২০০৯	৩৪৭৭	৪১৬৫	১৩২৪৮	-	২০৮৯০
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	-	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	-	২১০৪০
২০১২	৩৫৩৮	৪২৭৬	১৩৪৫৮	-	২১২৭২
২০১৩	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	-	২১৪৫৪
২০১৪	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	-	২১৪৫৪
২০১৫	৩৫৪৪	৪২৭৮	১৩৬৫৯	-	২১৪৮১
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	-	২১৩০২
২০১৭	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	-	২১৩০২
২০১৮	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	-	২১৩০২
২০১৯	৩৯০৬	৪৪৮৩	১৩২০৭	-	২১৫৯৬
২০২০	৩৯০৬	৪৭০৭	১৩৪২৩	-	২২০৯৬

উৎসঃ ক) ২০০৫ সাল পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রোড নেটওয়ার্ক ডাটাবেস বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী।
খ) ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তথ্য 'বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ অনুযায়ী।
গ) ২০০৯ খেকে ২০১৫ পর্যন্ত সওজ ডাটাবেজ অনুযায়ী।
ঘ) Maintenance and Rehabilitation Needs Report of 2012-2013 for RHD Paved Roads, HDM Circle, RHD.

পরিশিষ্ট ৩০.১: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা (২০০৫-২০১১)

	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা							
ক) মোট	৮০৩৯৭	৮২০২০	৮১৪৩৪	৮২২১৮	৮১৫০৮	৭৮৬৮৫	৮৯৭১২
খ) সরকারি	৩৭৬৭২	৩৭৬৭২	৩৭৬৭২	৩৭৬৭২	৩৭৬৭২	৩৭৬৭২	৩৭৬৭২
গ) বেসরকারি	৪২৭২৫	৪৪৩৪৮	৪৩৭৬২	৪৪৫৪৬	৪৩৮৩৬	৪১০১৩	৫২০৪০
১) নিবন্ধনকৃত*	২২৭০৫	২৩১৯১	২৩২৯৩	২৩৩৪৬	২০০৬১	২০০৬১	২০১৬৮
২) নিবন্ধনকৃত নয়	৯৪৬	১১৪০	৯৭৩	৯৬৬	৮১৯	৬৬৬	১৪৮৫
৩) অন্যান্য**	১৯০৭৪	২০০১৭	১৯৪৯৬	২০২৩৪	২২৯৫৬	২০২৮৬	৩০৩৮৭
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা							
ক) মোট	১৬২২৫৬৫৮	১৬৩৮৫৮৪৭	১৬৩১২৯০৭	১৬০০১৬০৫	১৬৫৩৯৩৬৩	১৬৯৫৭৮৯৪	১৮৪৩২৪৯৯
খ) বালক	৮০৯১২২১	৮১২৯৩১৪	৮০৩৫৩৫৩	৭৯১৯৮৩৭	৮২৪১০২৬	৮৩৯৪৭৬১	৯১৩৯১৮০
গ) বালিকা	৮১৩৪৪৩৭	৮২৫৬৫৩৩	৮২৭৭৫৫৪	৮০৮১৭৬৮	৮২৯৮৩৩৭	৮৫৬৩১৩৩	৯২৯৩৩১৯
৩. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা							
ক) মোট	১৬২০৮৪	১৬২২২৭	১৮২৩৭৪	১৮২৮৯৯	১৮২৮০৩	২১২৬৫৩	২০১৯০০
খ) পুরুষ	৯০৩৪৪	৮৬৮০০	৯০৮৫৩	৮৬৪৪৬	৮৩১৮৮	৮৮৫০৩	৭৭২৭৫
গ) মহিলা	৭১৭৪০	৭৫৪২৭	৯১৫২১	৯৬৪৫৩	৯৯৬১৫	১২৪১৫০	১২৪৬২৫

উৎসঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

* কমিউনিটি বিদ্যালয়সহ ** অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে এবতেদায়ি মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রা্থমিক বিদ্যালয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (ব্র্যাক সেন্টার, আরওএসসি, শিশু কল্যাণ ২০১১ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।) । ২০১৫ সালের উপাত্ত সাময়িক এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হিসাবে নতুন জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় ও পরীক্ষণ বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৩০.২: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা (২০১২-২০১৯)

	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯*
১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা								
ক) মোট	১০৪০১৭	১০৬৮৫৯	১০৮৫৩৭	১২২১৭৬	১২৬৬১৫	১৩৩৯০১	১৩৪১৪৭	১২৯২৫৮
খ) সরকারি	৩৭৬৭২	৩৭৭০০	৬৩০৯৬	৬৩৬০১	৬৪১৭৭	৬৫০৯৯	৬৫৫৯৩	৬৫৬২০
গ) বেসরকারি	৬৬৩৪৫	৬৯১৫৯	৪৫৪৪১	৫৮৫৭৫	৬২৪৩৮	৬৮৮০২	৬৮৫৫৪	৬৩৬৩৮
১) নিবন্ধনকৃত*	২২১০১	২৩৮৭৬	১৯৩	২১৮	২৪৭	২৯২	১৩৪	১৪২
২) নিবন্ধনকৃত নয়	১৯৪৯	২৭৯৯	১৭৪৪	১৯২৬	২২৯৪	৩০০১	৪৫৭০	৪৭৫৪
৩) অন্যান্য**	৪২২৯৫	৪২৪৮৪	৪৩৫০৪	৫৬৪৩১	৫৯৮৯৭	৬৫৫০৯	৬৩৮৫০	৫৮৭৪২
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা								
ক) মোট	১৯০০৩২১০	১৯৫৮৪৯৭২	১৯৫৫২৯৭৯	১৯০৬৭৭৬১	১৮৬০২৯৮৮	১৭২৫১৩৫০	১৭৩৩৮১০০	২০১২২৩৩৭
খ) বালক	৯৪৬৩১০৮	৯৭৮০৯৫২	৯৬৩৯০৯৫	৯৩৬৯০৭৯	৯২২৭৫৮০	৮৫০৮০৩৮	৮৫৩৯০৬৭	৯৮৪৩৪৯৩
গ) বালিকা	৯৫৪০১০২	৯৮০৪০২০	৯৯১৩৮৮৪	৯৬৯৮৬৮২	৯৩৭৫৪০৮	৮৭৪৩৩১২	৮৭৯৯০৩৩	১০২৭৮৮৪৪
৩. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা								
ক) মোট	২১৪৬৫৮	২১৩৭৯১	৩১৯৩৯৪	৩২২৭৬৬	৩৪৩৩৪৯	৩৪৮৫৮৪	৩৪৯২১৭	৩৫৬৩৬৬
খ) পুরুষ	৭৯৩৩৯	৭৬৪৫৭	১২৭৩১৮	১২৩২২৫	১২৮১০২	১২৬১৩১	১২৫১০০	১২৬৪৩০
গ) মহিলা	১৩৫৩১৯	১৩৭৩৩৪	১৯২০৭৬	১৯৯৫৪১	২১৫২৪৭	২২২৪৫৩	২২৪১১৭	২২৯৯৩৬

উৎসঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

* কমিউনিটি বিদ্যালয়সহ ** ২০০৫ অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে এবতেদায়ি মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রা্থমিক বিদ্যালয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (ব্র্যাক সেন্টার, আরওএসসি, শিশু কল্যাণ ২০১১ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।) । ২০১৫ সালে চা বাগান, মন্দির/মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্র, সমাজকল্যাণ ভিত্তিক, মূক ও বধির, অন্ধদের বিদ্যালয়, জেলখানা সংলগ্ন, চট্টগ্রাম হিলট্রাক্টস বিদ্যালয়, কওমী মাদ্রাসা ইত্যাদি নতুন ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮ সালের তথ্যঃ মোট সরকারি বিদ্যালয় ৬৫৫৯৩ = সরকারি প্রাথমিক ৩৮৯১৬ + নতুন জাতীয়করণকৃত ২৬৬১৩ এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয় ৬৪।

পরিশিষ্ট ৩১.১ (ক): মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বছর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা						
	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
নিম্ন মাধ্যমিক	৪৩২২		৩৩৭৮	৩৪৫৮	৩৪৯৪	৩০৫৬	২৯৮৯
মাধ্যমিক	১৪১৭৮	১৫৪৪৯	১৫৩৪২	১৫২৯৮	১৫৫৮৯	১৫৯৮৪	১৬০৮১
উচ্চ মাধ্যমিক	১৮১৩	১৮৬১	১৮৪২	১৮২৩	১৯৩২	১৮৩৪	১৯২৮
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	১৩৪	১৪০	১৪৭	১৫৪	১৭১	১৭১	১৭১
সার্ভে ইন্সটিটিউট	--	--	--	২	২	২	২
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	--	--	--	৩৫	৪০	৪৩	৪৩
টেক্সটাইল ইন্সস্টিটিউট	--	--	--	২৯	২৯	২৯	২৯
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সস্টিটিউট	--	--	--	৫০	৫০	৫০	৫০
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইন্সস্টিটিউট	--	--	--	১০৪	১০৯	১০৯	১০৯
মেরিন টেকেনোলজি	--	--	--	১	১	১	১
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্স	১	১	১	১	১	১	১
গ্রাফিক আর্টস ইন্স	১	১	১	১	১	১	১
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	৬৪	৬৪	৬৪	৮০	৯০	৯০	৯০
পিটিআই	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪
এসএসসি-ভোকেশনাল (স্বতন্ত্র)	--	--	--	১৩৫	১৩৮	১৩৮	১৩৮
এইচএসসি-বিএম (স্বতন্ত্র)	--	--	--	৪৯৭	৫৩৭	৫৩৭	৫৮০
দাখিল	৬৬৮৫	৬৭৯৮	৬৯৬৮	৬৭৭৯	৬৭৭১	৬৬৬০	৬৬৬৯
আলিম	১৩১৫	১৩৪৫	১৩৭৯	১৪০১	১৪৮৭	১৪৮৬	১৪০১
ফাজিল	১০৩৯	১০৪০	১০৬৬	১০১৩	১০২২	১০২১	১০৫৬
কামিল	১৭৫	১৭৮	১৮২	১৯১	১৯৫	১৯৪	২০৪
পালি এন্ড টোল কলেজ	১২৪	১২৪	৯৫	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ	১৪৮	১৪৮	১৩২	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩১.১ (খ): মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বছর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা							
	২০১২	**২০১৩**	**২০১৪**	**২০১৫**	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**	**২০১৯**
নিম্ন মাধ্যমিক	২৮৬৯	২৮৬৯	২৪১২	২৩৯৪	২৩২৪	২৫৩৩	২৩৮৫	২৩৮০
মাধ্যমিক	১৬৩৩৯	১৬৩৩৯	১৭২৭২	১৭৪৩২	১৭৫২৩	১৭৩১৫	১৭৪৫৪	১৭৬৫০
উচ্চ মাধ্যমিক	১৯৩৬	১৯৩৬	২২৫৪	২৩৫৪	২৪১৯	২৫৫৭	২৬০৩	২৬৪৯
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	২১৮	২১৮	৩০০	৩৩৭	৪৩৯	৪৩৯	৪৩৯	৪৩৯
সার্ভে ইন্সটিটিউট	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	৮১	৮১	৮১	১৩৪	১৬৪	১৬৪	১৬৪	১৬৬
টেক্সটাইল ইন্সস্টিটিটিউট	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সস্টিটিটিউট	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫১	৫১
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইন্সস্টিটিটিউট	১০৯	১০৯	১০৯	১০৯	১৮৩	১৮৩	১৮৩	১৮৩
মেরিন টেকেনোলজি	১	১	১	১	১	১	১	১
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্স	১	১	১	১	১	১	১	১
গ্রাফিক আর্টস ইন্স	১	১	১	১	১	১	১	১
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	১৬৭	১৭০	১৭০	১৭২	১৭২	১৭২	১৭৪	২১৬
পিটিআই	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯
এসএসসি-ভোকেশনাল (স্বতন্ত্র)	১৬৯	১৬৯	১৬৯	১৬৯	১৬৯	১৬৯	১৬৯	১৭৫
এইচএসসি-বিএম (স্বতন্ত্র)	৫৭৬	৫৭৬	৫৭৬	৬৭৫	৬৭৫	৬৭৫	৬৭৫	৭২২
দাখিল	৬৭৪৫	৬৭৪৫	৬৫৮২	৬৭৬৫	৬৫৫৮	৬৫৫৩	৬৫৫৩	৬৫৪১
আলিম	১৪৪২	১৪৫০	১৪৮২	১৪৮০	১৪৭৮	১৪২৯	১৪৪২	১৩৯৪
ফাজিল	১০৪৯	১০৫৬	১০৫৫	১০৫৩	১০৫৪	১০৮৭	১০৮৫	১০৮৯
কামিল	২০৫	২০৫	২২২	২২১	২২৪	২৩৪	২৪৪	২৫৪ (৩)
পালি এন্ড টোল কলেজ	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৪	৯৪
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ	১২৮	১২৮	১২৮	১২৯	১২৯	১২৯	১২৯	১২৯

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩১.২ (ক): মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বছর ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা						
	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
নিম্ন মাধ্যমিক	৩৬১২২	২৩৬৯৩	২৩৯৪৭	২৪৬০৮	২৫১৮৫	২২১৩১	২২২৩৫
মাধ্যমিক	২০২০৩৬	২১৫৭৩৮	১৮৪২৩৬	১৮৪৮৮৮	১৮৮২৯৭	১৯৫৮৮০	২০১৩২০
উচ্চ মাধ্যমিক	৩৫৪০৮	৩৫০৪২	৩৩৪৭৪	৩১৯০৬	৩৩৮৩৯	৩৩৪৪৭	৩৫৮৮১
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	১৬৫৪	১৮৬৮	২৩৩৮	২৮০৯	২৮৬০	২৮৭৭	৩৩৯৫
সার্ভে ইন্সটিটিউট	--	--	--	১৫	১৫	৩৫	৩৫
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	--	--	--	৭৮৮	৮২২	৮৫৮	৮৬১
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট	--	--	--	২৮৩	২৮৪	২৯০	২৯৭
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	--	--	--	৩৫৬	৩৫৬	৩৬২	৩৬৬
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	--	--	--	৮৪৭	৮৬২	৮৬৯	৮৭০
মেরিন টেকেনোলজি	--	--	--	৫০	৫০	৫০	৫০
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট	১০	১২	১৩	১৫	১৪	১৮	১৮
গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট	১৬	১৪	১১	১১	১০	১৪	১৪
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	৭৯২	৭৯২	১০৭২	১৩৫৪	১৩৭০	১৩৭৭	১৩৭৬
পিটিআই	৫১৭	৫২৪	৫৩০	৫৩২	৫৩৮	৫৩৮	৬২৯
এসএসসি-ভোকেশনাল (স্বতন্ত্র)	--	--	--	২০৩৮	২০৪১	২০৭৪	২০৭৯
এইচএসসি-বিএম (স্বতন্ত্র)	--	--	--	৪৩৯৮	৫০৭৭	৫০৮০	৫০৮৯
দাখিল	৯৮১২৩	৯৮২১৪	৯৪৯২২	৯১৬৩১	৬৪২৮২	৬৪৭৯১	৬৪৪৭১
আলিম	২৫৬৩৪	২৫৯৪৪	২৫৬৪৫	২৫৩৪৭	২১১২৪	২১৬৩৬	২০৮৯৫
ফাজিল	২৩৩৩৬	২৩৪৫৬	২২০৭২	২০৬৮৭	১৬৯১৮	১৭২২৪	১৭৪৩২
কামিল	৪৮৭৪	৫০৬০	৫০২৮	৪৯৯৬	৪১৩৩	৪১৯৬	৪৩৭৯
পালি এন্ড টোল কলেজ	৪৬০	৪৬৫	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫২	৩৫৩
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ	৪৮৭	৪৯২	৪৩০	৪৩০	৪৩০	৪৪২	৪৪৬

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩১.২ (খ): মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বছর ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা							
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
নিম্ন মাধ্যমিক	২০৭৩৩	২১২৬১	১৮৬১৮	১৯৩৪২	১৯০২০	২৩৭৫৫	২০৬২৩	২০৪১৮
মাধ্যমিক	২০০৩১০	২০৪৯৮৮	২১৪৩৭৬	২২৩৭৭৫	২২৪৫৩৩	২২০১২৫	২১৩৫৪২	২২৬৪২৭
উচ্চ মাধ্যমিক	৩৩৮৪৩	৩৪৯০০	৩৭২৩৫	৩৯৭৭৭	৪১৩৩৫	৪২৯৯৮	৪২৪০৩	৪৫৫০০
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	৪৪৫২	৪৪৬২	৪৪৬৫	৫৭৫৭	৬২৫১	৬২৬৬	১১৮৩১	১২০১৮
সার্ভে ইন্সটিটিউট	৫৪	৫৪	৫৫	৫৮	৫৯	৬১	৬৩	৬৮
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	১২৯২	১২৯২	১২৯৫	১৩০৪	১৩০৯	১৩১৩	১৭০৬	২০২৬
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট	৫১৩	৫১৩	৫১৪	৫২৩	৫২৩	৫২৩	৫৩০	৫৩৪
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	৩৪০	৩৫৫	৩৫৬	৩৪৬	৩৪৮	৩৫৪	৪৬৭	৫৪৩
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	৯৫৩	৯৫৩	৯৫৫	৯৬২	৯৬৫	৯৭০	১৩৪২	১৫৪৭
মেরিন টেকেনোলজি	৫০	৫০	৫০	৫২	৫২	৬০	১২০	১২০
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট	২১	২১	২১	১৩	১৫	১৬	১৬	১৬
গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট	১৪	১৬	১৬	১৭	১৭	১৯	৪৬	৪৫
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	২৮১৩	২৮১৩	২৮১৫	২৩১০	২৩১২	২৩১৭	৪০১৫	৪২৩০
পিটিআই	৬৩২	৬৩২	৬৩৩	৬৩৩	৭০৩	৭০৬	৭৪২	৭৫৮
এসএসসি-ভোকেশনাল (স্বতন্ত্র)	১৯৭৬	২০১২	২০১৫	১৯৭৮	১৯৮৬	১৯৮৮	২৬৪৩	২৬৫০
এইচএসসি-বিএম (স্বতন্ত্র)	৫২৯৫	৫২৯৮	৫৩১৫	৫৯৬৩	৫৯৬৬	৫৯৭০	৯৬৬২	১১৩৭৭
দাখিল	৬৪০৩৫	৬৪০৬২	৮৭৫৯১	৬৬৮০১	৬৬৩৭৬	৬৭৭৪২	৬৫৩৭৫	৬৭৪১১
আলিম	২০৭৭২	২০৭৮৫	২৭২৩০	২২৮৮৪	২২৭৫২	২১৯১৭	২০৬৯১	২০৯৯১
ফাজিল	১৮৬৭৭	১৮৬৯৭	২২৩৩৬	১৯৩৭৬	১৯২৩৪	১৮৯৫১	১৮৫৫৪	১৯৫২১
কামিল	৪২৪৪	৪২৯২	৫৫৯২	৪৯৭২	৫০০৬	৫১৫১	৫২৯৮	৫৬৫৪
পালি এন্ড টোল কলেজ	৩৫৫	৩৫৭	৩৫৭	৩৫৭	৩৫৮	৩৫৮	৩৫৩	৩৫৩
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ	৪৯৩	৪৯৯	৪৯৯	৪৯৯	৫০১	৫০১	৪৩৯	৪৩৯

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩১.৩ (ক) : মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা (২০০৬-২০১২)

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বছর ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা						
	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
নিম্ন মাধ্যমিক	৫৭৭৩৬৬	৫৩৬৫৫০	৪৯৫৭৩৫	৫৩৬৭৫৪	৪৩৪৯০৭	৪৪৪৭৫১	৪২৮৬৯৭
মাধ্যমিক	৬৮৪১৮১৩	৬৩৯০৫৬	৬৩২৪০১৩	৬৮২০০৩৯	৭০৩০৮৬৭	৭০৬৫৪৬৭	৭৫০৮৫৩৮
উচ্চ মাধ্যমিক	২৬৫৬৮৯	৩২৫০৭৬	৩৪৯৮২১	৩৫১২৪৫	৪৬৮৭৪৫	৫২৫৪৪৩	৫৫০৫৭৯
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	২৯৪৯০	৫২৮৪৬	৭৬২০২	৭৬৫৪০	৮৩৯৪০	১০২৭৭৮	১৩৬৯৬২
সার্ভে ইন্সটিটিউট	--	--	৭১৪	৭১৪	৮৪০	৮২২	১২৪১
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	--	--	৬৬৭৬	৬৯৮৬	৯১৩৯	৯৭৪৬	২৫৯৬০
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট	--	--	৯৬৮৩	৯৭৫২	৯৯৪৮	১০০০৫	১০০১০
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	--	--	৫৫৮৮	৫৫৮৮	৫৭৫৬	৫৮৪৮	৫৫১০
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট	--	--	১৯৯৮৫	২০১৭৬	২৪২২১	২৭৩২৬	২৮৮৯০
মেরিন টেকেনোলজি	--	--	৭৩০	৭৩০	৬৬৬	৬৬৬	৬৭০
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট	৮২৮	৮৫৮	৮৮৮	৯১৬	৮৮৪	১০১১	১০১৮
গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট	৪৫০	৪৮৭	৫৪৪	৫৭২	৫৭৫	৫৫০	৬৮২
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	১৩৫৫৮	১৮৫৬৮	২৯৩৬৯	২৯৩৭০	৩৭৯০৪	৩৮৪৩৬	৬৪২৩৬
পিআই,টি,	১৩১২৬	১৩১৭৬	১৩২৬৬	১৪০৩৬	১১৩৪৪	১৩২৬৬	১৩২৬৬
এসএসসি-ভোকে:(স্বতন্ত্র)	--	--	১৯২০৬	২২৩৬৮	২১৯৯১	২২০০৭	২৪৪২৬
এইচএসসি- বিএম (স্বতন্ত্র)	--	--	৫৭৬৭০	৭৫২২৫	৭৫৯৮৭	৯৭৭২৯	১০৫৩০৩
দাখিল	২২৫২০৯১	২২৩২৫২১	২২৩৭০১০	২৩৮৬১১৩	২৪৪৪৫৬৮	২৩৮২৪৩৩	২৩২০১৪৫
আলিম	৫৫৪৬৫৩	৫৫০০৫১	৬১১৬৫৪	৬৮৫০৯২	৭১৯৩৩২	৬৭৫৭৯২	৬৭৯০৯৭
ফাজিল	৫২৯৪৯৭	৫২৭৬৫১	৫৪৮২৯০	৫৮১৮৩৯	৬০৪৪৭১	৬১৭৭২৩	৬২৭৯৮৯
কামিল	১৩৫৮৪৩	১৩৬৫৫১	১৬২৫২৪	১৬৪৭৫৩	১৭২৪৭০	১৭৭৯৭৫	২১০২৯৭
পালি এন্ড টোল কলেজ	৭০৮৩	৭১০৭	৭১৭৯	৭০৪১	৭১০৭	৭০৩৭	৭০৭৩
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ	৪৩১৩	৪৩৫৯	৪৬৫৮	৪৬৫৮	৪৬৬৪	৪৬৬৬	৪৬৭৩

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩১.৩ (খ) : মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমুলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা (২০১৩-২০১৮)

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বছর ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা						
	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
নিম্ন মাধ্যমিক	৪২৯০২২	৩৬৭৫১০	৩৯৫২১৬	৩৮৪৯৮৬	৪৩৫৮৪০	৪৩৮৯০৩	৪৫১৪৪৯
মাধ্যমিক	৭৫১৯৭১২	৮৭৯২৮৫৫	৯২৯৪৯৪৯	৯৭২০৯৪২	৯৮০৪২৩৩	৯৯৪৩৯২১	৯৮০৩০২৮
উচ্চ মাধ্যমিক	৫৫২৯২৯	৫৯০৯৪৮	৬২৭১৬৭	৬৪১২৩৪	৬৪৯৮২৪	৭৪১২৯৫	৭৮১৪৪৭
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	১৩৬৯৭৫	১৩৮১৫০	১৯১৭০৪	২০৩৮১০	২১৫৬৫১	২৫০৭৭০	২৫১০১০
সার্ভে ইন্সটিটিউট	১২৫৫	১২৬০	১২৫৩	১২৫৮	১২৬৪	১২৭৭	১২৯২
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	২৫৯৬০	২৫৯৬৫	৩৩৮৭৯	৩৩৮৯০	৩৮১৮৭	৩৮২৯৭	৩৮৬৫৬
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট	১০০১০	১০০২২	১০১৩৪	১০১৩৮	১০১৩৮	১০১৪৩	১০১৬৬
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	৫৬২২	৫৬২৫	৫৫২৪	৫৫২৭	৫৫৪৪	৭৭৬৭	৯৯৬৫
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট	২৯১১০	২৯১১৮	২৯৫০০	৩০১১০	৩০১২৬	৩০১৬৫	৩০২৯০
মেরিন টেকেনোলজি	৬৭০	৬৭০	৯১৬	৯১৬	৭৭৫	৭৭৬	৭৭৮
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট	১০৫১	১০৫২	১০৪৮	১০৫৮	১১২২	১০০৮	১০১০
গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট	৭১০	৭১২	৬৯৫	১০৫৭	১১৪৪	১১৯৬	১২৩৬
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	৪২৬৯৪	৪২৭১২	৬৪৯৩৪	৬৪৯৪০	৬৫২২৪	৯২৪০৬	১০৩৮৪১
পিআই,টি,	১৩২৮৭	১৩২৮৭	১৩৮৭	৭৬০০	৭৭৪৭	১০০৬৫	১১৭৩১
এসএসসি-ভোকে:(স্বতন্ত্র)	২৪৬৫৪	২৪৬৬২	২৪৪৩৩	২৪৪৪৬	২৪৪৫৪	২৬৫৯১	২৬৬০২
এইচএসসি- বিএম (স্বতন্ত্র)	১০৫৭৭৮	১০৫৭৮৪	১২৪২৬৬	১৩৪২৭৪	১৩৪২৮৬	১৬৬৮৭০	১৮১১৪৪
দাখিল	২৩২৪৪৯১	২২৭৫৯৪৪	২২৫৭৩৬৯	২২৫১১৯৩	২২৪০৮০৮	২২৬১৭১৯	২২৪৫৬২৭
আলিম	৬৭৯৮৯৭	৬৯১৭৬২	৬৯৪২৯৬	৬৯৮৬৮৪	৬৬৫০২৪	৬৫৪৭৭৭	৬৪১৮০৮
ফাজিল	৬২৮৬২৩	৬২৬৭৭০	৬৩৭৫১৯	৬৪২১০১	৬৪৫১২৬	৬২৯২৮৭	৬৩৩৯৭৮
কামিল	২১২২৮০	২২০৮০৪	২৩৯৬১৩	২৪০৩১৫	২৪৪৫২১	২৭১৪৬৫	২৮৪৯২৩
পালি এন্ড টোল কলেজ	৭১৩৮	৭১৩৮	৭১৩৮	৭১৪৬	৭১৪৬	৮৭৮	১৩২৭
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ	৪৬৮৫	৪৬৮৫	৪৬৮৫	৪৬৯২	৪৬৯২	১৫৫৭৩	১৫৮৬৪

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩২.১ : উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	**বছর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা**														
	২০০৫	**২০০৬**	**২০০৭**	**২০০৮**	**২০০৯**	**২০১০**	**২০১১**	**২০১২**	**২০১৩**	**২০১৪**	**২০১৫**	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**	**২০১৯**
সাধারন কলেজ (সরকারি)	২৪১	২৪১	২৪০	২৩৮	২৪১	২৪৩	২৪০	২৫০	২৫০	২৬০	২৬৫	২৮১	২৮৩	৫৫৭	৫৩৭
সাধারন কলেজ (বেসরকারি)	১০৬১	১০৯৫	১১৫৬	১২১৬	১২২০	১৩০৪	১২৬৪	১৩৬১	১৩৬১	১৪৭১	১৪৯৪	১৫৩৮	১৫৭৯	১৩৩৫	১৩৬৫
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৯	১০	১০	১১	১১	১১	১১	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৬	১৬	১৬
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৩	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৫	৫	৫	৫
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৬	৬	৭	৭	৭	৭	৭	৭
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারিসহ)	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	৪	৪
ভেটেনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি		১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৫	৫	৫	৬	৮	৮	৮	৮	৯	৯	৯	৯	৯	১০	১০
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি)	৫৪	৫১	৫৪	৫৬	৫৯	৫১	৫৪	৫৮	৬৭	৭৬	৮৩	৯০	৯২	১০১	১০১
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	৯৯	১০১	১১০	১১০	১১২	১১২	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৯	১১৯	১১৯
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	৪২	৪২	৪২	৪৫	৪৮	৪৮	৬৩	৭১	৭৫	৭৫	৯৩	১০৪	১০৬	১১১	১১৩
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয়	৯	৯	৯	১১	১১	১১	১৩	১৩	১৫	১৫	৩২	৩৪	৩৫	৩৫	৩৫
আইন মহাবিদ্যালয়	৭০	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৮০	৮০
হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়	৩০	৩০	৩০	৩০	৩৮	৩৮	৩৮	৪৫	৪৫	৪৫	৫২	৫২	৬৩	৬২	৬৩
শারীরিক শিক্ষা কলেজ	২৭	২৯	২৯	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩০	৩০	৩০
লেদার টেকনোলজি	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
মিউজিক কলেজ	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	৩	৩
টেক্সটাইল কলেজ	১	১	১	৪	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	১১	১১	১১	১১
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩২.২ (ক): উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বছর ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা						
	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
সাধারন কলেজ (সরকারি)	১০৬৪২	১০৩৭৯	১০১১৬	১০৬৪২	১০২২৬	৯৮৪৭	১১৫১২
সাধারন কলেজ (বেসরকারি)	৪৩৪৩৯	৪৪৫৬৬	৪৫৬৯৩	৫০৩৫৯	৪৯৫১৩	৬৬২৭৪	৫০২১৮
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৪৭৪২	৪৭৪২	৪৭৫২	৫১২৮	৫৩৬৩	৫৪৮০	৫১২১
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৭৮২	৭৯২	৮০২	৮২২	৮৮২	৯১৭	১৫৯৬
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৯৬৮	১০২৯	১০৯১	১১৯০	১৩০৯	১৩৪৮	১০০৩
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারিসহ)	৫৫৪	৫৬২	৫৭০	৮৪০	৮৪২	৬৬১	৭৭০
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়	২৯০	৩৪২	৩৫০	৩৫০	৩৮৮	৪২১	৪৩৪
ভেটেনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি	৪৮	৫০	৬০	৬০	৬০	৮৩	৫৩
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৬১৮	৬২৬	৬৩৫	৮২১	১০৪০	১০১৭	৮৪৫
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি)	৫৭৫৯	৪০০৯	৪৭০৬	৪৭০৬	৫৩৩৪	৫৮৮৫	৮০৬৩
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	১২৪৮	১৪৫৮	১৪৬০	১৩৪৯	১৪৭২	১৫৯৪	১৫৯৪
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	২২৬০	২২৫৫	২২৫৫	২৫১৪	২৫৫৪	২৭৩৮	২৭৯৪
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয়	২৬৯	২৬৯	৩০৩	৩২১	৩৪০	২৫৪	২৬০
আইন মহাবিদ্যালয়	৬২৪	৬২৪	৬৭০	৬৭৫	৬৯০	৬৩৪	৬৩৮
হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়	৪৬৯	৪৬৯	৪৭০	৪৭২	৪৬৫	৪৬৫	৪৭০
শারীরিক শিক্ষা কলেজ	২৭৭	২৭৭	২৮৩	৩১৯	৩৪২	২৮১	২৮১
লেদার টেকনোলজি	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৬
মিউজিক কলেজ	২০	২৪	২৯	৩০	৩০	২০	২০
টেক্সটাইল কলেজ	৩০	২৯	৩১	৩১	৩২	৫৭	৮৯
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩২.২ (খ): উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বছর ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা						
	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
সাধারন কলেজ (সরকারি)	১১৫২০	১২৫১১	১২৫৯২	১৩৩৪২	১৩৭৮০	২৫৯৪৮	২৫৯৪৮
সাধারন কলেজ (বেসরকারি)	৫৫৮৮২	৫৫৮৮৫	৫৯২৪৩	৬২৬৬০	৬৪১৫৬	৫৫১৬৭	৫৫১৬৭
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৫২৮৬	৫২৮৬	৭১৩৬	৭৩২৯	৭৭৮৮	৭৭৪৫	৭৭৪৫
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	১৬০৫	১৬০৫	১১৫৮	১২১০	১২৩৩	১২৪৬	১২৪৬
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	১৩৭৬	১৩৭৬	১৫৭৮	১৬৮০	১৮০৪	১৯০৮	১৯০৮
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারিসহ)	৭৯৬	৭৯৬	৮৮০	৮৮৭	৮৯৪	৮৫১	৮৫১
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়	৪৪২	৪৪২	৪৫০	৪৫৮	৪৮৮	৫১৯	৫১৯
ভেটেনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি	৬২	৬২	৯৮	১০৮	১১৭	১৩১	১৩১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	১০৩৪	১০৩৪	১৬৩৫	১৬০৪	১৭৩৮	১৮৯৯	১৮৯৯
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি)	৮৪৮৫	৮৪৮৫	১৩৩৮৪	১৩১৩০	১৪৮৯৯	১৫০৭৫	১৫০৭৫
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	১৫৯৪	১৫৯৪	১৬০১	১৬০৪	১৬১৪	১২৫১	১২৫১
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	২৮৫৬	২৮৫৬	৪৯১৯	৪৯৫০	৪৯৭১	৫০৭০	৫০৭০
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয়	২৬৫	২৬৫	২৮৬	২৯০	২৯৭	৩১৪	৩১৪
আইন মহাবিদ্যালয়	৬৪২	৬৪২	৬৪০	৬৪০	৩৬৯	৬৩৫	৬৩৫
হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়	৪৭৪	৪৭৪	৫১১	৫১২	১১১১	৬৯৯	৬৯৯
শারীরিক শিক্ষা কলেজ	২৮৫	২৮৫	২৮৫	২৮৫	২৮৬	১৬৫	১৬৫
লেদার টেকনোলজি	১৬	১৬	১৭	১৭	১৭	১৮	১৮
মিউজিক কলেজ	২০	২০	২০	২০	২০	৩৬	৩৬
টেক্সটাইল কলেজ	৯০	৯০	৯৭	৯৭	১১১	১০৭	১০৭
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	৬৯	৬৯	৪৩	৪৩	৪৫	৩৯	৩৯

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩২.৩ (ক): উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরন	বছর ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা						
	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
সাধারন কলেজ (সরকারি)	৫০৩৫৪০	৬০৯৪৮০	৭১৫৪২০	৮০৫০৩৩	৮৫৫৫৫৯	৯০৬০৮৪	১১৬৫৩৮৯
সাধারন কলেজ (বেসরকারি)	৫৯৯৪২৮	৬৯৪৯১০	৭৯০৩৯২	৮৫৫৭০০	৯৫৩৩৪৬	১০৫০৯৯২	১৩২৮৩৫২
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	১১১৭৪১	১১৪২৫৪	১১৬৭৭০	১১৩৩২৬	১১৮৯০৭	১২২৫১৪	৩৪১৭০১
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৬৫৭২	৬৭৩২	৬৮৯১	৭৭২১	৭৭২৫	৯১৬৫	১৯৮২৬
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	১৪৭১৪	১৪৮২৭	১৪৯৪০	১৫৭১০	১৮০১৩	১৬৪৪৮	২০৪৩৪
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারিসহ)	১৩৭৪১	১৮৭৭৬	২৩৮১৩	২৬৩৬৩	২৬৯৯৪	২১৮৫১	২৮৩০৮
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়	১০২৫	১২৩৫	১৪৪৫	১৪৫২	১৬১৬	১৭০৬	১১৪৫
ভেটেনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি	৩৩৬	৩২৫	৩১৫	৩৭৪	৩৭৫	৬২০	৭৯৯
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী)	৮৩৫৫	৯৫৬২	১২৩০১	১৫০৯৮	১৭৬২৬	২০৩৩১	১৯৭৭৩
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি)	১২৪২৬৭	১৬৮৭৭৫	১৬৯৬০০	১৮৫০০১	২১২৩১৫	২৪৬৫৩২	২৯৭০৫৫
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	১৯২৪৮	২০১৪২	২১০৩৬	২১০৩৬	২২৪৩১	১৯২৪৮	১৯৩০৮
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	১৮৬৮৫	২০৭৫৭	২১৮৩২	২২৫১৮	২৩২৭৫	২৬৮৮০	২৯৭২৬
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয়	১২১৬	১১৯৬	১২৬০	১৩৯০	১৩৯৬	১২২৬	১২৪৮
আইন মহাবিদ্যালয়	১৮৪৫২	১৮০৬২	১৭৬৭৫	১৭৮৮১	১৭৯৩৯	১৭৬৭৫	১৮২৪২
হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়	১৫১৭০	১৫১৭০	১৫১৭০	১৫১৭০	১৪৭৫৭	১৫৯৬৬	১৮০২৮
শারিরীক শিক্ষা কলেজ	৩৫০২	৩৫২২	৩৫৩০	৩৬২৬	৪২১৮	৩৫০৮	৩৫১৩
লেদার টেকনোলজি	৪৩৫	৪৩৫	৪৩৫	৪৫২	৪৬৬	৪৩৫	৪৩৬
মিউজিক কলেজ	১২০	১৭৬	২৩৩	৩৪০	৩৪২	২৩৩	৩১৪
টেক্সটাইল কলেজ	৭৮১	৭০৫	৬২৮	৬৭৬	৭১৩	৭৮০	৮৬০
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	৫৪২	৫৪২	৫৪২	৫৪২	৫৪২	৫৪২	৫৪৪

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩২.৩ (খ): উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরন	বছর ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা						
	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
সাধারন কলেজ (সরকারি)	১১৭৫৩৮০	১৩১৬৮৬৬	১৩৩৬১৩২	১৩৮৮৯০১	১৪০৫০৩০	২১২৩৫৩৪	২১৬০৭৭১
সাধারন কলেজ (বেসরকারি)	১৩৩০২২০	১৫৯৮৫৬৯	১৭১৫৫৭০	১৭৩৭৬৪৯	১৮১৮১০৬	১৪১৩৬১২	১৪৪২৯৯২
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৩৪৫৬২৪	৩৪৫৬২৪	৪০৮৩০৯	৪৩৯৭৯৯	৪৩২৩৮৫	৪৮৯৪৪৮	৭০৬৯৫৭
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	২০২২৬	২০২২৬	১২০৯৫	১৩১৫৭	১৩২১৩	১৪০০১	১৫২৮৬
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	২০৫৮৬	২০৫৮৬	২৫৭৭৫	২৫৫০১	২৬৫৩৭	২৮১৭১	২৭৪৯৬
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারিসহ)	২৮৫২৩	২৮৫২৩	২৯২৭২	২৯৪৬৯	২৯৫৭৯	১০৩২৫৩	২৮৬০৭
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়	১২৬৬	১২৬৬	১৯২৮	৩০১৭	৩৪০৯	৩৮৬৭	২৪৪৪
ভেটেনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি	৮০৪	৮০৪	৮৯১	১২০০	১২৮৫	১২১৬	১১০২
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী)	২১০৯১	২১০৯১	৩১৮৮২	৩৫০১৩	৪২৬৫৯	৪৯৮৭৩	৫০৪৩৮
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি)	২৯৮২০২	২৯৮২০২	৩৬২৭৩৯	৩৫৩৭৭১	৩২৬৯১০	৩৩৮৪৮৫	৩৪৭৪৬৬
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	১৯৪৩৬	১৯৪৩৬	১৯৩১৪	১৯৩৩০	১৯৩৪৫	৯১২৭	১২৪৮৭
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	২৯৮৪৪	২৯৮৪৪	৩৩৭৮৪	৩৬৭৫৬	৪৩৮৮১	৪৫৩৮৮	৪৫৩৮৮
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয়	১২৬২	১২৬২	৮০৪৪	৮১৮০	৬৩২৬	৬৮৫৩	৬৮৬৭
আইন মহাবিদ্যালয়	১৮৪০২	১৮৪০২	১৮২৭২	১৮২৭৮	১৮৪৭০	২৩৩৯৫	২৩৩৯৫
হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়	১৮১২৪	১৮১২৪	১৮৮৪১	১৮৮৪৯	২৬২০১	২৭২৬৪	২৮৮৫১
শারিরীক শিক্ষা কলেজ	৩৫৭২	৩৫৭২	৩৫২৪	৩৫৪৮	৩৬৩৫	১২০৬	৩০৩৯
লেদার টেকনোলজি	৪৩৮	৪৩৮	৪৩৮	৪৪০	৪৪০	৪৪০	৫৭৫
মিউজিক কলেজ	৪১৪	৪১৪	৪১৪	৪১৪	৪১৪	৩৭২	৪২৪
টেক্সটাইল কলেজ	৮৭১	৮৭১	৮৬৬	৮৭২	৮৮২	১১৯৬	১২১০
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	৫৫২	৫৫২	২২৪৭	২২৪৮	২২৫৪	১৪৪৭	৩৪৫৩

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৩: সরকারি হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, ডাক্তার, নার্স ও শয্যা সংখ্যা

বছর	ডিসপেনসারি	হাসপাতাল ও ডিসপেনসারিতে শয্যা	রেজিস্টার্ড ডাক্তার	রেজিস্টার্ড নার্স	রেজিস্টার্ড ধাত্রী	যক্ষ্মা ক্লিনিক	থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৯৮০-৮১	১৩৯৯	১৫৮৪৫	১০০৮১	৩০১৪	১৩৫৩	৪৪	৩০৬
১৯৮১-৮২	১৩৯১	১৬১৭১	১২৩০৬	৩৭৩৪	২২০১	৪৪	৩১৬
১৯৮২-৮৩	১২৭৫	১৬২৭৭	১২৭৩৬	৪৫০০	২৯৩৪	৪৪	৩৩২
১৯৮৩-৮৪	১২৭৫	১৭৪০৮	১৩৯৪৪	৫১৬৪	৩৬৮৮	৪৪	৩৩৭
১৯৮৪-৮৫	১২৭৫	২০১২৬	১৪৯৪৪	৫৩০৩	৪০৩১	৪৪	৩৪৩
১৯৮৫-৮৬	১২৭৫	২০৯২৬	১৫৯৪৪	৫৯০৫	৫৫৫৮	৪৪	৩৪৪
১৯৮৬-৮৭	১২৭৫	২১১২৬	১৬০২৬	৬৭১৬	৫১৪১	৪৪	৩৪৪
১৯৮৭-৮৮	১২৭৫	২১৯২৬	১৬৭৯৩	৭৩৮৫	৫৭৯৯	৪৪	৩৪৪
১৯৮৮-৮৯	১২৭৫	২২০৪৬	১৯৩৪০	৮০৫৬	৬৫৫৬	৪৪	৩৪৫
১৯৮৯-৯০	১২৭৫	২২০৯০	১৯৩৪০	৯২৭৪	৭০৩৫	৪৪	৩৫১
১৯৯০-৯১	১২৭৫	২৩৮৭০	২০৩৯৬	৯২৭৪	৭৪৮৫	৪৪	৩৫১
১৯৯১-৯২	১২৭৫	২৩৮৭০	২০৩৯৬	৯২৭৪	৭৪৮৫	৪৪	৩৫১
১৯৯২-৯৩	১৩৬২	২৭১১১	২১৪৫৫	১১০৬১	৯৩৬৩	৪৪	৩৪৭
১৯৯৩-৯৪	১৩৬২	২৭৪০১	২১৭৪৯	১২০২৫	১০১০৪	৪৪	৩৫৪
১৯৯৪-৯৫	১৩৬২	২৭৫৪৪	২৩৮০৫	১৩০০০	১১০০০	৪৪	৩৬৫
১৯৯৫-৯৬	১৩৬২	২৮২০৪	২৪৩৩৮	১৩৮০০	১১২০০	৪৪	৩৭২
১৯৯৬-৯৭	১৩৬২	২৯১০৬	২৬৫৩৫	১৩৮০০	১৩৫০০	৪৪	৩৯৭
১৯৯৭-৯৮	১৩৬২	২৯৮৫০	২৭৫৪৬	১৫৪০৮	১৩৫০০	৪৪	৪০২
১৯৯৮-৯৯	১৩৬২	৩০৬২৯	২৮৩১২	১৬৯৭২	১৪৯১৫	৪৪	৪০২
১৯৯৯-০০	১৩৬২	৩১৮৭২	৩০৮৬৪	১৭৪৪৬	১৫২৩৫	৪৪	৪০২
২০০০-০১	১৩৬২	৩১৯৭২	৩১৯৫২	১৭৯২২	১৫৬৫২	৪৪	৪০২
২০০১-০২	১৩৬২	৩২০২২	৩২৪৯৮	১৮১৩৫	১৫৭৯৪	৪৪	৪০২
২০০২-০৩	১৩৬২	৩২৪৫৯	৩৪৫০২	১৯০৬৬	১৬৫৫৩	৪৪	৪০২
২০০৩-০৪	১৩৬২	৩৪৬৯৩	৩৬৫৭৬	১৯৫০০	১৭৬২২	৪৪	৪০৩
২০০৪-০৫	১৩৬২	৩৫৫৭৯	৪০২১০	২০০০৯	১৮০৩৭	৪৪	৪০৬
২০০৫-০৬	১৩৬২	৩৭৬৬১	৪২০১০	২০১০০	১৮৯৫৮	৪৪	৪১৩
২০০৬-০৭	১৩৬২	৩৮২১১	৪৪৬৩২	২০১২৯	১৯৯১১	৪৪	৪১৯
২০০৭-০৮	১৩৬২	৪১১০৭	৪৯৬০৮	২৩২৬৬	২১৯৩৬	৪৪	৪২১
২০০৮-০৯	১৩৬২	৪১১০৭	৫১৯৯৩	২৪১৫১	২২৬৫৩	৪৪	৪২২
২০০৯-১০	১৩৬২	৪৩৯৯৬	৫২৮৮৪	২৫৬০৪	২৪০৩৪	৪৪	৪২৪
২০১০-১১	১৩৬২	৩৯৬৩৯	৫৩০৬৩	২৫০১৮	২৩৪৭২	৪৪	৪৬৩
২০১১-১২	১৩৬২	৪১৬৫৫	৫৮৯৭৭	২৮৭৯৩	--	৪৪	৪৬৩
২০১২-১৩	১৩৬২	৪৫৬২১	৬৪৪৩৪	৩০৫১৬	--	৪৪	৪৬৩
২০১৩-১৪	১১৮৪	(বেসরকারিসহ) ৯৪৩১৮	৭১৯১৮	৩৩১৮৩	২৭০০০	৪৪	৪২৪
২০১৪-১৫	সরকারি: ১৯৬২	(বেসরকারিসহ) ১২৩১৭৭	৭৪০৯৯	৩৯০৪১	২৭০০০	৪৪	৪২৪
২০১৫-১৬	১৩৬২	১২৭৩৬০	৮৫৫৮৭ (ডেন্টালসহ)	৪৬৫০৭	----	৪৪	৪২৪
২০১৬-১৭	১৩৬২	১৩৭০২৪	৯৩৭৬৩ (ডেন্টালসহ)	৫৪৪৫৯	----	৪৪	৪২৪
২০১৭-১৮	১৩৬২	(বেসরকারিসহ) ১৪২৯৫৭	৯৪৯২৬ (ডেন্টালসহ)	৫৬৬৫৯	----	৪৪	৪২৪

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৪: জনমিতিক পরিসংখ্যান

পঞ্জিকা বছর	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন, ১ জানুয়ারি)	জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (%)	স্থুল জন্মহার (হাজারে)	স্থুল মৃত্যুহার (হাজারে)	শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	মোট উর্বরতা হার (মহিলা প্রতি)	প্রত্যাশিত গড় আয়ুস্কাল
১৯৮১	৮৯.৯	২.২৮	৩৪.৬	১১.৫	১১১	৫.০৪	৫৪.৮
১৯৮২	৯১.৪	২.২৫	৩৪.৮	১২.২	১২২	৫.২১	৫৪.৫
১৯৮৩	৯৩.৩	২.২৫	৩৫.০	১২.৩	১১৭	৫.০৭	৫৪.৯
১৯৮৪	৯৫.৩	২.২৩	৩৪.৮	১২.৩	১১৯	৪.৮৩	৫৪.৮
১৯৮৫	৯৭.৪	২.২৫	৩৪.৬	১২.০	১১২	৪.৭১	৫৫.১
১৯৮৬	৯৯.৫	২.২৬	৩৪.৪	১২.১	১১৬	৪.৭০	৫৫.২
১৯৮৭	১০১.৭	২.১৮	৩৩.৩	১১.৫	১১৩	৪.৪২	৫৬.৪
১৯৮৮	১০৩.৯	২.১৯	৩৩.২	১১.৩	১১০	৪.৪৫	৫৬.০
১৯৮৯	১০৬.২	২.১৮	৩৩.০	১১.৩	১০২	৪.৩৫	৫৬.০
১৯৯০	১০৮.৬	২.২৩	৩২.৮	১১.৪	৯৪	৪.৩৩	৫৬.১
১৯৯১	১১১.৫	২.১৮	৩১.৬	১১.২	৯২	৪.২৪	৫৬.১
১৯৯২	১১৩.৩	২.০৩	৩০.৮	১১.০	৮৮	৪.১৮	৫৬.৩
১৯৯৩	১১৫.৫	১.৯৩	২৮.৮	১০.০	৮৪	৩.৮৪	৫৭.৯
১৯৯৪	১১৭.৫	১.৮৭	২৭.০	৯.৩	৭৭	৩.৫৮	৫৮.০
১৯৯৫	১১৯.৩	১.৮১	২৬.৫	৮.৭	৭১	৩.৪৫	৫৮.৭
১৯৯৬	১২১.২	১.৭৬	২৫.৬	৮.২	৬৭	৩.৪১	৫৮.৯
১৯৯৭	১২৩.০	১.৬৪	২১.০	৫.৫	৬০	৩.১০	৬০.১
১৯৯৮	১২৪.৮	১.৫৬	১৯.৯	৫.১	৫৭	২.৯৮	৬১.৫
১৯৯৯	১২৬.৬	১.৪৮	১৯.২	৫.১	৫৯	২.৬৪	৬২.৭
২০০০	১২৮.৪	১.৪০	১৯.০	৪.৯	৫৮	২.৫৯	৬৩.৬
২০০১	১৩০.৫	১.৪০	১৮.৯	৪.৮	৫৬	২.৫৬	৬৪.২
২০০২	১৩২.০	১.৫০	২০.১	৫.১	৫৩	২.৫৫	৬৪.৯
২০০৩	১৩৩.৯	১.৫০	২০.৯	৫.৯	৫৩	২.৫৭	৬৪.৯
২০০৪	১৩৫.৯	১.৫০	২০.৮	৫.৮	৫২	২.৫১	৬৫.১
২০০৫	১৩৭.৮	১.৪৯	২০.৭	৫.৮	৫০	২.৪৬	৬৫.২
২০০৬	১৩৯.৮	১.৪৯	২০.৬	৫.৬	৪৫	২.৪১	৬৬.৫
২০০৭	১৪১.৮	১.৪৮	২০.৯	৬.২	৪৩	২.৩৯	৬৬.৬
২০০৮	১৪৩.৮	১.৪৫	২০.৫	৬.০	৪১	২.৩০	৬৬.৮
২০০৯	১৪৫.৮	১.৩৬	১৯.৪	৫.৮	৩৯	২.১৫	৬৭.২
২০১০	১৪৭.৭	১.৩৬	১৯.২	৫.৬	৩৬	২.১২	৬৭.৭
২০১১	১৪৮.৭	১.৩৭	১৯.২	৫.৫	৩৫	২.১১	৬৯.০
২০১২	১৫১.৭	১.৩৬	১৮.৯	৫.৩	৩৩	২.১২	৬৯.৪
২০১৩	১৫৪.৭	১.৩৭	১৯.০	৫.৩	৩১	২.১১	৭০.৪
২০১৪	১৫৬.৮	১.৩৭	১৮.৯	৫.২	৩০	২.১১	৭০.৭
২০১৫	১৫৮.৯	১.৩৭	১৮.৮	৫.১	২৯	২.১০	৭০.৯
২০১৬	১৬০.৮	১.৩৬	১৮.৭	৫.১	২৮	২.১০	৭১.৬
২০১৭	১৬২.৭	১.৩৪	১৮.৫	৫.১	২৪	২.০৫	৭২.০
২০১৮	১৬৪.৬	১.৩৩	১৮.৩	৫.০	২২	২.০৫	৭২.৩
২০১৯	১৬৬.৫০	১.৩২	১৮.১	৪.৯	২১	২.০৪	৭২.৬

উৎসঃ এসভিআরএস ২০১৯, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। *০১ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রাক্কলিত জনসংখ্যা। **০১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. তারিখে প্রাক্কলিত জনসংখ্যা।

পরিশিষ্ট ৩৫.১: রাজস্ব আয় (১৯৮৭-৮৮ থেকে ১৯৯৬-৯৭)

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আয়	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
(ক) কর আয়										
১। বহিঃ শুল্ক	১৬১৮	১৮২০	২১৬৬	২৩২৮	২৮২০	২৮৩৫	৩০৭০	৩৬৭০	৩৯০০	৪২৫২
২। আবগারী শুল্ক	১১৭২	১৪০০	১৭০০	১৭১৩	১৩৬০	৩২০	১৭৫	১৮০	১৮০	২০৭
৩। আয় কর	৬৬৪	৭৫০	৮৭৫	১০৭১	১৩০০	১৭২০	১৭৩৫	১৫৬০	১৫১০	১৭৩৫
৪। বিক্রয় কর	৫২৫	৫৪০	৫৩১	৮২৩	--	--	--	--	--	--
৫। মূল্য সংযোজন কর	--	--	--	--	১৬৭৫	২৫০০	২৭৭৫	৩২৭৫	৩৭৪২	৪৪৪০
৬। ভূমি রাজস্ব	৮৯	৮৫	১১৪	৬০	৮৫	১০০	১২০	১৫০	১৭০	১৮৫
৭। সম্পূরক শুল্ক	--	--	--	--	২০	৯৪৫	১২৯০	১৪৫০	১৭০০	২১৭৩
৮। নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প	১৭০	১৭০	১৭৭	১৮৭	২৫১	৩১২	৩৫৫	৪২০	৪৭৭	৫২৭
৯। যানবাহন আয়	২০	২০	৩৫	৩৫	৪০	৫০	৬০	৮৫	১১০	১৩০
১০। রেজিস্ট্রেশন	৬০	৬৩	৭০	৭০	৮০	৯৬	১২০	১৩০	১৫০	১৬৫
১১। মাদক শুল্ক	--	--	--	২০	২৫	২২	২৫	২৫	২৬	২৭
১২। অন্যান্য কর ও শুল্ক	৪৯	৪৮	১১৩	৭৬	৮৫	১৩০	১৫৫	১৬৫	২৬৮	২৩৩
মোট কর হতে আয় (ক):	**৪৩৬৭**	**৪৮৯৬**	**৫৭৮১**	**৬৩৮৩**	**৭৭৪১**	**৯০৩০**	**৯৮৮০**	**১১১১০**	**১২২৩৩**	**১৪০৭৪**
(খ) কর বহির্ভূত আয়										
১৩। সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও মুনাফা	১৩৫	১৮৫	১২৮	১৬৩	৩২০	৪২৯	৪১৮	৬৫৪	৫২৬	৫২৫
১৪। সরকারী অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও মুনাফা	৮০	৭০	৫০	২৭৬	৩৮১	৩৬০	৪১৫	২২৭	২১৯	২১৬
১৫। সুদ হইতে প্রাপ্ত আয়	২২৫	২২০	৩৪৫	৩০০	৩০০	৩৫০	৩৫০	৪৬৫	৪৫০	৫৩০
১৬। অর্থনৈতিক সেবা	৫২	৯২	১২০	১৩৩	১৩২	১৪০	১৬৩	৩০০	৩১১	৩১৬
১৭। সাধারণ প্রশাসন ও সেবা	১২২	১০৪	১০৯	১২৫	১৫৪	১৮১	২২০	২৪২	৩১০	৪১৪
১৮। যমুনা সেতু সারচার্জ ও লেভি	৫৮	৬০	৬৫	৭০	৮০	৪৫	৫৮	--	২	--
১৯। টি এন্ড টি বিভাগ (নিট)	৬৫	১১০	৮০	২৪৪	২৮৩	৩২৫	৪৫৯	৬৩৫	৬৫৯	৬৩০
২০। ডাক বিভাগ (নিট)	-২৮	-৩২	-২৭০	-২৪	-২৯	-৩০	-২৮	-২৮	-৩৬	-২৬
২১। রেলওয়ে (নিট)	-১৪৯	-১৫০	-১৩৯	-১৪৯	-১২৬	-১০০	-৯৫	-৯০	-১৫৯	-৮৯
২২। কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় সেবা	৬১	৭৮	৩৩	৪০	৪৯	৬৪	৬৯	৭৮	৯২	১০৩
২৩। সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা	৩৭	৪৪	৪৭	৫৫	৫৫	৭৮	৯৩	১০৮	১৪৩	১৫৮
২৪। যোগাযোগ ও পরিবহণ (অন্যান্য)	২৩	৪২	৪২	৪৮	৩৫	৪২	৪৩	৪৬	৬৮	৮৯
২৫। অন্যান্য কর বহির্ভূত রাজস্ব	৬৫	৮৯	১২৭	১৩১	১৩৩	১৪৩	১৮৫	৪০০	৬৪৪	১২৭
২৬। মূলধন উদ্ভূত রাজস্ব	৩১	১৩	১৭	২৪	৯	৩	৫০	৫৩	৫০	৭৮
২৭। সেচ, পানি সম্পদ, পরিবহণ ইত্যাদি	২	১	--	৩	--	--	--	--	--	--
মোট কর বহির্ভূত আয় (খ):	৭৭৯	৯২৬	৯৯৭	১৪৩৯	১৭৭৬	২০৩০	২৪০০	৩১০০	৩২৭৯	৩০৭১
মোট রাজস্ব (ক+খ)	**৫১৪৬**	**৫৮২২**	**৬৭৭৮**	**৭৮২২**	**৯৫১৭**	**১১০৬০**	**১২২৮০**	**১৪২১০**	**১৫৫১২**	**১৭১৪৫**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৫.২: রাজস্ব আয় (১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৪-০৫)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি								
১। আয় ও মুনাফার উপর কর	২১০০	২৩৩৫	২৯৮০	৩৬০০	৪১০০	৪৭৮৮	৫২৭০	৫৮৫০
২। সম্পত্তি কর ও সম্পদ হস্তান্তর কর	১১	১০	২	০	০	১	-	-
৩। মূল্য সংযোজন কর	৪৬৯২	৪৮০০	৫৪০৫	৬১৩২	৬৯৬০	৮০৭১	৮৫৭৫	১০৬০৫
৪। আমদানি শুল্ক	৪৪৬০	৪৭৫৫	৪৫৩৬	৪৭৭০	৫৩৫০	৫৮৭৫	৭৩০০	৮০০০
৫। আবগারী শুল্ক	২১৪	২০৫	২৪০	২৭৫	৩০০	৩১০	১৭০	১৫০
৬। সম্পূরক শুল্ক	২৩৮৪	২৫৪০	২৬৬৪	৩৩৬৩	৩৮৫০	৪৩৯০	৫৪৩০	৫৬০০
৭। অন্যান্য কর ও শুল্ক	২৩৯	২০৫	১৭৩	১৬০	১৭০	৩১৫	৩০৫	২৯৫
উপ মোট (ক):	**১৪১০০**	**১৪৮৫০**	**১৬০০০**	**১৮৩০০**	**২০৭৩০**	**২৩৭৫০**	**২৭০৫০**	**৩০৫০০**
(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি								
৮। মাদক শুল্ক	২৮	৪০	২৭	৪০	৩০	৩৫	৪০	৪৫
৯। যানবাহন কর	১১৫	১২৫	১১১	১৪৪	১৪৫	২২৫	২৪১	২৬৭
১০। ভূমি রাজস্ব	১৯৭	২১৫	২৬৬	২১৪	২১৪	২০৬	২৫৯	৩২৬
১১। স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল)	৫৬১	৬২৫	৬৯২	৭৯২	৮১১	৭৩৪	৭১০	৮১২
উপ মোট (খ):	**৯০১**	**১০০৫**	**১০৯৬**	**১১৯০**	**১২০০**	**১২০০**	**১২৫০**	**১৪৫০**
মোট করসমূহ হতে প্রাপ্তি (ক+খ):	**১৫০০১**	**১৫৮৫৫**	**১৭০৯৬**	**১৯৪৯০**	**২১৯৩০**	**২৪৯৫০**	**২৮৩০০**	**৩১৯৫০**
(গ) কর ব্যতীত প্রাপ্তি								
১২। লভ্যাংশ ও মুনাফা	৮১৫	১০১৭	১০৬৪	৭৭৪	১১৬২	৮৩২	১০৫৪	১১৬৫
১৩। সুদ	৫৭০	৫২৫	৫৪৭	৫৫০	৪৪৯	৭২৫	৭৫০	৬৩৬
১৪। রয়্যালটি এবং সম্পত্তি হইতে আয়	--	--	১	১	২	৭	--	--
১৫। প্রশাসনিক ফি	৮৮৯	৯০০	৮৮৭	১০২২	৮৭২	৭৭৯	৯৬৪	৯৮৮
১৬। জরিমানা দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	২৩	২৪	১১	১১	১১	৪১	৬২	৬৭
১৭। সেবা বাবদ প্রাপ্তি	১৪৩	১৫৮	২০০	২৫৬	২৭৪	৪৭২	৪৮২	৪৩৩
১৮। ভাড়া ও ইজারা	৫০	৬৬	৭৬	১২১	১২৫	১০৪	৭৮	৯২
১৯। টোল ও লেভি	৪৮	৫২	৪৩	৪৬	৫৭	৮৯	১৩৯	১৫১
২০। অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	১৪৩	১৩৯	১৬৫	২১৩	২৫২	২৯৬	৩১০	২৬৪
২১। প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	৯০	৯০	৭৩	১১১	১১৪	১২৬	১৩৩	২২৮
২২। কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	২৪১	১৩৮	২০৩	২৫২	২৩৮	৪৮১	৭১৫	৮৮২
২৩। রেলপথ	-৮১	-৭৫	-৭৬	-১৩৪	৩৯০	৪১৫	৪৫৩	৪৭৯
২৪। ডাক বিভাগ	-৪০	-৫১	-৩৮	-৭৫	১৩২	১৩৩	১৪৭	১৫০
২৫। তার ও টেলিফোন বোর্ড	৭৬৫	৭৬৭	১০১৮	১২৬০	১৬০৩	১৬০০	১৭০২	১৬৫০
২৬। মূলধন রাজস্ব	১২০	৯৫	৭৫	২৭৫	৫৯	৭০	১১১	৬৫
উপ মোট (গ):	**৩৭৭৬**	**৩৮৪৫**	**৪২৪৯**	**৪৬৮৩**	**৫৭৪০**	**৬১৭০**	**৭১০০**	**৭২৫০**
সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি (ক+খ+গ):	**১৮৭৭৭**	**১৯৭০০**	**২১৩৪৫**	**২৪১৭৩**	**২৭৬৭০**	**৩১১২০**	**৩৫৪০০**	**৩৯২০০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৫.৩: রাজস্ব আয় (২০০৫-০৬ হতে ২০১১-১২)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি							
১। আয় ও মুনাফার উপর কর	৬৯৬০	৮৯২৪	১১০০৫	১৩৫৩৮	১৬৫৬০	২২১০৫	২৮০৬১
২। মূল্য সংযোজন কর	১২৩৯৮	১৩৬৮৩	১৭০১৩	২০১১৬	২২৭৯৫	২৮২৭৪	৩৪৩০৪
৩। আমদানি শুল্ক	৮২৩৫	৮২৭৯	৯৩০০	৯৫৭০	১০৪৩০	১০৮৮৮	১২৬৩৪
৪। রপ্তানি শুল্ক	--	--	--	--	--	২৭	৩০
৫। আবগারী শুল্ক	১৬৩	১৮৫	২১৩	২৩৭	২৬১	২৭৫	৪৫০
৬। সম্পূরক শুল্ক	৬৩৯৪	৬০৯৫	৭৯৭০	৯১২১	১০৪৮৫	১৩৫৫৪	১৬২২০
৭। অন্যান্য কর ও শুল্ক	৩০৬	৩১৩	৪৬৯	৪১৮	৪৬৯	৪৭৭	৬৭১
উপ মোট (ক):	**৩৪৪৫৬**	**৩৭৪৭৯**	**৪৫৯৭০**	**৫৩০০০**	**৬১০০০**	**৭৫৬০০**	**৯২৩৭০**
(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি							
৮। মাদক শুল্ক	৪৫	৫০	৫০	৫২	৬০	৬০	৬৫
৯। যানবাহন কর	৩৩১	৩৬৭	৪৯৫	৫৫০	৬৭৫	৯০৫	৯০০
১০। ভূমি রাজস্ব	৩৮৪	৪০২	৩৬৪	৪০৯	৩৯২	৫২৫	৫৫০
১১। স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল)	৯৫৯	৯৪৯	১১৩৩	১৫১৫	১৮২৯	১৯৬২	২৪০০
উপ মোট (খ):	**১৭১৯**	**১৭৬৮**	**২০৪২**	**২৫২৬**	**২৯৫৬**	**৩৪৫২**	**৩৯১৫**
মোট করসমূহ হতে প্রাপ্তি (ক+খ):	**৩৬১৭৫**	**৩৯২৪৭**	**৪৮০১২**	**৫৫৫২৬**	**৬৩৯৫৬**	**৭৯০৫২**	**৯৬২৮৫**
(গ) কর ব্যতীত প্রাপ্তি							
১২। লভ্যাংশ ও মুনাফা	১২৭১	১৯৯৫	২৪৭৬	৩০৫৮	২৫৪৫	১৩৮২	২৫১৭
১৩। সুদ	৭৩২	১০৪৩	১১১০	৯৩৪	১৫৫১	২১৭৩	৬৯৬
১৪। প্রশাসনিক ফি	১১০৩	১১৯৫	১৪১৩	১৭৬৬	১৯৬০	২৫৬০	২৭৮২
১৫। জরিমানা দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	৭২	৮৪	১০৭	১৩২	১৭৬	২৮০	২৮৮
১৬। সেবা বাবদ প্রাপ্তি	৪৬৬	৪৫৮	৪৯২	৬৫২	৭৬৯	৮৪৪	৯৩৯
১৭। ভাড়া ও ইজারা	৯৮	১০৩	৯৬	১০৮	৮৬	১২৯	১২৫
১৮। টোল ও লেভি	১৫১	১৬৫	১৯০	৩৬০	৩২২	৩৭৫	৩৫০
১৯। অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	২৮৪	৩০৭	২৪৬	২৭৩	২৪৮	৩৩৮	৩৪০
২০। প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	৬৯৩	৭১৭	৬২৯	১৬৬৮	১৯৪২	২০২৮	১৮৮৪
২১। কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	১৩০৯	১৫৭৫	৩০৭২	৩৮০৭	৫০৯১	৫১০৬	৭৯০৪
২২। রেলপথ	৫২১	৫১৫	৫৬৩	৫৮০	৫৬৫	৬২৮	৫১৮
২৩। ডাক বিভাগ	১৫৮	১৮৯	১৯৯	২২০	২২০	২৩৭	২২৩
২৪। তার ও টেলিফোন বোর্ড	১৭৭২	১৮২২	১৮৮২	০	০	০	০
২৫। মূলধন রাজস্ব	৬৩	৫৭	৫২	৯৬	৫৩	৫৫	৩৪
উপ মোট (গ):	**৮৬৯৩**	**১০২২৫**	**১২৫২৭**	**১৩৬৫৪**	**১৫৫২৮**	**১৬১৩৫**	**১৮৬০০**
সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি (ক+খ+গ):	**৪৪৮৬৮**	**৪৯৪৭২**	**৬০৫৩৯**	**৬৯১৮০**	**৭৯৪৮৪**	**৯৫১৮৭**	**১১৪৮৮৫**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৫.৪: রাজস্ব আয় (২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি								
১। আয় ও মুনাফার উপর কর	৩৫৩০০	৪৪৩৭০	৪৮৬১৪	৫১৭৯৬	৬২৭৫৪	৭৭৭৩৬	৯৫১৬৭	১০২৮৯৪
২। মূল্য সংযোজন কর	৪০৪৬৬	৪৫৮৭৭	৪৯৫৭৩	৫৩৯১৩	৬৮৬৭৫	৮২৭১৩	১০৪৭৯৭	১০৯৮৪৬
৩। আমদানি শুল্ক	১৪৫২৮	১৩৪৩৩	১৫১০৩	১৭১১৯	২১৫৭১	২৬৫৩৮	৪৫২১৯	৪৭১৩৫
৪। রপ্তানি শুল্ক	৪০	৪১	৩১	৩৪	৩৩	৪০	৩১৩৯৩	৩১৬৮৪
৫। আবগারী শুল্ক	৯৯৭	১২০৩	৯৩৫	১০৩৩	১১৯৯	১৬৬৪	৪৬	৪৯
৬। সম্পূরক শুল্ক	১৯৯৬৯	১৯১৫৭	১৯৮৫২	২৫০৬৪	২৯৫১৯	৩৪৭৬৬	১৯৭৬	৫৩৪৫
৭। অন্যান্য কর ও শুল্ক	৯৫৯	৯১৯	৯২০	১০৪০	১২৪৫	১৫৪৩	১৪০২	১৫৪৭
উপ মোট (ক):	**১১২২৫৯**	**১২৫০০০**	**১৩৫০২৮**	**১৫০০০০**	**১৮৫০০০**	**২২৫০০০**	**২৮০০০০**	**৩০০৫০০**
(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি								
৮। মাদক শুল্ক	৭০	৭২	৯৫	৯৮	১৫০	৮৫	৯৮	১০৮
৯। যানবাহন কর	১১০০	১১৫৫	১২৪৮	১৩৫১	১৭২০	১৫৫০	১৪৩০	৭৫০
১০। ভূমি রাজস্ব	৫৭৪	৬৮৭	৭৯৭	৮২৯	১১২০	১২২০	১৪০২	১৪০০
১১। স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল)	২৮২১	৩২৬৪	৩৫০৯	৩১২১	৪২৬৯	৩৯৪৪	৬১৭৯	৯৭৯৮
১২। সারর্চাজ/১	-	-	-	-	-	৪০৩	৪৯১	৫১১
উপ মোট (খ):	**৪৫৬৫**	**৫১৭৮**	**৫৬৪৯**	**৫৪০০**	**৭২৬১**	**৭২০২**	**৯৬০০**	**১২৫৬৭**
মোট করসমূহ হতে প্রাপ্তি (ক+খ):	**১১৬৮২৪**	**১৩০১৭৮**	**১৪০৬৭৭**	**১৫৫৪০০**	**১৯২২৬১**	**২৩২২০২**	**২৮৯৬০০**	**৩১৩০৬৭**
(গ) কর ব্যতীত প্রাপ্তি								
১৩। লভ্যাংশ ও মুনাফা	৩৯২৮	৫০০৯	৩১০৪	৪৫৪৪	৩৭০৯	২৯৭১	২২৪১	৩৪৯০
১৪। সুদ	৮৭৮	১০২৫	৭৩৩	৭৫৫	২৯৩১	১৯৩৬	৫১৪০	৫৩০৯
১৫। প্রশাসনিক ফি	৪০০০	৪৪৩৯	৪৬৩৫	৪৭১৯	৪৮৫৮	৩৪১২	৪৩৬৬	৮৭৩৪
১৬। জরিমানা দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	৪৮১	৪৫৮	২৪৪	২৪১	৪২৫	৬৪৪	৫৫৬	২৫৪
১৭। সেবা বাবদ প্রাপ্তি	৯৮৬	৪৯০	৪৮১	৫৮৪	৬৪১	৫০৯৪	৬০৩৭	৭৬৯৪
১৮। ভাড়া ও ইজারা	১৪৮	১৫৯	১৬২	১৪৫	১৩৫	৭০০	৪৮৭	৪৯৯
১৯। টোল ও লেভি	৪৩২	৪৭৫	৪৯৫	৫৪৯	৯১৮	৬০৬	৬৫৮	৬৫৫
২০। অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	৩৭৯	৪১৩	৫০৭	৫০৩	৫৬৫	২৫২৩	১৮৩১	২৪৩৮
২১। প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	২৫৪২	২৫২৯	২৪৫৩	২১৫৪	২৩৪৫	৯৩১৬	৫৩৬৭	৫৮০৩
২২। কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৭৬৫৮	১০০৮৬	৮৩৭৩	৬২৭২	৭৮২২	-	৩৩০	১২৬
২২। রেলপথ	১০৭০	১০০০	১১০০	১২০৪	১৫১০	-		
২৪। ডাক বিভাগ	২৫০	২৯৪	২৯৪	২৭৪	৩১০	-	-	-
২৫। তার ও টেলিফোন বোর্ড	০	০	২৭৪	০	০	-	-	-
২৬। মূলধন রাজস্ব	৫১	১১৬	৪৪	৫১	৬৬	৫০	-	-
উপ মোট (গ):	**২২৮৪৬**	**২৬৪৯৩**	**২২৯৬৪**	**২২০০০**	**২৬২৩৯**	**২৭২৫২**	২৭০১৩	**৩৫০০২**
সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি (ক+খ+গ):	**১৩৯৬৭০**	**১৫৬৬৭১**	**১৬৩৩৭১**	**১৭৭৪০০**	**২১৮৫০০**	**২৫৯৪৫৪**	**৩১৬৬১৩**	**৩৪৮০৬৯**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৫.৫: রাজস্ব ব্যয় (১৯৮৭-৮৮ হতে ১৯৯৬-৯৭)

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব ব্যয়	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
১। সরকারের বিভাগসমূহ	৪৩	৩২	৫২	৫৮	৭৯	৫৭	৬৯	৬৪	১৫১	৮৭
২। প্রশাসন ও আইন	২৯	৩০	৩৪	৩৩	৪০	৫০	৪৭	৫১	৫২	৫৩
৩। নিরীক্ষা	২৭	২৮	৩৪	৩৫	৩৯	৪৮	৫৭	৬১	৬২	৬৩
৪। রাজস্ব সেবা	১২৮	১৩১	১৭৫	১৭৭	২৪৫	২৬৮	২৭৩	২৯৩	২৯২	৩৫০
৫। সচিবালয়	৪৪	৪৬	৫২	৫৩	৫৬	৭১	৮১	৮৯	৯৩	৯৩
৬। বৈদেশিক বিষয়	৯১	৬৭	৭৩	৯৩	১০৫	১০৩	১০৬	১১৭	১১০	১১৩
৭। প্রশাসন (পুলিশ, বিডিআর বাদে)	১৭৫	১৮৯	২১০	১৯৯	২১৯	২৪৫	২৫৩	২৯৪	৩২৪	৩৩৩
৮। পুলিশ	২৩০	২৪৫	৩০৪	৩০৫	৩৫০	৪১৯	৪৪৯	৪৯০	৫১৯	৫৭৯
৯। বাংলাদেশ রাইফেলস্	১০২	১২৪	১৩০	১৪০	১৭১	২০৫	২০৯	১৩৬	২৪৯	২৫৫
১০। সাধারণ সেবা	১৫০	১৬১	১৭৪	১৮৮	২০৮	২৩৮	২৪১	২৪৮	২৫৩	২৭৯
১১। প্রতিরক্ষা	৮৩২	১০১৫	১১৪৯	১১৮০	১৩০১	১৪৯৪	১৬৩৪	১৮৮৭	২০৬৯	২২৬৫
১২। শিক্ষা	৮২০	৯৪৮	১০৯৪	১১৮২	১৩৮২	১৬৭৪	১৭৫৬	২০০৮	২১৪৮	২২৯৬
১৩। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ	৩০৫	৩২১	৩৬৭	৩৮৭	৪৩১	৫১৭	৬০৭	৬৮৫	৭৩০	৭৬৯
১৪। পেনশন ও অবসর ভাতা	১২৩	১৪৪	১৬৯	২২৪	২৫০	৩০০	৩৭০	৬৫০	৫০৮	৫৬৫
১৫। সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা	৫২৫	৭২০	৫৬৩	৭০৯	৬২১	৬৮৯	৭২৭	৮০৫	৯৯০	১০৩৯
১৬। সাধারণ অর্থনৈতিক সেবা	৫৩	৫৬	৬৩	৬৬	৭৪	৮৬	৯৮	১০৪	১২০	১২২
১৭। কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় সেবা ও পানি সম্পদ	১৪৯	১৫৬	১৮৮	২০৩	২১২	৩৪৬	৩৯৩	৪৫১	৫৭০	৫২৮
১৮। শিল্প, খনি ও জ্বালানি	২২	২৩	২৮	২৬	২৯	৩৩	৩৬	৪৩	৪০	৪১
১৯। পানি, বিদ্যুৎ ও শক্তি	৪৭	৭৮	৬৮	৭৯	৮৭	--	--	--	--	--
২০। যোগাযোগ (রেল, টি এন্ড টি ও পোস্ট অফিস ব্যতীত)	৮৬	৯৮	১১৩	১১৮	১৬৭	২০৯	২৪২	২৪৫	২৯৬	২৭৭
২১। বিশেষ ব্যয়	--	-	--	৬৬	৫	--	--	--	--	--
২২। ভর্তুকি	৬৫	৭০৬	৯৪১	৭৭১	৫৮৯	২৮৭	২৪২	২৯৬	২৮৫	৪৮৩
২৩। গ্রান্টস ইন এইড কন্ট্রিবিউশন	৮৪	১১৯	৯৬	১০১	১০৯	১২৪	১৩৫	১৫৯	১৭৩	১৬২
২৪। অভ্যন্তরীণ দায়ের সুদ	২৪০	২৫০	২৮৫	৪১৭	৫৬৫	৫৫০	৫১৯	৬০৬	১০৪০	১০৮০
২৫। বৈদেশিক দায়ের সুদ	৩৫০	৪৮৩	৩৭৭	৪৩৮	৪৭৩	৪৭৫	৫৪৯	৬০০	৭০০	৬৭৬
২৬। অপ্রত্যাশিত ব্যয়	১০	-	১	৬৩	২৩	২২	৫৭	১৮	৪০	২৭
মোট রাজস্ব ব্যয়	**৪৭৩০**	**৬১৭০**	**৬৭৪০**	**৭৩১০**	**৭৯০০**	**৮৫১০**	**৯১৫০**	**১০৩০০**	**১১৮১৪**	**১২৫৩৫**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৫.৬: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাতভিত্তিক অনুন্নয়ন ব্যয় (১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৩-০৪)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪
১। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	৩	৩	৩	৩	৩	৪	৩
২। জাতীয় সংসদ	২৬	২৬	৩৫	৩৩	৩১	৩২	৪৪
৩। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৪৬	৪০	৪৮	৫৩	৫৭	৫৭	৭৭
৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৮	৭	১৩	১৪	১০	১৫	১১
৫। নির্বাচন কমিশন	৫৬	২২	৫১	৮৮	১০৩	৭৮	২৭
৬। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২০৮	২১০	২৩৫	২৪৮	২৬০	৩০৯	৩০৩
৭। সরকারী কর্ম কমিশন	৪	৪	৫	৫	৫	৬	৭
৮। অর্থ বিভাগ - (ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ ও বিনিয়োগ ব্যতীত)	১২৭৪	১৩৩০	১৩৬৩	১৫১৪	১৭৬০	২৭৩১	৩২৬৩
৯। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩৩৮	৪৬২	৬৯৭	১০৬৩	১০২৯	৫৬৭	৫৬৮
১০। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৯	১৮	২০	২১	২৪	২২	২৩
১১। পরিকল্পনা বিভাগ	৩৭	৪১	৪৫	৪৭	৪৮	৫১	৫৪
১২। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	২	২	৩	৩	৩	৩	৩
১৩। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৩৪	১৫৬	১৬৮	১৭৪	১৭৪	১৮৪	১৯৪
১৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৭৭	২৯১	৩১৪	৩৪৮	৩৭৭	৪৪৯	৫০৬
১৫। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৬৯	৭৪	৮১	৮৩	৮৩	৮৬	২২৭
১৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১০৬	৬৯	৮৫	৯১	৯৯	৯৮	৭৮
১৭। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬৪৪	২৯৪০	৩২১৭	৩৩৯২	৩৩৯১	৩৪০৬	৩৭৭৮
১৮। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়	৮৮	১০০	১১৬	১২৮	১৩৩	১৪৪	১৬০
১৯। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১১৮১	১২৯৯	১৫২০	১৫৮৭	১৬০৫	১৮০৩	২০৩৪
২০। দূর্নীতি দমন কমিশন	-	-	-	-	-	-	-
২১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১৪৫	১১৯৯	১৩১২	১৩৭৮	১৪২৮	১৪৬৯	১৬৩০
২২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৫৪৪	১৭৬৯	১৯৪৫	২২০৯	২৩১১	২৪৯৪	২৮৪৪
২৩। বিজ্ঞান,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৬৫	৬৯	৬৯	৮৬	৭৩	৭৮	৮৮
২৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৮১৩	৮৮৭	৯৭২	১০৯৯	১২৮৬	১৩৩৪	১৪৯৭
২৫। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৮৬	১২৬	১৩৬	১৮১	২০২	২৫৫	৩১৮
২৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৩	১৫	৪১	২২	২৭	২৮	১৩৭
২৭। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৪৯০	১০৫০	৬৮৮	৭৭২	৬৬১	৬১১	৭৮৪
২৮। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	৯	৪৭	৭৫
২৯। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২২৮	২৩৩	২৫৯	২৮৫	২৯৯	৩৬৯	৪৭২
৩০। তথ্য মন্ত্রণালয়	১১৭	১১৮	১২৬	১৪৪	১৩৭	১৮৬	১৮৪
৩১। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	২৮	২৯	৩১	৩১	৩২	৩৫	৩৮
৩২। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৭	২০	২২	২৭	৩০	৪৫	৬৬
৩৩। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৩৬	২৬	৪২	৩৬	৩৯	৪৯	১০২
৩৪। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	-	-	-	-	৬	৭	৭
৩৫। বিদ্যুৎ বিভাগ	৬	৭	৭	৮	২	২	২
৩৬। কৃষি মন্ত্রণালয়	২০৫	২৭৩	২৮৪	৩০৭	৩০৮	৩৩১	৪১৬
৩৭। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	১১৭	১২১	১৩২	১৪৭	১৫৬	১৮৪	২২৭
৩৮। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪৪	৪৭	৫২	৫৭	৫৯	৭২	১০২
৩৯। ভূমি মন্ত্রণালয়	১২২	১৪১	১৪৮	১৬০	১৬৫	১৭৩	১৮২
৪০। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৩২	১৪৬	১৩৮	১৭৭	১৬৫	২০২	৩৪৪
৪১। খাদ্য মন্ত্রণালয়	৩	২	২	২	২	৫	৩
৪২। শিল্প মন্ত্রণালয়	২৩	২৩	২৬	২৮	৩০	৩৬	৪০
৪৩। পাট মন্ত্রণালয়	৮	৭	৮	৮	৮	৮	১১
৪৪। বস্ত্র মন্ত্রণালয়	১০	১১	১২	১৪	১৬	১৯	১৯
৪৫। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৩৫	৩২	২৫	২৪	২৪	২৭	৩৩
৪৬। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৭	২৮	৩১	৩৫	২৫	১৩	১৩
৪৭। প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	১১	২৯	২৮
৪৮। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় (রেলওয়ে ব্যতীত)	৩১৩	৩২১	৩৩৭	৩৭৪	৯১৬	১০২৬	১২৫৭
৪৯। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	২২	২৩	২৪	২৭	২৯	৩১	৩৫
৫০। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১	১	১	২	১	২	২
৫১। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় (ডাক, টি এন্ড টি ব্যতীত)	১	১	১	১	৫২০	৫২১	৬২৫
৫২। অভ্যন্তরীণ (সুদ)	১৫৯৪	২২২১	২৭৬৯	৩৩০৬	৩৫৮৫	৪৬১৭	৪৮৪১
৫৩। বৈদেশিক (সুদ)	৭২৫	৭২৫	৭৮৫	৮২০	৯৩৫	৯৫৭	১০০১
মোট	**১৪৫০০**	**১৬৭৬৫**	**১৮৪৪৪**	**২০৬৬২**	**২২৬৯২**	**২৫৩০৭**	**২৮৩৯০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৫.৭: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাত ভিত্তিক অনুন্নয়ন ব্যয় (২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
১। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	৪	৪	৫	৬	৭	৯	১১	১৩
২। জাতীয় সংসদ	৪২	৪৬	৩২	২০	৪৫	৭৩	১০৫	১৩৫
৩। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৬২	৬৩	৭৯	১০০	৯৫	১৫১	১৮১	২০৯
৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১৬	২১	১৬	১৫	১৬	৩১	৪৮	৩০
৫। নির্বাচন কমিশন	৩০	৯৪	১১০	১০৩	৪৬১	৩৩৯	৩১১	২১৩
৬। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩৩৫	৩৭৯	৫৫৫	৬২০	৬৯৫	৭৪০	৯৩০	৯৮৭
৭। সরকারী কর্ম কমিশন	৭	৭	৯	১১	১৩	১৭	১৯	১৯
৮। অর্থ বিভাগ- ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশাধ ও বিনিয়োগ ব্যতীত	৩৭৪৬	৩১৭৫	৩১৫৫	৫২৭৪	৫৭৫৫	৯৬২১	৫২৮৭	১২৫৩২
৯। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৫৮১	৬২১	৬৮২	৭৪০	৮৭৮	৮৬২	৯১৯	১১৫৮
১০। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	-	-	-	-	২৮	৪০	১০৫৩
১১। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৯	২৩	৫৩	৭৮	৮৭	১২৮	১৩১	৯৭৮৭
১২। পরিকল্পনা বিভাগ	৬২	৬৭	৮৬	৯০	১০৪	১৩৪	৩৯	৪২
১৩। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৫	৫	৫	৭	৮	১০	১১	১৪
১৪। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	-	-	-	-	-	-	৮৬	১৩০
১৫। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৪২	২৫৭	২৫৩	২৯৪	৩৪২	৫৭১	৫৯৬	৬৮৩
১৬। কর ন্যায়পালের কার্যালয়	-	-	-	০	১	১	১	-
১৭। স্থনীয় সরকার বিভাগ	৭৬৩	৭৭৮	১১৩৭	১০৩৪	১১৯০	১২৫৩	১৫০২	১৯৫০
১৮। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২২৮	২২৪	১৫২	১৫২	১৮৫	১৮৯	২১৬	২৫৮
১৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১৪	১২৮	১৪৫	২১৩	২৩০	১৯০	২৩৮	২৫৭
২০। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (প্রতিরক্ষার অন্যান্য সার্ভিস ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ)	৪০৬৭	৪৪১১	৫২৮১	৫৭৭৬	৬৮৪৬	৭৬১২	৯১৩১	১৩৩৭৫
২১। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	-	-	-	-	-	-	-	-
২২। আইন ও বিচার বিভাগ	১৭৭	২০০	২০৬	২৭৯	২৯২	৩৭৮	৪৩৮	৫৪৩
২৩। সুপ্রিম কোর্ট	-	-	-	২৮	৩৭	৫৫	৭৬	৯২
২৪। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৬৬১	২৯৯২	৩৮৮২	৪৪২২	৫২২৮	৫৭২৯	৬৩৫২	৮৩১০
২৫। দূর্নীতি দমন কমিশন	২	৫	৯	২৬	২৭	২৪	৩০	৩৭
২৬। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	-	-	-	-	৫	৮	৯
২৭। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৮০৪	২১২৪	৩২০১	৩৩৮৬	৩৪৬৪	৪০১৯	৪৯৩৬	৫৫৪১
২৮। শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩২৬৮	৪২২৩	৪৭০৬	৫১৬১	৫৭৩২	৭৫২০	৮৪৩১	৯৩০৬
২৯। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৯৯	১১১	১১৩	১১১	১৩১	২৫৭	৩০৯	২০১
৩০। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-	৭৩
৩১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৮০৩	২০৬৫	২৬৮২	২৮৯৮	৩৫৮১	৪০০৪	৪৮৮১	৫৫২৯
৩২। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪২২	৫৫২	৬৬৬	৭৪৯	৯২১	১২০৩	১৬৭৪	১৮২৮
৩৩। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪৭৩	৫১৫	৫৮৪	১০২৯	১০৯৯	১০৫৮	৯৮৮	১১৩৪
৩৪। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫৮	৭৯	৮৪	১০৬	১৬১	৩০৭	৪৯১	৫৫৪
৩৫। খাদ্য বিভাগ	-	-	-	-	-	৩২৯	৯৭২	৮৯৫৪
৩৬। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	৮৬৪	৭৭৯	১০৮৬	১৬৭৩	৩৭৮৯	৩৫৬৫	৪৩১২	৪২০২
৩৭। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৫৪৪	৫৬৬	৫৪৫	৬২০	৬৪৯	৭১৩	৮২৮	৯১০
৩৮। তথ্য মন্ত্রণালয়	১৯০	১৯৫	২৩৫	৩১৭	৪৫৮	৩১১	৩৬৬	৪২২
৩৯। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	৪১	৫৯	৬৭	৬১	৬৪	৮২	১৫৮	১৫২
৪০। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭৪	৫০	৬৫	৫৯	৬৩	৭৬	১০২	১৪৭
৪১। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৯৯	১২৫	১৩৮	১২৪	১৪৬	২৫৫	৩৭৪	৫৫২
৪২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৮	২১	২৪	২৬	২৮	৩২	২১৪	৪০
৪৩। বিদ্যুৎ বিভাগ	২	২	৩	৩	৪	৪	৫	৬
৪৪। কৃষি মন্ত্রণালয়	১৮৭৭	১৭৬৭	২৩৯১	৫৩৫২	৬৮৬৮	৫৭৫২	৭৩৯৩	১৩৭৩২
৪৫। মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২৫৯	২৭৬	৩৩৬	৩৫৪	৪০৭	৪৭৩	৪৯২	৫৪২
৪৬। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১০৭	১১৫	১৪৮	১৭৯	১৭৯	৭৬৯	৯৪২	৬৫২
৪৭। ভূমি মন্ত্রণালয়	১৮৯	২৩০	৩০৩	৩১৩	৩৫১	৪১৬	৪৭৭	৫৬০
৪৮। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৭৭	৩৮৪	৪১৯	৫১৩	৫৬৫	৬৯৮	৬৮৯	৭৩২
৪৯। শিল্প মন্ত্রণালয়	৪২	৪৩	৫৫	১৬২	১৬৪	৭৮	৯৫	২৮১
৫০। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৩৪	১৫৫	৪৩	৫০	৫৫	৬৩	১৪৭	১৮০
৫১। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৩৭	৪৩	৪৫	৫১	৮০	৮২	৭৫	১২০
৫২। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৬	১৬	২৩	২৩	২৪	৩৫	৫০	৫৪
৫৩। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৯	৩০	৩৫	৪৭	৫৮	১৩৮	১৪১	১০৯
৫৪। সড়ক বিভাগ	১৫৮২	১৭০১	১৫৫৮	২২৬৭	২২৬২	২৪৪৩	২৭৬০	১৮৩
৫৫। রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-	১৬৮১
৫৬। নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	৪৪	৬৪	৬৬	৫৬	১০১	১৪২	১৯৬	২৫২
৫৭। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২	২	৬	৬	৬	৮	১৮	৩০
৫৮। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৬৫৪	৭৩৩	৭৪২	৯৬৮	৩৩২	৩৭৭	৩৮৬	৪২১
৫৯। সেতু বিভাগ	-	-	-	-	-	-	২	২৫
৬০। অভ্যন্তরীণ (সুদ)	৫৩০৩	৬২৪৬	৭৮৫৪	১০৬২১	১২০০৩	১৩২৫৫	১৩১৫৬	১৮১৪৫
৬১। বৈদেশিক (সুদ)	১২০০	১২৯৯	১৩০০	১৩৪৬	১৩১১	১৩৯১	১৪২২	১৬৫১
মোট	**৩৪৬৬৪**	**৩৮০৭০**	**৪৫৪১২**	**৫৭৯২২**	**৬৭৬০৩**	**৭৮১৩৬**	**৮৪১৮৮**	**১০২১৩০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৫.৮: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাত ভিত্তিক পরিচালন ব্যয় (২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
৬২। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	১৩	১৩	১৫	২০	১৯	২২	২৩	২৪
৬৩। জাতীয় সংসদ	১৩৬	১৬৩	২০০	২৩৮	২৯৪	২৯৮	২৯৮	৩১৫
৬৪। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২০৯	২৫৫	৩২৫	৩৫৯	৪১৮	৫৮৫	৬২০	৬২৮
৬৫। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩০	৩৪	৩৫	৪৬	৫২	৬৫	৭৯	২৩২
৬৬। নির্বাচন কমিশন	২১৩	১১৪৬	২৪৯	৮৪৯	৩৪০	৩৪৮	২৩২২	৫৭৩
৬৭। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৯৮৭	১০৫৩	১২২৪	১৬৪৯	১৭৮৮	১৯৭০	২৩৪৭	২৪৭৫
৬৮। সরকারী কর্ম কমিশন	২৭	৩২	৩১	৩৯	৪৪	৫২	৪৭	৬৮
৬৯। অর্থ বিভাগ- ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশাধ ও বিনিয়োগ ব্যতীত	১২৬৮১৪	১৯৭৩৫	২২৮৪৭	১৩৩৬৯	২৩০৩৪	২৪৪০৪	৪৬৮৪০	৫৮১৪৫
৭০। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১১৫৮	১৩০৫	১১৭৭	১৪৬৫	১৬৮২	১৭৯১	২০৩১	২৩০১
৭১। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১০৫৩	৩৬৮	৭০	১৩১	১৫৮	৩৫৯	২৪৯	১০৯
৭২। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৯৭৮৭	১১৬	১৪৭	২০৩	২২৬	২৩৩	২৪৯	২৯১
৭৩। পরিকল্পনা বিভাগ	৪২	৪৫	৫২	৬৬	৬৫	৬৯	৭৭	৮৫
৭৪। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১৪	১৪	১৬	২৮	৩৯	৫২	৪১	৫০
৭৫। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১৩০	১৫৫	১৬৯	১৯৭	১৫৬	১৬৫	১৮৯	২১৯
৭৬। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৬৮৩	৬৯৬	৭৮৯	৮৩৭	১০৩৩	১১৭৩	১৩৩৬	১৫১২
৭৭। কর ন্যায়পালের কার্যালয়	-	-	-	-	-	-	-	-
৭৮। স্থনীয় সরকার বিভাগ	১৯৫০	১৯১৭	২১৪০	২৪৮১	২৮৪৪	৩৬৯০	৩৯৩৬	৪৩১৭
৭৯। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২৫৮	৩১৬	৩৩৪	৪২৬	৪৭১	৪৮১	৫২১	৫৯২
৮০। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৫৭	২৭০	২৬১	২৭১	৩০১	৩২৯	৩৪৩	৩৫৪
৮১। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (প্রতিরক্ষার অন্যান্য সার্ভিস ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ)	১৩৩৭৫	১৪৯৩৫	১৭৪৬৩	২০২৪১	২২৫২৬	২৪৪৩৮	২৮১৪০	৩০৯৬৯
৮২। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	১৩	১৩	২৩	২৬	৩১	৩০	৩৪	১৩১
৮৩। আইন ও বিচার বিভাগ	৫৪৩	৬২৯	৬৮৮	৮৮৩	৯১৫	৯৭৫	১১০৪	১১৯৮
৮৪। সুপ্রিম কোর্ট	৮২	১০৩	১১১	১৩৫	১৬৮	১৬৮	২১৪	১৯৯
৮৫। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (জন নিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ)	৮৩১০	১০১৫৩	১১৬৩৮	১৪৮৫৫	১৭৪৫১	২০২৩৭	২০৫১৫	২০১৩৭
৮৬। দূর্নীতি দমন কমিশন	৩৭	৪৬	৬৩	৭৪	৭৭	৮৩	১০০	১১৩
৮৭। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৯	১২	১৩	২০	২৩	২৬	৩৭	৩১
৮৮। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫৫৪১	৭৪৩৫	৮০৮৪	১১৬০০	১১৫৩৫	১২৬৮৭	১৪০৯৪	১৪৬৮৫
৮৯। শিক্ষা মন্ত্রণালয় (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ)	৯৩০৬	১১২১৫	১২০৫৫	১৬০০১	২০৬৬৯	২১৫৮৬	২৪৫৪২	২৫২০২
৯০। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২০১	২১১	২৩২	৩৫১	৩৯৬	৪৪৫	৪৯১	৫৩০
৯১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৭৩	১০১	১৩০	১১৫	২২৪	২০৯	২৮৭	৩০৫
৯২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৫২৯	৬১৩৯	৬৯৭৬	৯৬৯০	৯৯১১	১১৩১৪	১২২৪৯	১৪৪৩২
৯৩। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৮২৮	২০৩১	২৬৯২	৩১৩৭	৪০০৪	৪৬২৫	৫৩৩৮	৬৬৩৩
৯৪। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১৩৪	১১৭৪	১৪০৬	১৬২৫	২০১৫	২৪০৮	২৯৪৮	৩১২৫
৯৫। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫৫৪	৯৪৫	১৪২৯	২২৩১	২৭৪৮	৩৫৭৪	৩৬২৩	৩৯৩৩
৯৬। খাদ্য মন্ত্রণালয়	৮৯৫৪	৯০১	৭৯১	১১৮৯	২৭০৩	১৫৯৯	৩৩৮৬	৪০৪৬
৯৭। দূর্যোগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	৪২০২	৪৬৫০	৪৭৪০	৫১৩৫	৫৪৮০	৫৬১২	৬২৩৮	৬৪৪৯
৯৮। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৯০২	৯৫২	১১১৪	১২৭১	১১৭৫	১২৭২	১৭৯৮	১৬১৩
৯৯। তথ্য মন্ত্রণালয়	৪২২	৪৫৮	৪৮২	৫৮১	৬৫৭	৬২৯	৬৭৮	৭৪৫
১০০। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	১৫২	১৮৭	২২০	২৭৬	২৫৭	২৮৩	৩২৪	৩২২
১০১। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৪৭	১৪৯	১৬৮	১৯৬	২১২	২২৫	৩৩০	২৭৬
১০২। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৫৫২	৫১৬	৫০১	৫৫৬	৬৯০	৯৬৫	১১৯৯	১৩০১
১০৩। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৪০	৩৫	৩৩	৫১	৪৩	৯৫	৮১	৬৩
১০৪। বিদ্যুৎ বিভাগ	৬	৭	১১	১৮	২৯	৬৩	৩৬	৪২
১০৫। কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩৭৩২	১০৯৪৭	১০৮৪৬	৯৩২৭	৮৬০৪	৮৭২৮	১০৮৮২	১১০৮৭
১০৬। মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৫৪২	৬০৬	৬৬০	৮৪৬	৮৪০	৯৩৭	১০০৬	১৫০৩
১০৭। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৬৫২	৪৯১	৫১৫	৫৬১	১৪৯৪	৫৪৮	৮২০	৮১৬
১০৮। ভূমি মন্ত্রণালয়	৫৬০	৬১৭	৬৮১	৮৮৩	৯৪১	১০০৭	১১১৫	১০৯২
১০৯। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭৩২	৭৪৫	৭৮৮	৯৩০	৯৬৬	১৩৭১	১৬৬১	১৬৭১
১১০। শিল্প মন্ত্রণালয়	২৮১	১২৬	২৫৩	২৩৫	২৫৬	৪৯৮	৩৮৫	৩৩৬
১১১। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১৮০	৮১	৮৯	১২৫	৪১৮	১৬১	১৯৩	১৯৪
১১২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১২১	১৮৬	১৩৭	১৫০	১৮৬	১৮২	২১০	২১৩
১১৩। শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়	৫৪	৪৯	৭১	১০০	৭৬	৯২	১০৮	১১৪
১১৪। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়	১০৯	১৫৮	১৭৫	২৩৪	২৪৪	২৭১	২৯৫	২৯৬
১১৫। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৮৩১	২০৯৮	২২৬৪	২৪৬৭	২৬৭৪	৩৫৬২	৩৬৮৩	৪০৮৯
১১৬। রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৬৮১	১৭০৯	১৮৭৮	২৬৩২	২৭০৪	৩০৬২	৩৩৮৩	৩৫৪০
১১৭। নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	২৫২	২৩৭	২৪৮	৪২০	৫২২	৫৫২	৬৩০	৭২৪
১১৮। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৩০	৪৩	৪২	৪৪	৪৩	৪৩	৫০	৫২
১১৯। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৪২১	৫৩৪	৫২৯	৭৫০	১০৪২	৯৬৭	৯৯৪	১০৪৯
১২০। সেতু বিভাগ	০	০	১	৩২	৩১	২৬	২	৪
১২১। অভ্যন্তরীণ (সুদ)	২১৬০৪	২৪৮৫৪	২৮১৮৭	৩০০৪৪	৩৩৪৯৫	৩৫৪০৪	৪৫২৭৮	৫২৭৯৬
১২২। বৈদেশিক (সুদ)	১৭৪৩	১৬৮৬	১৬৭৮	১৬২৫	১৮৬৩	২৫১৬	৩৪৬৭	৪৮৬৮
মোট	**১১১৪২৮**	**১৩৫৮০০**	**১৫০১৮৬**	**১৬৪৩৩৫**	**১৯৩৩০২**	**২১০৫৭৮**	**২৬৬৭২৮**	**২০২৩৪৯**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৬: সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বরাদ্দ ও ব্যয়)

(কোটি টাকায়)

বছর	বরাদ্দ			ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১৯৭৬-৭৭	১০০৬	৭৫৬	২৫০	৯৯৯ (৯৯%)	৮১০ (১০৭%)	১৮৯ (৭৬%)
১৯৭৭-৭৮	১২০৩	৮১৬	৩৮৭	১২৫৭ (১০৪%)	৮৮৯ (১০৯%)	৩৬৮ (৯৫%)
১৯৭৮-৭৯	১৬০৩	১০৭৯	৫২৪	১৪৮৩ (৯৩%)	১০৭৭ (১০০%)	৪০৬ (৭৭%)
১৯৭৯-৮০	২৩৩০	১৫৬৮	৭৬২	২০৮২ (৮৯%)	১৪৯২ (৯৫%)	৫৯০ (৭৭%)
১৯৮০-৮১	২৩৬৯	১৫৬৯	৮০০	২৩৬৪ (১০০%)	১৬৩৩ (১০৪%)	৭৩১ (৯১%)
১৯৮১-৮২	২৭১৫	১৭১৫	১০০০	২৩৯১ (৮৮%)	১৬১৪ (৯৪%)	৭৭৭ (৭৮%)
১৯৮২-৮৩	৩১২৬	১৮১২	১৩১৪	২৬৮৮ (৮৬%)	১৬৫৭ (৯১%)	১০৩১ (৭৮%)
১৯৮৩-৮৪	৩৫৮৫	১৯৩২	১৬৫৩	৩০০৬ (৮৪%)	১৯০৫ (৯৯%)	১১০১ (৬৭%)
১৯৮৪-৮৫	৩৪৯৮	১৯৩৩	১৫৬৫	৩১৬৭ (৯১%)	১৮৭৫ (৯৭%)	১২৯২ (৮৩%)
১৯৮৫-৮৬	৪০৯৬	১৯১২	২১৮৪	৩৬২৮ (৮৯%)	১৮৮২ (৯৮%)	১৭৪৬ (৮০%)
১৯৮৬-৮৭	৪৫১৩	২০২৫	২৪৮৮	৪৪৩৯ (৯৮%	১৯৯৮ (৯৯%)	২৪৪১ (৯৮%)
১৯৮৭-৮৮	৪৬৫১	২০০৭	২৬৪৪	৪১৫০ (৮৯%)	২০১৫ (১০০%)	২১৩৫ (৮১%)
১৯৮৮-৮৯	৪৫৯৬	১৯৬০	২৬৩৬	৪৬২২ (১০১%)	১৯৮৫ (১০১%)	২৬৩৭ (১০০%)
১৯৮৯-৯০	৫১০৩	১৮৫৩	৩২৫০	৫৭১৭ (১১২%)	২৬৫৩ (১৪৩%)	৩০৬৪ (৯৪%)
১৯৯০-৯১	৬১২৬	২৪৫১	৩৬৭৫	৫২৬৯ (৮৬%)	২২৯৭ (৯৪%)	২৯৭২ (৮১%)
১৯৯১-৯২	৭১৫০	৩১০০	৪০৫০	৬০২৪ (৮৪%)	২৬৩২ (৮৫%)	৩৩৯২ (৮৪%)
১৯৯২-৯৩	৮১২১	৩৮৯২	৪২২৯	৬৫৫০ (৮১%)	৩১৬৩ (৮১%)	৩৩৮৭ (৮০%)
১৯৯৩-৯৪	৯৬০০	৫২৪০	৪৩৬০	৮৯৮৩ (৯৪%)	৪৮৮৬ (৯৩%)	৪০৯৭ (৯৪%)
১৯৯৪-৯৫	১১১৫০	৬৫১০	৪৬৪০	১০৩০৩ (৯২%)	৫৯৯৩ (৯২%)	৪৩১০ (৯৩%)
১৯৯৫-৯৬	১০৪৪৭	৫৯৮৭	৪৪৬০	১০০১৬ (৯৬%)	৬০৬০ (১০১%)	৩৯৫৬ (৮৯%)
১৯৯৬-৯৭	১১৭০০	৬৭৭৬	৪৯২৪	১১০৪১ (৯৪%)	৬৮০৮ (১০০%)	৪২৩৩ (৮৬%)
১৯৯৭-৯৮	১২২০০	৭০৮৬	৫১১৪	১১০৩৭ (৯০%)	৬৮২৩ (৯৬%)	৪২১৪ (৮২%)
১৯৯৮-৯৯	১৪০০০	৮২২৬	৫৭৭৪	১২৫০৯ (৮৯%)	৭৪৪৪ (৯০%)	৫০৬৫ (৮৮%)
১৯৯৯-০০	১৬৫০০	৯৭৫০	৬৭৫০	১৫৪৭১ (৯৪%)	৯৭৩০ (১০০%)	৫৭৪১ (৮৫%)
২০০০-০১	১৮২০০	১০৭২৬	৭৪৭৪	১৬১৫১ (৮৯%)	১০৩২৯ (৯৬%)	৫৮২২ (৭৮%)
২০০১-০২	১৬০০০	৯১৮০	৬৮২০	১৪০৯০ (৮৮%)	৮৫৮৯ (৯৪%)	৫৫০১ (৮১%)
২০০২-০৩	১৭১০০	১০৭৪১	৬৩৫৯	১৫৪৩৪ (৯০%)	১০২৮৬ (৯৬%)	৫১৪৮ (৮১%)
২০০৩-০৪	১৯০০০	১২০০০	৭০০০	১৬৮১৭ (৮৯%)	১১২৬৬ (৯৪%)	৫৫৫১ (৭৯%)
২০০৪-০৫	২০৫০০	১৪৪৭৫	৬০২৫	১৮৭৭১ (৯২%)	১৩১৬২ (৯১%)	৫৬০৯ (৯৩%)
২০০৫-০৬	২১৫০০	১৪৩৭৫	৭১২৫	১৯৪৭৩ (৯১%)	১৩২১৯ (৯২%)	৬২৫৪ (৮৮%)
২০০৬-০৭	২১৬০০	১৩৬৫০	৭৯৫০	১৭৯১৬ (৮৩%)	১১৭০৮ (৮৬%)	৬২০৮(৭৮%)
২০০৭-০৮	২২৫০০	১৩৫৫০	৮৯৫০	১৮৪৫৫ (৮২%)	১১৪৮০ (৮৫%)	৬৯৭৫ (৭৮%)
২০০৮-০৯	২৩০০০	১২৮০০	১০২০০	১৯৬৬৮ (৮৬%)	১১৭৫৫ (৯২%)	৭৯১৩ (৭৮%)
২০০৯-১০	২৮৫০০	১৭২০০	১১৩০০	২৫৯১৭ (৯১%)	১৬৪০৫ (৯৫%)	৯৫১২ (৮৪%)
২০১০-১১	৩৫৮৮০	২৩৯৫০	১১৯৩০	৩৩০০৭ (৯২%)	২৩৩১৫ (৯৭%)	৯৬৯২ (৮১%)
২০১১-১২	৪১০৮০	২৬০৮০	১৫০০০	৩৮০২০ (৯৩%)	২৫৪৪৫ (৯৮%)	১২২৭৫ (৮৪%)
২০১২-১৩	৫২৩৬৬	৩৩৮৬৬	১৮৫০০	৫০০৩৫ (৯৬%)	৩৩৬২৮(৯৯%)	১৬৪০৭ (৮৯%)
২০১৩-১৪	৬০০০০	৩৮৮০০	২১২০০	৫৬৯১৩ (৯৫%)	৩৮১১৬ (৯৮%)	১৮৭৯৭ (৮৯%)
২০১৪-১৫	৭৫০০০	৫০১০০	২৪৯০০	৬৮৫২৪ (৯১%)	৪৬০৮০ (৯২%)	২২৪৪৪ (৯০%)
২০১৫-১৬	৯১০০০	৬১৮৪০	২৯১৬০	৮৩৫৮১ (৯২%)	৫৮৩৫৭(৯৪%)	২৫২২৪ (৮৭%)
২০১৬-১৭	১১০৭০০	৭৭৭০০	৩৩০০০	১০০৮৪০ (৯১%)	৭২৪১০ (৯৩%)	২৮৪৩০ (৮৬%)
২০১৭-১৮	১৪৮৩৮১	৯৬৩৩১	৫২০৫০	১৪১৪৯২ (৯৫%)	৮৯১৫৫ (৯৩%)	৫২৩৩৭ (১০০.৫%)
২০১৮-১৯	১৬৭০০০	১১৬০০০	৫১০০০	১৫৮২৬৯ (৯৫%)	১১১১৬৫ (৯৬%)	৪৭১০৪ (৯২%)
২০১৯-২০*	১৯২৯২১	১৩০৯২১	৬২০০০	১৫৫৬৯৮ (৮০%)	১০৮১৭২ (৮৩%)	৪৭৫২৬ (৭৭%)

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরে বরাদ্দের শতকরা হারে ব্যয় দেখানো হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৩৭.১: খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০৪-০৫)

(কোটি টাকায়)

সেক্টর	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
১. কৃষি	৬৬৪.৯২	৮১৪.৩০	৮৩৭.৯০	৭৭৩.৪৬	৭৪৭.৭৫	৭৭৪.৩৫	৬৪৪.০১
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	১৪১২.৪৮	২০৭৯.৭২	২২১৯.৪০	১৭০৯.১২	১৮৭০.৮২	২৩২৩.৭৪	২৭৯৬.৭৯
৩. পানি সম্পদ	১১৪৯.২২	১৩১১.৪২	১২২৪.৪৭	৯৫৮.২৭	৮৩৩.২৭	৭২৩.৫৭	৯৯০.৮৪
৪. শিল্প	১০৯.৬৫	৩০৮.৮৩	৬০১.০৫	২৪৯.০৪	২৩৭.৭৮	৪৭০.৯৩	৫২৬.৯১
৫. বিদ্যুৎ	১৪২৩.৪২	২০০৫.২৮	২১১৮.৬০	১৯০৯.৮৪	২৩৩৯.৪৪	৩০৯২.১৮	৩৩০৭.৬৩
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৬০৯.৬৫	৬৮৪.২৭	৪৪০.৩৬	৪৮১.৭৭	৬৭৩.৪২	৮৭৭.২৪	৯৫৪.৬৮
৭. পরিবহণ	২৬২৬.০১	২৭৯৬.৩৯	৩৭২২.২৪	৩২৩০.০৫	৩২৪৬.৮৩	৩৩৮৮.১৫	৩৩৬৬.৮৯
৮. যোগাযোগ	৪৭১.৯২	৪৫৬.৭০	৫৪৯.১৪	৭০৭.৩২	৬৫৪.৫৩	৪৬৪.৩৯	১১৭৬.৮৮
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৭৮২.৯২	১১২৩.৪৮	১২০১.০০	১১৭৬.৫৯	১১১৫.৮৩	১০৯৫.৭৬	১৪৪৬.০৩
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	১৭৭৬.২	২০০৪.৫০	২২৭৪.৩৮	২১৭১.৩৮	২৫৯১.৪০	২৪২৯.৪৯	২১১০.২৯
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৫২.৪৫	৮৫.৯০	১১২.৫২	৭৮.৮৪	৯০.৭৩	১১৬.৭১	১১০.২৬
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	১২৫৬.২৭	১৪৫২.২৩	১৬১৬.৪৯	১৪৪২.৫৩	১৫৪১.৫৮	১৯৭২.৭৫	১৪৬৮.২৭
১৩. গণসংযোগ	৪৮.৫৭	৩১.৬৮	৩৫.০২	২৬.০৫	২৭.৮৭	৩৬.৫৭	৪৪.৩৯
১৪. সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	১৬৮.৭৬	১৭৯.৯৯	১৮৮.৯৮	১৭৩.৩৭	২১৯.৯৫	১৮৭.৫১	১৮৫.৯৮
১৫. জন প্রশাসন	১৪৯.২০	১৬৩.৮৬	১৬৪.১৩	১৩৫.৯০	১৩৫.৯৮	১৮৭.৪৭	২৫৬.৪২
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২২.৬৬	৭৭.০০	১০০.০১	৬৯.৭০	৮৪.৩০	৯৩.৮১	৯৪.৮৮
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	৯.২০	১৩.০০	১৮.০৮	১৭.৬০	২৬.৮০	৪২.৩৮	৭২.১২
থোক/বরাদ্দ	**১২৬৬.৫০**	**৯১১.৪৫**	**৭৬৬.১৯**	**৬৮৯.১৬**	**৬৬১.৭৪**	**৬৩১.০০**	**৯৪৬.৭৩**
সর্বমোট বরাদ্দ	**১৪০০০.০০**	**১৬৫০০.০০**	**১৮২০০.০০**	**১৬০০০.০০**	**১৭১০০.০০**	**১৯০০০.০০**	**২০৫০০.০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৭.২: খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)

(কোটি টাকায়)

সেক্টর	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. কৃষি	১০৯২.৮১	১৩০০.১৯	১৩৫০.৩৬	১৪০১.১০	১৭৬৬.২৮	২৩১৭.৫৪	২৫৪১.৩৪	২৯০৫.৭৬
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	৩৩৯৪.৮৪	৩৪২৭.৪৩	৩১৭৭.৯২	৩৫৮৪.০৬	৪০১৭.৯০	৪৫৫০.২৩	৫০৫৭.৬১	৬৭১২.৪৭
৩. পানি সম্পদ	৬৬৭.৩৮	৫৮২.৫৪	৮৮৮.৭৩	৮৬২.৫৫	১১৯২.৯৮	১২৩২.৮২	১৪২০.৪৬	১৫৯৩.২৫
৪. শিল্প	৩৪৫.২১	২৮৯.১৭	২৯৭.১৪	৪৫০.৮৭	৪৮১.০৭	৪৩১.১০	৯৬৯.০৫	১৯২৪.১৮
৫. বিদ্যুৎ	৩৩৯৭.১২	২৮৬৩.৪৩	৩০৯৭.৩২	২৬৭৬.৫৭	২৬৪৪.২৬	৫০১৭.০৮	৭২০৮.১০	৮৫৬৯.০৪
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৩৪৯.৯৬	১৪৪.২৬	৪৫৯.০২	১৯৯.৭০	১০৯১.৮৩	১০৭১.৫০	৭৩৮.৮২	৩৩৯১.৯৩
৭. পরিবহণ	২৯৯৫.২৮	৩১৯১.৯৩	২৫৯০.২৪	২৫২৬.১৮	৩৭৮৪.৯৬	৫২৪২.২৭	৬২৪৩.২৪	৮৮৭৮.৩২
৮. যোগাযোগ	৭৪৯.৫৬	৫৬৯.৭১	৪১২.৬৮	২৩০.৫৪	৩২৬.১৬	২৭৯.৯৩	৮৭৭.৯৬	৯৩৭.৬০
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	১৫৬২.০৭	১৫৫৯.১০	১৬১১.১৭	২৪৭৭.৩১	২৯৭৭.০৬	৩৩৪৬.১৪	৪১৯৬.০৯	৭০০৪.২২
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	২৮৬৪.৭৩	২৯২৯.৭২	৩০৬০.৪৭	৩২৪৯.৪৪	৪৪৮১.২৯	৫০৫৩.৮৪	৪৮২৯.০৬	৬৬২৮.৬৫
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১৬৬.৮৮	৯৫.৯৭	৯৭.২৫	১০৩.১৭	১৭১.৯০	৩৮১.৭৫	১৫২.৪২	১৭৭.৫২
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	২১৫১.০৫	২৪০২.৮৫	২৪৯২.০৩	২৭৪২.৫৮	৩০২২.৭০	৩১৬৪.৬৮	৩৩৮৫.১৫	৪০২৭.৩১
১৩. গণসংযোগ	২০.৮৯	২৮.৫৩	৬০.১৩	৩৯.০৯	৮২.৪০	৯২.৬০	৮৬.২৫	৫২.০৪
১৪. সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	১৯৫.৭৬	১৬০.৩৭	১৪৮.৩০	২২৯.৮৩	২৭১.২৪	৩৩২.৬৬	৩২৫.০৭	৪০৯.১১
১৫. জন প্রশাসন	৪০৮.৫৯	৫৫০.৩৪	৯৪৯.৮৪	৬৮২.৪৯	৮৩৬.২১	১০৯৫.২৮	৯৮২.৪৪	১০৩৭.২০
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৯৭.৮২	১২৯.৫৯	১৪৭.৩৬	১৪০.৪৩	১৫৪.০৭	১৫১.৯৬	১৩৯.৭৪	২৯৯.২০
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	৮৮.৩১	৭০.৩০	১০৪.৮৭	১১৬.৬০	৩৪.৩৮	৪৬.৩৮	১৩০.৯৭	২৮২.৭৫
থোক/বরাদ্দ	৯৫১.৭৪	১৩০৪.৫৮	১৫৫৫.১৮	১২৮৭.০৪	১১৬৮.৩২	**১৩২২.২৪**	**১৭৯৬.২৩**	**২২৮৯.৪৫**
সর্বমোট বরাদ্দ	**২১৫০০.০০**	**২১৬০০.০০**	**২২৫০০.০০**	**২৩০০০.০০**	**২৪৫০০.০০**	**৩৫১৩০.০০**	**৪১০৮০.০০**	**৫৭১২০.০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৭.৩: খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০১৩-১৪ থেকে ২০১৯-২০)

(কোটি টাকায়)

সেক্টর	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১. কৃষি	৩৫১১.৭৬	৪১৪৭.২৩	৪৪১০.০৫	৫৭৪১.৬০	৫২৮৩.৫২	৬৯১৮.২৪	৬৬২৩.৫৩
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	৬৯৭৭.১৫	৭৮৪০.০৯	৯০৪৬.১৩	১০৭৬১.৪৩	১৬৭২২.০০	১৫১৫৪.২৫	১৫৭৭৭.৯১
৩. পানি সম্পদ	১৮৮৯.৩৮	২০৩৫.৯২	২৬০৯.৪৯	৩৩৪২.১১	৪১৪৭.৩১	৫০০০.৮৭	৬৫৫২.৭৯
৪. শিল্প	২৭২৭.১৪	১৮৬৩.০০	১৭১১.৩৫	৯৭৪.১২	১৫৬৩.৫৫	২০৪৬.২৭	৩২৩৮.১
৫. বিদ্যুৎ	৮০৬৬.১১	৮২২৩.৭১	১৫৪৭৮.২১	১৩৪৪৭.৫৭	২২৩৪০.৩২	২৩২২৫.৩৬	২৩৬৩১.৭৮
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১৯১২.৬৬	২২০৯.৩৩	১০৬৮.১৭	১০৬৭.৮৭	১৩৪৬.৪৮	২২০৯.১২	২৪১৭.০৭
৭. পরিবহণ	১০২৯৫.১৩	১৭৩৬১.৯০	১৯৫১২.১৩	২৭৩৬০.২৩	৩৭৫১৩.২২	৩৮০৯৯.৫৮	৪৭৪৩১.৯২
৮. যোগাযোগ	৭৮৬.৬৭	১০০৩.৫৮	১৪৩৪.৮২	১৯১৫.৭৯	৯৩৭.৪৪	২০২১.০১	১৭৩৯.৬৪
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৫৩৮৩.৩৫	৭১৯৪.২৭	১১০৯২.৩৮	১৪৩৯১.১৭	১৫১৪৬.৮৩	২০৩৭১.৮৪	২৬৮৩৯.২৫
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	৭৯৯৪.৭৪	৯০২৬.৬৫	১০১০১.৭৪	১২৮৪৫.৯৭	১৪১৮৬.৫৬	১৫৪৬৮.৬৫	২০৪২৯.১
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২৬৫.৯২	১৬৬.৯২	২৬১.০০	২১৪.১৯	৩১৮.৬১	৬৫৩.৬৬	৫৮৭.৯৩
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	৪২১৯.৭৯	৫০৪১.৬১	৫৫৫৬.৪৭	৫৬৫৫.৩৩	৯৬০৭.৫১	১০৯০২.০৭	১০১০৮.৪
১৩. গণসংযোগ	১১১.৯	১০৯.৯৫	১১৭.৯৮	১৭৬.০০	২১৯.৬৫	২৫০.৩৯	১৭১.২৫
১৪. সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৪৫১.৩১	৪০৯.০৪	৪২৪.৪৮	৩৪৭.১৯	৪৩১.৮৬	৬৪৯.৭১	৭৯৮.০৬
১৫. জন প্রশাসন	১৩৭১.২৭	১৭০৩.৩৫	২৩২৭.৪৩	২৩৬১.১৫	২১১৮.৯১	৪৯৬৪.৩০	৫১৩৭.৪৯
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৫৫৯.০৩	৪৬২৮.৮২	১৮০৮.৩৮	৫৪৭২.০৪	১২৫৯৩.১৮	১৩৩৫৩.৬৩	১৬৭৯০.৪৩
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	৩৫৪.৪	৫১১.১০	৪২১.২৯	৪৫০.৭৭	৩৫৬.২৫	৪৬৪.৩০	৫৪৪.৩৭
থোক/বরাদ্দ	**২১২২.২৯**	**২৬৫০.৪৩**	**৩৯১৮.৫০**	**৪০৯২.০৭**	**৩৫৪৭.৮০**	**৫২৪৬.৭৫**	**৪১০১.৫৬**
সর্বমোট বরাদ্দ	**৬০০০০**	**৭৫০০০**	**৯১০০০**	**১১০৭০০**	**১৪৮৩৮১**	**১৬৭০০০.০০**	**১৯২৯২১**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৮.১: খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০৫-০৬)

(কোটি টাকায়)

খাত	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬
কৃষি	৬০৮.২৭	৭২৪.৮০	৭৩১.৩৮	৬২২.৯১	৬৩৯.৮২	৬৭৮.৭৯	৫৮৭.০৪	১০১১.৬৯
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (কাবিটা সহ)	১২৬৮.০০	১৮৮৫.০৪	১৯৬৭.৯০	১৫৬২.৯৬	১৭২৫.৭৮	২৩২৬.৪১	২৫০৫.৫৯	৩০৮১.৭৪
পানি সম্পদ	৮৭৬.৭৩	১০৬৬.৪৯	৯৮৩.৪৮	৭৫৯.৫০	৭৩২.৮৮	৬৭৮.৬৯	৯১২.৬০	৬২৬.৩৪
শিল্প	৯৮.৩৮	২৫৫.৭৬	৫৪১.০৫	২৬৬.০৯	১৯৪.৫৮	৪৬১.৪৬	৫১০.৫২	৩১৯.০০
বিদ্যুৎ	১৪৯৭.৪৮	১৯৯৪.৮২	১৯৭২.৩	১৭০০.৩৭	২৩৫২.০১	২৯০৩.১৪	৩১৮৭.৮২	৩১৫৯.৪৩
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৫৮৩.৬২	৬৫৮.৩৪	৩৯৯.৬৫	৪৩০.৫৭	৬৮৫.৪২	৮৫৯.২৯	৮৪৪.৬২	৩১৫.২০
পরিবহণ	২২৪৫.০৮	২৬৯০.৪৬	৩২৯৮.৭৯	২৭৯৯.৬০	২৯১২.৩৮	৩০৩৪.১২	৩০৩০.৯৬	২৭৮৪.৫৪
যোগাযোগ	৩৪৪.০৭	৪৭৮.৬৯	৪৫৭.৮১	৮৫৮.৯০	৬২০.৮১	৩৭৪.৪৮	১০৪৯.৭০	৫৪৯.২৭
ভৌত অবকাঠামো, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৬৭০.১১	১০৮৩.৮৩	১২১১.৫০	৯৩১.১৭	৯৫৯.৭৮	৯৭৩.৫৫	১৩৫৯.৫৬	১৪৭২.৩৬
শিক্ষা ও ধর্ম	১৬৯৩.৪৭	১৯৭৯.৬২	২১৪৭.৯৬	২০০১.৪৮	২৩৭৩.৯৭	২০৬৫.১৩	১৯৭৫.৫৯	২৬৯২.৫৪
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৪৬.২৭	৮৩.৯১	১০৯.৫৬	৭৪.৭৯	৮২.৫৪	৯৬.২১	১০৫.৬৯	১৫৬.২৯
স্বাস্থ্য,পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যান	১০২০.৮৭	১২৪৬.৩২	১১৭৮.২৮	১১১০.৪২	১১৪৯.০১	১৩৯১.৪৮	১৩৮৯.৩৮	১৮৬৬.৮৮
গণসংযোগ	৪৭.৪৫	৩১.২৪	৩৪.৪৪	১৮.৩০	২৫.৩৮	২৪.৮৬	১৫.৬২	১১.৩২
সমাজকল্যান, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	১৬৫.৮৩	১৭৩.০৪	১৮২.৩৭	১৫৫.২২	১৯৫.৫৪	১৬৫.৭৬	১৬০.২১	১৭৯.৪৮
জনপ্রশাসন	১২৫.১৩	১২৭.৮০	১১৩.৫৪	৮৮.৮৪	৬৮.০৮	১১১.৪০	১৭৫.১২	২৪৬.৫০
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২১.৬৪	৭৫.০০	৮৩.১৬	৪৯.১৩	৭৫.৪৮	৬৭.৬৯	৬৮.৩৩	৮৩.৫২
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৮.৬০	১২.১২	১৬.২৩	১৫.৮৩	২৩.৮৩	৩৯.৮৯	৬৯.৫৫	৮৫.৩৬
থোক/অন্যান্য	১১৬৭.৬৬	৯০৩.৪০	৮১০.৫৯	৬৪৪.০৯	৬১৭.০২	৫৪৩.৮৯	৮২২.৪২	৮৩১.৪৫
মোট	**১২৫০৮.৮৬**	**১৫৪৭০.৬৫**	**১৬২৪০.১৭**	**১৪০৯০.১৭**	**১৫৪৩৪.৩১**	**১৬৮১৭.৩৮**	**১৮৭৭০.৩৩**	**১৯৪৭২.৯০**

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৮.২: খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (২০০৬-০৭ থেকে ২০১২-১৩)

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
কৃষি	১০৫০.০৪	১২২৭.২৪	১২৩৫.২০	১৬২৭.৭৪	২০৯৩.৩৬	২৪২৩.৩৭	২৬৯৬.১৭
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (কাবিটা সহ)	৩০৭১.৬০	২৭৮০.৩৭	৩২৭৬.৪৫	৩৬৪০.৯৪	৪৩৯৮.১৬	৪৯০৫.৫৮	৬৭৭১.৩৮
পানি সম্পদ	৪১০.৫৩	৬৮৮.৬১	৮০৫.৭২	১০৭৭.৮৯	১১৫৫.২৬	১২৬৮.৪০	১৫৯৩.৪২
শিল্প	২২২.২৯	২৪৭.৩১	৪১২.৫৩	৪৫২.৩৯	৩৪৪.৭৮	৯৩২.৯৫	১৭১৩.৭১
বিদ্যুৎ	২৪৮৫.২১	২৪৪৯.৪৬	২২৯৮.৭৩	২০২৪.৫৪	৬১৮৯.৯২	৭১৭৯.৬৫	৮৮৬৮.০১
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১৩২.৩৫	২৫৯.৭৭	২১০.৮৮	১৩৬৭.৬৪	৯৯০.০২	৭৪৬.০২	১৬২৯.৮২
পরিবহণ	২৫৮০.৫৫	২০১১.৪৬	১৯৯৭.০৬	৩২৪২.২৬	৩৮৪৭.১০	৫৩৬৪.০৩	৮২০৮.১০
যোগাযোগ	৪৮৬.৫৯	২৯২.৬১	১৮৩.৯৫	১৪৩.৭৭	২৬১.৮০	৮৩৯.৬৫	৬৮৫.৮১
ভৌত অবকাঠামো, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	১২২৯.৭৪	১৩১২.৮৩	২২৬৩.৬৫	২৯২৩.৭২	৩০৬২.৪১	৪০০০.৮২	৪৩২৫.৩৭
শিক্ষা ও ধর্ম	২৭৭৪.১৭	২৮৭২.১৯	৩১৫০.০৫	৪৩০৫.৩০	৪৮৭৯.২২	৪৬৬০.৭৪	৬৪৬১.৭২
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৬৯.৪৪	৭১.৯৭	৭০.৫৯	১৫৫.১৮	৩৪২.৬৯	১৩২.৮৭	১৭২.৭৯
স্বাস্থ্য,পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যান	১৭৮৬.৩২	২০৯৪.৫৩	২১১০.৭৬	২৫৯০.৮৭	২৮৬৫.২০	২৯৬৬.৩৩	৩৫০৮.৮৪
গণসংযোগ	১৮.০০	৪৭.৬৭	৯.৯৯	৮০.৪০	৮৮.৫৯	৫৬.৮৪	৫৩.৯৬
সমাজকল্যান, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	১৩৫.২০	১৩৩.৩৭	১৮৮.৬৪	২৫১.৪৫	২৭৭.৭৪	২৯২.১৩	৩৯১.২১
জনপ্রশাসন	৩০৯.২৮	৫৯৫.১১	৪৭৩.২৫	৬৩৯.৩২	৮২০.৫৯	৭১৬.৫৯	৮৮০.৮০
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৮৫.৩৯	১১৯.০৪	১২৩.৭৭	২৯২৩	১৩৭.৯১	১২৪.৮৩	২৬০.৫১
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৫৭.১৫	৭১.৬৬	৯৩.৬৫	৩০.৪০	৩৪.৪৯	১০৪.৪৪	২৯৫.৮১
থোক/অন্যান্য	১০১১.৪০	১১৭৯.৮৭	৭৯৫.৮৩	১০৯১.৯০	১২১৮.২০	১৩০৪.৬৩	১৫১৮.৫৩
মোট	**১৭৯১৬.২৬**	**১৮৪৫৫.০৮**	**১৯৭০০.৭৬**	**২৫৯১৭.৩৫**	**৩৩০০৭.৪৩**	**৩৮০১৯.৮৫**	**৫০০৩৫.২৭**

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৮.৩: খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯)

(কোটি টাকায়)

খাত	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
কৃষি	৩৪২০.০৫	৪৮৬৭.৫১	৪৮৬৭.৫১	৫৫০৬.৪১	৪৮৬৫.৭০	৬৫৩৮.২০
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (কাবিটা সহ)	৭১৩৮.৭৭	৮৯২৪.৬০	৮৯২৪.৬০	১০৬৬৯.০৯	১৬১৮৮.৬২	১৪৭৮৭.৭৮
পানি সম্পদ	১৮৩৩.৬২	২৪৮২.৪৫	২৪৮২.৪৫	৩০৩০.৪১	৩৮৭৬.৫৫	৫১৯৯.০৩
শিল্প	২৩৭৪.৬৬	১৩৫৬.৫৮	১৩৫৬.৫৮	১০৩১.৪৬	১৪০৬.৩৮	২০৩৬.৩৭
বিদ্যুৎ	৭৮৪৩.৯৯	১৫৫৫৮.৪৬	১৫৫৮৮.৪৬	১৮১৩৬.৮৯	২৫৭৪৩.৯২	২৫১১৪.৫৩
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১৮৩২.৩৮	২০০৮.৩৪	২০০৮.৩৪	২৪৩৫.৯০	১৩৩২.৪৭	৫৫৫০.৭৮
পরিবহণ	১০১৯৭.৬১	১৬৬৬০.২৩	১৬৬৬০.২৩	২১৬৫৭.৮৬	৩৪৭১৭.৯৯	৩৮৬৮৩.৪৮
যোগাযোগ	৬৩১.৬২	১৭৬৪.১৩	১৭৬৪.১৩	২২৬৯.৮২	৫৬৭.১২	১৮৩০.৩১
ভৌত অবকাঠামো, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৫০৮৫.৪৭	১২৫৬৪.৪৪	১২৫৬৪.৪৪	১৬১১৮.০০	১৪৬৭৩.৪০	২০৭৫৯.১৩
শিক্ষা ও ধর্ম	৭৯৫৪.৪৫	৯৯৫৭.৮৮	৯৯৫৭.৮৮	১১৭৭৩.৮৯	১২৫৮৭.৩৯	১৪৯৩৪.০৩
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২৬২.৫১	২৫২.৮৭	২৫২.৮৭	৩০০.৪৪	৩২৪.৯৫	৬৮৯.৮
স্বাস্থ্য,পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যান	৩৭১৭.৫২	৪৪৩৮.২৯	৪৪৩৮.২২	৪৩৮২.৭৪	৮৪৭০.৫৪	৯৩২৩.৮১
গণসংযোগ	১০৬.২৩	১১৯.৭৮	১১৯.৭৮	১৪৯.০২	১৮৭.৩৪	২০৭.৭৯
সমাজকল্যান, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৪০৮.৬২	৩৮২.১১	৩৮২.১১	৩১৪.৩৪	৩৮৬.১৪	৫৮৮.৪২
জনপ্রশাসন	৮৯৫.৬২	১১৯৫.০৭	১১৯৫.০৭	১৮৯৫.৬৪	১৩০২.০৯	৪৯২৮.৯১
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৪১৩.৬৬	১৯৫৯.৮২	১৯৫৯.৮২	৪৮০৬.৮২	১২২৪৫.৪৬	১৩১৫০.৯১
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৩৩৬.০১	৩৫৫.০৩	৩৫৫.০৩	২৮২.৭৯	২৬৮.৯৪	৩৯৬.৮০
থোক/অন্যান্য	১৪৬০.৭৬	২২১৯.৭৫	২২১৯.৭৫	২৩২৩.০০	২৪০৪.২২	২৪৬৫.৯৯
মোট	**৫৬৯১৩.৪৫**	**৮৭০৬৭.৩৪**	**৮৭০৬৭.৩৪**	**১০৭০৮৪.৫৫**	**১৪১৫৪৯.৩০**	**১৬৭১৮৬.১**

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৯.১: রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস (১৯৮৯-৯০ হতে ১৯৯৬-৯৭ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

	৮৯-৯০	৯০-৯১	৯১-৯২	৯২-৯৩	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭
১। পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয়	**৪০৩৮.২**	**৪২৯৪.৬**	**৪৭৭৪.৮**	**৫৪৫৯.২**	**৫৯৯১.১**	**৬৭৩৫.৭**	**৭৩২৩.৫**	**৭৫৯৭.৪**
১.১ বেতন ও ভাতা	২২৫১.৩	২৩০৭.৪	২৮১০.৭	৩৩৯.৫	৩৫৯৮.২	৩৯৫৮.২	৪২০৭.৬	৪৩৯১.৫
১.২ পরিচালনা ও সংরক্ষণ	২৭৭.৬	৩১৯.১	৪৩৪.৮	৫৪৮.৩	৬৬৩.৭	৭৮০.৭	৮২৮.০	৮৩৭.১
১.৩ পূর্ত	২৪০.২	২৫০.৮	২৩৫.৬	২৫২.০	১৮৩.৩	১৮৫.০	২০০.০	২১০.০
১.৪ অন্যান্য-বিবিধ	১২৬৯.১	১৪১৭.৩	১২৯৩.৭	১৩১৯.৪	১৫৪৫.৯	১৮১১.৮	২০৮৭.৯	২১৫৮.৮
২। সুদ বাবদ ব্যয়	**৬৬২.১**	**৮৫৪.৬**	**১১০৭.৬**	**১০২৫.০**	**১০৬৭.৮**	**১২০৬.১**	**১৭৩৯.৭**	**১৭৫৫.৫**
২.১ অভ্যন্তরীণ	২৮৫.১	৪১৭.১	৬৩৪.৪	৫৫০.০	৫১৯.০	৬০৬.১	১০৩৯.৭	১০৮০.০
২.২ বৈদেশিক	৩৭৭.০	৪৩৭.৫	৪৭৩.২	৪৭৫.০	৫৪৮.৮	৬০০.০	৭০০.০	৬৭৫.৫
৩। ভর্তুকি ও অন্যান্য চলতি হস্তান্তর	**২২৯৬.৪**	**২৩৯১.৮**	**২২৪৮.১**	**২২৩১.০**	**২৩৩১.২**	**২৭২৭.৭**	**৩১৭৭.৬**	**৩৪৮০.১**
৩.১ খাদ্যশস্য বাবদ ভর্তুকি	৬৩১.৪	৩৭২.৭	৩৪৩.৬	১৫৩.৪	১৪৯.০	২৪৮.০	২৭৩.০	২৯৪.০
৩.২ অন্যান্য ভর্তুকি	৩০৯.৪	৩৯৭.৩	২৪৫.৮	১৩৩.৮	৯২.৬	৪৭.৬	১১.৬	১৮৮.৬
৩.৩ ভিজিডি ও টেস্ট রিলিফ	২৮২.২	৩৮৭.০	২৭৭.৫	২৯৫.০	২৬১.৫	৩২৫.০	৪১৫.০	৪৭১.০
৩.৪ বিভাগীয় এন্টারপ্রাইজসমূহের পরিচালন ঘাটতি	১৬৬.১	১৭৩.০	১৫৫.০	১২৯.৭	১২২.৬	১১৮.০	১৯৪.৮	১১৪.৯
রেলওয়ে	(১৩৯.৪)	(১৪৯.১)	(১২৫.৮)	(৯৯.৫)	(৯৫.০)	(৯০.০)	(১৫৮.৮)	(৮৯.৩)
পোষ্ট অফিস	(২৬.৭)	(২৩.৯)	(২৯.২)	(৩০.২)	(২৭.৬)	(২৮.০)	(৩৬.০)	(২৫.৬)
৩.৫ স্থানীয় সরকারে হস্তান্তর	৫০.০	৫৩.৯	৫৪.৫	৫৫.৪	৫৬.৩	৭৩.০	৭০.৯	৭১.৩
৩.৬ গ্রান্টস ইন এইড ও অন্যান্য হস্তান্তর ব্যয়	৬৮৪.৯	৭৮৩.৭	৮৩১.৬	১০৫৭.৬	১১৭৯.২	১৩৫৬.১	১৫৬৩.৯	১৬৩০.১
৩.৭ পেনসন ও অবসর ভাতা	১৬৯.৪	২২৪.১	৩৪০.০	৪০৫.২	৪৭০.০	৫৬০.০	৬৪৮.৪	৭১০.০
৪। অ-বরাদ্দকৃত ব্যয়	**০.৭**	**৬৩.২**	**২৩.২**	**২২.২**	**৪৫.৮**	**১৮.১**	**৩৭.৩**	**২৭.০**
মোট	**৬৯৯৭.৪**	**৭৬০৪.২**	**৮১৫৩.৬**	**৮৭৩৬.৬**	**৯৪৪৬.৯**	**১০৬৮৭.৬**	**১২২৭৮.১**	**১২৮৬০.০**
৫। বাদঃ								
৫.১ আদায়	৯১.০	১২০.৯	৯৮.৬	৯৬.৯	১৭৪.২	২৬৯.৬	২৬৯.৪	২১০.০
৫.২ বিভাগীয় এন্টারপ্রাইজসমূহে ঘাটতি (প্রাপ্তি)	১৬৬.০	১৭৩.১	১৫৫.০	১২৯.৭	১২২৬.৬	১১৮.০	১৯৪.৮	১১৪.৯
নিট প্রাপ্তিঃ	**৬৭৪০.০**	**৭৩১০.২**	**৭৯০০.০**	**৮৫১০.০**	**৯১৫০.১**	**১০৩০০.০**	**১১৮১৩.৯**	**১২৫৩৪.৯**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৯.২: রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস
(১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
বেতন ও ভাতা	**৪৬৪৫**	**৫১০০**	**৫৭১৫**	**৫৯৪৯**	**৬৮০১**	**৭২৮২**	**৭৯১৩**	**৮৭৬২**
অফিসারদের বেতন	৫২৭	৫৫১	৫৮৬	৬১২	৬৩৭	৭০২	৭৬৩	৮৬০
কর্মচারিদের বেতন	২২৩০	২৪৩৪	২৫২৯	২৬৪৪	২৯৯৬	৩১২২	৩২১৭	৩৬৩৭
ভাতাদি	১৮৮৮	২১১৫	২৬০০	২৬৯৩	৩১৬৮	৩৪৫৮	৩৯৩৩	৪২৬৫
পণ্য ও সেবা	**২০৪৫**	**২২৫৬**	**২৪৫৬**	**২৮৩৯**	**৩৪৫২**	**৪২৬৫**	**৪৮৮০**	**৫৭৯৪**
সরবরাহ ও সেবা	১৪২৫	১৪৪০	১৬৪১	১৯৭৪	২৪২১	৩০৫২	৩৩১০	৩৫৪৪
মেরামত ও সংরক্ষণ	৬২০	৮১৬	৮১৫	৮৬৫	১০৩১	১২১৩	১৫৭০	২২৫০
সুদ পরিশোধ	**২৩১৯**	**২৯৪৬**	**৩৫৫৪**	**৪১২৬**	**৪৫২০**	**৫৫৭৪**	**৫৮৪২**	**৬৫০৩**
অভ্যন্তরীণ	১৫৯৪	২২২১	২৭৬৯	৩৩০৬	৩৫৮৫	৪৬১৭	৪৮৪১	৫৩০৩
বৈদেশিক	৭২৫	৭২৫	৭৮৫	৮২০	৯৩৫	৯৫৭	১০০১	১২০০
ভর্তুকি ও চলতি স্থানান্তর	**৩৮২৯**	**৪৮৫০**	**৪৮৪৬**	**৫৫৭৮**	**৫৯১৫**	**৭০৮৪**	**৮১৮৬**	**১০৪৩৭**
ভর্তুকি	৫৫৩	৪৩৩	৫৯৪	৫৪৪	৬৮১	১৪৬৩	১৩৪৮	২১৫৭
সাহায্য মঞ্জুরি	২৪৬৭	৩৩২২	৩১২৬	৩৬১৫	৩৬৪৮	৩৯৩১	৪৮৯৭	৬১৪৮
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা	২৭	১৭	১৮	২০	২২	২৩	২৪	২৫
ঋণ ও অগ্রিম মওকুফ	--	--	--	--	--	০	০	১
পেনসন ও গ্রাচ্যুইটি	৭৮২	১০৭৮	১১০৮	১৩৯৯	১৫৬৪	১৬৬৭	১৯১৭	২১০৬
থোক	**৭৭৯**	**৬৪৩**	**৯১৪**	**১২৩৮**	**১২৩১**	**৫৬৬**	**৪৪১**	**৬৩৪**
অপ্রত্যাশিত	--	--	১০০	৯০	৮১	১০০	২০০	১৭১
অন্যান্য	--	--	৮১৪	১১৪৮	১১৫০	৪৬৬	২৪১	৪৬৩
কর্তন-আদায়	**৭৩**	**৫৪**	**৫৫**	**৯১**	**৩৩৩**	**৫১৭**	**৪৫৫**	**৫৪০**
সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কার্য	**১১৬২**	**১০২৪**	**১০১৪**	**১০২৩**	**১১০৬**	**১০৫৩**	**১৫৮৩**	**১৭৩৩**
সম্পদ সংগ্রহ	৯২২	৭৮৬	৭০৯	৭৫৮	৮৩১	৮০১	১২৩৮	১৩৪৩
ভূমি ক্রয়	১১	১৫	৪৪	৫	৩৮	১৫	৮	৪৮
নির্মাণ ও পূর্ত	২২৯	২৪২	২৬১	২৬০	২৩৭	২৩৭	৩৩৭	৩৪২
শেয়ার ও ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ	-	-	-	-	-	-	**১৮৩**	**৩৪৭**
শেয়ার মূলধন	-	-	-	-	-	-	৭	২৭
ইকুইটি	-	-	-	-	-	-	৬৬	১৬৬
মূলধন পূনর্গঠনে বিনিয়োগ	-	-	-	-	-	-	১১০	৪৯
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	০	১০৫
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	-	-	-	-	-	-	**২১০**	**৯৯৪**
বিস্তারিত বরাদ্দ	-	-	-	-	-	-	২০৩	৪১১
থোক	-	-	-	-	-	-	৭	৫৮৩
মোট অনুন্নয়ন ব্যয়	**১৪৭৭৯**	**১৬৮১৯**	**১৮৪৯৯**	**২০৭৫৩**	**২৩০২৫**	**২৫৮২৪**	**২৮৭৮৩**	**৩৪৬৬৪**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৯.৩: অনুন্নয়ন ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস (ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ, খাদ্য হিসাব ও কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয় ব্যতীত) (২০০৬-০৭ হতে ২০১১-১২ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
বেতন ও ভাতা	**১০১২২**	**১২৮৮৩**	**১৩৬৬০**	**১৫১০৬**	**১৭০৪৭**	**২০৪৭৯**	**২১৫২২**
অফিসারদের বেতন	১০৫০	১১৫৩	১১৮৬	১২৪৯	১৮৩৯	২০৭২	২১৬১
কর্মচারিদের বেতন	৪৯৫২	৫৫০৮	৫৮১৫	৫৭৭২	৮৩৩১	৮৬৩৬	৯২৩১
ভাতাদি	৪১২০	৬২২২	৬৬৫৯	৮০৮৫	৬৮৭৭	৯৭৭১	১০১৩০
পণ্য ও সেবা	**৬২০৩**	**৬২৯১**	**৮০২৪**	**৯১৬৪**	**৯৬৯৩**	**১০৯৪৩**	**১১৬৫৩**
সরবরাহ ও সেবা	৩৮৩২	৪৩১৪	৫৩২৭	৬৬০১	৬৯২৬	৭৮৯১	৮৫৬০
মেরামত ও সংরক্ষণ	২৩৭১	১৯৭৭	২৬৯৭	২৫৬৩	২৭৬৭	৩০৫২	৩০৯৩
সুদ পরিশোধ	**৭৫৪৫**	**৯১৫৪**	**১১৯৬৭**	**১৩৩১৪**	**১৪৬৪৬**	**১৪৫৭৮**	**১৯৭৯৬**
অভ্যন্তরীণ	৬২৪৬	৭৮৫৪	১০৬২১	১২০০৩	১৩২৫৫	১৩১৫৬	১৮১৪৫
বৈদেশিক	১২৯৯	১৩০০	১৩৪৬	১৩১১	১৩৯১	১৪২২	১৬৫১
ভর্তুকি ও চলতি স্থানান্তর	**১১০৭৩**	**১৪২৭৪**	**১৯৫২৪**	**২৫৮৪৮**	**২৭৯৩২**	**৩২২৬০**	**৩৭৬৫৩**
ভর্তুকি	১৭৩০	৩১৭২	৫৯২৯	৮৩৭৩	৭৬৪৩	৯৪১১	১২২৬৩
সাহায্য মঞ্জুরি	৭১০৪	৮১৩৮	১০১৩২	১৩৮১২	১৬৪৩৭	১৮৭৫৩	২০২১৮
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা	২৮	৩৪	৩৭	৪৩	৮৬	৮৮	১১৩
ঋণ ও অগ্রিম মওকুফ	১	২	৩	৩	৩	৩	৪
পেনসন ও গ্রাচ্যুইটি	২২১০	২৯২৮	৩৪২৩	৩৬১৭	৩৭৬৩	৪০০৫	৫০৪২
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	১৩
থোক	**৬২১**	**৫২১**	**৪৪৭**	**৪৬১**	**৫৯৮**	**৬৪১**	**১১৯৯**
অপ্রত্যাশিত	৫০	১৩৯	৬৪	২২৪	৩২৩	৩১৫	৮৭১
অন্যান্য	৫৭১	৩৮২	৩৮৩	২৩৭	২৭৫	৩২৬	৩২৮
কর্তন-আদায়	**৭৫৯**	**১০৫৯**	**১৩৭০**	**১২১৮**	**১২০৫**	**১৭৯৮**	**০**
সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কার্য	**১৮১৩**	**১৬৭৬**	**১৯৮১**	**২৩৭৫**	**২৮৫১**	**৩৮১৭**	**৪৩৪৩**
সম্পদ সংগ্রহ	১৪৪০	১৩৮০	১৬২২	১৮০৪	২৪১৬	৩৩৭২	৩৭৬৮
ভূমি ক্রয়	২৬	৫৩	৭৮	২৭৯	৯৩	৫০	৭২
নির্মাণ ও পূর্ত	৩৪৭	২৪৩	২৮১	২৯২	৩৪২	৩৯৫	৫০৩
শেয়ার ও ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ	**৪৩৯**	**৬৭২**	**৩১৯২**	**২০৭৪**	**৫৫৬৬**	**২২৫৭**	**৪৮২০**
শেয়ার মূলধন	৪	১৭৬	২৪৩৯	৩৪৯	২৬৪৬	২০৭	৮৯৬
ইকুইটি	১২৫	৭৫	৯৫	২১৫	১৯০০	৩০০	৮০০
মূলধন পূনর্গঠনে বিনিয়োগ	২৭৩	৪২১	১৯৮	১৫০০	১০০০	১০৫০	৭০০
অন্যান্য	৩৭	০	৪৬০	১০	২০	৭০০	২৪২৪
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	**১০১৩**	**১০০০**	**৪৯৭**	**৪৭৮**	**১০০৯**	**১০১১**	**১১৪৪**
বিস্তারিত বরাদ্দ	৩৮৮	১৬৮	২৩৭	২৩১	৭৬৪	৭৯০	৫৩৯
থোক	৬২৫	৮৩২	২৬০	২৪৭	২৪৫	২২১	৬০৫
মোট অনুন্নয়ন ব্যয়	**৩৮০৭০**	**৪৫৪১২**	**৫৭৯২২**	**৬৭৬০২**	**৭৮১৩৭**	**৮৪১৮৮**	**১০২১৩০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৯.৪: অনুন্নয়ন ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস (ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ, খাদ্য হিসাব ও কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয় ব্যতীত) (২০১২-১৩ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
বেতন ও ভাতা	**২২৫৩০**	**২৭৫০৭**	**২৮৭০৯**	**২৯৩৫০**	**৪৯৭৪৭**	**৫৩২১০**	**৫৭৯৯৪**	**৬১১০৯**
অফিসারদের বেতন	২৪৬০	২৮৬৪	৩০১৭	৬২১৪	৬৭০৬	৭২৪৫	৭৬৫৯	৯১০৬
কর্মচারিদের বেতন	৯২৪৩	৯৮৭৯	১০৩৪৬	২০২৯০	২০০৪৭	২০৯২৬	২২৭৫১	২৩৪৬০
ভাতাদি	১০৮২৭	১৪৭৬৪	১৫৩৪৬	১৫৯৮৫	২২৯৯৪	২৫০৩৯	২৭৫৮৪	২৮৫৪৩
পণ্য ও সেবা	**১৩৮৪৭**	**১৬৩২৪**	**১৬৩৭০**	**১৯২৮৩**	**২৩০০৪**	**২৬৬৫৬**	**৩১০৩২**	**৩২৪৩৫**
সরবরাহ ও সেবা	৯৯৮৪	১২১৪১	১১৯১৯	১৪১৪১	১৭২৫১	১৮৮৯৬	২২৫৬৯	২৪২৯৮
মেরামত ও সংরক্ষণ	৩৮৬৩	৪১৮৩	৪৪৫১	৫১৪২	৫৭৫৩	৭৭৬০	২০৬৩	৮১৩৭
সুদ পরিশোধ	**২৩৩৪৭**	**২৬৫৪০**	**৩১০৪৩**	**৩১৬৬৯**	**৩৫৩৫৮**	**৩৭৯২০**	**৪৮৭৪২**	**৫৭৬৬৩**
অভ্যন্তরীণ	২১৬০৪	২৪৮৫৪	২৯৩০৫	৩০০৪৪	৩৩৪৯৫	৩৫৪০৪	৪৫২৭৫	৫২৭৯৫
বৈদেশিক	১৭৪৩	১৬৮৬	১৭৩৮	১৬২৫	১৮৬৩	২৫১৬	৩৪৬৭	৪৮৬৮
ভর্তুকি ও চলতি স্থানান্তর	**৪২৭৪৬**	**৪৫১৬৮**	**৫০২২৫**	**৫৬৬৫৯**	**৬৯৭৬৩**	**৭৫৫১২**	১০৭২৪০	১২২০৮৩
ভর্তুকি ও প্রণোদনা	১৬৮০৮	১৫৪৬৫	১৬৬৫৩	১২৮৮৫	১৫৩৩০	১৭৩২৯	৩০৯০১	৩১৯৮১
সাহায্য মঞ্জুরি	২০২৭৬	২২৭৬৫	২৪৯৬৫	৩২৫৪২	৪১৬৮৮	৪১৭৩০	৪৭২০৫	৫১৫০০
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা	১১৮	১১১	১১২	৭৬	৬৭	-	-	-
ঋণ ও অগ্রিম মওকুফ	৪	৪	৪	৪	৪	-	-	-
পেনসন ও গ্রাচ্যুইটি	৫৫৩৩	৬৮১৬	৮৪৮৩	১১১৪৫	১২৬৬৭	১৩৬৮৬	২৬৫২৭	২৭০৮৮
অন্যান্য	৭	৭	৮	৭	৭	২৭৬৭	-	১১৫১৪
থোক	**৪২৩**	**৪৫৭**	**১৮৮৫**	**২৮৯**	**২৮২**	**৫৩০**	**২১৩৯**	**১৬১৭**
অপ্রত্যাশিত	১৭৯	১৭৯	১৫০০	২৯	০.০০	১৭৬	২৭৬	৮৪৬
অন্যান্য	২৪৪	২৭৮	৩৮৫	২৫০	২৮২	৩৫৪	১৮৬৩	৭৭১
কর্তন-আদায়	**০**	**২**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**
সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কার্য	**৫০১৮**	**৬৪৪৬**	**৭০২৫**	**৮৬২৩**	**১১৭৩২**	**১৪৬৮৪**	**১৬৯৮৭**	**১৮৮২৯**
সম্পদ সংগ্রহ	৪০৮৫	৪৮২৯	৫৭৬৩	৬৩৮১	৭৯৯৩	১৩৪৬৮	১৫২৭০	১৭৭৫৬
ভূমি ক্রয়	৪৮	৪৬১	১৪৪	২৯৫	৮০৮	১২১৬	১৭১৭	১০৭৯
নির্মাণ ও পূর্ত	৮৮৫	১১৫৬	১১১৮	১৯৪৭	২৯৩১	-	-	-
শেয়ার ও ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ	**২৭১৭**	**১২৪৬৩**	**১৮৯৮৫**	**৩২৪৮**	**৩০৪৬**	**২০৬৬**	**১৯৯৪**	**১৫৪৪**
শেয়ার মূলধন	১৭৫১	৭০২০	১১১৬০	১০২৩	৫২১	২০৬৬	১৯৯৪	১৪৯৯
ইকুইটি	৪০০	৩৫০	২৮০০	৪০০	৫০০	-	-	-
মূলধন পুনর্গঠনে বিনিয়োগ	৫৪১	৫০৬৮	৫০০০	১৮০০	২০০০	-	-	-
অন্যান্য	২৫	২৫	২৫	**২৫**	২৫	-		৪৫
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত	**৮০১**	**৮৯৩**	**১০৬৮**	**৫৮৫**	**৩৭০**	**-**	-	
উন্নয়ন কর্মসূচি	৫৫০	৭৩১	৩০৭	৫০৭	২৭৬	**-**	-	
বিস্তারিত বরাদ্দ	২৫১	১৬২	৭৬১	৭৮	৯৪	**-**	-	
থোক								
মোট অনুন্নয়ন ব্যয়	**১১১৪২৯**	**১৩৫৮০০**	**১৫৫৩১০**	**১৬৪৩৩৫**	**১৪৮৫২৯**	**২১০৫৭৮**	**২৬৬৭২৮**	**২৯৫২৮০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৪০: অর্থ সরবরাহ এবং এর বিভিন্ন অংশ

(কোটি টাকায়)

বছর (জুন স্থিতি)	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	তলবি আমানত	সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ (এম-১) (২+৩)	মেয়াদি আমানত	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) (৪+৫)	অর্থ সরবরাহে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে তলবি আমানতের শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে মেয়াদি আমানতের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৯৭৩-৭৪	৩৩১	৪১৪	৭৪৫	৪৯৯	১২৪৪	২৬.৬১	৩৩.২৮	৪০.১১
১৯৭৪-৭৫	২৯০	৫০৯	৭৯৯	৪৬০	১২৫৯	২৩.০৩	৪০.৪৩	৩৬.৫৪
১৯৭৫-৭৬	৩৩০	৫৫২	৮৮২	৫১৫	১৩৯৭	২৩.৬২	৩৯.৫১	৩৬.৮৬
১৯৭৬-৭৭	৩৫৬	৬১৬	৯৭২	৭৬৭	১৭৩৯	২০.৪৭	৩৫.৪২	৪৪.১১
১৯৭৭-৭৮	৫০৪	৭২০	১২২৪	৯১৭	২১৪১	২৩.৫৪	৩৩.৬৩	৪২.৮৩
১৯৭৮-৭৯	৬১৩	৯১১	১৫২৪	১২৩৫	২৭৫৯	২২.২২	৩৩.০২	৪৪.৭৬
১৯৭৯-৮০	৬৯৩	১০৩৮	১৭৩১	১৫১৩	৩২৪৪	২১.৩৬	৩২.০০	৪৬.৬৪
১৯৮০-৮১	৯১৫	১০৭১	১৯৮৬	২১৫০	৪১৩৬	২২.১২	২৫.৮৯	৫১.৯৮
১৯৮১-৮২	৮৭৮	১১৩৫	২০১৩	২৫৩৭	৪৫৫০	১৯.৩০	২৪.৯৫	৫৫.৭৬
১৯৮২-৮৩	১১৩৯	১৪৯৫	২৬৩৪	৩২৬৪	৫৮৯৮	১৯.৩১	২৫.৩৫	৫৫.৩৪
১৯৮৩-৮৪	১৫৫৬	১৯৯৪	৩৫৫০	৪৮৩৬	৮৩৮৬	১৮.৫৫	২৩.৭৮	৫৭.৬৭
১৯৮৪-৮৫	১৭২৩	২৫০৯	৪২৩২	৬৩০২	১০৫৩৪	১৬.৩৬	২৩.৮২	৫৯.৮৩
১৯৮৫-৮৬	১৯৫৩	২৯৭৫	৪৯২৮	৭৪১০	১২৩৩৮	১৫.৮৩	২৪.১১	৬০.০৬
১৯৮৬-৮৭	২০৭৫	৩১৮৮	৫২৬৩	৯০৯০	১৪৩৫৩	১৪.৪৬	২২.২১	৬৩.৩৩
১৯৮৭-৮৮	২৪১৫	২৬৩৩	৫০৪৮	১১৩৬০	১৬৪০৮	১৪.৭২	১৬.০৫	৬৯.২৩
১৯৮৮-৮৯	২৬১৬	২৮৪৫	৫৪৬১	১৩৬১৭	১৯০৭৮	১৩.৭১	১৪.৯১	৭১.৩৮
১৯৮৯-৯০	৩১৮৮	৩১৮১	৬৩৬৯	১৫৯২৯	২২২৯৮	১৪.৩০	১৪.২৭	৭১.৪৪
১৯৯০-৯১	৩৬১২	৩৫৯২	৭২০৪	১৭৮০১	২৫০০৫	১৪.৪৫	১৪.৩৭	৭১.১৯
১৯৯১-৯২	৪০৭৩	৪১৮৫	৮২৫৮	২০২৬৯	২৮৫২৭	১৪.২৮	১৪.৬৭	৭১.০৫
১৯৯২-৯৩	৪৪৮০	৪৫৮৩	৯০৬৩	২২৪৭৩	৩১৫৩৬	১৪.২১	১৪.৫৩	৭১.২৬
১৯৯৩-৯৪	৫৪১৬	৫৭৫১	১১১৬৭	২৫২৩৬	৩৬৪০৩	১৪.৮৮	১৫.৮০	৬৯.৩২
১৯৯৪-৯৫	৬৫৬৫	৬৬১৪	১৩১৭৯	২৯০৩৩	৪২২১২	১৫.৫৫	১৫.৬৭	৬৮.৭৮
১৯৯৫-৯৬	৭১২৩	৭৩৩৬	১৪৪৫৯	৩১২৩১	৪৫৬৯১	১৫.৫৯	১৬.০৬	৬৮.৩৫
১৯৯৬-৯৭	৭৫৭৫	৭৫৯২	১৫১৬৭	৩৫৪৬১	৫০৬২৮	১৪.৯৬	১৫.০০	৭০.০৪
১৯৯৭-৯৮	৮১৫৩	৭৭৩৫	১৫৮৮৯	৩৯৯৮১	৫৫৮৬৯	১৪.৫৯	১৩.৮৫	৭১.৫৬
১৯৯৮-৯৯	৮৬৮৭	৮৫৬৩	১৭২৪৯	৪৫৭৭৭	৬৩০২৭	১৩.৭৮	১৩.৫৯	৭২.৬৩
১৯৯৯-০০	১০১৭৬	৯৭০৫	১৯৮৮১	৫৪৮৮১	৭৪৭৬২	১৩.৬১	১২.৯৮	৭৩.৪১
২০০০-০১	১১৪৭৮	১০৮৬৯	২২৩৪৭	৬৪৮২৭	৮৭১৭৪	১৩.১৭	১২.৪৭	৭৪.৩৬
২০০১-০২	১২৫৩১	১১৬৩০	২৪১৬১	৭৪৪৫৫	৯৮৬১৬	১২.৭১	১১.৭৯	৭৫.৫০
২০০২-০৩	১৩৯০২	১২৮৪২	২৬৭৪৩	৮৭২৫১	১১৩৯৯৫	১২.২০	১১.২৭	৭৬.৫৪
২০০৩-০৪	১৫৮১১	১৪৬৮৯	৩০৫০০	৯৯২৭৪	১২৯৭৭৪	১২.১৮	১১.৩২	৭৬.৫০
২০০৪-০৫	১৮৫১৮	১৭০২৮	৩৫৫৪৬	১১৬০৪২	১৫১৫৮৮	১২.২২	১১.২৩	৭৬.৫৫
২০০৫-০৬	২২৮৬২	২০২৭২	৪৩১৩৪	১৩৮০২২	১৮১১৫৬	১২.৬২	১১.১৯	৭৬.১৯
২০০৬-০৭	২৬৬৪৪	২৪০০৬	৫০৬৫০	১৬১৩৩৬	২১১৯৮৬	১২.৫৭	১১.৩২	৭৬.১১
২০০৭-০৮	৩২৬৯০	২৬৬২৫	৫৯৩১৫	১৮৯৪৮০	২৪৮৭৯৫	১৩.১৪	১০.৭০	৭৬.১৬
২০০৮-০৯	৩৬০৪৯	৩০৩৭৮	৬৬৪২৭	২৩০০৭৩	২৯৬৫০০	১২.১৬	১০.২৫	৭৭.৬০
২০০৯-১০	৪৬১৫৭	৪১৮৩১	৮৭৯৮৮	২৭৫০৪৩	৩৬৩০৩১	১২.৭১	১১.৫২	৭৫.৭৬
২০১০-১১	৫৪৭৯৫	৪৮৩০৬	১০৩১০১	৩৩৭৪১৯	৪৪০৫২০	১২.৪৪	১০.৯৭	৭৬.৬০
২০১১-১২	৫৮৪১৭	৫১৩০৪	১০৯৭২১	৪০৭৩৮৮	৫১৭১১০	১১.৩০	৯.৯২	৭৮.৭৮
২০১২-১৩	৬৭৫৫৩	৫৬০৫০	১২৩৬০৩	৪৭৯৯০২	৬০৩৫০৫	১১.১৯	৯.২৯	৭৯.৫২
২০১৩-১৪	৭৬৯০৮	৬৪৭৩৭	১৪১৬৪৫	৫৫৮৯৭৮	৭০০৬২৩	১০.৯৮	৯.২৪	৭৯.৭৮
২০১৪-১৫	৮৭৯৪১	৭২৮৭৩	১৬০৮১৪	৬২৬৮০০	৭৮৭৬১৪	১১.১৭	৯.২৫	৭৯.৫৮
২০১৫-১৬	১২২০৭৫	৯০৩৫৬	২১২৪৩১	৭০৩৯৪৭	৯১৬৩৭৮	১৩.৩২	৯.৮৬	৭৬.৮২
২০১৬-১৭	১৩৭৫৩২	১০২৫৪৭	২৪০০৭৯	৭৭৫৯৯৭	১০১৬০৭৬	১৩.৫৪	১০.০৯	৭৬.৩৭
২০১৭-১৮	১৪০৯১৮	১১৩৯৭৬	২৫৪৮৯৪	৮৫৫০৮৭	১১০৯৯৮১	১২.৭	১০.২৭	৭৭.০৪
২০১৮-১৯	১৫৪২৮৭	১১৯০০৬	২৭৩২৯৩	৯৪৬৩১৪	১২১৯৬১২	১২.৬৫	৯.৭৬	৭৭.৫৯
২০১৯-২০*	১৯২১১৪.৫	১৩৫৫২৮.৪	৩২৮২৬৩.৯	১০৪৫৪৭১.১	১৩৭৩৭৩৫	১৫.০৪	৯.৮৯	৭৬.১০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * সাময়িক

পরিশিষ্ট ৪১.১: অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন'০৫ থেকে জুন'১২ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

অর্থনৈতিক খাত	জুন'০৫	জুন'০৬	জুন'০৭	জুন'০৮	জুন'০৯	জুন'১০	জুন'১১	জুন'১২
ক) কৃষি, বন ও মৎস্য	১০৬৭৫	১১৩৫৩	১০৯০৩	১২২২৩	১৩৭৫৪	১৫৫৬৯	১৯৬৫৫	২০৯৩০
খ) শিল্প কারখানা	১৯৯৫২	২৪৪৭৬	৩০১০৮	৩৬৮৬৩	৪৫১২৬	৫৪২৬৫	৭৩৪৬৪	৮৫৭৯৮
গ) শিল্প কারখানায় চালু মূলধনে অর্থ যোগান	২২০৬৯	২৫৭৯৯	২৮৫১০	৩২৮৩৩	৩৫৬৬৯	৩৮৫১৬	৪৭০৬০	৫০০০৭
ঘ) নির্মাণ	৭৪৫৬	৮৬৬৮	১০৫১৩	১১৬৭৫	১৪৩৯২	১৮১৯২	২৪৩০৬	৩২১৮৯
ঙ) ওয়াটার ওয়ার্কস ও স্যানিটারী সার্ভিস	৬	৩	১৫	৫	২৪	৬২	৩৬৭৫	৪৯৫৪
চ) পরিবহণ ও যোগাযোগ	৯৩৮৪	১৯৬০	২৮৭০	৩৯৫৫	৩৫৭৯	৩৫২৪	১১৮৩৮৪	১৪৫৮৫৬
ছ) মজুদ (গুদামজাত)	৭৭৯	৯১৯	৬৭৫	৫১৮	৬২৬	৬৩৮	১৭৮৬১	২০৯৭৬
জ) ব্যবসা	৩৯৪৯৩	৪৩৭৬০	৪৮৬২১	৬৪০৪৮	৭৪০৮৫	৯৭১৭০	১৬৮৭৯	২৫২২২
ঝ) বিবিধ	৯৯৯৮	১২২২৭	১৪৩৫৮	১৯৪২৯	২১৮৩৩	২৯৫০৭		
মোট	**১১১৭৩২**	**১২৯১৬৫**	**১৪৬৫৭৩**	**১৮১৫৪৯**	**২০৯০৪৯**	**২৫৭৪৪৩**	**৩২১২৮৫**	**৩৮৫৯৩৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। নোটঃ পরবর্তী উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের "Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-১, SBS-২ & SBS-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী ২২ (খ) তে দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৪১.২: অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন'১৩ থেকে ডিসেম্বর'১৯ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

অর্থনৈতিক খাত	জুন'১৩	জুন'১৪	জুন'১৫	জুন'১৬	জুন'১৭	জুন'১৮	জুন'১৯	ডিসেম্বর'১৯
ক) কৃষি, বন ও মৎস্য	২২৯৭১	২৫৯৫২	২৯৪৫০	৩৪৩৬১	৩৭৭৮২	৪২৯১২	৪৫৭৮৯	৪৬৪১৬
খ) শিল্প কারখানা	৯৬১৩৭	৭৯৩৯৩	৯৫৫১০	১০৫২৩০	১২৯৩৯৩	১৫৯৩৮৩	১৯১৩৬৩	২০১৭৯৮
গ) চালু মূলধনে অর্থ যোগান	৫৭০৪৮	৮৫৯৭৩	৯৮৮২৫	১২৮৬৯৫	১৪৭৭৯৩	১৮২৭১৪	১৯৬২৯৭	২১৬৩৬৭
ঘ) নির্মাণ	৩৮৭০৫	৪০৭২৯	৪৪০৩০	৫৪১৯৬	৬৫২৪৭	৭৮৬৮১	৯১২১৩	৮৯৯৬০
ঙ) পরিবহণ ও যোগাযোগ	৫৮৫৩	৫৩১২	৪০৫৮	৪৭৬২	৫০৯১	৭৩৬১	৭৫৯৮	১৪০০৫
চ) ব্যবসা	১৫৬৩৩৭	১৮৪৯২২	১৯৫৬৬৬	২২২৫৯৩	২৫৮৪০৮	২৮৮৬৯৫	৩১৭৫৯৩	৩৩১৫৭৮
ছ) ভোক্তা অর্থায়ন	২৮০২২	২৮৭৩১	৫২২৫৯	৫৩২০২	৫৫৬৭০	৬০৭০১	৩৮৬১৪	৭১২৩৬
ঝ) বিবিধ	১৯৭৩২	১৮৫৭২	১৬৩৫০	৫৫৩৮	২২৩০১	২৬৫৬৮	৩২৯৮০	৩২১৮৮
মোট	**৪২৬১৬৬**	**৪৬৯৫৮৩**	**৫৩৬১৪৮**	**৬২১৫৫৭**	**৭২১৬৮৫**	**৮৪৭০১৫**	**৯৫১৪৪৮**	**১০০৩৫৪৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * সাময়িক। নোটঃ সারণিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের "Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-১, SBS-২ & SBS-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৪২.১: অর্থনৈতিক খাতের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন’০৫ থেকে জুন’১২ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

সেক্টর	জুন'০৫	জুন'০৬	জুন'০৭	জুন'০৮	জুন'০৯	জুন'১০	জুন'১১	জুন'১২
১. **পাবলিক সেক্টরঃ**	**৬৮৮৬**	**৭৪৬৩**	৬৬৮৭	**৬৪৭৯**	**৮৪৬৭**	**৯৮৭৯**	**১১৯২২**	**১০২৭০**
ক) সরকারি	৩২৪	৩৩৯	৩৭০	৪০০	৪৯৯	২১৭	৩৩৬	৩১৭
খ) স্বায়ত্বশাসিত ও আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ	২১৪	৭৬	৪৯০	৭৯	১৭০৩	২১২৪	১১১৩	২০৯৭
গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (ডিপোজিট মানি ব্যাংক ব্যতীত)	৪	২	১৭	০	১৭	০	০	০
ঘ) অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৬২৯৮	৭০১৪	৫৭৯২	৫৯৮৪	৬২৩৫	৭৫২৭	১০৪৬৬	৭৮৫১
ঙ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ	৪৬	৩২	১৮	১৬	১৩	১০	৭	৫
২. **প্রাইভেট সেক্টরঃ**	**১০৪৮৪৬**	**১২১৭০২**	**১৩৯৮৮৬**	**১৭৫০৭৩**	**২০০৫৮২**	**২৪৭৫৬৫**	**৩০৯৩৬৩**	**৩৭৫৬৬৩**
ক) কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী	১০৩০৯	১১৭৮১	১১৪১৬	১২৮৭৫	১৩৮২৭	১৫৯৩২	২০৫৪৮	২১৭৯১
খ) উৎপাদনশীল কোম্পানি	৪১৬৭৮	৫০৩৬৮	৬০৩৬৮	৭৫০৩০	৮৮৬৯৬	১০৪৬৫৪	১০৮৪১৭	১২২৫৪৪
গ) ব্যবসা-বাণিজ্য	৩২০৬৪	৩৫২৬৮	৩৯৪৯৬	৫০৪৬৭	৫৬৪৬৭	৭৪৮২৯	৫১২৩	৬৭১২
ঘ) পরিবহণ কোম্পানি	১১৫৬	৯৪৫০	১৪৮০	১৫০৫	১৮৬৪	২৫৪৯	২৮১৬৫	৩৯১১৯
ঙ) নির্মাণ কোম্পানি	২৪০৪	২৯৪৭	৩৪৩০	৩৮৩৪	৪৭১৭	৬১২৮	১৬০১০	১৮৭২০
চ) গুদামজাতকরণ কোম্পানি	৭৪৪	৪১৬	২৫৭	১৬০	১২১	৯৮	৯৩৬৫৬	১০৮৯৫২
ছ) ট্রাস্ট ফান্ড ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩১	৭৭	৭৬	১	৯১	৯৫	১১১	১৩৯
জ) প্রাইভেট আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ডিপোজিট মানি ব্যাংক ব্যতীত)	২৩৫৩	১১৩৬	২৮১২	৩৭২৮	৩৬৪৭	৬২৩৭	৮৯১৭	১০৯২২
ঝ) ব্যক্তিগত (পেশাজীবী ও চাকুরিজীবী)	৭৫৯০	৯৮৮৫	১০৬৮৪	১২০৩০	১৪৩৬৩	১৮৩২৭	৩০৬৭৬	৩৯৪০৭
ঞ) অন্যান্য	৬৫১৭	৮৩৭৪	৯৮৬৭	১৫৪৪৩	১৬৭৮৯	১৮৭১৬	১৪৪১	৭৩৫৬
মোটঃ	**১১১৭৩২**	**১২৯১৬৫**	**১৪৬৫৭৩**	**১৮১৫৫২**	**২০৯০৪৯**	**২৫৭৪৪৩**	**৩২১২৮৫**	**৩৮৫৯৩৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। নোটঃ পরবর্তী উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের “Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-১, SBS-২ & SBS-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী ২৩ (খ) তে দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৪২.২: অর্থনৈতিক খাতের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন’১৩ থেকে ডিসেম্বর’১৮ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

সেক্টর	জুন'১৩	জুন'১৪	জুন'১৫	জুন’১৬	জুন’১৭	জুন’১৮	জুন’১৯	ডিসেম্বর’১৯
১. **পাবলিক সেক্টরঃ**	**১১২৩২**	**৮৩৮১**	**৯৮৮২**	**৮০৭২**	**৮৬০৭**	**১২৬৯৩**	**১৫৩২১**	**২১৪৬২**
ক) সরকারি	২৬৯	৫২৭	৪৫৪	৪২৯	২৬৭	৭৬৬	৮১৬	২৯৩
খ) স্বায়ত্তবশাসিত ও আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ	২৬২৩	১১৪২	১৪৭৯	১২৩২	২১১০	৩৩১৪	৩৯১১	৩২৩০
গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (ডিপোজিট মানি ব্যাংক ব্যতীত)	০	১০	০	৬৫	০.০০	২১৩	২১০	২০১
ঘ) অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৮৩৩৯	৬৬৯৮	৭৯৪৫	৬৩৪৭	৬২৩০	৮৩৯৯	১০৩৮৪	১৭৭৩৮
ঙ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ	০	৪	৪	০	০.০০	০	০	০
২. **প্রাইভেট সেক্টরঃ**	**৪১৩৫৭৩**	**৪৬১২০২**	**৫২৬২৬৬**	**৬১৩৪৮৪**	**৭১৩০৭৮**	**৮৩৪৩২৩**	**৮৮৭৪৫৬**	**৯৮২০৮৬**
ক) কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী	২২০০১	৮৮১৭	১৫৩৫৪	১৯৪৫৭	১১৩০৫	৮৭২৫	৮৬৪৪	৮৯৬৭
খ) উৎপাদনশীল কোম্পানি	১৩৪৯৫৭	১৫৯৮৪০	১৭০৫৩৪	১৯৭৮৫৯	২৪২৮৪৬	২৯৭৩৮৯	৩১৯৬০৩	৩৫৯১৮৭
গ) গ্যাস/বিদ্যুৎ/শক্তি উৎপাদনকারী কোঃ	৬৮২৭	৮০৪৩	৭৮৭৭	৮২৭৪	১১০০৯	১৫৭৮২	১৬৬৯৬	২০২৭৭
ঘ) সেবা শিল্প	৪৬৭৮৯	৫৫৪৯৪	৬১৩৫২	৭৯২৩৬	৯০৪৪৮	১০৫৯২০	১১২৬৪০	১২৭৬৮৬
ঙ) কৃষি ভিত্তিক এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ	২২১৯১	১৮৬১৬	২৫৬৩০	৩৭৫৭৭	৪১৬৫৪	৫১২৫১	৫৬৩১৯	৬৪১৯৮
চ) ব্যবসা-বাণিজ্য	১১৮৩০৪	১২৬৫৯২	১৪৩১৬৯	১৬১৯৪৬	১৮৪৩০১	২০৪৪০৮	২১৪৬৭৫	২২৭৬৮০
ছ) ট্রাস্ট ফান্ড ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৯৫	১৬৭	৫৫১	৫৬৩	৭১৬	১০৬০	১০৪৭	৩৯৯
জ) প্রাইভেট আর্থিক প্রতিষ্ঠান	১১৭২৬	১৪৪৮৬	১৫৫০৮	২০৭২০	২৪৩৩৩	২৭১৯৯	২৯৮৭৭	৩৩৮৮৬
ঝ) ব্যক্তিগত (পেশাজীবী ও চাকুরিজীবী)	৪৭০১৮	৬২৫৭৭	৮৩৪১৮	৮৫০৯৬	১০৩৬৯৮	১২০০৫৮	১২৫২৪৩	১৩৬৬৩৭
ঞ) অন্যান্য	২৮৫৬	৬৫৭০	২৮৭৩	২৭৫৬	২৭৬৮	২৫৩২	২৭১৩	৩১৭৮
মোটঃ	**৪২৪৮০৪**	**৪৬৯৫৮৩**	**৫৩৬১৪৮**	**৬২১৫৫৭**	**৭২১৬৮৫**	**৮৪৭০১৫**	**৯০২৭৭৮**	**১০০৩৫৪৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * সাময়িক। নোটঃ সারণিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের “Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-১, SBS-২ & SBS-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৪৩: ব্যাংক ব্যবস্থার অধীনে অভ্যন্তরীণ ঋণ

(কোটি টাকায়)

বছর (জুন স্থিতি)	সরকারের নিকট ঋণ (নিট)	সরকারি খাতে স্থুল ঋণ	সরকারি খাতে ঋণ (২+৩)	বেসরকারি খাতে স্থুল ঋণ	মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ (৪+৫)
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৭৪-৭৫	৬২৭	৫৮৮	১২১৫	২৮৯	১৫০৪
১৯৭৫-৭৬	৭২১	৬৮৯	১৪১০	৩৪৬	১৭৫৬
১৯৭৬-৭৭	৭৩১	৭৩৬	১৪৬৭	৫১৬	১৯৮৩
১৯৭৭-৭৮	৮২৪	৯২৫	১৭৪৯	৭২৩	২৪৭২
১৯৭৮-৭৯	৮৫৬	১২৩৬	২০৯২	৯২৬	৩০১৮
১৯৭৯-৮০	১০৪২	১৫১১	২৫৫৩	১৩৯৬	৩৯৪৯
১৯৮০-৮১	১৬৬৩	১৮৪৭	৩৫১০	১৭৬৩	৫২৭৩
১৯৮১-৮২	১৬৬২	২৪৩৫	৪০৯৭	২৩৬৫	৬৪৬২
১৯৮২-৮৩	১৬০৬	২৪৬৩	৪০৬৯	৩০৯৮	৭১৬৭
১৯৮৩-৮৪	২০৬৯	২৫৫২	৪৬২১	৪৯১৪	৯৫৩৫
১৯৮৪-৮৫	১৯৮৮	৩২৩০	৫২১৮	৬৮৯০	১২১০৮
১৯৮৫-৮৬	১৮৫৩	৩৯৭৩	৫৮২৬	৮৩৫৬	১৪১৮২
১৯৮৬-৮৭	১৯৭৯	৪৩৫৫	৬৩৩৪	৮৯৭৪	১৫৩০৮
১৯৮৭-৮৮	১৮২০	৪৩৬০	৬১৮০	১০৮৯৬	১৭০৭৬
১৯৮৮-৮৯	১৩৭৩	৪৬৩৪	৬০০৭	১৩৩৫৯	১৯৩৬৬
১৯৮৯-৯০	২০১৭	৫০১১	৭০২৮	১৬০০৫	২৩০৩৩
১৯৯০-৯১	২১৮৮	৫৩৫৭	৭৫৪৫	১৭৮২৩	২৫৩৬৮
১৯৯১-৯২	৩৬২৬	৫৬৪৩	৯২৬৯	১৭৯৩৯	২৭২০৮
১৯৯২-৯৩	৩৯২২	৬০৩৪	৯৯৫৬	১৯৩১৮	২৯২৭৪
১৯৯৩-৯৪	৩৮০৮	৫৬১৯	৯৪২৭	২০৯৭৩	৩০৪০০
১৯৯৪-৯৫	৪৫০৯	৫৭৯৬	১০৩০৫	৩০০২৩	৪০৩২৮
১৯৯৫-৯৬	৬৩১০	৫৬৮৯	১১৯৯৯	৩৪৮৭০	৪৬৮৬৯
১৯৯৬-৯৭	৮০১৭	৬১২২	১৪১৩৯	৩৮৯৪৮	৫৩০৮৭
১৯৯৭-৯৮	৯২৭২	৬৪৯২	১৫৭৬৪	৪৪২০৬	৫৯৯৭০
১৯৯৮-৯৯	১১২৬৪	৬৩১০	১৭৫৭৪	৫১১২৫	৬৮৬৯৮
১৯৯৯-০০	১৪৭৯০	৬৫০৯	২১২৯৯	৫৬৫২১	৭৭৮১৯
২০০০-০১	১৭৬৯৪	৭৬৯৪	২৫৩৮৮	৬৫৬৫৯	৯১০৪৬
২০০১-০২	২০২৬২	৭৫৮০	২৭৮৪৩	৭৪৫৫৪	১০২৩৯৭
২০০২-০৩	১৯০২৮	৭৫৯৪	২৬৬২১	৮৪০২৮	১১০৬৪৯
২০০৩-০৪	২১৮৯৯	৯০১৮	৩০৯১৭	৯৫৮৬৯	১২৬৭৮৬
২০০৪-০৫	২৫৫৮৩	১১২৩৯	৩৬৮২২	১১২০১৬	১৪৮৮৩৮
২০০৫-০৬	৩০৯০৩	১৪৫৬১	৪৫৪৬৩	১৩২৩১৮	১৭৭৭৮১
২০০৬-০৭	৩৫২৮৪	১৬০৪৬	৫১৩২৯	১৫২১৭৭	২০৩৫০৬
২০০৭-০৮	৪৫১৯৩	১০১৬২	৫৫৩৫৫	১৯০১৩৬	২৪৫৪৯১
২০০৮-০৯	৫৬৭৯৪	১০৯২০	৬৭৭১৪	২১৭৯২৭	২৮৫৬৪১
২০০৯-১০	৫২৭১৬	১২৮১৪	৬৫৫৩০	২৭০৭৬১	৩৩৬২৯১
২০১০-১১	৭৩২২৮	১৬৯৫২	৯০১৮০	৩৪০৭১৩	৪৩০৮৯৩
২০১১-১২	৯১৭২৯	১৫৩৪২	১০৭০৭১	৪০৭৯০২	৫১৪৯৭৩
২০১২-১৩	১১০১০৭	৯৪৫৫	১১৯৫৮০	৪৫২১৫৭	৫৭১৭৩৭
২০১৩-১৪	১১৭৫২৯	১২৭৩৭	১৩০২৬৬	৫০৭৬৪০	৬৩৭৯০৬
২০১৪-১৫	১১০২৫৭	১৬৬৭০	১২৬৯২৭	৫৭৪৫৯৯	৭০১৫২৬
২০১৫-১৬	১১৪২২০	১৬০৫১	১৩০২৭১	৬৭১০০৯	৮০১২৮০
২০১৬-১৭	৯৭৩৩৪	১৭২৮০	১১৪৬১৪	৭৭৬০৫৭	৮৯০৬৭০
২০১৭-১৮	৯৪৮৯৫	১৯২০০	১১৪০৯৫	৯০৭৫৩২	১০২১৬২৭
২০১৮-১৯	৯২৯৪৬	২৩৮৬৮	১১৬৮১৫	৯৭০৩৪৯	১০৮৭১৬৩
২০১৯-২০*	১৭৬১৪৯	২৯২১৫	২০৫৩৬৪	১০৯৭২৭১	১৩০২৬৩৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * সাময়িক

পরিশিষ্ট ৪৪.১: ব্যাংক আমানতের পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

ব্যাংক আমানতের প্রকার	জুন'০৭	জুন'০৮	জুন'০৯	জুন'১০	জুন'১১	জুন’১২	জুন’১৩
১) স্থায়ী আমানত	৭৬৯৬৮	৯৪৮৯৭	১২৪৬৭৮	১৩৯০২২	১৮৫৬৬৪	২৪০২৮০	২৯৮০৬২
ক. ৩ হতে ৬ মাস সময়ের জন্য	১৬৬৪৯	২০৯১৬	৩১৪৯১	৩৭৮৭৮	৬১৪০৯	৯১২৩৩	১২৮৯৬৩
খ. ৬ হতে এক বৎসর সময়ের জন্য	৯৬৯৮	১২৭৫৯	১৪৪৫৩	১৪৮৯৯	২০০২১	২৪০৫৭	২৫৩২৭
গ. ১ বৎসর হতে দুই বৎসর সময়ের জন্য	৩৪৬৪৫	৪০২৮৮	৫০১৪৮	৫৪১৯২	৬৩১৯৮	৭৩৬৩৩	৮০৬২৭
ঘ. ২ বৎসর হতে তিন বৎসর সময়ের জন্য	৭১৬৪	৮৪১১	১১৬১৯	১৬৪৮০	১৬৪০৫	১২৮৬৬	১৩৮১৩
ঙ. ৩ বৎসর হতে অধিক সময়ের জন্য	৮৮১২	১২৫২২	১৬৯৬৭	১৫৫৭৪	২৪৬৩১	৩৮৪৯১	৪৯৩৩২
২) চলতি আমানত	১৯৪৭৯	২২৬৫৩	২৫১১০	৩৩০১২	৪১৫০১	৪২৩৭৯	৪৫৪৬৮
৩) উত্তোলনযোগ্য দৃশ্যমান আমানত	৩০৪১	৩৮৫০	৪৩৮৬	৮২১১	৬৬৩৩	৭৮৮১	৭৯৮৫
৪) সঞ্চয়ী আমানত	৪৮৯৫৭	৫৪৯৪৮	৬১০৮০	৭৬০৮১	৮৬০৩০	৯৩০১৭	৯৯৩১৬
৫) বিদেশিদের টাকা বিনিময় হিসাব	-	৫৪২	৯১৪	৭০৬	৭৩০	১৪৯৬	১২৪৩
৬) বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	-	৯৭৬	১৬৭৯	২৫৯১	২৬৩৮	৩৭২৯	৩০৯১
৭) ওয়েজ আর্নাসদের আমানত	-	১৭০১	১৭১৫	১৪৩৮	২১৫৯	১৭০৮	১৩৫৬
৮) আবাসিকদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	-	২৩৬২	১৮১২	১৯৪৫	২১৯৪	৩২৫৫	৫৬৫১
৯) স্বল্প মেয়াদি আমানত	২৪৮৮৮	২০৭২০	২৫৪৪৭	৩৬৫১৩	৩৭৮৫৭	৪০১০৬	৪৫৭৯৭
১০) পেনসন স্কীমে আমানত	১৬৬৯২	১৮৫৭১	২১২৬৮	২৪৩৭৫	২৮৩৭৯	৩০৩২৫	৪০৯৪২
১১) মারজিন ডিপোজিটস	-	২৯২৯	৩১৫৫	৪৬৫২	৬১৪৮	৭১২৫	৭০৭২
১২) স্পেশাল পারপাস ডিপোজিটস	-	৬১৮০	৬৬২৬	৮০৩৭	৯৯৭৮	১৩৩৬৩	১৪৪১৩
১৩) নেগোসিয়েবল সার্টিফিকেট আমানত	১১৩৭	১২৫০	১৪৯৭	১৩২৩	১৬৬৫	১৭০৯	১৬৭০
১৪) রেসট্রিকটেড/ব্লকড ডিপোজিটস	-	২৬	২৩	১৪	১০	৩৪	৪০
১৫) অনাবাসিকদের বৈদেশিক মূল্য হিসাব	৩৬৮১	-	--	--	-	-	-
১৬) অনাবাসিকদের টাকা বিনিময় হিসাব	৯২	-	--	--	-	-	-
মোট আমানতঃ	**১৯৫২০৫**	**২৩১৬০৫**	**২৭৯৩৯১**	**৩৩৭৯২০**	**৪১১৫৮৬**	**৪৮৬৪০৭**	**৫৭২১০৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * সাময়িক। নোটঃ সারণিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের “Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-১, SBS-২ & SBS-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৪৪.২: ব্যাংক আমানতের পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

ব্যাংক আমানতের প্রকার	জুন'১৪	জুন'১৫	জুন'১৬	জুন'১৭	জুন'১৮	জুন'১৯	ডিসেম্বর'১৯
১) স্থায়ী আমানত	৩৪৯৪৭৪	৩৮২৫৩৬	৪১০৭৬২	৪২৩২১৬	৪৭১৩৮৪	৫০১৩৪১	৫৭৬২০২
ক. ৩ হতে ৬ মাস সময়ের জন্য	১৪১০০২	১৫২২৯৫	১৬৭৮৫১	১৭৫৭৬৫	১৯২০৬৩	২০০৫৯৬	১৮৮০৯৩
খ. ৬ হতে এক বৎসর সময়ের জন্য	৩৩৬৭৮	৪১৬৬৫	৪১৩৫৫	৪৩০৫৬	৫৩৯৯৬	৬৫৫৫৮	৮৫৩০৭
গ. ১ বৎসর হতে দুই বৎসর সময়ের জন্য	১০৫৬৯৭	১১৬২১২	১২৩৪৬৪	১২৫৩৯৮	১৪৮৪২৩	১৫৫৯৭০	২০২৭৩৮
ঘ. ২ বৎসর হতে তিন বৎসর সময়ের জন্য	১২৫৪৩	৯৫৫৬	১০৫১৪	৯৫৪৮	৯৫৯০	৯৬৭১	১২৯৪১
ঙ. ৩ বৎসর হতে অধিক সময়ের জন্য	৫৬৫৫৪	৬২৮০৮	৬৭৫৮০	৬৯৪৪৯	৬৭৩১২	৬৯৫৪৫	৮৭১২৩
২) চলতি আমানত	৫০৪১৮	৫৯৯৩৬	৮৭৮৩৫	৮৪৭৭৭	৮৭৭১১	৮৮৪৬৭	১০০৮৬৯
৩) উত্তোলনযোগ্য দৃশ্যমান আমানত	১০১১৪	১২৩৯১	১৫০০৮	১৭৭১৫	২২৩৫৮	১৪৫৫১	১৭৭৩৩
৪) সঞ্চয়ী আমানত	১০৮২০৪	১৩৫২৯০	১৬৪৬৯৮	১৮৮৬৪৭	২০৪৩৫৮	২১৫৫৭৪	২৪৩১৮১
৫) বিদেশিদের টাকা বিনিময় হিসাব	১৩২৫	১৬৪৪	১৩৮৭	১১৮৪	১২৫৩	১৪১০	১২৩২
৬) বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২৫৬৮	২৪১০	৩৭৯৬	৪১৩৯	৬৩৯৮	৭৪০০	৫১৭৭
৭) ওয়েজ আর্নাসদের আমানত	১৮৭০	১৭৮৮	২২৮৪	২২২৩	৩৫২৬	৩৪৯৩	৩৮৩৪
৮) আবাসিকদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯৮৮	৬৮৫৯	৬৪৯৫	৮৩০৯	৯৪০৩	১১৪৪০	১৫৯২৩
৯) স্বল্প মেয়াদি আমানত	৫১১৫৭	৫৭৪৭৮	৭৩৮৫৩	৯৯৩১৩	১০৯৯৯৪	১০৯৪৮০	১১৩২৬৭
১০) পেনসন স্কীমে আমানত	৪২৭১৫	৫৬০৪৫	৬৬৫৭৩	৭৪৩৬১	৮০৪৩০	৮৫১৩৯	৯৫৮২২
১১) মারজিন ডিপোজিটস	৬৭৩০	৭৮৭৩	৮৫৬৪	৮৯৪২	১১৪৭৪	১১৫৮৭	১২৬৫০
১২) স্পেশাল পারপাস ডিপোজিটস	১৮১৮১	১৯৫৫১	২৪১৫৮	২৫৮৮৯	২৬৭৩২	৩০১০৯	২৭০৯৬
১৩) নেগোসিয়েবল সার্টিফিকেট আমানত	১৬৬২	১৭৮৪	১৮০৬	১৭০৬	১৫৭৬	১৫০৬	১৪২২
১৪) রেসট্রিকটেড/ব্লকড ডিপোজিটস	৩৪	২২	৩৫	৩৫	৪৫	৪৬	৪৭
১৫) অনাবাসিকদের বৈদেশিক মূল্য হিসাব	-	-	-	-	-	-	-
১৬) অনাবাসিকদের টাকা বিনিময় হিসাব	-	-	-	-	-	-	-
মোট আমানতঃ	**৬৪৯৪৪০**	**৭৪৫৬০৬**	**৮৪৭৪৫৪**	**৯৪০৪৫৮**	**১০৩৬৬৪১**	**১০৮১৫৪২**	১২১৪৪৫৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * সাময়িক। নোটঃ সারণিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের “Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-১, SBS-২ & SBS-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৪৫: মনিটারি সার্ভে

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	পরিসম্পৎ						দায়				
	নিট বৈদেশিক সম্পদ	নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	সরকারের নিকট দাবী	অন্যান্য সরকারি খাতের নিকট দাবী	বেসরকারি খাতের নিকট দাবী	অন্যান্য উপাদান (নিট)	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২)	সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ (এম-১)	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	তলবী আমানত	বৈদেশিক মুদ্রার আমানতসহ মেয়াদি আমানত
১৯৭৫-৭৬	-১৪.৯	১৪১১.৮	৭২১.২	৬৮৯.১	৩৪৬.৩	-৩৪৪.৮	১৩৯৬.৮	৮৮২.১	৩২৯.৯	৫৫২.২	৫১৪.৭
১৯৭৬-৭৭	১১২.৭	১৬২৭.২	৭৩১.৩	৭৩৬.১	৫১৫.৯	-৩৫৬.১	১৭৩৯.৭	৯৭২.৭	৩৫৬.৩	৬১৬.৪	৭৬৭.০
১৯৭৭-৭৮	২৯.১	২১১১.৯	৮২৪.৩	৯২৫.১	৭২৩.২	-৩৬০.৭	২১৪০.৭	১২২৩.৮	৫০৪.৩	৭১৯.৫	৯১৬.৯
১৯৭৮-৭৯	২১৬.৩	২৫৪৩.৭	৮৫৬.২	১২৩৫.৬	৯২৫.৮	-৪৭৩.৯	২৭৫৯.৯	১৫২৪.৭	৬১৩.৩	৯১১.৪	১২৩৫.২
১৯৭৯-৮০	-৪০.৮	৩২৮৫.৭	১০৪২.৩	১৫১১.৩	১৩৯৬.৩	-৬৬৪.২	৩২৪৪.৮	১৭৩১.৬	৬৯৩.৪	১০৩৮.২	১৫১৩.২
১৯৮০-৮১	-৩৬১.১	৪৪৯৭.১	১৬৬২.৮	১৮৪৭.৪	১৭৬৩.০	-৭৭৬.১	৪১৩৫.৮	১৯৮৬.১	৯১৪.৮	১০৭১.৩	২১৪৯.৭
১৯৮১-৮২	-১১২৯.৮	৫৬৭৮.৫	১৬৬২.৪	২৪৩৫.২	২৩৬৪.৬	-৭৮৩.৭	৪৫৪৮.৬	২০১২.০	৮৭৭.৫	১১৩৪.৫	২৫৩৬.৬
১৯৮২-৮৩	-৪৫৭.৩	৬৩৫৪.৯	১৬০৬.৪	২৪৬২.৬	৩০৯৭.৫	-৮১১.৬	৫৮৯৭.৬	২৬৩৩.৬	১১৩৮.৬	১৪৯৫.০	৩২৬৪.০
১৯৮৩-৮৪	১৪৭.২	৮২৩৮.৬	২০৬৯.০	২৫৫২.০	৪৯১৪.৫	-১২৯৬.৯	৮৩৮৫.৮	৩৫৪৯.৯	১৫৫৬.৩	১৯৯৩.৬	৪৮৩৫.৯
১৯৮৪-৮৫	-২.৫	১০৫৩৬.৮	১৯৮৮.৩	৩২২৯.৫	৬৮৯০.৬	-১৫৭১.৬	১০৫৩৪.২	৪২৩১.৮	১৭২২.৯	২৫০৮.৯	৬৩০২.৪
১৯৮৫-৮৬	৭৩.৯	১২২৬৪.২	১৮৫৩.২	৩৯৭২.৮	৮৩৫৬.২	-১৯১৮.০	১২৩৩৮.১	৪৯২৭.৯	১৯৫৩.১	২৯৭৪.৮	৭৪১০.২
১৯৮৬-৮৭	৩৮৮.৫	১৩৯৬৪.৬	১৯৭৮.৭	৪৩৫৫.৬	৮৯৭৪.০	-১৩৪৩.৭	১৪৩৫৩.১	৫২৬২.৮	২০৭৪.৯	৩১৮৭.৯	৯০৯০.৩
১৯৮৭-৮৮	৫৯৯.৮	১৫৮০৮.২	১৭১৭.৫	৪৩৫৯.৭	১০৮৯৬.৩	-১১৬৫.৩	১৬৪০৮.০	৫০৪৭.৭	২৪১৫.০	২৬৩২.৭	১১৩৬০.৩
১৯৮৮-৮৯	৭৭৭.৩	১৮৩০০.৮	১২৭০.৪	৪৬৩৩.৭	১৩৩৫৯.৭	-৯৬৩.০	১৯০৭৮.১	৫৪৬০.৭	২৬১৫.৬	২৮৪৫.১	১৩৬১৭.৪
১৯৮৯-৯০	৪২৭.৫	২১৮৭০.১	২০১৪.৭	৫০১১.৬	১৬০০৪.৫	-১১৬০.৭	২২২৯৭.৭	৬৩৬৮.৭	৩১৮৮.৩	৩১৮০.৪	১৫৯২৯.০
১৯৯০-৯১	১৭৫১.৭	২৩২৫২.৬	২১৮৭.৮	৫৩৫৭.৭	১৭৮২২.৮	-২১১৫.৭	২৫০০৪.৪	৭২০৩.৭	৩৬১১.৮	৩৫৯১.৯	১৭৮০০.৭
১৯৯১-৯২	৪০২৪.৯	২৪৫০১.১	৩৬২৫.৬	৫৬৪৩.৫	১৭৯৩৯.২	-২৭০৭.২	২৮৫২৬.০	৮২৫৭.২	৪০৭২.৬	৪১৮৪.৬	২০২৬৮.৮
১৯৯২-৯৩	৫৯৬০.৮	২৫৫৭৪.৮	৩৯২২.১	৬০৩৪.৩	১৯৩১৭.৪	-৩৬৯৯.০	৩১৫৩৫.৬	৯০৬২.৬	৪৪৮০.১	৪৫৮২.৫	২২৪৭৩.০
১৯৯৩-৯৪	৯০৬১.১	২৭৩৪১.৫	৩৮০৮.০	৫৬১৯.০	২০৯৭২.৫	-৩০৫৮.০	৩৬৪০৩.০	১১১৬৭.১	৫৪১৬.০	৫৭৫১.১	২৫২৩৫.৯
১৯৯৪-৯৫	১০৩৭২.০	৩১৮৪০.৩	৪৫০৯.০	৫৭৯৬.০	৩০০২৩.০	-৮৪৮৭.৮	৪২২১২.৩	১৩১৭৯.৪	৬৫৬৫.১	৬৬১৪.৩	২৯০৩২.৯
১৯৯৫-৯৬	৬৬৪৪.২	৩৯০৪৬.৩	৬৩১০.০	৫৬৮৯.০	৩৪৮৬৯.৭	-৭৮২২.৪	৪৫৬৯০.৫	১৪৪৫৯.৪	৭১২৩.৩	৭৩৩৬.১	৩১২৩১.১
১৯৯৬-৯৭	৬৪৫২.৯	৪৪১৭৪.৬	৮০১৭.২	৬১২১.৭	৩৮৯৪৭.৬	-৮৯১১.৯	৫০৬২৭.৫	১৫১৬৭.০	৭৫৭৪.৬	৭৫৯২.৪	৩৫৪৬০.৫
১৯৯৭-৯৮	৬৭০১.৮	৪৯১৬৭.৩	৯২৭২.০	৬৪৯২.২	৪৪২০৫.৮	-১০৮০২.৭	৫৫৮৬৯.১	১৫৮৮৮.৫	৮১৫৩.৩	৭৭৩৫.২	৩৯৯৮০.৬
১৯৯৮-৯৯	৬৩১০.৬	৫৬৭১৬.৫	১১২৬৩.৯	৬৩০৯.৬	৫১১২৪.৬	-১১৯৮২.০	৬৩০২৬.৭	১৭২৪৯.৪	৮৬৮৬.৬	৮৫৬২.৮	৪৫৭৭৭.৩
১৯৯৯-০০	৮২৬৮.৮	৬৬৪৯৩.৬	১৪৭৮৯.৫	৬৫০৯.০	৫৬৫২০.৫	-১১৩২৫.৪	৭৪৭৬২.৪	১৯৮৮১.৩	১০১৭৬.০	৯৭০৫.৩	৫৪৮৮১.১
২০০০-০১	৭১৫৩.৭	৮০০২০.৫	১৭৬৯৩.৮	৭৬৯৩.৭	৬৫৬৫৮.৭	-১১০২৫.৭	৮৭১৭৪.২	২২৩৪৭.৪	১১৪৭৮.৩	১০৮৬৯.১	৬৪৮২৬.৮
২০০১-০২	৯২৩৩.৯	৮৯৩৮২.১	২০২৬২.২	৭৫৮০.৩	৭৪৫৫৪.২	-১৩০১৪.৬	৯৮৬১৬.০	২৪১৬১.১	১২৫৩১.৪	১১৬২৯.৭	৭৪৪৫৪.৯
২০০২-০৩	১৩৫৯১.৩	১০০৪০৩.২	১৯০২৭.৯	৭৫৯৩.৫	৮৪০২৭.৬	-১০২৪৫.৮	১১৩৯৯৪.৬	২৬৭৪৩.৪	১৩৯০১.৮	১২৮৪১.৬	৮৭২৫১.২
২০০৩-০৪	১৫৯১৩.১	১১৩৮০৮.১	২১৮৯৮.৮	৯০১৭.৭	৯৫৮৬৯.৪	-১২৯৭৭.৮	১২৯৭৭৩.৮	৩০৪৪৮.০	১৫৮১১.০	১৪৬৮৯.২	৯৯২৭৩.৬
২০০৪-০৫	১৮২২৯.৩	১৩৩২১৭.২	২৫৫৮২.৭	১১২৩৯.১	১১২০১৫.৫	-১৫৬০৮.৩	১৫১৫৮৮.৪	৩৫৪০৪.১	১৮৫১৮.১	১৭০২৮.০	১১৬০৪২.৩
২০০৫-০৬	২১৫২৫.২	১৫৯১৪৯.০	৩১৫৩৪.২	১৪৫৬০.৬	১৩২৩১৭.৫	-১৯২৪৯.০	১৮১১৫৬.১	৪২৬৫২.৩	২২৮৬২.১	২০২৭২.১	১৩৮০২১.৯
২০০৬-০৭	৩২৩৯৭.১	১৭৯১০৭.২	৩৫৯৩৮.৮	১৬০৪৫.৫	১৫২১৭৭.১	-২৫০৩৮.২	২১১৯৮৬.৩	৫০১৬৮.০	২৬৬৪৩.৮	২৪০০৬.২	১৬১৩৩৬.৩
২০০৭-০৮	৩৭৩১৭.৯	২১১৪৭৭.০	৪৬৭৫১.০	১০১৬২.৪	১৯০১৩৫.৭	-৩৫৫৫০.২	২৪৮৭৯৪.৯	৫৯৩১৪.৫	৩২৬৮৯.৯	২৬৬২৪.৫	১৮৯৪৮০.৫
২০০৮-০৯	৪৭৪৫৯.৪	২৪৯০৪০.৪	৫৮০০৭.৬	১০৯১৯.৭	২১৭৯২৭.৫	-৩৭৭৯৭.০	২৯৬৪৯৯.৮	৬৬৪২৬.৯	৩৬০৪৯.২	৩০৩৭৭.৭	২৩০০৭২.৯
২০০৯-১০	৬৭০৭৩.৭	২৯৫৯৫৭.৫	৫৪২৫২.৯	১২৮১৩.৯	২৭০৭৬০.৬	-৪১৮৪৬.০	৩৬৩০৩১.২	৮৭৯৮৮.৪	৬৪১৫৭.১	৪১৮৩১.৩	২৭৫০৪২.৮
২০১০-১১	৭০৬২০.০	৩৬৯৯০০.০	৭৩২২৭.৯	১৬৯৫২.৪	৩৪০৭১২.৭	-৬০৯৪৬.৪	৪৪০৫২০.০	১০৩১০১.১	৫৪৭৯৫.১	৪৮৩০৬	৩৩৭৪১৪.৯
২০১১-১২	৭৮৮১৪.৭	৪৩৮২৯০.৮	৯১৭২৮.৯	১৫৩৪২.১	৪০৭৯০১.৬	-৭৬৬৮১.৭	৫১৭১০৯.৫	১০৯৭২১.৪	৫৮৪১৭.১	৫১৩০৪.৩	৪০৭৩৮৮.১
২০১২-১৩	১১৩২৫০.১	৪৯০২৫৫.৩	১১০১২৪.৬	৯৪৫৫.৩	৪৫২১৫৭.২	-৮১৪৮১.৭	৬০৩৫০৫.৪	১২৩৬০৩.১	৬৭৫৫২.৯	৫৬০৫০.২	৪৭৯৯০২.৩
২০১৩-১৪	১৬০০৫৬.৬	৫৪০৫৬৬.৯	১১৭৫২৯.৪	১২৭৩৬.৯	৫০৭৬৩৯.৯	-৯৭৩৩৯.৩	৭০০৬২৩.৫	১৪১৬৪৫.১	৭৬৯০৮.৪	৬৪৭৩৬.৭	৫৫৮৯৭৮.৪
২০১৪-১৫	১৮৯২২৮.৮	৫৯৮৩৮৫.৩	১১০২৫৭.২	১৬৬৬৯.৮	৫৭৪৫৯৯.৪	-১০৩১৪১.২	৭৮৭৬১৪.১	১৬০৮১৪.২	৮৭৯৪০.৮	৭২৮৭৩.৪	৬২৬৮০০.০
২০১৫-১৬	২৩৩১৩৬	৬৮৩২৪২	১১৪২২০	১৬০৫১	৬৭১০০৯	-১১৮০৩৮	৯১৬৩৭৮	২১২৪৩১	১২২০৭৫	৯০৩৫৬	৭০৩৯৪৭
২০১৬-১৭	২৬৬৬৯৭	৭৪৯৩৭৯	৯৭৩৩৪	১৭২৮০	৭৭৬০৫৬	-১৪১২৯১	১০১৬০৭৬	২৪০০৭৯	১৩৭৫৩২	১০২৫৪৭	৭৭৫৯৯৭
২০১৭-১৮	২৬৪৬৭৪	৮৪৫৩০৭	৯৪৮৯৫	১৯২০০	৯০৭৫৩২	-১৭৬৩২০	১১০৯৯৮১	২৫৪৮৯৪	১৪০৯১৮	১১৩৯৭৬	৮৫৫০৮৭
২০১৮-১৯	২৭২৪০০	৯৪৭২১২	১১৩২৭৩	২৩৩৫৬	১০১০২৫৬	-১৯৯৬৭৩	১২১৯৬১২	২৭৩২৯৩	১৫৪২৮৭	১১৯০০৬	৯৪৬৩১৮
২০১৯-২০*	২৭৭৪৮৭	১০২৯০১০	১৬২২৪২	৩০০৩৪	১০৫৮৮৯	-২২২১৬৪	১৩০৬৪৯৭	২৭৭৩৩৪	১৬১৮২১	১১৫৫১৩	১০২৯১৬৩

`**উৎসঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৪৬: বাণিজ্য শর্ত

অর্থবছর	রপ্তানি মূল্য সূচক	আমদানি মূল্য সূচক	বাণিজ্য শর্ত
ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৯-৮০=১০০			
১৯৮৫-৮৬	৭৮.৯	৯৮.৫	৮০.১
১৯৮৬-৮৭	৮১.৮	৮৯.৯	৯১.০
১৯৮৭-৮৮	৯৫.৭	৯১.৪	১০৪.৭
১৯৮৮-৮৯	৯২.৬	৯৭.২	৯৫.৩
১৯৮৯-৯০	৯৫.৬	১০৩.০	৯২.৮
১৯৯০-৯১	১০১.৯	১০৭.৪	৯৪.৯
১৯৯১-৯২	১০০.৪	১০৪.৪	৯৬.২
১৯৯২-৯৩	১০৭.৩	১০৭.৮	৯৯.৬
১৯৯৩-৯৪	১১৩.৩	১১০.৮	১০২.৩
১৯৯৪-৯৫	১২০.৮	১২০.৭	১০০.১
ভিত্তি বছরঃ ১৯৮৮-৮৯=১০০			
১৯৯৫-৯৬	১৪৯.০	১৪৯.১	৯৯.৯
১৯৯৬-৯৭	১৫৩.২	১৫১.৫	১০১.১
১৯৯৭-৯৮	১৬৮.০	১৬৩.০	১০৩.১
ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬=১০০			
১৯৯৮-৯৯	১১৭.৫৪	১২৫.৫৪	৯৩.৬৩
১৯৯৯-০০	১১৭.৪৯	১২৬.৬৪	৯২.৭৭
২০০০-০১	১২০.৩১	১৩৬.১৭	৮৮.৩৫
২০০১-০২	১২৩.১৫	১৪৬.৪১	৮৪.১১
২০০২-০৩	১২৬.২৩	১৫৭.৭৬	৮০.০১
২০০৩-০৪	১৩৫.১৯	১৬৪.১৫	৮২.৩৬
২০০৪-০৫	১৩৯.৬০	১৬৯.৯৬	৮২.১৪
২০০৫-০৬	১৪২.৩৮	১৭৬.৬৬	৮০.৬০
ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬=১০০			
২০০৬-০৭	১০৪.৮৫	১০৩.৬৪	১০১.১৭
২০০৭-০৮	১১৬.৩৪	১৩১.৪২	৮৮.৫৩
২০০৮-০৯	১২৫.১৩	১৪০.৩৫	৮৯.১৬
২০০৯-১০	১৩২.৬৪	১৪৮.৩২	৮৯.৪৩
২০১০-১১	১৪৬.৪১	১৬৬.৫১	৮৭.৯৫
২০১১-১২	১৫১.৭১	১৭৬.৪৪	৮৫.৯৮
২০১২-১৩	১৬৩.০৪	১৮৯.৬২	৮৫.৯৮
২০১৩-১৪	১৭২.০৯	২০০.৩৭	৮৫.৮৯
২০১৪-১৫	১৮২.৩৪	২১১.৯০	৮৬.০৫

উৎসঃ ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সংগৃহীত।

পরিশিষ্ট ৪৭: বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার

অর্থ বছর	বিনিময় হার (১ ডলারের সমান)
১৯৭১-৭২	৭.৩০০০
১৯৭২-৭৩	৭.৮৭৬৩
১৯৭৩-৭৪	৭.৯৬৬৪
১৯৭৪-৭৫	৮.৮৭৫২
১৯৭৫-৭৬	১৫.০৫৪১
১৯৭৬-৭৭	১৫.৪২৬০
১৯৭৭-৭৮	১৫.১১৬৮
১৯৭৮-৭৯	১৫.২২৩১
১৯৭৯-৮০	১৫.৪৯০০
১৯৮০-৮১	১৬.২৫৮৬
১৯৮১-৮২	২০.০৬৫২
১৯৮২-৮৩	২৩.৭৯৫৩
১৯৮৩-৮৪	২৪.৯৪৩৭
১৯৮৪-৮৫	২৫.৯৬৩৪
১৯৮৫-৮৬	২৯.৮৮৬১
১৯৮৬-৮৭	৩০.৬২৯৪
১৯৮৭-৮৮	৩১.২৪২২
১৯৮৮-৮৯	৩২.১৩৯৯
১৯৮৯-৯০	৩২.৯২১৪
১৯৯০-৯১	৩৫.৬৭৫২
১৯৯১-৯২	৩৮.১৪৫৩
১৯৯২-৯৩	৩৯.১৩৯৫
১৯৯৩-৯৪	৪০.০০০৯
১৯৯৪-৯৫	৪০.২০০৫
১৯৯৫-৯৬	৪০.৮৩৬৫
১৯৯৬-৯৭	৪২.৭০০৮
১৯৯৭-৯৮	৪৫.৪৫৬৩
১৯৯৮-৯৯	৪৮.০৬৪৪
১৯৯৯-০০	৫০.৩১১২
২০০০-০১	৫৩.৯৫৯২
২০০১-০২	৫৭.৪৩৪৭
২০০২-০৩	৫৭.৯০০০
২০০৩-০৪	৫৮.৯৩৫৩
২০০৪-০৫	৬১.৩৯৩৯
২০০৫-০৬	৬৭.০৭৯৭
২০০৬-০৭	৬৯.০৩১৮
২০০৭-০৮	৬৮.৬০১৯
২০০৮-০৯	৬৮.৮০১২
২০০৯-১০	৬৯.১৮৪৮
২০১০-১১	৭১.১৭১৯
২০১১-১২	৭৯.০৯৬৩
২০১২-১৩	৭৯.৯৩২৬
২০১৩-১৪	৭৭.৭২১৮
২০১৪-১৫	৭৭.৬৭৪৬
২০১৫-১৬	৭৮.২৬৩৭
২০১৬-১৭	৭৯.১১৯২
২০১৭-১৮	৮২.১০০৯
২০১৮-১৯	৮৪.০২০৮
২০১৯-২০	৮৪.৭৮১১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট ৪৮.১ : প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক, ১৯৯৪-৯৫=১০০
(১১ টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)

অর্থবছর	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
REER সূচক	১০৯.৬০	১১১.৬৪	১০৮.০৬	১০২.০৪	১০১.৪৮	৯৬.৯৮	৯৩.৪২	৯১.৭৪	৮৬.৯০	৮৯.৬৫	৯০.৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট ৪৮.২: প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক, ২০১০-১১=১০০
(৮ টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)

অর্থবছর	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
REER সূচক	৮৩.৮৬	৮৬.৫৫	৮৬.০২	৯১.৩০	৯৭.৭৪	৮৯.৪২	৯১.৩৭	১০১.৪৯	১০৭.২০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট ৪৮.৩: প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক, ২০১০-১১=১০০
(১০ টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)

অর্থবছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (ফেব্রুয়ারি’১৭)
REER সূচক	১০০	১০০.৬	১১০.০৫	১১৪.৩৯	১৩০.৬২	১৩৮.২২	১৪৯.৯৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট ৪৮.৪: প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক, ২০১৫-১৬=১০০
(১৫ টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)

অর্থবছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (ডিসেম্বর’১৭)
REER সূচক	৭২.৩১	৭২.৫	৭৯.৪৯	৮২.৭৯	৯৪.৫৯	১০০	১০২.৪	১০০.৮৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট ৪৮.৫: প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক, ২০১৫-১৬=১০০
(১৫ টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)

অর্থবছর	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
REER সূচক	৭২.৬৭	৭৯.৬	৮৩.০১	৯৪.৭৬	১০০	১০২.৪৮	১০০.৬৯	১০৭.৫৬	১১০.৬৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৪৯.১: পণ্য রপ্তানি আয় (২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
ক) প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ								
১। কাঁচা পাট	৯৬	১৪৮	১৪৭	১৬৫	১৪৮	১৯৬	৩৫৭	২৬৬
২। চা	১৬	১২	৭	১৫	১২	৬	৩	৩
৩। হিমায়িত খাদ্য	৪২১	৪৫৯	৫১৫	৫৩৪	৪৫৫	৪৪৫	৬২৫	৫৯৮
৪। কৃষিজ পণ্য	৮২	১০৫	৮৮	১২০	১৪৭	১৮৯	২৬২	৩০৪
৫। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৩৩	৪৯	৭৫	১৫৪	১০৮	৪৮	৬৯	৯৬
মোট প্রাথমিক পণ্যসমূহ (১-৫)	**৬৪৮**	**৭৭৩**	**৮৩২**	**৯৮৮**	**৮৭০**	**৮৮৪**	**১৩১৬**	**১২৬৭**
খ) শিল্পজাত পণ্যঃ								
৬। পাটজাত পণ্যসমূহ	৩০৭	৩৬১	৩২১	৩১৮	২৬৯	৫৪০	৭৫৮	৭০১
৭। চামড়া	২২১	২৫৭	২৬৬	২৮৪	১৭৭	২২৬	২৯৮	৩৩০
৮। পেট্রোলিয়াম পণ্য	৩৫	৮৮	৮৪	১৮৫	১৪২	৩০১	২৬১	২৭৫
৯। তৈরি পোষাক	৩৫৯৮	৪০৮৪	৪৬৫৮	৫১৬৭	৫৯১৯	৬০১৩	৮৪৩২	৯৬০৩
১০। নিটওয়্যার	২৮১৯	৩৮১৭	৪৫৫৪	৫৫৩৩	৬৪২৯	৬৪৮৩	৯৪৮২	৯৪৮৬
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	১৯৭	২০৬	২১৫	২১৬	২৮০	১০৩	১০৫	১০৩
১২। জুতা	৮৮	৯৫	১৩৬	১৭০	১৮৭	২০৪	২৯৮	৩৩৬
১৩। হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৫	৪	৮	৫	৬	৪	৪	৫
১৪। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৮৫	১১১	২৩৭	২২০	১৮৯	৩১১	৩১০	৩৭৬
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য	৬৫২	৭৩০	৮৬৭	১০২৫	১০৯৬	১১৩৫	১৬৬৪	১৮২০
মোট শিল্পজাত পণ্য (৬-১৫)	**৮০০৬**	**৯৭৫৩**	**১১৩৪৬**	**১৩১২৩**	**১৪৬৯৫**	**১৫৩২১**	**২১৬১২**	**২৩০৩৫**
সর্বমোট (ক+খ)	**৮৬৫৪**	**১০৫২৬**	**১২১৭৮**	**১৪১১১**	**১৫৫৬৫**	**১৬২০৫**	**২২৯২৮**	**২৪৩০২**

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৪৯.২: পণ্য রপ্তানি আয় (২০১২-১৩ থেকে ২০১৯-২০)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
ক) প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ								
১। কাঁচা পাট	২৩০	১২৬	১১২	১৭৩	১৬৮	১৫৬	১১২	১৩০
২। চা	২	৪	৩	২	৪	৩	৩	৩
৩। হিমায়িত খাদ্য	৫৪৪	৬৩৮	৫৬৮	৫৩৬	৫২৬	৫০৮	৫০০	৪৫৬
৪। কৃষিজ পণ্য	৩৫১	৪০২	৩৩৯	৩০৯	২৭৫	৩৮১	৪৩৭	৪৭২
৫। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	১৮৩	২০৯	২৪৪	২৮৫	২৭৫	২৯০	৪৬৯	২৫৭
মোট প্রাথমিক পণ্যসমূহ (১-৫)	**১৩১০**	**১৩৮০**	**১২৬৬**	**১৩০৫**	**১২৪৮**	**১৩৩৮**	**১৫২১**	১৩১৮
খ) শিল্পজাত পণ্যঃ								
৬। পাটজাত পণ্যসমূহ	৮০১	৬৯৯	৭৫৭	৭৪৭	৭৯৪	৮৭০	৭০৪	৭৫২
৭। চামড়া	৪০০	৫০৬	৩৯৮	২৭৮	২৩৩	১৮৩	১৬৫	৯৮
৮। পেট্রোলিয়াম পণ্য	৩১৪	১৬২	৭৮	২৯৭	২৪৪	৩৪	২০৪	২৩
৯। তৈরি পোষাক	১১০৪০	১২৪৪২	১৩০৬৫	১৪৭৩৯	১৪৩৯৩	১৫৪২৬	১৭২৪৫	১৪০৪১
১০। নিটওয়্যার	১০৪৭৬	১২০৫০	১২৪২৭	১৩৩৫৫	১৩৭৫৭	১৫১৮৯	১৬৮৮৯	১৩৯০৮
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	৯৩	৯৩	১১২	১২৪	১৪০	১৫১	২০৫	১৯৯
১২। জুতা	৪১৯	১৭২	১৮৯	২১৯	২৪১	২৪১	২৭২	২৭৭
১৩। হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৬	৮	৯	১০	১৪	১৭	২০	২১
১৪। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৩৬৮	৩৬৭	৪৪৭	৫১০	৬৮৯	৩৫৬	৩৪১	২৯৩
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য	১৮০০	২৩০৯	২৪৬১	২৬৭৩	২৯০৩	২৮৬৩.২	২৯৬৯	২৭৪৩
মোট শিল্পজাত পণ্য (৬-১৫)	**২৫৭১৭**	**২৮৮০৮**	**২৯৯৪৩**	**৩২৯৫২**	**৩৩৪০৮**	**৩৫৩৩০**	**৩৯০১৪**	৩২৩৫৬
সর্বমোট (ক+খ)	**২৭০২৭**	**৩০১৮৭**	**৩১২০৯**	**৩৪২৫৭**	**৩৪৬৫৬**	**৩৬৬৬৮**	**৪০৫৩৫**	৩৩৬৭৪

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো , *সাময়িক

নোট: ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে উপাত্তসমূহ কাস্টম ভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৫০: দেশওয়ারি রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	জার্মানি	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
১৯৭৩-৭৪	৬০.০৪	২৫.১৬	৫.১৪	৮.০৫	১৫.৮৩	১১.০৫	৮.৯০	৬.২৯	১৪.২৫	২১৭.০৫	৩৭১.৭৬
১৯৭৪-৭৫	৫৬.৯১	২৩.৫৫	৭.১০	৪.৮৪	১১.৬৩	১২.৪০	৯.০৬	৬.২৭	৫.৭৪	২৪৫.১৮	৩৮২.৬৮
১৯৭৫-৭৬	৬১.৯২	২৯.৪৮	৭.৩৭	৮.৮৯	১৭.২৫	২৩.২৪	৮.১৬	৬.০৮	৯.২২	২০৮.৮৬	৩৮০.৪৭
১৯৭৬-৭৭	৫৩.৪৪	৪০.৬৯	৯.৩১	৯.৪২	১৫.৯৮	২৩.৬০	৯.০৩	৬.৩০	১০.৬৫	২৩৮.৫৯	৪১৭.০১
১৯৭৭-৭৮	৬৪.৯২	৪০.৯৮	৮.৫৪	৬.২২	১৫.৯৫	১৮.৫৮	৮.৯৭	৫.৮৪	১৫.১৩	৩০৮.৬১	৪৯৩.৭৪
১৯৭৮-৭৯	৮৩.২২	৪৫.৭১	১৩.৮২	৬.১০	১৮.৪৬	৪৩.৪১	৯.৬৪	৬.৬৫	৩৩.২৫	৩৫৮.৫৬	৬১৮.৮২
১৯৭৯-৮০	৮৭.৫১	৪৮.৮০	১৬.৩৫	৭.৬৫	২৬.০২	৩১.৫৯	১৫.৩৫	৯.০৪	৩৪.২৫	৪৭২.৮৬	৭৪৯.৪৪
১৯৮০-৮১	৮৩.৫২	২৪.৭৫	৯.৬৫	৫.৪৩	১৪.৩০	২৭.৩৬	১১.৪২	৬.০৬	১৯.৩৪	৫০৮.০২	৭০৯.৮৫
১৯৮১-৮২	৫০.৪৩	২৮.৩৬	১.২২	৭.২৬	১৫.৮৯	৩১.৪০	১৩.৩০	৩.৬৬	২৭.৬৪	৪৪৬.৭৩	৬২৫.৮৯
১৯৮২-৮৩	৭৮.৮৬	৩০.৯৬	১৩.৭৫	৭.২৬	৩০.২৯	৩২.১৪	১২.৭৯	৬.৬৮	৪৫.০১	৪২৮.৮৬	৬৮৬.৬০
১৯৮৩-৮৪	১১১.১৪	৪২.৬২	১৩.৩০	১০.৯৩	৪৭.০২	৬৯.১৩	১৬.৯৬	৭.৩৭	৪৩.১৪	৪৪৯.৩৮	৮১০.৯৯
১৯৮৪-৮৫	১৬৫.৯৭	৪৩.৭৫	১৮.১৫	১১.৫৬	৭২.৬৬	৫১.৭৯	১৬.৪৫	১২.০৫	৬৫.২৭	৪৭৬.৭৮	৯৩৪.৪৩
১৯৮৫-৮৬	১৭৩.২২	৪৬.১৩	২১.৪৪	৬.৯৬	৩৪.৩৯	৩৬.২৮	১৫.৪১	১৫.০৮	৬১.১৮	৪০৯.১২	৮১৯.২১
১৯৮৬-৮৭	৩২১.৪৩	৫৯.৯৯	৩৭.৬৭	১০.০১	৪১.৮৭	৯৯.৬৭	২১.৮৩	১৬.৩৩	৬৬.৩০	৩৯৮.৬৭	১০৭৩.৭৭
১৯৮৭-৮৮	৩৫৬.৪৬	৭৩.০৩	৬১.৪০	২৬.৫৩	৪২.০৬	১১৫.৯৫	২৭.৪২	২৪.৪১	৫৭.০৯	৪৪৬.৮৫	১২৩১.২০
১৯৮৮-৮৯	৩৪৬.০৮	৭৫.৭০	৬৯.৮৫	৩৫.০৪	৫৩.১৭	১০৫.৬৭	২৯.১৭	১৬.৬৬	৫৫.০২	৫০৫.২০	১২৯১.৫৬
১৯৮৯-৯০	৪৪৪.৫৮	৯৭.১৪	৮৩.৫৬	৬২.৩৭	৬২.৬৪	১৩১.৩৭	৩৮.১২	২২.২৪	৫৫.৬০	৫২৬.০৯	১৫২৩.৭১
১৯৯০-৯১	৫০৭.২৯	১৩৬.৯০	১৬৪.৯১	৮৬.৪০	৮৩.৫৫	১১৫.৯৪	৬১.৮৬	৩০.২৫	৪১.২৬	৪৮৯.১৯	১৭১৭.৫৫
১৯৯১-৯২	৬৭৩.৮১	১৩০.৪০	১৮০.৩৪	১১৬.১০	৮২.০৮	১৪৭.২৯	৮১.৩৩	২৭.৬৪	৪০.৬০	৫১৪.৩৩	১৯৯৩.৯২
১৯৯২-৯৩	৮২২.৫১	১৮৩.৪২	২১৬.২১	১২৭.৩৬	৮৩.১৪	১৩৭.৪০	৮৫.৮০	৪৪.৩৮	৫৩.৩১	৬২৯.৩৬	২৩৮২.৮৯
১৯৯৩-৯৪	৭৩৪.৮২	২৫৯.২৬	২৭৫.২১	১৫৭.৭২	৯৮.৪১	১৭০.৬১	১০৪.৯০	৫৭.২৩	৬১.০২	৬১৪.৭২	২৫৩৩.৯০
১৯৯৪-৯৫	১১৮৪.২৮	৩১৮.৩১	৩০০.২৬	১৯২.৯৩	১২৮.৫৮	২১১.২৬	১৩৬.৬৬	৬৯.৩৮	৯৯.৬৫	৮৩১.২৬	৩৪৭২.৫৭
১৯৯৫-৯৬	১১৯৭.৫৪	৪১৭.৭০	৩৬৯.১৮	২৭২.৮৮	১৮৬.৯৩	২০৭.১০	১৮৩.২২	৬৯.০৯	১২০.৮০	৮৫৭.৯৮	৩৮৮২.৪২
১৯৯৬-৯৭	১৪৩২.১৫	৪৩৭.৬৯	৪২৮.২৯	৩১২.৬৫	২১০.৫৭	২০৩.৬২	২০৮.৫৯	৬৯.১২	১১৪.০৫	১০০১.৫৫	৪৪১৮.২৮
১৯৯৭-৯৮	১৯২৯.২১	৪৪০.০০	৫১০.৯৩	৩৬৯.০৭	২১০.০৭	২৭০.৪৭	২৩৬.০৮	১০৬.৮৪	১১২.০০	৯৭৬.৫৩	৫১৬১.২০
১৯৯৮-৯৯	১৯৬৮.৪৬	৪৯১.৩৪	৬২৫.১৩	৩৪৫.৩৬	২২৭.৬২	২৭০.০১	২৫১.৬১	১০৪.৯১	৯২.৭৬	৯৩৫.৬৬	৫৩১২.৮৬
১৯৯৯-০০	২২৭৩.৭৬	৪৯৯.৯৯	৬৫৮.৭১	৩৬৭.৩৭	২২৫.৮৯	২৪৮.২৮	২৮২.৭৭	১১০.৬৩	৯৭.৬৪	৯৮৭.১৬	৫৭৫২.২০
২০০০-০১	২৫০০.৪২	৫৯৪.১৮	৭৮৯.৮৮	৩৬৫.৯৯	২৫৩.৯১	২৯৫.৭৩	৩২৭.৯৬	১২৫.৬৬	১০৭.৫৮	১১০১.৬৯	৬৪৬৭.০০
২০০১-০২	২২১৮.৭৯	৬৪৭.৯৬	৬৮১.৪৪	৪১৩.৬৯	২১১.৩৯	২৬২.৩১	২৮৩.৩৬	১০৯.৮৫	৯৬.১৩	১০৬১.১৭	৫৯৮৬.০৯
২০০২-০৩	২১৫৫.৪৫	৭৭৮.২৫	৮২০.৭২	৪১৮.৫১	২৮৯.৪৮	২৫৮.৯৯	২৭৭.৯৫	১৭০.২৬	১০৮.০৩	১২৭০.৮০	৬৫৪৮.৪৪
২০০৩-০৪	১৯৬৬.৫৮	৮৯৮.২১	১২৯৮.৫৪	৫৫২.৯৬	৩২৬.৯৫	৩১৫.৯৩	২৯০.৪৪	২৮৪.৩৩	১১৮.১৬	১৫৫০.৮৯	৭৬০২.৯৯
২০০৪-০৫	২৪১৮.৬৭	৯৪৪.১৮	১৩৫১.০৬	৬২৫.৫১	৩২৭.৮০	৩৬৯.৭৮	২৯০.৯২	৩৩৫.২৫	১২২.৫৩	১৮৬৮.৮২	৮৬৫৪.৫২
২০০৫-০৬	৩০৩৯.৭৭	১০৫৩.৭৪	১৭৬৩.৩৮	৬৭৮.৯৪	৩৫৯.৩৩	৪২৭.৮৯	৩২৭.২০	৪০৬.৯৭	১৩৮.৪৫	২৩৩০.৪৯	১০৫২৬.১৬
২০০৬-০৭	৩৪৪১.০২	১১৭৩.৯৫	১৯৫৫.৩৮	৭৩১.৭৬	৪৩৫.৮২	৫১৫.৬৬	৪৫৯.০১	৪৫৭.২১	১৪৭.৪৭	২৮৬০.৫৮	১২১৭৭.৮৬
২০০৭-০৮	৩৫৯০.৫৬	১৩৭৪.০৩	২১৭৪.৮১	৯৫৩.১৩	৪৮৮.৩৯	৫৭৯.২৩	৬৫৩.৮৮	৫৩২.৯০	১৭২.৫৬	৩৫৯১.৩১	১৪১১০.৮০
২০০৮-০৯	৪০৫২.০০	১৫০১.২০	২২৬৯.৭০	১০৩১.০৫	৪০৯.৮০	৬১৫.৫১	৯৭০.৮০	৬৬৩.২০	২০২.৬০	৩৮৪৯.৩৩	১৫৫৬৫.১৯
২০০৯-১০	৩৯৫০.৪৭	১৫০৮.৫৪	২১৮৭.৩৫	১০২৫.৮৮	৩৯০.৫৪	৬২৩.৯২	১০১৬.৮৮	৬৬৬.৮৩	৩৩০.৫৬	৪৫০৩.৬৮	১৬২০৪.৬৫
২০১০-১১	৫১০৭.৫২	২০৬৫.৩৮	৩৪৩৮.৭০	১৫৩৭.৯৮	৬৬৬.২৪	৮৬৬.৪২	১১০৭.১৩	৯৪৪.৬৭	৪৩৪.১২	৬৭৬০.০৬	২২৯২৮.২২
২০১১-১২	৫১০০.৯১	২৪৪৪.৫৭	৩৬৮৮.৯৮	১৩৮০.৩৭	৭৪১.৯৬	৯৭৭.৪১	৬৯১.৩০	৯৯৩.৬৭	৬০০.৫৩	৭৬৮২.২০	২৪৩০১.৯০
২০১২-১৩	৫৪১৯.৬০	২৭৬৪.৯০	৩৯৬২.৬০	১৫১৩.৮৯	৭৩০.৮১	১০৩৬.৬০	৭১২.৪৭	১০৯০.০২	৭৫০.২৬	৯০৪৬.২১	২৭০২৭.৩৬
২০১৩-১৪	৫৫৮৩.৬২	২৯১৭.৭৩	৪৭২০.৪৯	১৬৭৭.৬৭	৯৭০.৫৩	১৩৩২.৩৮	৮৫৮.১৩	১০৯৯.৬৩	৮৬২.০৭	১০১৬৪.৭৫	৩০১৮৭.০০
২০১৪-১৫	৫৭৮৩.৪৩	৩২০৫.৪৫	৪৭০৫.৩৬	১৭৪৩.৫৪	৯৭৫.১৩	১৩৮২.৩৫	৮৪০.৩৪	১০২৯.১৩	৯১৫.২২	১০৬২৮.৯৯	৩১২০৮.৯৪
২০১৫-১৬	৬২২০.৬৫	৩৮০৯.৭০	৪৯৮৮.০৭	১৮৫২.১৬	১০১৫.৩৩	১৩৮৫.৬৮	৮৪৫.৯৩	১১১২.৮৮	১০৭৯.৫৫	১১৯৪৭.২৩	৩৪২৫৭.১৮
২০১৬-১৭	৫৮৪৬.৬৪	৩৫৬৯.২৬	৫৪৭৫.৭৩	১৮৯২.৫৫	৯১৮.৮৫	১৪৬২.৯৫	১০৪৫.৬৯	১০৭৯.১৯	১০১২.৯৮	১২৫৪৩.০০	৩৪৬৫৫.৯০
২০১৭-১৮	৫৯৮৩.৩১	৩৯৮৯.১২	৫৮৯০.৭২	২০০৫.০০	৮৭৭.৯০	১৫৫৯.৯০	১২০৫.৪০	১১১৮.৭০	১১৩২.০০	১২৯০৬.২৪	৩৬৬৬৮.১৭
২০১৮-১৯	৬৮৭৬.২৯	৪১৬৯.৩১	৬১৭৩.১৬	২২১৭.৫৬	৯৪৬.৯৩	১৬৪৩.১২	১২৭৮.৬৯	১৩৩৯.৮	১৩৬৫.৭৪	১৪৫২৪.৪৪	৪০৫৩৫.০৪
২০১৯-২০*	৫৮৩২	৩৪৫৪	৫০৯৯	১৭০৪	৭২৩	১২৮৩	১০৯৯	১০০০	১২০১	১২২৭৯	৩৩৬৭৪

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। * সাময়িক

নোট: ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে উপাত্তসমূহ কাস্টম ভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৫১.১: পণ্য আমদানি ব্যয় (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
ক। প্রধান প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ	**১৮৫৪**	**২০৬৯**	**৩৪৫৫**	**২৯১৬**	**২৯৪০**	**৫৬২৬**	**৪১৪৯**
চাল	১১৭	১৮০	৮৭৪	২৩৯	৭৫	৮৩০	২৮৮
গম	৩০১	৪০১	৫৩৭	৬৪৩	৭৬১	১০৮১	৬১৩
তৈলবীজ	৯০	১০৬	১৩৬	১৫৯	১৩০	১০৩	১৭৭
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৬০৪	৫২৪	৬৯৫	৫৮৪	৫৩৫	৯২৩	৯৮৭
কাঁচা তুলা	৭৪২	৮৫৮	১২১৩	১২৯১	১৪৩৯	২৬৮৯	২০৮৪
খ। প্রধান শিল্পজাতঃ	**৩০০২**	**৩৫৬৮**	**৪৮৪৪**	**৫০৩৫**	**৪৯৫৭**	**৭৫১১**	**৯২৬৩**
ভোজ্য তৈল	৪৭৩	৫৮৩	১০০৬	৮৬৫	১০৫০	১০৬৭	১৬৪৪
পেট্রোলিয়াম সামগ্রী	১৪০০	১৭০৯	২০৫৮	১৯৯৭	২০২১	৩১৮৬	৩৯২২
সার	৩৪২	৩৫৭	৬৩২	৯৫৫	৭১৭	১২৪১	১৩৮১
ক্লিংকার	২১০	২৪০	৩৪৭	৩১৪	৩৩৩	৪৪৬	৫০৪
স্টেপল ফাইবার	৭৬	৯৭	১১০	১১২	১১৮	১৮০	৪২৮
সুতা	৫০১	৫৮২	৬৯১	৭৯২	৭১৮	১৩৯১	১৩৮৪
গ। মূলধনী যন্ত্রপাতি	**১৫৩৯**	**১৯২৯**	**১৬৬৪**	**১৪২০**	**১৫৯৫**	**২৩২৫**	**২০০৫**
ঘ। অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	**৮৩৫১**	**৯৫৯১**	**১১৬৬৬**	**১৩১৩৬**	**১৪২৪৬**	**১৮১৯৬**	**২০০৯৯**
মোট আমদানি ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)	**১৪৭৪৬**	**১৭১৫৭**	**২১৬২৯**	**২২৫০৭**	**২৩৭৩৮**	**৩৩৬৫৮**	**৩৫৫১৬**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট ৫১.২: পণ্য আমদানি ব্যয় (২০১২-১৩ থেকে ২০১৯-২০)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
ক। প্রধান প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ	**৪০৭৫**	**৫৩২৭**	**৪৪৭৭**	**৪২২৭**	**৪৭২৫**	**৭২৭০**	৫৮৪৬	**৪৪১৩**
চাল	৩০	৩৪৭	৫০৮	**১১৩**	৮৯	**১৬০৫**	১১৫.১	১৫
গম	৬৯৬	১১১৮	৯৮৩	৯৪৯	১১৯৭	১৪৯৪	১৪৩৬.৫	১৬৫০.৫
তৈলবীজ	২৪২	৫০৮	৩৭৪	৫৩৪	৪৩২	৫৭১	৭৯৬.৪	১১৮২.৭
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	১১০২	৯২৯	৩১৬	৩৮৬	৪৭৮	৩৬৫	৪১৫.৫	৭৩০.৯
কাঁচা তুলা	২০০৫	২৪২৫	২২৯৬	২২৪৫	২৫২৯	৩২৩৫	৩০৮২.২	২৯৬০.৬
খ। প্রধান শিল্পজাতঃ	**৮৫২৯**	**৯৪৭৫**	**৭৯০৬**	৮৪০৩	**৮৮৯৪**	১০৮১৮	**১২১৮৫**	**৭৫২৬**
ভোজ্য তৈল	১৪০২	১৭৬১	৯২৪	**১৪৫০**	১৬২৬	**১৮৬৩**	১৬৫৬	৯৮৭
পেট্রোলিয়াম সামগ্রী	৩৬৪২	৪০৭০	২০৭৬	২২৭৫	২৮৯৮	৩৬৫২	৪৫৬১.৫	৪৬২৬.৬
সার	১১৮৮	১০২৬	১৩৩৯	১১১৭	৭৩৭	১০০৬	১৩০১	৯৫২
ক্লিংকার	৪৮৭	৬১৯	৬৩৮	৫৭৪	৬৪৪	৭৬৬	৯৯৩	৬৪৮
স্টেপল ফাইবার	৪৫৪	৪৯৩	১০৭৮	১০১৮	১০১৭	১১৮০	১২২৮.২	১০৮৫.৫
সুতা	১৩৫৬	১৫০৬	১৮৫১	১৯৬৯	১৯৭২	২৩৫১	২৪৪৪.৯	১৯০১.০
গ। মূলধনী যন্ত্রপাতি	**১৮৩৫**	**২৩৩২**	**৩৩২১**	৩৫৫৬	**৩৮১৭**	৫৪৬২	**৫৪১২.৬**	**৩৫৮১.৩**
ঘ। অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	**১৯৬৪৫**	**২৩৫৯৮**	**২৫০০০**	**২৬৯৩৬**	**২৯৫৬৯**	**৩৫৩১৫**	**১৮৪৪০.৮**	**২২৫২৪.৬**
মোট আমদানি ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)	**৩৪০৮৪**	**৪০৭৩২**	**৪০৭০৪**	**৪৩১২২**	**৪৭০০৫**	**৫৮৮৬৫**	**৫৯৯১৪.৭**	**৫৪৭৮৪.৭**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * সাময়িক।

নোট: ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে উপাত্তসমূহ ব্যাংক ভিত্তিক ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে উপাত্তসমূহ কাস্টম ভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৫২: দেশওয়ারি পণ্য আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিংগাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দঃ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
১৯৮৮-৮৯	১০৪	১১০	১৮৬	৪৪৫	১১৬	-	১০৩	৩২৫	৫০	১৯৩৬	৩৩৭৫
১৯৮৯-৯০	১৪৫	১৩২	৩২৩	৪৭৫	১৫৭	-	১২৬	২০৮	৪১	২১৫২	৩৭৫৯
১৯৯০-৯১	১৮১	১৩৩	৩৩৪	৩৩৬	১৮৪	-	১৬৫	১৮১	৩২	১৯৬৪	৩৫১০
১৯৯১-৯২	২৩১	১৪৯	২৭৫	২৮৬	২৪৭	-	১৮১	২৩০	৪২	১৮৮৫	৩৫২৬
১৯৯২-৯৩	৩৪২	২৪৮	২১১	৩৬৫	২৯৯	-	২৫৮	২০৭	৫৩	২০৮৮	৪০৭১
১৯৯৩-৯৪	৪১৪	২২৩	২০০	৪৯৮	৩৩১	-	২৮৪	২০২	৫৭	১৯৮২	৪১৯১
১৯৯৪-৯৫	৬৮৯	৪২০	২৭৫	৫৮৭	৩৯৯	১১৮	৩৪০	২৭৪	৪১	২৬৯১	৫৮৩৪
১৯৯৫-৯৬	১১০০	৭০৭	৩৪৩	৬৯৫	৩৯০	২১৬	৩৬৬	৩৩০	৬৯	২৭১৫	৬৯৩১
১৯৯৬-৯৭	৯২২	৫৭৫	২৯৭	৬৪৭	৪০৯	৩০০	৩৬০	৩০২	১৯৭	৩১৪৩	৭১৫২
১৯৯৭-৯৮	৯৩৪	৫৯৩	৩২১	৪৮৩	৪৪৩	৩৫৩	৩৮১	৩১১	১৭২	৩৫২৯	৭৫২০
১৯৯৮-৯৯	১২৩৫	৫৬০	৫৫৩	৪৯৪	৪৫২	৩৬১	২৮৭	৩০১	১৩১	৩৬৩২	৮০০৬
১৯৯৯-০০	৮৩৩	৫৬৮	৭০১	৬৮৫	৪৫৫	৩৮৬	৩১৯	৩২৫	১০৮	৩৯৯৪	৮৩৭৪
২০০০-০১	১১৮৪	৭০৯	৮২৪	৮৪৬	৪৭৮	৪১২	৪১১	২৪৮	১৪৮	৪০৭৫	৯৩৩৫
২০০০-০২	১০১৯	৮৭৮	৮৭১	৬৫৫	৪৪১	৩১২	৩৪৬	২৬১	১৪৫	৩৬১২	৮৫৪০
২০০২-০৩	১৩৫৮	৯৩৮	১০০০	৬০৫	৪৩৩	৩২৮	৩৩৩	২২৩	১৬৯	৪২৭১	৯৬৫৮
২০০৩-০৪	১৬০২	১১৯৮	৯১১	৫৫২	৪৩৩	৩৭৭	৪২০	২২৬	২৫৫	৪৯২৯	১০৯০৩
২০০৪-০৫	২০৩০	১৬৪২	৮৮৮	৫৫৯	৫৬৫	৪৩৯	৪২৬	৩২৯	২৭৬	৫৯৯৩	১৩১৪৭
২০০৫-০৬	১৮৬৮	২০৭৯	৮৪৯	৬৫১	৬২৬	৪৭৩	৪৮৯	৩৪৫	৩৩২	৭০৩৪	১৪৭৪৬
২০০৬-০৭	২২৬৮	২৫৭১	১০৩৫	৬৯০	৭৪৭	৪৭৩	৫৫৩	৩৮০	৩৩৪	৮১০৬	১৭১৫৭
২০০৭-০৮	৩৩৯৩	৩১৩৭	১২৭৩	৮৩২	৮২১	৪৭৮	৬২০	৪৯০	৪৫১	১০১৩৪	২১৬২৯
২০০৮-০৯	২৮৬৪	৩৪৫২	১৭৬৮	১০১৫	৮৫১	৪৯৮	৮৬৪	৪৬১	৭০৩	১০০৩১	২২৫০৭
২০০৯-১০	৩২১৪	৩৮১৯	১৫৫০	১০৪৬	৭৮৮	৫৪২	৮৩৯	৪৬৯	১২৩২	১০২৩৯	২৩৭৩৮
২০১০-১১	৪৫৬৯	৫৯১৮	১২৯৪	১৩০৮	৭৭৭	৭৩১	১১২৪	৬৭৭	১৭৬০	১৫৫০০	৩৩৬৫৮
২০১১-১২	৪৭৪৩	৬৪৪০	১৭১০	১৪৫৫	৭০৩	৭৯২	১৫৪৪	৭০৯	১৪০৬	১৬০১৪	৩৫৫১৬
২০১২-১৩	৪৭৭৭	৬৩২৮	১৪২২	১১৮০	৬১২	৭৩৩	১২৯৬	৫৩৮	১৯০৩	১৫২৯৮	৩৪০৮৪
২০১৩-১৪	৬০৩৬	৭৫৪১	২২৯০	১২৮৪	৭৫৯	৯১৯	১১৯৯	৮৩৬	২০৪২	১৭৮২৬	৪০৭৩২
২০১৪-১৫	৫৫৮৮	১১২৬৮	২৮৯৪	১৮১৬	৮৮১	১০৬০	১৪১৭	৮৮০	১৩৬১	১৩৫৩৯	৪০৭০৪
২০১৫-১৬	৫৭২২	১২৫৮২	১২০৩	২০৭৫	৮২৭	১০০৪	১৪১৭	১১৩৪	১১৮৪	১৫৯৭৪	৪৩১২২
২০১৬-১৭	৬৩৩৬	১৩২৯২	২১১৩	২০৩১	৭২৬	৯৯০	১৪৮৩	১৩৫৮	১০৪০	১৭৬৩৬	৪৭০০৫
২০১৭-১৮	৮৯৪১	১৫৯৩৭	২২৫৫	২৪২২	৬৭৬	১১২৯	১৯০৭	২১৬০	১৩৪২	২২০৯৬	৫৮৮৬৫
২০১৮-১৯	৮২৪২	১৭২৬৫	২২৭৪	২২৫৪	৬১৪	১১৭৫	১৬১৮	২৩৭০	১৫২০	২২৫৮৩	৫৯৯১৫
২০১৯-২০	৫০৮২	১০৫৭৩	১২৮৮	১৪৯২	২৮৮	৭৯৮	১০৯৩	২০৫০	১১৪৮	১৫৪৯৬	৩৯৩০৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৫৩: বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের সংখ্যা এবং তাঁদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	প্রবাসীদের সংখ্যা ('০০০)	শ্রমজীবীদের প্রেরিত অর্থ	
		মিলিয়ন মার্কিন ডলারে	কোটি টাকায়
১৯৭৫-৭৬	-	১০	১৫
১৯৭৬-৭৭	১৪	৪৯	৭৫
১৯৭৭-৭৮	১৮	১০১	১৫৪
১৯৭৮-৭৯	২৫	১২২	১৮৯
১৯৭৯-৮০	২৭	২৩৭	৩৭৮
১৯৮০-৮১	৩৮	৩১০	৫৬৪
১৯৮১-৮২	৬৬	৩৬১	৮০৬
১৯৮২-৮৩	৬৪	৬১১	১৪৯৮
১৯৮৩-৮৪	৫২	৫৮৯	১৪৭৭
১৯৮৪-৮৫	৬৯	৪৪১	১১৫১
১৯৮৫-৮৬	৭৮	৫৫৫	১৬৬১
১৯৮৬-৮৭	৬১	৬৯৬	২১৩৬
১৯৮৭-৮৮	৭৪	৭৩৭	২৩০৪
১৯৮৮-৮৯	৮৭	৭৭১	২৪৭৭
১৯৮৯-৯০	১১০	৭৬১	২৪৯৬
১৯৯০-৯১	৯৭	৭৬৪	২৭২৬
১৯৯১-৯২	১৮৫	৮৪৮	৩২৪২
১৯৯২-৯৩	২৩৮	৯৪৭	৩৭১০
১৯৯৩-৯৪	১৯২	১০৮৯	৪৩৫৫
১৯৯৪-৯৫	২০০	১১৯৮	৪৮১৪
১৯৯৫-৯৬	১৮১	১২১৭	৪৯৭০
১৯৯৬-৯৭	২২৮	১৪৭৫	৬৩০০
১৯৯৭-৯৮	২৪৩	১৫২৫	৬৯৩৪
১৯৯৮-৯৯	২৭০	১৭০৬	৮১৯৮
১৯৯৯-০০	২৪৮	১৯৪৯	৯৮০৭
২০০০-০১	২১৩	১৮৮২	১০১৭০
২০০১-০২	১৯৫	২৫০৩	১৪৩৭৭
২০০২-০৩	২৫১	৩০৬০	১৭৭২৯
২০০৩-০৪	২৭৭	৩৩৭২	১৯৮৭০
২০০৪-০৫	২৫০	৩৮৪৮	২৩৬৪৭
২০০৫-০৬	২৯১	৪৮০২	৩২২৭৫
২০০৬-০৭	৫৬৪	৫৯৭৯	৪১২৯৯
২০০৭-০৮	৯৮১	৭৯১৫	৫৪২৯৫
২০০৮-০৯	৬৫০	৯৬৮৯	৬৬৬৭৬
২০০৯-১০	৪২৭	১০৯৮৭	৭৬১১০
২০১০-১১	৪৩৯	১১৬৫০	৮২৯৯৩
২০১১-১২	৬৯১	১২৮৪৩	১০১৮৮৩
২০১২-১৩	৪৪১	১৪৪৬১	১১৫৬৪৬
২০১৩-১৪	৪০৯	১৪২২৮	১১০৫৮২
২০১৪-১৫	৪৬১	১৫৩১৭	১১৮৯৯৩
২০১৫-১৬	৬৮৫	১৪৯৩১	১১৬৮৫৭
২০১৬-১৭	৯০৫	১২৭৬৯	১০১০৯৯
২০১৭-১৮	৮৮০	১৪৯৮২	১২৩১৫৬
২০১৮-১৯	৬৯৩	১৬৪১৯	১৩৮০০৭
২০১৯-২০	৪৭৮*	১৮২০৫	১৫৪৩৫২

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ ব্যাংক। *জনশক্তি রপ্তানী ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৫৪: দেশওয়ারি প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশ	সৌদি আরব	সংযুক্ত আরব আমিরাত	কাতার	ওমান	বাহরাইন	কুয়েত	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	অন্যান্য	মোট
১৯৮০-৮১	৮৩.৮৮	৬৫.৫৯	১৩.৬৭	৫.৯১	-	১৯.০৯	৩২.৯৯	১০৪.৯০	-	-	৫৩.৮৯	৩৮১.১৮
১৯৮১-৮২	১২০.৯১	৫৫.৪৯	১৫.৯৮	১০.৩৬	-	২২.৯৭	৩১.৮৬	৬৯.২৭	-	-	৮৯.১৫	৪১৮.৪৭
১৯৮২-৮৩	১৯৯.৭২	৭৮.৬৮	২৮.৯৯	১২.৬৫	-	৪৪.৯৪	৩৯.৫২	৮৪.৫৫	-	৪.০৪	১২২.৭১	৬১৯.৪৮
১৯৮৩-৮৪	২১৫.১০	৫৯.৮০	৩০.২০	২৪.১০	-	৫০.৫০	৩৬.৮০	৭০.৬০	-	৬.৬০	৮৮.৮০	৫৯০.৬০
১৯৮৪-৮৫	১৫৩.৭০	৪২.১০	২২.১০	২৭.৫০	-	৩৭.৬০	৩২.৪০	৫০.৯০	-	৩.৪০	৬৫.১০	৪৪১.৬০
১৯৮৫-৮৬	১৮০.৪০	৫৪.০০	২২.৩০	৫৪.১০	-	৬২.৩০	৩৮.৭০	৭৭.৬০	-	২.৪০	১৪৭.৪১	৬৪৮.৬১
১৯৮৬-৮৭	২১৬.৩০	৬০.৯০	৩৮.৪০	৫৩.৪০	-	১০১.৩০	৪৩.২০	৯২.৮০	-	২.৬০	৭৭.২৫	৬৯৭.৪৫
১৯৮৬-৮৭	২১৬.৬৬	৬৩.০৩	৩৮.৪৩	৫৩.৩৩	-	১০১.৩৮	৪৩.২৭	৯৩.০১	-	-	৮৮.৩৪	৬৯৭.৪৫
১৯৮৭-৮৮	২২৬.৪৬	৬২.৩৬	৪৫.৭০	৫১.৯২	-	৯৬.৩৭	৬১.৪৪	৮৮.৩৯	-	২.১১	৯০.২৯	৭৩৭.৪৩
১৯৮৮-৮৯	২১৯.৩৯	৬১.২৩	৪৪.৮৪	৪৫.৩১	-	৯৬.৪১	৮৩.৯৬	৬৭.৩৯	-	২.০৯	১৩৬.৯৬	৭৭০.৮২
১৯৮৯-৯০	২২৬.১৯	৫৫.১৬	৪০.২৭	৪০.৫৫	-	৮৯.২২	৮২.৩৮	৫৮.৪০	-	২.২৮	১৪৯.৪৫	৭৫৮.২০
১৯৯০-৯১	২৬৪.৯০	৭৮.১৩	৫৯.৫০	৪৯.৬৯	-	৯.০১	৬০.১৫	৬৮.৮৩	-	২.১৬	১৫৫.১৮	৭৬৪.০৪
১৯৯১-৯২	৩১৫.৬৮	৭৯.৫৬	৪৮.০৭	৬০.৫৫	-	৬৬.৯০	৫৫.৪৩	৫৭.১৫	-	১.৫২	১৪২.৯১	৮৪৭.৯৭
১৯৯২-৯৩	৩৯৮.৪২	৮০.২২	৫৩.৮৩	৬০.০৮	-	১২৪.০৯	৬৮.০৬	৪৮.৪৪	৪.২২	২.৫৩	৮১.৭৫	৯৪৪.০০
১৯৯৩-৯৪	৪৪১.১৪	৮৮.১০	৫৬.১৬	৭৩.০৩	-	১৮৫.১৭	৭৮.৬৮	৪৮.৪৯	১০.১৯	২.৩২	৭৮.২১	১০৮৮.৭৯
১৯৯৪-৯৫	৪৭৬.৮৭	৮১.৩৪	৭২.১৮	৮১.২৭	-	১৭৪.৭২	১০২.২৩	৪৭.০২	৫০.০২	৩.০৩	৭৫.২৪	১১৯৭.৬৩
১৯৯৫-৯৬	৪৯৮.২০	৮৩.৭০	৫৩.২৮	৮১.৭১	-	১৭৪.২৭	১১৫.৩৬	৪১.২৮	৭৪.৪৩	৩.৯৯	৬০.৭৬	১২১৭.০৬
১৯৯৬-৯৭	৫৮৭.১৫	৮৯.৬৪	৫৩.১৬	৯৪.৪৫	-	২১১.৪৯	১৫৭.৩৯	৫৬.২০	৯৪.৫১	৬.৬৬	৯৩.২৩	১৪৭৫.৪০
১৯৯৭-৯৮	৫৮৯.২৯	১০৬.৮৬	৫৭.৮১	৮৭.৬১	-	২১৩.১৫	২০৩.১৩	৬৫.৮০	৭৮.০৯	৭.৬৯	৮৩.৫৭	১৫২৫.৪২
১৯৯৮-৯৯	৬৮৫.৪৯	১২৫.৩৪	৬৩.৯৪	৯১.৯৩	৩৮.৯	২৩০.২২	২৩৯.৪৩	৫৪.০৪	৬৭.৫২	১৩.০৭	৯৫.৮২	১৭০৫.৭৪
১৯৯৯-০০	৯১৬.০১	১২৯.৮৬	৬৩.৭৩	৯৩.০১	৪১.৮	২৪৫.০১	২৪১.৩০	৭১.৭৯	৫৪.০৪	১১.৬৩	৮১.১৪	১৯৪৯.৩২
২০০০-০১	৯১৯.৬১	১৪৪.২৮	৬৩.৪৪	৮৩.৬৬	৪৪.১	২৪৭.৩৯	২২৫.৬২	৫৫.৭০	৩০.৬০	৭.৮৪	৫৯.৯১	১৮৮২.১০
২০০১-০২	১১৪৭.৯৫	২৩৩.৪৯	৯০.৬০	১০৩.২৭	৫৪.১	২৮৫.৭৫	৩৫৬.২৪	১০৩.৩১	৪৬.৮৫	১৪.২৬	৬৫.২৯	২৫০১.১৩
২০০২-০৩	১২৫৪.৩১	৩২৭.৪০	১১৩.৫৫	১১৪.০৬	৬৩.৭	৩৩৮.৫৯	৪৫৮.০৫	২২০.২২	৪১.৪০	৩১.০৬	৯৯.৬১	৩০৬১.৯৭
২০০৩-০৪	১৩৮৬.০৩	৩৭৩.৪৬	১১৩.৯৪	১১৮.৫৩	৬১.১	৩৬১.২৪	৪৬৭.৮১	২৯৭.৫৪	৩৭.০৬	৩২.৩৭	১২৩.১৮	৩৩৭১.৯৭
২০০৪-০৫	১৫১০.৪৫	৪৪২.২৪	১৩৬.৪১	১৩১.৩২	৬৭.২	৪০৬.৮০	৫৫৭.৩১	৩৭৫.৭৭	২৫.৫১	৪৭.৬৯	১৪৭.৬০	৩৮৪৮.২৯
২০০৫-০৬	১৬৯৬.৯৬	৫৬১.৪৪	১৭৫.৬৪	১৬৫.২৫	৬৭.৩	৪৯৪.৩৯	৭৬০.৬৯	৫৫৫.৭১	২০.৮২	৬৪.৮৪	২৩৮.৮১	৪৮০১.৮৮
২০০৬-০৭	১৭৩৪.৭০	৮০৪.৮৪	২৩৩.১৭	১৯৬.৪৭	৮০.০	৬৮০.৭০	৯৩০.৩৩	৮৮৬.৯০	১১.৮৪	৮০.২৪	৩৩৯.৩২	৫৯৭৮.৪৭
২০০৭-০৮	২৩২৪.২০	১১৩৫.১০	২৮৯.৮০	২২০.৬০	১৩৮.২	৮৬৩.৭০	১৩৮০.১০	৮৯৬.১০	৯২.৪৪	১৩০.১০	৪৪৪.৫০	৭৯১৪.৮০
২০০৮-০৯	২৮৫৯.০৯	১৭৫৪.৯২	৩৪৩.৩৬	২৯০.০৬	১৫৭.৪	৯৭০.৭৫	১৫৭৫.২২	৭৮৯.৬৫	২৮২.২০	১৬৫.১৩	৫০১.৩৩	৯৬৮৯.১৬
২০০৯-১০	৩৪২৭.১	১৮৯০.৩	৩৬০.৯	৩৪৯.১	১৭০.১	১০১৯.২	১৪৫১.৯	৮২৭.৫	৫৮৭.১	১৯৩.৫	৭১০.৭	১০৯৮৭.৪
২০১০-১১	৩২৯০.০	২০০২.৬	৩১৯.৪	৩৩৪.৩	১৮৫.৯	১০৭৫.৮	১৮৪৮.৫	৮৮৯.৬	৭০৩.৭	২০২.৩	৭৯৮.২	১১৬৫০.৩
২০১১-১২	৩৬৮৪.৪	২৪০৪.৭	৩৩৫.৩	৪০০.৯	২৯৮.৫	১১৯০.১	১৪৯৮.৫	৯৮৭.৫	৮৪৭.৫	৩১১.৫	৮৮৪.৫	১২৮৪৩.৪
২০১২-১৩	৩৮২৯.৫	২৮২৯.৪	২৮৬.৯	৬১০.১	৩৬১.৭	১১৮৬.৯	১৮৫৯.৮	৯৯১.৬	৯৯৭.৪	৪৯৮.৮	১০০৬.৭	১৪৪৬১.২
২০১৩-১৪	৩১১৯.৬	২৬৮৪.৯	২৫৭.৫	৭০১.১	৪৫৯.৪	১১০৬.৯	২৩২৩.৩	৯০১.২	১০৬৪.৭	৪২৯.১	১১৮০.৩	১৪২২৮.০
২০১৪-১৫	৩৩৪৫.২৩	২৮২৩.৭৭	৩১০.১৫	৯১৫.২৬	৫৫৪.৩	১০৭৭.৭৮	২৩৮০.১৯	৮১২.৩৪	১৩৮১.৫৩	৪৪৩.৪৪	১৮২৭.২১	১৫৩১৬.৯০
২০১৫-১৬	২৯৫৫.৬০	২৭১১.৭০	৪৩৫.৬০	৯০৯.৭০	৪৮৯.৯	১০৪০.০০	২৪২৪.৩০	৮৬৩.৩০	১৩৩৭.১০	৩৮৭.২০	১৩৭৬.৭০	১৪৯৩১.২০
২০১৬-১৭	২২৬৭.২২	২০৯৩.৫৪	৫৭৬.০২	৮৯৭.৭১	৪৩৭.১	১০৩৩.৩১	১৬৮৮.৮৬	৮০৮.১৬	১১০৩.৬২	৩০১.০০	১৫৬৩.০০	১২৭৬৯.৫০
২০১৭-১৮	২৫৯১.৬	২৪৩০.০০	৮৪৪.১০	৯৫৮.২০	**৫৪১.৬০**	১১৯৯.৭০	১৯৯৭.৫০	১১০৬.০০	১১০৭.২০	৩৩০.২০	১৮৭৫.৭০	১৪৯৮১.৭০
২০১৮-১৯	৩১১০.৪	২৫৪০.৪	১০২৩.৯	১০৬৬.১	৪৭০.১	১৪৬৩.৪	১৮৪২.৯	১১৭৫.৬	১১৯৭.৬	৩৬৮.৩	২১৬১.০	১৬৪১৯.৭
২০১৯-২০*	২৫৮৪.২	১৭৪৪.২	৭৩৯.৪	৮১৪.১	২৯১.৩	৯৯৬.১	১৫৩২.৬	৯৮৭.৩	৮৬৯.৭	৩১২.৪	১৬২৭.৩	১২৪৯৪.৬

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ।

পরিশিষ্ট ৫৫.১ : বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (২০০২-০৩ থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-২২১৫**	**-২৩১৯**	**-৩২৯৭**	**-২৮৮৯**	**-৩৪৫৮**	**-৫৩৩০**	**-৪৭১০**	**-৫১৫২**
রপ্তানি, এফওবি (ইপিজেডসহ) ১/	৬৪৯২	৭৫২১	৮৫৭৩	১০৪১২	১২০৫৩	১৪১৫১	১৫৫৮১	১৬২৩৬
আমদানি, এফওবি (ইপিজেডসহ)	-৮৭০৭	-৯৮৪০	-১১৮৭০	-১৩৩০১	-১৫৫১১	-১৯৪৮১	-২০২৯১	-২১৩৮৮
সেবা	**-৬৯১**	**-৮৭৪**	**-৮৭০**	**-১০২৩**	**-১২৬১**	**-১৫২৫**	**-১৬১৬**	**-১২৪০**
গ্রহণ	৮৮৭	৯২৪	১১৭৭	১৩৪০	১৪৮৪	১৮৯১	১৮৩২	২৪৭১
প্রদান	-১৫৭৮	-১৭৯৮	-২০৪৭	-২৩৬৩	-২৭৪৫	-৩৪১৬	-৩৪৪৮	-৩৭১১
আয়	**-৩৫৮**	**-৩৭৪**	**-৬৮০**	**-৭০২**	**-৮৮৩**	**-৯৯৪**	**-১৪৮৪**	**-১৪৮৪**
গ্রহণ	৬৪	৬৩	১১৬	১৩৬	২৪৫	২১৭	৯৫	৫২
প্রদান	-৪২২	-৪৩৭	-৭৯৬	-৮৩৮	-১১২৮	-১২১১	-১৫৭৯	-১৫৩৬
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ	-১৬৭	-১৭৫	-২০৩	-২০৪	-২১২	-২৩৪	-২৩৮	-২১৫
চলতি হস্তান্তর	**৩৪৪০**	**৩৭৪৩**	**৪২৯০**	**৫৪৩৮**	**৬৫৫৪**	**৮৫২৯**	**১০২২৬**	**১১৬১৩**
সরকারি	৮২	৬১	৩৭	১২৫	৯৭	১২৭	৭২	১২৫
বেসরকারি	৩৩৫৮	৩৬৮২	৪২৫৩	৫৩১৩	৬৪৫৭	৮৪০২	১০১৫৪	১১৪৮৮
তন্মধ্যে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ	৩০৬২	৩৩৭২	৩৮৪৮	৪৮০২	৫৯৭৯	৭৯১৫	৯৬৮৯	১০৯৮৭
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**১৭৬**	**১৭৬**	**-৫৫৭**	**৮২৪**	**৯৫২**	**৬৮০**	**২৪১৬**	**৩৭২৪**
মূলধনী হিসাব	**৪২৮**	**১৯৬**	**১৬৩**	**৩৭৫**	**৪৯০**	**৫৭৬**	**৪৫১**	**৪৮৮**
মূলধনী হস্তান্তর	৪২৮	১৯৬	১৬৩	৩৭৫	৪৯০	৫৭৬	৪৫১	৪৮৮
আর্থিক হিসাব	**৪১৩**	**৭৮**	**৭৬০**	**-১৪১**	**৭২১**	**-৪৫৭**	**-৮২৫**	**-৬৩৮**
(১)সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট)	৩৭৬	৩৮৫	৭৭৬	৭৪৩	৭৬০	৭৪৮	৯৬১	৯১৩
(২)পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	২	৬	০	৩২	১০৬	৪৭	-১৫৯	-১১৭
(৩)অন্যান্য বিনিয়োগ	৩৫	-৩১৩	-১৬	-৯১৬	-১৪৫	-১২৫২	-১৬২৭	-১৪৩৪
মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (এমএলটি)২/	৯১৮	৫৪৪	৯৪০	১১২৪	১০৩৭	১৩৩৮	১২০৪	১৬০৪
এমএলটি এমোরটাইজেশন পেমেন্ট	-৪৫২	-৩৯৭	-৪৪৯	-৪৮৮	-৫২৫	-৫৮০	-৬৪১	-৬৮৭
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	-২০	-৪১	-৪৬	-৩৭	-২৯	-৬	-৭০	-১৫৬
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	১৪২	১৩	২৪১	-২৫৬	৪৯৩	-১৬০	-১৬৯	৬৭
অন্যান্য পরিসম্পৎ	-১২৫	-১২৫	-১৮২	-৪৯৫	-৫২৪	-৬০৩	-৬৫০	-৯০২
বাণিজ্য ঋণ (নীট)	-৪৯৯	-৩২১	-৩২০	-৮৯৮	-৪৭০	-১১১০৮	-১২৭৭	-১০৪৫
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৭১	১৪	-২০০	২৩৫	-১২৭	-১৩৩	-২৪	-৩১৫
পরিসম্পৎ	২১৭	৮৬	-৯১	৩১	-৯৮	-১৪৬	-১২৯	-৪১০
দায়	-১৪৬	-৭২	-১০৯	২০৪	-২৯	১৩	১০৫	৯৫
ভুল -ভ্রান্তি	**-২০২**	**-২৭৯**	**-২৯৯**	**-৭২০**	**-৬৭০**	**-৪৬৮**	**১৬**	**-৭২২**
সার্বিক ভারসাম্য	**৮১৫**	**১৭১**	**৬৭**	**৩৩৮**	**১৪৯৩**	**৩৩১**	**২০৫৮**	**২৮৬৫**
সংরক্ষিত পরিসম্পদ	**-৮১৫**	**-১৭১**	**-৬৭**	**-৩৩৮**	**-১৪৯৩**	**-৩৩১**	**-২০৫৮**	**-২৮৬৫**
বাংলাদেশ ব্যাংক	-৮১৫	-১৭১	-৬৭	-৩৩৮	-১৪৯৩	-৩৩১	-২০৫৮	-২৮৬৫
পরিসম্পদ	৮৮৭	-২৩৫	-২২৫	-৫৫৪	-১৫৯৩	-৭৯৯	-১৮৮৩	-৩৬১৬
দায়	৭২	৬৪	১৫৮	২১৬	১০০	৪৬৮	-১৭৫	৭৫১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। নোটঃ পরবর্তী অর্থবছরের উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের BPM-৬ manual অনুযায়ী ৫৫(২) তে দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৫৫.২ : বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-৯৯৩৫**	**-৯৩২০**	**-৭০০৯**	**-৬৭৯৪**	**-৬৯৬৫**	**-৬৪৬০**	**-৯৪৭২**	-১৮২৫৮	**-১৫৮৩৫**	**-১৭৮৬১**
রপ্তানি, এফওবি (ইপিজেডসহ)	২২৫৯২	২৩৯৮৯	২৬৫৬৭	২৯৭৭৭	৩০৬৯৭	৩৩৪৪১	৩৪০১৯	**৩৬২০৫**	৩৯৬০৪	৩২৮৩০
আমদানি, এফওবি (ইপিজেডসহ)	৩২৫২৭	৩৩৩০৯	৩৩৫৭৬	৩৬৫৭১	৩৭৬৬২	৩৯৯০১	৪৩৪৯১	**৫৪৪৬৩**	৫৫৪৩৯	৫০৬৯১
সেবা	**-২৬১২**	**-৩০০১**	**-৩১৬২**	**-৪০৯৯**	**-৩১৮৬**	**-২৭০৮**	**-৩২৮৪**	**-৪৫৭৪**	**-৩১৭৭**	**-২৯৮৭**
ক্রেডিট	২৫৭৩	২৬৯৪	২৮৩০	৩১১৫	৩০৮৪	৩৫২৩	৩৬২১	**৪৫৩৯**	৭১৫৩	৬৭৭০
ডেবিট	৫১৮৫	৫৬৯৫	৫৯৯২	৭২১৪	৬২৭০	৬২৩১	৬৯০৫	৯১১৩	১০৩৩০	৯৭৫৭
প্রাথমিক আয়	**-১৪৫৪**	**-১৫৪৯**	**-২৩৬৯**	**-২৬৩৫**	**-২২৫২**	**-১৯১৫**	**-১৮৭০**	**-২৩৯২**	**-২৯৯৩**	**-২৭৭৬**
ক্রেডিট	১২৪	১৯৩	১২০	১৩১	৭৬	৭৪	৮২	**১১৩**	১৯২	১৭২
ডেবিট	১৫৭৮	১৭৪২	২৪৮৯	২৭৬৬	২৩২৮	১৯৮৯	২০৮৯	২৫০৫	৩১৮৫	২৯৪৮
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ	৩৪৫	৩৭৩	৪৭৬	৪২৭	৩৬৬	৩৮২	৩৯৭	৫৩৭	৭৬০	৮৮৭
মাধ্যমিক আয়	**১২৩১৫**	**১৩৪২৩**	**১৪৯২৮**	**১৪৯৩৪**	**১৫৮৯৫**	**১৫৩৪৫**	**১৩২৮৩**	**১৫৪৪৪**	**১৬৯০৩**	**১৮৭৭৫**
সরকারি	১০৩	১০৬	৯৭	৮৩	৭৫	৬৭	৪৪	**৪৯**	৪১	১৯
বেসরকারি	১২২১২	১৩৩১৭	১৪৮৩১	১৪৮৫১	১৫৮২০	১৫২৭৮	১৩২৩৯	১৫৩৯৫	১৬৮৬২	১৮৭৫৬
তন্মধ্যে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ	১১৫১৩	১২৭৩৫	১৪৩৩৮	১৪১১৬	১৫১৭০	১৪৭১৭	১২৫৯১	১৪৭০৩	১৬৪২০	১৮২০৫
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১৬৮৬**	**-৪৪৭**	**২৩৮৮**	**১৪০৬**	**৩৪৯২**	**৪২৬২**	**-১৪৮০**	**-৯৭৮০**	**-৫১০২**	**-৪৮৪৯**
মূলধনী হিসাব	**৬৪২**	**৪৮২**	**৬২৯**	**৫৯৮**	**৪৯৬**	**৪৬৪**	**৩১৪**	**২৯২**	**২৩৯**	**২৫৬**
মূলধনী হস্তান্তর	৬৪২	৪৮২	৬২৯	৫৯৮	৪৯৬	৪৬৪	৩১৪	**২৯২**	২৩৯	২৫৬
আর্থিক হিসাব	**৬৫১**	**১৪৩৬**	**২৮৬৩**	**২৮৫৫**	**১২৬৭**	**৯৪৪**	**৪১২৬**	**৯০৭৬**	**৫৯০৭**	**৭৬৫৮**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নিট)	-	-	-	-	**২৫২৫**	**২৫০২**	**৩০৩৮**	২৭৯৮	৪৯৪৬	৩২৪১
তন্মধ্যে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ	৭৭৫	১১৯১	১৭২৬	১৪৩২	১১৭২	১২৮৫	১৬৫৩	১৫৮৩	২৬২৮	১৫১০
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	১০৯	২৪০	৩৬৮	৯৩৭	৩৭৯	১৩৯	৪৫৭	৩৬৫	১৭১	২৭৬
অন্যান্য বিনিয়োগ	-২৩৩	৫	৭৬৯	৪৪৪	-২৮৪	-৪৮০	২১৩৭	৭১২৮	৩১০৮	৫৮৭২
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (এমএলটি)	১০৩২	১৫৩৯	২০৮৫	২৪০৪	২৪৭২	৩০৩৩	৩২১৮	৫৭৮৫	৬২৬৩	৬৯৯৬
এমএলটি এমোরটাইজেশন পেমেন্ট	৭৩৯	৭৮৯	৯০৬	১০১৮	৯১০	৮৪৯	৮৯৫	১১১৩	১২০২	১২৫৭
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নিট)	-১০১	৭৯	-১৫০	৪৭৭	-৩৫	-১১০	-১৫৩	১৫৫	৩০২	৪৩৮
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নিট)	৫৩১	২৪২	-১০০	-৮৩৮	-১০৫	-৪৩৫	১০৩০	১৯৪৭	২৭২	৯৩১
অন্যান্য পরিসম্পদ	-৬৬১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
বাণিজ্য ঋণ (নিট)	-১৩৫	-১১১৮	-২৫০	-৩৪০	-২৫০৮	-২১০১	-১১৮৫	-১২৭০	-২৭১৬	-৯৬৬
বাণিজ্যিক ব্যাংক	-১৬০	৫২	৯০	-২৪১	৮০২	-১৮	১২২	১৬২৪	১৮৯	-২৭০
পরিসম্পদ	৪৫২	৪৪৩	৩৯৬	৮৯৮	৮৬	৩৪৭	১৭৮	২৬০	৩৬৭	-২৪২
দায়	২৯২	৪৯৫	৪৮৬	৬৫৭	৮৮৮	৩২৯	৩০০	১৩৬৪	৫৫৬	-৫১২
ভুল -ভ্রান্তি	**-২৬৩**	**-৯৭৭**	**-৭৫২**	**৬৬৬**	**-৮৮২**	**-৬৩৪**	**-১৪৭**	**-৪৭৩**	**-৮৬৫**	**৫৯০**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**-৬৫৬**	**৪৯৪**	**৫১২৮**	**৫৪৮৩**	**৪৩৭৩**	**৫০৩৬**	**৩১৬৯**	**-৮৮৫**	**১৭৯**	**৩৬৫৫**
সংরক্ষিত পরিসম্পদ	**৬৫৬**	**-৪৯৪**	**-৫১২৮**	**-৫৪৮৩**	**-৪৩৭৩**	**-৫০৩৬**	**-৩১৬৯**	**৮৮৫**	**-১৭৯**	**-৩৬৫৫**
বাংলাদেশ ব্যাংক	৬৫৬	-৪৯৪	-৫১২৮	-৫৪৮৩	-৪৩৭৩	-৫০৩৬	-৩১৬৯	-৮৮৫	-১৭৯	-৩৬৫৫
পরিসম্পদ	-৪৮১	২৯৩	৫১৯৬	৫৯৩৩	৪২৪৯	৫৩২২	৩২০৮	-৬৬১	-১৫৫	৩২৫০
দায়	১৭৫	-২০১	৬৮	৪৫০	-১২৪	২৮৬	৩৯	২২৪	-৩৩৪	–৪০৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। **নোটঃ** এই শ্রেণীবিভাগ BPM-৬ manual অনুযায়ী এবং রপ্তানি ও আমদানি উভয় ক্ষেত্রে শিপমেন্টভিত্তিক তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। *সাময়িক।

পরিশিষ্ট ৫৬: বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বছর (জুন স্থিতি)	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১৯৮১-৮২	১২১
১৯৮২-৮৩	৩৫৮
১৯৮৩-৮৪	৫৪০
১৯৮৪-৮৫	৩৯৫
১৯৮৫-৮৬	৪৭৬
১৯৮৬-৮৭	৭১৫
১৯৮৭-৮৮	৮৫৬
১৯৮৮-৮৯	৯১৩
১৯৮৯-৯০	৫২০
১৯৯০-৯১	৮৮০
১৯৯১-৯২	১৬০৮
১৯৯২-৯৩	২১২১
১৯৯৩-৯৪	২৭৬৫
১৯৯৪-৯৫	৩০৭০
১৯৯৫-৯৬	২০৩৯
১৯৯৬-৯৭	১৭১৯
১৯৯৭-৯৮	১৭৩৯
১৯৯৮-৯৯	১৫২৩
১৯৯৯-০০	১৬০২
২০০০-০১	১৩০৭
২০০১-০২	১৫৮৩
২০০২-০৩	২৪৭০
২০০৩-০৪	২৭০৫
২০০৪-০৫	২৯৩০
২০০৫-০৬	৩৪৮৪
২০০৬-০৭	৫০৭৭
২০০৭-০৮	৬১৪৯
২০০৮-০৯	৭৪৭১
২০০৯-১০	১০৭৫০
২০১০-১১	১০৯১২
২০১১-১২	১০৩৬৪
২০১২-১৩	১৫৩১৫
২০১৩-১৪	২১৫৫৮
২০১৪-১৫	২৫০২৫
২০১৫-১৬	৩০১৬৮
২০১৬-১৭	৩৩৪৯৩
২০১৭-১৮	৩২৯৪৩
২০১৮-১৯	৩২২৩৬
২০১৯-২০	৩৬০৩৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট ৫৭: বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও অবমুক্তি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	অঙ্গীকার			ব্যয়ন		
	অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
১৯৭৩-৭৪	১০৭	৪৪৮	৫৫৫	২১৮	২৪৩	৪৬১
১৯৭৪-৭৫	৩৪৫	৯২১	১২৬৬	৩৭৫	৫২৬	৯০১
১৯৭৫-৭৬	৩৮০	৫৭৮	৯৫৮	২৩৪	৫৬৭	৮০১
১৯৭৬-৭৭	৪০০	৩২৬	৭২৬	২৫৬	২৭৯	৫৩৫
১৯৭৭-৭৮	৪৩৩	৭১৪	১১৪৭	৩৯৩	৪৪১	৮৩৪
১৯৭৮-৭৯	৯৩৬	৮২৪	১৭৬০	৫০২	৫২৮	১০৩০
১৯৭৯-৮০	৪৮৫	৬৬৮	১১৫৩	৬৫০	৫৭৩	১২২৩
১৯৮০-৮১	৫৫০	১০০৯	১৫৫৯	৫৯৩	৫৫৩	১১৪৬
১৯৮১-৮২	৮০৫	১১১৭	১৯২২	৬৫৪	৫৮৬	১২৪০
১৯৮২-৮৩	৮৩৭	৬৮৫	১৫২২	৫৮৭	৫৯০	১১৭৭
১৯৮৩-৮৪	৮৫৯	৮৩৬	১৬৯৫	৭৩৩	৫৩৫	১২৬৮
১৯৮৪-৮৫	৮৭৫	১১০৫	১৯৮০	৭০৩	৫৬৬	১২৬৯
১৯৮৫-৮৬	৮৭৪	৭৮৭	১৬৬১	৫৪৬	৭৬০	১৩০৬
১৯৮৬-৮৭	৮৯৪	৭০৯	১৬০৩	৬৬১	৯৩৪	১৫৯৫
১৯৮৭-৮৮	৮৮১	৬৪৮	১৫২৯	৮২৩	৮১৭	১৬৪০
১৯৮৮-৮৯	৬৬১	১২১২	১৮৭৩	৬৭৩	৯৯৫	১৬৬৮
১৯৮৯-৯০	৮৮৫	১২৯০	২১৭৫	৭৬৬	১০৪৪	১৮১০
১৯৯০-৯১	৪৮৫	৮৮৫	১৩৭০	৮৩১	৯০১	১৭৩২
১৯৯১-৯২	১১৪০	৭৭৫	১৯১৫	৮১৭	৭৯৪	১৬১১
১৯৯২-৯৩	৭৩৪	৫৪০	১২৭৪	৮১৮	৮৫৭	১৬৭৫
১৯৯৩-৯৪	৪৬৪	১৯৪৬	২৪১০	৭১০	৮৪৯	১৫৫৯
১৯৯৪-৯৫	৮৬১	৭৫১	১৬১২	৮৯০	৮৪৯	১৭৩৯
১৯৯৫-৯৬	৮৬৪	৪১৬	১২৮০	৬৭৭	৭৬৬	১৪৪৩
১৯৯৬-৯৭	৮৪২	৮১৯	১৬৬১	৭৩৬	৭৪৫	১৪৮১
১৯৯৭-৯৮	৫৮৫	১২০৬	১৭৯১	৫০৩	৭৪৮	১২৫১
১৯৯৮-৯৯	৮৬২	১৭৮৭	২৬৪৯	৬৬৯	৮৬৭	১৫৩৬
১৯৯৯-০০	৬১৯	৮৫৬	১৪৭৫	৭২৬	৮৬২	১৫৮৮
২০০০-০১	৯৩৮	১১১৫	২০৫৩	৫০৪	৮৬৫	১৩৬৯
২০০১-০২	৪০২	৪৭৭	৮৭৯	৪৭৯	৯৬৩	১৪৪২
২০০২-০৩	৮৭০	১৩০৯	২১৭৯	৫১০	১০৭৫	১৫৮৫
২০০৩-০৪	৮৮৭	১০৩৬	১৯২৩	৩৩৮	৬৯৫	১০৩৩
২০০৪-০৫	৩৪৫	১২০৭	১৫৫২	২৩৪	১২৫৭	১৪৯১
২০০৫-০৬	৬২৮.৩৮	১১৫৮.৯৮	১৭৮৭.৩৬	৫০০.৫৪	১০৬৭.০৯	১৫৬৭.৬৪
২০০৬-০৭	৭২৮.৫০	১৫২৭.৬৩	২২৫৬.১৩	৫৯০.১৭	১০৪০.৪০	১৬৩০.৫৭
২০০৭-০৮	৯৬১.৮৮	১৮৮০.৫৬	২৮৪২.৪৪	৬৫৮.১১	১৪০৩.৪০	২০৬১.৫১
২০০৮-০৯	৪২৩.২৬	২০২১.০৬	২৪৪৪.৩২	৬৫৭.৮১	১১৮৯.৫০	১৮৪৭.৩১
২০০৯-১০	৫৫৫.১৫	২৪২৮.৫৩	২৯৮৩.৬৮	৬৩৯.১৭	১৫৮৮.৬০	২২২৭.৭৭
২০১০-১১	৬৩০.৪৬	৫৩৩৮.১৭	৫৯৬৮.৬৩	৭৪৫.১০	১০৩১.৬৪	১৭৭৬.৭৪
২০১১-১২	১৪৪১.৩৭	৩৩২৩.১৫	৪৭৬৪.৫২	৫৮৭.৯৯	১৫৩৮.৪৮	২১২৬.৪৭
২০১২-১৩	৫৫৪.৫৩	৫৩০০.০৭	৫৮৫৪.৬০	৭২৬.২৭	২০৮৪.৭২	২৮১১.০০
২০১৩-১৪	৪৯৭.৮২	৫৩৪৬.৪০	৫৮৪৪.২২	৬৮০.৭৩	২৪০৩.৬৬	৩০৮৪.৩৯
২০১৪-১৫	৪৯৩.৬৬	৪৭৬৪.৮১	৫২৫৮.৪৭	৫৭০.৮২	২৪৭২.২৫	৩০৪৩.০৭
২০১৫-১৬	৫৪৪.৯২	৬৫০৩.১৬	৭০৪৮.০৮	৫৩০.৫৬	৩০৩৩.০৩	৩৫৬৩.৫৯
২০১৬-১৭	৪০৪.৫৩	১৭৫৫৭.৩২	১৭৯৬১.৮৫	৪৫৯.৩৫	৩২১৭.৯৪	৩৬৭৭.২৯
২০১৭-১৮	৭০৫.১০	১৪১৯৩.৭৯	১৪৮৯৮.৯০	৩৮২.৪২	৫৯৮৬.৯৫	৬৩৬৯.৩৭
২০১৮-১৯	১৫৭১.৮৯	৮৩৩৪.৯৭	৯৯০৬.৮৬	২৭৯.৭০	৬২৬২.৮৭	৬৫৪২.৫৭
২০১৯-২০*	৩৩৬.২৮	২৯১৯.৬৬	৩২৫৫.৯৪	১৬৮.৪৩	৩৩১৭.৬৯	৩৪৮৬.১২

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৫৮: মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক দায় পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিশোধ			রপ্তানি	মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়**	রপ্তানি আয়ের শতকরা অংশ হিসেবে মোট দায় পরিশোধ	মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের শতকরা অংশ হিসেবে মোট দায় পরিশোধ
	সুদ	আসল	মোট দায় পরিশোধ				
১৯৭৫-৭৬	২০	৩৬	৫৬	৩৮১	৪৭৪	১৪.৬	১১.৭
১৯৭৬-৭৭	২৮	২২	৫০	৪১৭	৫৪৮	১১.২	৯.১
১৯৭৭-৭৮	৩১	৩৪	৬৫	৪৯৪	৭০৪	১৩.২	৯.২
১৯৭৮-৭৯	৩৯	৫০	৮৯	৬১৯	৮৯৮	১৪.৪	৯.৯
১৯৭৯-৮০	৪২	৬৬	১০৮	৭২৬	১২২৮	১৪.৯	৮.৮
১৯৮০-৮১	৪১	৪৪	৮৫	৭১০	১৩৬৪	১২.০	৬.৩
১৯৮১-৮২	৪৭	৪৫	৯২	৬২৬	১২৮৫	১৪.৬	৭.১
১৯৮২-৮৩	৫১	৮৫	১৩৬	৬৮৭	১৫৩৩	১৯.৮	৮.৯
১৯৮৩-৮৪	৫৮	৭১	১২৯	৮১১	১৬৮৬	১৫.৮	৭.৬
১৯৮৪-৮৫	৬৪	১০৬	১৭০	৯৩৪	১৬৬১	১৮.২	১০.২
১৯৮৫-৮৬	৭৩	১১১	১৮৪	৮১৯	১৬৩৪	২২.৪	১১.২
১৯৮৬-৮৭	৮১	১৫২	২৩৩	১০৭৪	২০৩২	২১.৭	১১.৩
১৯৮৭-৮৮	১২৩	১৬৬	২৮৯	১২৩১	২২৭৮	২৪.৪	১২.৬
১৯৮৮-৮৯	১২৩	১৭০	২৯৩	১২৯২	২৪৫৩	২২.৮	১১.৭
১৯৮৯-৯০	১১৬	১৮৬	৩০২	১৫২৪	২৭৩১	১৯.৮	১০.৯
১৯৯০-৯১	১২০	১৯৭	৩১৭	১৭১৮	২৯৪২	১৯.৪	১১.০
১৯৯১-৯২	১২৭	২১০	৩৩৭	১৯৯৪	৩৪০৬	১৬.৯	৯.৮
১৯৯২-৯৩	১৩৫	২৩৯	৩৭৪	২৩৮৩	৩৯৪৪	১৫.৭	৯.৫
১৯৯৩-৯৪	১৩৯	২৬৩	৪০৫	২৫৩৪	৪২৯৩	১৭.২	১০.৪
১৯৯৪-৯৫	১৫৪	৩১৪	৪৬৮	৩৪৭৩	৫৪৯০	১৩.৫	৮.৫
১৯৯৫-৯৬	১৫২	৩১৬	৪৬৮	৩৮৮২	৫৯০৮	১২.১	৭.৯
১৯৯৬-৯৭	১৪৭	৩১৬	৪৬৩	৪৪২৭	৬৬৪৭	১০.৫	৭.০
১৯৯৭-৯৮	১৩৭	৩০৭	৪৪৪	৫১৭২	৭৪৯৫	৮.৬	৫.৯
১৯৯৮-৯৯	১৬৬	৩৭৩	৫৩৯	৫৩২৪	৭৭৩৭	১০.১	৭.০
১৯৯৯-০০	১৭২	৪৪৭	৬১৯	৫৭৬২	৮৫৬০	১০.৭	৭.২
২০০০-০১	১৫৯	৪৩৮	৫৯৭	৬৪৭৬	৯১১৭	৯.২	৬.৫
২০০১-০২	১৫১	৪৩৫	৫৮৬	৫৯৮৬	৯২৯৫	৯.৮	৬.৩
২০০২-০৩	১৫৬	৪৫২	৬০৮	৬৫৪৮	১০৪৯৭	৯.২৮	৫.৮
২০০৩-০৪	১৬৫	৪২৩	৫৮৮	৭৬০৩	১১৮৯৯	৭.৭৩	৪.৯৪
২০০৪-০৫	১৮৫	৪৩৪	৬১৯	৮৬৫৫	১৩৬৮০	৭.২	৪.৫
২০০৫-০৬	১৭৬	৫০২	৬৭৮	১০৫২৬	১৬৬২৪	৬.৪	৪.১
২০০৬-০৭	১৮২	৫৪০	৭২২	১২১৭৮	১৯৬৪১	৫.৯	৩.৭
২০০৭-০৮	১৮৫	৫৮৬	৭৭০	১৪১১১	২১৪০৪	৫.৫	৩.৬
২০০৮-০৯	২০০	৬৫৬	৮৫৫	১৫৫৬৫	২৭০৮৬	৫.৫	৩.২
২০০৯-১০	১৯০	৬৮৬	৮৭৬	১৬২০৫	২৯৬৭০	৫.৪	৩.০
২০১০-১১	২০০	৭২৯	৯২৯	২২৯২৮	৩৭১৪৪	৪.১	২.৫
২০১১-১২	১৯৭	৭৭০	৯৬৭	২৪২৮৮	৩৯৮১৫	৪.০	২.৪
২০১২-১৩	১৯৬	৮৯৫	১০৯১	২৭০১৮	৪৪১৮৬	৪.০	২.৫
২০১৩-১৪	২০৬	১০৮৮	১২৯৪	২৯৭৬৫	৪৬৯৪৫	৪.২৮	২.৭৫
২০১৪-১৫	১৮৮	৯০৯	১০৯৭	৩০৭৬৮	৪৯১০২	৩.৫১	২.২৪
২০১৫-১৬	২০২	৮৪৯	১০৫১	-	-	-	-
২০১৬-১৭	২২৯	৮৯৪	১১২৩	-	-	-	-
২০১৭-১৮	২২৯	১১১০	১৪০৯	-	-	-	-
২০১৮-১৯	৩৯১	১২০২	১৫৯৩				
২০১৯-২০*	২৮৩	৮১৭	১১০০				

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত।

নোট: মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়=পণ্য রপ্তানি+বিদেশে কর্মরতদের প্রেরিত অর্থ + অদৃশ্য আয়।

পরিশিষ্ট ৫৯: বৈদেশিক দায়ের স্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ব্যয়ন**	দায় পরিশোধ ***			প্রতি আর্থিক বৎসর শেষে দায়ের স্থিতি
		আসল	সুদ	মোট	
১৯৭৩-৭৪	২৪৩	৯	৯	১৮	৫০১
১৯৭৪-৭৫	৫২৬	৫৮	১৩	৭১	৯৭৪
১৯৭৫-৭৬	৫৬৭	৩৬	২০	৫৬	১৫৭৭
১৯৭৬-৭৭	২৭৯	২২	২৮	৫০	১৮২৮
১৯৭৭-৭৮	৪৪২	৩৪	৩১	৬৫	২৭৮৩
১৯৭৮-৭৯	৫২৮	৫০	৩৯	৮৯	৩১৯৩
১৯৭৯-৮০	৫৭৩	৬৬	৪২	১০৮	৩৪০০
১৯৮০-৮১	৫৫৪	৪৪	৪১	৮৫	৪৩৮৩
১৯৮১-৮২	৫৮৬	৪৫	৪৭	৯২	৪৯৫৯
১৯৮২-৮৩	৫৯০	৮৫	৫১	১৩৬	৫৪৫২
১৯৮৩-৮৪	৫৩৫	৭১	৫৮	১২৯	৫৯৪১
১৯৮৪-৮৫	৫৬৯	১০৬	৬৪	১৭০	৬২৮১
১৯৮৫-৮৬	৭৬০	১১১	৭৩	১৮৪	৭৪৩৮
১৯৮৬-৮৭	৯৩৪	১৫২	৮১	২৩৩	৮৩৬৪
১৯৮৭-৮৮	৮১৭	১৬৬	১২৩	২৮৯	৯৪৭৩
১৯৮৮-৮৯	৯৯৬	১৭০	১২৪	২৯৪	৯৮৭৯
১৯৮৯-৯০	১০৪৪	১৮৬	১১৬	৩০২	১০৬০৯
১৯৯০-৯১	৯০১	১৯৭	১২০	৩১৭	১২৭১৪
১৯৯১-৯২	৭৯৪	২১০	১২৭	৩৩৭	১৩৩৩০
১৯৯২-৯৩	৮৫৭	২৩৯	১৩৫	৩৭৪	১৩৬১৫
১৯৯৩-৯৪	৮৪৯	২৬৩	১৩৯	৪০২	১৫৩৭৩
১৯৯৪-৯৫	৮৪৯	৩১৪	১৫৪	৪৬৮	১৬৭৬৭
১৯৯৫-৯৬	৭৬৬	৩১৬	১৫৩	৪৬৯	১৫১৬৬
১৯৯৬-৯৭	৭৪৫	৩১৬	১৪৭	৪৬৩	১৫০২৫
১৯৯৭-৯৮	৭৪৮	৩০৭	১৩৭	৪৪৪	১৪০৩৩
১৯৯৮-৯৯	৮৬৭	৩৭৩	১৬৬	৫৩৯	১৪৮৪৩
১৯৯৯-০০	৮৬২	৪৪৭	১৭২	৬১৯	১৬২১১
২০০০-০১	৮৬৫	৪৩৮	১৫৯	৫৯৭	১৫০৭৪
২০০১-০২	৯৬৩	৪৩৫	১৫১	৫৮৬	১৬২৭৬
২০০২-০৩	১০৭৫	৪৫২	১৫৬	৬০৮	১৭৪১১
২০০৩-০৪	৬৯৫	৪২৩	১৬৫	৫৮৮	১৮৫১১
২০০৪-০৫	১২৫৭	৪৩৪	১৮৫	৬১৯	১৮৭৭৭
২০০৫-০৬	১০৬৭	৫০২	১৭৬	৬৭৮	১৯৪২০
২০০৬-০৭	১০৪০	৫৪০	১৮২	৭২২	২০৭১৩
২০০৭-০৮	১৪০৩	৫৮৬	১৮৪	৭৭০	২০২৬৫
২০০৮-০৯	১১৮৯	৬৫৫	১৯৯	৮৫৫	২০৮৫৮
২০০৯-১০	১৫৮৯	৬৮৬	১৯০	৮৭৬	২০৩৩৬
২০১০-১১	১০৩২	৭২৯	২০০	৯২৯	২২০৮৬
২০১১-১২	১৫৩৮	৭৭০	১৯৭	৯৬৭	২২০৯৫
২০১২-১৩	২০৮৫	৮৯৫	১৯৬	১০৯১	২২৩৮১
২০১৩-১৪	২৪০৪	১০৮৯	২০৬	১২৯৪	২৪৩৮৮
২০১৪-১৫	২৪৭২	৯০৯	১৮৮	১০৯৭	২৩৯০১
২০১৫-১৬	৩০৩৩	৮৪৮	২০২	১০৫০	২৬৩০৬
২০১৬-১৭	৩২১৮	৮৯৪	২২৯	১১২৩	২৮৩৩৭
২০১৭-১৮	৫৯৮৭	১১১০	২৯৯	১৪০৯	৩৩৫১২
২০১৮-১৯	৬২৬২.৮৭	১২০২	৩৯১	১৫৯৩	৩৮৪৭৫
২০১৯-২০*	৩৩১৭.৬৯	৮১৭	২৮৩	১১০০	৪০৯৭৫

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২০ **শুধুমাত্র ঋণ।
*** খাদ্য, বিমান, জ্বালানি তৈল আমদানি এবং আই.এম. এফ. হতে সংগৃহীত স্বল্প মেয়াদি ঋণ ব্যতীত।

পরিশিষ্ট ৬০.১ : উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশ/সংস্থা	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
আইডিএ	৬৩৫.৩৩	৬৮০.১০	৭৯৫.৮৪	৫০৭.৫২	৩৯৭.৪৮	৫৫৩.১৪	৬২০.৮৪
জাপান	৩১.০৫	৩১.৬২	৮৮.৭৪	১০৩.০৪	৭৮.৯৬	২১.৩৪	২৪৭.৫৯
এডিবি	২৬৪.৫৬	৩৪২.৪৬	৪৪৮.৩২	৬১৮.৫৬	১০৮৬.৭৫	৪৮৬.৮৫	৪৬০.৭৮
যুক্তরাষ্ট্র	৩.৯৫	৬১.৯১	১৪.৫৭	০.০০	০.০০	০০.০০	০.০০
জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ*	১১১.১৫	৭৬.১৫	১৭৭.৯৪	১৪.৩৮	২১১.৭৪	১৬৫.৭৪	১৪২.১১
কানাডা	৬২.০৪	১৭.৭	৪১.৭৫	১৯.২৫	১৩.৬৬	৩১.১৪	৪.৬৮
জার্মানি	১৫.২৯	১৯.৭১	২৯.৭৯	৬৩.৬২	৭০.৩৯	৪৬.২৩	৪৩.০২
যুক্তরাজ্য	১৫৬.৮০	৬৯.৩৭	১২৭.৬২	১৩২.১৫	১২৪.৩৩	১০২.৮১	১০৬.৭৭
ইইউ	৭২.৬৫	৬৬.৩৮	৭০.২০	৩২.৬০	৮৩.০১	১৮.৪০	১৫.৯৬
নেদারল্যান্ড	১২.৬১	২৩.৮৮	৫.৪১	১১.০১	১.২১	০.০০	০.০০
সৌদি আরব	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.৩৩	০.৩৫
সুইডেন	১.৭৯	৫৭.৪২	৪২.৪৪	২৪.৭৭	৯.৩০	১১.৭১	৩৩.৭৭
নরওয়ে	১০.৭৯	৪৬.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ডেনমার্ক	১৪.২৮	৫০.০০	৩২.৮০	২১.৮৯	৩০.১১	৩৩.০৬	৪৫.৪৪
ফ্রান্স	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০০.০০	০.০০
ইউনিসেফ	১৮.০৯	২৯.৭৮	৫২.০১	৭৮.০০	০.০০	৫৪.৩১	৫৯.০৪
ভারত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০০.০০	১২.৯১
অস্ট্রেলিয়া	১০.৫৬	০.০০	৬.৪৫	০.০০	০.০০	০০.০০	০.০০
আইডিবি	২৫.০৮	২২.৬৪	১০.৭৬	২১.২১	২৫.৭৬	১৭.১৯	১৭.১৮
ইফাদ	--	--	--	১২.০৯৯	২০.৩৯	২১.৫৫	৪৩.৫০
কুয়েত	--	--	--	৩২.৩৭৮	১২.৩৫	১০.২২	১৩.২৩
ওপেক	--	--	--	২.২৯১	৫.২২২	১০.৮৬	২৩.০৫
দঃ কোরিয়া	--	--	--	৪.৫৩	২০.০৭	৭৪.৬০	৬০.১৩
এনডিএফ	--	--	--	০০.০০	৩.১০	৯.৫৬	০.০০
চীন	--	--	--	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
রাশিয়া	--	--	--	--	--	--	--
অন্যান্য	১২১.৬২	৩৫.০১	১১৬.৯১	১২.৪৫৩	০০.০০	০০.০০	১৭৬.১২
মোট	**১৫৬৭.৬৪**	**১৬৩০.৫৮**	**২০৬১.৫১**	**১৮৪৭.৩১**	**২২২৭.৭৭**	**১৭৭৭.১৬**	**২১২৬.৪৭**

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৬০.২ : উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য (২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশ/সংস্থা	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০*
আইডিএ	৭৬৯.৬৩	৯৩৬.০৫	৯৭৭.৮৯	১১৫৭.৯০	১৩৯৯.৭৮	১৪২২.৬৫	২০৩০.৯৩	৬৪৪.০০
জাপান	৩৪৮.৫৮	৪৫০.৭৮	৩৬৬.৪৬	৫৫৩.০৬	৬৪৫.৭১	১৫৪৪.২২	১৯৯৫.৬৫	৭৩০.৩৩
এডিবি	৭৫২.০৫	৪৬৪.৬৮	৭১৫.৭৬	৮১৩.৭৬	৭৫৭.১১	৯৩৮.২১	১২৫৫.০২	৭৩৭.৬০
যুক্তরাষ্ট্র	০.০০	০.৪৬	১.৫৩	--	৩.০০	০	৪.৮৮	০
জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ**	১৭১.৪৯	২৬.৬৩	১৪৪.৭৬	১২৮.৯৫	১০৩.২১	১০৫.৯৭	৬৭.৮২	৭৩.৯০
কানাডা	৩.৫২	১৬.২৮	১৩.২৮	২০.৫১	৮.৬৩	৬.৩৬	০	০
জার্মানি	৬৮.৭১	৩৫.৩৪	৩০.০৮	৬০.৮২	৪৪.৮১	৩৮.৬১	১৪.৬৩	১১.৪২
যুক্তরাজ্য	১০৮.৯৫	১১৬.০২	৭৯.৩০	৬৫.৪৪	২১.৮৬	১১.১৮	০	৯.৩১
ইইউ	৫১.৭৩	৫১.১২	২৯.৭৪	৩.৭৪	৪৩.৩৮	০	০	০
নেদারল্যান্ড	৪.৬০	৬.৯৬	০.৯৩	২.৭১	১২.৫৩	০	০	০
সৌদি আরব	৩.৪২	৬.৪২	৯.৭৬	২৮.৭৬	২৯.৯৩	১৮.৬৯	২৬.৮১	৮.৯৬
সুইডেন	১১.২৬	২৩.৯৭	১০.১৫	০.০০৭	০	০	০	০
নরওয়ে	০.০০	৪.৬	২.৮৪	০.০০	০	০	০	০
ডেনমার্ক	৪১.৪২	৬২.৬৭	২৯.৫৩	২৪.১৬	১৪.৯৪	৯.৩৪	০	১২.৫৬
ফ্রান্স	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৩৪	১২.৩২	৬৭.৫৪	১৮.৪৪	০.৪০
ইউনিসেফ	৬৬.৬৬	১৬.৮৮	৩৯.১৬	৩৮.৯৫	৪৬.৭৭	৭৭.৬০	৭৬.৪৮	১৯.২৮
ভারত	১৭৫.৩২	১২৩.৩৭	৯৪.০০	৮৪.৭৯	৮০.২৩	৫০.০৭	১৩৭.৮৬	৬৬.৪৬
অস্ট্রেলিয়া	০.০০	০.০০	০.০০	--	৪.৮৫	৩.১৩	০	০
আইডিবি	২২.৮২	৭৬.৯৪	১৩২.৯২	১০০.৪৯	৩৯.৮৩	৩৬.২১	৩৩.৩৩	৬.২৭
ইফাদ	১৭.০৯	১৪.২৮	৪২.২৯	৫১.৮৯	৪৯.০৮	৩৮.০৪	২৭.৮৮	৯.৯৮
কুয়েত	১০.৬৫	৯.৩৫	৭.২২	১৬.৬২	৩২.০১	১৮.৫৩	২৭.৬৮	৮.৬৬
ওপেক	৬.৩১	৬.৬৫	১০.৬১	২৫.৯০	২৯.৯৫	১৫.৮৪	৩৪.৫৬	১৪.৩২
দঃ কোরিয়া	৩৭.৮৪	৩৫.৫৪	৫৫.৭৩	৩৩.২৩	৩১.০১	৪১.৩৫	৫৭.৬১	৭৩.০২
এনডিএফ	০.০০	৪.৬	২.৮৪	০.৭০	০.০৮	০	০	০
চীন	৭৭.০৪	৪৭২.৭১	১২১.২৩	১১৫.৭৩	৩৬.৩৯	৯৭৮.৬০	৫১৫.০৯	৪৬৩.৯৯
রাশিয়া	--	--	১১৩.৯১	২০২.৬৯	৯২.৪১	৮৩৭.৯১	৯০৩.৮৬	৫০০.৩৩
অন্যান্য	৬১.৮৪	১২৬.৬৯	১৩.৮৩	২৯.৪৪	১৩৭.৪৭	১০৯.৩৩	১১৪.০৪	৯৫.৩৩
মোট	**২৮১১.০০**	**৩০৮৪.৩৯**	**৩০৪৩.০৭**	**৩৫৬৩.৫৯**	**৩৬৭৭.২৯**	**৬৩৬৯.৩৭**	**৬৫৪২.৫৭**	**৩৪৮৬.১২**

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত। ** ইউনিসেফ ব্যতিত।

পরিশিষ্ট ৬১.১ : অর্থনৈতিক খাত ভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
কৃষি	৫২.৩	৬৯.৪	৩৫.৮	৩০.১	৮৩.৫	৬৫.২	৪৯.৬
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৪৭.১	৩৮.৪	৫৭.৪	৫৭.০	৯৩.৪	৪২.০	৪১.৫
পানি সম্পদ	৮৯.১	৭১.৯	৬৭.৮	৭৪.১	৫২.৪	৫৭.৫	৬৩.৫
শিল্প	৬১.৬	১৪.৮	৮.২	১৯.১	১.৯	২৩.৪	৮১.৬
বিদ্যুৎ	১৬২.৪	২৩৩.৪	৩৫৫.৯	২৩৪.২	১৯১.৮	২৭৫.৭	৩৯৮.৫
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১৪.৫	৩২.৯	১৭.৫	১৯.১	১০১.৯	২০.৯	২৭.৩
পরিবহন	৭৬.০	৮৩.৭	১১৯.৬	১৫০.৭	১০৩.৯	১০৩.৩	১১৪.৩
যোগাযোগ	০.০	০.০	৮.৪	৪.৪	১১.১	১৩.৫	৮৬.৪
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	১১৮.২	৯৫.৬	৮১.৩	৯৮.০	১১৬.৭	৯৭.০	২৪৫.৪
শিক্ষা ও ধর্ম	৩১৬.৭	৩৬৪.৬	২১৭.০	২২০.৬	২৫৪.৩	২৪৩.৭	২৭৯.৮
যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	১৭৩.৯	২৪৯.৫	১৯৩.৯	১৭২.৯	১৭৬.২	২২৪.৫	২৭৪.১
গণসংযোগ	০.৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও যুব উন্নয়ন	১৩.১	৩.৮	২০.৫	৭.১	২০.৭	১৫.০	৫০.৮
জনপ্রশাসন	৩৪৪.৪	৩১২.৫	৭৬৭.৩	৭০৭.৫	৯২৬.৬	৫৪০.২	৩৪৪.৫
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
শ্রম ও জনশক্তি	০.৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট	**১৪৭০.৪**	**১৫৭০.৭**	**১৯৫০.৭**	**১৭৯৪.৯**	**২১৩৪.৪**	**১৭২১.৮**	**২০৫৭.২**

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৬১.২ : অর্থনৈতিক খাত ভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
কৃষি	৭৩.৩	১২২.৭	২১৫.০০	২২৭.২৭	২১০.২২	১৭১.৪০	২২৮.১০
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৫৮.৮	৪৯.১	৪৯.৯০	৬৫.৮৪	২৪১.২২	২০২.৬০	৪০২.০০
পানি সম্পদ	৭৩.২	৯৬.৬	৯০.০০	১২১.৩৫	৬৩.৬৭	৬৫.৭০	১২৮.৪০
শিল্প	১২৮.৭	৩২১.৩	৮২.০০	২৭.৭৯	৩৭.৩৪	৪৫.৩০	৭৩.৫০
বিদ্যুৎ	৫৫৬.১	৪৯৮.৯	৬২৯.০০	৯৭৩.০৯	৬০২.৭৩	১৩৯৬.৯০	১০০৯.৫০
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৫৪.৩	৬৯.৮	১৮.১০	৩৮.৪৪	৭৫.০৩	৮০.৯০	২০৩.৩০
পরিবহন	২৩৮.৭	৪৩১.২	২৮২.১০	৪১০.১৪	৬৪৭.১৪	১৮১০.৮০	১০৯৭.৮০
যোগাযোগ	৫৭.০	১১৩.৩	৯৬.১০	৭১.০২	৪.৮৯	৮.৫০	৫৪.৫০
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	১৪১.৪	১৮৭.০	৩০১.১০	৩৩৮.১০	৪৩১.২০	৪৯৬.৮০	৫২৬.৬০
শিক্ষা ও ধর্ম	৪১৭.২	৩৫২.৯	৩৭৫.১০	৪৭৪.৯২	৪৬৮.৯৩	৪৩৩.২০	৬৭২.৩৬
যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০.০০	০.০০	০.০০	--	১.১২	১.১০	০.১
স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	২২৪.০	২৪২.৭	১৭৭.৪০	২০৬.১৫	২৫২.৫১	২০২.৭০	১৭৩.৬০
গণসংযোগ	০.০০	০.০০	০.০০	--	০.০০	০.০০	০
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও যুব উন্নয়ন	৬০.৯	৯২.৪	৬৬.৬০	১৪৪.৩৪	২৩০.১৫	২১০.৮০	৩০৩.১
জনপ্রশাসন	৬৭৬.৩	৪৬৮.৭	৬২২.৫০	৩৯৮.৮২	২৭৪.০২	২৬৬.৭০	৫৬৯.৬০
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	২৯.০৫	১০৩.৫৪	৯৫৪.৭০	১০৭২.৯০
শ্রম ও জনশক্তি	০.০০	০.০০	০.৬	৫.৪১	৪.৭৭	৭.৮০	৪.৬০
মোট	**২৭৬০.৮**	**৩০৪৬.৮**	**৩০০৫.৫০**	**৩৫৩১.৭২**	**৩৬৪৮.৪৭**	**৬৩৫৫.৯০**	**৬৫১৯.৯৬**

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৬২: বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের আকার, প্রকৃত ব্যয় এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার (স্ব স্ব ভিত্তি বছরের মূল্যে)

(মিলিয়ন টাকায়)

পরিকল্পনা	পরিকল্পনার আকার			প্রাক্কলিত প্রকৃত ব্যয় (পরিকল্পনার আকারের %)			প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (%)	অর্জিত প্রবৃদ্ধি (%)
	মোট	গণখাত	ব্যক্তিখাত	মোট	গণখাত	ব্যক্তিখাত		
প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৪৪,৫৫০	৩৯,৫২০	৫,০৩০	২০,৭৪০	১৬,৩৫০	৪,৩৯০	৫.৫০	৪.০০
				(৪৬.৫৫)	(৪১.৩৭)	(৮৭.২৮)		
দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	৩৮,৬৮০	৩২,৬১০	৬,০০০	৩৩,৫৯০	২৪,০২০	৯,৫৭০	৫.৬০	৩.৫০
				(৮৭.০০)	(৭৩.৬৬)	(১৫৯.৫০)		
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৭২,০০০	১১১,০০০	৬১,০০০	১৫২,৯৭০	১০৩,২৮০	৪৯,৬৯০	৫.৪০	৩.৮০
				(৮৮.৯৪)	(৯৩.০৫)	(৮১.৪৬)		
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৩৮৬,০০০	২৫০,০০০	১৩৬,০০০	২৭০,১১০	১৭১,২৯০	৯৮,৮০২	৫.৪০	৩.৮০
				(৬৯.৯৮)	(৬৮.৫২)	(৭২.৬৬)		
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৬২০,০০০	৩৪৭,০০০	২৭৩,০০০	৫৯৮,৪৮০	২৭৪,০৮৩	৩২৪,৩৯৭	৫.০০	৪.১৫
				(৯৬.৫৩)	(৭৮.৯৯)	(১১৮.৮৩)		
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৫৯,৫২১	৮৫৮,৯৩৯	১১০০,৫৮২	১৩৭৩,৬৩৯	৬৩৫,৩৬৮	৩৭৮,২৭১	৭.০০	৫.২১
				(৭০.১০)	(৭৩.৯৭)	(৬৭.০৮)		
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৭৬৩৩৬৫৭	৩৮৭৪৬১৬	১৩৭৫৯০৪০	১৭১১৫৮২৯	৩৭৯৯৫৭৬	১৩৩১৬২৫৩	৭.৩০	৬.৩৫
				(৯৭.০৬)	(৯৮.০৬)	(৯৬.৭৮)		
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৩১৯০২৮০০	৭২৫২৩০০	২৪৬৫০৫০০	-	-	-	৭.৪০	৮.১৫*

উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। * ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হার।

Contributors

Name	Designation
Shamim Ahmed Khan	Economic Adviser
Dr. Md. Khairuzzaman Mozumder	Additional Secretary
Abul Monsur	Deputy Economic Adviser
Nilufa Akter	Deputy Economic Adviser
Dr. A.K.M. Anisur Rahman	Deputy Secretary
Sabina Eyasmin	Senior Assistant Chief
Monoara Parvin Mitu	Senior Assistant Chief
Tasnova Rahman	Senior Assistant Chief